ओँ

नमः सच्चिदानन्दविग्रहाय ।

पञ्चविवेक-पञ्चदीप-पञ्चानन्दावयवात्मिका-

पञ्चदशी ।

श्रीमद्भारतीतीर्थ-विद्यारण्य-मुनीश्वरकृता ।

श्रीरामकृष्णाख्यविद्वद्विरचितटीकासहिता

वङ्गभाषानुवादसम्बलिता च ।

श्रीलश्रीपूज्यपाद-भगवत्-सान्द्रानन्दाचार्य्य-महाप्रभुप्रसादत-

चतुर्व्वेदान्तर्गताष्टोत्तरशतोपनिषत् प्रकाशकेन

श्रीमहेशचन्द्रपालेन

सङ्कलिता प्रकाशिता च ।

(योड़ासाँको; १८१ नं, वाराणसी घोषेर ष्ट्रीट् ; कलिकाता ।)

कलिकाता-राजधान्याम् ।

योड़ासाँको, शिवकृष्णदाँर लेन, ७ नं भवने ज्योतिषप्रकाशयन्त्रे

श्रीयुक्त गोपालचन्द्रघोषालेन मुद्रिता ।

शकाब्द १८०५, श्रावण ।

ওঁ

নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় ।

পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দা-বয়বাত্মিকা-

পঞ্চদশী ।

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ-বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বরকৃতা ।

শ্রীরামকৃষ্ণাখ্যবিদ্বদ্বিরচিতটীকাসহিতা

বঙ্গভাষানুবাদসম্বলিতা চ ।

শ্রীলশ্রীপূজ্যপাদ ভগবৎ সাচ্চিদানন্দআচার্য্য মহাপ্রভুর প্রসাদে

চতুর্ব্বেদান্তর্গত অষ্টোত্তরশত উপনিষৎ প্রকাশক

শ্রীমহেশচন্দ্রপাল-কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত ।

(যোড়াসাঁকো ; ১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ ; কলিকাতা ।)

কলিকাতা ।

যোড়াসাঁকো, শিবকৃষ্ণদাঁর লেন, ৭ নং ভবনে জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রে

শ্রীগোপালচন্দ্র ঘোষাল-কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

শকাব্দ ১৮০৫, শ্রাবণ ।

পদার্থমাত্রের স্বাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্মদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভই একমাত্র মনুষ্যবর্গের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থের পর্য্যালোচনা করিলে তদ্বিষয়েরও অভাব থাকে না। অধিক বিস্তারিত করা বাহুল্য, যাঁহারা "পঞ্চদশীর" আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন, তাহাদিগের ব্রহ্ম-বিজ্ঞান বিষয়ে অনুমাত্রও সংশয় থাকে না। এই গ্রন্থে তত্ত্ববিচার, ভূতবিচার প্রভৃতি যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে বিজ্ঞান-বিদ্যা পরিমার্জ্জিত হইয়া চিত্তের নির্ম্মলতা জন্মে। তদনন্তর বিজ্ঞানবিদ্যাদ্বারা মনঃ প্রশান্ত হইলে যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহা যে সকল মহাত্মারা সর্ব্বদা অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন। এই গ্রন্থে এই সকল বিষয়ই সবিস্তর বর্ণিত আছে। "পঞ্চদশী" গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে যে পঞ্চদশ তত্ত্ব বিচার লিখিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মবিদ্ আচার্য্যের সন্নিধানে উপদিষ্ট হইয়া মনঃসংযোগ পূর্ব্বক একবার পাঠ করিয়া ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলে, এক প্রকার সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ হয়। পরন্তু আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই "পঞ্চদশী" পাঠের প্রকৃত ফল। "পঞ্চদশীর" তুল্য বিজ্ঞানোপায় শাস্ত্র অতি বিরল। এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে এতদূর জ্ঞানের পন্থা আবিস্কার ও সরল হইতে পারে, যে এমত গ্রন্থ দ্বিতীয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অতএব তত্ত্ব-জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রের প্রত্যেকেরই এই উপাদেয় গ্রন্থ "পঞ্চ-দশী" খানি তাঁহাদিগের নিত্যআলোচ্য-জ্ঞান করা আবশ্যক। অলমতি বাহুল্যেন।

উপনিষৎ কার্য্যালয়।
১৪১ নং, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্;
যোড়াসাঁকো; কলিকাতা। } শ্রীমহেশচন্দ্র পাল।

ভূমিকা।

তত্ত্বনিরূপণের জন্য অতিপুরাকাল হইতে আমাদিগের আর্য্যসমাজে বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, শ্রুতি, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র প্রচলিত আছে; কিন্তু জগতে যে প্রকার যাবতীয় পদার্থের মধ্যে একমাত্র পুরুষোত্তম পরমব্রহ্মই আমাদিগের পূজ্য, আরাধ্য এবং সর্ব্বেশ্বর, সেই প্রকার এপর্য্যন্ত যতপ্রকার গ্রন্থ প্রচলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তন্মধ্যে পরমপুরুষার্থসাধন ও তত্ত্বনিরূপণের কারণস্বরূপ বেদান্তশাস্ত্রই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আদরণীয়। "পঞ্চদশী" একখানি বেদান্ত গ্রন্থ। ইহাতে পঞ্চবিবেক, পঞ্চদীপ ও পঞ্চআনন্দ বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ পঞ্চদশপরিচ্ছেদে পরিপূর্ণ। প্রথম পরিচ্ছেদে "তত্ত্ববিবেক," দ্বিতীয়ে "ভূতবিবেক," তৃতীয়ে "পঞ্চকোষবিবেক" চতুর্থে "দ্বৈতবিবেক" পঞ্চমে "মহাবাক্যবিবেক," ষষ্ঠে "চিত্রদীপ" সপ্তমে "তৃপ্তিদীপ" অষ্টমে "কূটস্থদীপ," নবমে "ধ্যানদীপ," দশমে "নাটকদীপ," একাদশে "যোগানন্দ," দ্বাদশে "আত্মানন্দ," ত্রয়োদশে "অদ্বৈতানন্দ," চতুর্দ্দশে "বিদ্যানন্দ," এবং পঞ্চদশে "বিষয়ানন্দ" বর্ণিত আছে। সুতরাং জ্ঞানলাভের প্রথম সূত্র হইতে চরমে মোক্ষপদ লাভ ও তাহার ফলস্বরূপ অচ্যুতানন্দ প্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্তই এই গ্রন্থে সবিশেষ নির্ণীত হইয়াছে। প্রথমতঃ তত্ত্ববিবেকাদি বিচার করিয়া জ্ঞান লাভদ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে ব্রহ্মকে পৃথক্ করিয়া লইতে পারা যায়। পরে যেরূপ চিত্রপটে অঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিলে অদৃশ্য বস্তুরও জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সেই প্রকার চিত্তপটে ব্রহ্মের রূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। তদনন্তর এইরূপে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইলে, আত্মাতে যে ক্রমান্বয়ে কিরূপ আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহাও এই গ্রন্থে বিশেষরূপ বর্ণিত আছে। পরন্তু যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান রসাস্বাদনে অধিকারী, তাঁহারাই এই "পঞ্চদশীর" গূঢ় মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন।

॥ श्रीश्रीगुरवे नमः ॥

पञ्चदशी ।

तत्त्वविवेकोनाम-

प्रथमः परिच्छेदः ।

नमः श्रीशङ्करानन्दगुरुपादाम्बुजन्मने ।
सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्म्मणे ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
प्रत्यक् तत्त्वविवेकस्य क्रियते पददीपिका ॥

प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्याविघ्नेन परिसमाप्तिप्रचयगमनाभ्यां शिष्टाचारपरिप्राप्तमिष्टदेवता-गुरुनमस्कारलक्षणं मङ्गलाचरणं स्वेनानुष्ठितं शिष्यशिक्षार्थं श्लोकेनोपनिबध्नाति अर्थाद्विषय प्रयोजने सूचयति नमइत्यादिना । शं सुखं करोतीति शङ्करः सकलजगदानन्दकरः परमात्मा, एष ह्येवानन्दयतीति श्रुतेः, आनन्दः निरतिशयप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपः प्रत्यगात्मा शङ्करश्चासावानन्दश्चेति शङ्करानन्दः प्रत्यगभिन्नपरमात्मा स एव गुरुः, परिपक्वमलोपेतामुत्पादनहेतुशक्तिपातेन योजयति परे तत्त्वे सदीक्षयाचार्य्यमूर्त्तिस्थ इत्यागमात् श्रीमांश्चासौ शङ्करानन्दगुरुश्चेति गन्धद्वीप इत्यादिवत् समासः अनेन श्रीगुरोरणिमाद्यैश्वर्य्य-

---

যেমন বিকটাকার ভয়ঙ্কর মকরকুম্ভীরাদি হিংস্র জলজন্তুগণ স্বাধীন প্রাণি-বর্গকে দুঃসহ ক্লেশে নিপাতিত করে, সেইরূপ মহামোহ এবং তৎকার্য্যরূপী দম্ভ অহঙ্কারাদি মনুষ্যগণকে স্ববশীভূত করিয়া নিরন্তর যন্ত্রণাজালে জড়িত

तत्पादाम्बुरुहद्वन्द्वसेवानिर्मलचेतसाम्।
सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते ॥ २ ॥
शब्दस्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याज्जागरे पृथक्।

मङ्गलं सूचितम्। यद्वा श्रिया विभूत्या शङ्करोतीति श्रीशङ्करः शान्तोदान्तः परायणमिति श्रुतेः, अनेन श्रीगुरोर्भक्तिरुत्पादने सामर्थ्यं सूचितं भवति, तस्य गुरोः पादावेवाम्बुजन्म द्वन्द्वं तस्मै नमः प्रह्वीभावोऽस्तु, किं विधाय सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्म ये विलासाः कार्यवर्गाः तेन सह वर्तत इति सविलासः एवंविधो यो महामोहो मूलाज्ञानं स एव ग्राहो नक्रादिवत् स्वग्रस्तं प्राणिनमतीव दुःखहेतुत्वात् तस्य ग्रासो ग्रसनं निवर्तनं स एव एकं मुख्यं कर्म व्यापारो यस्य तस्मा तस्मै इत्यर्थः। अत्र च शङ्करानन्दपदद्वयसामानाधिकरण्येन जीवब्रह्मणोरैक्यलक्षणो विषयः सूचितः, जीवस्य मूलब्रह्मरूपतयाऽपरिच्छिन्नसुखाविर्भावलक्षणं प्रयोजनञ्च सूचितम्। सविलासेत्यादिना निःशेषानर्थनिवृत्तिलक्षणं प्रयोजनं मुखत एवाभिहितम् ॥ १ ॥

इदानीमवान्तरप्रयोजनकथनपुरःसरं ग्रन्थारम्भं प्रतिजानीते तदिति। तस्य गुरोः पादावेवाम्बुरुहे कमले तयोर्द्वन्द्वं तस्य सेवया परिचर्यया स्तुतिनमस्कारादिलक्षणया निर्मलं रागादिरहितं चेतोऽन्तःकरणं येषां ते तथोक्ताः तेषां सुखबोधाय अनायासेन तत्त्वज्ञानोत्पादनाय अयं वक्ष्यमाणप्रकारः तत्त्वस्यानारोपितस्वरूपस्य अबाध्यस्य सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते इति वक्ष्यमाणस्य विवेकः आरोपितात् पञ्चकोशादिलक्षणात् जगतो विवेचनं विधीयते क्रियते इत्यर्थः ॥ २ ॥

করিয়া রাখে। কিন্তু শ্রীগুরুর চরণচিন্তনে ঐ যন্ত্রণা দূরীভূত হয়। আমি সেই মহামোহবিনাশমানসে শ্রীশঙ্করানন্দ গুরুদেবকে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন জ্ঞান করিয়া তাঁহার সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ চরণকমলে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

সেই শ্রীগুরুর চরণকমলযুগলে দৃঢ়তর ভক্তিসহকারে সেবা ও স্তুতিবন্দনাদি করিয়া যাহাদিগের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, আমি তাহাদিগের মানসক্ষেত্রে জ্ঞান সমুৎপাদনকরিবার অভিপ্রায়ে তত্ত্ববিবেক নিরূপণ করিতেছি, অর্থাৎ এই অনিত্য জগৎ হইতে সেই নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার তত্ত্ব কিপ্রকারে নির্ণীত হইতে পারে, তাহা এই গ্রন্থে সবিস্তর প্রদর্শিত হইবে ॥ ২ ॥

ततोविभक्ता तत्संविदैकरूप्यान्न भिद्यते ॥ २ ॥

जीवब्रह्मणोरैक्यलक्षणतत्त्वविवेचनाय जीवस्य सच्चिदानन्दरूपतां दिदर्शयिषुरादौ ज्ञानस्याभेदप्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति शब्दस्पर्शादय इत्यादिना संविदेषा स्वयंप्रभेत्यन्तेन। तत्र तावत् विस्पष्टव्यवहारवति जाग्रति ज्ञानस्याभेदं साधयति शब्देति। जाग्रति इन्द्रियैरर्थोपलब्धिर्जागरितमित्युक्तलक्षणे जागरावस्थाविशेषे वेद्याः संविद्विषयभूताः शब्दस्पर्शादयः आकाशादिगुणत्वेन प्रसिद्धाः तदाधारत्वेन प्रसिद्धाः आकाशादयश्च वैचित्र्यात् परस्परं घटपटादिवत् वैलक्षण्योपेतत्वात् पृथक् परस्परं भिद्यन्ते। ततस्तेभ्योविभक्ता युक्त्या विवेचिता तत्संवित् तेषां शब्दादीनां संवित् ज्ञानम् ऐकरूप्यात् संवित् संविदित्येकाकारेणावभासमानत्वात् गगनमिव न भिद्यते। अत्रायं प्रयोगः विवादाध्यासिता संवित् स्वाभाविकभेदशून्या उपाधिपरामर्शमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वात् गगनवत्। शब्दसंवित् स्पर्शसंविदो न भिद्यते संवित्त्वात् स्पर्शसंविद्वदिति एकस्या एव संविदो गगनस्येव औपाधिकभेदेनापि भिन्नव्यवहारोपपत्तौ वास्तवभेदकल्पनायां गौरवं बाधकमुन्नेयम् ॥ २ ॥

প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার ঐক্য জ্ঞানসাধিত হইয়া থাকে। যেমন পরংব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, সেইপ্রকার জীবাত্মাও নিত্য জ্ঞানানন্দস্বরূপ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ পরস্পর বিভিন্নপদার্থে যে জ্ঞান হয়, তাহার অভিন্নরূপ সাধনদ্বারা জ্ঞানের অভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।—চরাচর সমস্ত বস্তুর প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবার উপযুক্তসময় যে জাগ্রদাবস্থা, (যে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ স্বস্ববিষয় গ্রহণকরে,) অর্থাৎ চক্ষুঃ রূপাদি দর্শনকরে, কর্ণ শব্দ শ্রবণকরে, নাসিকা গন্ধ আঘ্রাণ করে, জিহ্বা স্বাদ গ্রহণকরে এবং ত্বক্ শীত উষ্ণ স্পর্শানুভব করে, সেই সময়ে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শের আধার যে অগ্নি, শব্দ, পৃথিবী জল ও বায়ু, তাহারা গো, অশ্বাদির ন্যায় পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ, পৃথক পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষীভূত হইলেও প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই সকল বিষয়ের জ্ঞান, একটি জ্ঞানভিন্ন অনেক বা বিভিন্ন জ্ঞান বলিয়া প্রতীত হয় না।—আমি অতিআশ্চর্য্য রূপ দর্শন করিলাম, ইহাও যে জ্ঞান; আমি অতি সুমধুর শব্দ শ্রবণকরিলাম, ইহাও সেই জ্ঞান। কেবল রূপ ও শব্দ

तथा स्वप्नेऽत्र वेद्यन्तु न स्थिरं जागरे स्थिरम्।
तद्भेदोऽतस्तयोः संविदेकरूपा न भिद्यते॥ ४॥

उक्तन्यायं स्वप्नेऽप्यतिदिशति तथा स्वप्न इति। यथा जागरणे वैचित्र्यात् विषयाणां भेदः ऐकरूप्यात् संविदोऽभेदश्च तथा तेनैव प्रकारेण स्वप्ने करणेषूपसंहृतेषु जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः सविषयः स्वप्न इत्युक्तलक्षणायां स्वप्नावस्थायामपि विषया एव भिन्ना न संविदिति। [illegible] यदि स्वप्नजागरयोरेकाकारत्वं विषयतत्संविदोर्भेदाभेदाभ्यां तर्हि स्वप्ने जागरित इति भेदव्यवहारः किन्निमित्तक इत्याशङ्क्याह अत्र वेद्यन्विति। अत्र स्वप्ने वेद्यं परिदृश्यमानं वस्तुजातं न स्थिरं न स्थायि प्रतीतिमात्रशरीरत्वात् जागरे तु परिदृश्यमानं वस्तुजातं स्थिरं स्थायि कालान्तरेऽपि द्रष्टुं योग्यत्वात् अतः स्थिरास्थिरविषयत्वलक्षणवैलक्षण्यात् तद्भेदस्तयोः स्वप्नजागरयोर्भेद इत्यर्थः ननु स्वप्नजागरयोर्भेदश्चेत्तत्संविदोरपि भेदः स्यात् इत्याशङ्क्याह तयोरिति। संविदेकरूपा न भिद्यते एकरूपेति हेतुगर्भविशेषणम्॥ ४॥

মাত্র পৃথক্। কিন্তু যে জ্ঞানদ্বারা এই সকল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুর অনুভব করাযায়, সেই জ্ঞান কখনই পৃথক্ নহে। সুতরাং সকল জ্ঞানই এক এবং নিত্য ইহাই প্রতিপন্ন হইল॥ ৩॥

জাগ্রদবস্থাতে যখন বস্তুসকল আমাদিগের প্রত্যক্ষীভূত হয়, তখন যেমন বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্ন হইলেও অভিন্নজ্ঞান সাধন দ্বারা জ্ঞানের একত্ব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। সেইপ্রকার স্বপ্নাবস্থাতেও সেই বস্তু সকলের একরূপ জ্ঞান হয়। অর্থাৎ যদিচ স্বপ্নাবস্থায় আমাদিগের পূর্ব্ব প্রত্যক্ষীভূত বস্তু সকল সাক্ষাৎ বর্ত্তমান না থাকে, তথাপি আমাদিগের পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের তত্ত্ববিষয়ক যে জ্ঞান তাহা বিভিন্ন জ্ঞান নহে। পরন্তু জাগ্রৎ এবং স্বপ্নাবস্থা একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে অবস্থার বিভিন্নতা দৃষ্টহয়; কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না।—স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত বস্তুর অনুভব হয়, সেই সকল পদার্থ অস্থায়ী ও উক্ত পদার্থ সমুদয় বিদ্যমান না থাকিলেও তাহাদিগের বিষয় সকল কেবলমাত্র অনুভব হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থাতে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহা স্থায়ী ও সাক্ষাৎ বর্ত্তমান থাকে। জাগ্রদবস্থাতে অবিদ্যমান পদার্থের জ্ঞান হয় না। এক্ষণে উক্ত উভয় অবস্থার ভেদ বিলক্ষণ [illegible] হইল। পরন্তু উক্ত উভয়ের অবস্থা বিভিন্ন হইলেও তাহাতে

सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो भवेत् स्मृतिः ।
सा चावबुद्धविषयावबुद्धं तत्तदा तमः ॥ ५ ॥

एवमवस्थाद्वये ज्ञानस्यैकत्वं प्रसाध्य सुषुप्तिकालीनस्यापि तस्य तेनैक्यप्रसाधनाय तत्र तावज्ज्ञानं साधयति सुप्तोत्थितस्येति । पूर्वं सुप्तः पश्चात् उत्थितः सुप्तं सुषुप्तिस्तस्मादुत्थित इति वा तस्य सौषुप्ततमोबोधः सुषुप्तकालीनस्य तमसोऽज्ञानस्य यो बोधोऽज्ञानमस्ति न किञ्चिदवेदिषमिति स स्मृतिरेव भवेत् नानुभवस्तत्कारणस्येन्द्रियसन्निकर्षव्याप्तिलिङ्गादेर-भावादिति भावः । ततः किं तदाह सा चावबुद्धविषयेति । सा च स्मृतिरवबुद्धो विषयो-ऽवबुद्धोऽनुभूतो विषयो यस्याः सा तथोक्ता या स्मृतिः सानुभवपूर्व्विकैव व्याप्तिर्लोके दृष्टेति भावः । ततोऽपि किं तदाह अवबुद्धं तमस्तदा तत इति । तत्तस्मात् कारणात् तत्

একরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্র বৈলক্ষণ্য হয় না।—যখন আমরা জাগ্রদবস্থায় কোন পদার্থ সাক্ষাৎ দর্শন করি, তখনও যেরূপ জ্ঞান হয়, পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থায় যখন কোন অবিদ্যমান পদার্থ স্মরণ করি, তখনও সেইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। জ্ঞানের কখন বিভিন্নত্ব হয় না॥ ৪॥

যেমন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় জ্ঞানের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও যে জ্ঞান থাকে, সেই জ্ঞান পৃথক্ ও বিভিন্ন জ্ঞান নহে; ইহাই বিবেচ্য। এইক্ষণে দেখিতে হইবে যে, সুষুপ্তিকালে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে কি না? এই বিষয়ে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের অভাব থাকে না, সেই সময়ে অবশ্যই জ্ঞান বিদ্যমান থাকে।—কারণ যখন মনুষ্য সুষুপ্তি হইতে উত্থিত হইয়া জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার যে সুষুপ্তি অবস্থাতে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহাই বোধ হয়। সেই সময়ে উক্ত ব্যক্তি মনে করে যে, আমি এতাবৎকালে সুষুপ্তির আক্রমণে অভিভূত ছিলাম, আমার বাহ্য কোন পদার্থ বিষয়ের জ্ঞান ছিল না, এই প্রকার জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। অতএব সুষুপ্তিকালে তাহার যে স্মরণশক্তি ছিল, ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইল।—যেমন জাগ্রৎকালে যে যে বস্তুতে চক্ষুঃসংযোগ না থাকে, সেই বস্তুরও জ্ঞান হইয়া থাকে, সেই প্রকার সুষুপ্তিকালেও উক্তরূপ স্মরণশক্তির অন্যথা হয় না। পরন্তু যে পদার্থ কখনও প্রত্যক্ষ হয় না, সেই পদার্থের

स बोधो विषयाद्भिन्नो न बोधात् स्वप्नबोधवत् ।
एवं स्थानत्रयेऽप्येका संवित्तद्वद्दिनान्तरे ॥ ६ ॥

बोद्धृतं तमः तदा सुषुप्तावनुभूतमित्यवगन्तव्यम् । यथायं प्रवीणः किमपि न किंचिद-वेदिषमिति ज्ञानानुभूतिपूर्वकं भवितुमर्हति स्मृतित्वात् सा मे माता इति स्मृतिवदिति ॥५॥

एतस्यानुभवस्य स्वविषयादज्ञानादिदं बोधान्तरादभेदमाह स बोध इति । स बोधः सौषुप्ताज्ञानानुभवः विषयादज्ञानाद्भिन्नः पृथग्भवितुमर्हति बोधत्वात् घटबोधवत् । बोधान्तरात् भिद्यते बोधत्वात् स्वप्नबोधवत् । फलितं अवस्थात्रयगतस्यानुभवस्यैक्यमाह एवमित्यादिना । स्थानत्रयेऽपि एकदिनगतजाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिस्थानत्रयेऽपि संविदेकैव सर्वं ज्ञानं ज्ञानत्वादविशिष्टत्वाद्वा । तद्वद्दिनान्तर इति । यथैकस्मिन् दिनेऽवस्थात्रयेऽपि ज्ञान-स्यैक्यं एवमन्यस्मिन्नपि दिने ॥ ६ ॥

কখনও স্মরণ হয় না এবং যে যে পদার্থ পূর্ব্বে অনুভূত ছিল, সেই সেই পদার্থের স্মরণ হইয়া থাকে। সুতরাং সুষুপ্তিকালে সুষুপ্তিকালিক অজ্ঞানের বোধকে অবশ্য প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। কারণ জ্ঞান না থাকিলে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব হয় না এবং সুষুপ্তি কালে যে জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহারও স্মৃতি থাকিত না। এই নিমিত্ত সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান বোধক জ্ঞান দ্বারা জ্ঞানের সত্তাস্বীকার করিতে হইল। অতএব জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যেমন জ্ঞানের ঐক্য আছে, সেই প্রকার সুষুপ্তিকালেও জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৫ ॥

যেমন জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্নকালে বস্তু সকল পরস্পর বিভিন্নাকার হইলেও বস্তু সকলের প্রতি একরূপ জ্ঞান হয় এবং উভয় অবস্থাতেও জ্ঞানের ঐক্য থাকে, সেইপ্রকার সুষুপ্তিকালের যে জ্ঞান, তাহার বিষয়সকল বিভিন্ন হইলেও জ্ঞান পৃথক্ নহে। পরন্তু যেমন একদিনেতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা হয়, এবং সেই সকল অবস্থাতে যে যে জ্ঞান হয়, তাহাতে বিষয় সকল পরস্পর পৃথক হইলেও জ্ঞান ভিন্ন হয় না, সকল জ্ঞানই একরূপ হইয়া থাকে, সেই প্রকার একদিনে যেরূপ জ্ঞান হয়, দিনান্তরেও সেইরূপ জ্ঞান হয়। অদ্য কোন একটি বস্তু দর্শন করিলে যেরূপ জ্ঞান হয়, অন্য দিবসে সেই বস্তুটি দেখিলেও সেইরূপ জ্ঞান হইবে। তাহার কোন বিভিন্নতা লক্ষ্য

मासाब्दयुगकल्पेषु गतागम्येष्वनेकधा ।
नोदेति नास्तमेत्येका संविदेषा स्वयंप्रभा ॥ ७ ॥
इयमात्मा परानन्दः परप्रेमास्पदं यतः ।

अनेकधा अनेकप्रकारेषु गतागम्येषु अतीतागामिषु मासेषु चैत्रादिषु अब्देषु प्रभवादिषु युगेषु कृतादिषु कल्पेषु ब्राह्मादिषु च ज्ञानस्याभेद एवेत्यर्थः । संविदेकत्वसमर्थने फलमाह नोदेतीति । यतः संविदेकाऽतो नोदेति नोत्पद्यते नास्तमेति न विनश्यति च असाक्षिकयोरुत्पत्तिविनाशयोरसिद्धेः स्वोत्पत्तिविनाशयोस्तयैव संविदा ग्रहीतुमशक्यत्वात् संविदन्तराभावाच्चेति भावः । ननु संविदन्तराभावे ग्राहकाभावादस्याप्यभावे जगदान्ध्यं प्रसज्येत इत्यत आह एषा स्वयंप्रभेति । अत्रायं प्रयोगः संवित् स्वप्रकाशा भवितुम् अर्हति अवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वात् व्यतिरेके घटवत् । न चायं विशेषणासिद्धो हेतुः संविदः स्वसंवेद्यत्वे कर्मकर्तृत्वविरोधात् परवेद्यत्वेऽनवस्थानात् । अतः स्वप्रकाशत्वेन भासमानायाः संविदः सर्वावभासकत्वसम्भवान्न जगदान्ध्यप्रसङ्ग इति भावः ॥ ७ ॥

भवत्वेवं संविदो नित्यत्वं स्वप्रकाशत्वञ्च ततः किमित्यत आह इयमिति । अत्रायं प्रयोगः । इयं संवित् आत्मा भवितुमर्हति नित्यत्वे सति स्वप्रकाशत्वात् यन्नैवं तन्नैवं यथा घट इति । आत्मनो नित्यसंविद्रूपत्वप्रसाधनेन सत्यत्वमपि साधितं भवति नित्यत्वादिति-

---

হয় না; এইরূপ মাস, বৎসর, যুগ ও কল্প ভেদেও জ্ঞানের একত্ব অনুভূত হয়। একমাসে যেরূপ জ্ঞান হয় অন্য মাসেও সেইরূপ জ্ঞান, এক বৎসরে যে প্রকার জ্ঞান হয়, অন্য বৎসরে সেই জ্ঞানের বিভিন্নতা হয় না, একযুগে যেরূপ জ্ঞান অন্য যুগেও সেইরূপ জ্ঞান, এবং এক কল্পের জ্ঞান কল্পান্তরের জ্ঞান হইতে পৃথক নহে। এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের বিভিন্নতাবশতঃও জ্ঞানের অনৈক্য দেখা যায় না। এই সকল জ্ঞান অনেক প্রকার হইলেও সেইটি একই জ্ঞান। যেহেতু সকল প্রকার জ্ঞানই এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এই নিমিত্ত জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। ইহা ভূত, ভবিষৎ ও বর্ত্তমান প্রভৃতি সকলকালে স্বপ্রকাশস্বরূপ নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে স্থিরীকৃত হইল ॥ ৬-৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে স্বয়ং প্রকাশমান একমাত্র নিত্য জ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেই জ্ঞানই আত্মা এবং সেই আত্মাই পরমপ্রেমের আধার ও

मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ ८ ॥
तत् प्रेमात्मार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि ।

रिक्तसत्त्वाभावात् । "मितत्वं सत्यत्वं तद् यस्यास्ति तन्नित्यं सत्यम्" इति वाच-स्पतिमिश्रैरुक्तत्वादिति भावः । आत्मनः आनन्दरूपत्वं साधयति परानन्द इति । आत्मैवानुभूयते परश्चासावानन्दश्चेति परानन्दः निरतिशयसुखरूप इत्यर्थः । तत्र हेतुमाह यत इति । यतो यस्मात् कारणात् परस्य निरुपाधिकत्वेन निरतिशयस्य प्रेम्णः चैत-न्यास्पदं विषयत्वात् । अत्रेदमनुमानम् आत्मा परमानन्दरूपः परप्रेमास्पदत्वात् । यः परानन्दरूपो न भवति नासौ परप्रेमास्पदमपि यथा घटः इति तथा च अयं घटः परप्रेमास्पदं न भवति तस्मात् परानन्दरूपो न भवति इति । ननु स्वात्मनि धिङ् माम् इति द्वेषस्यापि दृश्यमानत्वात् प्रेमास्पदत्वमेवासिद्धं कुतः परप्रेमास्पदत्वम् इत्याशङ्क्य तस्य दुःखसम्बन्ध निमित्तकत्वेनान्यथासिद्धत्वात् प्रेम्णस्त्वात्मन्यनुभवसिद्धत्वान्नैवमिति परिहरति मा न भूवं हीति । हि यस्मात् कारणात् आत्मनि विषये मा न भूवमहं मा भूवमिति न ममाभावः कदापि मा भूत् । किन्तु भूयासमेव सदा सत्त्वमेव मम भूयादित्येवंविधं प्रेम आत्मनि ईक्ष्यते सर्वैरनुभूयते अतो नासिद्धिरित्यर्थः ॥ ८ ॥

ननु मा भूत् स्वरूपासिद्धिः प्रेम्णः परत्वे प्रमाणाभावाद् विशेषणासिद्धिर्हेतोरित्या-शङ्क्याह तत्प्रेमात्मार्थमन्यत्रेति । अन्यत्र स्वातिरिक्ते पुत्रादौ यत् प्रेम तदात्मार्थं तेषामात्म-

পরমানন্দময় আত্মাতেও নিরতিশয় সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। কদাচ আত্মাতে দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না। যদি কখনও কোনপ্রকার উৎকট দুঃখভোগে কাহারও আত্মাতে ধিকার উপস্থিত হয়, তথাপি আত্মাকে পরমপ্রেমের আশ্রয় বলিতে হইবে, কারণ বিপদসাগরে পতিত ব্যক্তিরও এইরূপ কখন অভিলাষ হয় না যে, আমি অসুখী হই কিম্বা এইক্ষণই আমার মৃত্যু হউক; পরন্তু জীবমাত্রই পরম সুখভোগ করিয়া চিরকাল জীবিত থাকিতে অভিলাষ করিয়া থাকে। কাহারও মরণে বা দুঃখভোগে ইচ্ছা হয় না। এই নিমিত্ত আত্মা যে পরমপ্রীতির আধার নহে, ইহা বলিতে পারা যায় না। অতএব আত্মাই পরম প্রেমের আধার ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

লোকে যে পুত্র, কলত্র ও বন্ধুবর্গের প্রতি স্নেহ ও প্রেম করিয়া থাকে, সেই স্নেহ পুত্রাদির কোন উপকার সাধনার্থ নহে, কেবল আত্মার প্রীতির

अतस्तत् परमं तेन परमानन्दतात्मनः ॥ ९ ॥
इत्थं सच्चित्परानन्द आत्मा युक्त्या तथाविधम् ।
परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यते ॥ १० ॥

शेषत्वनिमित्तकमेव न स्वाभाविकमेवमात्मनि विद्यमानं प्रेमान्यार्थं न आत्मनोऽन्यशेषत्वनिमित्तकं न भवति किन्तु आत्मनिमित्तकमेव अतो निरुपाधिकत्वात् तत् परमं निरतिशयम्। फलितमाह तेनेति। तेन निरतिशयप्रेमास्पदत्वेनात्मनः परमानन्दता निरतिशयसुखस्वरूपत्वं सिद्धम् ॥ ९ ॥

एतैः सप्तभिः श्लोकैः प्रतिपादितमर्थं संक्षिप्य दर्शयति इत्थं सच्चित् परानन्द आत्मा युक्त्येति। शब्दस्पर्शादय इत्यादिना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाध्य तस्यैवेयमात्मेत्यात्मत्वमुक्त्वा एतेनात्मनः सच्चिद्रूपत्वं साधितम्। परानन्द इत्यादिना च परमानन्दरूपत्वं समर्थितम्। अत आत्मा महावाक्ये त्वम्पदार्थः सच्चिदानन्दरूपः सिद्धः। नन्वुक्तलक्षणस्यात्मनो युक्त्यैवावगतत्वादुपनिषदां निर्विषयत्वेनाप्रामाण्यप्रसङ्ग इत्याशङ्क्याह तथाविधं परं ब्रह्म तयोश्चैक्यं श्रुत्यन्तेषूपदिश्यत इति। तथा तादृशी विधा प्रकारो यस्य तत् तथाविधं सच्चिदानन्दरूपं

নিমিত্ত ; আপনার অভীষ্টসাধনই উক্ত স্নেহের উদ্দেশ্য কারণ, পুত্রকলত্রাদির প্রতি প্রণয় যদি তাহাদিগের কোন ইষ্টসাধনার্থ হইত, তাহাহইলে কখনই তাহাদিগের সেই প্রেমের ইতর বিশেষ থাকিত না, জনমাত্রেরই সাধারণের প্রতি সমান স্নেহ হইত। আপন স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যেরূপ মমতা ও প্রেম দেখাযায়, উদাসীনের প্রতি সেইরূপ মমতা দেখা যায় না। পরন্তু জীবগণের আপনার প্রতি যে প্রীতি হইয়া থাকে, তাহাও আপন কার্য্যসাধনার্থ, পুত্রাদির নিমিত্ত নহে। যেহেতু পুত্রকলত্রাদির প্রতি প্রেমের কখন কখন বিচ্ছেদ হয়, কিন্তু আত্মপ্রেমের কখন বিচ্ছেদ হয় না। অতএব আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পরমপ্রীতি ; এই কারণপ্রযুক্ত আত্মাই যে পরমানন্দস্বরূপ ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বে যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইল, ঐ সকল যুক্তির প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিলে জীবাত্মা যে নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবে এবং পরাৎপর পরমপিতা পরং ব্রহ্ম যে নিত্য জ্ঞান ও নিত্যানন্দময়

अभाने न परं प्रेम भाने न विषयस्पृहा ।
अतोभानेऽप्यभातासौ परमानन्दतात्मनः ॥ ११ ॥

परं ब्रह्म तत्पदार्थः तयोस्त्वन्तत्पदार्थयोरैक्यं अखण्डैकरसत्वञ्च श्रुत्यन्तेषु वेदान्तेषु उप-दिश्यते प्रतिपाद्यते अतो वेदान्तानां न निर्व्विषयत्वमित्यर्थः ॥ १० ॥

आत्मनः परमानन्दरूपत्वमाक्षिपति अभाने न परं प्रेम भाने न विषयस्पृहेति । परमानन्दरूपत्वं न भासते भासते वा । अभाने अप्रतीतौ न परं प्रेमात्मनि निरतिशयः स्नेहो न स्यात् विषयसौन्दर्य्यज्ञानजन्यत्वात् स्नेहस्य भाने प्रतीतौ तु तद्विषये सुखसाधने स्रगादौ तज्जन्ये सुखे वा स्पृहा इच्छा न स्यात् फलप्राप्तौ सत्यां साधनेच्छानुपपत्तेः नित्य-निरतिशयानन्दलाभे सति क्षणिके साधनपारतन्त्र्यादिदोषदूषिते वैषयिके सुखे स्पृहायोगात् । तस्मात्परमानन्दरूपता नात्मन उपपन्नेति प्रकारान्तरस्यात्र सम्भवान्नैवमिति परिहरति अतो

তাহা স্বতঃসিদ্ধই প্রকাশিত আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত কোনপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করা অনাবশ্যক। সমুদায় বেদ যে জীব ও ব্রহ্মকে অভিন্নরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা পরে বিবৃত হইবে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিসমুদায় দ্বারা জীবাত্মা যে পরমানন্দময়, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সেই পরমানন্দরূপ সর্ব্বদা অনুভূত হয় কি না?—তাহাতে সম্পূর্ণ সন্দেহ হইতে পারে। যদি বল জীবাত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে, তাহা হইলে আত্মাতে জীবাত্মার পরমপ্রীতি হইতে পারে না, কারণ কোন বস্তুর সৌন্দর্য্যাদি গুণের প্রত্যক্ষ না হইলে, তাহার প্রতি স্নেহ ও প্রীতি জন্মে না। আর যদি বল, জীবাত্মার সর্ব্বদাই আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তথাপি জীবাত্মা যে পরমপ্রীতির আধার এই কথা বলা যায় না। কারণ যাহাতে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হইয়া থাকে, তাহার কখনও পরমানন্দের কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্তি জন্মে না; অর্থাৎ জীবাত্মাই সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগের অভিলাষ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত ইহাকে পরমানন্দের আধার বলা যায় না। সুতরাং আত্মাতে যে জীবাত্মার সর্ব্বদা স্বভাবতঃ পরমানন্দের অনুভব হয়, তাহার কোন প্রমাণ নাই; কারণ যে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ করে, তাহার

अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत् ।
भानेऽप्यभानं भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यते ॥ १२ ॥

भानेऽप्यभानतासौ परमानन्दतात्मन इति । अतो भानाभानपक्षयोरुभयोरपि दोषोऽस्ति अतः कारणादात्मनोऽसौ परमानन्दता भानेऽपि प्रतीतौ सत्यामपि अभाता न प्रतीता भवति ॥ ११ ॥

नन्वेकस्य युगपद्भानाभाने युज्येते इत्याशङ्क्य किमिदमयुक्तत्वमदृष्टचरत्वम् उपपत्तिरहितत्वं वा नाद्य इत्याह अध्येतृवर्गमध्यस्थपुत्राध्ययनशब्दवत् भानेऽप्यभानमिति । अध्येतॄणां वेदपाठकानां वर्गः समूहस्तस्य मध्ये तिष्ठतीति अध्येतृवर्गमध्यस्थः स चासौ पुत्रश्चेति तथा तस्याध्ययनं तत्कर्तृकपठनं तस्य शब्दो ध्वनिर्यथा बहिः स्थितस्य पितुर्भासमानोऽपि सामान्यतो न भासते विशेषतः अयं मत्पुत्रध्वनिरिति तथानन्दस्य भानेऽभानं भवतीत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह भानस्य प्रतिबन्धेन युज्यत इति । भानेऽप्यभानमित्येतदत्राप्यनुषञ्जनीयं भानस्य स्फुरणस्य प्रतिबन्धेन वक्ष्यमाणलक्षणेन भानेऽप्यभानं सामान्यतः प्रतीतावपि विशेषाकारेणाप्रतीतिर्युज्यते उपपद्यते इत्यर्थः ॥ १२ ॥

কখনও বৈষয়িক সুখ ভোগের অভিলাষ জন্মে না। যেহেতু জীবাত্মা সর্ব্বদাই বিষয় সম্ভোগের অভিলাষ করিতেছে। অতএব জীবাত্মা যে স্বভাবতই পরমানন্দ সম্ভোগ করে, তাহা অসম্ভব হইল। এই প্রকার যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবাত্মার আনন্দরূপ প্রত্যক্ষ হইয়াও উপরি-উক্ত বৈষয়িক সুখাভিলাষের কারণ বা প্রতিবন্ধক প্রযুক্ত অপ্রত্যক্ষ হয় না। এই জন্য জীবাত্মাতে স্বয়ং পরমপ্রীতির উৎপত্তি হয় না ॥ ১১ ॥

যেমন বালকগণ সমবেত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদ পাঠ করিলে তন্মধ্যগত স্বীয় নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথক্‌রূপে শ্রুত হয় না, কেবল অব্যক্ত কোলাহল ধ্বনিমাত্র শুনা যায়, সেই শব্দের শ্রবণ ও অশ্রবণ উভয়ই তুল্য; কারণ তাহাতে কোন সুস্পষ্ট অর্থ বোধ হয় না। সেইরূপ স্বয়ং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও প্রতিবন্ধক সত্ত্বে তাহাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় কি—না হয়, তাহার কিছুই অনুভব করা যায় না। অতএব একদা এক বিষয়ের জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু প্রতিবন্ধক থাকিলে তাহার কিছুই বোধ হয় না এবং

प्रतिबन्धोऽस्ति भातीति व्यवहारार्हवस्तुनि ।
तं निरस्य विरुद्धस्य तस्योत्पादनमुच्यते ॥ १२ ॥
तस्य हेतुः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्रुतौ ।

कोऽसौ प्रतिबन्ध इत्यत आह प्रतिबन्धोऽस्तीति । अस्ति विद्यते भाति प्रकाशत इत्येवं प्रकारं व्यवहारमर्हतीत्यस्ति भातीति व्यवहारार्हं तच्च तद्वस्तु चेति तथा तस्मिन् तं पूर्वोक्तव्यवहारं निरस्य निराकृत्य विरुद्धस्य नास्ति न भातीत्येवं रूपस्य तस्य व्यवहारस्योत्पादनं जननं प्रतिबन्ध इत्युच्यते ॥ १२ ॥

उक्तलक्षणस्य प्रतिबन्धस्य कारणं दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः क्रमेण दर्शयति । पुत्रध्वनिश्रुतौ पुत्रध्वनिश्रवणलक्षणे दृष्टान्ते तस्य प्रतिबन्धस्य हेतुः कारणं समानाभिहारः बहुभिः

যদ্যপি কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহাহইলে তাহার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যে প্রতিবন্ধকদ্বারা জীবাত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও অপ্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হয়, সেই প্রতিবন্ধক কি ?—তাহাই বিবৃত হইতেছে। কোন বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকিলে যে কারণে তাহা অবিদ্যমান বলিয়া বোধ হয়, সেই কারণের নাম প্রতিবন্ধক। আত্মাতে সর্ব্বদাই পরমানন্দ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তথাপি মনুষ্যগণ বিষয় বিষপানে অন্ধ হইয়া আত্মার সেই পরমানন্দকে অবিদ্যমান জ্ঞানকরে, এই স্থলে উক্ত বিষয়ানুরাগই পরমানন্দ বোধের প্রতিবন্ধক। এই প্রতিবন্ধকহেতু আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অপ্রত্যক্ষবৎ বোধ হয়। উক্তরূপ প্রতিবন্ধক নিবারণ হইলেই আত্মাতে সর্ব্বদা পরমানন্দের অনুভব হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

যে প্রতিবন্ধক আত্মাতে পরমানন্দের প্রত্যক্ষ নিবারণ করে, সেই প্রতিবন্ধকের কারণ কি ?— ইহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। যেমন কোন স্থানে বহুবালক একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বেদপাঠ করিলে তন্মধ্যগত কোন নির্দ্দিষ্ট বালকের শব্দ পৃথকরূপে শ্রুত হয় না এবং একত্র পাঠ যেরূপ তাহার প্রতিবন্ধকের কারণ, সেইরূপ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই (বিষয় বাসনা

इत्थानादिरविद्यैव व्यामोहैकनिबन्धनम् ॥ १४ ॥
चिदानन्दमयब्रह्मप्रतिबिम्बसमन्विता ।
तमोरजःसत्त्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा ॥ १५ ॥
सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां मायाऽविद्ये च ते मते ।

सह पठनम्। इह दार्ष्टान्तिके व्यामोहैकनिबन्धनं व्यामोहानां विपरीतज्ञानानां एकनिबन्धनं मुख्यकारणम् अनादिरुत्पत्तिरहिता अविद्या वक्ष्यमाणा लक्षणाप्रतिबन्धहेतुरित्यर्थः ॥१४॥

इदानीं प्रतिबन्धहेतुमविद्यां व्युत्पादयितुं तन्मूलभूतां प्रकृतिं व्युत्पादयति चिदानन्दमयेति। यच्चिदानन्दरूपं ब्रह्म तस्य प्रतिबिम्बेन प्रतिच्छायया युक्ता तमोरजःसत्त्वगुणा तमोरजःसत्त्वगुणानां साम्यावस्था या सा प्रकृतिरित्युच्यते, सा च द्विविधा द्विप्रकारा भवति चकाराद् वक्ष्यमाणं प्रकारान्तरं सूचयति ॥ १५ ॥

सहेतुकं द्वैविध्यमेव दर्शयति सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यामिति। सत्त्वस्य प्रकाशात्मकस्य गुणस्य शुद्धिर्गुणान्तरेणाकलुषीकृतता अविशुद्धिर्गुणान्तरेण कलुषीकृतत्वं ताभ्यां सत्त्वशुद्ध्यविशुद्धिभ्यां ते च द्विविधे मायाविद्ये मायेत्यविद्येति च मते सम्मते विशुद्धसत्त्वप्रधाना माया मलिनसत्त्वप्रधाना अविद्या इत्यर्थः। यदर्थं मायाविद्ययोर्भेद उक्तस्तदिदानीं दर्शयति

ও কামনা ইত্যাদি) আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক। যতকাল আত্মাতে অবিদ্যার অধিকার থাকে, ততকাল আত্মার পরমানন্দের প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ১৪ ॥

আত্মার পরমানন্দ প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধকের হেতু অবিদ্যা এবং ইহার কারণস্বরূপ প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সচ্চিদানন্দময় পরং ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব-বিশিষ্ট; বিশুদ্ধ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সূক্ষ্মতম অবস্থাস্বরূপ। সেই প্রকৃতি দ্বিবিধ, মায়া ও অবিদ্যা। যখন প্রকৃতি সত্ত্বগুণের নির্ম্মল অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যখন সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়, তখন তাহাকে মায়া বলে এবং ঐ প্রকৃতি যেসময়ে ঐ সত্ত্বগুণের মালিন্যভাব আশ্রয় করে অর্থাৎ যখন তাহাতে সাত্ত্বিকভাব না থাকে, তখন তাহাকে অবিদ্যা বলা যায়। অতএব একই প্রকৃতি অবস্থাভেদে মায়া ও অবিদ্যাস্বরূপে প্রকাশিত হইয়া দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। এক প্রকৃতি যে কারণে মায়া ও অবিদ্যারূপে বিভিন্ন হইয়াছে,

মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬ ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭ ॥

মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তামিতি। মায়াবিম্বো মায়ায়াং প্রতিফলিতচিদাত্মা তাং মায়াং বশীকৃত্য স্বাধীনীকৃত্য বর্ত্তমানঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণকঈশ্বরঃ স্যাৎ ॥ ১৬ ॥

অবিদ্যাবশগস্ত্বন্য ইতি। অবিদ্যায়া বশগোঽবিদ্যায়াং প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতঃ অন্যস্তু চিদাত্মাঽন্যো জীবঃ স্যাৎ স চ তদ্বৈচিত্র্যাৎ তস্যা অবিদ্যায়া উপাধিভূতায়া বৈচিত্র্যাদবিদ্যাশুদ্ধিতারতম্যাদনেকধা অনেকপ্রকারো দেবতির্য্যগাদিভেদেন বিবিধো ভবতীত্যর্থঃ। যথা সুখাদিমীকবমাত্মাযুক্ত্যা সমুদ্ভূতঃ। শরীরত্রিতয়াজ্জীবং পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ইতি উক্তরত্র শরীরত্রিতয়াৎ বিবেচিতস্য জীবস্য পরব্রহ্মত্বং বক্ষ্যতি তত্র তানি কানি ত্রীণি শরীরাণি তদুপাধিকো বা জীবঃ কিংরূপো ভবতি ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তৎ সর্ব্বং ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি সা কারণশরীরং স্যাদিত্যাদিনা। সা অবিদ্যা কারণশরীরং স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদিকারণীভূতপ্রকৃত্যবস্থাবিশেষত্বাৎ কারণমুপচারাৎ শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং স্যাৎ, তত্র কারণশরীরেঽভিমানবান্ তাদাত্ম্যাধ্যাসেনাহমিত্যভিমানবান্ জীবঃ প্রাজ্ঞঃ প্রাজ্ঞা অবিনাশিস্বরূপা অনুভবরূপা যস্য স প্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞ এব প্রাজ্ঞঃ এতন্নামকঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার কারণ এই যে, মায়াতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বস্বরূপ যে চৈতন্য, যিনি মায়াকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞ ও পরাৎপর ঈশ্বর নামে খ্যাত আছেন ॥ ১৫-১৬ ॥

উক্ত অবিদ্যাতে ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব সমন্বিত যে চৈতন্য, তিনি অবিদ্যার বশতাপন্ন হইয়া জীবনামে কীর্ত্তিত হয়েন। সেই অবিদ্যার নির্ম্মলতা ও মালিন্যের তারতম্যপ্রযুক্ত ঐ জীব দেব, মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যাই কারণশরীর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সেই কারণ শরীরের অভিমানী জীবসকলকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। প্রাজ্ঞগণ এই স্থূলশরীরকে বিনশ্বর জ্ঞান করিয়া অবিনাশী কারণশরীরকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া স্বীকার করেন ॥ ১৭ ॥

तमःप्रधानप्रकृतेस्तद्भोगायेश्वराज्ञया।
वियत्पवनतेजोऽम्बु भुवो भूतानि जज्ञिरे॥ १८॥
सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषां क्रमाद्धीन्द्रियपञ्चकम्।
श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यमुपजायते॥ १९॥

क्रमप्राप्तं सूक्ष्मशरीरं तदुपाधिकं जीवञ्च व्युत्पादयितुं तत्कारणाकाशादिसृष्टिमाह तमःप्रधानप्रकृतेरिति।—तद्भोगाय तेषां प्राज्ञादीनां भोगाय सुखदुःखसाक्षात्कारसिद्धये तमःप्रधानप्रकृतेः तमोगुणप्रधानायाः पूर्व्वोक्तायाउपादानकारणभूतायाः प्रकृतेः सकाशादीश्वराज्ञया ईश्वरनादिशक्तियुक्तस्य जगदधिष्ठातुराज्ञया ईक्षापूर्व्वकसर्जनेच्छारूपया निमित्तकारणभूतया वियदादीनि पृथिव्यन्तानि पञ्च भूतानि जज्ञिरे उत्पन्नानीत्यर्थः॥ १८॥

भूतसृष्टिमुक्त्वा भौतिकसृष्टिमभिदधानआदौ ज्ञानेन्द्रियसृष्टिमाह सत्त्वांशैः पञ्चभिस्तेषामिति।— तेषां वियदादीनां पञ्चभिः सत्त्वांशैः सत्त्वगुणभागैरुपादानभूतैः श्रोत्रत्वगक्षिरसनघ्राणाख्यं धीन्द्रियपञ्चकं धीन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तेषां पञ्चकं क्रमादुपजायते एकैकभूतसत्त्वांशादेकैकमिन्द्रियं जायते इत्यर्थः॥ १९॥

পূর্ব্বোক্ত কারণশরীর ঈশ্বর প্রাপ্তির নিদান এবং স্থূলশরীর কেবল জীবের সুখাদিভোগার্থ। সেই স্থূলশরীর উৎপত্তির কারণীভূত যে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও ক্ষিতি, এই পঞ্চভূত তাহা প্রাজ্ঞ জীবের ভোগার্থ। ইহা তমোগুণ প্রধান প্রকৃতি হইতে ঈশ্বরের আজ্ঞায় প্রাজ্ঞদিগের ভোগের জন্য সমুৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সকল আকাশাদি পঞ্চভূত এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত। ইহা হইতেই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে॥ ১৮॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশাদি পঞ্চভূতের উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পঞ্চভূত হইতে কিরূপে ভৌতিক পদার্থ সমুদয় সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিবরণার্থ প্রথমতঃ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি বিবৃত হইতেছে।—আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের পঞ্চসত্ত্বগুণাংশ হইতে যথানিয়মে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়।—আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়; এইরূপে বায়ুর সত্ত্বগুণ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বগুণ হইতে চক্ষুঃ, জলের সত্ত্বগুণ হইতে রসনেন্দ্রিয় (জিহ্বা) এবং পৃথিবীর সত্ত্বগুণ হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্ দ্বিধা।
মনোবিমর্শরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ॥ ২০ ॥
রজোংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥ ২১ ॥

সত্ত্বাংশানাং প্রত্যেকমসাধারণকার্য্যাণ্যভিধায় সর্ব্বেষাং সাধারণকার্য্যমাহ তৈরন্তঃ-করণং সর্ব্বৈরিতি। তৈঃ সত্ত্বাংশৈঃ সর্ব্বৈঃ সম্ভূয় বর্ত্তমানৈরন্তঃকরণং মনোবুদ্ধ্যুপাদানভূতং দ্রব্যমুপজায়ত ইত্যর্থঃ। তস্যাবান্তরভেদং দর্শয়িতুমাহ বৃত্তিভেদেন তদ্দ্বিধেতি। তদন্তঃকরণং বৃত্তিভেদেন পরিণামভেদেন দ্বিধা দ্বিপ্রকারং ভবতি। বৃত্তিভেদমেব দর্শয়তি মনোবিমর্শরূপং স্যাদ্ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা ইতি। বিমর্শরূপং বিমর্শঃ সংশয়াত্মিকা বৃত্তিঃ সা রূপং যস্য তৎ তথা তন্মনঃ স্যাৎ, নিশ্চয়াত্মিকা নিশ্চয়োঽধ্যবসায়ঃ স আত্মা স্বরূপং যস্যাঃ সা নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তির্বুদ্ধিঃ স্যাদিতি ॥ ২০ ॥

ক্রমপ্রাপ্তানাং রজোঽংশানাং প্রত্যেকমসাধারণকার্য্যাণ্যাহ রজোঽংশৈরিত্যাদি। তেষাং বিয়দাদীনামেব পঞ্চভীরজোঽংশৈরজোগুণভাগৈরুপাদানভূতৈর্বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি এতন্নামকানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াজনকানি ইন্দ্রিয়াণি জজ্ঞিরে ॥ ২১ ॥

হয়। এইরূপে এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণাদি এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ সত্ত্বাংশ হইতে এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমুৎপন্ন হয় এবং ঐ সত্ত্বগুণের সমষ্টি হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। সেই অন্তঃ-করণ বৃত্তিভেদে দ্বিবিধ, যথা—মনঃ ও বুদ্ধি। অন্তঃকরণের সংশয়াত্মক বৃত্তিকে মনঃ এবং নিশ্চয়াত্মকবৃত্তিকে বুদ্ধি বলে। একই অন্তঃকরণ মনঃ ও বুদ্ধিরূপে পরিণত হইয়া দ্বিবিধ কার্য্যকরিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে যথানিয়মে বাক্য প্রভৃতি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। আকাশের রজোগুণ হইতে বাক্যের উৎপত্তি হয়, এইরূপ বায়ুর রজোগুণ হইতে হস্ত, তেজের রজোগুণ হইতে পাদ; জলের রজোগুণ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজোগুণ হইতে উপস্থেন্দ্রিয়

तैः सर्वैः सहितैः प्राणो वृत्तिभेदात् स पञ्चधा।
प्राणोऽपानः समानश्चोदानव्यानौ च ते पुनः॥ २२॥
बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकैर्मनसा धिया।

रजोंऽशानामेव साधारणकार्यमाह तैः सर्वैः सहितैः प्राण इति। सहितैः सम्भूय कारणतां गतैः प्राणो जायत इति शेषः। तस्यावान्तरभेदमाह वृत्तिभेदात् स पञ्चधेति। स प्राणो वृत्तिभेदात् प्राणादिव्यापारभेदात् पञ्चधा पञ्चप्रकारो भवति। वृत्तिभेदानेव दर्शयति प्राणोऽपान इति। ते पुनस्ते तु भेदाः प्राणादिशब्दवाच्या इत्यर्थः॥ २२॥

यदर्थमाकाशादिप्राणान्तानां सृष्टिरुक्ता तदिदानीं दर्शयति बुद्धिकर्मेन्द्रियेत्यादि। बुद्धयो ज्ञानानि कर्माणि व्यापारास्तज्जनकानि इन्द्रियाणि बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि चेत्यर्थः बुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च प्राणाश्च बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणाः तेषां पञ्चकानि

সমুৎপন্ন হয়। এই সকল ইন্দ্রিয়কে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলে, উক্ত বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা জগতের সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হয়॥ ২১॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের রজোগুণ পৃথক্ পৃথক্‌রূপে বাক্‌পাণিপ্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় সমুৎপাদন করে, এই পাঞ্চভৌতিক রজোগুণ একত্রিত হইলে প্রাণ সমুৎপন্ন হয়। উক্ত প্রাণ, কার্য্যভেদে পঞ্চপ্রকারে প্রকাশ পায়, যথা— প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। ঊর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে নাসিকাপথে যাতায়াত করে, তাহার নাম প্রাণবায়ু। অধোগমনশীল যে বায়ু, পায়ুদেশে অবস্থিতি করিয়া মলনির্গমাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তাহাকে অপানবায়ু বলে। যে বায়ু উদরে অবস্থিতি করিয়া পাকাদি কার্য্য সম্পাদনকরে, তাহার নাম সমান বায়ু, উদ্গাররূপে ঊর্দ্ধে গমনশীল যে বায়ু জীবের কণ্ঠদেশে অবস্থিত হইয়া জীবকে আহারগ্রহণাদি কার্য্যে সমর্থ করে, তাহাকে উদানবায়ু বলে এবং সর্ব্বনাড়ীতে গমনশীল যে বায়ু, সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া রহিয়াছে ও বায়ু প্রভৃতির কার্য্য সাধন করে, তাহার নাম ব্যানবায়ু। এই পঞ্চ বায়ুই জীবনরূপে শরীরে অবস্থিতি করিতেছে॥ ২২॥

আকাশাদি পঞ্চভূত, শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্‌পাণিপ্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চবায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি এই সকলের উৎপত্তি কথিত

शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते ॥ २३ ॥
प्राज्ञस्तत्राभिमानेन तैजसत्वं प्रपद्यते।
हिरण्यगर्भतामीशस्तयोर्व्यष्टिसमष्टिता ॥ २४ ॥

तैर्मनसा विमर्शात्मकेन धिया निश्चयरूपया बुद्ध्या च सह सप्तदशभिः सप्तदशसंख्याकैः सूक्ष्मं शरीरं भवति। तदेव संज्ञान्तरमाह तल्लिङ्गमुच्यत इति। उच्यते वेदान्तेष्वित्यर्थः ॥२३॥

एवं सूक्ष्मशरीरमभिधाय तदभिमानप्रयुक्तं प्राज्ञेश्वरयोरवस्थान्तरं दर्शयति प्राज्ञस्तत्रेति। प्राज्ञो मलिनसत्त्वप्रधानाविद्योपाधिको जीवस्तत्र तेजःशब्दवाच्यान्तःकरणोपलक्षितलिङ्गशरीरेऽभिमानेन तादात्म्याभिमानेन तैजसत्वं तैजसनामकत्वं प्रपद्यते प्राप्नोति। ईशः विशुद्धसत्त्वप्रधानमायोपाधिकः परमेश्वरः तत्र लिङ्गशरीरे चाभिमानेन हिरण्यगर्भतां हिरण्यगर्भसंज्ञकत्वं प्रपद्यते इत्यनुषङ्गः। तैजसहिरण्यगर्भयोर्लिङ्गशरीराभिमानित्वे समाने सति तयोश्च परस्परं भेदः किंनिबन्धन इत्यत आह तयोर्व्यष्टिसमष्टितेति। तयोस्तैजसहिरण्यगर्भयोर्व्यष्टित्वं समष्टित्वञ्च यतो भवति तत एव भेद इत्यर्थः ॥ २४ ॥

হইয়াছে, এইক্ষণে সেই আকাশাদি পদার্থের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চবায়ু বা প্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অবয়বের সমষ্টির নাম সূক্ষ্ম শরীর। উক্ত সপ্তদশ অবয়ব, সমবেত হইয়া সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হয়, এই সূক্ষ্ম শরীরকে বেদান্তাদি গ্রন্থে লিঙ্গশরীর বলে ॥ ২৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে যে অবিদ্যা ও মায়ার বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই মালিন্য গুণ-পরিপূর্ণ অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত যে জীব বা প্রাজ্ঞ, তিনি লিঙ্গশরীরের অভিমানী। এই জন্য তাঁহাকে তৈজস বলিয়া থাকে। বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়ার অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বর তিনিও লিঙ্গশরীরের অভিমানী, এই জন্য তাঁহার নাম হিরণ্যগর্ভ। পরন্তু তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই উভয়েই এক লিঙ্গশরীরের অভিমানী বিধায় একরূপ হইলেও এই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। যিনি ব্যষ্টি ভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে তৈজস এবং যিনি সমষ্টিভূত লিঙ্গশরীরের অভিমানী, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলে। হিরণ্যগর্ভ সমষ্টিস্বরূপ এবং তৈজস জীব ব্যষ্টিস্বরূপ ॥ ২৪ ॥

समष्टिरीशः सर्वेषां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् ।
तदभावात्ततोऽन्ये तु कथ्यन्ते व्यष्टिसंज्ञया ॥ २५ ॥
तद्भोगाय पुनर्भोग्यभोगायतनजन्मने ।
पञ्चीकरोति भगवान् प्रत्येकं वियदादिकम् ॥ २६ ॥

ईश्वरस्य समष्टिरूपत्वं जीवानां व्यष्टिरूपत्वं च कारणमाह समष्टिरीशः सर्वेषामिति । ईशः ईश्वरो हिरण्यगर्भः सर्वेषां लिङ्गशरीरोपाधिकानां तैजसानां स्वात्मतादात्म्यवेदनात् स्वात्मना तादात्म्यमैकात्म्यं वेदनात् ज्ञानात् समष्टिर्भवति तत ईश्वरादन्ये जीवास्तु तदभावात् तस्य तादात्म्यवेदनस्याभावात् व्यष्टिसंज्ञया व्यष्टिशब्देन कथ्यन्ते ॥ २५ ॥

एवं लिङ्गशरीरं तदुपाधिकौ तैजसहिरण्यगर्भौ च दर्शयित्वा स्थूलशरीराद्युत्पत्तिसिद्धये पञ्चीकरणं निरूपयितुमाह तद्भोगायेति । भगवानैश्वर्यादिगुणषट्कसम्पन्नः परमेश्वरः पुनरपि तद्भोगाय तेषां जीवानां भोगायैव भोग्यभोगायतनजन्मने भोग्यस्यान्नपानादेर्भोगायतनस्य जरायुजादिचतुर्विधशरीरजातस्य च जन्मने उत्पत्तये वियदादिकमाकाशादिकं भूतपञ्चकं प्रत्येकमेकैकं पञ্চীকরোতি अपञ्चात्मकं पञ्चात्मकं सम्पद्यमानं करोतीत्यर्थः ॥ २६ ॥

লিঙ্গশরীরোপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তৈজস জীবগণের সহিত আপনার একাত্মভাব অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সেই হিরণ্যগর্ভ পুরুষ ঈশ্বরকে সমষ্টি বলে। কিন্তু জীবের ঐ রূপ একত্বভাবের জ্ঞান নাই, এই নিমিত্ত সেই তৈজস জীবকে ব্যষ্টি বলিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ পুরুষ সমস্ত জীবকে আপনার সহিত অভেদরূপে জানেন এবং জীবগণ পরস্পরকে পৃথক্‌রূপ জ্ঞান করে ॥ ২৫ ॥

এইস্থলে লিঙ্গশরীর ও তদুপাধিবিশিষ্ট তৈজস জীব বা প্রাজ্ঞ এবং হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বরের বিষয় কথিত হইল, এইক্ষণ স্থূল শরীরবিবরণার্থ প্রথমতঃ পঞ্চমহাভূতের পঞ্চীকরণ নিরূপিত হইতেছে। জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর পূর্ব্বোক্ত তৈজস জীবের ভোগার্থ অন্নপানাদি ভোগ্যবস্তু ও সেই ভোগের আশ্রয়স্থানস্বরূপ জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ, এই চতুর্ব্বিধ শরীরের উৎপাদনার্থ আকাশ, বায়ু, তেজঃ, অপ্ ও পৃথিবী, এই পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চপঞ্চাংশস্বরূপে সংযোজিত করিলেন। এই পঞ্চ পঞ্চ অংশের বিবরণ পশ্চাৎ উক্ত

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः ।
स्वस्वेतरद्वितीयांशैर्योजनात् पञ्च पञ्च ते ॥ २७ ॥
तैरण्डस्तत्र भुवनभोग्यभोगाश्रयोद्भवः ।

अथ खानामेकैकस्य पञ्चपञ्चात्मकत्वमित्यत आह द्विधा विधायेति । वियदादिकम् एकैकं द्विधा द्विधा समौ भागाविति द्विधाशब्दः विधाय कृत्वा भागद्वयोपेतं कृत्वेत्यर्थः, पुनः पुनरपि प्रथमं भागं चतुर्धा भागचतुष्टयोपेतं विधायेत्यनुषज्यते, स्वस्वेतरद्वितीयांशैः स्वस्मात् स्वस्मादितरेषां चतुर्णां चतुर्णां भूतानां यो यो द्वितीयः स्थूलभागस्तेन तेन सह प्रथमभागांशानां चतुर्णां चतुर्णामेकैकस्य योजनात् ते वियदादयः प्रत्येकं पञ्चपञ्चात्मकं भवन्ति ॥ २७ ॥

एवं पञ्चीकरणमभिधाय तैर्भूतैरुत्पाद्यं कार्यवर्गं दर्शयति तैरण्डस्तत्र भुवनेति । तैः पञ्चीकृतैर्भूतैरुपादानकारणभूतैरण्डो ब्रह्माण्डः उत्पद्यते तत्र ब्रह्माण्डान्तर्भुवनानि उपर्युपरि-भावे वर्तमाना भूरादयः, सप्तलोकाः भूमेरधः स्थितानि अतलादीनि सप्त पातालान्तानि तेषु च भुवनेषु तैस्तैः प्राणिभिर्भोक्तुं योग्यान्यन्नादीनि तत्तल्लोकोचितशरीराणि च तैरेव पञ्चीकृतैर्भूतै-

---

হইবে। ভগবান্ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করিয়া জরায়ুজাদি চতুর্ব্বিধ শরীর উৎপাদনের বিধান করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

পঞ্চীকরণ যথা—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেককে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া তদনন্তর এই দ্বিধা বিভক্ত অংশের এক এক অংশকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক চারি অংশের স্বীয় স্বীয় অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য চারি ভূতের প্রথমোক্ত অর্দ্ধ অর্দ্ধ অংশের সহিত এই চারি ভাগের এক এক অংশ যোগ করিলে আকাশাদি পঞ্চভূত প্রত্যেকেই পঞ্চ পঞ্চ অংশে বিভক্ত করা হইল, ইহাকেই পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ বলে ॥ ২৭ ॥

সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চ আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইল এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডে ভূর্লোকাদি পাতালপর্য্যন্ত চতুর্দ্দশভুবন জন্মিল। সেই সকল ভুবনে অন্ন প্রভৃতি ভোগ্যপদার্থ সকল ও সেই সেই ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী জরায়ুজাদি অনেক প্রকার শরীর সমুৎপন্ন হইল। এইরূপে ভূতভাবন ভগবান্ এই অশেষ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রকারে স্থূলশরীর সৃষ্টি বিবৃত হইল; এক্ষণে সেই স্থূলশরীরের সমষ্টির অভি-

हिरण्यगर्भः स्थूलेऽस्मिन् देहे वैश्वानरो भवेत् ।
तैजसा विश्वतां याता देवतिर्यङ्नरादयः ॥ २८ ॥
ते पराग्दर्शिनः प्रत्यक्तत्त्वबोधविवर्जिताः ।

रीश्वराश्रया जायन्ते । एवं स्थूलशरीरोत्पत्तिमभिधाय तेषु स्थूलशरीरेष्वभिमानवतो हिरण्यगर्भस्य समष्टिरूपस्य वैश्वानरसंज्ञकत्वं एकैकस्य शरीराभिमानवतां व्यष्टिरूपाणां तैजसानां विश्वसंज्ञकत्वञ्च भवतीत्याह हिरण्यगर्भ इति । अस्मिन् स्थूलशरीरे वर्त्तमानो हिरण्यगर्भो वैश्वानरो भवेत् तत्र वर्त्तमानास्तैजसा विश्वा भवन्ति । तेषामवान्तरभेदमाह देवतिर्यङ्नरादय इति ॥ २८ ॥

इदानीं तेषां विश्वसंज्ञामापन्नानां जीवानां तत्त्वज्ञानरहितत्वेन संसारापत्तिप्रकारं सदृष्टान्तं श्लोकद्वयेनाह ते पराग्दर्शिन इति । ते देवादयः पराग्दर्शिनः बाह्यानेव शब्दादीन् पश्यन्ति न प्रत्यगात्मानं पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूस्तस्मात् पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्निति श्रुतेः । नतु साक्षिकारयो देहव्यतिरिक्तमात्मानं जानन्ति इत्याशयः प्रत्यगात्मानं ते जानन्ति

মানী যে হিরণ্যগর্ভরূপী ঈশ্বর তাহার বৈশ্বানর বা বিরাট্পুরুষ এই দুইটি নাম হইয়া থাকে এবং ব্যষ্টিশরীরের অভিমানী যে তৈজস বা প্রাজ্ঞ জীবকে বিশ্ব বলা হয়। এই বিরাটপুরুষ ও বিশ্বসংজ্ঞকের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে। পূর্ব্বকথিত স্থূলশরীরের সমষ্টিতে বিদ্যমান্ যে হিরণ্যগর্ভ-পুরুষ তাহাকে সেই স্থূলশরীর অভিমানীপ্রযুক্ত বৈশ্বানর বা বিরাটপুরুষ বলা যায় এবং ঐ স্থূলশরীরের ব্যষ্টিতে বিদ্যমান যে তৈজস জীবগণ তাহাদিগকে সেই স্থূলশরীরের অভিমানী হেতু দেব, মনুষ্য গো, অশ্ব প্রভৃতি-সব বিশ্ব বলিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত বিশ্বশব্দপ্রতিপাদ্য জীবসমূহের সংসারানুরাগ প্রদর্শিত হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞান-রহিত ও আত্ম-দর্শনবিমুখ উক্ত দেব মনুষ্য প্রভৃতি জীবগণ সর্ব্বদা সংসারের সুখ-দুঃখভোগের নিমিত্ত সদসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। পুনর্ব্বার ঐ সকল অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিতে করিতে অজ্ঞাত সদসৎ নানা-বিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে মূঢ় অনাত্মদর্শী জীবগণ পুনঃ পুনঃ জন্ম-

कुर्वन्ति कर्म भोगार्थं कर्म कर्त्तुञ्च भुञ्जते ॥ २९ ॥
नद्यां कीटा इवावर्त्तादावर्त्तान्तरमाशु ते ।
व्रजन्तो जन्मनो जन्म लभन्ते नैव निर्वृतिम् ॥ ३० ॥
सत्कर्मपरिपाकात् ते कृपानिधिनोद्धृताः ।

तथापि श्रुतिभिर्हि तत्त्वं न जानन्तीत्याशयेनोक्तं सम्यक्तत्त्वबोधविवर्जिता इत्यादि लभन्ते नैव निर्वृतिमित्यन्तम् । अत एव मोहात् सुखाद्यनुभवाय मनुष्यादिशरीरोपार्जितार्थं कर्म तच्छरीरोचितानि कर्माणि कुर्वन्ति जातानि फलं पुनः फलं भोक्तुं देवादिशरीरं सम्प्राप्य भुञ्जते च पश्चात्तत्फलभोगानन्तरं तत्तज्जातीयेच्छानुपपत्त्या तत्तत्साधनानुष्ठानानुपपत्तेः ॥ २९ ॥
एवं वर्त्तमानास्ते जीवाः नदीप्रवाहपतिताः कीटाः आवर्त्तादावर्त्तान्तरमिव व्रजन्तो यथा निर्वृतिं सुखं न लभन्ते एवमाशु जन्मनो जन्म व्रजन्तः सुखं न लभन्त इत्यर्थः ॥ ३० ॥
एवं संसारापत्तिमभिधाय तन्निस्तारोपायं दर्शयितुं दृष्टान्तमाह सत्कर्मपरिपाकादिति । ते कीटाः सत्कर्मपरिपाकात् पूर्वोपार्जितपुण्यकर्मपरिपाकात् कृपालुना केनचित् पुरुषेण

অরণ্যরূপ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত সুখদুঃখাদি কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে থাকে, তাহারা কদাচ কর্ম্মফলভোগের আশা পরিত্যাগপূর্ব্বক কোনপ্রকারে সংসার অতিক্রম করিয়া নিরতিশয় সুখ লাভ করিতে পারে না। যেমন কীটাদি ক্ষুদ্র জীব নদী প্রভৃতির আবর্ত্তে পতিত হইলে সেই আবর্ত্তেই পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে এবং কদাপি এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে পতিত হয়। কিন্তু কোনরূপেও স্বয়ং সেই আবর্ত্তভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিতে কিম্বা নিবৃত্তিরূপ সুখ লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ অনাত্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানবর্জ্জিত জীবগণ কর্ম্মানুষ্ঠান অতিক্রম করিয়া সংসার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে না। তাহারা যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্মফল-ভোগের নিমিত্ত পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে। আবার এই জন্মে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ফলভোগার্থ যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই সকল ফলভোগার্থ পুনর্ব্বার জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞানবিহীন জীবগণ পুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া এই সংসারেই বিলিপ্ত থাকে, কখনও সংসার হইতে অব্যাহতি পায় না ॥ ২৯-৩০ ॥

প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ২১ ॥
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাৎ তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোশবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্ ॥ ২২ ॥

উদ্ধৃতা নদীপ্রবাহাৎ বহির্নিঃসারিতাঃ সন্তঃ তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য সুখং যথা ভবতি তথা বিশ্রাম্যন্তি ॥ ২১ ॥

ইদানীং দৃষ্টান্তপ্রতিপন্নমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি উপদেশমবাপ্যেতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ পূর্বোপার্জিতপুণ্যকর্মপরিপাকবশাদেব তত্ত্বদর্শিনঃ প্রত্যগভিন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারবতঃ আচার্য্যাৎ গুরোঃ সকাশাদুপদিষ্টং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থজ্ঞানসাধনং শ্রবণং বক্ষ্যমাণমেবাপ্য সম্প্রাপ্য পঞ্চকোশবিবেকেনান্নময়াদীনাং পঞ্চানাং কোশানাং বিবেকেন বক্ষ্যমাণপ্রবিলাপনেন মুক্তা নির্বৃতিং মোক্ষসুখং লভন্তে প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বে জীবের সংসারাপত্তি বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণ কিরূপে জীবের সংসার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা নিরূপিত হইতেছে। কোন কীট নদীর আবর্ত্তে পতিত হইয়া জলপাকে ভ্রমিত হইতেছে, এমন সময় যদি সেই কীটের পূর্ব্বপুণ্যবলে কোন দয়াবান্ ব্যক্তি তাহা দর্শনকরিয়া ঐ কীটকে উদ্ধার করিয়া দেয়, তাহাহইলে যেমন সেই কীট নদীর তীরস্থ তরুর ছায়া প্রাপ্তান্তে বিশ্রাম-সুখ লাভ করে। সেইপ্রকার অনাত্মদর্শী সংসার আবর্ত্তে পতিতব্যক্তি যদি কোন কৃপানিধান পুণ্যাত্মা মহাশয় সদ্গুরুর সন্দর্শন পায় এবং সেই জীবের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিপ্রভাবে সেই করুণাময় গুরুদেব কৃপা করিয়া তাহাকে আত্মতত্ত্ব প্রদানপূর্ব্বক অন্নময়াদি পঞ্চ কোষের বিচারদ্বারা সদুপদেশ প্রদান করেন, তাহাহইলে সেই অনাত্মদর্শী জীব সেই ব্রহ্মতত্ত্ব-বিদ্ আচার্য্যের সদুপদেশপ্রভাবে ঐ পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্‌রূপে জানিয়া সেই পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মোক্ষপদ লাভ পূর্ব্বক সর্ব্বদা পরম সুখভোগ করিতে থাকে। তাহাকে আর সংসারে পতিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া নিয়ত নিত্যানন্দ অনু-ভবকরিতে থাকে, কখনও তাহার সেই অনির্ব্বচনীয় সুখের বিরাম হয় না ॥ ৩১-৩২ ॥

अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति पञ्च ते ।
कोषास्तैरावृतः स्वात्मा विस्मृत्या संसृतिं व्रजेत् ॥ ३३ ॥
स्यात् पञ्चीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोऽन्नसंज्ञकः ।

के ते अन्नादयः पञ्च कोषा इत्याकाङ्क्षायां तानुपदिशति अन्नमिति । अन्नं प्राणो मनो बुद्धिरानन्दश्चेति एते पञ्चकोषाः, बुद्धिर्विज्ञानम् । तेषामन्नादीनां कोषशब्दाभिधेयत्वे कारणमाह तैरावृत इति । तैः कोषैरावृत आच्छादितः स्वात्मा स्वरूपभूत आत्मा विस्मृत्या स्वस्वरूपविस्मरणेन संसृतिं जननादिप्राप्तिरूपं संसारं व्रजेत् कोषैः यथा कोषकारक्रिमेरावरकत्वेन कोशहेतुरेवमन्नादयोऽप्यथानन्दान्ता आवरकत्वेनात्मनः कोशहेतुत्वात् कोषा इत्युच्यन्ते इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

तेषां कोषाणां स्वरूपाणि क्रमेण व्युत्पादयति स्यात् पञ्चीकृतेत्यादिना मोहादिष्वभिमिरित्यन्तेन सार्द्धश्लोकद्वयेन । पञ्चीकृतेभ्यो भूतेभ्यः उत्पन्नः स्थूलो देहोऽन्नसंज्ञकोऽन्नमयशब्दितः

পূর্ব্বশ্লোকে কেবল পঞ্চ কোষের নাম মাত্রের উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণে সেই পঞ্চ কোষ সবিস্তর বর্ণিত হইতেছে।—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চ প্রকার কোষ আছে। এই পঞ্চ প্রকার কোষ আত্মার আবরণ স্বরূপ। যেমন কীটগণ (গুটিপোকা) কোষ নির্ম্মাণ করিয়া সেই কোষমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগকরে, সেই প্রকার আত্মা পঞ্চ কোষে আবৃত হইয়া স্বস্বরূপেরতত্ত্ব পরমতত্ত্ব বিস্মৃতি-পূর্ব্বক সংসারে অশেষ ক্লেশ ভোগকরিয়া থাকে। যাবৎ সেই কীট কোষ ভেদকরিয়া বহির্গত হইতে না পারে, তাবৎ যেমন তাহার ইতস্ততঃ পরিভ্রমণের ক্ষমতা থাকে না, দিবারাত্র সেই কোষ মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। সেই প্রকার আত্মা যাবৎ পঞ্চ কোষ হইতে অতীত হইতে না পারে, তাবৎ স্বীয়-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। পুনঃ পুনঃ এই সংসারে জন্ম মরণাদি জনিত বিবিধ যন্ত্রণাজালে জড়িত হইয়া আবদ্ধ হইতে থাকে, কোন রূপেও সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে না। ॥ ৩৩ ॥

এইক্ষণে সেই পঞ্চ কোষের স্বরূপ ক্রমশঃ বর্ণিত হইতেছে। পঞ্চীকৃত আকাশাদি পঞ্চভূত হইতে যে পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর উৎপন্ন হয়, তাহাকে

लिङ्गे तु राजसैः प्राणैः प्राणः कर्म्मेन्द्रियैः सह ॥ २४ ॥
सात्त्विकैर्धीन्द्रियैः साकं विमर्षात्मा मनोमयः।
तैरेव साकं विज्ञानमयोधीर्निश्चयात्मिका ॥ २५ ॥
कारणे सत्त्वमानन्दमयोमोदादिवृत्तिभिः।

कोषः स्यात् प्राणस्तु प्राणमयकोषस्तु लिङ्गे लिङ्गशरीरे वर्त्तमानैराजसैरजोगुणकार्य्यभूतैः प्राणैः प्राणापानादिभिर्वायुभिः पञ्चभिर्वागादिभिः कर्मेन्द्रियैः सह दशभिः स्यात् ॥ २४ ॥

विमर्षात्मा संशयात्मकं पञ्चभूतसूक्ष्मकार्य्यं यन्मनः तत्तं तत्सात्त्विकैः प्रत्येकभूतसत्त्व-कार्य्यभूतैर्धीन्द्रियैः श्रोत्रादिभि. पञ्चभिर्ज्ञानेन्द्रियै· साकं सहितं मनोमयः कोषः स्यात् इति पूर्व्वेण सम्बन्धः। निश्चयात्मिका धीस्तेषामेव सत्त्वकार्य्यरूपा बुद्धिस्तैरेव पूर्वोक्तैर्ज्ञानेन्द्रियै-रेव साकं सहिता सती विज्ञानमयाख्यः कोष. स्यात् ॥ २५ ॥

कारणे कारणशरीरभूतायामविद्यायां यन्मलिनसत्त्वमस्ति तन्मोदादिवृत्तिभिः प्रिय मोदप्रमोदाख्यैरिष्टदर्शनलाभभोगजन्यैः सुखविशेषैः सहितमानन्दमयः आनन्दमयाख्यः कोषः स्यादिति। ननु स्थूलशरीरादीनामन्नमयादिशब्दवाच्यत्वं स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः

অন্নময় কোষ বলে, এই কোষ অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হয়। লিঙ্গশরীরের মধ্যগত পঞ্চভূতের রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়সমন্বিত যে পঞ্চ প্রাণ আছে, তাহাকে প্রাণময় কোষ বলে, যে শক্তি দ্বারা এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায় ॥ ৩৪ ॥

আকাশাদি পঞ্চভূতের সত্ত্ব গুণের কার্য্যস্বরূপ চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়সমন্বিত যে সংশয়াত্মক মনঃ, তাহাকে মনোময় কোষ বলিয়া থাকে। যাহার দ্বারা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত হয় এবং উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বর্ত্তমান যে নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি, তাহার নাম বিজ্ঞান-ময় কোষ, যিনি কর্ত্তা স্বরূপে জ্ঞানের শক্তি প্রকাশ করেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত কারণশরীরে যে অবিদ্যা বিদ্যমান আছে, সেই অবিদ্যার কার্য্য স্বরূপ প্রীতি, আমোদ প্রভৃতি যে কতিপয় বৃত্তি আছে, তাহাদিগের সহিত বর্ত্তমান যে মলিন সত্ত্বগুণ, তাহাকে আনন্দময় কোষ বলে। আত্মা

तत्तत्कोषैस्तु तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत् ॥ २६ ॥

अन्वयव्यतिरेकाभ्यां पञ्चकोषविवेकतः।

इत्युपक्रम्य तस्माद्वा एतस्मादन्नरसमयादन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः अन्योऽन्तर आत्मा मनोमय इत्यादिश्रुतत्वादात्मनोऽन्नमयादिशब्दवाच्यत्वं कथमुच्यते इत्याशङ्क्य देहादीनामन्नादिविकारत्वेनान्नमयादिशब्दवाच्यत्वमात्मनस्तु तेन तेन कोषेण सह तादात्म्याभिमानात् इत्याह तत्तत्कोषैस्त्विति। आत्मा प्रत्यगात्मा तत्तत्कोषैस्तेन तेन कोषेण सह तादात्म्याभिमानात् तत्तन्मयस्तत्तत्कोषमयः स्यात् व्यवहारकाले अन्नमयादिकोषप्राधान्यादन्नमयादिशब्दवाच्य इत्यर्थः। तुशब्द आत्मनः कोषेभ्यो वैलक्षण्यद्योतनार्थः ॥ २६ ॥

कथं तर्ह्येवंविधस्यात्मनो ब्रह्मत्वं भवतीत्याशङ्क्य कोषेभ्यो विवेकाद्भवतीत्याह अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वक्ष्यमाणाभ्यां पञ्चकोषविवेकतः पञ्चानां कोषाणामन्नमयादीनां विवेकतः प्रत्यगात्मनो विवेचनेन पृथक् बोधेन, यद्वा पञ्चकोषेभ्योऽन्नमयादिभ्य

এই পঞ্চ কোষের প্রত্যেকের অভিমান করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত আত্মাও সেই সেই কোষশব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। আত্মা অন্নময় কোষের অভিমানী, এই নিমিত্ত আত্মাকে অন্নময় বলিয়া থাকে। ঐ আত্মা প্রাণময় কোষের অভিমানী এই হেতু তাহাকে প্রাণময় বলে। সেই আত্মা মনোময় কোষের অভিমানী, অতএব তাহাকে মনোময় বলা যায়। উক্ত আত্মা বিজ্ঞানময় কোষের অভিমানী, সুতরাং সেই আত্মা বিজ্ঞানময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয় এবং ঐ আত্মা আনন্দময় কোষের অভিমানী, এই নিমিত্ত আত্মাকে আনন্দময় বলা যায়। এইরূপে এক আত্মাকে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় বলা যায় ॥ ২৬ ॥

যেরূপে পঞ্চকোষাভিমানী উপাধিবিশিষ্ট আত্মার সহিত নিরুপাধি নির্গুণ পরংব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—অন্বয়মুখী (১) ও ব্যতিরেকমুখী (২) অনুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া

---

(১) কোন একটি পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার বলে যে অন্য অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সহিত সম্বন্ধ অনুভব বা নিরূপণ হয়, তাহাকে অন্বয়মুখী অনুমান বলে।

(২) কোন একটি পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত যে অন্য কোন পদার্থের অভাবের অনুমান হয়, তাহাকে ব্যতিরেকমুখী অনুমান বলা যায়।

स्वात्मानं तत उद्धृत्य परं ब्रह्म प्रपद्यते ॥ २७ ॥
अभाने स्थूलदेहस्य स्वप्ने यज्ज्ञानमात्मनः ।
सोऽन्वयो व्यतिरेकस्तज्ज्ञानेऽन्यानवभासनम् ॥ २८ ॥

आत्मनः पृथक्करणेन स्वात्मानं प्रत्यगात्मनं ततस्तेभ्यः कोशेभ्यः उद्धृत्य बुद्ध्या निष्कृष्य चिदानन्दस्वरूपं निश्चित्य परं ब्रह्म पूर्वोक्तलक्षणं प्रपद्यते प्राप्नोति ब्रह्मैव भवतीत्यर्थः ॥ २७ ॥

इदानीं विवक्षितावन्वयव्यतिरेकौ दर्शयति अभाने स्थूलदेहस्येति । स्वप्ने स्वप्नावस्थायां स्थूलदेहस्यान्नमयकोशस्याभानेऽप्रतीतौ सत्याम् आत्मनः प्रतीयमानं यज्ज्ञानं स्वप्नसाक्षित्वेन यत्स्फुरणमस्ति स आत्मनः अन्वयः तस्यामेव स्वप्नावस्थायां तज्ज्ञाने तस्यात्मनः स्फुरणे सति अन्यानवभासनम् अन्यस्य स्थूलदेहस्यानवभासनं अप्रतीतिर्व्यतिरेकः स्थूलदेहस्येति शेषः । अस्मिन् प्रकरणे अन्वयव्यतिरेकशब्दाभ्याम् अनुवृत्तिव्यावृत्ती उच्येते ॥ २८ ॥

যথার্থ বিবেচনাপূর্ব্বক পঞ্চকোষাভিমানী আত্মাকে পঞ্চকোষ হইতে পৃথক করিয়া তাহার সচ্চিদানন্দস্বরূপত্ব নির্ণয় করিলেই অর্থাৎ আত্মা নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দস্বরূপ ইহা নিশ্চিত হইলে, আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য থাকে না, সর্ব্বপ্রকারে আত্মা ও পরংব্রহ্ম এক বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব প্রতিপন্ন হইতে আর কোন বাধা থাকে না। যাহাদিগের উক্ত অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা যথার্থ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা অনায়াসে আত্মার সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব অনুভব করিয়া তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন ॥ ৩৭ ॥

এক্ষণে কি প্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেক নামক অনুমানদ্বারা পঞ্চকোষের বিচার করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে জানা যায়, তাহাই প্রকাশিত হইতেছে।—স্বপ্নাবস্থাতে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের সমষ্টিরূপ স্থূলশরীরবিষয়ক জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তৎকালে স্বপ্নের সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। এস্থলে স্বপ্নাবস্থায় যে জ্ঞান প্রত্যক্ষ হয় এবং সেই স্বপ্নকালীন জ্ঞানদ্বারা যে আত্মার বিদ্যমানতার অনুমান হয়, এস্থলে তাহাকেই অন্বয়মুখী অনুমান বলে এবং সেই স্বপ্নাবস্থায়

लिङ्गाभाने सुषुप्तौ स्यादात्मनो भानमन्वयः।
व्यतिरेकस्तु तद्भाने लिङ्गस्याभानमुच्यते ॥ २९ ॥
तद्विवेकाद् विविक्ताः स्युः कोषाः प्राणमनोधियः।

एवं स्थूलदेहस्यानात्मत्वावबोधकावन्वयव्यतिरेकौ दर्शयित्वा लिङ्गदेहस्य तथात्वावगमकौ तौ दर्शयति लिङ्गाभान इत्यादि। सुषुप्तौ सुषुप्तावस्थायां लिङ्गाभाने लिङ्गस्य सूक्ष्मदेहस्याभानेऽप्रतीतौ आत्मनो भानं तदवस्थासाक्षित्वेन स्फुरणम् आत्मनोऽन्वयः स्यात् तद्भाने आत्मभाने लिङ्गस्याभानं लिङ्गदेहस्य अस्फुरणं व्यतिरेक इत्युच्यते ॥ २९ ॥

ननु पञ्चकोषविवेचनमुपक्रम्य लिङ्गदेहविवेचनं प्रकृतासङ्गतमित्याशङ्क्य प्राणमयादिकोषत्रयस्य तत्रैवान्तर्भावान्न प्रकृतासङ्गतिरित्याह तद्विवेकादिति। तस्य लिङ्गशरीरस्य

আত্মা বিদ্যমান থাকিলেও স্থূলশরীর বিষয়ক জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত আত্মার সহিত স্থূলদেহের একতার অভাবের অনুমানকে এই স্থলে ব্যতিরেকমুখী অনুমান বলে। এইক্ষণ উক্তপ্রকার উভয় অনুমানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অন্নময়াদি পঞ্চকোষাত্মক স্থূলশরীর হইতে আত্মা পৃথক্। আত্মার সহিত স্থূলশরীরের কোনরূপ ঐক্যভাব নাই ॥ ৩৮ ॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা স্থূলদেহের অনাত্মগতত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ উক্তপ্রকারে লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে।— সুষুপ্তি অবস্থাতে লিঙ্গশরীর বিষয় জ্ঞান থাকে না, কিন্তু সুষুপ্তির সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মার বিদ্যমানতা থাকে, এই প্রকার আত্মার বিদ্যমানতার জ্ঞানকে সুষুপ্তিকালিক অন্বয় বলে। এই অন্বয়ানুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব অনুমিত হইল এবং সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বেও লিঙ্গশরীরের অভাবজ্ঞান হইয়া থাকে, এই অভাবকে ব্যতিরেক বলা যায়। এই ব্যতিরেকী অনুমানদ্বারা লিঙ্গশরীরের অনাত্মগতত্ব প্রতিপন্ন হইল। অতএব এই উভয় প্রকার অনুমানদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যেমন পূর্ব্বে স্থূলশরীর হইতে আত্মার পার্থক্য প্রতীত হইয়াছে, সেইপ্রকার সূক্ষ্মশরীর হইতেও আত্মা পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ৩৯ ॥

পঞ্চকোষ বিচার আরম্ভ করিয়া তন্মধ্যে লিঙ্গশরীর বিচারে যে প্রকরণ

ते हि तत्र गुणावस्थाभेदमात्रात् पृथक् कृताः ॥ ४० ॥

सुषुप्त्यभाने भानन्तु समाधावात्मनोऽन्वयः ।

व्यतिरेकस्त्वात्मभाने सुषुप्त्यनवभासनम् ॥ ४१ ॥

विवेकात् विवेचनात् प्राणमनोधियः एतन्नामकाः कोषा विविक्ताः आत्मनः पृथक् कृताः स्युः। कुत इत्यत आह ते हीति। हि यस्मात् कारणात् ते प्राणमयादयः तत्र तस्मिन् लिङ्गशरीरे गुणावस्थाभेदमात्रात् गुणयोः सत्त्वरजसोरवस्थाभेदमात्रात् गुणप्रधानभावेनावस्थानविशेषादेव पृथक्कृताभेदेन निर्दिष्टा इत्यर्थः ॥ ४० ॥

इदानीमानन्दमयकोषत्वेन निर्वचितस्य कारणशरीरस्य विवेचनोपायमाह सुषुप्त्यभाने भानमिति। समाधौ वक्ष्यमाणलक्षणायां समाध्यवस्थायां सुषुप्त्यभाने सुषुप्तिशब्दोपलक्षितस्य कारणदेहरूपस्याज्ञानस्याप्रतीतौ आत्मनस्तु शब्दोऽवधारणे आत्मन एव भानं स्फुरणं यदस्ति स आत्मनोऽन्वयः; आत्मभाने आत्मनः स्फूर्त्तौ सत्यां सुषुप्त्यनवभासनं सुषुप्त्युपलक्षितस्याज्ञानस्याप्रतीतिरेव व्यतिरेकस्तस्येति। अत्रायं प्रयोगः प्रत्यगात्मा अन्नमयादिभ्यो भिद्यते तेषु परस्परं व्यावर्त्त्यमानेष्वपि स्वयमव्यावृत्तत्वात् यत् येषु व्यावर्त्त्यमानेष्वपि न व्यावर्त्तते तत् तेभ्यो भिद्यते यथा कुसुमेभ्यः सूत्रं यथा वा खण्डादिव्यक्तिभ्यो गोत्वमिति ॥ ४१ ॥

ভঙ্গদোষ হইল, এইক্ষণে সেই প্রকরণভঙ্গদোষের পরিহার কথিত হইতেছে।—লিঙ্গশরীর বিচারেও পঞ্চকোষ বিচারের প্রসঙ্গ আছে, এই লিঙ্গশরীরবিচারে লিঙ্গশরীরের অবয়বস্বরূপ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই কোষত্রয়েরও বিচার সিদ্ধ হয়, যেহেতু লিঙ্গশরীর উক্ত ত্রিবিধ কোষ হইতে পৃথক্ নহে। কেবল নামমাত্রের বিভিন্নতা আছে, অতএব প্রকরণভঙ্গদোষ হইয়াছে বলিয়া যে সংশয় হইয়াছিল, সেই সংশয় এক্ষণে নিবারিত হইল ॥ ৪০ ॥

কি উপায়ে আনন্দময় কোষরূপ কারণ শরীরের বিচার করিতে হয়, এই শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যে সময়ে সমাধি হয়, সেই সময়ে আনন্দময় কোষস্বরূপ কারণ শরীরের জ্ঞান থাকে না, তথাপি সেই সমাধি অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ স্বপ্রকাশমান আত্মা বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থার সমকালীন আত্মার বিদ্যমানতাকেই অন্বয় বলাযায়। এই সমাধি অবস্থায় আত্মার বিদ্যমানতা সত্ত্বে অন্বয়ানুমানবলে কারণ শরীরের অনুমান হয়, আত্মার বিদ্য-

যথামুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে॥ ৪২॥
পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।

এবম্ অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং কোষপঞ্চকাদ্ বিভক্তস্য আত্মনো ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তির্ভবতীত্যুক্তম্। তৎপ্রতিপাদিকাং অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা ইত্যাদিকাং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিত্যন্তাং কঠশ্রুতিমর্থতঃ পঠতি যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমিতি। যথা যেন প্রকারেণ মুঞ্জাদিত্যাখ্যাৎ তৃণবিশেষাৎ ইষীকা গর্ভস্থং কোমলং তৃণং যুক্ত্যা বহিরাবরকত্বেন স্থিতানাং স্থূলপত্রাণাং বিভজনলক্ষণয়োপায়েন সমুদ্ধ্রিয়তে এবমাত্মাপি যুক্ত্যা অন্বয়ব্যতিরেকলক্ষণয়োপায়েন শরীরত্রিতয়াৎ পূর্ব্বোক্তাৎ শরীরত্রয়াৎ ধীরৈঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নৈরধিকারিভিঃ সমুদ্ধৃতঃ পৃথক্ কৃতশ্চেৎ সপরং ব্রহ্মৈব জায়তে চিদানন্দরূপস্য লক্ষণস্যোভয়োরবিশিষ্টত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৪২॥

এতাবতা গ্রন্থসন্দর্ভেণ সফলস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য নিরূপিতত্বাৎ উত্তরগ্রন্থভাগস্যানারম্ভপ্রসক্তৌ তৎপ্রসঙ্গ তদারম্ভসিদ্ধয়ে বৃত্তানুকীর্ত্তনপূর্ব্বকমুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ পরাপরাত্মনো-

---

মানতাবস্থায় কারণ শরীরবিষয়ক জ্ঞানের অভাবকে এই স্থলে ব্যতিরেকী অনুমান বলাযায়। উক্তরূপ ব্যতিরেকানুমানদ্বারা কারণশরীরের অভাবজ্ঞানানুমান প্রতিপন্ন হইয়া থাকে॥ ৪১॥

অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষ হইতে পৃথক্ কৃত আত্মার ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়। এই বিষয়ে কঠশ্রুতির মত ব্যক্ত হইতেছে।—যেমন মুঞ্জানামক (শর) তৃণের মধ্যগত কোমল পত্র গ্রহণ করিতে হইলে, তাহার আবরণ পত্র হইতে পৃথক্ করিয়া সেই গর্ভস্থ পত্র লইতে হয়, সেইরূপ অন্বয় ও ব্যতিরেকগর্ভ অনুমানদ্বারা বিচারপূর্ব্বক আত্মার আবরকস্বরূপ পঞ্চ কোষময় দেহ হইতে সেই আত্মাকে পৃথক্ করিয়া উদ্ধৃত করিলে আত্মা এবং ব্রহ্মের অভেদরূপে সেই সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরংব্রহ্মকে লাভকরিতে পারে। তখন আর শরীরের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ থাকে না, সুতরাং আত্মার আর ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন বাধা থাকে না॥ ৪২॥

तत्त्वमस्यादिवाक्यैः सा भागत्यागेन लक्ष्यते ॥ ৪৩ ॥
जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसीम् ।
निमित्तं शुद्धसत्त्वां तामुच्यते ब्रह्म तद्गिरा ॥ ৪৪ ॥

एवमिति । एवमुक्तेन प्रकारेण परापरात्मनोस्तत्त्वम्पदार्थयोः परमात्मजीवात्मनोरेकता अभिन्नता युक्त्या लक्षणसाम्यप्रदर्शनादुपायेन सम्भाविता अङ्गीकारिता सा एकता तत्त्वमस्यादिवाक्यैः स्पष्टं भागत्यागेन विरुद्धांशपरित्यागेन लक्ष्यते लक्षणावृत्त्या बोध्यते ॥ ৪৩ ॥

तत्त्वमसीति वाक्यार्थज्ञानस्य तत्पदादिपदार्थज्ञानपूर्व्वकत्वात् तत्पदस्य वाच्यमर्थं तावदाह जगतो यदुपादानमिति । यत् सच्चिदानन्दलक्षणं ब्रह्म तामसीं तमोगुणप्रधानां मायामादाय उपाधित्वेन स्वीकृत्य जगतश्चराचरात्मकस्य कार्य्यवर्गस्योपादानम् अध्यासाधिष्ठानं भवति शुद्धसत्त्वां विशुद्धसत्त्वप्रधानां तामुपाधित्वेन स्वीकृत्य निमित्तम् उपादानाद्यभिज्ञं कर्तृ भवति तद् ब्रह्म निमित्तोपादानोभयरूपं ब्रह्म तद्गिरा तत्त्वमस्यादिवाक्यस्थेन तत्पदेनोच्यते इत्यर्थः ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারাই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানরূপ তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইল, সুতরাং উত্তর গ্রন্থের আরম্ভ নিষ্প্রয়োজন হয়, এইক্ষণ সেই উত্তর গ্রন্থ ভাগের আরম্ভ বিষয়ে তাৎপর্য্য কথিত হইতেছে।—যে যুক্তিদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে, বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে সেই যুক্তি সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। তৎশব্দবাচ্য মায়াবিষ্ট পরংব্রহ্ম এবং ত্বংশব্দপ্রতিপাদ্য অবিদ্যা উপাধিবিশিষ্ট জীব ; এই উভয়ের মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয় পরিত্যক্ত হইলে, কেবল জীব ও ব্রহ্মের চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট অংশ লক্ষিত হয়, তখন আর উভয়ের কোন পার্থক্য দৃষ্ট হয় না ॥ ৪৩ ॥

কোন একটি বাক্য প্রয়োগ করিলে, সেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের অর্থ জ্ঞান না হইলে, ঐ সকল পদসমষ্টিস্বরূপ বাক্যের অর্থবোধ হয় না। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ ও ত্বং" ইত্যাদি পদ সমূহের প্রত্যেকের অর্থ উক্ত হইতেছে।—যে সকল কারণে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলের উপাদান কারণ তমোগুণ প্রধান এবং ঐ জগদুৎপত্তির

यदा मलिनसत्त्वां तां कामकर्मादिदूषिताम् ।
आदत्ते तत् परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते ॥ ४५ ॥
त्रितयीमपि तां मुक्त्वा परस्परविरोधिनीम् ।
अखण्डं सच्चिदानन्दं महावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४६ ॥

त्वं पदवाच्यार्थमाह यदा मलिनसत्त्वामिति । तदेव ब्रह्म यदा यस्यामवस्थायां मलिन-सत्त्वां रजस्तमोभ्यां मिश्रणेन मलिनसत्त्वप्रधानाम् अतएव कामकर्मादिदूषितां तामविद्याख्यां मायामादत्ते उपाधित्वेन स्वीकरोति तदा त्वं पदेनोच्यते ॥ ४५ ॥

एवं तत्त्वंपदार्थावभिधाय वाक्यार्थमाह त्रितयीमपि तां मुक्त्वेति । त्रितयीमपि त्रिप्रकारामपि तमःप्रधानविशुद्धसत्त्वप्रधानमलिनसत्त्वप्रधानत्वभेदेन उक्तामतएव परस्पर-विरोधिनीं तां मायां मुक्त्वा परित्यज्य अखण्डं भेदरहितं सच्चिदानन्दं ब्रह्म महावाक्येन लक्ष्यते इत्युक्तम् ॥ ४६ ॥

নিমিত্তকারণ যে মায়া তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান। সুতরাং মায়া রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে পরংব্রহ্ম তিনিই তৎশব্দের প্রতিপাদ্য। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্ভূত যে তৎ পদ তাহা দ্বারাই সেই পরংব্রহ্মের অর্থ বোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

যখন যে অবস্থাতে সেই পরংব্রহ্ম রজঃ ও তমোগুণ মিশ্রণে মলিন সত্ত্বগুণ প্রধান কামকর্ম্মাদিদ্বারা দূষিত মায়া রূপ উপাধিকে আশ্রয় করেন, তখন পরংব্রহ্মকে "তৎ" পদের বাচ্য বলাযায়। মায়াবচ্ছিন্ন আত্মা যখন কামনার বশীভূত হইয়া নিয়ত কর্ম্মে আবদ্ধ থাকেন, তখনই সেই আত্মার প্রতি "ত্বং" এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে "তৎ ও ত্বং" শব্দের অর্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই শ্লোকে "তৎ, ত্বং ও অসি" এই পদত্রয় সমবেত হইয়া "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য হইয়াছে, এক্ষণে এই মহাবাক্যের তত্ত্ব বিবৃত হইতেছে।—তমো-গুণপ্রধান, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান ও মলিনসত্ত্বগুণপ্রধান, এই তিন প্রকার বিভক্ত ও পরস্পর বিরোধী মায়াকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জীব পরংব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যআনন্দস্বরূপ অখণ্ড চৈতন্য প্রাপ্ত হয়। অতএব,

सोऽयमित्यादिवाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः ।
त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा ॥ ४७ ॥
मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयोः ।

नन्वेवं लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थबोधनं कुत्र दृष्टमित्याशङ्क्याह सोऽयमित्यादिवाक्येष्विति । सोऽयं देवदत्त इत्यादिवाक्येषु तदिदन्तयोः तदिदं प्रकालवैशिष्ट्यलक्षणयोर्धर्मयोर्विरोधादैक्यानुपपत्तेर्भागयोर्विरुद्धांशयोस्त्यागेनैकाश्रयो देवदत्तस्वरूपमेकमेव यथा लक्ष्यते ॥ ४७ ॥

एवं दृष्टान्तमभिधाय दार्ष्टान्तिकमाह मायाविद्ये विहायैवमिति । एवं सोऽयं देवदत्तः इति वाक्ये यथा तद्वत्परजीवयोरुपाधी उपाधिभूते मायाविद्ये पूर्वोक्ते विहायाखण्डं भेदरहितं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव महावाक्येन लक्ष्यते ॥ ४८ ॥

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় পরাৎপর পরংব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়। উপাধিভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের উক্ত রূপ অর্থ সঙ্গত হইল ॥ ৪৬ ॥

এইরূপ ভাগত্যাগলক্ষণা দ্বারা যে অন্যান্য স্থলে বাক্যার্থ প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেই সকল বাক্যকে দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতি প্রকটীকৃত হইতেছে।—যেমন "সেই এই দেবদত্ত" এই বাক্যের অন্তর্গত "সেই" শব্দে পূর্ব্বকালে দৃষ্ট যে দেবদত্ত তাহাকে বুঝাইতেছে, "এই" শব্দ সাক্ষাৎ যাহাকে (দেবদত্তকে) দেখিতেছি তাহার প্রতিপাদক। এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকাল বর্ত্তিত্ববোধক "সেই" ও এতৎকালবর্ত্তিত্বসূচক "এই" অংশ পরিত্যাগ করিলে কেবল দেবদত্ত মাত্র পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রতিপাদ্য বা অর্থ বোধহয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "তৎ" শব্দের প্রতিপাদ্য মায়া উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এবং "ত্বং" পদের বাচ্য অবিদ্যা উপাধি বিশিষ্ট জীব, এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম মায়া ও অবিদ্যা, এই বিশিষ্ট অংশ পরিত্যাগ করিলে অপরিচ্ছিন্ন নিত্যজ্ঞান ও নিত্য আনন্দস্বরূপ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য হয়। মায়া ও অবিদ্যা, এই উভয়ই ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, ঐ মায়া এবং অবিদ্যার অবসান হইলেই জীবব্রহ্মের ঐক্যভাব সিদ্ধ হয়। ইহাই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের মর্ম্ম। জীব ও ব্রহ্মের

अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते ॥ ४८ ॥
सविकल्पस्य लक्षत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता ।
निर्व्विकल्पस्य लक्षत्वं न दृष्टं न च सम्भवि ॥ ४९ ॥

ननु महावाक्येन किं लक्ष्यं सविकल्पकमुत निर्व्विकल्पकमिति विकल्प्य प्रथमे पक्षे दोषमाह पूर्व्ववादी सविकल्पस्येति । सविकल्पस्य विकल्पेन विपरीतत्वेन कल्पितेन नामजात्यादिना रूपेण सह वर्त्तते इति सविकल्पं तस्य लक्ष्यत्वे वाक्येन बोध्यत्वे लक्ष्यस्य वाक्यार्थतया लक्ष्यस्यावस्तुता स्यात् मिथ्यात्वं स्यात् । द्वितीये दोषमाह निर्व्विकल्पस्येति । निर्व्विकल्पस्य नामजात्यादिरहितस्य लक्ष्यत्वं न दृष्टं लोकेन क्वापि दृष्टं न च सम्भवि उपपद्यमानमपि न भवति लक्ष्यत्वधर्म्मवतो निर्व्विकल्पकत्वव्याघातादिति यावत् ॥ ४९ ॥

মায়া ও অবিদ্যা এই উপাধিদ্বয়বিহীন একীভাববিশিষ্ট অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য ॥ ৪৭-৪৮ ॥

পূর্ব্বপক্ষ ॥ পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, নিত্য-জ্ঞান ও নিত্য-আনন্দ স্বরূপ পরংব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য। এ স্থলে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল,—এইক্ষণ ইহাই জিজ্ঞাস্য যে, সেই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের লক্ষ্য যে অখণ্ডানন্দ ব্রহ্ম, তিনি কি সবিকল্প অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট ; অথবা নির্ব্বিকল্প (নিরুপাধিবিশিষ্ট) ? যদি বল, সবিকল্পক অর্থাৎ নাম রূপাদি উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য, তাহাহইলে, অসদ্বস্তু "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের লক্ষিত হইল, যেহেতু নামরূপাদি উপাধিবিশিষ্ট যাবতীয় বস্তু অসৎ এবং নিরুপাধি পরংব্রহ্মই কেবল সৎ। আর যদি বল, নির্ব্বিকল্পক নিরুপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের লক্ষ্য, তাহাও সম্ভব হয় না ; কারণ যাহা নামরূপাদিরহিত, তাহা কখনও লোকের লক্ষিত হয় না, পরন্তু যাহাকে লক্ষিত করা যায়, তাহাকে নিরুপাধিক বলা যায় না। অতএব উভয়পক্ষই আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। নিরুপাধি ব্রহ্মই "তত্ত্বমসি" বাক্যের লক্ষ্য, কি সোপাধিক ব্রহ্মই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্য, ইহার কোন একতর পক্ষ স্থিরীকৃত হইল না ॥ ৪৯ ॥

विकल्पो निर्व्विकल्पस्य सविकल्पस्य वा भवेत् ।
आद्ये व्याहतिरन्यत्रानवस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ॥
इदं गुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु ।

सिद्धान्ती तत्त्वमसीदं चोदयति विकल्पपूर्व्वकं दूषयन्नाह विकल्पो निर्व्विकल्प-स्येति । सविकल्पस्य वा निर्व्विकल्पस्य वा तत्त्वमसीति यो विकल्पतया कल्पः स किं निर्व्विकल्पस्य उत सविकल्पस्य वा भवेत् आद्ये प्रथमे पक्षे व्याहतिर्व्याघात एव, अन्यत्र द्वितीये पक्षे अनवस्थादयः । तथाहि सविकल्पस्य विकल्प इत्यत्र विकल्पेन सह वर्त्तते यः इत्यत्र तृतीयान्तविकल्पपदेन प्रथमान्तविकल्पपदेन च एक एव विकल्पोऽभिधीयते द्वौ वा एक एव चेत् स्वस्यैव स्व विकल्पाश्रयविशेषणतया आश्रयतदाश्रितौ विकल्पस्यात्माश्रयता, द्वौ चेत् तदा तृतीयान्तशब्दनिर्दिष्टस्यापि विकल्पस्य विकल्परूपत्वात् तदाश्रयस्यापि सविकल्पकत्वात् तद्विशेषणीभूतो विकल्पः किं प्रथमान्तशब्दनिर्दिष्ट एव विकल्पः ? उत ताभ्यामन्यः ? आद्ये अन्योऽन्याश्रयता, द्वितीयेऽपि धर्म्मिविशेषणीभूतो विकल्पः किं प्रथमान्तशब्दनिर्दिष्ट उत तेभ्योऽन्यः ? आद्ये चक्रकापत्तिः, द्वितीये तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्य इत्यनवस्थापात इति ॥ ५० ॥

न केवलमत्रैवेदं दूषणम् अपि तु सर्व्वत्रैवं विधिविकल्पपूर्व्वकं दूषणं प्रसरतीत्याह इदं गुणक्रियेति । इदं विकल्पदूषणजातं गुणक्रियाजातिद्रव्यसम्बन्धवस्तुषु येषु वस्तुषु गुणादि-

---

পূর্ব্বোক্ত সংশয়ের সিদ্ধান্ত নিরূপিত হইতেছে। "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য পূর্ব্বোক্ত সোপাধি, কি নিরুপাধিক পদার্থে কল্পিত হয় ? যদি বল, নিরুপাধিক পদার্থে পূর্ব্বোক্ত উপাধি কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে পারে না ; যেহেতু নিরুপাধিক পদার্থে (পরমব্রহ্মে) উপাধি কল্পনা করিলে তাহার নিরুপাধিত্ব থাকে না। আর যদি বল, সোপাধিক পদার্থে (জীবে) উপাধি কল্পনা হইয়াছে, তাহাও অসম্ভব। কারণ, যে বস্তু স্বভাবতঃই সোপাধিক তাহার আর সোপাধিত্ব কল্পনা কি ? সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ও সিদ্ধান্তবাদী উভয়েরই তুল্য দোষ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৫০ ॥

পূর্ব্বে যে দোষের উল্লেখ হইল, এইরূপ দোষ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইয়া থাকে। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থেও উক্ত দোষ দৃষ্ট হইয়া

समत्वेन स्वरूपस्य सर्व्वमेतदितीष्यताम् ॥ ५१ ॥
विकल्पतदभावाभ्यामसंस्पृष्टात्मवस्तुनि ।
विकल्पितत्वलक्ष्यत्वसम्बन्धाद्यास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥

सम्बन्धान्तासेषु पञ्चसु वस्तुषु समम् । तथाहि गुणः किं निर्गुणे वर्त्तते अथवा गुणवति क्रियापि क्रियारहिते वर्त्तते क्रियावति वा ? आद्ये व्याघातः अन्त्ये त्वनवस्थादय इति सर्व्वत्र दोषतुल्यम् । कथमिदमसदुत्तरं चेत् किं सदुत्तरमित्याशङ्क्याह तेनेति । तेन एवं-विधविकल्पासहत्वेन एतद्गुणादिकं सर्व्वं स्वरूपस्येतीष्यतां गुणादयः सर्व्वे वस्तुस्वरूपे कल्पिता इत्यभिप्रायः ॥ ५१ ॥

भवत्वेवमन्यत्र प्रकृते किमायातमित्यत आह विकल्पतदभावाभ्यामिति । विकल्पतद्भावाभ्यां विकल्पेन विकल्पाभावेन चासंस्पृष्टात्मवस्तुनि संस्पर्शरहिते परमात्मवस्तुनि विकल्पित-त्वलक्ष्यत्वसम्बन्धाद्याः कल्पिताः तत्र विकल्पितत्वं नाम सविकल्पस्य वा निर्विकल्पस्य वा इति पूर्व्वोक्तेन विषयीकृतत्वं लक्ष्यत्वं लक्षणावृत्त्या ग्राह्यत्वं सम्बन्धः संयोगादिः, आदिशब्देन द्रव्यादयो गृह्यन्ते, तुशब्दोऽवधारणे, तत्र द्रव्यं नाम गुणाश्रयो द्रव्यं समवायिकारणं द्रव्य-मिति वा तार्किकैर्लक्षितं, कर्म्मव्यतिरिक्तत्वे सति जातिमानाश्रयो गुणः, नित्यमेकमनेका-नुगतं सामान्यमिति लक्षिता जातिः संयोगविभागयोरसमवायिकारणजातीयं कर्म्मेति लक्षिता क्रिया एते सर्वे स्वरूपे कल्पिता एवेत्यर्थः ॥ ५२ ॥

থাকে। অর্থাৎ গুণ সগুণ পদার্থে থাকে কি, নির্গুণ পদার্থে থাকে ?— যদি বল, নির্গুণ পদার্থে গুণ থাকে,—এই কথা অগ্রাহ্য। কারণ নির্গুণের যে গুণবত্তা, ইহা অসম্ভব এবং সগুণ পদার্থে গুণের আরোপ করিলে পূর্ব্ব-বৎ অনবস্থাদোষ হইয়া থাকে। এইরূপ ক্রিয়া, জাতি ও সম্বন্ধবিশিষ্ট বস্তুতে উভয়থা দোষ সংঘটন হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত দোষের পরিহার দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এইক্ষণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তুর স্বরূপবশতঃ গুণ, ক্রিয়া, জাতি, প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু তাহাতে সগুণ, নির্গুণ, উপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি বিবেচনা করিতে হয় না। ॥ ৫১ ॥

এইক্ষণ প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে।—নির্গুণ ও উপাধি সম্বন্ধ রহিত পরমাত্মার যে সোপাধিকত্ব প্রভৃতি বর্ণন করা যায়, তাহা কেবল

इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्।
युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं मननन्तु तत्॥ ५३॥
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य यत्।
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते॥ ५४॥

एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण किमुक्तं भवतीत्याकाङ्क्षायां फलितमाह इत्थं वाक्यैरिति। इत्थं अनया यदुपादानं इत्यर्थः इतरसजातीयप्रकारेण वाक्यैस्तत्त्वमस्यादिवाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं तेषां वाक्यानामर्थस्य जीवब्रह्मणोरैकत्वलक्षणस्यानुसन्धानं श्रवणं भवेत्। युक्त्या श्रुत्यन्तरादिरूपेण वक्ष्यमाणादिना परापरात्मनोरिव युक्त्या सम्भावितैकता इत्यनेन ग्रन्थसन्दर्भेणोक्तप्रकारया युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धानं श्रुतस्यार्थस्य उपपद्यमानत्वज्ञानं यदस्ति तत् तु मननमुच्यते॥ ५३॥

इदानीं निदिध्यासनमाह ताभ्यामिति। ताभ्यां श्रवणमननाभ्यां निर्विचिकित्से निर्गता विचिकित्सा संशयो यस्मादसौ निर्विचिकित्सस्तस्मिन्नर्थे विषये स्थापितस्य धारणावतश्चेतस इत्यस्यान्तःस्थितस्य धारणेति पतञ्जलिनोक्तत्वात् यदेकतानत्वं एकाकारवृत्तिप्रवाहवत्त्वम् एतन्निदिध्यासनमुच्यते हि प्रसिद्धं योगशास्त्रे तत्प्रत्ययैकतानता ध्यानमिति॥ ५४॥

অবিদ্যার আশ্রয়ীভূত অলীক কল্পনামাত্র। বস্তুতঃ নিত্যজ্ঞান ও নিত্যানন্দময় পরমাত্মার উপাধি নিরুপাধি কিছুই নাই, অবিদ্যার বশীভূত ব্যক্তিরাই আত্মাকে সগুণ, নির্গুণ, সোপাধি ও নিরুপাধি প্রভৃতি নানাপ্রকার বিশেষণ দিয়া বর্ণন করিয়া থাকে॥ ৫২॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বেদান্তশাস্ত্রের সযুক্তিক বিচারদ্বারা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের অনুসন্ধানকে পরংব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ বলে এবং উক্তরূপ বেদান্তের সযুক্তিক বিচারদ্বারা পরাৎপর পরমব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপ নির্ণীত হইলে, পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সর্ব্বদা সেই পরম পিতা পরমব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধানে চিত্তের নিয়োগকে পরম ব্রহ্মবিষয়ক মনন বলা যায়। এইরূপ শ্রবণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণপূর্ব্বক জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য॥ ৫৩॥

পূর্ব্বকথিত শ্রবণ ও মননদ্বারা নিশ্চয়রূপে পরমপুরুষ পরংব্রহ্মকে জানিয়া সেই নিত্যানন্দ ও নিত্যজ্ঞানময় পরমব্রহ্মে অন্তঃকরণ স্থাপিত করিলে, অন্তঃ-

ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्ध्येयैकगोचरम्।
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५५ ॥
वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः।

तदेव निदिध्यासनस्य परिपाकदशारूपं समाधिमाह ध्यातृध्याने इति। निदिध्यासने ध्यातृध्याता ध्यानं ध्येयञ्चेति त्रितयं भासते तत्र यदा चित्तमभ्यासवशेन ध्यातृध्याने ध्यातारं ध्यानञ्च क्रमात् परित्यज्य ध्येयैकगोचरं ध्येयमेकमेव गोचरो विषयो यस्य तत् तथाविधं भवति तदा समाधिरित्युच्यते तत्र दृष्टान्तः निवातदीपवदिति। वायुरहिते प्रदेशे वर्त्तमानो दीपो यथा निश्चलो भवति तद्वदित्यर्थः ॥ ५५ ॥

ननु समाधौ वृत्तीनामनुपलब्धौ ध्येयैकगोचरत्वमपि निश्चेतुं न शक्यते इत्याशङ्क्य वृत्ति-सद्भावस्यानुमानगम्यत्वान्नैवमित्याह वृत्तय इति। आत्मगोचराः आत्मा गोचरो विषयो यासां

করণের বৃত্তিসকল কেবল সেই ব্রহ্মবিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ে মনের প্রবেশ হয় না। ঐরূপ চিত্তবৃত্তির একাগ্রতাকে নিদিধ্যাসন কহে ॥ ৫৪ ॥

ইতিপূর্ব্বে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সবিস্তররূপে বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সমাধিকালীন চিত্তবৃত্তির সবিশেষ লক্ষণ নির্ণয়দ্বারা সমাধি বিবৃত হইতেছে।—নিদিধ্যাসনকালে এইরূপ জ্ঞান থাকে যে, আমি ধ্যান করিতেছি এবং পরমব্রহ্ম আমার ধ্যেয়; কিন্তু যে সময়ে ধ্যানকর্ত্তা ও ধ্যেয়বস্তু এই উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান থাকে না, কেবল সেই পরমচিন্তনীয় পরমব্রহ্মেতে মনোবৃত্তি সকল একাগ্র হইয়া নির্ব্বাত প্রদীপের স্থিরশিখার ন্যায় স্থিরভাব অবলম্বন করে, অন্য কোন বিষয়ে ভাবনা কিম্বা চিত্তবৃত্তির আসক্তি থাকে না, কেবল সর্ব্বদা সেই অদ্বিতীয় জ্ঞানানন্দময় পরমপুরুষ পরমব্রহ্মে নিযুক্ত থাকে। এইরূপ অবস্থাকে নির্ব্বিকল্পক সমাধি বলে। এইপ্রকার সমাধিকালে অন্তঃকরণের কিঞ্চিন্মাত্রও চাঞ্চল্য থাকে না ॥ ৫৫ ॥

যে সময়ে সমাধি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে চিত্তবৃত্তিবিষয়ক জ্ঞান থাকে না; কিন্তু চিত্তবৃত্তির অভাবও হয় না এবং মনোবৃত্তি সকলও বিদ্যমান থাকে। যে কালে পূর্ব্বোক্তপ্রকার সমাধি হয়, সেই কালে চিত্তবৃত্তিসকল পরমব্রহ্মেতে

स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थितात् ॥ ५६ ॥
वृत्तीनामनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि ।
अदृष्टासकृदभ्याससंस्कारः स चिवाद्भवेत् ॥ ५७ ॥

ता वृत्तयस्तु तदानीं समाधिकाले अज्ञाताः अपि व्युत्थितस्य समाधेरुत्थितस्य समुत्थितादुत्पन्नात् स्मरणादेतावन्तं कालं समाहितोऽभूवमित्येवं रूपादनुमीयन्ते यद्यत् स्मर्यते तत्तदनुभूतमिति व्याप्तेर्लोकप्रसिद्धत्वादित्यर्थः ॥ ५६ ॥

ननु तदानीं वृत्त्युत्पादकप्रयत्नाभावात् कथं वृत्त्यनुवृत्तिरित्याशङ्क्य तात्कालिकप्रयत्नाभावेऽपि प्राथमिकादेव प्रयत्नात् अदृष्टादिसहकारिसहितात् भवतीत्याह वृत्तीनामनुवृत्तिरिति । ध्येयैकगोचराणां वृत्तीनाम् अनुवृत्तिस्तु प्रवाहरूपेणानुगतिस्तु प्रथमादपि प्रयत्नात् समाधिपूर्वकालीनादपि अदृष्टम् अशुक्लाकृष्णकर्माख्यो यः पुण्यविशेषः कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषामिति पतञ्जलिना सूत्रितत्वात् यश्चासकृदभ्याससंस्कारः पुनः पुनः समाध्यभ्यासेन जनितो भावनाख्यः संस्कारविशेषः ताभ्यां सहकारिकारणाभ्यां सह वर्त्तमानात् भवति ॥५७॥

নিমগ্ন থাকে, কিন্তু পরমাত্মবিষয়ক অন্তঃকরণবৃত্তির অনুভব হয় না। পরন্তু যখন কোন ব্যক্তি সমাধি ভঙ্গকরিয়া গাত্রোত্থান করেন, তখন তাঁহার সেই সমাধিসময়ের মনোবৃত্তির স্মরণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনুমান করা যায় যে, সমাধিকালে অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল পরমাত্মচিন্তায় তৎপর থাকিয়া গূঢ়ভাবে (অজ্ঞাতসারে) অবস্থিতি করে, একেবারে ঐ সকল বৃত্তির অভাব হয় না। কারণ যদি সমাধিকালে মনোবৃত্তিসকল না থাকিত, তাহাহইলে সমাধি ভঙ্গকালে সেই সকল বৃত্তির স্মরণ হইতে পারে না। ॥ ৫৬ ॥

সবিশেষ প্রযত্নই অন্তঃকরণগত বৃত্তি সকলের উৎপত্তির কারণ। নির্ব্বিকল্প সমাধিকালে সেই প্রযত্ন বিদ্যমান থাকে না, তবে কিরূপে সেই সকল বৃত্তির সম্বন্ধ বা কারণ নিরূপিত হইতে পারে?—এই বিষয়ে অদৃষ্টই কারণ অদৃষ্টবশতঃ সংস্কারদ্বারা পূর্ব্বকালীন প্রযত্নবলে নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালেও অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে। সমাধির প্রারম্ভকালে যে প্রযত্ন থাকে, সেই প্রযত্নই মনোবৃত্তিনিচয়কে ব্রহ্মানুচিন্তনে নিয়োজিত করে, অনন্তর যখন সমাধি উপস্থিত হয়, তখনও সেই পূর্ব্বপ্রযত্নই মনোবৃত্তি-

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
ভগবানিমমেবার্থমর্জুনায় ন্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮ ॥
অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ।

নন্বয়ং সমাধিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ন নিরূপিতোঽস্তি ইত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বগুরুণা শ্রীপুরুষোত্তমেন নিরূপিতত্বান্ নৈবমিত্যাহ যথা দীপো নিবাতস্থ ইতি। যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে ইত্যাদিভিরনেকধা নানাপ্রকারৈশ্চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্নঃ ইমমেব নির্বিকল্পক-সমাধিরূপমর্থমর্জুনায় শিষ্যায় ন্যরূপয়ৎ নিরূপিতবান্ ॥ ৫৮ ॥

অথ সমাধেরবান্তরফলমাহ অনাদাবিহ সমাহ ইতি। অনাদৌ স্বতস্, ইহ অস্মিন্ সংসারে সঞ্চিতাঃ সম্যাদিনাঃ কর্ম্মকোটয় কর্ম্মণাং পুণ্যাপুণ্যলক্ষণানাং কোটয় স্বরূপ সঞ্চয়ম্ অপরিমিতানি কর্ম্মাণীত্যর্থঃ. অনেন সমাধিনা বিলয়ং যান্তি বিনশ্যন্তি কীয়ন্তে

গাকে তদবস্থায় নিযুক্ত রাখে। কিন্তু সেই সময়ে প্রযত্ন না থাকিলেও মনোবৃত্তির ব্যাঘাত হয় না ॥ ৫৭ ॥

ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঊনবিংশতি শ্লোকে ধ্যানযোগের উপদেশ প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত অর্জ্জুনকে নির্ব্বিকল্পক সমাধির লক্ষণের উপদেশ প্রদানকালে বলিয়াছেন যে,—যেমন একটি প্রদীপ কোন নির্ব্বাত স্থানে স্থাপিত করিলে সেই প্রদীপের শিখা স্থিরভাবে থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্যভাব লক্ষিত হয় না, সেইপ্রকার যখন কোন ব্যক্তির নির্ব্বিকল্পক-সমাধি উপস্থিত হয়, তখন তাহার অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল একাগ্রভাবে নিশ্চল হইয়া থাকে। তখন আর তাহার মনোবৃত্তি সেই ব্রহ্মচিন্তা হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিষয়ান্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। ভগবান বাসুদেব উক্তপ্রকার বিবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া পরমভক্ত অর্জ্জুনকে সমাধিলক্ষণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ইতিপূর্ব্বে সমাধিলক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণ সেই সমাধির ফল বর্ণিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা নির্ব্বিকল্পক সমাধি আশ্রয় করিতে পারে, অনাদি অনির্ব্বচনীয় জন্মমরণপ্রবাহরূপ এই সংসারে তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপ ও পুণ্যরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহার

अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्द्धते ॥ ५९ ॥
धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः।
वर्षत्येष यतो धर्मामृतधाराः सहस्रशः ॥ ६० ॥
अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते।

यान्ति कर्माणि, ज्ञानाग्निः सर्व्वकर्माणीत्यादि श्रुतेः शुद्धश्च शुद्धो धर्मः सविज्ञानाविद्या-निवर्त्तकतत्त्वसाक्षात्कारसाधनभूतो धर्मो विवर्द्धते स्पष्टम् ॥ ५९ ॥

तत्र किं प्रमाणमित्यत आह धर्ममेघमिममिति। योगवित्तमाः अतिशयेन योगज्ञाः ब्रह्मसाक्षात्कारवन्त इत्यर्थः इमं निर्विकल्पकसमाधिं धर्ममेघं प्राहुः स्पष्टम्। तदुपपाद-यति वर्षत्येष इति। यतः कारणात् एष निर्विकल्पकसमाधिधर्मामृतधाराः धर्मलक्षणाः अमृतधाराः सहस्रशो वर्षति अथर्वाणं अनुशतस्यापीति श्रुतेः अतो धर्ममेघं प्राहुरिति पूर्वेणान्वयः ॥ ६० ॥

इदानीं समाधेः फलमप्रयोजनमाह अमुनेति। अमुना समाधिना वासनाजाले अह-ङ्कारममकारकर्तृत्वाद्यभिमानहेतुभूते ज्ञानविरुद्धे संस्कारसमूहे निःशेषं यथा भवति तथा

আর পাপকর্ম্মের পরিণাম ফলস্বরূপ নরকভোগাদি নানাপ্রকার যন্ত্রণাভোগ করিতে হয় না এবং পুণ্যকর্ম্মজনিত স্বর্গাদি ভোগও হয় না। সেই নির্ব্বি-কল্পক সমাধিদ্বারা ব্রহ্মবিজ্ঞানজনিত বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই ধর্ম্ম বলে তাহার ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাবে সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হয় ॥ ৫৯ ॥

যাহারা নিয়ত যোগসমাধি আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া-ছেন। সেই সকল যোগিবর পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধিকে ধর্ম্মমেঘ বলিয়া থাকেন। কারণ ঐ সমাধিরূপ ধর্ম্মমেঘ সহস্র সহস্র ধর্ম্মস্বরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করে। পরন্তু যোগাবলম্বনদ্বারা নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইলে পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া অনন্তকাল পরমসুখ ভোগ হইতে থাকে ॥৬০॥

পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইলে শুভাশুভ বাসনা বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন আর তাহার সৎকর্ম্মেও ইচ্ছা হয় না এবং অসৎকর্ম্মেও প্রবৃত্তি জন্মে

समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये ।
वाक्यमप्रतिबद्धं सत् प्राक्परोक्षावभासिते ।
करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते ॥ ६१ ॥
परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम् ।

प्रविलापिते विनाशिते पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये समुन्मूलिते मूलसहितं यथा भवति तथोन्मूलिते उद्धृते विनाशित इति यावत् । फलितमाह वाक्यमप्रतिबद्धमिति । वाक्यं तत्त्वमस्यादिमहावाक्यम् अप्रतिबद्धं सत् कर्मवासनाभ्यां प्रतिबन्धरहितं सत् प्राक् परोक्षावभासिते पूर्वं परोक्षतया प्रकाशिते तत्त्वे करामलकवत् करस्थितामलकगोचरमिव अपरोक्षम् अपरोक्षतया तत्त्वावभासनसमर्थं बोधं ज्ञानं प्रसूयते जनयति ॥ ६१ ॥

इदानीं परोक्षज्ञानस्य फलमाह परोक्षं ब्रह्मविज्ञानमिति । देशिकपूर्वकं गुरुमुखाच्छ्

না। সমাধিবলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসঞ্চিত পাপ পুণ্য সকল সমূলে ধ্বংস হইয়া যায়, সুতরাং পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি বলে স্বর্গাদি সুখভোগ ও দুষ্কৃতির ফলে নরকাদি ক্লেশ ভোগও হয় না। পরন্তু প্রথমতঃ অপ্রত্যক্ষরূপে পরমতত্ত্ব প্রকাশিত হয়, অনন্তর সেই পরমতত্ত্ববিষয়ে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধক শূন্য হইয়া করস্থ বস্তুর ন্যায় প্রত্যক্ষরূপে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ করে ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে কিরূপে সমাধিদ্বারা পরমতত্ত্ব প্রকাশ পায় তাহা বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে সেই পরমতত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে কি ফল হয়, তাহাই বিবৃত হইতেছে।—যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে তৃণ কাষ্ঠাদি নিখিল বস্তু ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ ও তত্ত্বজ্ঞানী গুরুর উপদেশদ্বারা প্রাপ্ত এবং "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যদ্বারা অপ্রত্যক্ষ পরমতত্ত্বজ্ঞান জ্ঞানকৃত পাপরাশি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করে। যৎকালে মানবের অন্তঃকরণে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইতে থাকে, তখন আর তাহার কোন

बुद्धिपूर्वकृतं पापं कृत्स्नं दहति वह्निवत् ॥ ६२ ॥
अपरोक्षात्मविज्ञानं शाब्दं देशिकपूर्वकम् ।
संसारकारणाज्ञानतमसश्चण्डभास्करः ॥ ६३ ॥
इत्थं तत्त्वविवेकं विधाय विधिवन्मनः समाधाय ।

शाब्दं तत्त्वमस्याद्यागमजन्यं परोक्षं ब्रह्मविज्ञानं बुद्धिपूर्वकृतं ज्ञानपूर्वकं यथा भवति तथा कृतं कृत्स्नं समस्तं पापं वह्निवद् दहति ॥ ६२ ॥

अपरोक्षज्ञानस्य फलमाह अपरोक्षात्मविज्ञानमिति । शाब्दं देशिकपूर्वकं व्याख्यातम् अपरोक्षात्मविज्ञानम् अपरोक्षस्यात्मनो विज्ञानं संशयविपर्ययरहितं यज्ज्ञानं तत् संसारकारणाज्ञानतमसः संसारकारणं यदज्ञानमस्ति तदेव तमस्तस्य चण्डभास्करो मध्याह्नकालीनः सूर्यः बाह्यतमसश्चण्डभास्कर इवाज्ञानतमसो निवर्तकमित्यर्थः ॥ ६३ ॥

ग्रन्थाभ्यासफलमाह इत्थं तत्त्वविवेकमिति । नरः इत्थमुक्तेन प्रकारेण तत्त्वविवेकं तत्त्वस्य ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणस्य विवेकं कोशपञ्चकाद् विवेचनं विधाय कृत्वा तस्मिंस्तत्त्वे विधिवत्

প্রকার পাপকার্য্যে আসক্তি ও ভয়, কিম্বা পূর্ব্বসঞ্চিত পাপ পর্য্যন্তও থাকে না। তখন তাহার সর্ব্বদা পরমানন্দ ভোগ হইতে থাকে ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, এই শ্লোকে প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞানের ফল বিবৃত হইতেছে।—যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব উদিত হইয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার রাশি বিনাশ করিয়া এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্যের উপদেশদ্বারা লব্ধ ও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরম তত্ত্বজ্ঞান অনাদি অপরিসীম দুঃখের আকরস্বরূপ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যাকে নিবারিত করে। তখন আর সেই মানবের দেহে অবিদ্যার অধিকার থাকে না, সর্ব্বদা সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম হৃদয়াকাশে উদিত হইয়া পরমজ্যোতিঃপুঞ্জময় আত্মস্বরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরমানন্দ প্রদান করিতে থাকেন; তখন আর কদাচ সেই পরমানন্দ ভোগের হ্রাস হয় না ॥ ৬৩ ॥

সংসারাসক্ত মানবগণ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে তত্ত্ববিচার করিয়া অর্থাৎ

विच्छिन्नसंसृतिबन्धः प्राप्नोति परं पदं नरो न चिरात् ॥६४॥

इति तत्त्वविवेकः समाप्तः ।

उक्तप्रकारेण मनःप्रकाशस्य निरोधे सति विच्छिन्नसंसृतिबन्धः अपरोक्षज्ञानेन विनि-वृत्तसंसारबन्धः सन् परं पदं निरतिशयानन्दरूपं शीघ्रं न चिरादविलम्बेन प्राप्नोति स्वस्व-रूपानन्दस्वरूपं प्राप्नोत भवतीत्यर्थः ॥ ६४ ॥

इति तत्त्वविवेकव्याख्या समाप्ता।

জীবব্রহ্মের ঐক্য নির্ণয় পূর্ব্বক পঞ্চকোষময় শরীর হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা স্বীয় মনকে নিশ্চল করিতে পারিলেই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অচিরে নিত্যানন্দময় সেই পরমপদ লাভ করিতে পারে। পরন্তু তাহাদিগকে আর সংসারমায়া আবদ্ধ করিয়া দুঃখাকর অপার সংসারে নিপাতিত করিতে পারে না ॥ ৬৪ ॥

ইতি তত্ত্ববিবেক সমাপ্ত।

भूतविवेकोनाम-

द्वितीयः परिच्छेदः ।

सदद्वैतं श्रुतं यत् तत् पञ्चभूतविवेकतः ।

बोद्धुं शक्यं ततो भूतपञ्चकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥

शब्दस्पर्शौ रूपरसौ गन्धो भूतगुणा इमे ।

एकद्वित्रिचतुः पञ्च गुणा व्योमादिषु क्रमात् ॥ २ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

पञ्चभूतविवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया ॥

सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति श्रुत्या जगदुत्पत्तेः पुरा यज्जगत्कारणं सद्रूपमद्वितीयं ब्रह्म श्रुतं तस्यावाङ्मनसगोचरत्वेन स्वतोऽवगन्तुमशक्यत्वात् तत्कार्य्यत्वेन तदुपाधिभूतस्य भूतपञ्चकस्य विवेकद्वारा तदवबोधनाय उपोद्घातत्वेन भूतपञ्चकविवेकं प्रतिजानीते सदद्वैतमिति ॥ १ ॥

तत्र तावदाकाशादीनां पञ्चानां भूतानां गुणतो भेदज्ञानाय तद्गुणानाह शब्दस्पर्शौ रूपरसाविति । नन्वेते गुणाः किं सर्वेषामुत एकैकस्य एकैको गुण इति विमर्शे उभयथापि किन्तु प्रकारान्तरमस्तीत्यभिप्रायेणाह एकद्वित्रिचतुरिति ॥ २ ॥

বেদে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, এই চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মা পরং ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান ছিলেন ; কিন্তু সেই পুরুষোত্তমের স্বরূপ পরিজ্ঞানের অন্য কোন উপায় নাই, কেবল আকাশাদি পঞ্চভূতের সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাদি বিচারদ্বারা তাঁহার যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, এই নিমিত্ত এক্ষণে সেই পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণীত হইতেছে ॥১॥

বস্তুমাত্রই তাহাদিগের প্রত্যেকের স্ব স্ব গুণ পৃথক্ থাকায় অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া প্রতীত হয়, এই নিমিত্ত আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকের স্ব স্ব গুণবিচারদ্বারা অন্যান্য ভূত পদার্থ হইতে পৃথক্‌রূপে পরিজ্ঞানার্থ সেই আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেক্যের গুণ বিবৃত হইতেছে।—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটী আকাশাদি পঞ্চভূতের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ; পরন্তু আকাশের একটি, বায়ুর দুইটি, অগ্নির তিনটি, জলের চারিটি এবং

প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্ ।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ ।
উষ্ণস্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে বুলুবুলুধ্বনিঃ ।
শীতস্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্ ।
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে ।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ ।
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ ॥ ২ ॥

তদেব প্রকারান্তরং দর্শয়তি প্রতিধ্বনিরিতি। আকাশে তাবৎ শব্দ এক এব গুণঃ স চ প্রতিধ্বনিরূপঃ, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ। তত্র বায়ৌ শব্দমনুকরণেন দর্শয়তি বীসীতি শব্দনমিতি। এবমুত্তরত্রাপ্যনুকরণশব্দনং দ্রষ্টব্যম্। তস্য স্পর্শমাহ অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শ ইতি। বহ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণীতি ত্রয়ো গুণাঃ তে ক্রমেণাভিধীয়ন্তে বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ উষ্ণস্পর্শঃ প্রভারূপমিতি। জলে শব্দাদয়ো রসান্তাশ্চত্বারো গুণাস্তানাহ জলে বুলুবুলু-ধ্বনিরিতি। ভূমৌ শব্দাদিগন্ধান্তাঃ পঞ্চ গুণাস্তানুদাহরতি ভূমৌ কড়কড়াশব্দ ইত্যা-দিনা সুরভীতরগন্ধৌ ইত্যন্তেন। উক্তমর্থমুপসংহরতি গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতা ইতি ॥ ২ ॥

পৃথিবীর পাঁচটি গুণ আছে, এইরূপে প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ গুণ অবধারিত হইয়াছে, এই সকল গুণের বিশেষ বিবরণ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত আকাশাদি পাঞ্চভৌতিক গুণের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে।—আকাশে কেবল শব্দ (প্রতিধ্বনিমাত্র) একটি গুণ আছে; আকাশে প্রতিঘাত হইলেই শব্দের (প্রতিধ্বনির) উৎপত্তি হয়। বায়ুর দুইটি গুণ—শব্দ ও স্পর্শ; আকাশ ও বায়ুর প্রতিঘাতে বীসি এইরূপ অব্যক্ত শব্দ উৎপন্ন হয়। কিন্তু ইহার স্পর্শগুণ শীতল বা উষ্ণ নহে। অগ্নির তিনটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; অগ্নির শব্দগুণ—ভুগুভুগু এইরূপ অব্যক্তের অনুকরণস্বরূপ ইহার স্পর্শ গুণ—উষ্ণ এবং রূপ প্রকাশক। জলের—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি গুণ বিদ্যমান আছে। জলের শব্দ বুলুবুলু এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণস্বরূপ, ইহার স্পর্শগুণ শীতল, রূপ শুক্ল এবং রস-মধুর। পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি গুণ বিদ্যমান আছে।

श्रोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणमिन्द्रियपञ्चकम् ।
कर्णादिगोलकस्थं तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात् ।
सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् प्रायो धावेद् बहिर्मुखम् ॥४॥
कदाचित् पिहिते कर्णे श्रूयते शब्द आन्तरः ।

एवं गुणतो भेदमभिधाय कार्यतो भेदज्ञानाय तत्कार्याणि ज्ञानेन्द्रियाणि तावदाह श्रोत्रमिति । तेषां स्थानानि व्यापारांश्च दर्शयति कर्णादिगोलकस्थमिति । इन्द्रियसद्भावे किं प्रमाणमित्याकाङ्क्षायां कार्यलिङ्गकानुमानमित्याह सौक्ष्म्यात् कार्यानुमेयं तत् इति । तत्र रूपोपलब्धिः करणजन्या क्रियात्वात् छिदिक्रियावदिति द्रष्टव्यं, सौक्ष्म्यादपञ्चीकृतभूतकार्यत्वेन दुर्लक्ष्यत्वादित्यर्थः । तेषां स्वभावमाह प्रायो धावेद बहिर्मुखमिति । पराञ्चि खानि व्यतृणत् स्वयम्भूरिति श्रुतेरित्यर्थः ॥ ४ ॥

प्रायःशब्देन सूचितं क्वचित् करणानामान्तरविषयग्राहकत्वं दर्शयति कदाचिदिति

পৃথীর শব্দগুণ কড়্‌কড়্‌ এই অব্যক্তধ্বনির অনুকরণস্বরূপ; ইহার স্পর্শ গুণ কঠিন; রূপবিচিত্র; রস মধুর, অম্ল, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই ষড়্‌বিধ। ইহার গন্ধ দ্বিবিধ, সদ্গন্ধ ও দুর্গন্ধ। এই সকল গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের পার্থক্য নির্ণীত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে গুণ বিচারদ্বারা পঞ্চভূতের প্রভেদ নির্ণীত হইয়াছে, এই শ্লোকে কার্য্যদ্বারা আকাশাদি ভূতপঞ্চকের বিভিন্নতা বর্ণিত হইতেছে।— আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত—কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও নাসিকা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপে স্ব স্ব বিষয়গ্রহণরূপ কার্য্য করিয়া থাকে। আকাশ কর্ণরূপে শব্দ গ্রহণ করে, বায়ু ত্বক্‌স্বরূপে স্পর্শ অনুভব করে, অগ্নি চক্ষুরূপে শুক্লাদিরূপ গ্রহণ করে, জল রসনাস্বরূপে মধুরাদি রসের আস্বাদ গ্রহণ করে এবং পৃথিবী নাসিকাস্বরূপে সৌরভ ও অসৌরভ গন্ধ অনুভব করিয়া থাকে। সেই সকল ইন্দ্রিয় (কর্ণ, ত্বক্‌, চক্ষুরাদির কার্য্যকারক শক্তি) অতি সূক্ষ্ম, এইনিমিত্ত তাহাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল শব্দগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারা তাহাদিগের সত্তার অনুভব হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ সকল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল প্রায়ই বাহ্য বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪ ॥

प्राणवायौ जाठराग्नौ जलपानेऽन्नभक्षणे ।
व्यज्यन्ते ह्यान्तरस्पर्शा मीलने चान्तरं तमः ।
उद्गारे रसगन्धौ चेदक्षाणामान्तरग्रहः ॥ ५ ॥
पञ्चोक्त्यादानगमनविसर्गानन्दकाः क्रियाः ।

व्याख्या। कदाचित् कर्णस्य पिधाने कृते सति प्राणवायौ जाठराग्नौ च विद्यमान आन्तरः शब्दः श्रूयते जलपानेऽन्नभक्षणे च आन्तरस्पर्शा अभिव्यज्यन्ते अभिव्यक्ता भवन्ति, नेत्रनिमीलने सति आन्तरतमः उपलभ्यते, उद्गारे जाते रसगन्धौ चेत् स्फुरत इत्यनेन प्रकारेणाक्षाणामान्तरग्रहः, अक्षाणामिति कर्त्तरि षष्ठी आन्तरस्य विषयस्य षष्ठी ग्रहणं इन्द्रियकर्तृकमान्तरविषयग्रहणं भवतीत्यर्थः ॥ ५ ॥

एवं ज्ञानेन्द्रियव्यापारानभिधाय कर्मेन्द्रियासत्त्ववादिनं प्रति तत्सद्भावसमर्थनाय तत्-लिङ्गभूतान् तद्व्यापारानाह पञ्चोक्त्यादानेति । उक्तिश्चादानञ्च गमनञ्च विसर्गश्च आनन्द-

---

পূর্ব্বোক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় সকল কেবল বাহ্যপদার্থই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় এরূপ নহে, কদাপি আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ এবং অনুভব করিতে পারে। কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিলেও প্রাণবায়ু এবং জঠরাগ্নি হইতে যে সকল শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে, তাহা শ্রবণ করা যায়। জলপান ও অন্ন ভক্ষণকালে ত্বগিন্দ্রিয়েতে আন্তরিক স্পর্শ অনুভব হইয়া থাকে। চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া রাখিলেও আন্তরিক অন্ধকারবৎ একপ্রকার রূপ দর্শন হইয়া থাকে। উদ্গার হইলে যখন আভ্যান্তরিক রস উদ্গীর্ণ হয়, তখন রসনাতে সেই আন্তরিক রসের স্বাদ এবং নাসিকাতে সেই উদ্গারজনিত গন্ধের সৌরভ্যাদির অনুভব হইয়া থাকে। এই সকল কার্য্যদ্বারা নিঃসন্দেহ প্রতীতি জন্মিতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ যেমন বাহ্যবিষয়গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইপ্রকার আন্তরিক বিষয়ও গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য সকল নির্ণীত হইয়াছে। এক্ষণে বাক্-পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিবৃত হইতেছে। কথন, গ্রহণ, গমন, পরিত্যাগ ও আনন্দানুভব এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং

कृषिवाणिज्यसेवाद्याः पञ्चस्वन्तर्भवन्ति हि ॥ ६ ॥
वाक्पाणिपादपायूपस्थैरक्षैस्तत्क्रियाजनिः ।
मुखादिगोलकेष्वास्ते तत् कर्मेन्द्रियपञ्चकम् ॥ ७ ॥
मनो दशेन्द्रियाध्यक्षं हृत्पद्मगोलके स्थितम् ।
तच्चान्तःकरणं बाह्येष्वस्वातन्त्र्याद् विनेन्द्रियैः ॥ ८ ॥

स्थेति द्वन्द्वः वचनादानगमनविसर्गानन्दाख्याः पञ्च क्रियाः प्रसिद्धा इति शेषः । ननु कृष्यादीनां क्रियान्तराणामपि सत्त्वात् कथं पञ्चैवेत्याशङ्क्याह कृषिवाणिज्यसेवाद्या इति ॥६॥

कानि तानि क्रियाजनकानि इन्द्रियाणीत्यत आह वाक्पाणीति । वागादिभिरक्षैस्तत्क्रियाजनिस्तासां क्रियाणामुत्पत्तिर्भवतीति शेषः अत्राप्युक्तिः करणपूर्विका क्रियात्वात् इत्यादिकार्यलिङ्गकमनुमानं द्रष्टव्यम् । तस्य कर्मेन्द्रियपञ्चकस्य स्थानान्याह मुखादीति । आदिशब्देन करचरणौ गुदशिश्नच्छिद्रे च गृह्यते ॥ ७ ॥

इदानीमुक्तदशेन्द्रियप्रेरकत्वेन प्रस्तुतस्य मनसः कार्यं स्थानञ्च दर्शयति मनो दशेन्द्रियाध्यक्षम् इति । तस्यान्तरिन्द्रियत्वं सनिमित्तकमाह तच्चान्तःकरणमिति ॥ ८ ॥

উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ও নিরূপিত আছে। কৃষিকর্ম্ম, বাণিজ্যপ্রভৃতি অন্যান্য কার্য্য সকল উক্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের বিষয় হইলেও এই সকল বাণিজ্যাদি কার্য্য কথন, গ্রহণাদি পঞ্চবিধ কর্ম্ম বা ক্রিয়ার অন্তর্গত। কারণ বাক্যকথন এবং দ্রব্যগ্রহণাদি কার্য্যদ্বারাই কৃষি-কর্ম্ম ও বাণিজ্যাদি ক্রিয়াসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যেকের স্বীয় স্বীয় একএকটী ক্রিয়াসম্পন্ন হয়। উক্ত পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় মুখাদি পঞ্চ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। বাগি-ন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান মুখ, পাণীন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান হস্ত, গমনেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি স্থান পদ, পায়িন্দ্রিয়ের স্থান গুহ্যদেশ এবং উপস্থেন্দ্রিয়ের অবস্থিতি শিশ্নপ্রদেশে ॥ ৬-৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে শ্রবণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্‌পাণি প্রভৃতি পঞ্চকর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের গুণ ও কার্য্য বিবৃত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই দশবিধ ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনের কার্য্য নিরূপিত হইতেছে।—চক্ষুরাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক্যপ্রভৃতি

अक्षेष्वर्थार्पितेष्वेतद् गुणदोषविचारकम् ।
सत्त्वं रजस्तमश्चास्य गुणा विक्रियते हि तैः ॥ ९ ॥
वैराग्यं क्षान्तिरौदार्य्यमित्याद्याः सत्त्वसम्भवाः ।
कामक्रोधौ लोभयत्नावित्याद्या रजसोत्थिताः ।
आलस्यभ्रान्तितन्द्राद्या विकारास्तमसोत्थिताः ॥ १० ॥

इदीन्द्रियाण्यवलम्ब्य विमृशति अक्षेष्वर्थार्पितेष्विति । अक्षेषु इन्द्रियेषु अर्थार्पितेषु विषयेषु, व्यापृतेषु सत्सु एतन्मनो गुणदोषविचारकं समीचीनमिदमसमीचीनमिदमित्यादिविचारकारीत्यर्थः । अयं भावः आत्मनः प्रमातृत्वेन सर्व्वज्ञानसाधारण्यात् चक्षुरादीनान्तु रूपादिज्ञानजननमात्रेण चरितार्थत्वात् गुणदोषविचारस्य उपलभ्यमानस्यान्यथानुपपत्त्या तत्कारणत्वेन मनोऽभ्युपगन्तव्यमिति । मनसो वैराग्यकामाद्यनेकविधविकारदर्शनाय सत्त्वादिगुणवत्त्वं दर्शयति सत्त्वं रजस्तमश्चेति । तेषां तद्गुणत्वे कारणमाह विक्रियत इति । हि यस्मात्तैर्गुणैर्विक्रियते विकारं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ९ ॥

পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলই মনের অধীন ; মনের বশীভূত হইয়া কার্য্য করিয়া থাকে। মনের সাহায্যব্যতীত উক্ত ইন্দ্রিয়গণ কোন কার্য্য করিতে পারে না। সেই মনঃ হৃৎপদ্মমধ্যে অবস্থিতি করে। উক্ত মনঃকে অন্তঃকরণ বলিয়া থাকে। যেহেতু মনঃ ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ব্যতিরেকেও স্বয়ং স্বাধীনভাবে আন্তরিক কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, আন্তরিক কার্য্যে তাহার অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাহ্যবিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ পরাধীন। ইন্দ্রিয়গণ যে সকল বাহ্যিক কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, তাহাও মনের সাহায্য ভিন্ন হয় না ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ে আসক্ত হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মনঃ সেই সকল বিষয়ের গুণ ও দোষের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন মনঃ স্বীয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা বিকৃত হইয়া থাকে। মনঃ ঐ সকল গুণদ্বারা নানাপ্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যখন যেরূপ গুণশালী বস্তুকে গ্রহণ করে, তখন মনঃ সেই গুণের কার্য্য করিতে থাকে ॥ ৯ ॥

सात्त्विकैः पुण्यनिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश्च राजसैः ।
तामसैर्नोभयं किन्तु वृथायुःक्षपणं भवेत् ।
अत्राहंप्रत्ययी कर्तेत्येवं लोके व्यवस्थितिः ॥ ११ ॥

गुणैस्तस्य विक्रियमाणत्वमेव प्रपञ्चयति वैराग्यमित्यादि तमसोत्थिता इत्यन्तेनेति । स्पष्टत्वान् न व्याख्यायते ॥ १० ॥

वैराग्यादीनां कार्याणि विभज्य दर्शयति सात्त्विकैरिति । तामसैर्नोभयमिति । एतेषां [illegible] अन्तःकरणादीनां सर्वेषां स्वामिनमाह अत्रेति । अत्रेति प्रत्ययवान् कर्ता प्रभुरित्यर्थः लोकेऽपि कार्यकारी प्रभुरित्येवमुपदिश्यते ॥ ११ ॥

এই শ্লোকে, পূর্ব্বকথিত মনোবিকার বিবৃত হইতেছে। মনঃ সর্ব্বদা একরূপ থাকে না। সময় সময় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণদ্বারা মনের নানাবিধ ভাব উপস্থিত হয়। বৈরাগ্য, ক্ষমা, ঔদার্য্য এই সকল মানসিক সত্ত্বগুণের বিকার। যখন মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়, তখন বৈরাগ্যাদিভাব উপস্থিত হইয়া সেই সকল সত্ত্বগুণের কার্য্য প্রকাশ করে। কাম, ক্রোধ, লোভ এবং বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি মনের রজোগুণের বিকার।—মনে রজোগুণের আবির্ভাব হইলেই কামক্রোধাদি মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া মনকে সেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করে। তন্দ্রা, আলস্য ও ভ্রান্তি, প্রভৃতি মনের তমোগুণের বিকার।—মনঃ তমোগুণের আক্রমণে আক্রান্ত হইলেই আলস্যাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়ে॥ ১০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকারস্বরূপ বৈরাগ্যাদি উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই শ্লোকে সেই সকল বৈরাগ্যপ্রভৃতি মানসিক বিকারের কার্য্য বিবৃত হইতেছে।—মনে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইলে বৈরাগ্যাদি বিকার উপস্থিত হয় এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নানাপ্রকার পুণ্যসঞ্চয় হয়। যখন মনে রজোগুণের প্রকাশ হয়, তখন কামক্রোধাদি মনোবিকার উপস্থিত হয় এবং সেই সকল কামাদি হইতে অসংখ্য পাপ উৎপন্ন হয়। মনে তমোগুণের বিকার আলস্যাদির আবির্ভাব হইলে পাপ অথবা পুণ্য কিছুই হয় না; কিন্তু মনঃ আলস্যাদিদ্বারা অভিভূত হইলে মনুষ্য কোন

स्पष्टशब्दादियुक्तेषु भौतिकत्वमतिस्फुटम्।
अक्षादावपि तच्छास्त्रयुक्तिभ्यामवधार्यताम्॥ १२॥
एकादशेन्द्रियैर्युक्त्या शास्त्रेणाप्यवगम्यते।

एवं जगतः स्थितिमभिधाय इदानीं तस्य भौतिकत्वमाविष्कुर्वन्नाह स्पष्टशब्दादीति। स्पष्टशब्दादियुक्तेषु स्पष्टैः शब्दस्पर्शादिगुणैः सहितेषु घटादिषु वस्तुषु भूतकार्य्यत्वं स्फुटमेवावगम्यते। ननु इन्द्रियादिषु कथं भूतकार्य्यत्वनिश्चय इत्याशङ्क्यागमानुमानाभ्यामित्याह अक्षादावपि इति। अन्नमयं हि सौम्य मनः आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागित्यादि शास्त्रम्। अनुमानञ्च विमतानि श्रोत्रादीनि भूतकार्य्याणि भवितुमर्हन्ति भूतान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वात् यद् यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तत् तत् कार्य्यं दृष्टं यथा मृदन्वयव्यतिरेकानुविधायी घटो मृत्कार्य्यो दृष्टः तथा च इमानि तस्मात् तथेति तदन्वयव्यतिरेकानुविधायित्वञ्च षोड़शकलः सौम्य पुरुष इत्यादिना छान्दोग्यश्रुतौ मनसः श्रुतं तदन्यत्रापि द्रष्टव्यम्॥ १२॥

एवं भूतानि भौतिकानि च विविच्य दर्शयित्वा प्रकृतां सदेव सौम्येदमग्र आसीदित्याद्यद्वितीयब्रह्मप्रतिपादिकां श्रुतिं व्याचचाणस्तद्वाक्यस्थेदम्पदस्यार्थमाह एकादशेन्द्रियैरिति।

কর্ম্ম করিতে সক্ষম হয় না, কেবল বৃথা কালক্ষেপমাত্র হইয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল কার্য্য হইয়া থাকে, ঐ সকল কার্য্যেন্দ্রিয়ের কর্ত্তা অহং শব্দবাচ্য জীব; ইহাই সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে॥ ১১॥

ইতিপূর্ব্বে মানসিক বিকার ত্রয়জাত জগতের কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই জগতের ভৌতিকত্ব নিরূপিত হইতেছে।—ঘটাদি পদার্থে শব্দ ও স্পর্শাদি গুণের সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষদ্বারা তাহাদিগকে ভৌতিক কার্য্য বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণও যে ভৌতিক কার্য্য, তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় [illegible] তাহার আর সংশয় নাই। নানাবিধ শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের ভৌতিকত্ব অনুমিত হয়। আকাশাদি পঞ্চভূতের শব্দাদিগুণ শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, অতএব উক্ত শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক পদার্থ॥ ১২॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জগৎকে আকাশাদি পঞ্চভূতের কার্য্যরূপে নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন,

यावत् किञ्चिद् भवेदेतदिदं शब्दोदितं जगत् ॥ १२ ॥
इदं सर्वं पुरा सृष्टेरेकमेवाद्वितीयकम् ।
सदेवासीन्नामरूपे नास्तामित्यारुणेर्वचः ॥ १४ ॥
वृक्षस्य स्वगतो भेदः पत्रपुष्पफलादिभिः ।
वृक्षान्तरात् सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥ १५ ॥

प्रत्यक्षादिभिः सर्वैः प्रमाणैरपि शब्दादिप्रमाणज्ञानैश्च यावत् किञ्चिज्जगदवगम्यते तत् सर्वं सदेव श्रुत्यादिवाक्यस्थेन इदम्पदेनाभिहितमित्यर्थः ॥ १२ ॥

एवं इदंशब्दस्यार्थमभिधाय इदानीं तां श्रुतिं स्वयमर्थतः पठति इदं सर्वमिति । अरुणस्यापत्यमारुणिरुद्दालकस्तस्य वचनमित्यर्थः ॥ १४ ॥

एकमेवाद्वितीयमिति पदत्रयेण सद्वस्तुनि स्वगतादिभेदत्रयं प्रसक्तं निवारयितुं लोके स्वगतादिभेदत्रयं तावद् दर्शयति वृक्षस्य स्वगतो भेद इति ॥ १५ ॥

এই বিষয়ে ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতির মর্ম্ম বিবৃত করিতেছেন।—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মনঃ, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করা যায় এবং বেদান্তাদিশাস্ত্র ও সদ্‌যুক্তিদ্বারা যাহা অনুমিত হয়, সেই সমুদয় পদার্থই এই জগৎ শব্দের বাচ্য অর্থাৎ আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ও অনুমান করিতে পারি, সেই সমুদায় পদার্থকে জগৎ বলিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মহাত্মা আরুণিক স্বয়ং উপনিষৎমধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র, সৎস্বরূপ পরাৎপর পরম পিতা পুরুষোত্তম অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; তখন নামরূপধারী কোন পদার্থই বর্ত্তমান ছিল না। সুতরাং জগতের আদিতে কেবল ব্রহ্মেরই বিদ্যমানতা জানা যায় ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল স্বগত, স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদশূন্য পরমাত্মা পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন; কিন্তু এই শ্লোকে দৃষ্টান্তত্রয় প্রদর্শন করিয়া সেই ভেদত্রয়ের নিরূপণদ্বারা পরমাত্মার

तथा सद्वस्तुनो भेदत्रयं प्राप्तं निवार्यते।
ऐक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधैस्त्रिभिः क्रमात् ॥ १६ ॥
सतो नावयवाः शङ्क्यास्तदंशस्यानिरूपणात्।

एवमनात्मनि भेदत्रयं प्रदर्श्य सद्वस्तुन्यपि प्रसक्तं तद्भेदत्रयं श्रुतिपदत्रयेण निवारयतीत्याह तथा सद्वस्तुन इति। वस्तुत्वसामान्यादनात्मनीव सद्रूपात्मन्यपि प्रसक्तं स्वगतादिभेदत्रयमैक्यावधारणद्वैतप्रतिषेधाभिधायकैरेकमेवाद्वितीयमिति त्रिभिः पदैः क्रमेण निवार्यत इत्यर्थः ॥ १६ ॥

सद्वस্तुनस्तावत् न स्वगतभेदः शङ्कितुं शक्यते अस्य निरवयवत्वात् इत्याह सतो नावयवा

স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন একটী বৃক্ষ—স্বীয় পত্র, পুষ্প ও ফল হইতে পৃথক, তাহার পত্র, পুষ্প অথবা ফল প্রভৃতি কিছুকেই সেই বৃক্ষ বলা যায় না; এইপ্রকার ভেদজ্ঞানকেই স্বগতভেদ বলে। এইরূপ স্বজাতীয় বৃক্ষ মধ্যে বিভিন্ন একটি বৃক্ষকেও সেই বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত হয় না; এইপ্রকার বিভিন্নতাকে স্বজাতীয় ভেদ বলা যায়। পরন্তু প্রস্তরাদি হইতে বৃক্ষের পার্থক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, ইহাকে (এইরূপ ভেদজ্ঞানকে) বিজাতীয় ভেদ বলে। সেইপ্রকার সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে উক্তরূপ ভেদত্রয় দৃষ্ট হয় না। "একং এব ও অদ্বিতীয়" এই তিন বিশেষণদ্বারা পরমাত্মার পূর্ব্বোক্ত ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। সৎস্বরূপ পরমাত্মা "একং" অর্থাৎ তিনি অদ্বিতীয় বা শ্রেষ্ঠ, এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত তাঁহার স্বগত ভেদ নাই। এইরূপ "এব" তিনিই, এই বিশেষণ থাকাপ্রযুক্ত অর্থাৎ তিনি নিশ্চয়ই নিত্য ও সৎ, এইনিমিত্ত তাঁহার স্বজাতীয় ভেদ অসম্ভব এবং তিনি "অদ্বিতীয়" এইজন্য পরমাত্মার বিজাতীয় ভেদ সম্ভব হয় না॥ ১৫-১৬॥

পরমাত্মা পরংব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপের কোন অবয়ব নাই, এই নিমিত্ত তাঁহার স্বরূপের স্বগত ভেদ অর্থাৎ অবয়বের বিভিন্নতা অসম্ভব। যেহেতু জগৎ কারণ ব্রহ্ম সৎ, সদ্বস্তুর কোন অবয়বের নিরূপণ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত সেই আদি কারণ জগৎপাতা জগদীশ্বরের স্বরূপের কোন

नामरूपे न तस्यांशौ तयोरद्याप्यनुद्भवात् ॥ १७ ॥
नामरूपोद्भवस्यैव सृष्टित्वात् सृष्टितः पुरा ।
न तयोरुद्भवस्तस्मात् सन्निरंशं यथा वियत् ॥ १८ ॥
सदन्तरं सजातीयं न वैलक्षण्यवर्जनात् ।

इति । नामरूपयोः सदवयवत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य सृष्टेः पुरा तयोरभावान्न सदंशत्वमित्याह नामरूपे इति ॥ १७ ॥

कुतो नामरूपयोरभावः इत्याशङ्क्याह नामरूपोद्भवस्यैवेति न तयोरुद्भव इति । फलितमाह तस्मादिति । अत्रायं प्रयोगः सद्वस्तु स्वगतभेदशून्यं भवितुमर्हति निरवयवत्वात् गगनवदिति ॥ १८ ॥

माभूत् स्वगतभेदः सजातीयभेदः किं न स्यादित्याशङ्क्य तत्सजातीयं सदन्तरमिति वक्तव्यं तन्निरूपयितुं न शक्यते सतो वैलक्षण्याभावादित्याह सदन्तरमिति । ननु घटसत्ता

অবয়বের আশঙ্কা হইতে পারে না এবং ঘটপটাদি সাধারণ বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মের কোনপ্রকার রূপ বা নামের আশঙ্কাও সম্ভবপর নহে এবং নাম বা রূপ ইহারাও তাঁহার স্বরূপের অংশ হইতে পারে না। যখন নাম ও রূপের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দ, সনাতন সিদ্ধরূপী পরাৎপর পরংব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১৭ ॥

নাম ও রূপের উৎপত্তিকেই সৃষ্টি বলা যায়। কোন এক বস্তুর সৃষ্টি হইলেই তাহার নাম ও রূপের সম্ভব হয়; সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম ও রূপের সত্তার কখনই সম্ভব হয় না। অতএব যেমন আকাশের স্বগতভেদ অসম্ভব উক্ত হইয়াছে, সেই প্রকার পরম ব্রহ্মেরও স্বগত ভেদের সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৮ ॥

সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের স্বজাতীয়ভেদেও অসম্ভব, অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বরের স্বজাতীয় কোন পদার্থ নাই। যেহেতু সচ্চিদানন্দ পুরুষোত্তম পরব্রহ্মের স্বরূপের কোন প্রকার ভেদ নাই, তিনি একরূপ ও অদ্বিতীয় সুতরাং তাহার সমানরূপী ও স্বজাতীয় অন্য কোন পদার্থ নাই এবং নাম রূপাদি উপাধি ব্যতিরেকেও সেই নিত্যানন্দময় পরমব্রহ্মের স্বরূপের প্রভেদ

नामरूपोपाधिभेदं विना नैव सतो भिदा ॥ १९ ॥
विजातीयमसत् तत्तु न खल्वस्तीति गम्यते ।
नास्यातः प्रतियोगित्वं विजातीयाद्भिदा कुतः ॥ २० ॥
एकमेवाद्वितीयं सत् सिद्धमत्र तु केचन ।
विह्वला असदेवेदं पुरासीदित्यवर्णयन् ॥ २१ ॥

घटसत्तेति सतो भेदः प्रतिभासत इत्याशङ्क्य घटाकाशमठाकाशवदौपाधिको भेदो न सतो भातीत्याह नामरूपोपाधिभेदमिति । अत्रायं प्रयोगः सद्वस्तु सजातीयभेदरहितं भवितुमर्हति उपाधिपरामर्शमन्तरेणाविभाव्यमानभेदत्वात् गगनवदिति ॥ १९ ॥

भवतु तर्हि विजातीयाद्भेद इत्याशङ्क्य सतो विजातीयमसत् तस्यासत्त्वेनैव प्रतियोगित्वासम्भवेन तत्प्रतियोगिकोऽपि भेदो नास्तीत्याह विजातीयमिति ॥ २० ॥

फलितमाह एकमेवेति । इदानीं स्थूणानिखननन्यायेन सदद्वैतमेव द्रढयितुं पूर्वपक्षमाह अत्र तु केचनेत्यादि ॥ २१ ॥

সম্ভব হয় না এবং নাম ও রূপদ্বারা এবং উপাধিদ্বারা যে প্রভেদ হয়, তাহা প্রকৃত পদার্থের বা স্বরূপের প্রভেদ নহে; এক জাতীয় পদার্থের নানাপ্রকার নাম ও রূপ থাকে, কিন্তু সেই সকল নাম রূপেরভেদে কদাচ প্রকৃত পদার্থের ভেদ হইতে পারে না, কেবলমাত্র নামরূপাদি উপাধির ভেদ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

এইক্ষণে সেই সৎস্বরূপ পরমপুরুষ পরমব্রহ্মের বিজাতীয়ভেদের অভাব বিবৃত হইতেছে।—সেই পুরুষোত্তম অনাদি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন জাতীয় অন্য কোন পদার্থ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিদ্যমান নাই। এই পরিদৃশ্যমান জগতে কেবল জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর ব্রহ্মই সৎপদার্থ, তিনিই অনন্তকালবিদ্যমান থাকেন। অন্য কোন পদার্থের অনন্তকালবিদ্যমানতা দেখা যায় না; এই নিমিত্ত ব্রহ্মভিন্ন সকল পদার্থকেই অসৎ বলা যায় এবং তাহারা অসৎরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যাহাকে অসৎ বলা যায়, তাহার আর সৎস্বরূপ কোথায়? অতএব অসৎ বস্তুদ্বারা সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের প্রভেদ হইতে পারে না ॥ ২০ ॥

मग्नस्याब्धौ यथाक्षाणि विह्वलानि तथास्य धीः ।
अखण्डैकरसं श्रुत्वा निष्प्रचारा बिभेत्यतः ॥ २२ ॥
गौडाचार्य्या निर्विकल्पे समाधावन्ययोगिनाम् ।
साकारध्याननिष्ठानामत्यन्तं भयमूचिरे ॥ २३ ॥

विह्वलत्वे दृष्टान्तमाह मग्नस्याब्धाविति। दार्ष्टान्तिके योजयति तथास्य धीरिति। अस्यासद्वादिनः जातावेकवचनं धीरन्तःकरणम् अखण्डैकरसं वस्तु श्रुत्वा निष्प्रचारा साकारवस्तुनीवाखण्डैकरसे वस्तुनि प्रचाररहिता सती अतोऽस्माद्वस्तुनो बिभेति ॥ २२ ॥

उक्तार्थे आचार्य्यसम्मतिं दर्शयति गौडाचार्य्या इति ॥ २३ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পরাৎপর পরমব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান আছেন, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ ভ্রমপ্রমাদদ্বারা বিনষ্ট বুদ্ধি কোন কোন সাকার ব্রহ্মবাদী বৌদ্ধদিগকে পরাভূত করিতেছেন। বৌদ্ধমতাবলম্বী সাকার ব্রহ্মবাদীরা বলিয়া থাকেন যে,—"এই অনন্ত জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অসৎমাত্র ছিল, তৎকালে কোন সৎ পদার্থ বিদ্যমান ছিল না" ॥ ২১ ॥

যেমন কোন ব্যক্তি সমুদ্রজলে নিপতিত হইয়া অভিভূত হইলে তাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যায়, তখন আর সেই সকল ইন্দ্রিয়ের কোন কার্য্য থাকে না। সেই প্রকার বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের বুদ্ধি সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় পরং ব্রহ্মের তত্ত্বনিরূপণে স্তব্ধীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি কোনরূপেও সেই সনাতন সর্ব্বনিয়ন্তা জগৎপাতার স্বরূপ নির্দ্ধারণে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সর্ব্বদা ভয়ে বিহ্বল হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডনের নিমিত্ত আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন।—গৌড়দেশবাসী ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ আচার্য্যগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে সাকার ব্রহ্মচিন্তনতৎপর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগিগণের সাতিশয় ভয় প্রাপ্তির কারণস্বরূপ রচিত বার্ত্তিক শ্লোক নিরূপণ করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

অস্পর্শযোগো নামৈষ-দুর্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ২৪ ॥
ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্কপটূনমূন্ ।
আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেঽস্মিন্ সদাত্মনি ॥২৫॥
অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥ ২৬ ॥

কেন বাক্যেন উক্তবন্ত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদীয়ং বার্ত্তিকমেব পঠতি অস্পর্শযোগো নামেতি । যোঽয়মস্পর্শযোগাখ্যো নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধিঃ এষ সর্ব্বযোগিভিঃ সাকারধ্যাননিষ্ঠৈর্দুর্দর্শঃ দুঃখেন দ্রষ্টুং যোগ্যঃ দুষ্প্রাপ্য ইত্যর্থঃ । অত্রোপপত্তিমাহ যোগিন ইতি । হি যস্মাৎ কারণাৎ যোগিনঃ পূর্ব্বোক্তদ্বৈতদর্শিনঃ অভয়ে ভয়শূন্যে সমাধৌ নির্জনে দেশে বালা ইব ভয়দর্শিনো ভয়হেতুত্বং কল্পয়ন্তঃ অস্মাদ্ যোগাৎ ভীতিং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদাচার্য্যৈরপ্যেতদভিহিতমিত্যাহ ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চেতি ॥ ২৫ ॥

তদ্বার্ত্তিকং পঠতি অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিতি ॥ ২৬ ॥

যে সকল বৌদ্ধযোগী ব্রহ্মের সাকার রূপ চিন্তা করে, তাহাদিগের পক্ষে নির্ব্বিকল্পক সমাধি দুষ্প্রাপ্য, কখনও সাকারবাদিদিগের ভাগ্যে নির্ব্বিকল্পক সমাধি ঘটিয়া উঠে না । বৌদ্ধদিগের পক্ষে এই নির্ব্বিকল্পক সমাধির নাম অস্পর্শযোগ । কারণ তাহারা অভয়স্বরূপ এই যোগে ভয় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে আচার্য্যপ্রবর বার্ত্তিকের মত প্রদর্শিত করিয়াছেন, এই শ্লোকে আচার্য্যচূড়ামণি ভগবান্ শ্রীশঙ্করের অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছেন ।—সাকারবাদী বৌদ্ধ যোগিগণ কেবল অযৌক্তিক নীরস তর্ক করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত পূজ্যপাদ ব্রহ্মবিদগ্রগণ্য তত্ত্বদর্শী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বার্ত্তিক শ্লোকের যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে অচিন্তনীয় সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের নির্ব্বিকল্পক সমাধিবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া গণনা করিয়াছেন । সেই সাকারবাদী বৌদ্ধ যোগিগণ স্বীয় অনভিজ্ঞতাবশতঃ বেদের যথার্থ মর্ম্মকে অনাদর

शून्यमासीदिति ब्रूषे सद्योगं वा सदात्मताम् ।
शून्यस्य न तु तद्युक्तमुभयं व्याहतत्वतः ॥ २७ ॥
न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः ।
सच्छून्ययोर्विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथं वद ॥ २८ ॥

इदानीमसद्वादं विकल्प्य दूषयति शून्यमासीदित्यनेन वाक्येन शून्यस्य सत्ताजातियोगं वा सद्रूपतां वा ब्रूषे इति विकल्पार्थः तदुभयं सत्तासम्बन्धसद्रूपत्वलक्षणं शून्यस्य व्याहतत्वात् न युज्यते इत्यर्थः ॥ २७ ॥

व्याहतत्वमेव दृष्टान्तपूर्व्वकं द्रढ़यति युक्तस्तमसेति ॥ २८ ॥

করিয়া কেবল একমাত্র অলীক অনুমানের বলে নির্ব্বিকার নিরঞ্জন জগৎ-কর্ত্তা পরমাত্মার অবিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিয়া থাকেন ॥ ২৫-২৬ ॥

এই শ্লোকে সাকার নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ তপস্বিগণকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা-পূর্ব্বক নির্ব্বাক করিয়া তাহাদিগের অমূলক মত খণ্ডন করিতেছেন।—হে, নিরীশ্বরবাদি বৌদ্ধগণ! তোমরা ইহাই প্রগল্‌ভবচনে বলিয়া থাক যে, এই পরিদৃশ্যমান চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না; কেবল "শূন্য-মাত্র ছিল"। তোমাদিগের একথা নিতান্ত অসঙ্গত; যেহেতু "শূন্য" শব্দের অর্থ অভাব এবং "ছিল" এই শব্দের অর্থ ভাব; সুতরাং "শূন্যছিল" এই বাক্যের অর্থ ভাব ও অভাব এইরূপ হইল।—পরন্তু উক্ত "শূন্যের" ভাববিশিষ্ট অভাব অথবা ভাব অভাবস্বরূপ, ইহার কোন অর্থই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ যে অভাব সে কথনও ভাব হইতে পারে না এবং যে ভাব সে কথনও অভাবস্বরূপ হয় না ॥ ২৭ ॥

যেমন জগৎপ্রকাশক সূর্য্য উদিত হইয়া জগতের তমোরাশি বিনাশ করেন; সুতরাং তাঁহাকে অন্ধকারবিশিষ্ট (ভাব) বলা যায় না এবং সেই দিবা-করকে তমোময় (অভাব) ইহাও বলা যাইতে পারে না। অতএব ভাব ও অভাব এই দুই এক পদার্থ হইতে পারে না। এই ভাবাভাবের পরস্পর বিরোধহেতু "শূন্য ছিল" এই বাক্য কোনরূপেও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং তোমরা নিজের কথাতেই নিরস্ত হইলে ॥ ২৮ ॥

वियदादेर्नामरूपे मायया सति कल्पिते।
शून्यस्य नामरूपे च तथा चेत् जीव्यतां चिरम् ॥ २८ ॥
सतोऽपि नामरूपे द्वे कल्पिते चेत् तदा वद।

ननु भवन्मतेऽपि वियदादीनां निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्त्वं व्याहतमित्याशङ्क्याह वियदादेरिति। तर्हि शून्यस्यापि नामरूपे सद्वस्तुनि कल्पिते इति वदतो बौद्धस्यापसिद्धान्त इत्यभिप्रायेणाह शून्यस्य नामरूपे चेति ॥ २८ ॥

ननु तर्हि शून्यस्येव सद्वस्तुनोऽपि नामरूपे द्वे कल्पिते एवाङ्गीकर्त्तव्ये भवन्मते वास्तवयोर्नामरूपयोरभावादिति शङ्कते सतोऽपीति। विकल्पासहत्वादयं पक्ष एव अनुपपन्न इत्यभिप्रायेण परिहरति तदा वद कुत्रेतीति। अयमभिप्रायः सतो नामरूपे किं सति कल्पिते उतासति अथवा जगति। नाद्यः अन्यस्य रजतादेर्नामरूपयोरन्यत्र शुक्तिकादावारोपितत्वदर्शनात् सतो नामरूपयोः सत्येव कल्पनायोगात् न द्वितीयः असतो निरात्मकस्य चाधि-

---

হে, শূন্যবাদি বৌদ্ধ তপস্বিগণ! তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, যেমন বেদান্তমতে অবিদ্যাদ্বারা নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মেতে আকাশাদি ভূত সকলের নাম ও রূপ কল্পিত হইয়াছে। সেই প্রকার অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মেতে শূন্যের নাম রূপাদিও কল্পিত হইয়াছে, যদ্যপি তোমরা ইহা স্বীকার করিয়া অবিদ্যাকে দূরে বিদায় দিয়া, স্বীয় বুদ্ধির পরিপাক সাধন করিতে পার, তাহাহইলে তোমরাও চিরজীবী হইয়া থাকিবে, অর্থাৎ তোমারাও সেই অনাদিনিধন জগৎকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহার তত্ত্বনির্ণয় পূর্ব্বক মোক্ষপদ লাভ করিয়া অনন্ত অসীম আনন্দ অনুভব করতঃ অমর হইয়া থাকিতে পারিবে। তোমাদিগের যদ্যপি এইরূপ ব্রহ্মপ্রাপ্তিদ্বারা নিত্য সুখলাভের আশা থাকে, তাহাহইলে কদাপি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল "শূন্যমাত্র ছিল" এই কথা বলিও না ॥ ২৯ ॥

হে অনীশ্বরবাদি বৌদ্ধযোগিবৃন্দ! তোমরা যদি বল, অবিদ্যাপ্রভাবেই সৎস্বরূপ ব্রহ্মেতে নাম রূপাদি কল্পিত হইয়াছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানান্ধ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব নিরূপণে অসমর্থ, তাহারাই কেবল ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার পূর্ব্বক তাহার নাম ও রূপ কল্পনা করিয়াছেন। এইক্ষণ বল দেখি

कुत्रेति निरधिष्ठानो न भ्रमः क्वचिदीक्ष्यते ॥ २० ॥
सदासीदिति शब्दार्थभेदे वैगुण्यमापतेत् ।
अभेदे पुनरुक्तिः स्यात् मैवं लोके तथेक्षणात् ॥ २१ ॥

ष्ठानत्वायोगात् न तृतीयः सत उत्पन्नस्य जगतः सन्नामरूपकल्पनाधिष्ठानत्वानुपपत्तेरिति । माभूदधिष्ठानमनयोः कल्पना किं न स्यादित्याशङ्क्याह निरधिष्ठान इति ॥ २० ॥

ननु असदेवेदमग्र आसीदित्यत्र यथा व्याघात उक्तस्तथा सदेव सोम्येदमग्र आसीदित्यत्रापि दोषोऽस्तीति शङ्कते सदासीदिति । तथाहि सदासीदिति शब्दभेदयोरर्थभेदोऽस्ति न वा अस्ति चेदद्वैतहानिः नास्ति चेत् पुनरुक्तिः स्यात् अतः सदासीदित्यनुपपन्नमिति । द्वितीयं पक्षमादाय परिहरति मैवमिति । पुनरुक्तिदोषस्य कः परिहार इत्याशङ्क्याह लोक इति ॥ २१ ॥

কোন সদ্বস্তুতে সেই নাম ও রূপ কল্পিত হইল কি না? কল্পনাশব্দের অর্থ ভ্রম, তাহা কোন না কোন সদ্বস্তুতেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কখনও কোন স্থানে বা কোন বস্তুতে আধারশূন্য ভ্রম দেখেন নাই। এস্থলে যদি ঈশ্বরের অবিদ্যমানতা সম্ভব হয়, তাহাহইলে আধারশূন্য স্থানে কিপ্রকারে ভ্রম সংস্থাপিত হইতে পারে? যে বস্তুর বিদ্যমানতা নাই, তাহার প্রতি কিছুই আরোপিত হইতে পারে না। তোমরা যদি ঈশ্বরের বিদ্যমানতা স্বীকার না কর, তাহাহইলে অবিদ্যাদ্বারা তাহার নামরূপাদি কল্পিত হইয়াছে, এক কথাও বলিতে পার না ॥ ৩০ ॥

হে শূন্যবাদি বৌদ্ধগণ! যদ্যপি তোমরা বেদান্তবাক্যের প্রতি অলীক দোষারোপ করিয়া বল, "এই পরিদৃশ্যমান অসীম জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপ বাক্যই ছিল," এইরূপে তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। কারণ "কেবল সৎমাত্র ছিলেন" এবং যদ্যপি এই বাক্যের অবয়বীভূত "সৎ" শব্দের অর্থ বিদ্যমানতা স্বীকার কর, তাহাহইলেও "ছিলেন" এই শব্দের অর্থও বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু এস্থানে যদি "সৎ ও ছিলেন" এই পৃথক্ পৃথক্ শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ কর, তাহাহইলেই দ্বিগুণ অর্থ হয়। সুতরাং বাক্যের অর্থ সঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে; আর যদি এই দুই শব্দের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ না করিয়া উভয় শব্দেরই একত্র বিদ্য-

कर्त्तव्यं कुरुते वाक्यं ब्रूते धार्य्यस्य धारणम्।
इत्यादिवासनाविष्टं प्रत्यासीत् सदितीरणम्॥ ३१॥
कालाभावे पुरेत्युक्तिः कालवासनयायुतम्।
शिष्यं प्रत्येव तेनात्र द्वितीयं न हि शङ्क्यते॥ ३२॥

लोके एवंविधेषु प्रयोगेषु पुनरुक्त्यभावः कुत्र दृष्ट इत्याशङ्क्याह कर्त्तव्यमिति। भवत्वेवं लोके श्रुतौ किमायातमित्यत आह इत्यादीति॥ ३१॥

सत्यद्वितीयवस्तुनि भूतकालाभावात् अग्र आसीदित्युक्तिरनुपपन्नेत्याशङ्क्याह कालाभावे पुरेत्युक्तिरिति। ननु जगदुत्पत्तेः पुरा जगदभावेन सद्वितीयत्वं ब्रह्मणः स्यादित्याशङ्क्य श्रुति-प्रवृत्तेर्द्वैतवासनाविशिष्टशिष्यप्रबोधनार्थत्वात् नाभिशङ्कनीयम् इत्याह तेनेति॥ ३२॥

মানতা রূপ অর্থ স্বীকার কর, তাহাহইলে পুনরুক্তি দোষ হয়। অতএব এপক্ষেও "সৎমাত্র ছিলেন" এই বাক্যের অর্থ সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং তোমরাও "সৎমাত্র ছিলেন" ইহাও স্বীকার করিতে পারিতেছ না। হে বৌদ্ধগণ! তোমরা এইরূপে কখনই অভ্রান্ত বেদান্ত বাক্যকে দূষিত করিতে পার না, কারণ লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ পুনরুক্তির ব্যবহার প্রায় সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে। যথা—কর্ত্তব্য করে, বাক্য বলে, ধার্য্য ধারণ করে, ইত্যাদি রূপ বহু বহু পুনরুক্তি-দোষ-দূষিত প্রয়োগ দেখা-গিয়াছে। আচার্য্যগণ এইরূপ শিষ্যদিগকে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে "সৎমাত্র ছিলেন" বলিয়া শ্রুতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন॥ ৩১-৩২॥

বেদান্তে বর্ণিত আছে যে, সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদশূন্য এবং অদ্বিতীয়, কিন্তু জগৎসৃষ্টির "পূর্ব্বে" কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন। এক্ষণে "পূর্ব্বে" এই বাক্যটীর ব্যবহার কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, যদি ব্রহ্মভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তবে উক্ত বাক্যে পূর্ব্বকাল ব্যবহার কোনরূপে সম্ভব হয় না। ইহাতে সুস্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, তৎকালে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং পূর্ব্বকালও ছিল না। এইক্ষণ "পূর্ব্বকাল" ব্রহ্মযোগ অর্থাৎ "পূর্ব্বকাল" এই

चोद्यं वा परिहारो वा क्रियतां द्वैतभाषया।
अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्॥ २४॥
तदास्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्।

इदानीं सिद्धान्तरहस्यमाह चोद्यं वेति। व्यवहारदशायां चोद्यादि कर्त्तव्यं परमार्थतस्त्वद्वैतमेव तत्त्वमित्यर्थः॥ २४॥

परमार्थतो द्वैताभावे श्रुतिं प्रमाणयति तदास्तिमितेति। स्तिमितं निश्चलं गम्भीरं दुरवगाहं मनसा विषयीकर्त्तुमशक्यं न तेजस्तेजस्त्वानधिकरणं न तमस्तमसो विलक्षणमनावरणस्वभावं ततं व्याप्तम् अनाख्यमाख्यातुमशक्यम् अनभिव्यक्तं चक्षुरादिभिरप्रविषयीकृतं

বাক্যটী ব্যবহার করা নিতান্ত অসঙ্গত। যাহাহউক উক্ত প্রশ্নের মীমাংসা এই যে, বেদান্তমতে অদ্বিতীয়ত্ববিষয়ে কালের অভাব হইলেও কালব্যবহার-বাদী শিষ্যদিগের প্রতি কালব্যবহারের উপদেশ প্রদর্শিত হইয়াছে, সুতরাং "পূর্ব্বকাল" এই বাক্যটী ব্যবহারকরিলে ইহাতে অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মের দ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা কখনই হইতে পারে না॥ ৩৩॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে বেদান্তমতের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই—যাহারা দ্বৈতবাদী ও কালের ব্যবহার স্বীকার করে, তাহাদিগের মতে প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভব হয়, কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে প্রশ্ন বা সিদ্ধান্ত কিছুই সম্ভব হয় না। যদি পরমেশ্বরের দ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে জগৎসৃষ্টির "পূর্ব্বে" একমাত্র সৎস্বরূপ পরমেশ্বর ছিলেন, পূর্ব্বে এই বাক্যের প্রতি প্রশ্ন হইতে পারে এবং পূর্ব্বশ্লোকে যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও সম্ভব হয়। আর পরমব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, সুতরাং পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত কিছুই হইতে পারে না॥ ৩৪॥

বাস্তবিক জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে যে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, এই বাক্যার্থের স্বরূপ বর্ণন করিলেই দ্বৈতমতের খণ্ডন প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। এই স-চরাচর জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে নিশ্চল, নিস্তব্ধ, গম্ভীরপ্রকৃতি, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদা একরূপবিশিষ্ট একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন। তিনি

अनाख्यमनभिव्यक्तं सत् किञ्चिदवशिष्यते ॥ २५ ॥
ननु भूम्यादिकं माभूत् परमाण्वन्तनाशतः।
कथन्ते वियतोऽसत्त्वं बुद्धिमारोहतीति चेत् ॥ २६ ॥
अत्यन्तं निर्जगद्व्योम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्।
तथैव सन्निराकाशं कुतो नाश्रयते मतिम् ॥ २७ ॥

सत् शून्यविलक्षणम् अतएव किञ्चिदिदन्तया निर्देष्टुमशक्यम् अवशिष्यते द्वैतनिषेधावधित्वेनावतिष्ठत इत्यर्थः ॥ २५ ॥

ननु जनिमत्त्वेनानित्यस्य भूम्यादेरसत्त्वमस्तु नित्यस्याकाशस्यासत्त्वं कथमङ्गीक्रियते इत्याशङ्कते ननु भूम्यादिकमिति ॥ २६ ॥

दृष्टान्तावष्टम्भेन परिहरति अत्यन्तं निर्जगद्व्योमेति। अत्यन्तं निर्जगज्जगन्मात्ररहितमित्यर्थः ॥ २७ ॥

তেজঃস্বরূপ বা তমোময়ও নহেন। সুতরাং তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞান সকলের সাধ্যাতীত। কেহ তাঁহাকে বাক্যে বর্ণন করিতে কি মনে ধারণ করিতে পারে না, তাঁহার গভীর প্রকৃতি দুরবগম্য ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে এই প্রশ্ন হইতে পারে—যদি জগদুৎপত্তির পূর্ব্বকালে একমাত্র সৎস্বরূপ ছিলেন, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহাহইলে পৃথিব্যাদি পরমাণু পর্য্যন্ত কোন পদার্থই ছিল না, ইহাই প্রতিপন্ন হইতে পারে। কারণ পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থই উৎপন্নশীল এবং উৎপন্ন পদার্থমাত্রই বিনাশশীল। সুতরাং তৎকালে আকাশেরও অভাব ছিল, এই কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু তোমার বুদ্ধিতে আকাশের অভাব কিরূপে ধারণ করিতে পার? কিন্তু যদি তুমি আকাশের অভাব স্বীকার না কর, তাহাহইলে তোমার অদ্বৈতমত রক্ষা হয় না। সুতরাং কোন একটি পদার্থের বর্ত্তমানতাতে অদ্বৈতত্বসিদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নে এই মীমাংসা হইতে পারে। হে শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ! তোমরা যে পূর্ব্বপক্ষ করিয়া আমাকে নিরস্ত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা যুক্তি-

निर्जगद्व्योम दृष्टं चेत् प्रकाशतमसी विना ।
क्व दृष्टं किञ्च ते पक्षे न प्रत्यक्षं वियत् खलु ॥ ३८ ॥

न हि दृष्टेरनुपपन्नमिति न्यायमाश्रित्य चोदयति निर्जगद्व्योमेति । दर्शनमेवासिद्धमिति परिहरति प्रकाशतमसी विना क्व दृष्टमिति । अपसिद्धान्तोऽपि इत्याह किञ्चेति ॥३८॥

যুক্ত নহে। এই জগতে পৃথিব্যাদি যাবতীয় পদার্থের অভাব হইলে, যদি তোমার মতে শূন্যমাত্র থাকে, ইহাই স্থিরীকৃত হয়, তাহাহইলে সেই শূন্য আকাশকেই তুমি কিপ্রকারে বুদ্ধিতে ধারণ করিতে পার? সেই আকাশও সৃষ্টপদার্থ এবং তাহারও নাশ আছে। অতএব যেরূপে তুমি আকাশকে মনে ধারণ করিতে পার, আমিও সেইরূপে আকাশশূন্য অর্থাৎ আকাশের নাশ হইলে আর কিছুই থাকে না, কেবল সৎমাত্র নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মই থাকেন; ইহা আমার এই বুদ্ধিতে কেনমা ধারণ করিতে সমর্থ হইব। এক্ষণে আমার অদ্বৈতমতই সিদ্ধান্তপক্ষ, ইহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ৩৭ ॥

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ! যদি বল, জগৎ শূন্যময় আকাশকে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি। যে বস্তু সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, তাহার আর অনুপপত্তি কোথায়? যাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, কোন্ ব্যক্তি তাহার অনুমানের হেতু অন্বেষণ করিয়া থাকে। যাহাহউক, এইক্ষণ বল দেখি, তুমি যে আকাশ দেখিতে পাও, তাহা কিরূপ পদার্থ? তুমি আলোক বা অন্ধকার ব্যতিরেকে কোথায় বা কি প্রকারে আকাশ দেখিতে পাও। তুমি যাহাকে আকাশ বলিয়া দেখিতে পাও এবং যাহার অভিমান করিতেছ, তাহা অলোক বা অন্ধকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। যে আলোক কিম্বা অন্ধকার ব্যতিরেকে আকাশ দৃষ্ট হয় না; সেই আলোক বা অন্ধকার ও জগৎ, তাহারাও আলোক এবং অন্ধকার-জগৎ ভিন্ন অপর কোন পদার্থ নহে। কারণ তাহাদিগের উৎপত্তি ও নাশ রহিয়াছে, সুতরাং জগৎশূন্য আকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা কখনই বলিতে পার না। বস্তুতঃ তোমার মতে ইহা স্থির হইল যে, আকাশ আলোক এবং অন্ধকারের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূত কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥

সদস্তু সিদ্ধমস্মাভির্নিষ্কিতৈরনুভূয়তে।
তূষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেস্তু বর্জনাৎ ॥ ৩৯ ॥
সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাস্ত্বস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥
মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।

ননু দর্শনাভাবঃ 'অসদ্বস্তুন্যপি সমান ইত্যাশঙ্ক্য সতঃ সর্বানুভবসিদ্ধত্বাৎ নৈবমিত্যাহ সদস্তু সিদ্ধমিতি। ননু তূষ্ণীম্ভাবে শূন্যমেব স্ফুরতি কস্যাপি প্রতীত্যভাবাৎ ইত্যাশঙ্ক্য শূন্যস্যাপি প্রতীত্যভাবাৎ শূন্যমপি ন সম্প্রতীত্যাহ ন শূন্যত্বমিতি ॥ ৩৯ ॥

ননু তর্হি সদ্বুদ্ধ্যভাবাৎ সত্ত্বমপি ন ঘটত ইতি শঙ্কতে সদ্বুদ্ধিরপীতি। তস্য স্বপ্রকাশত্বাৎ ন সদ্বুদ্ধ্যভাবোঽনিষ্ট ইতি পরিহরতি মাস্ত্বিতি। ননু সর্বোঽপ্যনুভবাভাবে কথং সদ্বস্তু অবগন্তুং শক্যত ইত্যত আহ নির্মনস্কত্ব ইতি ॥ ৪০ ॥

হে শূন্যবাদী বৌদ্ধ! তোমরা যদি বল, যেমন অসদ্বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, তেমন তোমাদিগের বেদান্তমতে সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মেরও প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং তোমাদিগের বেদান্তমতও আমাদিগের মতের তুল্য হইল। যাহাহউক, তোমারা এইরূপ বাক্য কখনই বলিতে পার না। কারণ, যখন আমারা মৌনভাব অবলম্বন করি, তখন নিশ্চয়ই আমরা শুদ্ধ সদ্বস্তু অনুভব করিয়া থাকি। সেই সময়ে কোন প্রকারেও শূন্য অনুভূত হয় না। যেহেতু পূর্ব্বেই বিচারদ্বারা শূন্য বুদ্ধির খণ্ডন করা হইয়াছে। আর যদি বল, মৌনাবলম্বন কালে সদ্বস্তু অনুভূত হয় না, তোমার এ কথাও অগ্রাহ্য; সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ এবং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তিনি মৌনভাবের সাক্ষিস্বরূপ, তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারে। সুতরাং তৎকালে যে সৎপদার্থও অনুভূত হয় না, এই কথা কখনই বলিতে পার না ॥ ৩৯ ৪০ ॥

উক্তপ্রকারে মৌনাবলম্বনকালে নিষ্প্রপঞ্চ সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সত্তা প্রতিপাদন করিয়া তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তদ্বারা জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই এক-

मायाजृम्भणतः पूर्वं सत्तयैव निराकुलम् ॥ ४१ ॥
निस्तत्त्वा कार्य्यगम्यास्य शक्तिर्मायाग्निशक्तिवत् ।
न हि शक्तिः क्वचित् कैश्चित् बुध्यते कार्य्यतः पुरा ॥ ४२ ॥
न सद्वस्तु सतः शक्तिर्न हि वह्नेः स्वशक्तिता ।

एवं निष्प्रपञ्चस्य साक्षित्वेन स्थितौ मानं प्रदर्श्य एतद्दृष्टान्तबलेन सृष्टेः पुरापि सद्वस्तु तथावगन्तुं शक्यत इत्याह मनोजृम्भणराहित्य इति ॥ ४१ ॥

मायायाः किं लक्षणमित्यत आह निस्तत्त्वेति । निस्तत्त्वा जगत्कारणभूतात् सद्वस्तुनः पृथक् सत्त्वरहिता कार्य्यगम्या वियदादिकार्य्यलिङ्गगम्या अस्य सद्वस्तुनः शक्तिर्वियदादिकार्य्यजननसामर्थ्यं मायेत्युच्यते । वस्तुस्वरूपातिरिक्तसद्भावे दृष्टान्तमाह अग्निशक्तिवदिति । यथा अग्न्यादिस्वरूपातिरिक्तं स्फोटादिकार्य्यलिङ्गगम्यं वह्न्यादिनिष्ठं सामर्थ्यमस्ति तद्वदित्यर्थः । शक्तेः कार्य्यलिङ्गगम्यत्वं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति न हि शक्तिरिति ॥ ४२ ॥

মাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যখন মনঃ নিঃসঙ্কল্পভাবে অবস্থিতি করে, অর্থাৎ বিষয়ান্তরে অনাসক্ত হইয়া মৌনভাব আশ্রয় করে, তখন যেমন সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্ম অব্যক্তরূপে মনের সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিতি করেন, সেইরূপ মায়ার কার্য্যস্বরূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে সর্ব্ব সাক্ষিরূপে অবস্থিত আছেন, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৪১ ॥

পূর্ব্বে যে মায়ার কথার উল্লেখ হইয়াছে, এইক্ষণ সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—এই জগতের আদি কারণ সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন সত্তা শূন্য পরমাত্মার শক্তিবিশেষকেই মায়া বলিয়া থাকে। যেমন অগ্নির দাহাদি কার্য্যদৃষ্টে তাহার দাহিকাশক্তির অনুমান হয়, সেইরূপ জগতের কার্য্য দর্শন করিয়া সেই জগৎপতি পরমাত্মার শক্তির অনুমান হইয়া থাকে। কার্য্য দর্শন না করিলে কখন কোন পদার্থের শক্তি বোধগম্য হইতে পারে না। সুতরাং সেই পরমপিতা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মই যে এই আকাশাদির সৃষ্টিকর্ত্তা তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল। সেই জগৎপতির যে আকাশাদি কার্য্য জননশক্তি তাহাই মায়া ॥ ৪২ ॥

सद्विलक्षणतायान्तु शक्तेः किं तत्त्वमुच्यताम् ॥ ४३ ॥
शून्यत्वमिति चेत् शून्यं मायाकार्य्यमितीरितम् ।
नशून्यं नापि सद्‌यादृक् तादृक् तत्त्वमिहेष्यताम् ॥ ४४ ॥
नासदासीन्नो सदासीत् तदानीं किन्त्वभूत् तमः ।

एवं शक्तेः कार्य्यलिङ्गगम्यत्वमुपपाद्य निस्तत्त्वरूपतामुपपादयति न स्वस्तु सतः शक्तिरिति । अयमभिप्रायः सद्वस्तुनः शक्तिः किं सती उतासती न तावत् सती तथात्वे सतोऽभिन्नत्वेन तच्छक्तित्वायोगात् । उक्तार्थे दृष्टान्तमाह न हि वह्नेः स्वशक्तितेति द्वितीयेऽपि किं नरविषाणतुल्या उत सद्विलक्षणेति विकल्पाभिप्रायेण पृच्छति सद्विलक्षणतायान्त्विति ॥४३॥

तत्राद्यं पक्षमनूद्य दूषयति शून्यत्वमिति । शून्यस्य नामरूपे च तथा धीश्चोच्यतां चिरन्तनैरित्यर्थः । तस्मात् द्वितीयः पक्ष. परिशिष्यत इत्याह न शून्यमिति । मायारूपं सत्त्वासत्त्वाभ्यां निर्वचनानर्हमित्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥

अस्मिन्नर्थे श्रुतिं प्रमाणयति नासदासीदिति । तम आसीत् तमसा गूढमित्यादि

কার্য্য দর্শনে শক্তির অনুমান প্রতিপন্ন করিয়া পরমাত্মার শক্তিস্বরূপ মায়ার যে সৎস্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত সত্তা নাই, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শক্তিরূপিণী মায়াকে সেই সর্ব্বশক্তিমান পরমব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না। কারণ, আপনি আপনার শক্তি এ কথা নিতান্ত অযুক্ত। যেমন অগ্নির যে দাহিকাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত দাহিকাশক্তিকে কখনই অগ্নি বলিতে পারা যায় না; সেই প্রকার সেই পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা মায়াকে কথনই পরমাত্মা বলা যায় না। আর যদি শক্তিকে পরমাত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই শক্তির প্রকৃতস্বরূপ কি? তাহা বর্ণনা কর। শূন্য সেই শক্তিরস্বরূপ একথা বলিতে পার না, যেহেতু ইতিপূর্ব্বে শূন্যকে সেই শক্তির কার্য্যস্বরূপ স্বীকার করিয়াছ। সুতরাং মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ এবং শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ স্বীকার করিতে হইল ॥ ৪৩-৪৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে মায়াকে সৎ হইতে পৃথক্ ও শূন্য হইতে অতিরিক্ত অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ নিরূপণকরা হইয়াছে, তদ্বিষয়ের প্রমাণ্য প্রতিপাদনার্থ

तद्योगात् तमसः सत्त्वं न स्वतस्तन्निषेधनात् ॥ ४५ ॥
अतएव द्वितीयत्वं शून्यवन्नहि गण्यते ।
न लोके चैत्रतच्छक्त्योर्जीवितं गण्यते पृथक् ॥ ४६ ॥
शक्त्याधिक्ये जीवितञ्चेद् वर्द्धते तत्र वृद्धिकृत् ।
न शक्तिः किन्तु तत्कार्य्यं युद्धकृष्यादिकन्तथा ।

श्रुतिः प्रमाणमित्यर्थः । नहि तम आसीदिति कथ सत्त्वमुच्यत इत्यत आह तद्योगादिति । कुत इत्यत आह तन्निषेधनादिति ॥ ४५ ॥

फलितमाह अतएवेति । यतः स्वतः सत्त्वं मायाया नास्ति अतएव शून्यस्येव मायाया अपि द्वितीयत्वं नहि गण्यते नैवाद्रियत इत्यर्थः । अन्यतस्य द्वितीयत्वानङ्गीकारे दृष्टान्त-माह न लोक इति ॥ ४६ ॥

ननु शक्त्याधिक्ये जीविताधिक्यं दृश्यते अतः शक्तेरपि पृथक् जीवितत्वमस्तीति शङ्कते शक्त्याधिक्य इति । न शक्तिर्जीवितवर्द्धने कारणम् अपि तु तत कार्य्यं युद्धकृष्यादीति परि

শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে,—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, এই সচরাচর জগৎউৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎও ছিল না এবং পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট কোন সদ্বস্তুও ছিল না, কিন্তু সেই কালে পরমাত্মশক্তিরূপ তমঃ শব্দবাচ্য মায়ামাত্র বিদ্যমান ছিল। পরন্তু সেই পরমাত্মশক্তিরূপা মায়ার পৃথক্ সত্তা নাই। সেই সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মের সত্তাতেই সেই মায়ার সত্তা প্রতীয়মান হয়। অতএব ইহাদ্বারাও শূন্যের ন্যায় পরমব্রহ্মের সদ্বিতীয়ত্ব শঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু পদার্থ এবং তাহার শক্তি এই উভয়ের পৃথক সত্তা গণনা করা লোকসমাজেও প্রসিদ্ধ নাই। কোন স্থানে একটি পদার্থ থাকিলে সেই স্থলে অমুক পদার্থ আছে, এইরূপ লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু অমুক পদার্থ সেই স্থানে নাই কেবলমাত্র তাহার গুণ সেই স্থানে আছে, এইরূপ ব্যবহার কখনই হয় না ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদি বল আমরা সর্ব্বদা দেখিতেছি যে, শক্তির হ্রাস হইলেই জীবগণের পরমায়ুর হ্রাস হয় এবং সেই শক্তির বৃদ্ধি হইলেই প্রাণিবর্গের পরমায়ুর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং এইরূপ স্থলে শক্তির বিভিন্ন সত্তা স্বীকার করিতে

সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথক্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তিকার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্ ॥ ৪৭ ॥
ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ত্ততে ॥ ৪৮ ॥

স্ফুরতি তব হস্তিবদিতি। দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তথা সর্ব্বথেতি। মাভূৎ শক্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বং সতঃ অপি তু তৎকার্য্যেণ তৎ ভবত্যেবেত্যাশঙ্ক্য তস্য তদানীমসত্ত্বাৎ তেনাপি ন সদ্বিতীয়ত্বমিত্যাহ শক্তিকার্য্যমিতি ॥ ৪৭ ॥

ননু সা শক্তিঃ সতি সর্ব্বাপি সর্ব্বত্র বর্ত্ততে উতৈকদেশে নাদ্যঃ মুক্তৌ শাস্য বন্ধাভাবপ্রসঙ্গাৎ দ্বিতীয়ে পরিহারো বক্ষ্যতে ইত্যভিপ্রায়েণাহ ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিরিতি একদেশবর্ত্তী দৃষ্টান্তমাহ ঘটশক্তিরিতি ॥ ৪৮ ॥

হয়। এই বিষয়ের মীমাংসা কথিত হইতেছে,—পরমায়ুর বৃদ্ধি বিষয়ে শক্তিকে কারণ বলা যায় না, কারণ শক্তির আধিক্য হইলেই যে পরমায়ুর বৃদ্ধি হয়, ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। কেবল যুদ্ধ এবং কৃষিকার্য্য প্রভৃতি শ্রমসাধ্য কর্ম্ম সকলই শক্তির কার্য্যকারণ। অতএব শক্তির যে পৃথক্ সত্তা নাই, ইহাদ্বারাই সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে। আর যদি বল, শক্তির কার্য্যভূত যুদ্ধ ও কৃষিকর্ম্মাদিদ্বারাই ঈশ্বরের সদ্বিতীয়ত্ব হইল, এই কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কোন উৎপন্ন পদার্থই ছিল না, তখন সে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্যের সত্তা স্বীকার করা, তাহাও নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট কোন পদার্থই ছিল না, তাহাহইলে যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য রূপ শক্তির সত্তা ছিল, এই কথা কোনরূপে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরশক্তি মায়া পরমব্রহ্মের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিনী নহে, পরন্তু একদেশব্যাপিনী। যেমন ঘটশরাবাদিজননশক্তি পৃথিবীর সর্ব্ব শরীরে নাই, কেবল আর্দ্র মৃত্তিকাতেই উক্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে, তেমন মায়ারূপ ঈশ্বরশক্তিও তাঁহার একাংশব্যাপিনী। এইরূপ মায়ার ব্রহ্মের একাংশব্যাপিত্ব প্রদর্শনার্থ শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইয়া তাহার প্রতিপাদন করিতে-

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥ ৪৯॥
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোঽর্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাম্॥ ৫০॥
সভূমিং সর্ব্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্ব্বচঃ॥ ৫১॥

মায়ায়া একদেশবৃত্তিত্বে প্রমাণমাহ পাদোঽস্যেতি॥ ৪৯॥

ন কেবলং শ্রুতিরেব স্মৃতিরপ্যস্তীত্যাহ বিষ্টভ্যাহমিদমিতি॥ ৫০॥

ইদানীং নির্মায়ব্রহ্মসদ্ভাবে প্রমাণমাহ সভূমিমিতি। বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি স্থিতিমাহেতি সূত্রকারবচনমিত্যর্থঃ॥ ৫১॥

ছেন। শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—জগৎকর্ত্তা পরংব্রহ্ম পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়া আছেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মার একপাদ সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত আছে এবং অপর তিন পাদ নিত্য শুদ্ধ মুক্ত ও স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ। সেই একপাদ হইতেই এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে। এইরূপে মায়া যে পরমব্রহ্মের একদেশ আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার প্রামাণ্যার্থ উপদেশ শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ের শেষ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন,—আমি আমার শরীরের কিয়দংশদ্বারা এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছি॥ ৪৮-৫০॥

পূর্ব্বশ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, ঈশ্বরশক্তি মায়া ঈশ্বরের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিনী নহে। এই বিষয়ের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ শ্রুতির অন্যান্য প্রমাণ দেখাইয়া শারীরিক সূত্র বা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন।—অপরাপর শ্রুতিতেও ইহাই জানাযায় যে, জগৎপতি পরমব্রহ্ম আপন শরীরের কিয়দংশদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন এবং অবশিষ্ট শারীরিক অংশে নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপে অবস্থিত আছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে শারীরিক মীমাংসার চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের উনবিংশতি সূত্রে

निरंशेऽप्यंशमारोप्य कृत्स्नेऽंशे वेति पृच्छतः ।
तद्भाषयोत्तरं ब्रूते श्रुतिः श्रोतृहितैषिणी ॥ ५२ ॥
सत्तत्त्वमाश्रिता शक्तिः कल्पयेत् सति विक्रियाः ।

तर्हि निरंशत्वविरोध इत्यस्य कः परिहार इत्याशङ्क्य वास्तवनिरंशत्वाभ्युपगमान्न विरोध इत्यभिप्रायेणोदाहृतश्रुत्यभिप्रायमाह निरंशेऽप्यंशमिति ॥ ५२ ॥

यदर्थं ब्रह्मणि माया समर्थिता तदिदानीमाह सत्तत्त्वमिति । विक्रियाः विविधत्वेन

লিখিত আছে যে,—পরমেশ্বরের স্বরূপ কেবল মায়া রূপ বিকারদ্বারা আবৃত নহে, তিনি অনাবৃত ভাবেও অবস্থিতি করেন; অর্থাৎ তাঁহার একাংশমাত্র মায়াস্বরূপ বিকারে সমাবৃত এবং অবশিষ্ট বা অপর তিন অংশ নির্লিপ্ত নিত্য বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ ॥ ৫১ ॥

সচ্চিদানন্দময় জগৎকারণ সর্ব্বময় পরমেশ্বর অবয়ববিহীন, তাঁহার শরীর বা অবয়ব কিম্বা কোন প্রকার অংশ অসম্ভব। অতএব পূর্ব্বশ্লোকে যে পরমেশ্বরের কোন অংশ বিকারাবৃত ও কোন অংশ অনাবৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ ও অসম্ভবপর। যিনি নিরবয়ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার অংশ কোনরূপেও সম্ভব হয় না। এই বিরোধের প্রকৃত মীমাংসা কথিত হইতেছে,—পরমেশ্বর নিরংশ, নির্ব্বিকার ও নিরবয়ব বটেন, তথাপি জগতের পরমহিতৈষিণী শ্রুতি সেই সচ্চিদানন্দের অংশ কল্পনা করিয়া শিষ্যদিগের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ ঈশ্বরের অংশচ্ছলে কেবলমাত্র শিষ্যগণেকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

যে নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বিচারপূর্ব্বক পরমব্রহ্মেতে শক্তিরূপে মায়ার সত্তা কথিত হইল, এই শ্লোকে সেই মায়াশক্তির সত্তা কল্পনার কারণ বর্ণিত হইতেছে।—যেমন শুক্ল, নীল, পীতাদি নানাবিধ বর্ণ ভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই ভিত্তির নানাপ্রকার বিকার উৎপাদন করে, অর্থাৎ নানারূপে বিচিত্র করিয়া বিবিধাকার করিয়া থাকে, তাহাতে সেই একই ভিত্তি নানারূপ ধারণ করে, সেইরূপ পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মশক্তি মায়া সৎস্বরূপ পরমব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া সেই পরব্রহ্মের বিবিধ বিকার অথবা কার্য্য সকল কল্পনা

বর্ণাভিত্তিগতাভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥ ৫৩ ॥
আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বভাববান্।
আকাশোঽস্তীতি সত্তত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৫৪ ॥
একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ।
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি স চৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৫৫ ॥

ক্রিয়ন্তে ইতি বিক্রিয়াঃ কার্য্যবিশেষা ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ বর্ণা ভিত্তিগতা ইতি। বর্ণা রক্তপীতাদয়ো ধাতুবিশেষাঃ ॥ ৫৩ ॥

তত্র প্রথমং কার্য্যবিশেষং দর্শয়তি আদ্যো বিকার ইতি। তৎস্বরূপমাহ সোঽবকাশস্বভাববানিতি। আকাশস্য ব্রহ্মকার্য্যত্বে হেতুমাহ আকাশোঽস্তীতি সত্তত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতীতি ॥ ৫৪ ॥

ততঃ কিমিত্যত আহ একস্বভাবমিতি। উক্তমর্থং বিশদয়তি নাবকাশ ইতি। সতি সদ্বস্তুন্যবকাশো নাস্তি কিন্তু সৎস্বভাব এক এব আকাশে তু স চ সৎস্বভাবশ্চ এষোঽপ্যবকাশস্বভাবোঽপীতি দ্বয়ং স্থিতং বিয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত তাহাতে অদ্বৈত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিবিধরূপে প্রকাশ পান ॥ ৫৩ ॥

সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মশক্তি মায়া পরমব্রহ্ম সহকারে যে বিবিধ বিকার রূপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহার প্রথমবিকাররূপ কার্য্য নিরূপিত হইতেছে।—পরমাত্মশক্তি মায়ার প্রথম কার্য্য আকাশ, মায়াশক্তি হইতে সর্ব্বাগ্রে আকাশের উৎপত্তি হয়। সেই আকাশের স্বরূপ অবকাশ অর্থাৎ শূন্য স্বভাব। যেহেতু আকাশ পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্য, অতএব পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়, তাহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সুতরাং সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র একস্বভাব হইলেও সেই পরমাত্মশক্তি মায়ার কার্য্যস্বরূপ, আকাশের অবকাশ ও সত্তা এই দুইটি স্বভাব প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে সেই আকাশের যে প্রতিধ্বনি একটি গুণ আছে, তাহা সদ্বস্তু পরমাত্মার নাই। সুতরাং সেই সৎস্বরূপ পরমাত্মার কেবল সত্তা মাত্র একটি গুণলক্ষিত হয়; কিন্তু সেই পরমাত্মশক্তি

यथा प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणो नासौ सतीक्ष्यते ।
व्योम्नि द्वौ सत्त्वशब्दौ तेन सदेकं द्विगुणं वियत् ॥ ५६ ॥
या शक्तिः कल्पयेद् व्योम सा सद्व्योम्नोरभिन्नताम् ।
आपाद्य धर्मधर्मित्वं व्यत्ययेनावकल्पयेत् ॥ ५७ ॥
सतो व्योमत्वमापन्नं व्योम्नः सत्त्वान्तु लौकिकाः ।

सद्व्योम्नोरेकत्वद्वित्वभावत्वं प्रकारान्तरेण व्युत्पादयति यथेति । प्रतिध्वनिर्व्योम्नो गुणः इत्युपपादितमधस्तात् असौ प्रतिध्वनिः सद्वस्तुनि नेक्ष्यते नोपलभ्यते व्योम्नि तु सद्ध्वनि सत्त्वशब्दौ उभावप्युपलभ्येते तेन कारणेन सदेकं एकस्वभावं वियत् द्विगुणं द्विस्वभावक-मित्यर्थः ॥ ५६ ॥

ननु आकाशस्य सद्ब्रह्मकार्यत्वे आकाशस्य सत्त्वेति सतः आकाशधर्मता कुतः प्रतिभातीत्याशङ्क्याह या शक्तिरिति । या माया सद्वस्तुनि आकाशं कल्पयति सा प्रथमतः सद्व्योम्नोरभेदं कल्पयति पश्चात् तयोर्धर्मधर्मिभावञ्च वैपरीत्येन कल्पयति अतः आकाशस्य सत्त्वेति भानमुपपद्यत इत्यर्थः ॥ ५७ ॥

मायया वैपरीत्यं कथं ज्ञातम् इत्याशङ्क्याह सतो व्योमत्वमिति । वस्तुतत्त्वविचारे क्रियमाणे मृदो घटरूपत्वमिव सतो व्योमत्वमापन्नं सद्वस्तुन आकाशरूपत्वं प्राप्तम् । लौकिकाः प्राणिनः शास्त्रीयेषु मध्ये तार्किकाश्च तद्वैपरीत्येन व्योम्नः गगनस्य धर्मिणः

মায়ার কার্য্যভূত আকাশের সত্তা ও প্রতিধ্বনি এই দুইটি গুণ প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৫৪-৫৬ ॥

যে পরমাত্মশক্তি মায়া আকাশস্বরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, সেই মায়া পরমাত্মার সহিত আকাশের ঐক্যভাব প্রতিপাদন করিয়া বিপরীতভাবে উক্ত উভয়ের ধর্ম্মিধর্ম্মভাব কল্পনা করে। সুতরাং সত্তা সৎস্বরূপ পরমাত্মার স্বরূপ হইলেও আকাশের সত্তা বলিয়া যে লৌকিক ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহা কেবল মায়াদ্বারাই কল্পিত ॥ ৫৭ ॥

বাস্তবিক পরমাত্মার সত্তাতেই আকাশের সত্তা প্রতীয়মান হয়, প্রকৃতপক্ষে আকাশ নিত্য বস্তু নহে, এইজন্য ইহা পদার্থ বিশেষ। পরন্তু যাহারা স্থূল-দর্শী লোক, অর্থাৎ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম অবগত নহে, তাহারা এবং শাস্ত্র-

तार्किकाद्यावगच्छन्ति मायाया भणितं हि तत् ॥ ५८ ॥
यद् यथा वर्त्तते तस्य तथात्वं भाति मानतः ।
अन्यथात्वं भ्रमेणेति न्यायोऽयं सार्वलौकिकः ॥ ५९ ॥
एवं श्रुतिविचारात् प्राक् यद् यथा वस्तु भासते ।

तत्त्वं सद्रूपत्वं धर्मं जातिं वा अवगच्छन्ति जानन्ति । ननु अन्यस्यान्यथा प्रतीतिरनुपपन्ना तत्राभ्याह मायाया भणितं हि तत् इति । तद्विपरीतदर्शनहेतुत्वं मायाया भणितमित्यर्थः ॥ ५८ ॥

मायया विपरीतप्रतीतिहेतुत्वं लौकिकन्यायदर्शनेन स्पष्टीकरोतीति यदित्यर्थेन । यच्छुक्त्यादि यथा येन शुक्तिकादिरूपेण वर्त्तते तस्य तथात्वं शुक्त्यादिरूपत्वं प्रमाणतः भाति स्फुरति अन्यथात्वं रजतादिरूपत्वं तद्भ्रमेण भ्रान्त्या प्रतीभातीत्ययं न्यायः सार्व्वलौकिकः सर्व्वलोकप्रसिद्ध इत्यर्थः ॥ ५९ ॥

एवं भ्रान्त्या विपरीतप्रतिभानं दर्शयित्वा तन्निवृत्त्युपायमाह एवं श्रुतिविचारादिति । एवमुक्तेन प्रकारेण श्रुतिविचारात् प्राक् श्रुत्यर्थविचारात् पूर्वं यद्वस्तु सद्रूपं ब्रह्म भ्रान्त्या

গৌরবাভিমানী পণ্ডিতম্মন্য তার্কিকগণ যে, আকাশের পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিয়া নিত্য বস্তু বলিয়া, থাকেন, তাহা কেবল মায়ার কার্য্য। মায়ার ইহাই প্রকৃত স্বভাব যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া কল্পনা করে। যাহারা সেই মায়ার বশীভূত, তাহারা পদার্থমাত্রের প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে এক পদার্থকে অন্য বস্তু বলিয়া স্বীকার করিবে, তাহাও আশ্চর্য্য নহে ॥ ৫৮ ॥

সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই ইহা প্রসিদ্ধ আছে, যে পদার্থের যে প্রকার ধর্ম্ম তাহাই প্রমাণদ্বারা সেই পদার্থের স্বরূপ প্রমাণীকৃত হয়, পরন্তু ভ্রান্তিবশতঃ তাহার বিপরীত অনুমানও হইয়া থাকে। যাহারা ভ্রমান্ধ তাহারাই এক পদার্থে অন্য পদার্থের গুণ আরোপিত করে, কারণ পদার্থমাত্রের প্রকৃত ধর্ম্ম তাহারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখে না। শুক্তিতে যে শুক্তিত্ব প্রকারক জ্ঞান জন্মে, তাহা নিশ্চয়ই ভ্রমজ্ঞান। এইরূপে গ্রন্থকারা বিপরীত জ্ঞান দর্শাইয়া সেই প্রকৃত জ্ঞানের নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন,

विचारेण विपर्य्येति ततस्तच्चिन्त्यतां वियत् ॥ ६० ॥
भिन्ने वियत्सती शब्दभेदाद् बुद्धेश्च भेदतः ।
वाय्वादिष्वनुवृत्तं सत् न तु व्योमेति भेदधीः ॥ ६१ ॥
सद्वस्त्वधिकवृत्तित्वात् धर्म्मि व्योम्नस्तु धर्म्मता ।

येन गगनादिरूपेण वर्त्ततेऽतः श्रुत्यर्थपर्य्यालोचनेन विपर्य्येति गगनादिभावं परित्यज्य सद्रूपं ब्रह्मैव भवति ततः श्रुतिविचारेण वस्तुयाथात्म्यदर्शनसम्भवात् तद्वियच्चिन्त्यतां विचार्य्यतामित्यर्थः ॥ ६० ॥

विचारस्वरूपमेव दर्शयति भिन्ने वियत्सतीति । भिन्ने इति प्रतिज्ञातार्थे हेतुमाह शब्दभेदादिति । वियच्छब्दसच्छब्दयोरपर्य्यायत्वादित्यर्थः । हेत्वन्तरमाह बुद्धेश्च भेदत इति । तमेव हेतुं विशदयति वाय्वादिषु भूतेषु सद्वायुः सत् तेज इत्येवंप्रकारेणानुवृत्तं भासते व्योम तु नैवं भासते इति यज्ज्ञानं सा भेदधीर्भेदबुद्धिरित्यर्थः ॥ ६१ ॥

एवं सदाकाशयोर्भेदं प्रसाध्य व्योमः सत्त्वेति भ्रान्त्या प्रतीतस्य धर्म्मिधर्म्मभावस्य विपारीत्य व्यत्ययं दर्शयति सद्वस्त्वधिकवृत्तित्वादिति । रूपरसादिष्वनुवृत्तस्य द्रव्यस्येवाकाश-वाय्वादिष्वनुवृत्तस्य सतो धर्म्मित्वं रसादिभ्यो व्यावृत्तस्य रूपस्येव वाय्वादिभ्यो व्यावृत्तस्य

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবিচারের পূর্ব্বে আকাশাদি যে সকল পদার্থের যেরূপ ধর্ম্ম প্রতীত হয়, পরে বিচারদ্বারা তাহার বিপরীত দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে আকাশাদি পদার্থের পৃথক্ সত্তা নির্ণীত হইয়াছিল, কিন্তু পুনরায় বেদান্ত বিচারদ্বারা তাহা খণ্ডিত হইল। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, আকাশাদি বস্তু অনিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয় কি না ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিচারপূর্ব্বক যেরূপ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা আকাশাদির বিপর্য্যয় প্রতিপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।—সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে আকাশ পৃথক্ পদার্থ, যেহেতু আকাশ ও সৎ এই উভয় পদার্থের পরস্পর বিলক্ষণ বিভিন্নতা আছে। আকাশের কার্য্যস্বরূপ সত্তা বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না, বায়ুপ্রভৃতি পদার্থে আকাশের সত্তা বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কোন পদার্থেই আকাশ বর্ত্তমান থাকে না, ইহাই সর্ব্বসাধারণের অনুমান। যিনি সৎস্বরূপ পরমাত্মা তিনি সর্ব্বব্যাপী, অতএব সেই পরমাত্মা

भिदा सतः पृथक्कारि ब्रूहि व्योम किमात्मकम् ॥ ६२ ॥
अवकाशात्मकं तच्चेदसत् तदिति चिन्त्यताम् ।
भिन्नं सतोऽसच्च नेति वच्मि चेद् व्याहतिस्तव ॥ ६३ ॥
भातीति चेद्भातु नाम भूषणं मायिकस्य तत् ।

नभसो धर्मित्वमित्यर्थः । ननु तर्हि घटाद्भिन्नस्य रूपस्य यथा वास्तवत्वं तथा सतो भिन्नस्य नभसोऽपि स्यादित्याशङ्क्याह सद्व्यतिरिक्तस्य नभसो दुर्निरूपत्वात् नैवमित्याह भिदा सत इति ॥ ६२ ॥

दुर्निरूपत्वमसिद्धमिति शङ्कते अवकाशात्मकमिति । तर्हि सतो विलक्षणत्वादसदेव स्यादिति परिहरति असत्तदितीति । सतो विलक्षणस्यासत्त्वं नास्तीति वदतो दोषमाह भिन्नमिति ॥ ६३ ॥

असत्त्वे भानं न स्यादित्याशङ्क्य तुच्छविलक्षणत्वाद्भानं न विरुध्यते इत्याह भातीति

জগতের আশ্রয়, আকাশাদি তাঁহার আশ্রিত ধর্ম্ম, এই প্রকার যুক্তিসহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে,—আকাশ সদ্বস্তু হইতে পৃথক্। এইরূপ স্থিরীকৃত হইলে পর, বল দেখি আর কি আকাশের স্বরূপত্ব থাকে ?—বাস্তবিক কিছুই থাকে না ॥ ৬১-৬২ ॥

যদি এইরূপে আকাশের স্বরূপ নির্ণয় কর যে, আকাশ অবকাশস্বরূপ অর্থাৎ যেখানে কোন পদার্থ নাই, তাহাই আকাশ। তাহাহইলে সেই সৎ হইতে অবকাশস্বরূপ আকাশ বিভিন্ন হইল, সুতরাং তাহাকে অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হইল, এই নিমিত্ত আকাশকে কখনই সৎস্বরূপ বলিতে পার না। যদি বল, আকাশের স্বরূপ সৎ হইতে বিভিন্ন বটে, কিন্তু তাহা অসৎও নহে; একথা নিতান্ত অসম্ভবহেতু তাহাও স্বীকার করিতে পারা যায় না। কারণ যে বস্তু সৎ নহে, তাহাকে অসৎ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ? তুমি আপনিই আকাশকে সৎ নহে বলিয়া স্বীকার করিতেছ, কিন্তু পুনরায় তাহাকে অসৎ স্বীকার করিতেছ না। ইহাতে তুমিই তোমার আপনার কথার ব্যাঘাত করিতেছ ॥ ৬৩ ॥

হে বৌদ্ধগণ ! যদি তোমরা এই কথা বল যে, প্রত্যক্ষরূপ ভাসমান

यदसद्भासमानं तन्मिथ्या स्वप्नगजादिवत् ॥ ६४ ॥
जातिव्यक्ती देहिदेहौ गुणद्रव्ये यथा पृथक् ।
वियत्सत्तोस्तथैवास्तु पार्थक्यं कोऽत्र विस्मयः ॥ ६५ ॥
बुद्धोऽपि भेदो नो चित्ते निरूढिं याति चेत्तदा ।

चेदिति । अविरोधं दर्शयितुं मिथ्यावस्तुलक्षणं दृष्टान्तमाह यदसद्भासमानमिति । यद्वस्तु स्वरूपेणाविद्यमानमपि भासते तत् स्वप्नगजादिवन्मिथ्या इत्यर्थः ॥ ६४ ॥

ननु नियमेन सहोपलभ्यमानयोर्भेदो न दृष्टचर इत्याशङ्क्याह जातिव्यक्तीति ॥ ६५ ॥

আকাশ যদি অসৎ হয়, তাহাহইলে ইহা কখনই প্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হইতে পারে না, অতএব আকাশ অসৎ নহে; কিন্তু ইহাও বলিতে পার না, যেহেতু মায়িক পদার্থের লক্ষণ এই যে, অসৎ বস্তুও সৎস্বরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নাবস্থাতে যে বস্তু অসৎ তাহাও সৎ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইপ্রকার যে বস্তু অসৎ হইয়াও অবস্থাভেদে সৎস্বরূপে প্রতিপন্ন হয়, তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা জানিবে। তাহাকে কখনই সত্য বলা যায় না ॥ ৬৪ ॥

যে যে পদার্থ নিয়ত সহাবস্থান করে, সেই সেই পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা সহজে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না। এইনিমিত্ত "আকাশের সত্তা আছে" এই বাক্যে আকাশ ও সত্তা, এই পদার্থদ্বয়ের পরস্পর বিভিন্নতা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রামাণ্য সংস্থাপন করিতেছেন।—যেমন জাতি ও ব্যক্তি, জীব ও দেহ এবং দ্রব্য ও গুণ, এই সকল পদার্থ যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, সেইরূপ ইহাদিগের পরস্পরের বিভিন্নতা নিরূপণ করাও আশ্চর্য্য নহে। যে প্রকার জাতি ও ব্যক্তি প্রভৃতির বিভিন্নতা সহজেই প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতা অনায়াসে সুস্পষ্ট প্রতীত হইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

যেরূপে আকাশ ও সত্তার পরস্পর বিভিন্নতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রমাণ করা হইল, ইহা বোধগম্য হইলেও যদ্যপি তাহাতে সংশয় দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস না জন্মে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক মীমাংসা করি-

अनैकाग्र्यात् संशयाद्वा रूढ्यभावोऽस्य ते यदि ॥ ६६ ॥
अप्रमत्तो भव ध्यानादाद्येऽन्यस्मिन् विवेचनम् ।
कुरु प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत् ॥ ६७ ॥
ध्यानात्मानाद् युक्तितोऽपि रूढे भेदे वियत्सतोः ।

भेदो यद्यपि बुध्यते तथापि निश्चितो न भवतीति शङ्कते । बुद्धोऽपीति । तत्परिहारं वक्तुं निश्चयाभावे कारणं पृच्छति अनैकाग्र्यादिति ॥ ६६ ॥

आद्ये परिहारमाह अप्रमत्तो भव ध्यानादाद्य इति । आद्ये प्रथमे विकल्पे ध्यानात् तव प्रत्ययैकतानता ध्यानमित्युक्तलक्षणादप्रमत्तो भव सावधानमना भवेति यावत् । द्वितीये परिहारमाह अन्यस्मिन् विवेचनं कुर्विति । ततश्च किम् इत्यत आह ततो रूढतमो भवेदिति ॥ ६७ ॥

ततोऽपि किम् इत्यत आह ध्यानादिति । ध्यानं पूर्वोक्तलक्षणं, मानं भिन्ने वियत्सतो

তেছেন।—যদি বল পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতার প্রমাণ বোধগম্য হইল বটে, কিন্তু তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিতেছে না, আমার মনে সর্ব্বদা ঐ বিভিন্নতাবিষয়ে সংশয় হইতেছে, কোনরূপেও সেই সংশয় নিবারণ হইতেছে না। তবে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি,—তুমি এক্ষণে যথার্থ বল দেখি, আকাশ ও তাহার সত্তার বিভিন্নতাবিষয়ে তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মিবার কারণ কি? উক্ত বিষয়ে অনবধানতাই যদ্যপি কারণ হয়, অর্থাৎ তুমি সম্যক্ মনঃসংযোগ কর নাই বলিয়া যদ্যপি তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে, তাহাহইলে সাবধানপূর্ব্বক ধ্যান সাধন করিয়া একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগকর, তাহাহইলে উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিভিন্নতা বিষয়ে সহজেই দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিবে। আর যদি বল, উক্ত বিভিন্নতার দৃঢ়বিশ্বাস না হইবার প্রতি তোমার সংশয়ই কারণ হয়, অর্থাৎ তোমার সংশয় নিবারিত হইতেছে না বলিয়াই যদ্যপি তোমার দৃঢ়বিশ্বাস না জন্মে, তবে শাস্ত্রের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই তোমার সংশয় বিদূরিত হইয়া দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিবে ও নিঃসংশয় হইতে পারিবে ॥ ৬৬-৬৭ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ধ্যানাবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইলে এবং শাস্ত্রোক্ত

न कदाचित् वियत् सत्यं सद्वस्तु छिद्रवन्न च ॥ ६८ ॥
ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तत्त्वोल्लेखपूर्वकम् ।
सद्वस्त्वपि विभात्यस्य निश्छिद्रत्वपुरःसरम् ॥ ६९ ॥
वासनायां विवृद्धायां वियत्सत्यत्ववादिनम् ।

शब्दभेदात् बुद्धेश्च भेदश्च इत्युक्तं, युक्तिस्तु सद्वस्त्वधिकवृत्तित्वादित्यादावुक्ता, एताभ्यां प्रमाणाभ्यां वियत्सतोर्भेदे चित्ते निरूढिं याते सति वियत् कदाचिद सत्यं किन्तु सर्व्वदा मिथ्यैव भासते सद्वस्त्वपि छिद्रवदाकाशवच्च नैव भवतीति शेषः ॥ ६८ ॥

वियत्सतोर्विवेचनफलमाह ज्ञस्य भातीति ॥ ६९ ॥

वियन्मिथ्यात्वं सतो वस्तुत्वञ्च सदा चिन्तयतः किं भवतीत्याह वासनायामिति । सुधी

প্রমাণ ও সদ্যুক্তিদ্বারা সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক সত্তা ও আকাশের বিভিন্নতা দৃঢ়তররূপে অবগত হইলে, আকাশকে সদ্বস্তু বলিয়া কখনই প্রতীতি হইবে না ; সুতরাং তাহাহইলে তোমার নিশ্চয়ই আকাশকে অসত্য বলিয়া বোধ হইবে। কোন সদ্বস্তুর আকাশধর্ম্মিত্ব জ্ঞান কদাপি সম্ভব হয় না, অর্থাৎ কোন সদ্বস্তুর যে আকাশই তাহার ধর্ম্ম এবং কোন সদ্বস্তু যে আকাশে বিদ্যমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও কখন জন্মিতে পারে না ॥ ৬৮ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা বিচার করিয়া আকাশ ও সদ্বস্তুর বিভিন্নতা পরিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইতেছে।—যাহারা প্রাজ্ঞ, সদ্বিবেচক ও প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে সমর্থ ; তাহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত আকাশ সর্ব্বদাই অনিত্যরূপে ব্যবহৃত হয় এবং তাহাদিগের নিকটই সদ্বস্তু কেবল আকাশ-ধর্ম্মশূন্য, নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্তরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকাশকে, অনিত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে ॥ ৬৯ ॥

যাঁহারা উক্তপ্রকারে আকাশকে অনিত্য এবং সদ্বস্তুকে সত্যরূপে জানেন, সেই সকল জীবন্মুক্ত পুরুষ তদ্বিপরীতবাদীকে, অর্থাৎ যাহারা আকাশকে সত্য বলিয়া জানে, সেই সকল অজ্ঞানীকে দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হয়েন। যাহারা অসার সংসারমায়ায় অন্ধ হইয়া পদার্থের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে অক্ষম, তাহারাই আকাশকে নিত্য বলিয়া থাকে এবং তাহারাই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞানশূন্য,

सत्याकाशोमनुव्याय हृष्टा विस्मयते बुधः ॥ ७० ॥
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ।
न्यायेनानेन वाय्वादेः सद्वस्तु प्रविविच्यताम् ॥ ७१ ॥
सद्वस्त्वेकदेशस्था माया तत्रैकदेशगम् ।

वियत्सतोरसत्यत्वैषा गगनस्य सत्यत्वं श्रुत्वार्थं निरवकाशसद्वस्तुबोधरहितं हृष्ट्वा विस्मयं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ७० ॥

उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति एवमाकाशमिथ्यात्वे इति ॥ ७१ ॥

सत्याकाशकार्य्यस्य वायोरकारणभूतेन सद्वस्तुना तदात्म्यप्रतीत्ययोगात् सतो विवेचन-

---

এইনিমিত্ত সেই সকল অজ্ঞ, তত্ত্বপরিজ্ঞানবিহীন মূর্খলোকদিগকে দেখিয়া যে আশ্চর্য্যবোধ হইবে, তাহা অসঙ্গত নহে ॥ ৭০ ॥

ইতিপূর্ব্বে বেদান্তাদি বহুবিধ শাস্ত্র প্রমাণদ্বারা নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত করিয়া সদ্বস্তুর নিত্যত্ব সাধনপূর্ব্বক পঞ্চভূতের মধ্যে প্রথম ভূত আকাশ হইতে পরমাত্মার পৃথক্ত্ব নিরূপণের বিচার শেষ হইল। এইক্ষণে বায়ুপ্রভৃতি অবশিষ্ট ভূতচতুষ্টয় হইতে সেই পরমাত্মার পার্থক্য নিরূপণার্থ বিচার বিবৃত হইতেছে ॥ ৭১ ॥

যদিচ আকাশের কার্য্যস্বরূপ বায়ুর সহিত সদ্বস্তুর কার্য্যকারণতাদির কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তথাপি উক্তবায়ু ও সদ্বস্তু এই উভয় পদার্থ পরম্পরা সম্বন্ধদ্বারা সম্বদ্ধ আছে। কোনরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বায়ু ও সদ্বস্তুর ঐক্য সম্ভাবনা না থাকিলেও পরম্পরা সম্বন্ধে উক্ত উভয়ের ঐক্য সম্ভব আছে। অতএব সেই বায়ু হইতে সদ্বস্তু পরমাত্মার বিভিন্নতা নিরূপণার্থ বিচার করিবার নিমিত্ত উক্ত উভয় পদার্থের পরম্পারা সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে-ছেন।—মায়া সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের এক দেশব্যাপিয়া আছে এবং আকাশ সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপের এক দেশবর্ত্তী-মায়ার এক দেশব্যাপিয়া রহিয়াছে, এইরূপে বায়ু সেই মায়ার একদেশবর্ত্তী আকাশের একদেশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এইক্ষণে দেখা যাইতেছে যে,—পরমাত্মার কার্য্যমায়া, মায়ার কার্য্য আকাশ এবং আকাশের কার্য্য বায়ু; সুতরাং

विवक्षिताऽप्येकताऽस्मिन् वायु प्रकल्पित: ॥ ७२ ॥
शोषस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधर्मा इमे मताः ।
त्रयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां ये तेऽपि वायुगाः ॥ ७३ ॥
वायुरस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथग् गतः ।
निस्तत्त्वरूपता मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः ॥ ७४ ॥

मयीजकमित्याशङ्क्य, साक्षात् सम्बन्धाभावेऽपि परम्परया सम्बन्धोऽस्तीत्याह सद्वस्तुनैक-देशस्येति ॥ ७२ ॥

एवं सद्वाय्वोः सम्बन्धं प्रदर्श्य तयोर्धर्मतो भेदमाह, वायौ प्रतीयमानान् धर्मानाह शोषस्पर्शौ गतिरिति । एवं प्रातिस्विकान् धर्मानभिधाय कारणत्रयात् प्राप्तान् तानाह त्रयः स्वभावा इति । सन्मायाव्योम्नां ये त्रयः स्वभावाः शीलविशेषास्तेऽपि वायुगाः वायौ विद्यन्त इत्यर्थः ॥ ७३ ॥

के ते धर्मा इत्यत आह वायुरस्तीति सद्भाव इति । वायुरस्तीति व्यवहारहेतुः सद्रूपत्वं सद्वस्तुनो धर्म एकः, वायौ सद्वस्तुनो विवेचिते सति निस्तत्त्वरूपत्वं मायाधर्मो द्वितीयः, शब्दः व्योम्नः सकाशादागतस्तृतीय इत्यर्थः ॥ ७४ ॥

পরস্পর কার্য্যকারণরূপ পরম্পরাসম্বন্ধে ন্যূনাধিক্যক্রমে বিদ্যমান আছে। অতএব সদ্বস্তু-পরমব্রহ্মের সহিত বায়ু পরম্পরায় কার্য্যকারণরূপ সম্বন্ধ থাকাতে, সেই সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের সহিত বায়ুর ঐক্য কল্পনার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হয় ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বায়ুর সহিত সদ্বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মের পরস্পর কার্য্যকারণ রূপ পরম্পরা সম্বন্ধে ঐক্য নিরূপণ করিয়া এক্ষণে ঐ উভয়ের বিভিন্নতা প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ বায়ুর গুণ নিরূপণ করিতেছেন। স্বভাবতঃ বায়ুর চারিটী গুণ আছে, যথা—রসাকর্ষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। আর সদ্বস্তু, মায়া ও আকাশ, ইহাদিগের যে তিনটি গুণ আছে, তাহাও বায়ুতে উপলব্ধি হয়। যথা অস্তিত্ব রূপ সদ্বস্তুর গুণ যে সত্তা, তাহাও বায়ুতে অনুভূত হয়। মায়ার যে অনিত্যতা রূপ গুণ দৃষ্ট হয়, বায়ুকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে

সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরেরিতম্ ।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ ॥ ৭৫ ॥
ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্ ।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ॥ ৭৬ ॥

ননু ব্যোমবিবেচনপ্রস্তাবে বায়্বাদিষ্বনুবৃত্তং সৎ ন তু ব্যোমেতি ভেদধীরিত্যত্র বায়্বাদাবাকাশানুবৃত্তির্নিবারিতা ইদানীং ব্যোমানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে অতঃ পূর্ব্বোত্তরবিরোধ ইতি শঙ্কতে সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্রেতি । ব্যোমানুবৃত্তিরধুনোচ্যতে ইতি শেষঃ ॥ ৭৫ ॥

পূর্ব্বমবকাশলক্ষণানুবৃত্তির্নিবারিতা ইদানীং ধর্মানুবৃত্তিরেবাভিধীয়তে ন তু স্বরূপানুবৃত্তিরতো ন ব্যাহতিরিতি পরিহরতি ছিদ্রানুবৃত্তিরিতি ॥ ৭৬ ॥

তাহাও বায়ুতে স্পষ্টরূপে অনুভব হইয়া থাকে এবং আকাশের স্বাভাবিক গুণ যে, শব্দ তাহাও বায়ুতে বর্ত্তমান আছে ॥ ৭৩-৭৪ ॥

এক্ষণে এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে,—ইতিপূর্ব্বে আকাশতত্ত্ব-বিচার-প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, বায়ুপ্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যভূত পদার্থে সদ্বস্তু অনুবৃত্ত হয়, কিন্তু আকাশ কখনও কোন পদার্থে অনুবৃত্ত হয় না। পুনরায় এইক্ষণে কথিত হইল যে, আকাশের গুণ "শব্দ" বায়ুতে উপলব্ধ হয় ; সুতরাং কার্য্য-কারণতারূপ পরম্পরা সম্বন্ধে আকাশও বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল। এক্ষণে বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের সহিত এই শ্লোকের বিরোধস্বরূপ মহান্ দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্তে এইরূপ মীমাংসা করিলেই উপরিউক্ত দোষের নিবৃত্তি হইতে পারে ; —পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অবকাশস্বরূপ আকাশে বায়ু প্রভৃতি কোনরূপ কার্য্যভূত পদার্থ অনুবৃত্ত হয় না, এইক্ষণে কথিত হইল যে আকাশের গুণ কেবলমাত্র "শব্দ" বায়ুতে অনুবৃত্ত হয়, সুতরাং ইহাতে পূর্ব্বশ্লোকের সহিত কোনরূপ বিরোধ সম্ভব হইতেছে না, কারণ আকাশ আর বায়ু উভয় এক পদার্থ নহে, তাহারা পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ। অতএব এই বিভিন্ন পদার্থ আকাশ আর বায়ু উভয়ের মধ্যে কেবল আকাশের গুণ "শব্দ" মাত্র বায়ুতে অনুবৃত্ত হইলেই যে আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত হইল, ইহা কখনই সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৭৫-৭৬ ॥

ननु सद्वस्तुपार्थक्यादसत्त्वेऽपि तथा कथम् ।
अव्यक्तमायावैषम्यादमायामयतापि नो ॥ ७७ ॥
निस्तत्त्वरूपतैवात्र मायात्वस्य प्रयोजिका ।
सा शक्तिकार्ययोस्तुल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥ ७८ ॥
सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुतत्वात् स चिन्त्यताम् ।
असतोऽवान्तरो भेद आस्तां तच्चिन्तयात्र, किम् ॥ ७९ ॥

ननु वायोः सद्ब्रह्मविलक्षणत्वादसत्त्वलक्षणं मायामयत्वं यद्युच्यते तर्ह्यव्यक्तरूपमायावैलक्षण्यादमायामयत्वमपि किं न स्यादिति चोदयति ननु सद्वस्तुपार्थक्यादिति ॥ ७७ ॥

नाव्यक्तत्वं मायामयत्वे प्रयोजकं किन्तु निस्तत्त्वरूपत्वं तत्तु मायायामिव वाय्वादावप्यस्तीति न मायामयत्वहानिरिति परिहरति निस्तत्त्वरूपतैवात्रेति ॥ ७८ ॥

ननु शक्तिकार्ययोरुभयोरपि निस्तत्त्वरूपतायामविशिष्टायां व्यक्ताव्यक्तत्वलक्षणो भेदः कुत इत्याशङ्क्य तद्विचारः प्रकृतानुपयुक्त इति परिहरति सदसत्त्वविवेकस्येति । असतो मायातत्कार्यरूपस्यावान्तरभेदो व्यक्ताव्यक्तत्वरूप इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

অনন্তর অপর প্রশ্ন এই যে,—যদি বায়ুর সদ্বস্তু পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্নতা বশতঃ সেই বায়ুকে অসদ্বস্তু মায়িক পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে বায়ুকে শক্তিস্বরূপ অব্যক্ত মায়া হইতে বিভিন্নতা হেতু অমায়িক পদার্থ বলিয়া কেননা স্বীকার করিবে? এই প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানার্থ সিদ্ধান্ত করিতেছেন,—অব্যক্তরূপ শক্তি অথবা ব্যক্তরূপ কার্য্য ইহাদিগের মধ্যে কেহই মায়িকত্বের হেতু নহে, কেবল মিথ্যাস্বরূপই মায়িকত্বের কারণ। সেই মায়িকত্বের কারণীভূত মিথ্যাস্বরূপই কি শক্তির ন্যায় অব্যক্ত কিম্বা কার্য্যস্বরূপ পদার্থের ন্যায় ব্যক্ত?—এস্থলে উভয়পক্ষেই সমান। প্রকৃতপক্ষে কোন্ বস্তু সৎ ও কোন্ বস্তু অসৎ এই বিষয়ের বিচার করিতে হইলে, সৎ ও অসৎ উভয়েরই বিবেচনা করা আবশ্যক। পরন্তু অসদ্বস্তুর অন্তরন্থ যে কতপ্রকার প্রভেদ আছে, এস্থলে তাহার বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৭৭-৭৯॥

सद्वस्तुब्रह्मशिष्टोऽंशो वायुर्मिथ्या यथा वियत् ।
वासयित्वा चिरं वायोर्मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत् ॥ ८० ॥
चिन्तयेद्वह्निमप्येवं मरुतो न्यूनवर्तिनम् ।
ब्रह्माण्डावरणेष्वेषां न्यूनाधिक्यविचारणा ॥ ८१ ॥
वायोर्दशांशतो न्यूनो वह्निर्वायौ प्रकल्पितः ।

फलितमाह सद्वस्त्विति । वायौ यः सदंशस्तद्ब्रह्मरूपं शिष्टोऽंशो निस्तत्त्वरूपाद्वियोः स्वरूपं स च वायुर्निस्तत्त्वरूपत्वादेवाकाशवन्मिथ्या इत्थं वायोर्मिथ्यात्वं चिरं वासयित्वा मरुतं त्यजेत् मरुत् सत्य इति बुद्धिं त्यजेत् इत्यर्थः ॥ ८० ॥

वायावुक्तविचारं तेजस्यतिदिशति चिन्तयेद्वह्निमिति । ननु सद्वस्त्वेकदेशस्था माया तत्रैव्यादिना वियदादीनां न्यूनाधिक्यभाव उक्तः स लोके न क्वापि दृष्ट इत्याशङ्क्याह ब्रह्माण्डावरणेष्विति ॥ ८१ ॥

ननु वायोः कियतांशेन न्यूनो वह्निरित्यत आह वायोर्दशांशतो न्यून इति । यस्य वायोः

বায়ুতে সদ্বস্তুস্বরূপ পরমব্রহ্মের যে সৎ অংশ আছে, তাহাকে পৃথক্ করিয়া লইলে অবশিষ্ট যে অসৎস্বরূপ মায়িক অংশ থাকে, তাহাই মিথ্যা অর্থাৎ অনিত্য। যেমন পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা আকাশের অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ এক্ষণও এই যুক্তির প্রতি নির্ভর করিয়া বায়ুর অনিত্যত্ব প্রতিপাদন কর, কখনও বায়ুতে নিত্যত্ব বুদ্ধি করিও না ॥ ৮০ ॥

যেরূপ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা বায়ুর অনিত্যত্ব প্রমাণীকৃত হইল, সেইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া অগ্নির অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—অগ্নি বায়ুর কার্য্যস্বরূপ এবং ইহা বায়ু হইতে অল্পস্থানব্যাপী। সুতরাং অগ্নির অনিত্যতাবিষয়ে অন্য কোন যুক্তি বা প্রমাণের আবশ্যকতা নাই, কেবল এই যুক্তিদ্বারাই অগ্নির অনিত্যত্ব সবিশেষপ্রমাণীকৃত হইবে। আকাশাদি পঞ্চভূত এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ডকে উপর্য্যুপরি আবরণ করিয়া আছে। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সকল বস্তুতেই সেই সকল ভূত ক্রমশঃ ন্যূনাধিক্যরূপে বর্ত্তমান থাকে, সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে সেই ন্যূনাধিক্য সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়া থাকে। বায়ুর

पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशैर्भूतपञ्चके ॥ ८२ ॥
वह्निर्वाय्वसदात्मात्मा पूर्वानुगतिरत्र च ।
अस्ति वह्निः स निस्तत्त्वः शब्दवान् स्पर्शवानपि ॥ ८३ ॥
सन्मायाव्योमवाय्वंशैर्युक्तस्याग्नेर्निजो गुणः ।
रूपं तत्र सतः सर्वमन्यद् बुद्ध्या विविच्यताम् ॥ ८४ ॥

वलमद्धा वारयति मायामिति । नन्वयं न्यूनाधिकभावः स्वरूपोऽप्रकल्पित इत्याशङ्क्याह पुराणोक्तमिति ॥ ८२ ॥

वह्नेः स्वरूपमाह वह्निरिति । अत्रापि वायोरिव कारणधर्मानुगमत्वमाह पूर्वानुगतिरिति । के ते धर्मा इत्याकाङ्क्षायामाह अस्ति वह्निरिति ॥ ८३ ॥

एवमग्नौ कारणधर्मानुगत्यनुवादपूर्वकं स्वकीयं धर्मं दर्शयति सन्मायेति । इत्थं सविशेषं वह्निस्वरूपं व्युत्पाद्य इदानीं सद्वस्तुनो वह्निं विविनक्ति तत्र सत इति । तत्र तेषु मध्ये सतः सद्वस्तुनोऽन्यत् सर्वं धर्मजातं मिथ्येति बुद्ध्या विविच्यतां पृथक् क्रियतामित्यर्थः ॥ ८४ ॥

দশাংশের একাংশ পরিমিত অগ্নি বায়ুতে পরিকল্পিত হইয়া থাকে। পুরাণশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, উক্তপ্রকারে সকল ভূতেই তাহাদিগের প্রত্যেকের দশাংশ পরিমাণে তারতম্য আছে ॥ ৮১-৮২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে আকাশ ও বায়ুর স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ অগ্নির স্বরূপ ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—অগ্নির স্বীয় গুণ প্রকাশকতা। পরন্তু তাহার অপর চারিটি গুণ আছে, যথা—সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ এবং উষ্ণস্পর্শ। এই গুণচতুষ্টয় তাহার স্বভাবসিদ্ধ নহে, উহা তাহার কারণ হইতে আগত গুণ। অগ্নির উক্ত চারিটী গুণ তাহার কারণীভূত সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ু হইতে সঞ্চারিত হইয়াছে, অর্থাৎ অগ্নির কারণীভূত সদ্বস্তু হইতে সত্তাগুণ, মায়াহইতে অনিত্যতা, আকাশ হইতে শব্দ এবং বায়ু হইতে স্পর্শ গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এইরূপ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ ও বায়ুর গুণচতুষ্টয়বিশিষ্ট এবং স্বীয় প্রকাশকতা গুণযুক্ত সেই অগ্নিকে সৎ হইতে পৃথক্ করিলে তাহার অনিত্যতা সিদ্ধি হয়, কি না

सतो विविक्ते वह्नौ मिथ्यात्वे सति वासिते ।
आपो दशांशतो न्यूनाः कल्पिता इति चिन्तयेत् ॥ ৮৫ ॥
सन्त्यापोऽमूः शून्यतत्त्वाः सशब्दस्पर्शसंयुताः ।
रूपवत्योऽन्यधर्मानुवृत्त्या स्वीयो रसो गुणः ॥ ৮৬ ॥
सतो विवेचितास्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते ।
भूमिर्द्दशांशतो न्यूना कल्पिताप्स्विति चिन्तयेत् ॥ ৮৭ ॥

एवं वह्नेर्मिथ्यात्वनिश्चयानन्तरमपां मिथ्यात्वं चिन्तयेदित्याह सतो विवेचिते वह्नाविति ॥ ৮৫ ॥

अप्स्वपि कारणधर्मान् स्वधर्मांश्च विभज्य दर्शयति सन्त्याप इति । शब्देन सह वर्त्तमानाः सशब्दाः सशब्दाश्च ताः स्पर्शश्चेति सशब्दस्पर्शास्तेन युता इत्यर्थः ॥ ৮৬ ॥

विवेकध्यानाभ्याम् अपां मिथ्यात्वे निश्चिते तदनन्तरं भूमेर्मिथ्यात्वं चिन्तनीयमित्याह सतो विवेचितास्विति ॥ ৮৭ ॥

বিবেচনা কর, অর্থাৎ অগ্নিকে সৎ, মায়া, আকাশ এবং বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে ইহার অনিত্যতা সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই প্রকার সদ্যুক্তি-দ্বারা অনুধাবনপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয়ই অগ্নি যে অনিত্য-পদার্থ তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে ॥ ৮৩-৮৪ ॥

এই প্রকারে অগ্নির স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া জলের স্বরূপ ও তাহার অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন। সদ্বস্তু হইতে পৃথগ্-ভূত অনিত্য অগ্নি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন জল সেই অগ্নিতে কল্পিত হয়। জলেতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই পাঁচটী কারণ গুণ বর্ত্তমান আছে, এই পাঁচটী জলের স্বাভাবিক গুণ নহে। জলের স্বাভা-বিক গুণ রস। সমুদায়ে জলেতে ছয়টী গুণ বিদ্যমান আছে। এইরূপে উক্ত সত্তাদি পঞ্চকারণগুণবিশিষ্ট এবং স্বীয় রস গুণযুক্ত জলকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অনিত্যত্ব বিলক্ষণরূপে প্রতীয়-মান হইবে ॥ ৮৫-৮৬ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে সদ্যুক্তি প্রদর্শনদ্বারা বিচারপূর্ব্বক জলের গুণ ও অনিত্যত্ব

अस्ति भूस्तत्त्वमिथ्यात्वे शब्दस्पर्शौ सरूपकौ।
रसश्च परतो नैजो गन्धः सत्ता विविच्यताम्॥ ८८ ॥
पृथक्कृतायां सत्तायां भूमिर्मिथ्याऽवशिष्यते।
भूमेर्दशांशतो न्यूनं ब्रह्माण्डं भूमिमध्यगम्॥ ८९ ॥
ब्रह्माण्डमध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश।

तथा मिथ्यात्वचिन्तनाय तद्धर्मानपि विभजते अस्ति भूस्तत्त्वयुग्मेति। तेभ्यः सत्तामात्रं पृथक् कर्त्तव्यमित्याह सत्ता विविच्यतामिति ॥ ८८ ॥

सत्तापृथक्करणे फलमाह पृथक्कृतायामिति इदानीं भौतिकेभ्यो ब्रह्माण्डादिभ्यः

প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ ভূমির গুণ নিরূপণপূর্ব্বক তাহার স্বভাব ও অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা সত্ত্ব হইতে পৃথগ্ভূত অনিত্য জল অপেক্ষা দশাংশ পরিমাণে ন্যূন ভূমি জলে কল্পিত হয়। সেই ভূমিতে সত্তা, অনিত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই ছয়টীকারণ গুণ বিদ্যমান আছে। এই ছয়টি ভূমির স্বাভাবিক গুণ নহে। ভূমির স্বাভাবিক গুণ গন্ধ। ভূমিতে সমুদায়ে সাতটি গুণ আছে।॥ ৮৭৮৮ ॥

এইক্ষণ সদ্যুক্তিদ্বারা ষট্ কারণগুণবিশিষ্ট ও স্বীয় গন্ধ গুণসমন্বিত ভূমিকে সত্ত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভূমির অনিত্যতা বিলক্ষণ রূপে প্রতিপন্ন হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে প্রমাণদ্বারা যুক্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক আকাশাদি পঞ্চভূতের কারণগুণ ও স্বাভাবিক গুণ এবং অনিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াএইক্ষণ সেই ভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড হইতে সত্ত্বের প্রার্থক্যনিরূপণাভিপ্রায়ে ব্রহ্মাণ্ডের স্থিতি নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অনিত্য ভূমি হইতে দশাংশ পরিমাণে ন্যূন তন্মধ্যগত ব্রহ্মাণ্ড ভূমিতে কল্পিত হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ভূরাদি চতুর্দ্দশভুবন* আছে। সেই চতুর্দ্দশভুবনে যথাযোগ্য লোক বসতি

---

* ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই সপ্তলোক এবং জম্বুদ্বীপ শাকদ্বীপ, কুশদ্বীপ, ক্রৌঞ্চদ্বীপ, শাল্মলদ্বীপ, গোমেদ্বীপ ও পুষ্করদ্বীপ এই সপ্তদ্বীপ সমুদায়ে চতুর্দ্দশ লোককে চতুর্দ্দশভুবন বলে।

भुवनेषु वसन्त्येषु प्राणिदेहा यथायथम् ॥ ९० ॥

ब्रह्माण्डलोकदेहेषु सद्वस्तुनि पृथक् कृते ।
असन्तोऽण्डादयो भान्तु तद्भानेऽप्यस्ति का क्षतिः ॥ ९१ ॥
भूतभौतिकमायानामसत्त्वेऽत्यन्तवासिते ।
सद्वस्त्वद्वैतमित्येषा धीर्विपर्येति न क्वचित् ॥ ९२ ॥

अतो विवेचनाय तदवस्थानप्रकारं दर्शयति भुवनेष्वित्यादि यथायथमित्यन्तेन सार्द्धेन ॥ ८९ ॥ ९० ॥

तेषु सद्विवेचने फलमाह ब्रह्माण्डलोकदेहेष्विति ॥ ९१ ॥

तद्भाने का क्षतिरित्युक्तमेवार्थं स्पष्टीकरोति भूतभौतिकमायानामिति । भूतानामाकाशादीनां भौतिकानां ब्रह्माण्डादीनां मायायाश्च तत्कारणभूताया मिथ्यात्वे विवेकाभ्यासाभ्यां चित्ते दृढं वासिते सति सद्वस्तुनोऽद्वैतत्वबुद्धिः कदाचिन्न विहन्येत इत्यर्थः ॥ ९२ ॥

করে। সকল ভুবনে একপ্রকার প্রাণীর বসতি নাই। যে ভুবন যেরূপ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই ভুবনে তদুপযুক্ত প্রাণী বাস করিয়া থাকে ॥ ৮৯-৯০ ॥

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনে যে যে প্রকার প্রাণী বসতি করে, তাহাদিগের শরীর চতুর্ব্বিধ। ঐ চতুর্ব্বিধ শরীর হইতে সদ্বস্তু বিবেচনার প্রকার ও সেই বিচারের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যতপ্রকার প্রাণী বাস করে, তাহাদিগের ভৌতিক শরীর হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া লইলে তখন সেই ব্রহ্মাণ্ড অসৎরূপে পরিজ্ঞাত হইবে। যদিও ব্রহ্মাণ্ড অসৎরূপে বিবেচিত হইয়া দেদীপ্যমান থাকে, তথাপি সেই অনিত্য ব্রহ্মাণ্ডের বিদ্যমানতাতে অদ্বৈত পদার্থের অদ্বৈতত্বের কোন হানি হয় না। ভূত ও ভৌতিক পদার্থ এবং মায়া, ইহাদিগের অসত্তা অনিত্যতা বিষয়ে বিশেষ রূপে বিবেচিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ইহাতে সদ্বস্তুর অদ্বৈতজ্ঞানের কোন বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে না ॥ ৯১ ৯২ ॥

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি।
তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৯৭ ॥
সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জগদ্ভেদো যথা যথা।

ননু ভূম্যাদীনাং অসত্ত্বে বিদুষাং ব্যবহারলোপঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিবেকেন মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়েঽপি ভূম্যাদেঃ স্বরূপমর্দনাভাবান্ন ব্যবহারো লুপ্যতেত্যাহ সদদ্বৈতাদিতি ॥ ৯৭ ॥

ননু তত্ত্বস্বার্থস্বরূপং সাংখ্যাদিভিরভিধীয়মানস্য ভেদস্য ক্কাপি ন নিরাসঃ ক্রিয়ত

সবিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক তত্ত্বনির্ণয়দ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈতপদার্থ হইতে আকাশাদিভূত ও ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ভৌতিক পদার্থকে পৃথক করিলে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের অনিত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব নির্ণীত হয়। কিন্তু এইরূপ মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলেও তত্ত্বজ্ঞপণ্ডিতগণ যে ভূত ও ভৌতিক পদার্থের সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইরূপ ব্যবহারিক বিষয়ের ব্যবহারেও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কারণ, আকাশাদি পঞ্চভূত ও ব্রহ্মাণ্ডাদি ভৌতিক পদার্থের মিথ্যাত্বরূপে পরিজ্ঞান হইলেও তাহারা বিদ্যমান থাকে; অতএব পণ্ডিতবর্গের ব্যবহার হইতে কোন বাধা নাই। সুতরাং তাঁহারাও যে অসদ্বস্তুর সত্তা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং এই প্রকার ব্যবহারও যে হইতে পারে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ৯৭ ॥

সাংখ্যবাদী, কণাদমতাবলম্বী ও বৌদ্ধবাদীরা বিবিধ যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা যে যে প্রকারে জগতের সত্তাভেদ নিরূপণ করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহারা করুন; কিন্তু সেই সকল সাংখ্যবাদীদিগকে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত আমাদিগের কোন বাগ্বিতণ্ডা করিয়া বৃথা প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। ব্যবহারিক বিষয়ে কোন বাদির সহিত আমাদিগের বিবাদ নাই, এইনিমিত্ত ব্যবহারিক বিষয়ে আমরা বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করি না, কেবল পারমার্থিক সত্তার বিচার করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য এবং তদ্বিষয়েই আমরা সবিশেষ যত্নবান্ হইয়া থাকি। লৌকিক ব্যবহারে প্রত্যেক ব্যক্তির মতের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে পরমার্থের কোন হানি হয় না। সেইজন্য

उदृषे वर्तितैर्बुद्धता वदन्ति तथा तथा ॥ ९४ ॥
अवज्ञातं सदद्वैतं निःशङ्कैरन्यवादिभिः ।
एवं का क्षतिरस्माकं तद्द्वैतमवजानताम् ॥ ९५ ॥
द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेदद्वैते धीः स्थिरा भवेत् ।
स्थैर्ये तस्याः पुमानेष जीवन्मुक्त इतीर्यते ॥ ९६ ॥

इत्याशङ्क्य व्यावहारिकभेदस्य चास्माभिरभ्युपगतत्वान्न निरासाय प्रयत्नः इत्याह सांख्य-काणादबौद्धाद्यैरिति ॥ ९४ ॥

ननु प्रमाणसिद्धस्य सत्यभेदस्यावज्ञाऽनुपपन्ना इत्याशङ्क्याह 'अवज्ञातमिति।' यथा अन्यवादिभिः सांख्यादिभिर्निःशङ्कैः श्रुत्यादिसिद्धस्यापि सदद्वैतस्यावज्ञा क्रियते तथा श्रुति-युक्त्यनुभवावष्टम्भेनास्माकं तदीयद्वैतानादरणे किं हीयते इत्यर्थः ॥ ९५ ॥

ननु निष्प्रयोजनेयं द्वैतावज्ञेत्याशङ्क्य जीवन्मुक्तिलक्षणप्रयोजनसद्भावान्नैवमित्याह द्वैतावज्ञेति ॥ ९६ ॥

আমরা পরমার্থ স্থির রাখিতে যত্নবান্ আছি, লৌকিক ব্যবহারে দৃষ্টিপাত করি না ॥ ৯৪ ॥

সাংখ্য, কাণাদ ও বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধমতাবলম্বীরা যদি নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া শ্রুতিপ্রসিদ্ধ সদ্বস্তুর অদ্বৈতত্ব প্রতিপাদন বিষয়ে অনাদর করে, তাহাতে আমাদিগের কোন হানি নাই। সাংখ্যবাদি প্রভৃতিরা যদি কেবল লৌকিক ব্যবহারাদির প্রতি নির্ভর করিয়া সদ্বস্তুর দ্বৈতত্বস্বীকারপূর্ব্বক অপথে পদার্পণ করে, তাহা করুক, আমরা তাহাতে বিরক্ত নহি। কিন্তু আমরা শ্রুতি ও শাস্ত্রীয়যুক্তি এবং অনুভবদ্বারা বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ডকে অনিত্য জানিয়া তাঁহাদিগের সদ্বস্তুর দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে অবজ্ঞা করিয়া থাকি। তাঁহারা যেমন অদ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে অনাস্থাপ্রদর্শন করেন, আমরাও সেইপ্রকার তাঁহাদিগের দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে ঘৃণা করিয়া থাকি ॥ ৯৫ ॥

দ্বৈতত্বপ্রতিপাদনে এইপ্রকার অবজ্ঞাপ্রদর্শন নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন নহে। তাহাতে বিশেষ ফল আছে। কারণ পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনদ্বারা দ্বৈত-বিষয়ের অবজ্ঞাতে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, অদ্বৈতজ্ঞান ক্রমশঃ বদ্ধমূল হইয়া থাকে।

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ ! नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ५७ ॥
सदद्वैतेऽनृतद्वैते यदन्योन्यैक्यवीक्षणम् ॥

न केवलं जीवन्मुक्तिरेव प्रयोजनम्, अपि तु विदेहमुक्तिरपि इत्यभिप्रायेण गीतावाक्यमुदाहरति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थेति ॥ ५७ ॥

अन्तकालशब्देन वर्त्तमानदेहपातोऽभिधीयते इत्याशङ्कां वारयितुं विवक्षितमर्थमाह सदद्वैते इति । सद्रूपेऽद्वैते अनृतरूपे द्वैते च यदन्योन्याध्यासलक्षणमैक्यज्ञानमस्ति तस्यैक

যেহেতু দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইলেই অদ্বৈতজ্ঞান বৰ্দ্ধিত হয়। যাঁহারা দ্বৈতমতকে অনাদর করিবার জন্য বিবিধযুক্তি ও অনুভবদ্বারা স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজ্ঞানকে বিদূরিত করিয়া অদ্বৈতমতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ৯৬ ॥

দ্বৈতমতে অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক অদ্বৈতমতে দৃঢ়বিশ্বাস হইলে, যে কেবল জীবন্মুক্তিমাত্র ফল লাভ হয়, এমত নহে। উক্তপ্রকারে অদ্বৈতমতে নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে নির্ব্বাণমুক্তিও হইয়া থাকে। ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের দ্বিসপ্ততিতমশ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে, হে পার্থ! যাঁহারা উক্তপ্রকারে জ্ঞানবান্ ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সংসারজালে পুনঃ পুনঃ মোহিত হন না, তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানের অনুষ্ঠান করিয়া অন্তকালে সংসারমায়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক নির্ব্বাণপদ লাভ করিয়া অনন্তকাল ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে ॥ ৯৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে "অন্তকাল" শব্দের উল্লেখ হইল, এই শ্লোকে সেই অন্তকালের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন।—ব্যবহারকালে বিষয়বাসনাদ্বারা সৎস্বরূপ অদ্বৈতবস্তু ও অসৎস্বরূপ দ্বৈতবস্তু এই উভয় পদার্থের ঐক্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। পরে যে সময়ে তত্ত্ববিচারদ্বারা সৎ ও অসৎ এই উভয়ের ভেদজ্ঞান জন্মে, সেই সময়কে অন্তিমকাল বলা যায়। অন্যথা লৌকিক ব্যবহারে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে যে,—যে সময়ে প্রাণ দেহপরিত্যাগ

তস্যান্তকালস্তদ্ভেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ ॥ ৯৮ ॥
যদান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোঽস্তু প্রসিদ্ধিতঃ।
তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ৯৯ ॥
নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজেদেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥ ১০০॥
দিনে দিনে স্বপ্নসুষুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাত্ তদ্বিদ্যা ন নশ্যতি ॥ ১০১ ॥

অন্তস্যান্তকালো নাম তয়োরহন্তয়োঃ সত্যানৃতরূপেণ ভেদবুদ্ধিরেব নাপরো বর্ত্তমান দেহপাত ইত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

ইদানীং লোকপ্রসিদ্ধান্তস্বীকারেঽপি ন দোষ ইত্যভিপ্রায়েণাহ যদান্তকাল ইতি ॥ ৯৯ ॥

তদেবার্থং প্রপঞ্চয়তি নীরোগ ইতি ॥ ১০০ ॥

ননু প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাদিনা জ্ঞাননাশে ভ্রান্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞাননাশাভাবে দৃষ্টান্তমাহ দিনে দিনে ইতি। যথা প্রত্যহমধীতে বেদে স্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থায়াং বিস্মৃতেঽপি পরেদ্যুরনধীতবেদত্বং নাস্তি তথা মৃতিকালে তত্ত্বানুসন্ধানাভাবেঽপি জ্ঞাননাশাভাব ইত্যর্থঃ ॥১০১॥

করে, সেই সময়কে অন্তকাল বলিয়া থাকে। অন্তিমকালে সেই তত্ত্বজ্ঞ জীবন্মুক্ত পুরুষের আর ভ্রমজ্ঞান উপস্থিত হয় না ॥ ৯৮-৯৯ ॥

জীবন্মুক্ত ব্যক্তি অন্তকালে নীরোগ শরীরে প্রাণপরিত্যাগ করুন, কিম্বা উৎকট রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠনপূর্ব্বক দেহ বিসর্জ্জন করুন, অথবা মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করুন, কোনপ্রকারেই তাঁহার ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। জীবন্মুক্ত পুরুষ কোনকালেও মোহের বশীভূত হন না, সর্ব্বকালেই তাঁহার অভ্রান্ত জ্ঞান থাকে ॥ ১০০ ॥

অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানী জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রাণবিয়োগকালে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেও দেহত্যাগকালে সেই ব্যক্তির অদ্বৈতজ্ঞান কখনই বিস্মৃত হয় না। যেমন সামান্য ব্যক্তি প্রাত্যহিক স্বপ্ন বা সুষুপ্তিকালে তাহার পূর্ব্বাধীত বিদ্যার বিস্মরণ হইলেও কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় যখন পুনর্ব্বার তাহার সেই চৈতন্যের উদয় হয়, তখন আর সেই বিদ্যা বিস্মৃত থাকে না, অর্থাৎ জাগ্রত অবস্থায়

प्रमाणोत्पादिता विद्या प्रमाणं प्रबलं विना ।
न नश्यति न वेदान्तात् प्रबलं मानमीक्ष्यते ॥ १०२ ॥
तस्माद् वेदान्तसंसिद्धं सदद्वैतं न बाध्यते ।
अन्तकालेऽप्यतो भूतविवेकान्निर्वृतिः स्थिता ॥ १०३ ॥

इति भूतविवेकोनाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥

ज्ञाननाशाभावमेवोपपादयति प्रमाणोत्पादितेति ॥ १०२ ॥
उपपादितमर्थमुपसंहरति तस्मात् वेदान्तसंसिद्धमिति ॥ १०३ ॥

इति भूतविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

পুনরায় যে প্রকার তাহার পূর্ব্ব পঠিত বিদ্যা স্মৃতিপথে উদিত হইতে থাকে, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি দেহত্যাগকালে মূর্চ্ছিত হইলেও তাঁহার অদ্বৈত-জ্ঞানের বিস্মৃতি হয় না ॥ ১০১ ॥

কোন প্রমাণদ্বারা একটি বিষয়ের নিশ্চয় জ্ঞান জন্মিলে, তদপেক্ষা অন্য একটী প্রবল প্রমাণ ব্যতিরেকে কখনই সেই নিশ্চয় জ্ঞানের অন্যথা হয় না। যেপর্য্যন্ত প্রবল প্রমাণ হৃদয়ঙ্গম না হয়, সেই পর্য্যন্ত কোন বিষয়ের পূর্ব্ববৎ নিশ্চয় জ্ঞান অবিকৃত থাকে, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব বেদান্ত প্রমাণদ্বারা অন্তঃকরণে যে অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অন্তকালেও সেই জ্ঞানের বিপর্য্যয় হয় না, যেহেতু বেদান্তপ্রমাণ হইতে তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ক প্রবল প্রমাণ আর নাই। অতএব স্বতঃসিদ্ধ বেদান্তপ্রমাণ-দ্বারা প্রতিপাদিত ভূতবিবেকদ্বারা অলীক বিষয়বাসনা দূরীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে নিশ্চয়ই সর্ব্বদা সুখানুভব হইতে থাকে, তখন আর কোন-প্রকার দুঃখভোগের সম্ভব থাকে না ॥ ১০২-১০৩ ॥

ইতি ভূতবিবেক সমাপ্ত ॥

पञ्चकोषविवेकोनाम-

तृतीयः परिच्छेदः।

गुहाहितं ब्रह्म यत् तत् पञ्चकोषविवेकतः।
बोद्धुं शक्यं ततः कोषपञ्चकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥
देहादभ्यन्तरः प्राणः प्राणादभ्यन्तरं मनः।

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
पञ्चकोषविवेकस्य कुर्वे व्याख्यां समासतः ॥

तैत्तिरीयोपनिषत्तात्पर्य्यव्याख्यानरूपं पञ्चकोषविवेकाख्यं प्रकरणमारभमाण आचार्य्यस्तत्र श्रोतृप्रवृत्तिसिद्धये सप्रयोजनमभिधेयं सूचयन् मुखतश्चिकीर्षितं ग्रन्थं प्रतिजानीते गुहाहितमिति। यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्नित्यादिश्रुत्या गुहाहितत्वेनाभिहितं यद् ब्रह्मास्ति तद्गुहाशब्दवाच्यान्नमयादिकोषपञ्चकविवेकेन ज्ञातुं शक्यते यतः ततस्तेषां कोषाणां पञ्चकं प्रकर्षेण प्रत्यगात्मनः सकाशात् विभज्य प्रदर्श्यत इत्यर्थः ॥ १ ॥

ननु केयं गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म कोषपञ्चकविवेकेनावबुध्यत इत्याशङ्क्य श्रुत्या गुहाशब्देन विवक्षितमर्थमाह देहादभ्यन्तरः प्राण इति। देहादन्नमयात् प्राणः प्राणमयः अभ्य-

---

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে,—ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ পুরুষ পঞ্চকোষ রূপ গুহাগত সচ্চিদানন্দময় অদ্বৈত পরমব্রহ্মকে জানিয়া সেই অনাদি সর্ব্বময় পরমপিতা পরমপুরুষের সহিত ঐক্যভাবে অনির্ব্বচনীয় অতুলআনন্দ ভোগ করিতে থাকে। কিন্তু "গুহা" শব্দবাচ্য-পঞ্চকোষ-বিবেকদ্বারা তাঁহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষবিবেক কথিত হইতেছে। যেহেতু পঞ্চকোষরূপ গুহাগতব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান আবশ্যক হইলে, সেই পঞ্চকোষবিচার আবশ্যক করে ॥ ১ ॥

পূর্ব্ব কথিত শ্লোকে যে "গুহাগত" শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশার্থ প্রথমতঃ "গুহা" শব্দের প্রকৃত অর্থ বিবৃত হইতেছে।—এই সচরাচর পরিদৃশ্যমান জগতে যে সকল স্থূলদেহ দৃষ্ট হয়, তাহাই অন্নময়কোষ।

ततः कर्त्ता ततो भोक्ता गुहा सेयं परम्परा ॥ २ ॥
पितृभुक्तान्नजाद्वीर्य्याज्जातोऽन्नेनैव वर्द्धते ।
देहः सोऽन्नमयो नात्मा प्राक् चोर्द्ध्वं तदभावतः ॥ ३ ॥

न्तरः आन्तरः। प्राणात् प्राणमयात् मनः मनोमयः अभ्यन्तरः आन्तरः। ततो मनोमयात् कर्त्ता विज्ञानमयः आन्तरः इत्यनुषज्यते। ततो विज्ञानमयात् भोक्ता आनन्दमयः सोऽपि पूर्व्ववदान्तर इत्यर्थः। सेयमन्नमयाद्यानन्दमयान्ताना परम्परा गुहाशब्देनोच्यत इत्यर्थः ॥ २ ॥

इदानीमन्नमयस्य स्वरूपं तदनात्मत्वञ्च दर्शयति पितृभुक्तान्नजादिति। पितृभुक्तान्नजात् पितृमातृभ्यां भुक्ताद् भोज्यादिलक्षणादन्नाज्जायमानं यद्वीर्य्यं तस्माद्वीर्य्याद्यो देहः जातः यश्च जननानन्तरं क्षीराद्यन्नेनैव वर्द्धते स देहोऽन्नमयोऽन्यस्य विकारः स आत्मा न भवति कुतः इत्यत आह प्राक् चोर्द्ध्वमिति। जन्मनः प्राक् मरणादूर्द्ध्वञ्च तदभावात् तस्य देहस्याभावादित्यर्थः। विवादाध्यासितो देह आत्मा न भवति कार्य्यत्वात् घटादिवदिति भावः ॥३

এই অন্নময়কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়কোষ আছে। সেই প্রাণময়কোষের অভ্যন্তরে মনোময়কোষ, মনোময়কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময়কোষ এবং সেই বিজ্ঞানময়কোষের অভ্যন্তরে আনন্দময়কোষ আছে। এইরূপে পরম্পর বর্ত্তমান অন্নময়াদি পঞ্চকোষ গুহাশব্দের বাচ্য, অর্থাৎ এইস্থলে "গুহা" শব্দদ্বারা অন্নময়াদি পঞ্চকোষকে বুঝাইতেছে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে পঞ্চকোষের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণে সেই কোষ পঞ্চকের প্রত্যেকের স্বরূপ ও তাহাদিগের অনাত্মত্বপ্রকাশমানসে প্রথমতঃ অন্নময়কোষের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পিতা মাতা যে সকল অন্ন আহার করেন, সেই সকল অন্ন পরিপাক হইয়া পরিণামে শুক্রশোণিত হইতে যাহার যে শরীর উৎপন্ন হইয়া অন্নময়রসদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সেই শরীর অর্থাৎ স্থূলদেহ, এইরূপে অন্ন হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নদ্বারাই বর্দ্ধিত হয় বলিয়া সেই স্থূলদেহকে অন্নময়কোষ বলে; কিন্তু এই স্থূলদেহ রূপ অন্নময়কোষ জীবের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ছিল না এবং মরণের পরেও থাকিবে না, অতএব এই কোষকে নিত্যশুদ্ধ অবিনাশী বা আত্মার স্বরূপ বলা যায় না অর্থাৎ উহা অনিত্য ॥ ৩ ॥

पूर्व्वजन्मन्यसत्त्वे तज्जन्म सम्भावयेत् कथम्।
भाविजन्मन्यसत् कर्म्म न भुञ्जीतेह सञ्चितम्॥ ४॥
पूर्णो देही बलं यच्छन्नक्षाणां यः प्रवर्त्तकः।

हेतुरस्तु साध्यं माभूत् विपक्षे बाधकाभावादप्रयोजकोऽयं हेतुरित्याशङ्क्याकृताभ्यागमन-कृतनाशप्रसङ्गरूपबाधकसद्भावान्मैवमिति परिहरति पूर्व्वजन्मनीति। एतद्देहरूपस्यात्मनः पूर्व्वस्मिन् जन्मनि असत्त्वात् एतज्जन्महेतुभूतादृष्टासम्भवेऽपि अस्य जन्मनोऽङ्गीक्रियमाणत्वा-दकृताभ्यागमः प्रसज्येत तथा भाविजन्मन्यपि अस्य देहरूपस्यात्मनोऽसत्त्वादभावादिहानु-ष्ठितयोः पुण्यपापयोः फलभोक्तुरभावेन भोगमन्तरेणापि कर्म्मक्षयः प्रसज्येतायं कृतनाश एवं अकृताभ्यागमकृतनाशरूपबाधकसद्भावादात्मनः कार्य्यत्वं नाङ्गीकर्त्तव्यमिति भावः॥४॥

एवमन्नमयकोषस्यानात्मत्वं प्रदर्श्य प्राणमयकोषस्वरूपं तदनात्मत्वञ्च दर्शयति पूर्णो देही बलमिति। यो वायुः देही पूर्णः पादादिमस्तकपर्य्यन्तं व्याप्तः सन् बलं यच्छन् व्यानरूपेण

যদি বল উৎপত্তি বিনাশশালী স্থূলদেহ অনিত্য হইলেও তাহাকে আত্মা স্বীকার করিলে হানি কি আছে? তদ্বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা করিতেছেন,— পূর্ব্বজন্মে যে স্থূলদেহ অসৎ ও অনিত্য ছিল, ইহজন্মে সেই অনিত্য স্থূল-দেহের কি প্রকারে জন্ম হইতে পারে? যে বস্তু একবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে পুনর্ব্বার তাহার জন্ম কখনই হইতে পারে না। তবে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম ফলভোগার্থ ইহকালে জন্ম হইয়া থাকে, অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মসঞ্চিত কর্ম্ম-ভোগের অনুরোধ ব্যতিরেকে কাহারও ইহকালে জন্মগ্রহণ সম্ভব হয় না। আর পরজন্মে যে পদার্থ অসৎ হইবে, সে ইহকালে যে সঞ্চিত কর্ম্ম ফলভোগ করিবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ জন্মান্তরের কারণীভূত কর্ম্মসম্পাদন করি-বার নিমিত্তই পুনরায় দেহপরিগ্রহ করিয়া ইহজন্মে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল-ভোগ করিতে হয়॥ ৪॥

এইরূপে স্থূল দেহরূপ অন্নময় কোষের অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিয়া প্রাণময়কোষের অনাত্মত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যে প্রাণাদি পঞ্চবায়ু অন্নময়কোষরূপ শরীরের বলাধান করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় গ্রহণে নিয়োজিত করে, সেই পরিপূর্ণ স্বভাববিশিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চবায়ুকে

वायुः प्राणमयो नायमात्मा चैतन्यवर्जनात् ॥ ५ ॥
अहन्तां ममतां देहे गेहादौ च करोति यः ।
कामाद्यवस्थया भ्रान्तो नासावात्मा मनोमयः ॥ ६ ॥
लीना सुप्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा ।

शरीरमध्ये यथाक्रमस्थानां चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां प्रवर्त्तकः प्रेरको वर्त्तते स वायुः प्राणमय इत्युच्यते । असावप्यात्मा न भवति । तत्र हेतुमाह चैतन्यवर्जनादिति । विवादाध्यासितः प्राण आत्मा न भवति जड़त्वात् घटवदिति भावः ॥ ५ ॥

इदानीं मनोमयस्वरूपप्रदर्शनपूर्ब्बकं तस्याप्यनात्मत्वमाह अहन्तां ममतामिति । देहे अहन्ताम् अहम्भावं गेहादौ ममतां मदीयत्वाभिमानं च यः करोति असौ मनोमय आत्मा न भवति । कुत इत्यत आह कामाद्यवस्थया भ्रान्त इति हेतुगर्भितं विशेषणं कामक्रोधादिवृत्तिमत्त्वेनानियततत्स्वभावत्वादित्यर्थः । तथा च मनोमय आत्मा न भवति विकारित्वाद्देहवदिति भावः ॥ ६ ॥

अनन्तरं कर्त्तृशब्दाभिधेयस्य विज्ञानमयस्य स्वरूपं प्रदर्शयन् तदनात्मत्वं दर्शयति लीना सुप्ताविति । या चिच्छायोपेता धीः चिदाभाससहिता बुद्धिः सुप्तौ सुषुप्तिकाले लीना

প্রাণময়কোষ বলে। সেই প্রাণময়কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু সেই প্রাণাদি পঞ্চবায়ু জড়পদার্থ, তাহাদিগের চৈতন্য নাই ॥ ৫ ॥

এইরূপ মনোময়কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—অহঙ্কারের বশীভূত যে মনঃ তাহাকে মনোময়কোষ বলে। সেই মনঃ ভ্রান্তিজ্ঞানের বাধ্য হইয়া অন্নময়কোষস্বরূপ শরীরকে অহং জ্ঞান করে এবং পুত্রমিত্র গৃহ ধনাদিরূপ অসার সংসারে আত্মবোধ করে; কিন্তু সেই মনোময়কোষকেও আত্মা বলা যায় না। যেহেতু কামক্রোধাদি বৃত্তিদ্বারা সেই মনোময়কোষের বিকার জন্মিয়া থাকে। আত্মা নির্ব্বিকার ও অভ্রান্ত; তাহার কোন কারণে বিকার হয় না বা ভ্রান্তিজ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং ভ্রান্ত ও বিকৃত পদার্থ মনোময়কোষ কখনই আত্মা হইতে পারে না ॥ ৬ ॥

এইরূপ বিজ্ঞানময়কোষের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রতি-

চিচ্ছায়াযোগিনী সা তু বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭ ॥
কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্ ।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিষ্টে পরস্পরম্ ॥ ৮ ॥

বিলীনা সতী বোধে জাগরণকালে আমস্তকাৎ নখাগ্রপর্য্যন্তং বর্তমানা সতী বপুঃ শরীরং ব্যাপ্নুয়াৎ সংব্যাপ্য বর্ততে সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ বিজ্ঞানময়শব্দে গীয়মানা অসাবপ্যাত্মা ন ভবতি বিলয়াদ্যবস্থাবত্ত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

ননু মনোবুদ্ধ্যোরন্তঃকরণত্বাবিশেষাৎ মনোময়বিজ্ঞানময়য়োরৈক্যে কোশদ্বয়কল্পনানুপপন্না ইত্যাশঙ্ক্য কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং ভেদসদ্ভাবাৎ ঘটত এব মনোময়াদিভেদ ইত্যাহ কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যামিতি । অন্তরিন্দ্রিয়মন্তঃকরণং কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং কর্তৃরূপেণ করণরূপেণ চ বিক্রিয়েত পরিণমত ইত্যর্থঃ । এতে কর্তৃকরণে বিজ্ঞানমনসী বিজ্ঞানমনঃশব্দবাচ্যে ভবতঃ । এতে চ পরস্পরমন্তর্বাহ্যভাবেন বর্ততে অতঃ কোশদ্বয়মুপপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পাদন করিতেছেন।—যে বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানদ্বারা সমাচ্ছন্ন (প্রলয়) হইয়া থাকে এবং পুনরায় জাগ্রদবস্থায় নখাগ্রপর্য্যন্ত সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে, সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোষ বলে, ঐ বুদ্ধি চৈতন্যের ছায়াবিশিষ্ট। উক্ত প্রকারে এই বুদ্ধির উৎপত্তি বিনাশ হয়, এইনিমিত্ত ইহাকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি উৎপত্তি বিনাশ বা প্রলয়শীল পদার্থকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদি জড় পদার্থকেও আত্মা বলিতে পার ॥ ৭ ॥

মনঃ এবং বুদ্ধি উভয়ই অন্তঃকরণ হইতে বিভিন্ন হইলেও সামান্যতঃ উক্ত পদার্থদ্বয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হয়। অতএব এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক, যে মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য কি? যদি উভয়ই এক পদার্থ হইল, তবে পৃথক্রূপে নির্দ্দেশ করিলেন কেন? উভয় কোষের পৃথক্ নির্ণয়ের তাৎপর্য্য এই যে,—একই অন্তঃকরণ কর্ত্তৃত্বরূপে ও করণতারূপে প্রকাশ পায়। বুদ্ধি কর্ত্তৃত্বরূপে বিকৃত হইয়া বিজ্ঞানময়শব্দে অভিহিত হয় এবং মনঃ বাহ্যেতে করণরূপে বিকৃত হইয়া মনোময়কোষ শব্দের বাচ্য হয়। আপাততঃ উভয়ের একত্বরূপে প্রতীতি হইলেও কর্ত্তৃত্ব ও করণত্বরূপে বিভিন্নতা আছে ॥ ৮ ॥

काचिदन्तर्मुखा वृत्तिरानन्दप्रतिबिम्बभाक् ।
पुण्यभोगे भोगशान्तौ निद्रारूपेण लीयते ॥ ९ ॥
कादाचित्कत्वतो नात्मा स्यादानन्दमयोऽप्ययम् ।
बिम्बभूतो य आनन्द आत्मासौ सर्व्वदा स्थितेः ॥ १० ॥

इदानीं भोक्तृशब्दवाच्यस्यानन्दमयस्यानात्मत्वं दर्शयितुं तस्य स्वरूपमाह काचिदन्तर्मुखा वृत्तिरिति । पुण्यभोगे पुण्यकर्म्मफलानुभवकाले काचिद्धीवृत्तिरन्तर्मुखा सती आनन्दप्रतिबिम्बभाक् आत्मस्वरूपस्य आनन्दस्य प्रतिबिम्बं भजते सैव भोगशान्तौ पुण्यकर्म्मफलभोगोपरतौ सत्यां निद्रारूपेण लीयते विलीना भवति सा वृत्तिरानन्दमय इत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥

तस्यानात्मत्वमाह कादाचित्कत्वत इति । अयमानन्दमयोऽपि कादाचित्कत्वात् आत्मा न स्यात् घटादिपदार्थवत् इत्यर्थः । ननु विद्यमानानामानन्दमयादीनां सर्वेषाम् आत्मत्वनिरासे नैरात्म्यं प्रसज्येत इत्याशङ्क्याह बिम्बभूतो य इति । बुद्ध्यादौ प्रतिबिम्बतया अवस्थितस्य प्रियादिशब्दवाच्यस्यानन्दमयस्य बिम्बभूतः कारणभूतो य आनन्दः असावेवात्मा भवति । कुत इत्यत आह सर्व्वदा स्थितेरिति । नित्यत्वादित्यर्थः । विवादाध्यासित आनन्द आत्मा भवितुमर्हति नित्यत्वात् य आत्मा न भवति नासौ नित्यो यथा देहादि । घटकादिवदुत्पत्तिमत्त्वेनानित्यत्वात् नैकान्तिकमिति भावः ॥ १० ॥

আনন্দময়কোষকে ভোক্তা বলা যায়, ঐ ভোক্তৃশব্দবাচ্য আনন্দময়কোষের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহার অনাত্মত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যে বুদ্ধিবৃত্তি পুণ্যকর্ম্মের ফলভোগকালে আত্মার অন্তর্গত সুখস্বরূপ হইয়া সেই চিদানন্দময় আত্মস্বরূপের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হয় এবং ভোগাবসানকালে নিদ্রারূপা প্রকৃতিতে লীন থাকে, সেই আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তিকে আনন্দময়কোষ বলিয়া থাকে। এই আনন্দময়কোষ ক্ষণভঙ্গুর, চিরকাল স্থায়ী নহে। এইনিমিত্ত উক্ত আনন্দময়কোষকে আত্মা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রত্যক্ষীভূত অন্নময় কোষাদির মধ্যে কোন একটীকেও আত্মা বলিয়া স্বীকার না করিলে, তবে আত্মাও স্বীকার করিও না; এই আশঙ্কায় আত্মার যথার্থস্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আনন্দময়ের প্রতিবিম্বভূত সৎস্বরূপ অখণ্ডচিদানন্দময়

ननु देहमुपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु ।
माभूदात्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते ॥ ११ ॥
बाढं निद्रादयः सर्वेऽनुभूयन्ते न चेतरः ।
तथाप्येतेऽनुभूयन्ते येन तं को निवारयेत् ॥ १२ ॥
स्वयमेवानुभूतित्वात् विद्यते नानुभाव्यता ।

चोदयति ननु देहमुपक्रम्येति । अन्नमयाद्यानन्दमयान्तानां कोशानामुक्तहेतुभिरात्मत्वं न घटते चेत् माघटिष्ट । अन्यस्त्वात्माऽनुपलभ्यमानत्वान्नैव सम्भवतीत्यर्थः ॥ ११ ॥

परिहरति बाढं निद्रादय इति । अत्र निद्राशब्देन निद्रानन्दो गृह्यते निद्रादयो देहान्ता उपलभ्यन्ते अन्यो नानुभूयते इति यदुक्तं तत् सत्यम् । कथं तर्हि तदतिरिक्तस्यात्मनोऽङ्गीकार इत्यत आह तथाप्येतेऽनुभूयन्ते इति । अन्यस्यानुपलभ्यमानत्वेऽपि येनबोधेनैतेषामानन्दमयादीनामुपलभ्यमानता भवति सोऽनुभवः कथं नाङ्गीक्रियत इत्यर्थः ॥ १२ ॥

ननूक्तेभ्यः कोशेभ्योऽन्य आत्मा यदि विद्यते तर्ह्युपलभ्येत नोपलभ्यते तस्मान्नास्तीत्यत आह स्वयमेवानुभूतित्वादिति । आनन्दमयादीनां साक्षिणोऽनुभवस्वरूपत्वादेवानुभाव्यत्वं नास्तीति । ननु अनुभवरूपत्वेऽप्यनुभाव्यत्वं कुतो न स्यादित्याशङ्क्याह ज्ञातृज्ञानान्तरा-

---

বুদ্ধ্যাদির আশ্রয়, তিনিই আত্মা। সেই আত্মা নিত্য, দেহাদির ন্যায় তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই ॥ ৯-১০ ॥

যদি স্থূলদেহস্বরূপ অন্নময়কোষাদি আনন্দময়কোষান্ত সকলেরই অনাত্মত্ব স্বীকার কর, তাহাহইলে এই পঞ্চকোষের অতিরিক্ত আর কোন বস্তুকে আত্মা বলিয়া অনুভূত হয় না কেন? এই প্রশ্নের সিদ্ধান্তস্বরূপে বলিতেছেন,—তুমি যে বলিলে, স্থূলদেহস্বরূপ অন্নময়াদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষেরই অনুভব হয়, তদতিরিক্ত আর কোন পদার্থই আত্মস্বরূপে অনুভূত হয় না, ইহা সত্য; কিন্তু যে নিত্য চৈতন্যদ্বারা সেই স্থূল দেহাদির অনুভব হয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কে নিবারণ করে? অর্থাৎ যিনি সেই অনুভবের আশ্রয়, তাঁহাকেই তুমি আত্মা বলিয়া স্বীকার কর ॥ ১১-১২ ॥

যদি স্থূলশরীরস্বরূপ অন্নময়কোষাদি আনন্দময়ান্ত পঞ্চকোষের অতিরিক্ত নিত্য জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বনিয়ন্তা আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ থাকে, তবে তাহার

আত্মজ্ঞানান্তরাভাবাদ্বেদ্যো ন ত্বসত্তয়া ॥ ১২ ॥
মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।

আত্মাবিদিত: জ্ঞাতা স্বয়ং জ্ঞানস্য আত্মজ্ঞানী অন্যে আত্মজ্ঞানে আত্মজ্ঞানান্তরে তয়োরভাব: তস্মাদবেদ্য: জ্ঞানবিষয়ো ন ভবতি ইতি। জ্ঞানাদ্যভাবাদ্ বা ন জ্ঞায়তে স্বস্যৈবাসত্ত্বাৎ বা কিমত্র বিনিগমকমিত্যাশঙ্ক্যাহ নাসত্তয়েতি। নিত্যানন্দাদিনাত্মনি নাসত্ত্বস্য পূর্ব্বমেবনিরাকৃতত্বাদিতি ভাব: ॥ ১২ ॥

অনু ভবরূপস্যাত্মনোঽনুভাব্যত্বাভাবে দৃষ্টান্তমাহ মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামিতি। আদি-শব্দেনাম্লাদয়ো গৃহ্যন্তে মাধুর্য্যাদয়: স্বভাবা: সহজাস্তদ্বিধা যেষাং তে মাধুর্য্যাদিস্বভাবা গুড়াদয়: তেষামন্যত্র স্বসংসৃষ্টপদার্থেষু অপূপাদিষু স্বগুণমর্পয়ন্তি স্বগুণান্ মাধুর্য্যাদীনর্পয়-ন্তীতি স্বগুণার্পিণ: যেষাং স্বস্মিন্ স্বস্বরূপে গুড়াদিলক্ষণে তদর্পণাপেক্ষা তেষাং মাধুর্য্যাদীনাম

উপলব্ধি হয় না কেন? কি কারণে আমরা তাহা লাভ করিতে পারি না। আত্মা বলিয়া যদি কোন অতিরিক্ত পদার্থ থাকিত, তাহাহইলে আমরা অবশ্যই তাঁহাকে জানিতে পারিতাম।* এই সংশয়ের নিরাকরণাভিপ্রায়ে সিদ্ধান্ত করিতে-ছেন।—পরমাত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহাকে সচরাচর কেহই জানিতে পারে না, কিন্তু তিনিই সকলের জ্ঞাতা অর্থাৎ তিনিই সকলকে জানিয়া থাকেন। জ্ঞানান্তরের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়, যদি অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান থাকিত, তবে তাঁহাকে সকলেই জানিতে পারিত। যখন আত্মাভিন্ন অন্য কোন পদার্থের নিত্য জ্ঞান নাই, তখন তাঁহাকে আর কে জানিতে পারে? এই নিমিত্তই তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলে, নচেৎ তাঁহার অসত্তা হেতু তিনি অজ্ঞেয় নহেন ॥ ১৩ ॥

আত্মাই সকল পদার্থের অনুভব করিয়া থাকেন, তাঁহাকে অনুভব করে, এমন কোন পদার্থই নাই, এইনিমিত্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সেই বিষয় প্রামাণী-কৃত করিয়া আত্মার বিদ্যমানতাতে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করিতেছেন।—যেমন মাধুর্য্যগুণশালী মধু ও শর্করা প্রভৃতি বস্তুসকল স্বীয় সংসর্গবশতঃ অন্যবস্তুতে আপন মাধুর্য্যগুণ অর্পণ করে, আপনাতে সেই মাধুর্য্যগুণ স্থাপনার নিমিত্ত অন্য কোন বস্তুর অপেক্ষা করে না এবং মধু শর্করা প্রভৃতি বস্তুকে মাধুর্য্য-

स्वस्मिंस्तदर्पणापेक्षा नो न चास्त्यन्यदर्पकम् ॥ १४ ॥

अर्पकान्तरराहित्येऽप्यस्त्येषां तत्स्वभावता ।

माभूत् तथानुभाव्यत्वं बोधात्मा तु न हीयते ॥ १५ ॥

स्वयंज्योतिर्भवत्येष पुरोऽस्मात् भासतेऽखिलात् ।

तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भासते जगत् ॥ १६ ॥

र्पणे संपादने अपेक्षा आकाङ्क्षा माधुर्य्यादिकं केनचित् सम्पादनीयमितीत्थंरूपा नैव विद्यते कश्चान्यदर्पकं नास्ति गुडादीनां माधुर्य्यादिप्रदं वस्त्वन्तरं नास्ति इत्यर्थः॥ १४ ॥

तद्दृष्टान्तं फलितमाह अर्पकान्तरराहित्येऽपि इति। माधुर्य्यादिसमर्पकवस्त्वन्तराभावेऽपि एषां गुडादीनां माधुर्य्यादिस्वभावता यथा विद्यते एवमात्मनोऽप्यनुभवविषयत्वं माभूत् अनुभवरूपता च भवत्येव इत्यर्थः ॥ १५ ॥

उक्तार्थे प्रमाणमाह स्वयं ज्योतिरिति। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, अस्मात् सर्व्वस्मात् पुरतः सुविभातं तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्व्वमिदं विभाति इत्याद्याः श्रुतयः आत्मनः स्वप्रकाशत्वं बोधयन्तीत्यर्थः ॥ १६ ॥

গুণ অর্পণ করিতে পারে, এমত অন্য কোন পদার্থই নাই; সুতরাং সেই মধুশর্করাদির মাধুর্য্যগুণ স্বতঃসিদ্ধ। সেইপ্রকার পরমাত্মারও জ্ঞাতা কেহ নাই এবং তাঁহাকে জানিবার অন্য জ্ঞানও নাই; সুতরাং তিনি অজ্ঞেয় হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ নিত্য জ্ঞানস্বরূপের কোন হানি হয় না॥ ১৪-১৫ ॥

পূর্ব্বকথিত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য বিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতি সকলের তৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন।—শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, এই আত্মা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাঁহার প্রকাশক আর কেহই নাই। এই সচরাচর অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই একমাত্র পরমাত্মাই বিদ্যমান ছিলেন এবং এই জগতের প্রলয়াবসানেও তিনিই বর্ত্তমান থাকিবেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুই থাকিবে না। এই অশেষ জগৎ সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশের অনুগামী, তাঁহার প্রকাশদ্বারাই এই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে॥ ১৬ ॥

येनेदं जानते सर्वं तं केनान्येन जानताम् ।
विज्ञातारं केन विद्यात् शक्तं वेद्ये तु साधनम् ॥ १७ ॥
स वेत्ति वेद्यं तत् सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ।

येनेदं सर्वं विजानाति तं केन विजानीयात् विज्ञातारमरे केन विजानीयात् इति वाक्यद्वयार्थं पठति येनेदं जानते सर्व्वमिति । येन साक्षिचैतन्यरूपेणात्मना इदं सर्वं दृश्यजातं जानते प्राणिनस्तं साक्षिणमात्मानमन्येन केन साध्यभूतेन, जडेन जानतामवगच्छेयुः पुमांसः । अस्यैव वाक्यस्य तात्पर्यमाह विज्ञातारमिति । दृश्यजातस्य विज्ञातारं केन दृश्यभूतेन विद्यात् विजानीयात् न केनापि जानीयादित्यर्थः । ननु मनसा ज्ञास्यतीत्याशङ्क्याह शक्तं वेद्ये तु साधनमिति । साधनन्तु ज्ञानसाधनन्तु मनोवेद्ये ज्ञातव्ये विषये शक्तं समर्थं न तु ज्ञातर्यात्मनि नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा इत्यादिश्रुतेः तस्यापि ज्ञेयत्वे कर्मकर्तृत्वविरोधाच्चेति भावः ॥ १७ ॥

आत्मनः स्वप्रकाशत्व एव स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधीति वाक्यद्वयमपि प्रमाणमिति मन्वानस्तद्वाक्यद्वयमर्थतः पठति स वेत्ति

যে নিত্য চৈতন্যদ্বারা এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ডকে জানিতে পারা যায়, সর্ব্ব সাক্ষিস্বরূপ সেই নিত্য চৈতন্যকে অন্য কোন্ অনিত্য বস্তুদ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে ?, এই জগতে এমন কোন পদার্থই নাই যে, তদ্দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। যিনি এই জগতের পরিজ্ঞাতা, সেই পরমাত্মাকে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোনরূপেই জানা যাইতে পারা যায় না। যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব জ্ঞেয়বিষয়ে আসক্ত হয়, কিন্তু জ্ঞাতার প্রতি অনুসরণ করিতে পারে না। পরমাত্মাই ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব জ্ঞেয়বিষয়ে নিয়োজিত করেন, কিন্তু সেই আত্মাকে কে আর ইন্দ্রিয়গণকে নিয়োজিত করিবে ? ॥১৭॥

পরমাত্মা যে স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ এবং তাঁহার প্রকাশক আর যে কেহ নাই, এতদ্বিষয়ের প্রমাণ এই,—এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতে যত কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, সেই সমুদায়কেই পরমাত্মা জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় বিদিত পদার্থ আছে, সেই পরমাত্মা তাহাহইতে পৃথক্ এবং যত কিছু অবিদিত পদার্থ আছে,

विदिताविदिताभ्यां तत् पृथक् बोधस्वरूपकम् ॥ १८ ॥
बोधेऽप्यनुभवो यस्य न कथञ्चन जायते।
तं कथं बोधयेत् शास्त्रं लोष्टं नरसमाकृतिम् ॥ १९ ॥
जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिर्लज्जायै केवलं यथा।

वेद्यमिति। स आत्मा यद्यद्वेद्यं तत् सर्वं वेत्ति तस्मात्मनो वेदिता ज्ञाता अन्यो नास्ति तद्बोधस्वरूपकं ब्रह्म विदिताविदिताभ्यां विदितं ज्ञातं ज्ञानेन विषयीकृतम् अविदितं अज्ञातमज्ञानेनावृतं ताभ्यां पृथक् विलक्षणं बोधस्वरूपत्वादित्यर्थः ॥ १८॥

ननु विदिताविदितातिरिक्तो बोधो नानुभूयत इत्याशङ्क्य विदितविशेषणस्य वेदकस्यैव बोधरूपत्वात् तदनुभवाभावे विदितस्याप्यनुभवाभावप्रसङ्गाद् बोधानुभवोऽवश्यमङ्गीकर्त्तव्य इति सोपहासमाह बोधेऽप्यनुभवो यस्येति। यस्य मन्दस्य बोधेऽपि घटादिस्फुरणरूपेऽप्यनुभवः साक्षात्कारः कथञ्चन कथमपि न जायते नोत्पद्यते तत् नरसमाकृतिं नरसमाकारं लोष्टं लोष्टवज्जड़ं मनुष्यं शास्त्रं कथम्बोधयेत् न कथमपि बोधयेदित्यर्थः ॥ १९ ॥

बोधो न बुध्यत इति उक्तिरेव व्याहतेति सदृष्टान्तमाह जिह्वा मेऽस्तीति। जिह्वा मेऽस्ति न वेत्युक्तिर्भाषणं यथा लज्जायै केवलं लज्जाजननायैव भवति न बुद्धिमत्त्वख्यापनाय

তাহাহইতেও সেই পরমাত্মা বিভিন্ন। তিনি নিত্য সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ, পরমপিতা পরমেশ্বর ॥ ১৮ ॥

যাহারা বিদিতাবিদিত হইতে অতিরিক্ত সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে বোধগম্য করিয়াও অনুভব করিতে পারে না, তাহারা নরাকৃতি মৃৎপিণ্ডবিশেষ ও জড়পদার্থের ন্যায় সর্ব্বকর্ম্মের অযোগ্য পাত্র। যাহারা জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট, তাহাদিগকে কি প্রকারে শাস্ত্রীয় যুক্তিসিদ্ধ অনুভবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্বের বোধভাগী করা যাইতে পারে। যাহাদিগের বুদ্ধি জড়তাদ্বারা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহারা কোনরূপেও শাস্ত্রীয় যুক্তি হৃদয়ঙ্গম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ববোধের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

যিনি পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম নিত্য বোধস্বরূপ, তিনি কোন প্রকারেও আমাদিগের বোধগম্য হন না, অর্থাৎ তাঁহাকে আমরা কোন উপায়েও জানিতে পারি না, এইপ্রকার উক্তি করা নিতান্ত অসঙ্গত। যেমন "আমার জিহ্বা আছে কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না" এই বাক্য

न बुध्यते मया बोधो बोधव्य इति तादृशी ॥ २० ॥
यस्मिन् यस्मिन्नस्ति लोके बोधस्तत्तदुपेक्षणे।
यद्बोधमात्रं तद्ब्रह्मेत्येवं धीर्ब्रह्मनिश्चयः ॥ २१ ॥
पञ्चकोषपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः।

जिह्वाया विना भाषणानुपपत्तेः। एवं मया बोधो न बुध्यते इतः परं बोधव्य इत्युक्ति-रपि तादृशी लज्जाहेतुरेव बोधेन विना तद्व्यवहारासिद्धेरित्यर्थः ॥ २० ॥

भवत्वेवंविधः स बोधस्तथापि प्रकृते ब्रह्मावबोधे किमायातमित्याशङ्क्याह यस्मिन् यस्मिन्नस्तीति। लोके यस्मिन् यस्मिन् घटादिलक्षणे विषये बोधो ज्ञानमस्ति तत्तदुपेक्षणे तस्य तस्य घटादिविषयस्योपेक्षणे अनादरणे कृते सति यद्बोधमात्रं घटादिषु सर्व्वत्रानुस्यूतं यत् स्फुरणमस्ति तदेव ब्रह्मेत्येवंरूपा धीर्बुद्धिः ब्रह्मनिश्चयः ब्रह्मावगतिरित्यर्थः ॥ २१ ॥

ननु घटादिविषयोपेक्षया तदर्थानुभवरूपं ब्रह्मावगम्यते चेत् तर्हि कोषपञ्चकविवेको निष्प्रयोजनः स्यादित्याशङ्क्य ब्रह्मणः प्रत्यग्रूपताज्ञानेन विना संसारानिवृत्तेस्तथात्वावबोधो-पयोगित्वात् न तस्यापि वैयर्थ्यमित्याह पञ্चकोषपरित्याग इति। पञ्चानां कोषाणाम्

নিতান্ত লজ্জাজনক, কারণ জিহ্বা না থাকিলে কেহই কথা কহিতে পারে না, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, তথাপিও জিহ্বার প্রতি সংশয় করা যেরূপ লজ্জাকর। সেইরূপ "নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে আমি জানি না" এই বাক্যও নিতান্ত লজ্জাকর। "নিত্যবোধস্বরূপ পরমাত্মা বোধগম্য হন না" এই যে বাক্য, ইহা "জ্ঞানকে জানি না" এই বাক্যের ন্যায় অলীক ॥ ২০ ॥

লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে যে যে বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, সেই সমুদয় পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সেই বস্তু বিষয়ক যে "জ্ঞান" তাহাকেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম বলিয়া জান এবং সেই জ্ঞানকেই ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায়। জ্ঞানই ব্রহ্মের স্বরূপ, জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই তাহার স্বরূপ নহে ॥ ২১ ॥

যদিও তন্ন তন্নরূপে ঘটাদি বিষয় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সেই অদ্বৈত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানমাত্রকে পরমব্রহ্মরূপে জানিলে পরমাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়, তথাপিও পঞ্চকোষ বিচার নিষ্প্রয়োজন নহে। যেহেতু ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার নিবৃত্তি হয় না, পরন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানের প্রতি পঞ্চকোষ বিচারের উপযোগিতা

স্বস্বরূপং স এব স্যাৎ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্ ॥ ২২ ॥
অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥

অন্নময়াদীনাং পরিত্যাগে বুদ্ধ্যা অনাত্মত্বনিশ্চয়ে কৃতে তৎসাক্ষিরূপস্য বোধস্যাবশেষণাৎ স সাক্ষিরূপো বোধ এব স্বস্বরূপং স্বং নিজং রূপং ব্রহ্মৈব স্যাৎ। ননু অন্নময়াদীনাম্ অনুভবসিদ্ধানাং ত্যাগে শূন্যত্বপরিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটমিতি। তস্য সাক্ষিবোধস্য শূন্যত্বং দুর্ঘটং দুঃসম্পাদমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

দুর্ঘটত্বমেবোপপাদয়তি অস্তি তাবদিতি। স্বয়ং শব্দবাচ্যং স্বস্বরূপং লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ মতে তাবদস্ত্যেব কুত ইত্যত আহ বিবাদাবিষয়ত্বত ইতি। স্বস্বরূপস্য বিপ্রতিপত্ত্যবিষয়ত্বাদস্ত্যেবেত্যর্থঃ। বিপক্ষে বাধকমাহ স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেদিতি। আত্মন্যপি বিপ্রতিপত্তৌ সত্যামনাত্মা বিপ্রতিপত্তৌ কঃ প্রতিবাদী স্যাৎ ন কোপীত্যর্থঃ ॥২৩॥

আছে। বিশেষ বিবেচনাপুরঃসর অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার পূর্ব্বক তাহাদিগের অনাত্মত্ব স্থিরীকৃত হইলে পর, সেই অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট সাক্ষিস্বরূপ যে "জ্ঞান" থাকে বা জন্মায়, তাহাই পরমব্রহ্মস্বরূপ। যদি বল অন্নময়াদি পঞ্চকোষ পরিত্যাগ করিলে কেবল শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহা নহে; পঞ্চকোষ বিচারপূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিলে তাহাদিগের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান বিদ্যমান থাকে সেই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা পরব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান। সুতরাং পঞ্চকোষের বিবেচনা আবশ্যক, অগ্রে পঞ্চকোষ-জ্ঞান না হইলে, তাহার অবশিষ্ট জ্ঞান হইতে পারে না ॥২২॥

সর্ব্বদাই ঘটাদি বিষয়ের অভাব হইয়া থাকে, কিন্তু কখনও জ্ঞানস্বরূপ সেই পরমাত্মার অভাব হয় না। "স্বয়ং" শব্দের অর্থ যে স্বরূপ আমি সেই আমার প্রতি কোন ব্যক্তিও বিবাদ উপস্থিত করে না, অর্থাৎ "আমি" আছি কি না? এইরূপ সংশয় করিয়া কোন ব্যক্তিও আপনাপনি বিবাদ উপস্থিত করে না। সকলেই আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এমন কি—কোন অজ্ঞানী মনুষ্যও আপনার অভাব স্বীকার করে না। যদ্যপি কোন ব্যক্তি আপনার সত্তাসত্ত্বের প্রতি সংশয় করিয়া বিবাদ উপস্থিত করে, তাহাহইলে বা

स्वासत्त्वं तु न कस्मैचिद्रोचते विभ्रमं विना ।
अतएव श्रुतिर्बाधं ब्रूते चासत्त्ववादिनः ॥ २४ ॥
असद्ब्रह्मेति चेद्वेद स्वयमेव भवेदसत् ।
अतोऽस्य माभूद्वेद्यत्वं स्वसत्त्वन्त्वभ्युपेयताम् ॥ २५ ॥

ननु स्वासत्त्ववाद्येव प्रतिवादी भविष्यतीत्याशङ्क्य तथाविधः कोऽपि नास्तीत्याह स्वासत्त्वमिति । भ्रान्तिमेकां विहायान्यस्यां दशायां स्वस्याभावः केनापि नाङ्गीक्रियत इत्यर्थः । कुत एवं निश्चीयत इत्याशङ्क्याह अतएवेति । यतः कस्मैचिन्न रोचते अतएव श्रुतिरसत्त्ववादिनो बाधं ब्रूते ॥ २४ ॥

कथं श्रुतिरित्याकाङ्क्षायाम् असन्नेवेत्यादि सन्दर्शनं ततो विदुरित्यन्ता श्रुतिमर्थतः पठति असद्ब्रह्मेति चेदिति । यदि ब्रह्मासदिति वेद जानीयात् तर्हि स्वयमेव ब्रह्मणोऽसत्त्वज्ञानी असन् भवेत् स्वस्यैव ब्रह्मरूपत्वादित्यर्थः । फलितमाह अतोऽस्येति ॥ २५ ॥

তাহার প্রতিবাদী কে আছে বা হইবে? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপনাকে স্বীকার করে না, তাহাকে নিরস্ত করিবার জন্য কোন ব্যক্তি তাহার সহিত তর্ক করিয়া থাকে? পরন্তু কোন বালকও তাহার সহিত এইরূপ নিরর্থক তর্কে প্রবৃত্ত হয় না ॥ ২৩ ॥

ভ্রমপ্রমাদের অতিশয় ব্যতিরেকে আপনার সত্তাসত্ত্বের প্রতি কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় না। যাহাদিগের বুদ্ধি ভ্রমপ্রমাদের আধিক্যবশত কলুষিত হইয়া গিয়াছে, তাহারাই আমি আছি কি না? এইরূপ সংশয় করিয়া থাকে। এই নিমিত্ত পরমকারুণিক শ্রুতি যাহারা আপনার সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদিগের প্রতি বাধা প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা আপনার সত্তা স্বীকার করে না, তাহাদিগের নিমিত্ত নানাবিধ সদ্যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগের সেই ভ্রমসঙ্কুল বুদ্ধির খণ্ডন করিয়াছেন। এই জগতে এমন একটিও লোক নাই, যিনি আপনার অভাব স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

শ্রুতি যেরূপে অসত্ত্ববাদীদিগের প্রতি বাধা দিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য প্রকটিকৃত হইতেছে। যে ব্যক্তি পরমব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে, অর্থাৎ সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, তাহারা আপনাকেও অসৎ

कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेदीदृक्ता नास्ति तत्र हि ।
यदनीदृगतादृक् च तत् स्वरूपं विनिश्चिनु ॥ २६ ॥
अक्षाणां विषयस्त्वीदृक् परोक्षस्तादृगुच्यते ।
विषयी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥ २७ ॥

इदानीमात्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तुकामस्तस्य वेद्यत्वाभावे कीदृक् स्वरूपमिति प्रश्नमुत्थापयति कीदृक् तर्हीति चेदिति । अयमभिप्रायः आत्मन ईदृक्त्वादिना केनचिद्रूपेण वेद्यत्वाङ्गीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात् तदनङ्गीकारे शून्यत्वमिति । तत्रेदृक्त्वाद्यङ्गीकारे तथैव वेद्यत्वं तत् तु नाङ्गीक्रियत इत्याह ईदृक्ता नास्तीति । उपलक्षणमेतत् तादृक्त्वस्यापि । उभयाभावमेवाह यदनीदृगतादृक् चेति ॥ २६ ॥

न हि प्रसिद्धानीदृशार्थसिद्धिरित्याशङ्क्य ईदृक्तादृक्शब्दयोरर्थमभिदधानस्तद्वाच्यत्वमुपपादयति अक्षाणामिति । प्रत्यक्षस्यैव घटादेरीदृक्शब्दवाच्यत्वं दृष्टं परोक्षस्यैव धर्माधर्मादेस्तादृक्शब्दवाच्यत्वं दृष्टम् । द्रष्टुरात्मनस्तु इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावान्नेदृक्त्वं स्वत्वेनैव परोक्षत्वाभावात् न तादृक्त्वमित्यर्थः ॥ २७ ॥

বলিয়া জানে, অর্থাৎ তাহারা যে স্বয়ং বর্ত্তমান আছে, এইরূপ জ্ঞানও করিতে পারে না। যেহেতু জীবের যে চৈতন্য তাহাও পরমব্রহ্মের স্বরূপ। যদি সেই পরমব্রহ্মের সত্তাই অসিদ্ধ হইল, তবে তাহাদিগের স্বীয় অসত্তাও অবশ্য অস্বীকার করিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

এইক্ষণে পরমাত্মার স্বপ্রকাশকতা প্রতিপাদনমানসে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সেই পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—প্রথম প্রশ্ন এই যে, আত্মার স্বরূপ কি প্রকার? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন যে,—আত্মা "এই প্রকার" বা "সেই প্রকার" কোন বস্তুবিশেষকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া পরমাত্মার-স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। অতএব এইক্ষণে ইহা নিশ্চয় কর, যে যাহা "এইরূপও নহে এবং সেইরূপও নহে" তাহাই পরমাত্মার স্বরূপ; কারণ যে সকল পদার্থ চক্ষুর বিষয়ীভূত অর্থাৎ যে যে বস্তু সাক্ষাৎ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বস্তুকে ঈদৃশ বলা যায় এবং যে সকল পদার্থ অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ বর্ত্তমান নাই, সেই সকল বস্তুকে তাদৃশ বলিয়া থাকে। কিন্তু

अवेद्योऽप्यपरोक्षोऽतः स्वप्रकाशो भवत्ययम्।
सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्यत्रेह ब्रह्मलक्षणम्॥ २८॥
सत्यत्वं बाधराहित्यं जगद्बाधैकसाक्षिणः।

तर्हि शून्यत्वमिति द्वितीयं पक्षं फलप्रदर्शनव्याजेन परिहरति अवेद्योऽपीति। इन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वाभावेऽप्यपरोक्षत्वात् स्वप्रकाश इत्यर्थः। अत्रायं प्रयोगः आत्मा स्वप्रकाशः संवित्कर्मतामन्तरेणापरोक्षत्वात्संवेदनवदिति। न च विशेषणासिद्धो हेतुः आत्मनः संवित्कर्मत्वे कर्मकर्तृभावविरोधप्रसङ्गात्। स्वरूपेण कर्तृत्वं विशिष्टरूपेण कर्मत्वमविरोध इति चेन्न गमनक्रियायामप्येकस्यैव स्वरूपेणैव कर्तृत्वं विशिष्टरूपेणैव कर्मत्वमित्यतिप्रसङ्गात्। न च साधनविकलो दृष्टान्तः संवेदनस्य संवेदनान्तरवेद्यतायामनवस्थानादिति। ननु, आत्मनः स्वप्रकाशत्वे सिद्धेऽपि ब्रह्मणो लक्षणाभावान्न ब्रह्मत्वसिद्धिरित्याशङ्क्य तल्लक्षणं तत्र योजयति सत्यं ज्ञानमिति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति श्रुत्या यद् ब्रह्मणो लक्षणमुक्तं तदिहात्मनि विद्यत इत्यर्थः॥ २८॥

आत्मनः सत्यत्वोपपादनाय तावत् सत्यस्य लक्षणमाह सत्यत्वं बाधराहित्यमिति। बाधशून्यत्वं सत्यत्वं सत्यमबाध्यं बाध्यं मिथ्या इति तद्विवेकस्य पूर्वाचार्यैरुक्तत्वात्। अस्तु प्रकृते

পরমাত্মা জ্ঞানস্বরূপ, তিনি কাহারও চক্ষুর বিষয়ীভূত নহেন এবং অপ্রত্যক্ষও নহেন; সুতরাং তাঁহাকে ঈদৃশ বা তাদৃশরূপে নির্ণয় করা যায় না। তিনি নিত্য প্রত্যক্ষ চৈতন্যময় স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ॥ ২৬-২৭॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত যুক্তিসমূহদ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, আত্মা অবেদ্য হইয়াও নিত্যপ্রত্যক্ষ, অর্থাৎ তিনি চক্ষুঃপ্রভৃতি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হন না, তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না, কর্ণদ্বারা শুনিতে পায় না এবং হস্তাদিদ্বারা ধরিতেও পারে না, তিনি স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে যুক্তিদ্বারা তাঁহার নিত্য প্রত্যক্ষতা প্রমাণীকৃত হইয়াছে, সেই যুক্তিদ্বারাই তাঁহার স্বয়ং প্রকাশকতা স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু শ্রুতিতে যে সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ পরমব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তদনুসারে আত্মাকেও তৎস্বরূপ স্বীকার করা যায়॥ ২৮॥

এইরূপে সত্যত্বের লক্ষণ নির্দ্দেশপুরঃসর পরমাত্মার সত্যস্বরূপের নিরূপণ

बाधः किंसाक्षिको ब्रूहि न त्वसाक्षिक इष्यते ॥ २९ ॥

अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तं शिष्यते वियत् ।

शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत् तदेव तत् ॥ ३० ॥

किमायातमित्यत आह जगद्बाधैकसाक्षित्वेति । जगतः स्थूलसूक्ष्मशरीरादिलक्षणस्य यो बाधः सुप्तिमूर्च्छासमाधिषु अविद्यमानता तत्साक्षित्वेनैव वर्तमानस्यात्मनो बाधः किंसाक्षिकः कः साक्षी यस्य बाधस्यासौ किंसाक्षिकः न कोऽपि साक्षी विद्यत इत्यर्थः । असाक्षिकोऽप्यात्मबाधः किं न स्यादित्याशङ्क्याह नत्वसाक्षिक इति । साक्षिरहितो बाधो नाभ्युपगन्तव्योऽव्यवस्थाप्रसङ्गादिति भावः ॥ २९ ॥

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति अपनीतेष्विति । मूर्तेषु गृहादिगतेषु घटादिष्वपनीतेषु गृहादिभ्यो निःसारितेषु सत्सु यथापनेतुमशक्यं नभ एवावशिष्यते एवं स्वव्यतिरिक्तेषु मूर्तामूर्तेषु देहेन्द्रियादिषु निराकर्तुं शक्येषु नेति नेति इत्यादिश्रुत्या निराकृतेषु सत्सु अन्तेऽवसाने सर्वनिराकरणसाक्षित्वेन यो बोधोऽवशिष्यते स एव बाधरहित आत्मेत्यर्थः ॥ ३० ॥

করিতেছেন।—যাঁহার স্বরূপের কখন ধ্বংস বা অন্যথাভাব হয় না, অথচ সর্ব্বদা একরূপ থাকে, তাঁহাকে সত্য বলা যায়। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিলয়-প্রাপ্ত হইলেও যিনি কেবল একমাত্র সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি জ্ঞানস্বরূপ নিত্য পরমাত্মা, তাঁহার কখনও বিনাশের সম্ভব হয় না। ॥ ২৯ ॥

যেমন জগতের যাবতীয় মূর্ত্তিমান পদার্থ বিনাশ পাইলে কেবল আকাশ-মাত্র অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ আকাশাদি সমুদায় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া গেলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলা যায়। গৃহাদির মধ্য-গত ঘটাদি যাবতীয় পদার্থ অপসারিত করিলেও সেই গৃহের অভ্যন্তরস্থ শূন্যস্বরূপ আকাশকে যেরূপে কেহ বিদূরিত করিতে পারে না, কেবল আকা-শই বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু সেই আকাশাদি নিখিল পদার্থকে তন্ন তন্নরূপে নিরাকৃত করিলেও সকলের অবসানে যে সর্ব্বনিরাকরণ সাক্ষিস্বরূপে জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই ॥ ৩০ ॥

सर्वबाधे न किञ्चिच्चेद्यन्न किञ्चित्तदेव तत्।
भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्ति हि॥ ३१॥
अत एव श्रुतिर्बाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः।

ननु प्रतीयमानस्य सर्वस्यापि निषेधे किञ्चिन्नावशिष्यते अतः कथं शिष्यते यत् तदेव तदित्यवशिष्टस्यात्मत्वमुच्यत इति शङ्कते सर्वबाधे न किञ्चिच्चेदिति। न किञ्चिदवशिष्यत इति वदतापि त्वया प्रतीयमानसर्वाभावविषयकं ज्ञानमवश्यमभ्युपेतव्यमतस्तदेवास्मदभिमतात्मस्वरूपमित्यभिप्रायेण परिहरति यन्न किञ्चिदिति। न किञ्चिदिति शब्देन यत् तत्त्वमुच्यते तदेव ब्रह्म इत्यर्थः। ननु न किञ्चिदित्यभाववाचकेन न किञ्चिच्छब्देन कथं चैतन्यमुच्यत इत्याशङ्क्य बाधकावधिसाक्षिणोऽवश्यमभ्युपेयत्वात् अभिधायकशब्देष्वेव विप्रतिपत्तिर्नाभिधेय इति परिहरति भाषा एवात्र भिद्यन्त इति। अत्र बाधसाक्षिणि प्रत्यगात्मनि भाषा एव न किञ्चित् साक्षीत्यादिशब्दा एव भिद्यन्ते निर्बाधं बाधरहितं साक्षिचैतन्यन्तु विद्यत एवेत्यर्थः॥ ३१॥

उक्तमर्थं श्रुत्या दृढं करोति अतएव श्रुतिर्बाध्यमिति। यतः साक्षिचैतन्यमबाध्यम्

যদি বল, জগতের প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সকল বিনষ্ট হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। প্রলয়কালে জগতের সমুদায় পদার্থই বিনষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং পরমাত্মারও বিনাশ হইয়া থাকে, ইহাই কেবল প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তুমি যে বলিলে "জগতের সমুদায় পদার্থ বিনাশ পাইলে যে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই পরমাত্মা বলা যায়" এই কথা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে পারে? এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই,—তুমি যাহাকে "কিছুই থাকে না বল," আমি সেই তোমার অনির্দ্দেশ্য অনির্দ্দেশ্য বস্তুকে পরমাত্মা বলিয়া থাকি। সুতরাং এইক্ষণ তোমার ও আমার মতের প্রভেদ রহিল না, কেবল ভাষার বিভিন্নতামাত্র দৃষ্ট হয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মতেই জগদ্বিনাশাবশিষ্ট এবং একমাত্র অলক্ষ্যবস্তুই সমান রহিল। তুমি বলিলে জগদ্বিনাশাবশিষ্ট, আমি বলিলাম পরমাত্মা। কিন্তু শব্দদ্বয়ের প্রতিপাদ্য একই বস্তু; সুতরাং আর কোন বিবাদ রহিল না॥ ৩১॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বে যে সকল সদ্যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল যুক্তির প্রামাণ্যার্থ শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময়

स एष नेति नेत्यात्मेत्यतद्व्यावृत्तिरूपतः ॥ २१ ॥
इदं रूपन्तु यद् यावत् तत् त्यक्तुं शक्यतेऽखिलम् ।
अशक्यो ह्यनिदं रूपः स आत्मा बाधवर्जितः ॥ २२ ॥

अतएव नेति नेत्यात्मेति श्रुतिरतद्व्यावृत्तिरूपतोऽनात्मपदार्थनिराकरणद्वारेण बाध्यं निराकरणयोग्यं सर्वमनात्मवस्तुजातं बाधित्वा निराकृत्य अदो निराकर्त्तुमशक्यं प्रत्यक्स्वरूपं शेषयति अवशेषयतीत्यर्थः ॥ २१ ॥

नेति नेति इति श्रुतिर्बाधयोग्यं बाधित्वा बाधितुमशक्यम् अवशेषयतीत्युक्तं तत्र कीदृश-मशक्यमिति विवक्षायां तदुभयं विभज्य दर्शयति इदं रूपन्त्विति। इदमितीत्थं रूपं दृश्य-त्वेनानुभूयमानं स्वरूपं यस्य देहादेस्तदिदं रूपं तुशब्दोऽवधारणे यद् यावदिति पदद्वयं सर्व्व-दृश्योपसंग्रहार्थम् एवञ्च सति यद् दृश्यं तदखिलं त्यक्तुं शक्यत एवेत्यर्थः अनिदं रूपः प्रत्यक्-त्वेन इदन्तयावगन्तुमयोग्यः साक्षी अशक्यस्त्यक्तुमित्यर्थः। हीति निपातेन प्रसिद्धिद्योतकेन त्यक्तुः स्वरूपत्वेन त्यागायोग्यतां सूचयति। फलितमाह स आत्मा बाधवर्जित इति। यो बाधरहितः साक्षी स एवात्मा नाहङ्कारादिरित्यर्थः ॥ २२ ॥

আত্মার অভাব সম্ভব নাই, এই নিমিত্ত পরমকারুণিক জগৎহিতৈষী শ্রুতি জগতের বিনশ্বরপদার্থ সমুদায়ের বিনাশ স্বীকার করিয়া প্রত্যক্ষীভূত যাবতীয় পদার্থ হইতে বিভিন্ন নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা জগতের সমুদায় বস্তুর ধ্বংস হইলেও বিনষ্ট হন না, এইরূপ বলিয়া নাশাবশিষ্ট রূপে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাঁহাকেই পরমাত্মা নিরূপণ করিয়াছেন। সেই শ্রুতি তন্ন তন্নরূপে জগতের যাবতীয় পদার্থকে নিরাস করিয়া নিত্য জ্ঞানময় পরমাত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, যে পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, তিনিই পরমাত্মা ॥ ৩২ ॥

পরমকারুণিক ভুবনহিতৈষী শ্রুতি পুরোবর্ত্তী নির্দ্দিশ্যমান প্রত্যক্ষীভূত পদার্থ সকলকে বিনশ্বর ও অনিত্যরূপে প্রতিপাদন করিয়া সেই সকল পদার্থকে তন্নতন্নরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, অর্থাৎ সেই সকল কোন বস্তুই যে পরমাত্মা নহে, ইহাই প্রমাণীকৃত করিয়াছেন এবং যাঁহাকে কোনরূপেও নির্দ্দেশ করা যায় না, সেই অবিনশ্বর নিত্য অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাকে

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বন্তু পুরোদিতম্ ।
স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ২৪ ॥
ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ ।

ননু আত্মনোঽবাধ্যত্বং প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ সিদ্ধং ব্রহ্মণীতি । ব্রহ্মণি ব্রহ্ম-
তত্ত্বে যৎ সত্যত্বমভিহিতং তদাত্মনি সিদ্ধম্ । ভবতু সত্যত্বং জ্ঞানত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ
তৎ পূর্ব্বমেব উপপাদিতমিত্যাহ জ্ঞানত্বন্তু পুরোদিতমিতি । স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে
নানুভাব্যতেত্যাদিবচনৈঃ জ্ঞানরূপত্বং পূর্ব্বমেবাভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥
ননু সত্যত্বজ্ঞানত্বয়োরাত্মনি সিদ্ধত্বেঽপ্যানন্ত্যং ন ঘটতে ব্রহ্মণ্যপি তদসিদ্ধেঃ ইত্যাশঙ্ক্য
ব্রহ্মণি তাবৎ তৎ সাধয়তি ন ব্যাপিত্বাদিতি নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্ আকাশবৎ
সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্ ইদং সর্বং যদয়মাত্মা, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,

---

বিনাশ্য জগৎ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং
এই অখিল জগতের বিনাশ হইলেও সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার
বিনাশ হয় না ॥ ৩৩ ॥
পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকে সেই পরমাত্মার জ্ঞানস্বরূপত্ব সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন
হইয়াছে, ইদানীং বিবিধ সদ্যুক্তিদ্বারা সেই পরমাত্মার সত্যস্বরূপত্ব সিদ্ধ
হইল। পূর্ব্বোক্ত ত্রয়োদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে,—"সেই পরমাত্মা
স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তাঁহার প্রকাশক আর কোন পদার্থ নাই" ॥৩৪॥
পরমাত্মার স্বরূপের নিত্যত্ব এবং সত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া শ্রুতিবাক্যের
প্রমাণদ্বারা সেই আত্মস্বরূপের অপরিচ্ছিন্নত্ব অর্থাৎ দেশ, কাল অথবা কোন
বস্তুদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না, ইহাই প্রমাণীকৃত করি-
তেছেন।—তিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং পরমাত্মা অমুকদেশে বা অমুকস্থানে
আছেন, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান অসম্ভব। অতএব তাঁহাকে দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ
করা যাইতে পারে না। সেই পরমাত্মা নিত্য সর্ব্বকালব্যাপী, কোনকালেও
অভাব নাই, সুতরাং কালদ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ করা যায় না। যে বস্তু
একক্ষালে বর্ত্তমান থাকে এবং কালান্তরে যাহার অভাব হয়, সেই বস্তুকে
কালদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায়। কিন্তু যিনি অনন্তকাল একরূপে নিত্য

न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्यादानन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥ ३५ ॥
देशकालान्यवस्तूनां कल्पितत्वाच्च मायया ।
न देशादिकृतोऽन्तोऽस्ति ब्रह्मानन्त्यं स्फुटन्ततः ॥ ३६ ॥
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत् ब्रह्म तद्वस्तु तस्य तत् ।

ब्रह्मैवेदं सर्व्वम्, इत्यादिश्रुतिषु व्यापित्वनित्यत्वसार्व्वात्म्यप्रतिपादनात् ब्रह्मणस्त्रिविधमप्यानन्त्यं देशकालवस्तुकृतपरिच्छेदराहित्यम् अभ्युपेतव्यमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

न केवलं श्रुतितः किन्तु युक्तितोऽपीत्याह देशकालान्यवस्तूनामिति। परिच्छेदहेतूनां देशकालान्यवस्तूनां मायाकल्पितत्वाच्च, गन्धर्व्वनगरादिभिर्गगनस्येव न देशादिभिः कृतः पारमार्थिकः परिच्छेदो ब्रह्मणि सम्भवति यतः अतो ब्रह्मण आनन्त्यं तावद् व्यक्तमेव। तद्वत् सत्यमात्मा ब्रह्मैव ब्रह्मात्मैवात्र ह्येवाविचिकित्स्यमिति ओं सत्यम् आत्मैव नृसिंहदेवो ब्रह्म भवति अयमात्मा ब्रह्म इत्यादिभिरात्मनो ब्रह्माभेदप्रतिपादनात् तस्याप्यानन्त्यं सिद्धमिति तात्पर्य्यम् ॥ ३६ ॥

ननु जडस्य जगतो ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मणः परिच्छेदकत्वाभावेऽपि चेतनयोर्जीवेश्वरयोस्तदसम्भवात् तत्कृतपरिच्छेदवत्त्वेनानन्त्यं ब्रह्मणो न संगच्छते इत्याशङ्क्य तयोरप्यो

অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার কালদ্বারা পরিচ্ছেদ সম্ভব হয় না। আর যিনি জগন্ময় অর্থাৎ সর্ব্ববস্তুস্বরূপ, তাঁহাকে কি কোন বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায়?—পরমাত্মা দেশ, কাল ও বস্তু পরিবর্জ্জিত অনন্তস্বরূপ ॥ ৩৫ ॥

কেবল শ্রুতিবাক্যের প্রমাণদ্বারাই যে সেই পরমাত্মস্বরূপ পরংব্রহ্মের অনন্তস্বরূপত্ব ও নিত্যসত্যজ্ঞানরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এমত নহে। বিবিধ সদ্যুক্তিদ্বারাও সেই পরমাত্মার অনন্তস্বরূপত্ব প্রমাণীকৃত হইতেছে। যেহেতু সেই অদ্বিতীয় সনাতন সচ্চিদানন্দের মায়াদ্বারা কল্পিত দেশ, কাল বা বস্তুকর্ত্তৃক তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছেদ করা যায় না। অতএব তিনি যে অনন্তরূপী ও ইয়ত্তাশূন্য তাহার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, যিনি দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, তাঁহার অনন্তস্বরূপত্ব সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৬ ॥

জগতের যাবতীয় জড়পদার্থদ্বারা সৎস্বরূপ পরমাত্মা পরমব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইরূপ চৈতন্যবিশিষ্ট ঈশ্বর বা

ঈশ্বরত্বন্তু জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥ ৩৭ ॥
শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা ।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু ॥ ৩৮ ॥

পাধিকল্পিতত্বেন পারমার্থিকত্বাভাবাৎ ন তয়োরপি বাস্তবপরিচ্ছেদহেতুত্বম্ ইত্যভিপ্রায়েণাহ ঈশ্বরত্বমিতি। যৎ সত্যাদিরূপং ব্রহ্ম তৎ বস্তু তদেব পারমার্থিকং তস্য ব্রহ্মণো অঙ্গীকারসিদ্ধমীশ্বরত্বং জীবত্বঞ্চ তদ্বৎ বক্ষ্যমাণোপাধিদ্বয়েন কল্পিতম্ অতঃ কল্পিতত্বাদেব ঘটবৎ জীবেশ্বরয়োরপি তৎ পরিচ্ছেদকত্বাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং তদুপাধিকল্পিতমিত্যাকাঙ্ক্ষয়া তদুভয়ং ক্রমেণ নির্দর্শয়িষুরাদাবীশ্বরোপাধিভূতাং শক্তিং নিরূপয়তি শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিদিতি। ঐশ্বরী ঈশ্বরস্যোপাধিতয়া ঈশ্বরসম্বন্ধিনী কাচিৎ সদসত্ত্বাদিভীরূপৈর্নির্ব্বক্তুমশক্যা সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা সর্ব্বেষামন্তর্যামিব্রাহ্মণোক্তানাং পৃথিব্যাদীনাং নিয়ম্যবস্তূনাং নিয়মনকর্ত্রী শক্তিরস্তি। সা কুত্র তিষ্ঠতি কুতো বা নোপলভ্যতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ আনন্দময়মিতি। আনন্দময়াদিষু ব্রহ্মাণ্ডান্তেষু সর্ব্বেষু বস্তুষু গূঢ়া বর্ত্ততে অতো নোপলভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

জীবের অবয়বদ্বারাও যে সেই সচ্চিদানন্দ অনন্তরূপী সনাতন পরমব্রহ্মের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্বিষয়ের প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব এই উভয়ই উপাধিদ্বয়ে কল্পিত হইয়াছে, কোন কল্পিত বস্তুদ্বারা সেই পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু ঈশ্বর বা জীবের যে স্বরূপ চৈতন্য, তাহাও ব্রহ্মচৈতন্য হইতে বিভিন্ন নহে; সুতরাং সেই চৈতন্যদ্বারাও পরমাত্মার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। সেই পরমাত্মা পরমব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকারেই অপরিচ্ছিন্ন হইলেন, অতএব কোনপ্রকারেও তাঁহার স্বরূপের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যে দ্বিবিধ উপাধিদ্বারা ঈশ্বরত্ব ও জীবত্ব পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই উভয় উপাধি নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ঈশ্বরের উপাধি নিরূপণ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বান্তর্যামী, সেই ঈশ্বরের উপাধি পরমব্রহ্মের কোন শক্তিবিশেষ; সেই ব্রহ্মশক্তি আনন্দময়াদি সমুদয় পদার্থেই গুপ্তভাবে রহিয়াছে। সেই শক্তি অনির্ব্বচনীয়, কেহ তাঁহাকে বাক্যদ্বার

वस्तुधर्मा नियम्येरन् शक्त्या नैव यदा तदा ।
अन्योन्यधर्मसाङ्कर्याद् विप्लवेत जगत् खलु ॥ ३९ ॥
चिच्छायावेशतः शक्तिश्चेतनेव विभाति सा ।
तच्छक्त्युपाधिसंयोगाद् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत् ॥ ४० ॥

नियमेनानुपलभ्यमानायास्तस्याः असत्त्वमेव किं न स्यादित्याशङ्क्य जगन्नियमनान्यथानुपपत्त्या सास्त्यभ्युपेया, इत्याह वस्तुधर्मा इति। वस्तूनां पृथिव्यादीनां धर्माः काठिन्यद्रवत्वादयो यदा शक्त्या न व्यवस्थाप्यन्ते तदा तेषां धर्माणां साङ्कर्यात् विमिश्रणेनैकत्वावस्थानात् जगद्विप्लवेतानियतव्यवहारविषयं प्राप्नुयादित्यर्थः खल्विति प्रसिद्धिं द्योतयति ॥ ३९ ॥

ननु जडायाः अस्या जगन्नियामकत्वं न युज्यते इत्याशङ्क्याह चिच्छायावेशत इति। सा शक्तिश्चिच्छायावेशतः चिदाभासप्रवेशाच्चेतनेव चेतनत्वमापन्नेव विभाति प्रतीयते अतो ऽस्या नियामकत्वं घटत इति भावः। अस्तु प्रकृते किमायातमित्यत आह तच्छक्तीति। सा चासौ शक्तिश्चेति कर्मधारयः सैवोपाधिस्तेन संयोगः सम्बन्धः तस्मात् ब्रह्मैव सत्यादिलक्षणमीश्वरतां सर्वज्ञत्वादिधर्मयोगितां व्रजेत् प्राप्नुयादित्यर्थः ॥ ४० ॥

প্রকাশ করিতে পারে না। সেই শক্তিদ্বারাই এই অনন্ত জগতে পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় বস্তু নিয়মিত রহিয়াছে। ঐ শক্তি কোনস্থলে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কোন স্থলে বা অনুভূত হয় না ॥ ৩৮ ॥

জগদীশ্বরের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিদ্বারা এই অনাদি জগৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যদি উক্ত শক্তিদ্বারা জগতের যাবতীয় পদার্থ সংযত না থাকিত, তবে পদার্থ সকলের সাঙ্কর্য্য হইয়া অর্থাৎ পদার্থ সকল অনিয়তরূপে মিলিত হইয়া জগতের বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া উঠিত। দ্রবত্ব কাঠিন্যাদি ধর্ম্ম সকল সেই অনন্তশক্তির শক্তিদ্বারা নিয়ত থাকিয়া কার্য্য করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

সচ্চিদানন্দময় সনাতন পরমব্রহ্মের সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তি কেবল তাঁহারই অধিষ্ঠানবশতঃ চেতনাবৎ হয়। সেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কোন শক্তি কার্য্যকারিকা হইতে পারে না। অতএব কেবল সেই শক্তিই যে এই জগতের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে, ইহা সম্ভব হইতে পারে না। সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিরূপ উপাধির সংযোগবশতঃ স্বয়ং পরব্রহ্মের চৈতন্যই

कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवताम् ।
पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति ॥ ४१ ॥
पुत्रादेरविवक्षायां न पिता न पितामहः ।

जीवत्वोपाधिभूतानां कोशानां प्रागेवाभिहितत्वात् तन्निमित्तं जीवत्वमिदानीम् आह कोशोपाधीति । कोश एवोपाधिः कोशोपाधिः तद्विवक्षायां मध्यालोचनायां क्रियमाणायां ब्रह्मैव सत्यादिलक्षणमेव जीवतां जीवव्यवहारविषयतां गच्छति । ननु एकस्यैव विरुद्धधर्मद्वययोगित्वं युगपत् न क्वापि दृष्टमित्याशङ्क्याह पिता पितामहश्चैक इति । यथा एक एव देवदत्तः एकदैव पुत्रं प्रति पिता भवति पौत्रं प्रति पितामहः एवं ब्रह्म कोशोपाधिविवक्षायां जीवो भवति अन्युपाधिविवक्षायाम् ईश्वरो भवतीत्यर्थः ॥ ४१ ॥

वस्तुतस्तु जीवत्वमीश्वरत्वं वा ब्रह्मणो नास्तीत्येतत् सदृष्टान्तमाह पुत्रादेरिति ॥ ४२ ॥

ঈশ্বররূপে প্রকাশ পান, অর্থাৎ সেই ব্রহ্মচৈতন্য যখন নিরুপাধিক হন, তখন তাঁহাকে পরমব্রহ্ম বলা যায় এবং যখন তিনি মায়াশক্তিরূপ উপাধি-বিশিষ্ট হন, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

জীবত্বের উপাধিস্বরূপ পঞ্চকোষ বিবরণ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পঞ্চকোষনিমিত্ত জীবসংজ্ঞা কথিত হইতেছে। সেই পরম ব্রহ্মই পঞ্চকোষাপেক্ষায় জীব বলিয়া অভিহিত হন, অর্থাৎ যৎকালে পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম পঞ্চকোষাশ্রিত হন, তখনই তাঁহাকে জীব বলিয়া থাকে। লৌকিক ব্যবহারেও এই বিষয়ের প্রমাণ দৃষ্ট হয়, যেমন এক ব্যক্তি তাহার পুত্র অপেক্ষায় পিতা হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার কালান্তরে সেই ব্যক্তিই তাহার পৌত্রাপেক্ষায় অমুকের পিতামহ বলিয়া পরিচিত হন, সেইরূপ পঞ্চকোষরূপ উপাধিবিশিষ্ট হইলেই সেই পরমাত্মাকে জীব বলা যায় ॥ ৪১ ॥

যখন সেই পিতা ও পিতামহরূপে পরিচিত ব্যক্তির পুত্র ও পৌত্রের অভাব হয়, তখন আর যেমন সেই ব্যক্তিকে পিতা বা পিতামহ কিছুই বলা যায় না। সেইরূপ একই পরমব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ মায়া শক্তির উপাধি দ্বারা ঈশ্বর এবং পঞ্চকোষরূপ উপাধি দ্বারা জীবশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। আর যখন পূর্ব্বোক্ত উপাধির অভাব হয়, তখন তিনি কেবল একমাত্র নিরুপাধি চৈতন্যময় পরম ব্রহ্মই থাকেন ॥ ৪২ ॥

तदवेद्यो नापि जीवः प्रतिकोशाविवर्जिते ॥ ४२ ॥
य एवं ब्रह्म वेदैष ब्रह्मैव भवति स्वयम् ।
ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥ ४३ ॥

इति पञ्चकोषविवेको नाम तृतीयः परिच्छेदः ॥

इदानीमुक्तस्य ज्ञानस्य फलमाह य एवं ब्रह्मेति । यः साधनसम्पन्न एवमुक्तप्रकारेण पञ्चकोषविवेकपुरःसरं ब्रह्म प्रत्यगभिन्नं सत्यादिलक्षणं वेद साक्षात् करोति एषः स्वयं ब्रह्मैव भवति, स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादि श्रुतिभ्यः । ततोऽपि किमित्यत आह ब्रह्मणो नास्तीति । न जायते म्रियते वा विपश्चिदित्यादि श्रुतेर्ब्रह्मणस्तावज्जन्म नास्ति अतएव विद्वानपि स्वात्मनस्तद्रूपत्वावगमात् नैव जायते न स पुनरावर्त्तते इति श्रुतेरिति सिद्धम् ॥ ४३ ॥

इति पञ्चकोषविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোষ বিচার দ্বারা যে ব্যক্তি সচ্চিদানন্দ-ময় পরমাত্মা পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন, সেই ব্যক্তি পরমানন্দ লাভ করিয়া নিয়ত অনির্ব্বচনীয় সুখভোগ করিতে থাকেন। তাঁহার সেই সুখের কদাচ অবসান হয় না এবং তাঁহাকে আর এই অনিত্য সংসারেও জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না। যিনি সনাতন সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপিতা পরমব্রহ্মকে তদ্গত চিত্তে নিয়ত ধ্যান করেন, তাঁহার আর অসার সংসার-মায়ায় বিমোহিত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারযাতনা ভোগ করিতে বারম্বার ভবসংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, তিনি মুক্তিপদ লাভ করিয়া নিয়ত পরম ধামে নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন ॥৪৩॥

ইতি পঞ্চকোষবিবেক সমাপ্ত ॥

द्वैतविवेको नाम

चतुर्थः परिच्छेदः ।

ईश्वरेणापि जीवेन सृष्टं द्वैतं विविच्यते ।
विवेके सति जीवेन हेयो बन्धः स्फुटीभवेत् ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
मया द्वैतविवेकस्य क्रियते पदयोजना ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणायाभिलषितदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलमाचरन् अस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् शास्त्रीयमेवानुबन्धचतुष्टयं सिद्धवत्कृत्य ग्रन्थारम्भं प्रतिजानीते ईश्वरेणापीति । ईश्वरेण कारणोपाधिकेनान्तर्यामिना जीवेनापि कार्य्योपाधिनाहंप्रत्ययिना च सृष्टमुत्पादितं द्वैतं जगत् विविच्यते विभज्य प्रदर्श्यते । अस्य द्वैतविवेचनस्य काकदन्तपरीक्षावत् निष्प्रयोजनत्वं वारयति विवेके सतीति । विवेके जीवेश्वरसृष्टयोरेतयोर्द्वैतयोर्विवेचने कृते सति जीवेन पूर्वोक्तेन हेयः परित्याज्यो बन्धो बन्धहेतुः द्वैतं स्फुटीभवेत् अयत्ना गच्छेत् एतावत् जीवेन हेयमिति निर्णीयत इत्यर्थः ॥ १ ॥

এই অপরিসীম জগৎকে জগদীশ্বর সৃষ্টিকরিয়াছেন এবং জীবগণ নানা প্রকারে পরিকল্পনা করিয়া ব্যবহার করিতেছে। সুতরাং এই জগৎ ঈশ্বর-কর্তৃক সৃষ্ট ও জীবকর্তৃক পরিকল্পিত এই উভয় রূপে প্রতিপন্ন হইল। এইক্ষণ সেই অনন্ত জগতের ঈশ্বরসৃষ্টত্ব ও জীবকল্পিতত্ব এই উভয় প্রকারে অসীম বিশ্বের দ্বৈবিধ্য নিরূপণ করিতেছেন।—জগতের দ্বৈবিধ্য বিবেচনার ফল এইযে—জীবগণ এই দ্বিবিধ জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যে বিবেচনা দ্বারা যে সকল বস্তু পরিত্যাজ্য ও নিষ্প্রয়োজন বোধ করে, তাহাই তাহারা পরিত্যাগ করে। পরন্তু ঐ বিবেচনা দ্বারা যে সকল বিষয় তাহাদিগের পরিত্যাজ্য বোধ হয়, তাহা অনায়াসেই স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রকাশিত হইলে, তাহা অবগত হইয়া পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। অতএব এই জগৎ ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট ও জীবগণ কর্তৃক পরিকল্পিত ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১ ॥

মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২ ॥
আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঐক্ষত সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৩ ॥

ননু অদৃষ্টদ্বারা জীবানামেব জগদ্ধেতুত্বং বাদিনো বর্ণয়ন্তি অতঃ কথমীশ্বরস্রষ্টৃত্বং জগত উচ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য বহুশ্রুতিবিরোধান্নেদং চোদ্যমুত্থাপয়িতুমর্হতীত্যভিপ্রায়েণ শ্বেতাশ্বতরবাক্যন্তাবদুর্দাহরতি পঠতি মায়ান্ত্বিতি। মায়োপাধিকমীশ্বরং প্রকৃত্য জগৎস্রষ্টৃত্বং শ্বেতাশ্বতরশাখিনো বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্যমর্থতোঽনুসংক্রামতি, আত্মা বা ইতি। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি স ইমান্ লোকানসৃজতেত্যনেন বাক্যেনাদ্বিতীয়স্য পরমাত্মন এব জগতঃ স্রষ্টৃত্বং বহ্বৃচাঃ ঋক্শাখাধ্যায়িনঃ আহুঃ ॥ ৩ ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সুস্পষ্ট প্রকাশিত আছে যে, ঈশ্বরের যে মায়াশক্তি তাহাকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং সেই মায়াশক্তি রূপ উপাধি বিশিষ্ট চৈতন্য স্বরূপকে ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান করিবে। সেই মায়াশক্তি রূপ উপাধি বিশিষ্ট ঈশ্বর এই অপরিসীম সচরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ভিন্ন এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা আর কেহই নাই। এই সকল বিষয় বহুবিধ শ্রুতিপ্রমাণে প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যাহারা অদৃষ্টবশতঃ জীবের জগৎ কারণত্ব স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল; কেবল ঈশ্বরই এই অনন্ত সচরাচর জগতের অদ্বিতীয় কর্ত্তা ॥ ২ ॥

ঋগ্বেদশাখাধ্যায়ী বিদ্বদ্বৃন্দ বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরমাত্মা পরমপুরুষ পরমেশ্বরই বিদ্যমান ছিলেন, তৎকালে আর কিছুই ছিল না, সেই সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় জগৎ-স্বামী পরমেশ্বর মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব। সেই জগৎ কর্ত্তার এইরূপ সঙ্কল্প মাত্রই এই সমস্ত লোক সৃষ্ট হইল। ঐতরেয়োপনিষদ্বাক্যে এইরূপ প্রমাণীকৃত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

খবায়ুগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ॥ ৪॥
বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।
তপস্তপ্ত্বাঽসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ॥ ৫॥
ইদমগ্রে সদেবাসীদ্ বহুত্বায় তদৈক্ষত।

ঈশ্বরস্য জগৎকারণত্বে তৈত্তিরীয়শ্রুতিরপি প্রমাণম্ ইত্যভিপ্রেত্য তদ্বাক্যমর্থতঃ পঠতি খবায়্বিতি শ্লোকদ্বয়েন॥ ৪॥

বহু স্যামিতি। নিত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম ইত্যুপক্রম্য তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা অন্নাৎ পুরুষ ইত্যন্তেন বাক্যেন গুহাহিতত্বেন প্রত্যগভিন্নাৎ ব্রহ্মণঃ আকাশাদিদেহপর্য্যন্তং জগদুৎপন্নম্ ইত্যভিধায় উপরিষ্টাদপি সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চেতি বাক্যেন তস্যৈব ব্রহ্মণো জগৎসর্জ্জনীক্ষাপূর্ব্বকপর্য্যালোচনেন জগৎস্রষ্টৃত্বং তৈত্তিরিরাহেত্যর্থঃ॥ ৫॥

ছান্দোগ্যেঽপি জগৎস্রষ্টৃত্বং ব্রহ্মণ এব শ্রুতমিত্যাহ ইদমগ্র ইতি। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিতি সদ্রূপমদ্বিতীয়ং ব্রহ্মোপক্রম্য তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তৎ

তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি এবং অন্ন যথাক্রমে এই সকল পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছিল। সুতরাং ইহাতে জগদীশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে॥ ৪॥

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আরও ব্যক্ত আছে যে, জগৎ কর্ত্তা এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন যে, আমি প্রজাসকল সৃষ্টি করিয়া বহুরূপে এই জগতে পরিব্যাপ্ত হইব। এই নিমিত্ত তিনি সঙ্কল্পরূপ তপস্যার বলে এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব জগদীশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সর্ব্ববাদিসিদ্ধ হইল॥ ৫॥

সামবেদীয়-ছান্দোগ্যোপনিষদেও ঈশ্বরের জগৎকর্ত্তৃত্ব সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে। উক্ত উপনিষদে উক্ত আছে যে, এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সৎস্বরূপ পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন।

তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সৃজন্তীতি চ সামগাঃ ॥ ৬ ॥
বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্যন্তোঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্বণিকী শ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥
জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ব্যাক্রিয়তেঽধুনা।
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটাঃ।

তেজোঽসৃজত ইত্যাদিনা তস্যৈবেক্ষণপূর্ব্বকং তেজোঽবন্নসৃষ্টিং অভিধায় তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জমিত্যাদিনা অণ্ডজাদিশরীরনির্ম্মাণঞ্চ সামগা বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মুণ্ডকোপনিষদ্যপি তদিদং সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাস্তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তীত্যক্ষরশব্দবাচ্যাদ্ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়ত ইত্যাহ বিস্ফুলিঙ্গা যথেতি ॥ ৭ ॥

এবং বৃহদারণ্যকেঽপ্যব্যাকৃতশব্দবাচ্যাৎ ব্রহ্মণো নামরূপাত্মকং জগদুৎপন্নমিতি শ্রুতমিত্যাহ জগদব্যাকৃতমিতি। তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপমিতি বাক্যেন সৃষ্টেঃ পুরা অস্পষ্টনামরূপত্বে নাব্যাকৃতশব্দবাচ্যাৎ মায়োপাধিকাৎ ব্রহ্মণো নামরূপস্পষ্টীকরণলক্ষণা সৃষ্টিকৃতা তয়োর্নামরূপয়োর্বিরাড়াদিষু স্থূল-

---

তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, নানাপ্রকারে জগৎ উৎপন্ন হউক; তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের সেই সঙ্কল্পবলে বিবিধ জীব সমুৎপন্ন হইল ॥ ৬ ॥

অথর্ব্ববেদীয়-মণ্ডুক উপনিষদে ব্যক্ত আছে যে, যেমন প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ অর্থাৎ সহস্র সহস্র অগ্নিকণা সমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ একমাত্র সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্ম হইতে অনন্তরূপী সচেতন জীব ও নানাবিধ জড়পদার্থ সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব সর্ব্বমতেই ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৭ ॥

বাজসনেয়-বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে এই অপরিসীম জগৎ অব্যক্তরূপে বিদ্যমান ছিল, তখন আধুনিক জগতের ন্যায় নামরূপাদিবিশিষ্ট সুব্যক্তরূপ কিছুই ছিল না। পরে বিরাটপুরুষ প্রভৃতি নাম ও চেতনাচেতনাদি নানাবিধ দৃষ্টাদৃষ্ট পদার্থরূপে সুব্যক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ

विराण्मनुर्नरो गावः खराश्वाजावयस्तथा ।
पिपीलिकावधिद्वन्द्वमिति वाजसनेयिनः ॥ ८ ॥
कृत्वा रूपान्तरं जैवं देहे प्राविशदीश्वरः ।
इति ताः श्रुतयः प्राहुर्जीवत्वं प्राणधारणात् ॥ ९ ॥
चैतन्यं यदधिष्ठानं लिङ्गदेहश्च यः पुनः ।

कार्य्येषु स्पष्टता च तदिदमप्येतर्हि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसौ नामायमिदं रूप इति वाक्येनाभिहिता ते च विराडादयः आत्मैवेदमग्र आसीत् पुरुषविध इत्यादिना एवमेव यदिदं किञ्च मिथुनमापिपीलिकाभ्यस्तत् सर्व्वमसृजतेत्यन्तेन दर्शिता इत्यर्थः ॥ ८ ॥

उदाहृताभिः श्रुतिभिर्जगत्सृष्ट्यभिधानानन्तरं ब्रह्मणो जीवरूपेण तत्र प्रवेशोऽप्यभिहित इत्याह कृत्वा रूपान्तरम् इति जैवं जीवसम्बन्धि रूपान्तरमविक्रियाद् ब्रह्मणो विलक्षण विकारि रूपमित्यर्थः, देहे देहजाते। जीवत्वं कुत इत्यत आह जीवत्वमिति। प्राणादीनां स्वामित्वेन प्रेरकत्वं प्राणधारणं तस्मात् जैवं रूपं कृत्वा प्राविशदित्युक्तम् ॥ ९ ॥

किन्तदित्यपेक्षायामाह चैतन्यं यदधिष्ठानमिति। अधिष्ठानं लिङ्गदेहकल्पनाधारभूतं

বিরাটপুরুষ, মনু, মনুষ্য, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, অজ, মেষ ও পিপীলিকাদি অনন্তক্ষুদ্র জীব উৎপন্ন হইল, এই সকল প্রাণী দ্বন্দ্বরূপে উৎপন্ন হইয়া সুব্যক্ত জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত বিবিধ শ্রুতি সকলের মর্ম্মার্থ সংগ্রহ দ্বারা জগতের সৃষ্টি নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ পরমব্রহ্মই যে জীবরূপে দেহ মধ্যে অনুপ্রবেশ করেন, তদ্বিষয় বিবেচনা করিতেছেন।—পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি সমুদায়ের তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর জীবচৈতন্যরূপে অর্থাৎ চেতনাবিশিষ্ট জীবরূপে প্রাণিবর্গের দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যেহেতু সেই সৎস্বরূপ পরমপিতা পরমেশ্বরই জীবশরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছেন, এই নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মই জীবনামে বিখ্যাত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

সেই জীব কি প্রকার? এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ পূর্ব্বোক্ত জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—সকলের অধিষ্ঠানভূত সর্ব্বব্যাপী পরমকারণ পরমপিতা পরমব্রহ্ম চৈতন্য; ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধি, মনঃ ও প্রাণের সমষ্টিরূপ

चिच्छाया लिङ्गदेहस्था तत्सङ्घोजीव उच्यते ॥ १० ॥
माहेश्वरी तु या माया तस्या निर्म्माणशक्तिवत्
विद्यते मोहशक्तिश्च तं जीवं मोहयत्यसौ ॥ ११ ॥
मोहादनीशतां प्राप्य मग्नो वपुषि शोचति ।

यथेतत्सर्व्वमस्ति यत्र तत्र कल्पितो लिङ्गदेहो यत्र तस्मिन् लिङ्गदेहे विद्यमानश्चिदाभासः तत्-सङ्घस्तेषां त्रयाणां समूहो जीवशब्देनोच्यत इत्यर्थः ॥ १० ॥

नन्वीश्वरस्यैव जीवरूपेण प्रविष्टत्वे तस्यानन्तदुःखित्वादिविरुद्धधर्म्मवत्त्वं कुत इत्याशङ्क्याह माहेश्वरी तु या मायेति। माहेश्वरी मायिनन्तु महेश्वरमिति श्रुत्युक्ता महेश्वरसम्बन्धिनी या मायास्ति तस्या निर्म्माणशक्तिवत् जगत्सर्जनसामर्थ्यवत् मोहशक्तिश्च मोहनसामर्थ्यमस्ति तदेतज्जड़ं मोहात्मकमितिश्रुतेः। ततः किमित्यत आह तं जीवमिति। असौ मोहन-शक्तिः तं पूर्व्वोक्तं जीवं मोहयति चिदानन्दादिस्वरूपज्ञानरहितं करोतीति ॥ ११ ॥

ततोऽपि किमित्यत आह मोहादनीशतामिति। मोहात् पूर्व्वोक्तात् अनीशतामिष्टा-निष्टप्राप्तिपरिहारयोरसमर्थत्वं प्राप्य वपुषि मग्नः शरीरे तादात्म्याभिमानं गतः शोचति

লিঙ্গশরীর এবং সেই লিঙ্গশরীরে অবস্থিত চৈতন্য তাঁহার প্রতিবিম্ব; এই সকলের সমষ্টিকে জীব বলা যায় ॥ ১০ ॥

যদিও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমব্রহ্মের চৈতন্যই সর্ব্বব্যাপীহেতু প্রাণিবর্গের সর্ব্বশরীরে প্রবেশ করিয়া জীবনামে বিখ্যাত হয়, তথাপি সেই জীবের সুখ দুঃখ অনুভবের কারণ এই যে,—পরমেশ্বরীয় মায়াশক্তিরূপ উপাধির যেমন জগৎসৃষ্টির শক্তি আছে, সেইরূপ তাহার জগতের মোহিনী শক্তিও আছে। সেই পরমেশ্বরীয় মোহিনীশক্তিপ্রভাবে জীব বিমোহিত হইয়া সাংসারিক সুখ দুঃখ ভোগকরিয়া থাকে। ঈশ্বরীয় মায়ার মোহিনীশক্তিই জীবের সাংসারিক সুখদুঃখভোগের কারণ। যখন জীব সেই মায়ার মোহিনীশক্তি অতিক্রম করিতে পারে, তখন তাহার আর সুখদুঃখভোগ হয় না ॥ ১১ ॥

প্রাণিবর্গ ঈশ্বরীয় মহামায়ার মোহিনীশক্তিপ্রভাবে অভিভূত হইয়া ঈশ্বর বিস্মরণপূর্ব্বক সংসারে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদা শোকাকুল হইয়া থাকে। এই-

ঈশ্বরসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্ব্বমুক্তং সমাসতঃ ॥ ১২ ॥
সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্ম্মণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৩ ॥
মর্ত্ত্যান্নমেকং দেবান্নে দ্বে পশ্বন্নং চতুর্থকম্।
অন্যত্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিয়োজনম্ ॥ ১৪ ॥

দুঃখিত্বাদ্যভিমানং করোতি সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমান ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ বক্ষ্যমাণসাঙ্কর্য্যপরিহারায় বৃত্তং নিগময়তি ঈশ্বরসৃষ্টমিতি। সমাসতঃ সংক্ষেপেণেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ননু জীবস্য দ্বৈতস্রষ্টৃত্বে কিং মানমিত্যাশঙ্ক্যাহ সপ্তান্নেতি। কথং তত্র প্রপঞ্চিতমিত্যাশঙ্ক্য সপ্তান্নশব্দবাচ্যদ্বৈতস্রষ্টৃপ্রতিপাদকং যৎসপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতেতি বাক্যমর্থতঃ সংগৃহ্লাতি অন্নানীতি। পিতা স্বাদৃষ্টদ্বারা জগদুৎপাদনেন সর্ব্বলোকপালকো জীব ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নন্বন্নসপ্তকসর্জ্জনং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্য তদ্বিনিয়োগোঽপ্যেকমস্য সাধারণং দ্বে দেবা অভাজয়ৎ ত্রীণ্যাত্মনেঽকুরুত পশুভ্য একং প্রায়চ্ছৎ ইতি বাক্যেনোক্ত ইত্যাহ মর্ত্ত্যান্নমেকমিতি বিনিয়োজনমুক্তমিতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

প্রকারে পূর্ব্ব পূর্ব্বে দ্বৈতবস্তু সমুদায় যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল ॥ ১২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে ঈশ্বরকর্ত্তৃক যে এই পরিদৃশ্যমান অপরিসীম জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়া এইক্ষণে জীবগণকর্ত্তৃক পরিকল্পিত দ্বৈত জগতের বস্তু সমুদায়ের বিবরণপ্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন।—সপ্তান্ন-ব্রাহ্মণ বিচারকালে জীবগণ যে দ্বৈতবস্তু সমুদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্বিবরণ সবিশেষ প্রপঞ্চিত আছে। জীবগণ জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা সপ্তপ্রকার অন্ন সমুৎপাদন করিয়াছে ॥ ১৩ ॥

সেই সপ্তপ্রকার অন্ন কি এবং কি নিমিত্তই বা সেই সপ্তপ্রকার অন্নের সৃষ্টি হইয়াছে? তদ্বিষয় বিবৃত হইতেছে,—মর্ত্ত্যবাসী সাধারণ জীবের নিমিত্ত একপ্রকার অন্ন, দেবগণের নিমিত্ত দুইপ্রকার অন্ন, পশুদিগের নিমিত্ত

শৌঙ্খ্যাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ।
বাক্ প্রাণশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥ ১৫ ॥
ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জীবো কার্ষীত্তদন্নতাম্ ॥ ১৬ ॥

তানি চ সপ্তান্নানি একমস্য সাধারণমিতীদমিবাস্য তদ্ সাধারণমন্নং যদিদমদ্যত ইত্যাদিনা অয়মাত্মা বাঙ্ময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ ইত্যন্তেন বাক্যসন্দর্ভেণ ইদমুন-কণ্ডিকাদ্বয়রূপেণ দর্শিতানীত্যাহ শৌঙ্খ্যাদিকমিতি ॥ ১৫ ॥

নম্বুক্তসপ্তান্নানাং জগদন্তঃপাতিত্বেনেশ্বরনির্ম্মিতত্বাৎ জীবনির্ম্মিতত্বাভিধানমযুক্তমিত্যা-শঙ্ক্য তৎস্বরূপস্য ঈশ্বরনির্ম্মিতত্বেঽপি ভোগ্যত্বাকারস্য জীবনির্ম্মিতত্বান্নৈবমিত্যাহ ঈশেন যদ্যপ্যেতানীতি। জ্ঞানকর্ম্মভ্যাং জ্ঞানং বিহিতং প্রতিষিদ্ধঞ্চ দেবতাপরস্ত্রীবিষয়াদিবিষয়ং ধ্যানং কর্ম্ম চ বিহিতং যজ্ঞাদিরূপং প্রতিষিদ্ধং হিংসাদিরূপং তাভ্যামিত্যর্থঃ। তদন্নতাং তেষাং শৌঙ্খ্যাদি-প্রাণান্তানাং স্বভোগোপকরণত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

একপ্রকার অন্ন এবং আত্মার নিমিত্ত তিনপ্রকার অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে। সমু-দায়ে এই সপ্তপ্রকার অন্নের ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

সপ্তপ্রকার অন্ন এই,—শস্যাদি, দর্শযাগ, পৌর্ণমাস যজ্ঞ, দুগ্ধ, মনঃ, বাক্য ও প্রাণ এই সপ্তবিধ অন্ন জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের ভোগার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বর এই সপ্তবিধ অন্ন জীবগণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জীবগণ ঐ সকল অন্নের নামাদি পরিকল্পনা করিয়া ভোগ্য বস্তুরূপে স্বীকার করিয়াছে ও নিয়ত তাহা উপভোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

যদিও উক্ত সপ্তপ্রকার অন্ন জগতের অন্তর্গত; কিন্তু ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। পরন্তু মনুষ্যের জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা অন্ন সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? যদিও অন্নসকল জগ-তের অন্তর্গতপ্রযুক্ত ঈশ্বরের সৃষ্ট বটে, তথাপি জীবগণ ঐ সকল বস্তুকে জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা স্বীয় ভোগের নিমিত্ত অন্নরূপে স্বীকার বা পরিকল্পিত করিয়া উপভোগ করিতেছে, এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুকে অন্নরূপে জীবের সৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ১৬ ॥

ईशकार्यं जीवभोग्यं जगद्द्वाभ्यां समन्वितम्।
पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित् तथेष्यताम्॥ १७॥
मायावृत्त्यात्मको हीशसङ्कल्पः साधनं जनौ।
मनोवृत्त्यात्मको जीवो सङ्कल्पो भोगसाधनम्॥ १८॥
ईशनिर्म्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविधे स्थिते।

एतावता किमुक्तं भवति तत्राह ईशकार्यमिति। जगत् सप्तान्नत्वेनोक्तं ब्रीह्यादिरूपमीशकार्यत्वेन जीवभोग्यत्वेन च द्वाभ्यां सम्बद्धमित्यर्थः। एकस्य उभयसम्बन्धे दृष्टान्तमाह पितृजन्येति॥ १७॥

ईशजीवयोर्जगत्सर्जने किं साधनमित्यत आह मायावृत्त्यात्मको हीति॥ १८॥

नन्वीश्वरसृष्टवस्तुस्वरूपातिरिक्तो भोग्यत्वाकार एव नास्ति यो जीवेन सृज्यते इत्या-

---

উক্ত সপ্তপ্রকার অন্নরূপে কথিত এই সমুদায় জগৎ একরূপ হইলেও বাস্তবিক ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং জীবগণকর্ত্তৃক ভোগ্যরূপে স্বীকৃত, এই উভয়প্রকারে জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছে। সকল বস্তুরই এইরূপ প্রকারভেদ আছে। যেমন স্ত্রী সকল পিতৃকর্ত্তৃক সমুৎপন্ন হইয়াও স্বামীর উপভোগ্যরূপে স্বীকৃত হয়, তেমন বস্তুমাত্রই একপ্রকার হইলেও উক্তরূপে উভয়প্রকার হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর সৃষ্টত্ব ও জনোপভোগ্যত্ব এই উভয় ধর্ম্ম লইয়া এক জগতের দ্বৈতত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১৭ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইল যে, ঈশ্বর ও জীব উভয়েরই জগৎসৃষ্টিবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব আছে, এইক্ষণে ক্রমশঃ ঈশ্বর ও জীবের জগৎসৃষ্টিবিষয়ে হেতু নিরূপণ করিতেছেন।—ঈশ্বরশক্তি মায়ার কার্য্যস্বরূপ যে ঈশ্বরীয় সঙ্কল্প তাহাই ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎ সৃজনের হেতু। ঈশ্বরের সঙ্কল্পমাত্রই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব সেই সঙ্কল্পকেই ঈশ্বরকর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টির হেতু বলা যায় এবং মনোবৃত্তির কার্য্যস্বরূপ ভোগবিষয়ক যে জীবের সঙ্কল্প, তাহাই জীবকর্ত্তৃক ভোগবিষয়ের হেতু। কারণ জীবগণ ভোগাভিলাষসাধনমানসে নানাপ্রকার সঙ্কল্প করিয়া থাকে, অতএব সেই ভোগসাধন সঙ্কল্পকে এস্থলে হেতু বলা যায় ॥ ১৮ ॥

ঈশ্বরই জগতের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টিকরিয়াছেন, জীবগণ কোন বস্তুই

ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাৎ তদ্ভোগো বহুধেষ্যতে ॥ ১৯ ॥
হৃষ্যত্যেকো মণিং লব্ধ্বা ক্রুধ্যত্যন্যো হ্যলাভতঃ।
পশ্যত্যেব বিরক্তোঽত্র ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২০ ॥

মণ্যাদি ঈশনির্ম্মিতেতি। একস্মিন্নেব বিষয়ে বহুবিধো ভোগ উপলভ্যমানস্তৎপ্রয়োজকং ভোগ্যাকারভেদং গময়তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ননু সতি ভোগভেদে ভোগ্যভেদো কল্প্যেত স এব নাস্তীত্যাশঙ্ক্য দৃশ্যমানত্বান্নৈবমিত্যাহ হৃষ্যতীত্যেক ইতি। একো মণ্যর্থী তং লব্ধ্বা হৃষ্যতি অন্যস্তথাবিধস্তদলাভাৎ ক্রুধ্যতি অত্র মণিবিষয়ে বিরক্তঃ তং মণিং পশ্যত্যেব লাভালাভনিমিত্তকৌ হর্ষক্রোধৌ ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সৃষ্টি করে নাই। পরন্তু যে সকল বস্তু একবার ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার জীবকর্ত্তৃক কখনই সৃষ্ট হইতে পারে না; কিন্তু মণিপ্রভৃতি যে সকল বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, ঐ সকল বস্তুর রূপান্তর না হইয়াও ভোক্তা জীবগণ নানাপ্রকার বুদ্ধিদ্বারা সেই সকল মণিপ্রভৃতি পদার্থের নানাপ্রকারে ভোগ কল্পনা করিয়া থাকে। জীবগণ মণিপ্রভৃতি কতিপয় পদার্থের যদিও কোনরূপ প্রকারান্তরতা সম্পাদন করিতে পারে না, তথাপি তাহাদিগকে নানারূপে ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

এই জগতে নানাপ্রকার জীব আছে, তাহাদিগের জ্ঞানও নানাবিধ এবং ভোগও নানাপ্রকারে হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগ্যবস্তু সকল একপ্রকারই দেখা যায়। এইপ্রকারে যদিও ভোগকর্ত্তার নানাত্ব এবং ভোগ্যবস্তুর একপ্রকারত্ব যুক্তিসঙ্গত বটে; তথাপি দেখা যাইতেছে যে, মণিপ্রভৃতি যে সকল বস্তু ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন ঐ সকল পদার্থ একপ্রকার হইলেও কেহ ঐ সকল মণি প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দলাভ করে, কেহ বা ঐ সকল মণি না পাইয়া নিতান্ত বিষাদে কালযাপন করে ও ক্রোধে অধীর হইয়া থাকে। আবার কোন কোন সংসারবিরক্ত ব্যক্তি ঐ সকল মণি কেবল দর্শন করে, কিন্তু তাহা লাভ করিলেও হর্ষিত হয় না এবং তাহা না পাইলেও কোনরূপ বিষাদ বোধ করে না। তাহাদিগের কোন বিষয়েই অনুরাগ বা অনুতাপ হয় না ॥ ২০ ॥

प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चेत्याकारा मणिमाश्रयः ।
सृष्टा जीवैरीशसृष्टं रूपं साधारणं त्रिषु ॥ २१ ॥
भार्य्या स्नुषा ननान्दा च याता मातेत्यनेकधा ।
प्रतियोगिधिया योषिद्भिद्यते न स्वरूपतः ॥ २२ ॥
ननु ज्ञानानि भिद्यन्तामाकारस्तु न भिद्यते ।

के ते भोगभेदोपयुक्ता जीवसृष्टा आकारभेदा इत्यत आह प्रियोऽप्रिय इति । मणिमाश्रित्य प्रियत्वाप्रियत्वोपेक्ष्यत्वलक्षणा आकारभेदा जीवैः सृष्टाः । त्रिष्वपि साधारणमनुस्यूतं यन्मणिरूपं तदीश्वरनिर्म्मितमित्यर्थः ॥ २१ ॥

उक्तं जीवसृष्टाकारभेदमुदाहरणान्तरेण स्पष्टयति भार्य्या स्नुषेति । ननान्दा भर्तृभगिनी याता देवरपत्नी प्रतियोगिधिया भर्तृश्वशुरादिलक्षणप्रतियोगिगोचरया बुद्ध्या तत्तदपेक्षया इत्यर्थः ॥ २२ ॥

ननु योषिद्विषयाणि भार्य्या स्नुषेत्यादिज्ञानान्येव भिन्नानि उपलभ्यन्ते न तु तत्तद्विषय-

---

মণিপ্রভৃতি কতিপয় ভোগ্যবস্তুতে জীবের নানাপ্রকার ভাব দৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তির সেই মণিতে অনুরাগ থাকে, কাহার বা তাহাতে অভিলাষ থাকে না, কেহ বা মণিপ্রভৃতি কতিপয় সাধারণ ভোগ্যবস্তুকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। এইরূপে জীবকর্ত্তৃক যে সকল পরিকল্পনা দেখাযায়, তাহা নানাস্থানে নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট যে মণিপ্রভৃতির রূপ ও গুণ তাহা সর্ব্বত্র ও সকল সময়ে একরূপ থাকে, কদাচ তাহার রূপান্তর হয় না। পরন্তু যেমন একই স্ত্রী কোন ব্যক্তির পত্নী, অন্য কোন জনের পুত্রবধূ, কাহার বা ননন্দা, কাহার যা এবং অন্য কোন ব্যক্তির মাতা বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। সম্বন্ধি ব্যক্তির বিভিন্নতা বশতঃই এক স্ত্রীর প্রতি নানাপ্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, বাস্তবিক ঈশ্বরসৃষ্ট সেই স্ত্রীর কোনরূপের বা আকৃতির অন্যথা হয় না, সেই স্ত্রী একরূপই থাকে। সেইরূপ জগতের যাবতীয় পদার্থ ঈশ্বর সৃষ্টস্বরূপে একপ্রকার হইলেও জীবগণের জ্ঞান ও বাসনার নানাত্বহেতু নানাপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ২১-২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে পত্নী, বধূ ইত্যাদি প্রকারে স্ত্রীলোকবিষয়ক জ্ঞানের

योषिद्वपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥ २३ ॥
नैवं मांसमयी योषित् काचिदन्या मनोमयी ।
मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यतेऽत्र मनोमयी ॥ २४ ॥
भ्रान्तिस्वप्नमनोराज्यस्मृतिष्वस्तु मनोमयम् ।
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत् ॥ २५ ॥

भूताया योषितः स्वरूपभेदो दृश्यते अतः प्रतियोगिधिया योषिद्विषय इत्युपक्रमयुक्तमिति शङ्कते ननु ज्ञानानि भिद्यन्तामिति ॥ २३ ॥

ज्ञानवैलक्षण्यस्य ज्ञेयवैलक्षण्याविनाभूतत्वात् ज्ञेयाकारभेदोऽङ्गीकर्तव्य इत्याशयेन परिहरति नैवं मांसमयी योषिदिति ॥ २४ ॥

ननु भ्रान्त्यादिस्थले बाह्यविषयाभावात् तत्रतत्र वस्तु मनोमयमस्तु प्रमितिस्थले तु तदनुपपन्नं बाह्यवस्तुनः सत्त्वादिति शङ्कते भ्रान्तिस्वप्नेति । मानेन प्रत्यक्षादिप्रमाणेन मेयस्य प्रमेयस्येत्यर्थः ॥ २५ ॥

ভেদমাত্র দেখাইলেন, কিন্তু সেই স্ত্রীলোকের আকৃতির কোন বিশেষ হইল না। কারণ ঐ সকল জীবকৃত, প্রকৃত ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট নহে; জীবকৃত যাবতীয় কার্য্যই এইরূপ পরিকল্পনামাত্র। অতএব সেই সকল পত্নী, বধূ প্রভৃতি ব্যবহারের কোন ভেদ নাই, ইহাই আপাততঃ প্রতিপন্ন হইতেছে ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে যে পত্নী, বধূ প্রভৃতি ব্যবহারে কোন বিশেষ নাই বলিয়া আপাততঃ যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা কখনই হইতে পারে না। কারণ বাহ্যবস্তু সকল দুইপ্রকার,— বাহ্যে পঞ্চভূতময় এবং অন্তঃকরণে মনোময়; যদিও বাহ্যদৃষ্টে মাংসপিণ্ডস্বরূপ স্ত্রীর আকারের কোন ভেদ লক্ষিত হয় না বটে, কিন্তু অন্তঃকরণ বৃত্তিতে পত্নী ও পুত্রবধূপ্রভৃতি প্রকারে সেই স্ত্রীর নানাপ্রকার বিশেষ ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই স্ত্রীলোককে পত্নী বলিয়া ব্যবহার করে, তাহার মনোবৃত্তি যেরূপ এবং যে ব্যক্তি তাহাকে পুত্রবধূরূপে ব্যবহার করে, তাহার অন্তঃকরণবৃত্তি সেইরূপ হইতে পারে না। কিন্তু যদি বল ভ্রান্তিকালে, স্বপ্নাবস্থায়, মানসিকচিন্তাসময়ে অথবা কোন পদার্থের স্মরণ সমকালেই বাহ্যবস্তুর মনোময়রূপের সম্ভব হইয়া থাকে, পরন্তু

बाढं मानं तु मेयेन योगात् स्याद् विषयाकृतिः ।
भाष्यवार्त्तिककाराभ्यामयमर्थ उदाहृतः ॥ २६ ॥
मूषासिक्तं यथा ताम्रं तन्निभं जायते तथा ।
रूपादीन् व्याप्नुवच्चित्तं तन्निभं दृश्यते ध्रुवम् ॥ २७ ॥

प्रमितिस्थले बाह्यविषयसत्त्वमङ्गीकरोति बाढमिति । कथं तर्हि तद्विषयस्य मनोमयत्व-मुच्यत इत्यत आह मानं त्विति । मानं विषयाकृतिस्तु तस्य मेयेन योगात् सम्बन्धात् । स्यात् । नन्विदं स्वकपोलकल्पितमित्याशङ्क्याह भाष्यवार्त्तिक काराभ्यामिति ॥ २६ ॥

तत्र तदुक्तभाष्यकारवचनमुदाहरति मूषासिक्तमिति । यथा द्रुतं ताम्रं मूषायां सिक्तं सत्तन्निभं जायते तत्समानाकारवद्भवति तथा रूपादीन् विषयान् व्याप्नुवत् विषयीकुर्वत् चित्तं ध्रुवमवश्यं तन्निभं दृश्यते उपलभ्यत इत्यर्थः ॥ २७ ॥

জাগ্রদবস্থায় বাহ্যপদার্থের মনোময়রূপে সম্ভব হইতে পারে না, অর্থাৎ যখন কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ করা যায়, সেই সময়ে সেই বস্তুর পঞ্চভূতময়স্বরূপই প্রকাশিত হইয়া থাকে, কখনও মনোময়রূপের প্রকাশ হয় না ॥ ২৪-২৫ ॥

ইহার মীমাংসা কথিত হইতেছে।—ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার সবিশেষ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কোন পদার্থের প্রত্যক্ষকালে পরিদৃশ্যমান বাহ্য-বস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতির সংযোগ হইলেই সেই পদার্থে অন্তঃকরণ সংযুক্ত হইয়া থাকে, তখন সেই বস্তুর বাহ্যে যেরূপ আকার থাকে, অন্তঃকরণেও সেই বস্তুর সেইরূপ আকার উদিত হইয়া থাকে। সুতরাং জাগ্রদবস্থাতেও বাহ্যবস্তুর মনোময় আকারের সম্ভব হইল, এখন আর পূর্ব্ববৎ সংশয় রহিল না ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ দৃষ্টান্ত স্বরূপ ভাষ্যকারের মত প্রদর্শন করিতেছেন,—যেমন তাম্রাদি ধাতু দ্রব্যকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা দ্রবীভূত করিয়া মূষা অর্থাৎ ছাঁচের মধ্যে অর্পণ করিলে ঐ ছাঁচের যেরূপ আকৃতি থাকে, সেই তাম্রাদি ধাতুদ্রব্যও সেইরূপ আকৃতি বিশিষ্ট হয়। সেই-প্রকার বাহ্য বস্তুতে চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে মানবের অন্তঃ-করণ বৃত্তির যেরূপ অবস্থা থাকে বাহ্য বস্তুতেও সেইরূপে অন্তঃকরণ পরিণত হইয়া থাকে। এই প্রকারে এক বস্তুর প্রতিও নানা ব্যক্তির অন্তঃকরণ বৃত্তি নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

व्यञ्जको वा यथा लोको व्यङ्ग्यस्याकारतामियात्।
सर्व्वार्थव्यञ्जकत्वाद्धीरर्थाकारा प्रदृश्यते ॥ २८ ॥
मातुर्म्मानाभिनिष्पत्तिर्निष्पन्नं मेयमेति तत्।

ननु ताम्रादेरग्निसम्पर्कात् द्रुतस्य मूषानिषिक्तस्य कठिनमूषाभिज्ञातेन शैत्यापत्तौ मूषाकारापत्तावपि बुद्धेरमूर्त्तायास्ताम्रादिविलक्षणाया विषयव्याप्तावपि कुतस्तदाकारापत्तिरित्याशङ्क्य दृष्टान्तान्तरमाह व्यञ्जको वेति। यथा व्यञ्जकः प्रकाशकः आलोकः आतपादिः व्यङ्ग्यस्य प्रकाश्यस्य घटादेराकारतामाकारवत्तामियात् प्राप्नुयात् एवं धीरपि सर्व्वार्थस्य व्यञ्जकत्वात् सकलपदार्थप्रकाशकत्वादर्थस्याकार इवाकारो यस्याः सा तथा प्रदृश्यते प्रकर्षेणोपलभ्यते इत्यर्थः ॥ २८ ॥

इदानीं वार्त्तिककारवचनमाह मातुर्मानाभिनिष्पत्तिरिति। मातुः साधिष्ठानबुद्धिस्थचिदाभासरूपात् प्रमातुर्मानाभिनिष्पत्तिर्मानस्य साभासान्तःकरणवृत्तिरूपस्याभिनिष्पत्ति-

---

প্রকারান্তরে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রামাণ্য সংস্থাপনকে দৃঢ়ীকৃত হইতেছে।—যেমন সাধারণ বস্তু প্রকাশক সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থের আলোক যখন যে পদার্থকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে প্রকাশ করে, তখন সেই আলোকিত বস্তুর যেরূপ আকার থাকে, সূর্য্যাদির কিরণও সেইরূপ আকার বিশিষ্ট হয়, নতুবা সেই বস্তুর স্বরূপ প্রকাশ পায় না। সেইরূপ সর্ব্ববস্তু প্রকাশক অন্তঃকরণ যখন যে বস্তুকে আশ্রয় করে, তখন অন্তঃকরণবৃত্তি সেই পদার্থের আকারে পরিণত হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সেই বস্তুর জ্ঞান হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ভাষ্যকারের মত প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে পরিদৃশ্যমান বাহ্য-বস্তুর মনোময়ত্ব প্রতিপাদনের প্রামাণ্যস্থাপনার্থ বার্ত্তিককারের মত দৃষ্টান্ত-স্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—পরিদৃশ্যমান বাহ্যবস্তু সকল চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সমীপবর্ত্তী হইলেই বুদ্ধিস্থিত প্রমাজ্ঞান কর্ত্তা চৈতন্য হইতে অন্তঃ-করণবৃত্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। তদনন্তর সেই অন্তঃকরণবৃত্তি চক্ষুঃপ্রভৃতির সমাপতিত বস্তুকে আশ্রয় করিয়া সেই বস্তুর যেরূপ আকার থাকে, সেইরূপ আকারে পরিণত হয়। অতএব পাঞ্চভৌতিক যে বস্তু বাহ্যে যেমন আকার

मेयाभिसङ्गतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ २९ ॥
सत्येवं विषयौ द्वौ स्तो घटौ मृण्मयधीमयौ।
मृण्मयो मानमेयः स्यात् साक्षिभास्यस्तु धीमयः ॥ ३० ॥
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां धीमयो जीवबन्धकृत्।

इत्यभिमेवतीति शेषः। निष्पन्नमुत्पन्नं तन्मानं मेयं प्रमेयं घटादिरूपमेति प्राप्नोति किञ्च तन्मानं मेयाभिसङ्गतं प्रमेयेण सम्बद्धं सन्मेयाभत्वं मेयस्यामेयाभा यस्य तस्य भावस्तत्त्वं मेयसमानाकारतां प्रपद्यते प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ २९ ॥

भवत्वेवं प्रकृते किमायातम् इत्यत आह सत्येवमिति। ननु मृण्मयघटस्येव मनोमय-घटस्य तेनैव मनसा ग्रहीतुमशक्यत्वात् ग्राहकान्तराभावादप्रसिद्धिरित्याशङ्क्य ग्राहकान्तराभावोऽसिद्ध इत्याह मृण्मय इति। यथा मृण्मयो मानमेयः साभासान्तःकरणवृत्तिभास्यस्तथा धीमयः साक्षिभास्य इत्यर्थः ॥ ३० ॥

भवत्वेवं द्विविधं द्वैतमत्र कस्य हेयत्वं कस्य वा नेति न ज्ञायत इत्याशङ्क्य जीवसृष्टस्यैव हेयत्वमित्यभिप्रेत्य तस्य बन्धहेतुत्वं दर्शयति अन्वयव्यतिरेकाभ्यामिति। अन्वयव्यतिरेका-

---

বিশিষ্ট থাকে, অন্তঃকরণেও সেইপ্রকার মনোময় আকৃতিবিশিষ্ট হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করা যাইতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বপূর্ব্ব কথিত যুক্তি ও প্রমাণদ্বারা ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থই যে ভৌতিক ও মনোময়ভেদে দুইপ্রকার হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল। যেমন ঈশ্বরসৃষ্ট ঘট বাহ্যে মৃণ্ময়, সেই প্রকার জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট সেই ঘটই অন্তঃকরণে মনোময়। পরন্তু মৃণ্ময় ঘট বাহ্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যেমন জ্ঞানের বিষয় হয়, সেইরূপ মনোময়ঘট অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

অন্বয়মুখী অনুমান ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মনোময় সকল বস্তুই জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ। অন্বয় ও ব্যতিরেকানু-মানদ্বারা জীবসৃষ্ট মনোময়বস্তুই যে জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ, তাহা সুস্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এইক্ষণে তদ্বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—মনোময় পদার্থের বিদ্যমানাবস্থাতেই জীবগণের সুখ ও দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে।

सत्यस्मिन् सुखदुःखे स्तस्तस्मिन्नसति न द्वयम् ॥ २१ ॥
असत्यपि च बाह्यार्थे स्वप्नादौ बध्यते नरः ।
समाधिसुप्तिमूर्च्छासु सत्यप्यस्मिन् न बध्यते ॥ २२ ॥
दूरदेशं गते पुत्रे जीवत्येवात्र तत् पिता ।

वेव दर्शयति सत्यस्मिन्निति । अस्मिन् जीवसृष्टे मानसप्रपञ्चे सति विद्यमाने सुखदुःखे स्तः भवतः असति तु तस्मिन् न द्वयं सुखं दुःखञ्च नास्तीत्यर्थः ॥ २१ ॥

ननूक्तावन्वयव्यतिरेकौ बाह्यार्थविषयौ किं न स्यातां इत्यत आह असत्यपीति । नरो मनुष्यः एतदुपलक्षणमन्येषामपि, स्वप्नादौ स्वप्नस्मृत्यादिकाले बाह्यार्थेऽनुकूले योषिदादौ प्रतिकूले व्याघ्रादौ च पारमार्थिके विषयेऽसत्यप्यविद्यमानेऽपि बध्यते सुखदुःखाभ्यां युज्यते । समाध्यादिषु तस्मिन् बाह्यार्थे सत्यपि न बध्यते न सुखदुःखादिभाग्भवति अतस्तद्विषया-वन्वयव्यतिरेकौ न स्त इत्यर्थः ॥ २२ ॥

मनोमयप्रपञ्चस्य बन्धकत्वे नान्वयव्यतिरेकावुदाहरणेन स्पष्टयति दूरदेशं गत इति । सार्द्धेन । देशान्तरं प्राप्ते पुत्रे तत्र जीवति सति गृहस्थितस्तस्य पिता विप्रलम्भकस्य

আর যখন সেই মনোময় বস্তু অবিদ্যমান থাকে, তখন সুখ বা দুঃখ কিছুই থাকে না * ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বয়ের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে,—স্বপ্নাবস্থাতে বাহ্য-বস্তুর জ্ঞান থাকে না, কিন্তু তথাপিও মনোময় বস্তুদ্বারা জীবগণ সংসারে আবদ্ধ থাকে এবং সমাধি, সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছাকালে বাহ্যবস্তু সকলই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু মনোময় বস্তুর অভাবহেতু তৎকালে জীবগণ বদ্ধ হয় না। অতএব মনোময়বস্তুই যে জীবগণের সংসারবন্ধনের কারণ, তাহা উভয়বিধ অনুমানদ্বারা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩২ ॥

কোন ব্যক্তির স্নেহভাজন পুত্র দেশান্তরে অবস্থান করিতেছে, এমন সময় যদি কোন মিথ্যাবাদী আগমনপূর্ব্বক বিপ্রলম্ভক বাক্যে তাহার পিতাকে

---

* এইস্থলে মনোময় বস্তুর বিদ্যমানতাদ্বারা যে সুখ দুঃখের অনুমান হয়, তাহাই অন্বয়ানুমান এবং ঐ মনোময় বস্তুর অবিদ্যমানতাদ্বারা যে সুখদুঃখাভাবের জ্ঞান হয়, তাহাই ব্যতিরেকানুমান ।

विप्रलम्भकवाक्येन मृतं मत्वा प्ररोदिति ॥ ३३ ॥
मृतेऽपि तस्मिन् वार्त्तायामश्रुतायां न रोदिति।
अतः सर्व्वस्य जीवस्य बन्धकृन्मानसं जगत् ॥ ३४ ॥
विज्ञानवादो बाह्यार्थवैयर्थ्यात् स्यादिहेति चेत्।
न हृद्याकारमाधातुं बाह्यस्यापेक्षितत्वतः ॥ ३५ ॥

मिथ्यावचनैः परवञ्चकस्य त्वत् पुत्रो मृत इत्येवं रूपेण वाक्येन स्वपुत्रं मृतं कल्पयित्वा प्रकर्षेण रोदिति ॥ ३३ ॥

तस्मिन्नेव पुत्रे मृतेऽपि तन्मृतिवार्त्तायामश्रुतायां रोदनं न करोतीति। फलितमाह अतः सर्व्वस्येति ॥ ३४ ॥

धीमयस्यैव जगतो बन्धहेतुत्वाङ्गीकारे बाह्यार्थापलापादपसिद्धान्तापत्तिः स्यादिति शङ्कते विज्ञानवाद इति। परिहरति न हृद्याकारमिति। यद्यपि मानसप्रपञ्चस्यैव बन्धहेतुत्वं तथापि तद्धेतुत्वेन बाह्यार्थस्यापि स्वीकारात् न विज्ञानवादप्रसङ्ग इति भावः ॥३५॥

বলে যে তোমার অমুক পুত্র, যিনি বিদেশে ছিলেন, তাঁহার মরণ হইয়াছে; তবে সেই ব্যক্তি প্রিয়পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অবশ্যই আমার পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে। অথবা কোন ব্যক্তির পুত্র দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছিল, এইক্ষণ যথার্থই তাহার মৃত্যুঘটনা হইয়াছে; কিন্তু পিতা তাহার পুত্রের মরণসংবাদ না জানিয়া আমার পুত্র জীবিত আছে, এই জ্ঞানেই প্রফুল্লচিত্তে থাকেন। অতএব মনোময় জগৎই যে সর্ব্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ ইহা সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৩-৩৪ ॥

যদি মনোময় জগৎই সর্ব্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে আর বাহ্য পাঞ্চভৌতিক জগতের বিদ্যমানতা প্রতিপাদনের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন,—বাহ্য জগতের বিদ্যমানতা স্বীকারের প্রয়োজন নাই, এই কথা বলিতে পার না। বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব প্রতিপাদনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কারণ বাহ্য জগতের বিদ্যমানতা স্বীকার না করিলে জীবের সংসারবন্ধনের কারণীভূত মনোময় সেই সেই বস্তুর আকার অন্তঃকরণে প্রতিভাত হইতে পারে না ॥৩৫॥

वैयर्थ्यमस्तु वा बाह्यं न वारयितुमीश्महे ।
प्रयोजनमपेक्षन्ते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३६ ॥
बन्धश्चेन्मानसं द्वैतं तन्निरोधेन शाम्यति ।
अभ्यसेद्‌ योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद ॥ ३७ ॥

ननु हृद्याकारसमर्पणाय बाह्यार्थो नापेक्षणीयः पूर्व्वपूर्व्वमानसप्रपञ्चसंस्कारस्यैव उत्तरोत्तरमानसप्रपञ्चहेतुत्वोपपत्तेरित्याशङ्क्य प्रौढ़िवादेन तदङ्गीकरोति वैयर्थ्यमस्तु वेति । तर्हि विज्ञानवादात् को भेद इत्यत आह बाह्यमिति । विज्ञानवादिनो बाह्यार्थमेव लुम्पन्ति वयं न तथेत्ययमेव भेद इत्यर्थः । प्रयोजनशून्यस्याभ्युपगमोऽप्ययुक्त एवेत्याशङ्क्याह प्रयोजनमिति । मानाधीना वस्तुसिद्धिर्न प्रयोजनाधीना मानसिद्धस्य प्रयोजनशून्यत्वमात्रेणासत्त्वञ्च लौकिकै-र्वादिभिर्वा नाभ्युपगमादिति भावः ॥ ३६ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অন্তঃকরণে মনোময় জগৎ প্রতিভাত হইতে পারে না, এই কথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। পরন্তু যদি বল, বাহ্যবস্তু স্বীকার না করিলেও পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সংস্কারদ্বারাই অন্তঃকরণে মনোময় জগতের প্রতিভা সম্ভবিতে পারে, তবে আর বাহ্য ভৌতিক জগতের অস্তিত্ব স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপিও বাহ্যভৌতিক জগতের বিদ্যমানতা প্রতিপাদন নিষ্প্রয়োজন বলা যাইতে পারে না। কারণ প্রমাণদ্বারাই বস্তুর সত্তা সিদ্ধ হয়, ইহাতে কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। এই বস্তুদ্বারা কোন প্রয়োজন নাই বলিয়াই যে সেই বস্তুর অস্বীকার করা, তাহা কথনই সম্ভব নহে। যে বস্তু প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা কে না স্বীকার করিয়া থাকে? অতএব প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা এই জগতের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে, ইহা কদাচ মিথ্যা নহে॥ ৩৬ ॥

যদি এই দ্বৈতজগৎ সর্ব্বপ্রকার জীবের সংসারবন্ধনের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল এবং মনোনিরোধাদিস্বরূপ কোন যোগাভ্যাসদ্বারা মনের নিরোধপূর্ব্বক দ্বৈতনিবৃত্তি করাই যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহাহইলে আর দ্বৈত-নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞান পর্য্যালোচনার প্রয়োজন কি? যে দ্বৈতনিবৃত্তির

तात्कालिकद्वैतशान्तावप्यागामिजनिक्षयः ।
ब्रह्मज्ञानं विना न स्यादिति वेदान्तडिण्डिमः ॥ २८ ॥
अनिवृत्तेऽपीशसृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मताम् ।
बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिना ॥ २९ ॥

मानसद्वैतस्यैव बन्धहेतुत्वे तस्य मनो निरोधात्मकेन योगेनैव निवृत्तिसम्भवात् ब्रह्मज्ञानस्य बन्धनिवर्त्तकत्वाभ्युपगमो विरुध्येतेति शङ्कते बन्धश्चेन्मानसं द्वैतमिति ॥ २७ ॥

योगेन किं द्वैतोपशमः तात्कालिक उच्यते आत्यन्तिको वेति विकल्पमाद्यमङ्गीकृत्य द्वितीयं दूषयति तात्कालिकद्वैतशान्ताविति । ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व्वपाशैः, ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति यदा चर्म्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः । तदा देवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यतीत्यादिश्रुतिष्वन्वयव्यतिरेकाभ्यां ब्रह्मज्ञानादेव बन्धनिवृत्तिरभिधीयत इति भाव ॥ २८ ॥

ननु बाह्यद्वैतनिवारणमन्तरेणाद्वितीयब्रह्मज्ञानमेव नोदीयादित्याशङ्क्य तन्निवारणाभावेऽपि तस्य मिथ्यात्वज्ञानादेव पारमार्थिकमद्वैतं बोद्धुं शक्यत इत्याह अनिवृत्तेऽपीति ॥२९॥

জন্য ব্রহ্মবিজ্ঞান আবশ্যক, তাহাই যদি যোগাভ্যাসদ্বারা সিদ্ধি হইল, তবে আর ব্রহ্মবিজ্ঞান পর্য্যালোচনার কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের মীমাংসা করিতেছেন।—মনোনিরোধাদিস্বরূপ যোগাভ্যাস করিলে তদ্দ্বারা সেই সময়ে দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে অন্য কোন্ উপায়ে পুনঃ পুনঃ জীবের জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন নিবারিত হয় না। বেদান্তশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের সংসারবন্ধন নিবৃত্ত হইয়া পরমধাম মোক্ষপদ লাভ হইবার আর উপায় নাই ॥ ৩৮ ॥

যদিও ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতের দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি না হয়, তথাপি সেই বিনশ্বর অচিরস্থায়ী জগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান হইলেই অভেদবাদিদিগের অদ্বিতীয় পরংব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে। বাহ্য জগতে দ্বৈতজ্ঞান কদাচ অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

प्रलये तन्निवृत्तौ तु गुरुशास्त्राद्यभावतः ।
विरोधिद्वैताभावेऽपि न शक्यं बोद्धुमद्वयम् ॥ ४० ॥
अबाधकं साधकञ्च द्वैतमीश्वरनिर्म्मितम् ।

न द्वैतमृषात्वज्ञानम् अद्वैतज्ञानप्रयोजकमपि तु तन्निवारणमेवेत्यभिनिविशमानं प्रत्याह प्रलय इति। प्रलये प्रलयावस्थायां तन्निवृत्तौ तु तस्य द्वैतस्य निवृत्तौ सत्यान्तु विरोधिद्वैताभावेऽप्यद्वैतज्ञानविरोधित्वेन भवदभिमतस्य द्वैतस्य निवारणे सत्यपि गुरुशास्त्राद्यभावतः-गुरुशास्त्रादिरूपस्य ज्ञानसाधनस्याभावाद्धेतोः अद्वयं वस्तु बोद्धुं शक्यं न भवति अतस्तन्निवारणमप्रयोजकमिति भावः ॥ ४० ॥

तथापि सति द्वैते कथमद्वैतज्ञानमित्याशङ्क्याह अबाधकमिति। ईश्वरनिर्म्मितद्वैतमबाधकं तन्मृषात्वज्ञानेनैवाद्वैतज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात् साधकञ्च गुरुशास्त्रादिरूपस्य तस्य ज्ञान-

---

যদি বল, বাহ্যজগতের দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে না, কারণ দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী; সুতরাং দ্বৈতজ্ঞানের বর্ত্তমানে কখনও অদ্বৈত জ্ঞান হয় না, কেবল যে সময়ে বাহ্যজগতের প্রলয় হইয়া সেই জগদ্বিষয়ক দ্বৈতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেই সময়েই অদ্বৈতব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু একথাও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যে সময়ে বাহ্যজগতের প্রলয় হইয়া যায়, সেই সময়ে ব্রহ্মবিজ্ঞানজনক শাস্ত্রাদি এবং গুরু কিছুই বর্ত্তমান থাকে না, সুতরাং তৎকালে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞানও হইতে পারে না। কেবল অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী দ্বৈতজ্ঞানের অভাব হইলে যে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে, একথা অগ্রাহ্য। যদি জ্ঞানজনক বস্তুই না থাকিল, তবে কে সেই জ্ঞান জন্মাইবে? কার্য্যের কারণ না থাকিলে কেবল প্রতিবন্ধকের অভাবে কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৪০ ॥

ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট প্রপঞ্চ বাহ্য দ্বৈতজগৎ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিরোধী নহে, বরং সেই দ্বৈতজগৎই ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞানের কারণ এবং তদ্দ্বারাই অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ববিদ্ গুরু ও শাস্ত্রীয় উপদেশ ব্যতিরেকে সেই দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্বজ্ঞান না হইলে কদাচ অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান সম্ভবিতে পারে না; সুতরাং দ্বৈতজগৎই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরি-

अपनेतुमशक्यं वा स्यात् तत्र बिभ्यतु मूढाः ॥ ४१ ॥
जीवद्वैतन्तु शास्त्रीयमशास्त्रीयमिति द्विधा।
उपाददीत शास्त्रीयमातत्त्वस्यावबोधनात् ॥ ४२ ॥
आत्मब्रह्मविचाराख्यं शास्त्रीयं मानसं जगत्।

साधनत्वात् आकाशादिरूपं द्वैतमस्माभिरपनेतुमशक्यमेति ईशद्वैतमास्तां कुतः कारणात् बिभ्यत इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

इदानीं जीवसृष्टं द्वैतं विभजते जीवद्वैतन्त्विति। किं द्विविधमपि सदा हेयमेव? न इत्याह उपाददीतेति। आतत्त्वस्यावबोधनात् तत्त्वस्यावबोधनपर्य्यन्तम् इति यावत् ॥४२॥

किं तत् शास्त्रीयं द्वैतमित्याकाङ्क्षायामाह आत्मब्रह्मविचाराख्यमिति। प्रत्यग्रूपस्य ब्रह्मणो विचाराख्यं यत् श्रवणादिकं तत् शास्त्रीयं मानसं जगदित्यर्थः। ननु आतत्त्वस्यावबोधनादित्युक्तमनुपपन्नम् आसुप्तेरामृतेः कालं नयेत् वेदान्तवार्त्तया इत्युक्तत्वात्

জ্ঞানের কারণ বলিয়া প্রতীত হইল, অতএব বাহ্য দ্বৈতজগৎকে ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় বলা যায় না। তবে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা দ্বৈতজগতের প্রতি এত দ্বেষ করেন কেন? ॥ ৪১ ॥

ইতিপূর্ব্বে প্রপঞ্চ জগতের ঈশ্বরকর্ত্তৃকসৃষ্ট, দ্বৈতত্ব নিরূপণ করিয়া সেই জগতের জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট দ্বৈতত্বনিরূপণ করিতেছেন।—জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট মনোময় জগতের দ্বৈতত্ব দ্বিবিধ, যথা শাস্ত্রীয় দ্বৈত এবং অশাস্ত্রীয় দ্বৈত। উক্ত দ্বিবিধ দ্বৈতের মধ্যে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতপরিত্যাগ করিয়া যতদিন অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের আবির্ভাব না হয়, ততদিন শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পর্য্যালোচনা করিবে। শাস্ত্রীয় দ্বৈতের অনুষ্ঠান করিলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান অঙ্কুরিত হইতে থাকে ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পর্য্যালোচনা করিতে হইবে বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈতপর্য্যা-লোচনা নিরূপণ করিতেছেন। বেদান্তশাস্ত্রে কথিত আছে যে, পরমাত্মার সহিত অভেদরূপে পরমব্রহ্মবিষয়ক যে বিচার, তাহাকেই শাস্ত্রীয় মানস জগৎ বলে, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান পর্য্যন্ত তাহারই অনুশীলন করিবে, অর্থাৎ

बुद्धे तत्त्वे तस्य हितमिति श्रुत्यनुशासनम् ॥ ४३ ॥
शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः।
परमं ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्सृजेत् ॥ ४४ ॥

द्वैतप्रसङ्गादाह 'बुद्धे तत्त्व इति। तत्त्वे ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणे साक्षात्कृते सतीत्यर्थः। तर्हि 'आसुप्तेरिति' वाक्यस्य का गतिरिति चेत् 'दत्तावसरं' किञ्चित् कामादीनां मनागपीति पूर्वोक्तकामाद्यवसरप्रदानस्य निषिद्धत्वात् तत्परतैवेति वदामः अतो न काप्यनुपपत्तिरिति भावः ॥ ४३ ॥

तत्त्वबोधोत्तरकाले तद्धेयत्वप्रतिपादनपराः स्मृतीरुदाहरति शास्त्राण्यधीत्येत्यादि

কিরূপে আত্মারসহিত পরমব্রহ্মের ঐক্য সম্ভবিতে পারে,পুনঃ পুনঃ তাহাই পর্য্যালোচনা করিবে। পরে ঐ সকল বিচারদ্বারা ক্রমশঃ আত্মার সহিত পরমব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান অভ্রান্তরূপে নিষ্পন্ন হইলে ঐরূপ পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিবে, ইহাই সর্ব্ববেদান্তশাস্ত্রের সারভূত উপদেশ ॥ ৪৩ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে শাস্ত্রীয় মানস জগতের পর্য্যালোচনা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিচার পরিত্যাগ করিবে, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—ব্রহ্মবিজ্ঞানপিপাসু বিচক্ষণ পণ্ডিত যথানিয়মে সদুপদেশক ব্রহ্মতত্ত্বপারদর্শী গুরুর নিকট বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ অধ্যয়নপূর্ব্বক সেই সকল শাস্ত্রের সারগ্রহ করতঃ উহা অভ্যাস করিয়া দ্বৈতজগতের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞানপূর্ব্বক সযৌক্তিক বিচারদ্বারা অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শাস্ত্রপর্য্যালোচনা ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিচারসকল পরিত্যাগ করিবে। যেমন অন্ধকার রজনীতে গমনাশক্ত পথিক ব্যক্তি পথাবলোকন জন্য উল্কাগ্রহণ করে এবং স্বগৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সেই উল্কা পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ যাহারা ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে সমুৎসুক, তাহারা যাবৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে না পারে, তাবৎ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রপর্য্যালোচনাদি-দ্বারা বিচার করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভে যত্ন করিবে এবং যখন তাহারা স্বকর্ত্তব্য কার্য্যে চরিতার্থতা লাভ করে, তখন আর তাহাদিগের শাস্ত্রানুশীলন কিম্বা ব্রহ্মবিজ্ঞানবিষয়ক বিচার কিছুই আবশ্যক থাকে না ॥ ৪৪ ॥

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ।
पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद् ग्रन्थमशेषतः ॥ ४५ ॥
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ।
नानुध्यायाद् बहूञ्छब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् ॥ ४६ ॥
तमेवैकं विजानीथ ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ ।
यच्छेद् वाङ्मनसी प्राज्ञ इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटाः ॥ ४७ ॥

इत्याद्याः श्रुतयः स्फुटा इत्यन्तमिति । तमेवैकं विजानीथ इत्यनेन तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुरिति श्रुतिरर्थतः पठिता ॥४४॥४५॥४६॥४७॥

যেমন ধান্যার্থী কৃষকগণ ধান্যগ্রহণার্থ পলাল (খড়) আনয়ন করিয়া সেই পলাল মর্দ্দনকরতঃ ধান্যগ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল পলাল বিদূরিত করিয়া দেয়, সেইরূপ সদ্বুদ্ধিশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি বেদবেদান্তাদি গ্রন্থসকল অধ্যয়নপূর্ব্বক অভ্যাস করিয়া সেই সকল শাস্ত্রের নিত্যানিত্যবিবেচনাদ্বারা গ্রন্থার্থ সমালোচনপূর্ব্বক শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ও অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইলে সেই সকল শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজনবিধায় পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানপিপাসু সুধীর ব্যক্তি সেই অদ্বৈত সর্ব্বশক্তিমান্ পরাৎপর পরমব্রহ্মকে জানিয়া সেই দিব্যজ্ঞান বিষয়েই তৎপর থাকেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদা জ্ঞাননেত্রে সেই পরমপুরুষের অনন্তমাহাত্ম্য দর্শন করিতে থাকেন। বাগাড়ম্বরপূর্ব্বক কোন শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করেন না। তাঁহারা বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত আছেন যে, শব্দাড়ম্বর কেবল বাক্যের বিড়ম্বনামাত্র তদ্দ্বারা কোন প্রকৃত ফলোদয় হয় না ॥ ৪৬ ॥

বাক্য এবং মনঃ সংযত করিয়া সেই অদ্বিতীয় সনাতনব্রহ্মের পরিজ্ঞানে যত্ন কর। কেবল স্বীয় হৃদয়ে সেই পরমপিতাকে ধ্যান কর, বাক্যদ্বারা সর্ব্বদা তাঁহারই গুণকীর্ত্তনে তৎপর থাক, অন্য বাক্য মুখেও আনিও না, অর্থাৎ অনর্থক তর্কাদি করিও না অথবা যে বাক্যে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ নাই, সেই সকল বাক্য পরিত্যাগ কর। শ্রুতিতে সুস্পষ্ট ব্যক্ত আছে যে, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা বাক্য ও মনঃকে সংযত করিয়া রাখিবে ॥ ৪৭ ॥

अशास्त्रीयमपि द्वैतं तीव्रं मन्दमिति द्विधा ।
कामक्रोधादिकं तीव्रं मनोराज्यं तथेतरत् ॥ ४८ ॥
उभयं तत्त्वबोधात् प्राङ् निवार्य्यं बोधसिद्धये ।
शमः समाहितत्वञ्च साधनेषु श्रुतं यतः ॥ ४९ ॥
बोधादूर्द्ध्वञ्च तद्धेयं जीवन्मुक्तिप्रसिद्धये ।

अशास्त्रीयस्यापि द्वैतस्यावान्तरभेदमाह अशास्त्रीयमपि । तद् द्विविधमपि क्रमेणोदाहरति कामक्रोधादिकमिति । इतरत् मन्दमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

किमनयोः शास्त्रीयद्वैतस्येव तत्त्वबोधोत्तरकालमेव हेयत्वं नेत्याह उभयमिति । प्राङ्-निवारणं किमर्थमित्यत आह बोधसिद्धये इति । तत्र लिङ्गमाह शम इति । यतस्तत्त्व-बोधात् प्राक् तयोर्हेयत्वं तत एव नित्यानित्यवस्तुविवेकादिषु ब्रह्मज्ञानसाधनेषु मध्ये शान्तः समाहित इति पदाभ्यां शान्तिसमाधी श्रूयेते इत्यर्थः ॥ ४९ ॥

ननु तत्त्वबोधात् प्राक् निवार्य्यमित्यभिधानात् तदुत्तरकालमस्य स्वीकार्य्यता स्यादित्या-

---

এইক্ষণ জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট অশাস্ত্রীয় দ্বৈতত্ত্বের অবান্তর বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন।—অশাস্ত্রীয় দ্বৈতত্ত্ব "তীব্র ও মন্দ" এই দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়, কামক্রোধাদিজনিত মনের দ্বৈতভাব সকলকে "তীব্র" এবং তদ্ভিন্ন মনের দ্বৈত অবস্থাকে "মন্দ" বলা যায়। এই উভয়কে শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের উত্তরকালে পরিত্যাগ করিবে না, তত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্ব্বেই উক্ত অশাস্ত্রীয় দ্বিবিধ দ্বৈত পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু শ্রুতিতে কথিত আছে যে, মনের শান্তি ও সমাধি এই উভয়ই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের কারণ। মনের শান্তি ও সমাধি না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ববোধ হইতে পারে না এবং যাবৎকাল অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবৃত্তি না হয়, ততক্ষণ মনের শান্তি ও সমাধি হয় না; সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্ব্বেই অশাস্ত্রীয় দ্বিবিধ দ্বৈতের নিবারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮-৪৯ ॥

কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের পূর্ব্বেই যে, কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিবে এমত নহে; ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হইলে জীবন্মুক্তিলাভার্থ তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কামক্রোধাদির পরিত্যাগ না হইলে প্রকৃত

कामादिक्लेशबन्धेन युक्तस्य न हि मुक्तता ॥ ५० ॥
जीवन्मुक्तिरियं मा भूज्जन्माभावे त्वहं कृती ।
तर्हि जन्मापि तेऽस्त्वेव स्वर्गमात्रात् कृती भवान् ॥ ५१ ॥
क्षयातिशयदोषेण स्वर्गो हेयो यदा तदा ।

प्रकृताह बोधादूर्द्ध्वमिति । उक्तमर्थं व्यतिरेकमुखेन द्रढयति कामादीति । कामादिरूपो यः क्लेशः स एव बन्धः तेन युक्तस्य बद्धस्य मुक्तता जीवन्मुक्तत्वं न हि नास्त्येवेत्यर्थः ॥ ५० ॥

ननु जन्मादिसंसारादुद्विग्नस्यात्यन्तिकपुरुषार्थरूपया विदेहमुक्त्यैवालं किमनया आपातिकया जीवन्मुक्त्येति शङ्कते जीवन्मुक्तिरियमिति । ऐहिकभोगनिवृत्तिभयात् जीवन्मुक्तित्यागे आमुष्मिकभोगनिवृत्तिभयात् विदेहमुक्तिरपि त्याज्या स्यादिति प्रतिबन्द्या परिहरति तर्हि जन्मापीति ॥ ५१ ॥

प्रतिबन्दिमोचनं शङ्कते क्षयातिशयदोषेणेति । दोषयुक्तत्वेन स्वर्गादेस्त्याज्यत्वं सकल-

---

জীবন্মুক্তি হইতে পারে না। যাহারা কামক্রোধাদিরূপ সংসারবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া থাকে, তাহাদিগের জীবন্মুক্তির অধিকার থাকে না; বরং তাহাদিগের অজ্ঞানের লক্ষণই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

যদি বল, কামক্রোধাদি নিকৃষ্ট বৃত্তিসকলের বিদ্যমানতাবস্থায় জীবন্মুক্ত বলিয়া খ্যাতি না হউক, কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হইলেই সেই জ্ঞানদ্বারা যে, বারম্বার সংসারে জন্মমরণাদি নিবারিত হইবে, তাহাতেই আমার ইষ্টসিদ্ধি আছে। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন,—যদি তুমি এইরূপ বিবেচনা কর যে, তোমার জন্মমরণাদিজনিত সংসার ক্লেশনিবারিত হইলেই তোমার কার্য্য সফল হইল। তাহাহইলে তুমি জন্মমরণস্বরূপ সংসার যাতনা নিবারিত করিতে পারিবে না, তোমাকে অবশ্যই সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিতে হইবে এবং ইহাতে তুমি কেবলমাত্র স্বর্গাদিভোগজনিত সুখ লাভ করিতে পারিবে, কিন্তু তোমাকে জ্ঞানী বলিয়া কীর্ত্তন করা যায় না। বরঞ্চ তোমার বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার আছে, ইহাই অনুমিত হইতে পারে। পরন্তু যদি ক্রিয়াজন্য স্বর্গভোগের ক্ষয় ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং এই সকল দোষ বিবেচনা করিয়া স্বর্গভোগকে তোমার পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাহইলে কামক্রোধাদি স্বদেহবর্ত্তী দোষরাশিকে হেয়-

सर्वदोषप्रसूत्यर्थं कामादिः किं न हीयते ॥ ५२ ॥

तत्त्वं बुद्ध्वापि कामादीन् निःशेषं न जहासि चेत् ।
यथेष्टाचरणं ते स्यात् कर्म्मशास्त्रातिलङ्घिनः ॥ ५३ ॥

बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्य यथेष्टाचरणं यदि ।
शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव को भेदोऽशुचिभक्षणे ॥ ५४ ॥

पुरुषार्थविघातकत्वेनातीव दोषरूपस्य कामादेः सुतरां त्याज्यत्वमित्याह तदा सर्वं दोषतमीति ॥ ५२ ॥

ननु वैराग्यादिसम्पादनेनालमस्माकमद्वैतिनः कामादिरूपत्वात् ऐहिकभोगसाधनोपयोगि-कामाद्यभ्युपगमे को दोष इत्याशङ्क्याह तत्त्वं बुद्ध्वापीति। तत्त्वविद्याभिमानेन विधि-निषेधशास्त्रमतिक्रम्य कामाद्यधीनतया वर्त्तमानस्य तव यथेष्टाचरणं स्यादित्यर्थः ॥ ५३ ॥

अस्तु को दोष इत्याशङ्क्य तदनिष्टप्रतिपादनपरं सुरेश्वराचार्य्यवचनमुदाहरति बुद्धा-द्वैतसतत्त्वस्येति। बुद्धमद्वैतसतत्त्वमद्वैतस्वरूपं ब्रह्म येन स बुद्धाद्वैतसतत्त्वस्तत्त्ववित्तस्य यथेष्टाचरणं यदि स्यात् तर्हि अशुचिभक्षणादिकमपि स्यात् तथा सति शुनां तत्त्वदृशाञ्चैव न कोऽपि विशेषः स्यादित्यर्थः ॥ ५४ ॥

জ্ঞান করিয়া কেননা পরিত্যাগ করিবে। কামক্রোধাদি রূপ দোষসকল সমস্ত পুরুষার্থ বিনাশ করিয়া ফেলে, তাহা পরিত্যাগ করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় ॥ ৫১-৫২ ॥

যদি অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াও কামক্রোধাদি দোষপরিত্যাগ করিতে না পার, তাহাহইলে তুমি কর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রতিপাদক শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক যথেচ্ছাচারী হইলে। বৈরাগ্যসাধনের প্রতিবন্ধকীভূত কামাদি পরি-ত্যাগ না করিয়া কেবল ঐহিক সুখসাধনার্থ কামাদির বশীভূত থাকিলে যথেচ্ছাচারী বলিয়া লোকের নিকট পরিহাসাস্পদ হইতে হয় ॥ ৫৩ ॥

অদ্বৈত পরমব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞাত হইয়াও যদি কামক্রোধাদির বশে বশীভূত হইয়া যথেষ্টাচারী হইলে, তবে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানী মানবের সহিত অশুচি-ভোজী কুকুরের কি প্রভেদ রহিল এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিই বা কি প্রাধান্য লাভ করিলেন? এবম্বিধ ব্রহ্মজ্ঞানী ও কুক্কুর উভয়ই তুল্য। যেমন কুক্কুর পুরীষ প্রভৃতি অশুচি বস্তু ভক্ষণ করে, সেইরূপ কামাদির বশীভূত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ

बोधात् पुरा मनोदोषमात्रात् क्लिष्टोऽस्यथाधुना ।
अशेषलोकनिन्दा चेत्यहो ते बोधवैभवम् ॥ ५५ ॥
विड्वराहादितुल्यत्वं माकाङ्क्षीस्तत्त्वविद् भवान् ।
सर्व्वधीदोषसंत्यागात् लोकैः पूज्यस्व देववत् ॥ ५६ ॥

एतावता किमनिष्टं सम्पादितमित्याशङ्क्य लोपहासमुखेनाह बोधात् पुरेति । तत्त्वज्ञानोदयात् प्राक् कामक्रोधादिचित्तदोषैरेव क्लिष्टोऽभूत् इदानीन्तु सर्व्वलोकनिन्दामपि सहत इति किं मद्गुण्यमिति भावः ॥ ५५ ॥

तर्हि किं कर्त्तव्यमित्यत आह विड्वराहादितुल्यत्वमिति । तत्त्वविदुत्कर्षहेतुज्ञानवांस्त्वं कामादिव्यापारत्वेन सर्वाधमविड्वराहादिसाम्यम् माकाङ्क्षीः किन्तु कामादिरूपसकलमनोदोषत्यागेन सर्व्वजनैर्देववत् पूज्यस्व पूज्यो भवेत्यर्थः ॥ ५६ ॥

শূকরও নানারূপ বিগর্হিত কার্য্যস্বরূপ অশুচির ভাজন হইয়া থাকেন'। যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই একরূপ আচরণ দেখা গেল, তবে আর তাহাদিগের ইতরবিশেষ কি রহিল ? ॥ ৫৪ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াও যদি লোকসমাজে যথেচ্ছাচারদোষে দূষিত থাকিলে, তবে তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া তোমার কি লাভ হইল ? বরঞ্চ এইক্ষণ পূর্ব্বাবস্থা হইতে তোমার ক্লেশবৃদ্ধি হইল। পূর্ব্বাবস্থাতে যখন তোমার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের উদয় হয় নাই, তখন কেবল কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি দোষই তোমাকে ক্লেশ দিত ; এইক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াও যে আরও তোমার অধিক ক্লেশ উপস্থিত হইল এবং লোকসমাজে যথেচ্ছাচারিতা প্রভৃতি অশেষ লোকনিন্দাও যে তোমাকে সহ্য করিতে হইল ? আহা ! তোমার তত্ত্বজ্ঞানের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা প্রকাশ পাইল। অতএব এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান তোমারই থাকুক, আমরা এইরূপ জ্ঞান প্রার্থনা করি না ॥ ৫৫ ॥

তুমি অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানবান্ হইয়াছ এবং যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান লোকের সর্ব্বোৎকর্ষসাধন করে, তুমি সেই পদের অধিকারী হইয়া যথেচ্ছাচার দোষে শূকরাদির তুল্য হইতে কখনই অভিলাষ করিও না। কামক্রোধাদি মানসিক দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া দেবতার ন্যায় সর্ব্বলোকের পূজ্য হইতে ইচ্ছা কর। যদি তুমি কামক্রোধাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃত

काम्यादिदोषदृष्ट्याद्याः कामादित्यागहेतवः ।
प्रसिद्धा मोक्षशास्त्रेषु तानन्विष्य सुखी भव ॥ ५७ ॥
त्यज्यतामेव कामादिर्मनोराज्ये तु का क्षतिः ।

तत्त्यागोपायमाह काम्यादीति। काम्याः कामनाविषयाः स्रगादयः आदयोः येषां द्रव्यादीनां ते काम्यादयः तेषां ये दोषाः अनित्यत्वसातिशयत्वादयस्तेषां दृष्टिरवलोकनमाद्यं येषां कामस्वरूपविचारादीनां ते तथोक्ताः। तेषां कामादित्यागहेतुत्वे प्रमाणमाह प्रसिद्धा इति। भवतु ततः किमायातमित्यत आह तानन्विष्येति ॥ ५७ ॥

ननु कामादीनाम् अनर्थहेतुत्वात् त्यज्यत्वमस्तु मनोराज्यस्य तु तथात्वाभावात् तत् त्यागो

তত্ত্বজ্ঞানীর ন্যায় সদাচরণ করিতে পার, তাহাহইলে তোমাকে সকলেই দেবতার ন্যায় সমাদর করিবে ॥ ৫৬ ॥

এইক্ষণে কি উপায় অবলম্বন করিলে কামক্রোধাদি মানসিক দোষ হইতে পরিত্রাণ হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—কাম্যবস্তুতে অনিত্যত্বাদি দোষের অনুসন্ধান করাই কামক্রোধাদি পরিত্যাগের প্রধান উপায়; ঐহিক সুখভোগের কারণ যে সকল বস্তুকে কামনা করা যায়, সেই সকল বস্তু অচিরস্থায়ী, প্রকৃত সুখসাধন করিতে পারে না; কেবল আপাততঃ সুখকর বলিয়া বোধ হয়, এই বিষয় সুস্পষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সেই সকল বস্তুর প্রতি অনুরাগের হ্রাস হইতে থাকে, এইরূপ হইলেই ক্রমশঃ কামক্রোধাদি মানসিক দোষ সকল বিদূরিত হইয়া যায়। বেদ-বেদান্তাদি মোক্ষসাধক শাস্ত্রে এইরূপে কামক্রোধাদি দোষ পরিত্যাগের ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ কথিত আছে। অতএব তোমাকে সদুপদেশ দিতেছি, তুমি উক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া কামক্রোধাদি চিত্তবৃত্তি দোষ সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক সুখে কালযাপন কর, কদাপি কামাদির বশীভূত হইয়া দুর্লভ মানবজন্ম বিফল করিও না ॥ ৫৭ ॥

যদিও মানসিক দোষরূপ অনিষ্টজনক কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্যকর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে, কিন্তু মানসিক সঙ্কল্প কোন অনিষ্ট উৎপাদন করে না; বরং সেই মানসিক সঙ্কল্পদ্বারা সময় সময় অনেক সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব এই প্রকার মানসিক বৃত্তি অবলম্বনে

अशेषदोषबीजत्वात् क्षतिर्भगवतेरिता ॥ ५८ ॥
ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते ।
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥ ५९ ॥

नापेक्षित इति शङ्कते त्यज्यतामेष इति । साक्षादनर्थहेतुत्वाभावेऽपि परम्परया तद्धेतुत्वात् त्याज्य एवेत्यभिप्रेत्य परिहरति अशेषदोषबीजत्वादिति ॥ ५८ ॥

परम्परया अनर्थहेतुत्वप्रदर्शनपरं भगवद्वाक्यमुदाहरति ध्यायतो विषयानिति ॥ ५९ ॥

ক্ষতি কি আছে? সুতরাং সেই মানসিক সঙ্কল্প কেনই পরিত্যাগ করিব? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন। মানসিক সঙ্কল্পই জীবের অশেষ অনর্থের হেতু, এই নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে পরম্পরা সম্বন্ধে ঐ বিষয় নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৫৮ ॥

ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,— যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সাংসারিক সুখসাধন বিষয় অনুধ্যান করে, তাহার সেই সকলবিষয়ে অনুরাগ জন্মে। পরন্তু বিষয়ে দৃঢ় আসক্তি হইলেই সেই সকল বিষয়ভোগে অধিক কামনা হইয়া থাকে। তদনন্তর সেই সকল কামনার বিষয়ীভূত বস্তু সকল লাভ করিয়া কামনা চরিতার্থ করিতে না পারিলেই ক্রোধের আবির্ভাব হয়, ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন সদসৎ বিবেচনা শক্তি বিলুপ্ত হইয়া এককালে মোহ জন্মিয়া থাকে, মোহ উপস্থিত হইলেই স্মৃতি ভ্রম ঘটিয়া থাকে, তখন আর পূর্ব্ব সংস্কার থাকেনা; সুতরাং বুদ্ধিও বিলুপ্ত হইয়া যায়, বুদ্ধি বিনাশ হইলেই প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে। পরন্তু বুদ্ধি নাশ পাইলে আর প্রাণকে কে রক্ষা করে? অতএব মানসিক সঙ্কল্প অপেক্ষা আর অনিষ্টজনক বিষয় কি আছে; বিবেচনা করিয়া দেখিলে এক মানসিক সঙ্কল্প হইতে জীবের যে সর্ব্বনাশ হয়, ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মানসিক সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই জীবের শ্রেয়স্কর; যতকাল মানসিক সঙ্কল্প জীববৃন্দকে অধিকার করিয়া রাখিবে, ততদিন আর জীবের সদগতির আশা নাই ॥ ৫৯ ॥

शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः ।
सुसम्पादः क्रमात् सोऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६० ॥
बुद्धतत्त्वेन धीदोषशून्येनैकान्तवासिना ।
दीर्घं प्रणवमुच्चार्य्य मनोराज्यं विजीयते ॥ ६१ ॥
जिते तस्मिन् वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् ।

तर्ह्यस्य मनोराज्यस्य कः परिहारोपाय इत्यत आह शक्यं जेतुमिति । सोऽपि कुतः सिध्यतीत्यत आह सुसम्पादः क्रमात् सोऽपीति ॥ ६० ॥

नन्वष्टाङ्गयोगयुक्तस्य तथास्तु तद्रहितस्य का गतिरित्यत आह बुद्धतत्त्वेनेति । बुद्धमवगतं तत्त्वं ब्रह्मात्मैक्यलक्षणं येन स बुद्धतत्त्वस्तेन कामक्रोधादिबुद्धिदोषरहितेन एकान्तवासिना विजनदेशनिवासशीलेन पुरुषेण दीर्घं षड्‌द्वादशादिमात्रोपेतं प्रणवमोङ्कारमुच्चार्य्य मनोराज्यं विजीयते निवार्य्यत इत्यर्थः ॥ ६१ ॥

मनोराज्यविजये किं भवतीत्यत आह जिते तस्मिन्निति । यथा मूकः सकलवाग्-

---

কি উপায় অবলম্বন করিলে জীবের পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টজনক মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—নির্ব্বিকল্পক সমাধি আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা সেই সমাধি অনুষ্ঠান করিলেই জীবের মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হয়। সেই নির্ব্বিকল্পক সমাধিও অন্য কোন উপায়ে হয় না, কেবল সবিকল্পক সমাধির অভ্যাস করিতে করিতেই ক্রমশঃ নির্ব্বিকল্পক সমাধি সাধিত হয় ॥ ৬০ ॥

যাহারা পূর্ব্বোক্ত সমাধি অনুষ্ঠানে অসমর্থ, অথচ কামক্রোধাদি মানসিক দোষবিহীন, সেই সকল ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের ইচ্ছা হইলে তাহারা সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক বহুকাল প্রণব উচ্চারণ করিবে, এইরূপে দীর্ঘকাল প্রণব উচ্চারণ করিলেই মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হইয়া যায় ॥ ৬১ ॥

এইরূপে মানসিক সঙ্কল্প নিবারিত হইলেই মনঃ সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিশূন্য হইয়া স্থিরভাব অবলম্বন করে; তখন আর কোন বাহ্যিক বিষয়ে মনের অনুরাগ থাকে না, কেবল নিশ্চলভাবে সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনে তৎপর হইয়া মূক (বোবা)-বৎ অবস্থিতি করে। বিবিধ দোষের আকরস্বরূপ

एतत् पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितम् ॥ ६२ ॥
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम् ।
सम्पन्नञ्चेत् तदोत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ।
विचारितमलं शास्त्रं चिरमुद्ग्राहितं मिथः ।
सन्त्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम् ॥ ६३ ॥

व्यापाररहितः शिलेति मनोऽपि सर्व्वव्यापाररहितमवतिष्ठति इत्यर्थः अतस्तिक्तमनोऽव स्थानस्य पुरुषार्थत्वं प्रमाणमाह एतत् पदमिति । एतत् पदमियं दशेत्यर्थः ॥ ६२ ॥

वाशिष्ठश्लोकद्वयमुदाहरति दृश्यमिति । नेह नानास्तीत्यादिश्रुत्या द्वितीयब्रह्मातिरिक्तजगदभावज्ञानेन मनसः सकाशात् दृश्यनिवारणं सुसम्पन्नं यदि तर्हि निरतिशयमोक्ष-सुखं निष्पन्नमिति जानीयादित्यर्थः । अहं तच्छास्त्रमत्यर्थं विचारितं तथा मिथः परस्परं गुरुशिष्यादिसंवादद्वारा चिरकालं प्रत्यायितञ्च एवं कृत्वा किं निश्चितमित्यत आह सन्त्यक्त-वासनादिति । सम्यक् परित्यक्तकामादिवासनान्मनसस्तूष्णीं भावादृतेऽधिकः पुरुषार्थो नास्तीति निश्चितमित्यर्थः ॥ ६३ ॥

মানসিক সঙ্কল্প নিবারণ বিষয়ে কুলগুরু বশিষ্ঠ ঋষি শ্রীরামচন্দ্রকে এই বিষয়ে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

জগতে অদ্বিতীয় পরাৎপর পরমব্রহ্ম বস্তু ব্যতিরেকে দৃশ্যপদার্থ আর কিছুই নাই। কেবল সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুই একমাত্র দৃশ্যপদার্থ, সর্ব্বদা জ্ঞাননেত্রে কেবল সেই পরাৎপর পরমব্রহ্মকে দর্শন করিবে। এইরূপ বিবেচনায় যখন চিত্ত হইতে জগতীয় দর্শনাভিলাষ সমুদায় বিদূরিত হইয়া যায়, তখন পরম নির্ব্বাণ মুক্তির পথ পরিষ্কৃত হইতে থাকে। তদনন্তর অধ্যাত্মবিদ্যাবিষয়ক শাস্ত্রসকল বিশেষরূপে বিচার করিয়া অন্যান্য তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুলোকের সহিত ঐ অধ্যাত্মশাস্ত্র সমুদয় পরস্পর আলোচনা করতঃ অসার বিষয়বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনব্রত অবলম্বন করিবে। এইরূপে ঈশ্বরের অনুধ্যান করিলেই মানবের নির্ব্বাণ মুক্তি হইয়া থাকে। এই-প্রকারে মৌনভাব অবলম্বন অপেক্ষা মুক্তিসাধনের উত্তম উপায় আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৬৩ ॥

विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कर्मणा भोगदायिना ।
पुनः समाहिता सा स्यात् तदैवाभ्यासपाटवात् ॥ ६४ ॥
विक्षेपो यस्य नास्त्यस्य ब्रह्मवित्त्वं न मन्यते ।
ब्रह्मैवायमिति प्राहुर्मुनयः पारदर्शिनः ॥ ६५ ॥
दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः ।

एवं निर्वृत्तिकस्य चित्तस्य प्रारब्धकर्म्मणा विक्षेपे सति तत्प्रतीकारोपायः क इत्यपेक्षायामाह विक्षिप्यत इति । भोगप्रदेन प्रारब्धकर्म्मणा बुद्धिः कदाचिद्विक्षिप्यते चेत् तर्हि सा बुद्धिरभ्यासपाटवादभ्यासदार्ढ्यात् तदैव पुनरपि समाहिता स्यादित्यर्थः ॥ ६४ ॥

सदा चित्तविक्षेपरहितस्य ब्रह्मवित्त्वमपि औपचारिकमित्याह विक्षेपो यस्येति । पारदर्शिनः वेदार्थपारं गता इत्यर्थः ॥ ६५ ॥

अत्रापि वशिष्ठवाक्यमुदाहरति दर्शनादर्शने हित्वा इति । यो ब्रह्म जानाति न

শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভোগব্যতিরেকে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ক্ষয় হয় না। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত যদি কোন সময়ে কোন প্রকার মানসিক সঙ্কল্প উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ পুরুষের অন্তঃকরণকে চঞ্চল করে, তাহাহইলে অভ্যাস নৈপুণ্যদ্বারা পুনর্ব্বার সমাধি অবলম্বন করিয়া তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বানুচিন্তনে নিমগ্ন হইবে ; কোনরূপেও অন্য চিন্তাকে অন্তঃকরণে আশ্রয় করিতে দিবে না। যাহাতে চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ব-চিন্তনে নিরত থাকে, অভ্যাসসহকারে কায়মনোবাক্যে তাহাই করিবে ॥৬৪॥

যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সেই পরাৎপর সচ্চিদানন্দময় পরম পুরুষের তত্ত্বচিন্তনে তৎপর থাকেন, যাঁহার মনঃ কদাচ বিষয়ভোগকামনাদি অকিঞ্চিৎ কারণে বিচলিত হয় না, তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা অকর্ত্তব্য ; যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে পারদর্শী মুনিগণ সেই ব্যক্তিকে স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

উক্তপ্রকারে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সহিত পরাৎপর পরমাত্মা পরমব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন বিষয়ে বশিষ্ঠদেবের বাক্যকে উদাহরণস্বরূপে বর্ণনপূর্ব্বক ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞের সহিত ব্রহ্মের ঐক্য প্রতিপাদন করিতেছেন।— বশিষ্ঠদেব

यस्तिष्ठति स तु ब्रह्मन् ! ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयम् ॥ ६६ ॥
जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा जीवद्वैतविवर्जनात् ।
लभ्यतेऽसावतोऽमुष्मीशाद्वैताद्विवेचितम् ॥ ६७ ॥
इति द्वैतविवेको नाम चतुर्थः परिच्छेदः ॥

जानामि इति व्यवहारद्वयं परित्यज्य स्वयमद्वितीयचैतन्यमात्ररूपेणावतिष्ठते स स्वयं ब्रह्म न तु ब्रह्मविदित्यर्थः ॥ ६६ ॥

सफलद्वैतविवेचनमुपसंहरति जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा इति । असावुक्तप्रकारा जीवन्मुक्तेः परा काष्ठा निरतिशयपर्यवसानभूमिः जीवद्वैतस्य मनोमयप्रपञ्चस्य विवर्जनात् परित्यागात् लभ्यते प्राप्यते अतः कारणादिदं जीवद्वैतमीश्वरसृष्टात् द्वैतात् विवेचितं विविच्य प्रदर्शितमित्यर्थः ॥ ६७ ॥

इति द्वैतविवेकव्याख्या समाप्ता ।

বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মেতে নিতান্ত অনুরক্ত এবং শাস্ত্রপর্য্যালোচনা ও বিষয়জ্ঞানবিহীন হইয়া তদ্গতচিত্তে কেবল ব্রহ্মস্বরূপ পরিচিন্তনে অবস্থিত হন, তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। অতএব তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলা যায় না; যেহেতু যিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ তাঁহাকে ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যিনি ব্রহ্মপরায়ণ তিনিই ব্রহ্মস্বরূপ। এই উভয়ের কোন ভেদ নাই ॥৬৬॥

জীবকর্ত্তৃক সৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চরূপ দ্বৈতজগৎ অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যক্ত হইলেই জীবন্মুক্তির পরাকাষ্ঠা লাভ হয়, অর্থাৎ যাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে দ্বৈতজগতের সম্বন্ধ পরিত্যাগ হইয়াছে, কোনরূপেও যাহাদিগের অন্তঃকরণ জগতে লিপ্ত থাকে না, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। অতএব জীবসৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চরূপ উক্তপ্রকার দ্বৈতজগৎকে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চ হইতে পৃথক্‌রূপে বিবেচিত হইল ॥ ৬৭ ॥

ইতি দ্বৈতবিবেক সমাপ্ত।

মহাবাক্যবিবেকোনাম-
পঞ্চমঃ পরিচ্ছেদঃ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্‌॥ ১॥

"নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
মহাবাক্যবিবেকস্য কুর্ব্বে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ॥"

মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনব্রহ্মাত্মৈক্যাবগতিসিদ্ধয়ে প্রসিদ্ধানাং চতুর্ণাং মহাবাক্যানামর্থং ক্রমেণ নিরূপয়ন্‌ পরমকৃপালুরাচার্য্য আদৌ তাবদৈতরেয়ারণ্যকগতপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ইতি মহাবাক্যস্থপ্রজ্ঞানশব্দস্যার্থমাহ যেনেক্ষতে শৃণোতীতি। যেন চক্ষুর্দ্বারা নির্গতান্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিতচৈতন্যেন ইদং দর্শনযোগ্যং রূপজাতম্‌ ঈক্ষতে পশ্যতি পুরুষঃ তথা শ্রোত্রদ্বারা নির্গতান্তঃকরণবৃত্ত্যুপাধিকেন যেন শব্দজাতং শৃণোতি তথৈব ঘ্রাণদ্বারা নির্গতান্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিতেন ঔপাধিকেন যেন গন্ধজাতং জিঘ্রতি যেন বাগিন্দ্রিয়াবচ্ছিন্নেন ব্যাকরোতি শব্দজাতং ব্যাহরতি যেন রসনেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গতান্তঃকরণবৃত্ত্যুপহিতেন ঔপাধিকেন স্বাদ্বস্বাদু রসৌ বিজানাতি অনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চ শব্দঃ তথা চ উক্তানুক্তৈঃ সকলেন্দ্রিয়ৈরন্তঃকরণবৃত্তিভেদৈশ্চোপলক্ষিতং যচ্চৈতন্যমস্তি তদেবাত্র প্রজ্ঞানমিত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ। অনেন যেন বা রূপং পশ্যতীত্যাদেঃ সর্ব্বাণ্যেতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ইত্যন্তস্যাবান্তরবাক্যসন্দর্ভস্যার্থঃ সংক্ষিপ্য প্রদর্শিতঃ॥ ১॥

যাহারা মুক্তিকামী, তাহাদিগের মোক্ষসিদ্ধির কারণীভূত আত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত মহাবাক্যচতুষ্টয়ের অর্থ প্রকাশ করিবার মানসে প্রথমতঃ ঋগ্বেদীয়—ঐতরেয়োপনিষদের অন্তর্গত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যস্থিত প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।— যে নিত্য জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যের সাহায্যে চক্ষুঃদ্বারা রূপাদি দৃশ্যপদার্থ সকল দর্শন করা যায়, যাঁহার সাহায্যে কর্ণদ্বারা বাক্যাদি শ্রবণগোচর শব্দসকল শ্রবণ করা যায়, যাঁহার সাহায্যে নাসিকাদ্বারা গন্ধের আঘ্রাণ হয়, যাঁহার সহায়তায় কণ্ঠনালী প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয়দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, যাঁহার সহযোগে রসনেন্দ্রিয়দ্বারা স্বাদু অস্বাদু প্রভৃতি রসের আস্বাদন হয়, সেই বুদ্ধিস্থিত জ্যোতির্ম্ময় জীবচৈতন্যকে প্রজ্ঞান বলাযায়॥ ১॥

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ।
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥
परिपूर्णः परात्मास्मिन् देहे विद्याधिकारिणि ।

एवं प्रज्ञानशब्दस्यार्थमभिधाय ब्रह्मशब्दस्यार्थमाह चतुर्मुखेन्द्रदेवेष्विति । उत्तमेषु देवादिषु मध्यमेषु मनुष्यादिषु अधमेषु गवाश्वादिषु देहधारिषु आकाशादिभूतेषु च जगज्जन्मादिहेतुभूतं यदेकं चैतन्यमस्ति तद्ब्रह्मेत्यर्थः । अनेन च एष ब्रह्मैष इन्द्र इत्यादिप्रतिष्ठेत्यन्तस्य वाक्यस्यार्थः संक्षिप्य दर्शितः । इत्थं पदार्थमभिधाय वाक्यार्थमाह अतः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपीति । यतः सर्वत्रावस्थितं प्रज्ञानं ब्रह्म ततो मय्यपि स्थितं प्रज्ञानं ब्रह्मैव प्रज्ञानत्वाविशेषादित्यर्थः ॥ २ ॥

एवं ऋक्शाखागतं महावाक्यार्थं निरूप्य यजुःशाखासु मध्ये बृहदारण्यकोपनिषद्गतस्य अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यस्यार्थाविष्करणायाहं शब्दस्यार्थमाह परिपूर्ण इति । परिपूर्णः स्वभावतो देशकालवस्तुभिरपरिच्छिन्नः परमात्मा अस्मिन् मायाकल्पिते जगति विद्याधि

পূর্ব্বশ্লোকে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যস্থিত প্রজ্ঞান শব্দের অর্থ প্রকাশ করিয়া এই শ্লোকে ঐ বাক্যস্থিত ব্রহ্মশব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণপূর্ব্বক ঐ উভয় শব্দপ্রতিপাদ্য চৈতন্যের একত্বপ্রতিপাদন করিতেছেন। ভগবান্ সচ্চিদানন্দময় সর্ব্বব্যাপী একমাত্র পরমব্রহ্মই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দে এবং মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুবর্গে এবং অন্যান্য সকল পদার্থেই অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন; সুতরাং আমাতে সেই পরমব্রহ্ম অবস্থান করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব একাধারস্থিত উভয় চৈতন্য অর্থাৎ প্রজ্ঞান ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইহাদ্বারা প্রজ্ঞান ও চৈতন্য উভয়ই যে ব্রহ্মস্বরূপ, অর্থাৎ প্রজ্ঞান চৈতন্যই যে ব্রহ্ম তাহা সহজেই সিদ্ধ হইল ॥ ২ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঋগ্বেদান্তর্গত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থনিরূপণ করিয়া যজুর্ব্বেদীয়-বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অর্থনিরূপণ মানসে অগ্রে "অহং" এই শব্দের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।— পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা স্বীয় মায়াশক্তির বশীভূত

বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে ॥ ৩ ॥
স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতম্।

কাৎস্নি শমাদিসাধনসম্পন্নেন বিদ্যাসম্পাদনযোগ্যেঽস্মিন্ অবস্থানবতি ইহ মনুষ্যাদিশরীরে বুদ্ধের্বুদ্ধ্যুপলক্ষিতস্য সূক্ষ্মশরীরস্য সাক্ষিতয়া অবিকারিত্বেনাবভাসকতয়া স্থিত্বাবস্থায় স্ফুরন্ প্রকাশমানোঽহমিতীর্য্যতে অহংপদেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মশব্দার্থমাহ স্বতঃ পূর্ণ ইতি। স্বতঃ পরিপূর্ণঃ স্বভাবতো দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নঃ পূর্ণোক্ত. পরমাত্মা অত্রাস্মিন্ মহাবাক্যে ব্রহ্মশব্দেন ব্রহ্মেত্যনেন পদেন বর্ণিতঃ লক্ষ্যয়োক্ত ইত্যর্থঃ। এতদ্বাক্যগতেনাস্মীতি পদেন পদদ্বয়সামানাধিকরণ্যলভ্যং জীবব্রহ্মণোরৈক্যং পরামৃশ্যত ইত্যাহ অস্মীত্যৈক্যপরামর্শ ইতি। ফলিতমাহ তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহমিতি ॥ ৪ ॥

ইদানীং ছান্দোগ্যশ্রুতিগতস্য তত্ত্বমসীতি বাক্যস্যার্থপ্রদর্শনায় তৎপদলক্ষ্যার্থমাহ

হইয়া মায়াময় সংসারমধ্যে শমদমাদি সাধনদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের উপায়স্বরূপ এই পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্ব্বক অন্তঃকরণের সাক্ষিস্বরূপ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেশকালাদিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন করাযায় না, সেই পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মাই অহং শব্দের বাচ্য ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত ব্রহ্ম এই শব্দের প্রকৃত অর্থনিরূপণ পূর্ব্বক অহং শব্দবাচ্য চৈতন্যের সহিত ব্রহ্মশব্দপ্রতিপাদ্যের একত্ব নির্ণয় করিতেছেন।—যিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ ব্রহ্মরূপী পরমাত্মা, তিনিই ব্রহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য; অর্থাৎ ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার বোধ হয় এবং অস্মি এই শব্দদ্বারা অহং শব্দ প্রতিপাদ্যচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যদি অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে জীবন্মুক্ত পুরুষেরা যে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাও সুসিদ্ধ হইল ॥ ৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে মহাবাক্য চতুষ্টয়ের মধ্যে বাক্যদ্বয়ের অর্থ নিরূপণ করিয়া

सृष्टेः पुराधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तदितीर्य्यते ॥ ५ ॥
श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वंपदेरितम् ।
एकता ग्राह्यतेऽसीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

एकमेवाद्वितीयमिति । सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयमिति वाक्येन सृष्टेः पुरा स्वगतादिभेदशून्यं नामरूपरहितं यत् सद्वस्तु प्रतिपादितम् अस्य सद्वस्तुनोऽधुनापि सृष्ट्युत्तरकालेऽपि तादृक्त्वं विचारदृष्ट्या तथात्वं तदिति पदेनेर्य्यते, लक्ष्यते इत्यर्थः ॥५॥

त्वं पदलक्ष्यार्थमाह श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्रेति । श्रोतुः श्रवणाद्यनुष्ठानेन वाक्यार्थं प्रतिपित्सोर्देहेन्द्रियातीतं देहेन्द्रियोपलक्षितं स्थूलादिशरीरत्रयसाक्षितया तद्विलक्षणं वस्तु तदेव त्वं पदेरितं वाक्यगतेन त्वमिति पदेन लक्षितमित्यर्थः । एतद्वाक्यस्थेन असीतिपदेन तत्त्वं पदसामानाधिकरण्यलब्धं जीवपरैक्यं मिथः प्रत्याय्यते इत्याह एकता ग्राह्यतेऽसीति । सिद्धमर्थमाह तदैक्यमनुभूयतामिति । तयोस्तत्त्वं पदार्थयोरैक्यं प्रमाणसिद्धमेकत्वमनुभूयतां मुमुक्षुभिरित्यर्थः ॥ ६ ॥

এইক্ষণ সামবেদীয়-ছান্দোগ্য-উপনিষদের লিখিত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার মানসে প্রথমতঃ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যস্থিত তৎপদের অর্থ নির্ণয় করিতেছেন।— এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপধারী দেদীপ্যমান জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জ্জিত অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন এবং এক্ষণেও সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী পরমব্রহ্ম সেইরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। অতএব তিনিই তৎ শব্দের বাচ্য হয়েন ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই মহাবাক্যের অন্তর্গত "ত্বং" এই শব্দের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশপূর্ব্বক তৎ ও ত্বং এই উভয় শব্দ প্রতিপাদ্য পদার্থদ্বয়ের ঐক্যনিরূপণ করিতেছেন।—প্রাণিবর্গের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে বিভিন্ন অন্তঃকরণস্থিত যে চৈতন্য তাহাই "ত্বং" এই শব্দের প্রতিপাদ্য এবং "অসি" এই পদদ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত তৎশব্দ বাচ্য ও এই শ্লোকের অন্তর্গত ত্বং পদবাচ্য এই উভয়ের ঐক্যপ্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব তৎপদবাচ্য পূর্ণব্রহ্ম

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥ ৩ ॥
দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।

ক্রমপ্রাপ্তস্যাথর্ব্বণবেদগতস্য অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যস্যার্থং ব্যাচিখ্যাসুরাদাবয়মাত্মেতি পদদ্বয়বিবক্ষিতমর্থং ক্রমেণ দর্শয়তি স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বমিতি। অয়মিত্যুক্তিতোঽয়মিতি শব্দেন স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বং স্বয়ং প্রকাশত্বে সত্যপরোক্ষত্বং মতমভিমতম্ অদৃষ্টাদিবদ্ভিন্নাপরোক্ষত্বং ঘটাদিবৎ দৃশ্যত্বস্য ব্যাবর্ত্তয়িতুং বিশেষণদ্বয়মিতি বোদ্ধব্যম্। দেহাদিষ্বপ্যাত্মশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ অত্রাত্মশব্দেন কিং বিবক্ষিতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ অহঙ্কারাদীতি। অহঙ্কার আদির্যস্য প্রাণমন ইন্দ্রিয়দেহসংঘাতস্য সোঽহঙ্কারাদিঃ তথা দেহোঽন্তো যস্য তস্য সংঘাতস্য স দেহান্তঃ অহঙ্কারাদিশ্চাসৌ দেহান্তশ্চেতি তথা তস্মাৎ প্রত্যগধিষ্ঠানতয়া সাক্ষিতয়া চ আন্তর আত্মেতি গীয়তে অস্মিন্ বাক্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণত্বাদিষ্বপি ব্রহ্মশব্দস্য প্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাবর্ত্তনায়াত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ

এবং “ত্বং” পদবাচ্য অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্য এই উভয়ের ঐক্য অনুভব করা সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্য, ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বেদত্রয়োক্ত মহাবাক্যত্রয়ের অর্থনির্ব্বাচন করিয়া এইক্ষণে অথর্ব্ববেদোক্ত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে অগ্রে “অয়ং ও আত্মা” এই উভয় শব্দের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিতেছেন।—স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবিষয়ীভূত জীবের যে চৈতন্য তাহাই “অয়ং” এই পদের প্রতিপাদ্য। পরন্তু ঐ জীবচৈতন্যই সূক্ষ্মরূপ অহঙ্কারাদি স্থূলদেহ পর্য্যন্ত সমুদায়ের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আছে, এইহেতু সেই জীবের অন্তঃকরণস্থিত চৈতন্যই “আত্মা” এই পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্ণীত হইল। অতএব “অয়ং ও আত্মা” এই উভয় শব্দই জীবচৈতন্যকে প্রতিপাদন করিতেছে। সুতরাং উক্ত উভয় শব্দ প্রতিপাদ্যের ঐক্যপ্রতিপাদন সহজেই হইতেছে, তাহার নিমিত্ত আর বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন নাই ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বকথিত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যস্থিত ব্রহ্মপদের অর্থ নিরূপণ করিয়া জীব ও পরমব্রহ্ম এই উভয়ের ঐক্য নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি

ब्रह्मशब्देन तदु ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ८ ॥

इति महावाक्यविवेकोनाम पञ्चमः परिच्छेदः ॥

दृश्यमानस्येति । दृश्यत्वेन मिथ्याभूतस्य सर्व्वस्याकाशादेर्जगतस्तत्त्वमधिष्ठानतया तद्बाधावधित्वेन च पारमार्थिकं सच्चिदानन्दलक्षणं यद्रूपमस्ति तत् ब्रह्मशब्देनेर्य्यते इत्यर्थः । वाक्यार्थमाह तदिति । तदुक्तलक्षणं ब्रह्म स्वप्रकाशात्मा रूपं स्वरूपं यस्य तत् स्वप्रकाशात्मरूपकं च एवेत्यर्थः ॥ ८ ॥

इति महावाक्यविवेकव्याख्या समाप्ता ॥

এই পরিদৃশ্যমান সচরাচর জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণস্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমব্রহ্মচৈতন্যই উক্ত মহাবাক্যের মধ্যগত ব্রহ্মপদের প্রতিপাদ্য। সেই চৈতন্যস্বরূপ পরংব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ অর্থাৎ তিনি স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত জীবচৈতন্য ও ব্রহ্ম এই উভয়ের স্বরূপের অভিন্নতাহেতু তাঁহাদিগের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮ ॥

ইতি মহাবাক্যবিবেক সমাপ্ত ॥

चित्रदीपोनाम-

षष्ठः परिच्छेदः ।

यथा चित्रपटे दृष्टमवस्थानां चतुष्टयम् ।
परमात्मनि विज्ञेयं तथावस्थाचतुष्टयम् ॥ १ ॥
यथा धौतो घट्टितश्च लाञ्छितो रञ्जितः पटः ।
चिदन्तर्यामि सूत्रात्मा विराट् चात्मा तथेर्य्यते ॥ २ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
क्रियते चित्रदीपस्य व्याख्या तात्पर्य्यबोधिनी ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूह परिपूरणाय परमात्मनीति पदैरिष्टदेवतातत्त्वानुसन्धान-लक्षणं मङ्गलमाचरन् अस्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणत्वात् तदीयैरेव विषयादिभिस्तद्वत्तासिद्धिं मनसि निधाय अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते इतिन्यायमनुसृत्य परमात्मन्या-रोपितस्य जगतः स्थितिप्रकारं सदृष्टान्तं प्रतिजानीते यथा चित्रपटे दृष्टमिति । चित्र-पटे यथा वक्ष्यमाणानामवस्थानां चतुष्टयं तथैव परमात्मन्यपि वक्ष्यमाणमवस्थाचतुष्टयं ज्ञेयमिति ॥ १ ॥

किन्तदित्याकाङ्क्षायां दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोरुभयोरप्यवस्थाचतुष्टयं क्रमेणोद्दिशति यथा धौत इति । धौतो घट्टितो लाञ्छितो रञ्जित इत्येवं प्रकाराश्चतस्रोऽवस्थाः यथा चित्रपटे उपलभ्यन्ते तथा परमात्मन्यपि चिदन्तर्यामी सूत्रात्मा विराट् च इत्यवस्थाचतुष्टयं बोद्धव्य-मित्यर्थः ॥ २ ॥

ইদানীং আরোপিত সমস্ত জগৎকে পরমব্রহ্মেতে অপবাদ করিবার অভিপ্রায়ে চিত্রদীপক নামক প্রকরণের প্রারম্ভে সেই আরোপিত জগতের স্থিতিক্রম নিরূপণকরিতেছেন।—যেমন চিত্রপটে ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই অবস্থাচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পরমাত্মাতেও চিৎ, অন্তর্য্যামী, সূত্রাত্মা এবং বিরাট, এই অবস্থাচতুষ্টয় অনুমিত হয়। এই পরিচ্ছেদে এই সকল অবস্থার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ১·২ ॥

স্বতঃ শুভ্রোঽত্র ধৌতঃ স্যাদ্ ঘট্টিতোঽন্নবিলেপনাৎ ।
মস্যাকারৈর্লাঞ্ছিতঃ স্যাদ্ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ২ ॥
স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মসৃষ্টিতঃ ।
সূত্রাত্মা স্থূলসৃষ্ট্যৈষ বিরাড়িত্যুচ্যতে পরঃ ॥ ৪ ॥

দৃষ্টান্তস্থিতানামবস্থানাং স্বরূপং ক্রমেণ ব্যুৎপাদয়তি স্বতঃ শুভ্র ইতি । অত্রাবস্থাসু মধ্যে স্বতো দ্রব্যান্তরসম্বন্ধং বিনা শুভ্রো ধৌত উচ্যতে অন্নেন লিপ্তো ঘট্টিতঃ মসীময়ৈরাকারৈর্যুক্তো লাঞ্ছিতঃ যথাযোগ্যবর্ণৈঃ পূরিতো রঞ্জিতঃ স্যাৎ ॥ ২ ॥

দার্ষ্টান্তিকে তাঃ ব্যুৎপাদয়তি স্বতশ্চিদন্তর্যামীতি । পরঃ পরমাত্মা স্বতঃ মায়াতৎকার্য্যরহিতশ্চিদিত্যুচ্যতে মায়াযোগাদন্তর্যামী অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যসমষ্টিসূক্ষ্মশরীরযোগাৎ সূত্রাত্মা পঞ্চীকৃতভূতকার্য্যসমষ্টিস্থূলশরীরোপাধিযোগাদ্বিরাড়িতি ॥ ৪ ॥

এইক্ষণে প্রথমতঃ দৃষ্টান্তস্বরূপে কথিত ধৌত, ঘট্টিত, লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত এই অবস্থাচতুষ্টয়ের স্বরূপ বর্ণনপূর্ব্বক চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাট, পরমাত্মার এই অবস্থাচতুষ্টয় নিরূপণ করিতেছেন।—দ্রব্যান্তর-সংযোগ-ব্যতিরেকে মলপ-রিক্তারাদি রজকীয় কর্ম্মদ্বারা পটাদির* শুক্লীকরণের নাম ধৌতাবস্থা, মণ্ডলেপন সহকারে প্রস্তরাদি কঠিন দ্রব্যদ্বারা সমবিস্তৃতিকরণকে ঘট্টিতাবস্থা বলে, লৌহশলাকাদিদ্বারা রেখাপাতপূর্ব্বক আকৃতিবিশেষ অঙ্কিত করাকে লাঞ্ছিতাবস্থা বলা যায় এবং রক্ত ও কৃষ্ণ প্রভৃতি রাগবস্তুদ্বারা সর্ব্বাবয়ব সম্পাদনপূর্ব্বক কোন একটি প্রতিবিম্ব চিত্রিতকরণের নামকে রঞ্জিত অবস্থা বলিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে দৃষ্টান্তস্বরূপ চিত্রপটের অবস্থাচতুষ্টয়ের বর্ণন করিয়া এইক্ষণ পরমাত্মার অবস্থাচতুষ্টয়ের বর্ণন করিতেছেন।—স্বয়ং প্রকাশমান অমায়িক পরমব্রহ্মের চৈতন্যকে চিৎ অবস্থা বলে, মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বরের চৈতন্যকে অন্তর্যামী অবস্থা বলা যায়, সূক্ষ্মসৃষ্টির কারণীভূত হিরণ্যগর্ভকে সূত্রাবস্থা এবং স্থূলসৃষ্টির হেতুভূত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে বিরাট অবস্থা বলিয়া থাকে। এইরূপে পরমাত্মার অবস্থাচতুষ্টয় অনুমিত হয় ॥ ৪ ॥

---

* চিত্রিত বস্ত্র।

ब्रह्माद्याः स्तम्बपर्य्यन्ताः प्राणिनोऽत्र जड़ा अपि ।
उत्तमाधमभावेन वर्त्तन्ते पटचित्रवत् ॥ ५ ॥
चित्रार्पितमनुष्याणां वस्त्राभासाः पृथक् पृथक् ।
चित्राधारेण वस्त्रेण सदृशा इव कल्पिताः ॥ ६ ॥
पृथक् पृथक् चिदाभासाश्चैतन्याध्यस्तदेहिनाम् ।
कल्प्यन्ते जीवनामानो बहुधा संसरन्त्यमी ॥ ७ ॥

ननु परमात्मनः चित्रपटस्थानीयत्वे तदाश्रितानि चित्राणि वक्तव्यानीत्यत आह ब्रह्माद्या इति । अत्र परमात्मनि उत्तमाधमभावेन वर्त्तमानं ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तं चेतनात्मकं गिरिनद्यादिजड़जातञ्च चित्रस्थानीयमित्यर्थः ॥ ५ ॥

ब्रह्मादिजगतश्चेतनत्वे कारणं वक्तुं दृष्टान्तमाह चित्रार्पितमनुष्याणामिति । यथा चित्रलिखितानां मनुष्यादिशरीराणामिव नानावर्णार्पिता वस्त्रविशेषा लिख्यन्ते च ते शीताद्यनिवारकत्वात् वस्त्राभासा एव ॥ ६ ॥

दार्ष्टान्तिकमाह पृथक् पृथगिति । एवं परमात्मन्यारोपितानां देवादीनां शरीराणामिव जीवनामानश्चिदाभासाः प्रत्येकं कल्प्यन्ते न पर्व्वतादीनाम् । तेषां तत्कल्पने कारणमाह बहुधेति । अमी जीवाः देवतिर्य्यङ्मनुष्यादिशरीरप्राप्तया बहुधा संसरन्ति न परमात्मा तस्य निर्व्विकारत्वादित्यभिप्रायः ॥ ७ ॥

যেমন পটরূপ অধিষ্ঠানে চিত্রিত পুত্তলিকাদি উত্তমাধমভাবে অবস্থিত হয়, সেইরূপ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী এবং গিরিনদী মৃত্তিকাপ্রভৃতি জড়পদার্থ সকল চৈতন্যময় পরমব্রহ্মরূপের অধিষ্ঠানে যথাক্রমে উত্তমাধমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব জগতের সমুদায় পদার্থই সেই অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ॥ ৫ ॥

যেমন চিত্রপটে যে সকল পুত্তলিকাদি চিত্রিত হয় এবং তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পরিধেয় বস্ত্রসকল যেমন নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়া সেই চিত্রপটে পৃথক্ পৃথক্রূপে বস্ত্রের ন্যায় পরিকল্পিত হয়। পরন্তু যদিও ঐ সকল চিত্রিত বস্ত্র প্রকৃত বস্ত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের যে প্রকার শীতাদি নিবারণের যোগ্যতা নাই, সেইরূপ জগতে যাবতীয় প্রাণীর পৃথক্

वस्त्राभासस्थितान् वर्णान् यद्वदाधारवस्त्रवत्।
वदन्त्यज्ञास्तथा जीवसंसारं चिद्गतं विदुः ॥ ८ ॥
चित्रस्थपर्व्वतादीनां वस्त्राभासो न लिख्यते।
सृष्टिस्थमृत्तिकादीनां चिदाभासस्तथा न हि ॥ ९ ॥
संसारः परमार्थोऽयं संलग्नः स्वात्मवस्तुनि।
इति भ्रान्तिरविद्या स्यात् विद्ययैषा निवर्त्तते ॥ १० ॥

ननु सर्वे वादिनो लौकिकाश्चात्मन एव संसार इति वदन्ति तत्र किं कारणमित्याशङ्क्याज्ञानमेव कारणमिति सदृष्टान्तमाह वस्त्राभासस्थितानिति स्पष्टम् ॥ ८ ॥

गिरिनद्यादीनान्तु चिदाभासकल्पनाभावं दृष्टान्तपुरःसरमाह चित्रस्थपर्व्वतादीनामिति। प्रयोजनाभावादिति भावः ॥ ९ ॥

एवमात्मन्यारोपितस्य संसारस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वसिद्धये तन्मूलभूतामविद्यामाह संसार इति ॥ १० ॥

পৃথক্ জীব চৈতন্য, সকল চৈতন্যময় জগতের আধারভূত পরমব্রহ্ম-চৈতন্যে সমানরূপে পরিকল্পিত হয় এবং ঐ সকল জীব নর, দেব, পশু প্রভৃতির শরীরও রূপ ধারণপূর্ব্বক বহুবিধ পথে পরিভ্রমণ করে ॥ ৬-৭ ॥

সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারে আত্মারই এই সংসার, এইরূপ বলিয়া থাকে, পরন্তু তাহা ভ্রান্তবাক্য এবং অজ্ঞানই ঐ ভ্রমজ্ঞানের কারণ; যেমন স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা চিত্রিত বস্ত্রের শুক্লকৃষ্ণাদি বর্ণকে প্রকৃত বস্ত্রের বর্ণরূপে জ্ঞান করে, সেইরূপ স্থূলদর্শী অজ্ঞানী লোকসকল জীবগণের সংসারগতিকে পরমব্রহ্মের সাংসারিক গতিরূপে বিবেচনা করে, তাহারা প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান না করিয়া মায়াময় অলীক সংসারকে পরমব্রহ্মধাম বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ৮ ॥

যেমন চিত্রপটস্থিত চিত্রিত গিরিনদী প্রভৃতির পরিধেয় বস্ত্র নাই, সেইরূপ ঈশ্বর সৃষ্টমৃত্তিকাদি জড়পদার্থ সকলের জীবচৈতন্য নাই; কেবল প্রাণিবর্গেরই জীবচৈতন্য আছে। প্রাণিদিগের শরীর জীবচৈতন্যের আবরণ বস্ত্র স্বরূপ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অসার সংসারের স্থিতি নিরূপণ করিয়া সেই সংসার-নিবৃত্তির উপায় নিরূপণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সংসারের কারণীভূত অবিদ্যা

आत्माभासस्य जीवस्य संसारो नात्मवस्तुनः।
इति बोधो भवेद्विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात्॥ ११॥
सदा विचारयेत्तस्माज्जगज्जीवपरात्मनः।

केयं विद्या तल्लाभोपायश्च क इत्याकाङ्क्षायां विद्यास्वरूपं तल्लाभोपायञ्च दर्शयति आत्माभासस्येति। चिदाभासस्येत्यर्थः॥ ११॥

विचाराल्लभ्यते विद्या इत्युक्तं कस्य विचारादित्याशङ्क्याह सदा विचारयेदिति। ननु

স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—এই সংসারই পরম পদার্থ, অর্থাৎ সর্ব্বসুখের আকর এবং ইহার সহিত পরমাত্মার বিশেষ সম্বন্ধ রহিয়াছে, এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞানের নাম অবিদ্যা। বিদ্যাদ্বারা সেই ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। সূক্ষ্ম বুদ্ধিদ্বারা এই অনিত্যসংসারের অলীকতা ও পরমাত্মার সহিত ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, এইরূপ বিদ্যার অর্থাৎ প্রকৃতজ্ঞানের উদয় হইলেই পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিজ্ঞান স্বরূপ অবিদ্যার বিনাশ হয়, তখন আর সংসারকে পরম পদার্থ বলিয়া বোধ থাকে না॥ ১০॥

যেরূপ জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যার বিনাশ হয়, সেই জ্ঞানের স্বরূপ এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত প্রকৃতজ্ঞানের লাভ হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মার আভাসস্বরূপ যে জীব, তাহারই এই সংসার, জীব এই সংসারে সম্বদ্ধ থাকে; পরমাত্মার সহিত ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই সংসারে নির্লিপ্ত। যদি পরমাত্মার সহিত এই সংসারের কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিত, তাহাহইলে এই সংসার নিত্য হইত এবং জীবগণ চিরকাল এই সংসারে বাস করিতে পারিত, কদাচ তাহার অন্যথা হইত না, এইপ্রকার বিবেচনাকেই প্রকৃতজ্ঞান বলাযায়। এই সংসারের প্রকৃত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলেই সংসারের অলীকত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ জ্ঞানলাভ হইলেই পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ১১॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, সংসারের প্রকৃত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া বিচার করিলেই অবিদ্যাবিনাশক যথার্থ জ্ঞান লব্ধ হয়, অতএব এই সংসার, জীব এবং পরমাত্মা, ইহাদিগের স্বরূপ ও ইহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ

जीवभावजगद्भावबाधे स्वात्मैव शिष्यते ॥ १२ ॥
नाप्रतीतिस्तयोर्बाधः किन्तु मिथ्यात्वनिश्चयः ।
नो चेत् सुषुप्तिमूर्च्छादौ मुच्येतायत्नतो जनः ॥ १३ ॥
परमात्मावशेषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्चयः ।
न जगद्विस्मृतिर्नो चेत् जीवन्मुक्तिर्न सम्भवेत् ॥ १४ ॥

परमात्मा विचार्यतां मोक्षावस्थायां फलरूपेणावस्थानात्, जीवजगतोर्विचारः क्वोपयुज्यते इत्याशङ्क्य तयोरपवादेन परमात्मावशेषे उपयुज्यत इत्याह जीवभावेति ॥ १२ ॥

ननु विचारेण जीवजगतोर्बाधे तदप्रतीत्या व्यवहारलोपः प्रसज्येत इत्याशङ्क्य बाधशब्दस्य विवक्षितमर्थं विविच्य दर्शयन्नाह नाप्रतीतिस्तयोर्बाध इति। सुषुप्तिमूर्च्छादौ स्वत एव तदप्रतीत्यभावात् तत्त्वज्ञानं विनापि मुक्तिः स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

स्वात्मैव शिष्यत इत्यनेनापि परमात्मनः सत्यत्वज्ञानं विवक्ष्यते न तद्व्यतिरिक्तजगद्विस्मृतिः जीवन्मुक्त्यभावप्रसङ्गात् इत्याह परमात्मावशेषोऽपीति ॥ १४ ॥

এই সকল বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু জীব ও জগতের প্রকৃত অবস্থা ও স্বভাবাদির যথার্থরূপ বিবেচনা করিলেই ঐ জীব ও জগৎ যে বিনশ্বর, তাহা বিশেষরূপে প্রতীয়মান হইবে, তাহাহইলেই জীব ও জগৎকে অকিঞ্চিৎকর ও অলীক বলিয়া বোধ হইবে এবং তখন নিত্য শুদ্ধ পরমব্রহ্মবিজ্ঞান প্রকাশ হইবে; সুতরাং তৎকালে আর ভ্রান্তিজ্ঞানরূপ অবিদ্যা থাকিবে না, তখনই সেই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইবে ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, জীব ও জগতের বিনশ্বরত্ব বোধদ্বারা তাহাদিগের স্বরূপ বাধিত হইলেই পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয় এবং পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। এস্থলে বাধশব্দের অর্থ প্রতীতির অভাব নহে; কিন্তু কেবল তত্ত্ববিষয়ে মিথ্যাত্ব নিশ্চয়ই বাধশব্দের অর্থ। যদি প্রতীতির অভাবকেই বাধশব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে সুষুপ্তি কিম্বা মূর্চ্ছা অবস্থাতে যখন কোন বস্তুবিষয়ক প্রতীতি থাকে না, তখনও লোক সকলকে অনায়াসে মুক্ত বলা যাইতে পারে ॥ ১৩ ॥

অপ্রতীতিরূপ বাধশব্দের অর্থে বাধা দিয়া এইক্ষণ বাধশব্দের প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মবিষয়ে দৃঢ়রূপে সত্যজ্ঞান নিশ্চয় হইলে

পরোক্ষা চাপরোক্ষেতি বিদ্যা দ্বেধা বিচারজা।
তত্রাপরোক্ষ বিদ্যাপ্তৌ বিচারোঽয়ং সমাপ্যতে ॥ ১৫ ॥
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ।
অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

তদা বিচারয়েদিত্যুক্তদেহপাতপর্য্যন্তং বিচারপ্রসক্তৌ সত্যাং তস্যাবধিমাহ পরোক্ষা চেতি ॥ ১৫ ॥

বিচারজন্যা বিদ্যা পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বভেদেন দ্বিধেত্যুক্তম্। তয়োর্বিদ্যয়োঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি অস্তীতি ॥ ১৬ ॥

যে জগতের মিথ্যাজ্ঞান হয়, তাহাকেই জগতের বাধ বলাযায়, নচেৎ কেবল জগতের বিস্মৃতিমাত্রকে বাধ বলাযায় না, তাহাহইলে জীবন্মুক্তির সম্ভব হয় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, জগতের বাধ না হইলে মুক্তি হয় না, এইরূপ যদি বিস্মৃতিকে বাধ বল, তাহাহইলে জীবন্মুক্তির অসম্ভব ঘটিয়া উঠিল, যেহেতু জীবিত কোন পুরুষেরই জগতের বিস্মৃতি হয় না ॥ ১৪ ॥

কতকাল পর্য্যন্ত জীব, জগৎ ও পরমাত্মার স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিতে হইবে, সেই পরমাত্মতত্ত্ববিচারের কালনিরূপণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ জ্ঞানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—জগৎ, জীব ও পরমাত্মতত্ত্বপর্য্যালোচনদ্বারা পরোক্ষ ও অপরোক্ষভেদে পরমাত্মবিষয়ক দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরমাত্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও যতকালপর্য্যন্ত অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন না হয়, ততকালপর্য্যন্ত জগৎ, জীব ও পরমাত্মবিষয়ক বিচার করিবে। পরে যখন পরমাত্মবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানের উদয় হইবে, তখন আর কোনপ্রকার বিচারের আবশ্যকতা থাকিবে না; সেই সময়ে সর্ব্বপ্রকার বিচারের পরিসমাপ্তি হইবে ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, জীব, জগৎ ও পরমাত্মার বিচারদ্বারা পরমাত্মবিষয়ক পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দ্বিবিধ জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এইরূপ সেই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরোক্ষজ্ঞান কাহাকে বলে এবং অপরোক্ষ জ্ঞানই বা কি? এই সংশয় নিরাকরণমানসে উক্ত জ্ঞানদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—জগৎকারণস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় একমাত্র পরমব্রহ্ম আছেন,

तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थमात्मतत्त्वं विविच्यते ।
येनायं सर्व्वसंसारात् सद्य एव विमुच्यते ॥ १७ ॥
कूटस्थो ब्रह्मजीवेशावित्येवं चिच्चतुर्व्विधा ।
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा ॥ १८ ॥

एवं विधात्मसाक्षात्कारासाधारणकारणमात्मतत्त्वविवेचनं प्रतिजानीते तत्साक्षात्कारेति । येन साक्षात्कारेण पुमान् सद्य एव विमुच्यते तत्साक्षात्कारसिद्ध्यर्थमिति पूर्व्वेणान्वयः ॥१७॥

चिदात्मनः पारमार्थिकमेकत्वं निश्चेतुं व्यवहारदशायां प्रतीयमानं चैतन्यभेदमुपक्षिपति कूटस्थ इति । एकस्याश्चितेश्चातुर्व्विध्ये दृष्टान्तमाह घटाकाशेति ॥ १८ ॥

এইপ্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলাযায় এবং আমিই সেই নিত্য শুদ্ধ মুক্তস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞানকে অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ আত্মতত্ত্ব-বিচারের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবিষয়ে বিধি নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারই অপরোক্ষজ্ঞান, সেই অপ-রোক্ষজ্ঞানলাভার্থ সর্ব্বদা অবশ্য আত্মতত্ত্ববিচার করিবে। যেহেতু বিচার-কর্ত্তা সেই বিচারদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অনির্ব্বচনীয় নিত্যানন্দ উপভোগপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মে লীন হইয়া চিন্ময়রূপে অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহার আর কদাচ সেই পরমসুখের হ্রাস হয় না ॥ ১৭ ॥

এইক্ষণে পরমাত্মতত্ত্ববিচারের প্রারম্ভে অদ্বিতীয় সনাতন পরমব্রহ্মের একমাত্র পারমার্থিক চৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ব্যবহারে প্রতীয়মান চৈতন্যের প্রকারভেদ নির্ণয় করিতেছেন।—যেমন একমাত্র আকাশ উপাধিবিশেষে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ নামে চারিপ্রকারে প্রসিদ্ধ আছে, সেইরূপ একমাত্র চৈতন্য চারিপ্রকারে বিভক্ত হয়, যথা কূটস্থচৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য। এই চারিপ্রকার চৈতন্য এক চৈতন্যের অন্তর্গত ॥ ১৮ ॥

घटावच्छिन्नखे नीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः।
साभ्रनक्षत्र-आकाशो जलाकाश-उदीर्य्यते ॥ १९ ॥
महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते।
प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २० ॥
मेघांशरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितम्।
तत्र खप्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते ॥ २१ ॥
अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतनः।

घटावच्छिन्नस्य घटाकाशस्य तदनवच्छिन्नस्य महाकाशस्य च प्रसिद्धत्वात् तौ विहाय अप्रसिद्धं जलाकाशं व्युत्पादयति घटावच्छिन्नेति। घटावच्छिन्ने आकाशे यदुदकमस्ति तत्र जले प्रतिबिम्बितोऽभ्रनक्षत्रसहित आकाशो जलाकाश इत्युच्यते ॥ १९ ॥

मेघाकाशं व्युत्पादयति महाकाशस्येति। तत्र मेघमण्डले यज्जलं तस्मिन्नित्यर्थः ॥ २० ॥

ननु मेघे जलस्याप्रतीयमानत्वात् नभसस्तत्र कथं प्रतिबिम्बितत्वज्ञानमित्याशङ्क्याह मेघांशरूपमिति। मेघस्थस्य जलस्य प्रत्यक्षेणानुपलम्भेऽपि वृष्टिलक्षणकार्य्येण मेघे सूक्ष्मा-कारमुदकं सूक्ष्मावयवरूपमस्तीति अनुमीयते उदकत्वं नैर्म्मल्यं लिङ्गं विमतं जलम् आकाश-प्रतिबिम्बवत् भवितुमर्हति जलत्वात् घटगतजलवदित्यनुमानेन मेघांशरूपे जलेऽप्याकाश-प्रतिबिम्बसद्भावोऽवगम्यते इत्यर्थः ॥ २१ ॥

एवं दृष्टान्तभूतमाकाशचतुष्टयं व्युत्पाद्य दार्ष्टान्तिके प्रथमोद्दिष्टं कूटस्थं व्युत्पादयति

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে যে দৃষ্টান্তস্বরূপে একমাত্র আকাশের প্রকারচতুষ্টয় কথিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই চারিপ্রকার আকাশ নিরূপণ করিতেছেন।— ঘটমধ্যগত পরিচ্ছিন্ন আকাশকে ঘটাকাশ বলে এবং সর্ব্বব্যাপী অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ আকাশের নাম মহাকাশ। ঘট এবং শরাবাদির মধ্যস্থিত জলেতে মেঘনক্ষত্রাদিসমন্বিত যে আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাকে জলাকাশ বলিয়া থাকে এবং উপরিভাগে আকাশমণ্ডলমধ্যে বাষ্পরূপে অবস্থিত জলের পরিণাম বিশেষ, যে মেঘরাশি দৃষ্ট হয়, সেই জলময় মেঘ মণ্ডলে যে আকাশের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়, সেই মেঘমণ্ডলেরমধ্যগত প্রতিবিম্বিত আকাশকে মেঘাকাশ বলিয়া থাকে ॥১৯-২১॥

পূর্ব্বশ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে পরিকল্পিত আকাশের প্রকারচতুষ্টয় নির্ণয় করিয়া

কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ॥ ২২ ॥
কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎ প্রতিবিম্বকঃ।
প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥ ২৩ ॥
জলব্যোম্না ঘটাকাশোযথা সর্ব্বস্তিরোহিতঃ।

অধিষ্ঠানতয়েতি। পঞ্চীকৃতা পঞ্চীকৃতভূতকার্য্যত্বেন স্থূলসূক্ষ্মরূপস্য দেহদ্বয়স্যাবিদ্যা কল্পিতস্যাধারতয়া বর্ত্তমানত্বেন তাভ্যামবচ্ছিন্ন আত্মা কূটস্থ ইত্যুচ্যতে। তত্র কূটস্থ শব্দপ্রবৃত্তৌ নিমিত্তমাহ কূটবদিতি ॥ ২২ ॥

এবং কূটস্থং ব্যুৎপাদ্য জীবস্য কূটস্থে কল্পিতবুদ্ধিপ্রতিবিম্বিতত্বেন তদুপপাতিত্বাৎ তং ব্যুৎপাদয়তি কূটস্থ ইতি। তস্য জীবশব্দাভিধেয়ত্বে নিমিত্তমাহ প্রাণানামিতি। কূটস্থাতিরিক্তজীবকল্পনপ্রয়োজকমিত্যাশঙ্ক্য অবিকারিণঃ কূটস্থস্য সংসারাসম্ভবাৎ তন্নির্ব্বাহার্থং সোঽঙ্গীকর্ত্তব্য ইত্যাহ সংসারেণেতি ॥ ২৩ ॥

নন্বু জীবাতিরিক্তকূটস্থোঽস্তি চেৎ কিমিতি ন প্রতিভাসতে ইত্যাশঙ্ক্য জীবেন তিরোহিত-

এইক্ষণ বর্ণনীয় চৈতন্যের প্রকারচতুষ্টয় নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে চারিপ্রকার চৈতন্যের মধ্যে প্রথমতঃ সর্ব্বপ্রধান কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ যে অন্নময়কোষ তাহাই স্থূলশরীর এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের কার্য্যস্বরূপ যে প্রাণময়াদিকোষত্রয় তাহাই লিঙ্গশরীর; উক্ত উভয়বিধ শরীরে সর্ব্বাধারভূত যে চৈতন্য নির্ব্বিকাররূপে অবস্থিতি করিতেছে, সেই চৈতন্য কূটেরন্যায় অবস্থিত আছে, এইজন্য ঐ চৈতন্যকে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া থাকে ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অন্তঃকরণের প্রতিবিম্বস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই কূটস্থচৈতন্যের নৈকট্যবশতঃ জীবচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যেতে যে বুদ্ধি কল্পিত হয়, সেই কল্পিত বুদ্ধিতে কূটস্থচৈতন্যের প্রতিবিম্বকে জীবচৈতন্য বলে। যেহেতু উক্ত চৈতন্য প্রাণসকলকে ধারণ করে, এইনিমিত্ত ইহাকে জীবচৈতন্য বলিয়া থাকে। এই জীবচৈতন্যই সংসারে সুখদুঃখে নিমগ্ন হয়। সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্য সংসারে নির্লিপ্ত; অতএব সংসারনির্ব্বাহার্থ জীবচৈতন্য স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

সোপাধিক ও নিরুপাধিক কূটস্থচৈতন্য জীবচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত, ইহাই

तथा जीवेन कूटस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥ २४ ॥
अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचन।
अनादिरविवेकोऽयं मूलाविद्येति गम्यताम् ॥ २५ ॥
विक्षेपावृतिरूपाभ्यां द्विधाविद्या प्रकल्पिता।

त्वात् इति सदृष्टान्तमाह जलव्योम्नेति। नन्वेतत् तिरोधानं न क्वापि शास्त्रे प्रतिपादित-मित्याशङ्क्य तस्यान्योऽन्याध्यासशब्देनाभिधानात् नैवमित्याह सोऽन्योऽन्याध्यास इति। भाष्यादिष्विति शेषः ॥ २४ ॥

नन्वयमेवाध्यासश्चेदस्य कारणरूपाविद्या वक्तव्या इत्याशङ्क्य जीवकूटस्थयोः संसारदशायां भेदाप्रतीतिरेवाविद्येत्याह अयमिति स्पष्टम् ॥ २५ ॥

पूर्वोक्तस्य जीवस्याविद्याकल्पितत्वस्पष्टीकरणाय अविद्यां विभजते विक्षेपावृतिरूपाभ्या-

---

পূর্ব্বশ্লোকের ভাবার্থে প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কিন্তু জীবের অজ্ঞানাধিক্যবশতঃ কূটস্থচৈতন্য জীবচৈতন্যের বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয় না ; সুতরাং জীবের অজ্ঞানাধিক্যহেতু কূটস্থচৈতন্যের তিরোভাব স্বীকার করিতে হইবে। যেমন কোন ঘটমধ্যে জল প্রবিষ্ট হইলে, সেই ঘটস্থ আকাশের তিরোভাব হয়, সেইরূপ জীবচৈতন্যের অজ্ঞানদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের তিরোভাব হইয়া থাকে। শারীরিকভাষ্যাদিশাস্ত্রকারেরা এই তিরোভাবকেই অন্যোন্যাধ্যাস বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে অন্যোন্যাধ্যাসের নাম কথিত হইল, এইক্ষণ সেই অন্যোন্যাধ্যাসের কারণ যে অজ্ঞান, তাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত যে জীব সংসারে লিপ্ত আছে, সেই জীবের কোনরূপেও কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ বিবেচনা করিবার শক্তি নাই, সেই অবিবেচনাশক্তিকে অনাদি অবিদ্যা বলিয়া থাকে এবং ঐ অবিদ্যাকেই অজ্ঞানের মূল বলা যায়। এই অজ্ঞানই সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যকে অনুভব করিতে দেয় না এবং জীবকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে ॥ ২৫ ॥

অবিদ্যাপরিকল্পিত পূর্ব্বোক্ত জীবচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অবিদ্যার অন্তর্গত শক্তিদ্বয় ও সেই শক্তিদ্বয়ের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অবিদ্যার শক্তি দ্বিবিধ যথা,—আবরণশক্তি

न भाति नास्ति कूटस्थ इत्यापादनमावृतिः ॥ २६ ॥
अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते ।
न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७ ॥

मिति । विक्षेपहेतुत्वेनाभ्यर्हितत्वात् आवृतिं प्रथमं लक्षयति न भातीति । कूटस्थो न भाति न प्रकाशते नास्ति चेति व्यवहारहेतुरावरणमित्यर्थः ॥ २६ ॥

नन्वविद्यायास्तत्कृतावरणस्य च सद्भावे किं प्रमाणमित्याशङ्क्य लोकानुभव एवेत्याह अज्ञानीति । विदुषा कूटस्थं किं जानासीति पृष्टः अज्ञानी न जानामीति अज्ञानमनुभूय वक्ति अयमविद्यानुभवः न केवलमज्ञानानुभवमेव वक्ति अपि तु नास्ति न भाति कूटस्थ इति कूटस्थाभावाभाने च अनुभूय वदति अयमावरणानुभवः अत उभयत्रानुभवः प्रमाणमिति भावः ॥ २७ ॥

ও বিক্ষেপশক্তি। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, আবরণশক্তি কাহাকে বলে এবং বিক্ষেপশক্তিই বা কি? এই প্রশ্নের উত্তরপ্রসঙ্গে বলিতেছেন,—যে শক্তি কূটস্থচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে এবং যে আবরণশক্তি উক্ত নিত্য স্বপ্রকাশস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যকে প্রকাশ পাইতে দেয় না অর্থাৎ যে শক্তিদ্বারা সেই সর্ব্বাধারভূত কূটস্থচৈতন্যের অপ্রকাশ বা অভাব বোধ হয়, সেই শক্তি-কেই অবিদ্যার আবরণশক্তি বলে ॥ ২৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত আবরণশক্তিরূপ অবিদ্যাশক্তির বিদ্যমানতাবিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—যদি কোন জ্ঞানীপুরুষ অন্য কোন অজ্ঞানী পুরুষকে কূটস্থচৈতন্য বিষয়ে কোন প্রশ্ন করেন, তবে তৎক্ষণাৎ সেই অজ্ঞানীব্যক্তি উত্তরপ্রদান করিবে যে, কূটস্থচৈতন্য কি তাহা আমি জানি না এবং আমার বুদ্ধিতেও কূটস্থচৈতন্য প্রকাশ পায় না এবং কূটস্থচৈতন্য বলিয়া যে কোন পদার্থ আছে, তাহাও আমার বিশ্বাস নাই; সুতরাং কূটস্থচৈতন্য বিষয়ক প্রশ্নের আমি কোন উত্তর দিতে পারি না। এই সকল অনুসন্ধানদ্বারা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে যে, কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ বিষয়ে অবিদ্যার আবরণশক্তিই বিরোধিকা; কারণ, উক্ত আবরণশক্তিই ঐ অজ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে কূটস্থচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। অত-এব অবিদ্যার যে একটি আবরণশক্তি আছে, তাহা বিলক্ষণরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ২৭ ॥

स्वप्रकाशे कुतोऽविद्या तां विना कथमावृतिः।
इत्यादितर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ ॥ २८ ॥
स्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते।

ननु भवन्मते आत्मनः स्वप्रकाशत्वात् तस्मिन्नविद्या नोपपद्यते तेजस्तिमिरयोरिव विरुद्ध-स्वभावत्वेन तयोः सम्बन्धानुपपत्तेः अविद्याभावे च तत्कृतमावरणं दुर्निरूप्यं स्यात् तदभावे च तन्मूलकस्य विक्षेपस्यासम्भवः विक्षेपाभावे च ज्ञाननिवर्त्यस्यानर्थस्याभावात् ज्ञानवैयर्थ्यं ततस्तत्प्रतिपादकशास्त्रमप्रमाणं स्यात् इत्याशङ्क्य एतत् सर्व्वं पूर्व्वोक्तानुभवबाधितमित्याह स्वप्रकाश इति। न हि दृष्टेऽनुपपन्नं नामेति न्यायादिति भावः ॥ २८ ॥

नन्वनुभवस्य उक्ततर्कविरोधेनाभासत्वात् न तेन तत्त्वनिश्चय इत्याशङ्क्य अनुभवप्रामाण्या-

---

যদি কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে এইরূপ তর্ক উপস্থিত হয় যে, যেমন ছায়া ও রৌদ্র এক সময়ে একস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে না, সেইরূপ নিত্য স্বপ্রকাশমান কূটস্থচৈতন্য ও তদ্বিরোধিনী অবিদ্যার একত্র সম্ভব হয় না এবং অবিদ্যার উদ্ভব না হইলে সেই অবিদ্যার আবরণশক্তিও থাকে না। এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত যে, সর্ব্বদাই কূটস্থচৈতন্যের সত্তা আছে; সুতরাং অবিদ্যা ও তাহার আবরণশক্তির একদা সমাবেশ সম্ভব হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত আবরণশক্তির অনুভবদ্বারাই উক্ত তর্কজাল নিবারিত হইতেছে, অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদিগের সম্বন্ধে কদাচ কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ হয় না। অজ্ঞানী ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা সমাচ্ছাদিত থাকে, তাহারা কদাচ কূটস্থচৈতন্যের অনুভব করিতে পারে না ॥ ২৮ ॥

যদি স্বীয় অনুমানের প্রতি বিশ্বাস না থাকে, তাহাহইলে কেবল তর্ক-দ্বারা তার্কিকগণ কোনরূপেও তত্ত্বনিরূপণ করিতে পারে না। যেহেতু তর্কের শেষ নাই এবং অনর্থক কুতর্ক করিয়া কোন পদার্থও স্থির করা যাইতে পারে না। যাহার যত বুদ্ধির প্রখরতা থাকে, সেই ব্যক্তিই অধিক তর্ক করিতে পারে। এক ব্যক্তি তর্কদ্বারা প্রতিপক্ষ নিবারণ করিয়া একপ্রকার নিশ্চয় করিলে তাহাহইতে অধিক বুদ্ধিশালী অন্য ব্যক্তি আপন বুদ্ধিপ্রাখর্য্যদ্বারা পূর্ব্বকৃত নিশ্চয় খণ্ডন করিয়া অন্যপ্রকারে প্রতিপাদন করিতে পারে। এইরূপ তর্ক করিলে কেবল তর্কশক্তিই বৃদ্ধি হয়, তাহাতে কোন প্রকৃত

কথং বা তার্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥
বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।
স্বানুভূত্যনুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্ ॥ ৩০ ॥
স্বানুভূতিরবিদ্যায়ামাবৃতৌ চ প্রদর্শিতা।
অতঃ কূটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

নাভ্যুপগমে কেবলতর্কস্যানিশ্চায়কত্বস্য স্বেনৈবাভ্যুপগতত্বাৎ ন তার্কিকস্য তত্ত্বনিশ্চয়ঃ ক্বাপি স্যাদিত্যাহ স্বানুভূতাবিতি ॥ ২৯ ॥

নন্বস্ত্বনুভবস্তত্ত্বনিশ্চায়ক এব তথাপ্যনুভূয়মানস্য অর্থস্য সম্ভাবিতত্বজ্ঞানায় তর্কোঽপ্যভ্যুপেতব্য ইত্যাশঙ্কামনূদ্য তর্হ্যনুভবানুসারেণ তর্কো বর্ণনীয়ো ন তদ্বিরোধেন ইত্যাহ বুদ্ধ্যারোহায়েতি ॥ ৩০ ॥

কোঽসাবনুভবো যদনুকূলতর্কো বর্ণনীয় ইত্যাশঙ্কায়াং পূর্বোক্তমবিদ্যাদিগোচরমনুভবং স্মারয়তি স্বানুভূতিরিতি। ফলিতমাহ অতঃ কূটস্থচৈতন্যমিতি ॥ ৩১ ॥

পদার্থ নিশ্চিত হয় না; বরং ফলেরও অপলাপ হইতে পারে। অতএব স্বীয় বিশ্বাসদ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হয়, তাহাই স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ২৯ ॥

যদি বল, কেবল তর্কদ্বারা কোনবিষয়ের তত্ত্বনিশ্চয় হয় না বটে, তথাপি বুদ্ধিতে অনুভবধারণা করিবার নিমিত্ত সম্ভবতঃ তর্ক করা বিধেয় এবং স্বীয় বুদ্ধির অনুসারে যথোচিত তর্কের আলোচনা করা কর্ত্তব্য, কোনরূপ কুতর্কের আলোচনা করিও না। কুতর্কদ্বারা কোনবিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চিত হইতে পারে না; বরং ফলের অপলাপ হইয়া অশেষ অনিষ্টসাধন হইতে পারে ॥ ৩০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিবে না। পরন্তু যথোচিত তর্ক করিবে, এই শ্লোকে কোন্ স্থলে কিরূপ তর্ক আবশ্যক, তাহা নির্ণয় করিতেছেন,—অবিদ্যার আবরণশক্তির বর্ণনপ্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, অবিদ্যার সত্তা ও তাহার আবরণশক্তির প্রতীতি বিষয়ে স্বীয় অনুভবই কারণ, অতএব সেই কূটস্থচৈতন্য যে অবিদ্যার আবরণ শক্তির বিরোধী নহে এই বিষয়ে সুতর্কের পর্য্যালোচনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আর যদি তাহাকে অবিদ্যার আবরণশক্তির বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর, তাহা

तच्चेद् विरोधि केनेयमावृतिर्ह्यनुभूयताम्।
विवेकस्तु विरोधीस्यात्तत्त्वज्ञानिनि दृश्यताम् ॥ ३२ ॥
अविद्यावृतकूटस्थे देहद्वययुता चितिः।
शुक्तौ रूप्यवदध्यस्ता विक्षेपाध्यास एव हि ॥ ३३ ॥

तमेव तर्कमभिनीय दर्शयति तच्चेत् विरोधीति। अविद्यावरणसाधकचैतन्यस्यैव तद्विरोधित्वे अविद्याप्रतीतिरेव न स्यादिति भावः तर्ह्यविद्यायाः को विरोधीत्यत आह विवेकस्त्विति। विवेक उपनिषद्विचारजन्यं ज्ञानम्। विवेकस्याविद्याविरोधित्वे क्व दृष्टमित्यत आह तत्त्वज्ञानिनीति ॥ ३२ ॥

एवमविद्यावरणं दर्शयित्वा विक्षेपाध्यासमाह अविद्यावृतेति। पूर्वोक्ताविद्यावरणवति कूटस्थे प्रत्यगात्मनि आरोपितस्थूलसूक्ष्मशरीरसहितचिदाभासो विक्षेपाध्यास इत्यर्थः ॥ ३३ ॥

হইলে আর কোনরূপেও সেই আবরণশক্তির অনুভব হইতে পারে না; সুতরাং অবিদ্যাপ্রকাশক কূটস্থচৈতন্যকে অবিদ্যার বিরোধীরূপে স্বীকার করিতে পার না। তবে এইক্ষণ কাহাকে অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া নিশ্চয় করিবে? এইবিষয়ের মীমাংসা এই যে,—তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, বিবেকশক্তিই অবিদ্যার যথার্থ বিরোধী। যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ উপনিষদাদি শাস্ত্র পাঠ করিয়া প্রকৃতজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট অবিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র মাহাত্ম্যপ্রকাশ পাইতে পারে না; সুতরাং উপনিষদাদি শাস্ত্রপাঠজন্য জ্ঞানরূপ বিবেকশক্তিকেই অবিদ্যার বিরোধী বলিয়া স্বীকার করিতে হইল ॥ ৩১-৩২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে অবিদ্যার আবরণশক্তি নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন শুক্তিকাদি দর্শন করিলে কোন অলৌকিক কারণবশতঃ তাহাকে রজত বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ যে শক্তির প্রভাবে অবিদ্যার আবরণশক্তিদ্বারা সমাবৃত কূটস্থচৈতন্যকে স্থূলশরীর ও লিঙ্গশরীরবিশিষ্ট জীবচৈতন্য বলিয়া বোধহয়, সেই শক্তিকে অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তি বলিয়া থাকে; পরন্তু ঐ শক্তিকে বিক্ষেপাধ্যাসও বলায়ায় ॥ ৩৩ ॥

इदमंशस्य सत्यत्वं शुक्तिगं रूप्य ईक्ष्यते ।
स्वयन्त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम् ॥ ३४ ॥
नीलपृष्ठत्रिकोणत्वं यथा शुक्तौ तिरोहितम् ।
असङ्गानन्दताद्येवं कूटस्थेऽपि तिरोहितम् ॥ ३५ ॥
आरोपितस्य दृष्टान्ते रूप्यं नाम यथा तथा ।
कूटस्थाध्यस्तविक्षेपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३६ ॥
इदमंशं स्वतः पश्यन् रूप्यमित्यभिमन्यते ।

अस्य विक्षेपस्याध्यासत्वसिद्धये शुक्तिरजताध्याससाम्यं दर्शयति इदमंशस्येति । शुक्तिकाया स्थितं पुरोदेशादिसम्बन्धित्वमबाध्यत्वञ्च यथारोपिते रजते भासते एवं स्वयंत्वं वस्तुत्वञ्च कूटस्थनिष्ठमारोपिते चिदाभासेऽवभासत इत्यर्थः ॥ ३४ ॥

एवं सामान्यांशप्रतीतिमुभयत्र प्रदर्श्य विशेषांशाप्रतीतिसाम्यं दर्शयति नीलपृष्ठत्रिकोणत्वमिति ॥ ३५ ॥

साम्यान्तरं दर्शयति आरोपितस्येति । दृष्टान्ते शुक्तिस्थले आरोपितपदार्थस्य रूप्यं नाम यथा एवं कूटस्थे कल्पितचिदाभासरूपविक्षेपस्य पूर्वोक्तस्याहमिति नामेत्यर्थः ॥ ३६ ॥

ननु दृष्टान्ते पुरोवर्त्तिनि शुक्तिसकले इन्द्रियसन्निकर्षे जाते सति रूप्यमिदमिति वदति-

---

শুক্তিকাদিতে যে সময়ে রজতের ভ্রম জন্মে ; পরন্তু যদিও সেই সময়ে রজতের সমুদায় অংশই মিথ্যা হয়, তথাপি সম্মুখে যে কোন একটি পদার্থ আছে, এই জ্ঞানটী যেমন কখনই মিথ্যা হইতে পারে না, সেইরূপ কূটস্থ-চৈতন্যেতে জীবচৈতন্যের আরোপ যথার্থ না হইলেও সেই কূটস্থচৈতন্যে যে বস্তুস্বরূপের ব্যবহার হয়, তাহা অযথার্থ নহে। আর যেমন শুক্তিকাদিতে যে সময়ে রজতের ভ্রম হয়, সেই সময়ে শুক্তিকার পৃষ্ঠ নীলবর্ণ ও তাহার আকার ত্রিকোণ, এই জ্ঞান তিরোহিত থাকে ; সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যে যখন জীবচৈতন্যের আরোপ হয়, তখন কূটস্থচৈতন্য যে সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্গ ও পূর্ণা-নন্দস্বরূপ, এইবিষয়েরও বুদ্ধির বিলুপ্তপ্রায় থাকে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

যেমন ভ্রমস্থলে শুক্তিকাদিতে যে আরোপিত জ্ঞান, তাহাকেই রজত বলা যায়, সেইরূপ অবিদ্যার বিক্ষেপশক্তিদ্বারা কূটস্থচৈতন্যেতে যে আরো-

তথা স্বস্য স্বতঃ পশ্যত্বমিত্যভিমন্যতে ॥ ২৭ ॥

ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্নৌ স্বত্বাহন্তৌ তথেদতাম্‌।

সামান্যস্য বিশেষস্যেতুভয়ত্রাপি গম্যতে ॥ ২৮ ॥

দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেত্‌ ত্বং বীক্ষস্ব স্বয়ন্তথা।

অহং স্বয়ং ন শক্নোমীত্যেবং লোকে প্রযুজ্যতে ॥ ২৯ ॥

বিক্তরজতাভিমানঃ উপপদ্যতে নৈবং দার্ষ্টান্তিকে আত্মাতিরিক্তবস্ত্বভিমানম্‌ ইত্যাশঙ্ক্য অত্রাপি স্বপ্রকাশতয়া চিদাত্মন্যবভাসমানে তদতিরিক্তাহমিত্যভিমান উপলভ্যতে অতো ন বৈষম্য-মিত্যভিপ্রায়েণাহ ইদমংশমিতি ॥ ২৭ ॥

ননু স্বয়মহংশব্দয়োরেকার্থত্বাত্‌ কথং দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাম্যমিত্যাশঙ্ক্য ইদংরূপ্য শব্দার্থয়োঃ স্বয়মহংশব্দার্থয়োশ্চ সামান্যবিশেষরূপত্বোভয়ত্র সাম্যান্নৈবমিত্যাহ ইদন্ত্বরূপ্যতে ভিন্ন ইতি ॥ ২৮ ॥

স্বয়ংশব্দার্থস্য সামান্যরূপত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুং লৌকিকং প্রয়োগং দর্শয়তি দেবদত্ত ইতি ॥ ২৯ ॥

পিত জ্ঞান জন্মে, তাহাকেই জীব বলিয়া থাকে। আর যে সময়ে শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, সেই সময়ে যেমন শুক্তির পুরোবর্ত্তিত্ব অংশমাত্র প্রত্যক্ষ হইলেই তাহাতে রজতের ভ্রম জন্মে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের স্বয়ং অংশ ও বস্তু অংশমাত্রেই জীবের ভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যদিও এক বস্তুকে অন্যপ্রকার বস্তু বলিয়া জ্ঞান করাকে ভ্রম বলে; কিন্তু যে দুইটি বস্তু লইয়া ভ্রমজ্ঞান জন্মে, সেই বস্তুদ্বয়ের পরস্পরের সৌসাদৃশ্য না থাকিলে কদাচ ভ্রমজ্ঞান হয় না। পরন্তু যেমন শুক্তি ও রজত এই উভয় পদার্থ বিশেষরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও পুরোবর্ত্তিত্বরূপ সামান্য-অংশে সাদৃশ্য হেতু শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, সেইরূপ "স্বয়ং" শব্দবাচ্য কূটস্থচৈতন্য ও "অহং" শব্দবাচ্য জীব, এই উভয় বিশেষরূপে পরস্পর বিভিন্ন হইলেও সামান্যরূপে সাদৃশ্য থাকাতেই কূটস্থচৈতন্যবাচক "স্বয়ং" শব্দ এবং জীববাচক "অহং" শব্দ, ইহারা একার্থবাচক নহে ইহাও প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৮ ॥

এইক্ষণে লৌকিক ব্যবহারের প্রয়োগ প্রদর্শনদ্বারা কূটস্থচৈতন্যবাচক "স্বয়ং" শব্দের সামান্য বাচিত্ব এবং জীববাচী "অহং" শব্দের বিশেষার্থ

इदं रूप्यमिदं वस्त्रमिति यद्वदिदन्तथा।
असौ त्वमहमित्येषु स्वयमित्यभिमन्यते ॥ ४० ॥
अहन्त्वात् भिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव।
स्वयं शब्दार्थ एवैष कूटस्थ इति मे भवेत् ॥ ४१ ॥

भवत्वेवं प्रयोगः लोके कथमेतावता स्वयंशब्दार्थस्य सामान्यरूपत्वमित्याशङ्क्य इदंशब्दार्थवदित्याह इदं रूप्यमिति। यथा रूप्यवस्त्रादौ सर्व्वत्रेदंशब्दस्य प्रयुज्यमानत्वात् तदर्थस्य सामान्यरूपत्वं तथासौ त्वमहमित्यादौ सर्व्वत्र स्वयंशब्दप्रयोगात् तदर्थस्यापि सामान्यरूपत्वमवगम्यते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

भवतु स्वयमहंशब्दार्थयोर्लोके भेदः एतावता कूटस्थात्मनि किमायातमिति पृच्छति अहन्त्वादिति। सामान्यरूपः स्वयंशब्दार्थ एव कूटस्थ इतीदमायातमित्याह स्वयंशब्दार्थ इति ॥ ४१ ॥

বাচিত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—"স্বয়ং" শব্দ সামান্যতঃ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়, যেমন—অমুক ব্যক্তি স্বয়ং গমন করিতেছেন, তুমি স্বয়ং দর্শন কর এবং আমি স্বয়ং অসমর্থ ইত্যাদি; লৌকিক ব্যবহারে সকলস্থলেই স্বয়ং শব্দ যে সামান্যবাচক, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু এইরূপে "অহং" শব্দ সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না, কেবল আমি করিব, আমি দেখিতেছি ইত্যাদি স্থলেই অহং শব্দপ্রযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব "অহং" শব্দ যে বিশেষ বাচক, তাহাও প্রতিপন্ন হইল। আর পূরোবর্ত্তিবাচকশব্দও সামান্যতঃ সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হয়, যেমন এই রজত, এই বস্ত্র ইত্যাদি সকলস্থলেই পুরোবর্ত্তিবাচক "এই," "ঐ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়; তদ্রূপ উক্ত পুরোবর্ত্তিবাচক স্বয়ং শব্দ যে সামান্য বাচী তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৩৯-৪০ ॥

যদি বল উক্তপ্রকারে "স্বয়ং" শব্দ ও "অহং" শব্দের পরস্পর বিভিন্নতা প্রতিপাদিত হইল বটে, কিন্তু তাহা হইলেই বা কূটস্থচৈতন্যের আত্মত্ব নিরূপণ বিষয়ে কি প্রমাণ হইল? এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া কূটস্থচৈতন্যের আত্মত্ব প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি জীববাচক "অহং" শব্দ হইতে "স্বয়ং" শব্দার্থ বিভিন্ন হইল, তাহাহইলে সেই কূটস্থচৈতন্যকেই "স্বয়ং" বলা যাইতে পারে। অতএব আমার মতে সেই

अन्यत्ववारकं स्वत्वमिति चेदन्यवारणम्।
कूटस्थस्यात्मता वस्तु रिष्टमेव हि तद्‌ भवेत् ॥ ४२ ॥
स्वयमात्मेति पर्य्यायस्तेन लोके तयोः सह।
प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वमात्मत्वञ्चान्यवारकम् ॥ ४३ ॥
घटः स्वयं न जानातीत्येवं स्वत्वं घटादिषु।
अचेतनेषु दृष्टञ्चेद् दृश्यतामात्मसत्त्वतः ॥ ४४ ॥

ननु स्वत्वरूपो धर्मोऽन्यत्वं निवारयति नकूटस्थं बोधयतीति शङ्कते अन्यत्ववारकमिति। स्वयंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यैवात्मत्वात् स्वत्वं नान्यत्ववारणमिष्टमेवेति परिहरति अन्यवारणं कूटस्थस्येति ॥ ४२ ॥

ननु स्वयमात्मशब्दयोर्भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तयोर्गवाश्वादिशब्दयोरिवार्थैक्याभावात् कथं स्वयं-शब्दार्थस्य कूटस्थस्यात्मत्वमित्याशङ्क्य हस्तकरादिशब्दवदेकार्थत्वोपपत्तेर्नैवमिति परिहरति स्वयमात्मेति पर्य्याय इति। पर्य्यायत्वे सहप्रयोगाभावहेतुमाह तेन लोक इति। फलित-माह अतः स्वत्वमिति ॥ ४३ ॥

ननु घटादिष्वचेतनेष्वपि स्वयंशब्दस्य प्रयोगदर्शनात् स्वयन्त्वात्मत्वयोरैकत्वं न घटत इति शङ्कते घटं स्वयमिति। घटादिष्वपि स्फुरणरूपेणात्मचैतन्यस्य सत्त्वात् तेष्वपि स्वयं-शब्दस्य प्रयोगो न विरुध्यत इत्याह दृश्यतामिति ॥ ४४ ॥

কূটস্থচৈতন্যই পরমাত্মা ; যেহেতু এস্থলে "স্বয়ং" শব্দের অর্থ যে অন্য ব্যব-চ্ছেদক তাহাই আমার অভিপ্রেত। এইরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি "স্বয়ং" শব্দের অর্থ অন্যের ব্যবচ্ছেদক হইল, তাহাহইলে যিনি সকল পদা-র্থের অতিরিক্ত, তিনিই "স্বয়ং" শব্দপ্রতিপাদ্য ও পরমাত্মা ॥ ৪১-৪২ ॥

"স্বয়ং" ও "আত্মা" এই উভয় শব্দই একার্থবোধক। অতএব লৌকিক প্রয়োগে কোনস্থলেও উক্ত উভয় শব্দের একত্র প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না ; সুতরাং "স্বয়ং' শব্দ ও "আত্মা" শব্দ এই উভয়ই অন্যের নিবারক এবং একার্থবোধক, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি স্বয়ং শব্দও আত্মার্থবোধক হইল, তাহাহইলে অচেতন ঘটাদি পদার্থে স্বয়ং শব্দপ্রয়োগ হয় কেন ? এবিষয়ে বক্তব্য এই যে,—ঘটাদি অচেতন পদার্থে যে স্বয়ং

চেতনাচেতনভিদা কূটস্থাত্মকৃতা ন হি।
কিন্তু বুদ্ধিকৃতাভাসকৃতৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫ ॥
যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ।
অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥ ৪৬ ॥
তত্ত্বেদন্তে অপি স্বত্বমিব ত্বমহমাদিষু।
সর্ব্বত্রানুগতে তেন তয়োরপ্যাত্মতেতি চেৎ ॥ ৪৭ ॥

ননু ঘটাদিষ্বপি আত্মচৈতন্যসত্ত্বে চেতনাচেতনবিভাগো নির্নিমিত্তকঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য চিদাভাসসত্ত্বাসত্ত্বলক্ষণকারণসদ্ভাবাৎ নৈবমিতি পরিহরতি চেতনাচেতনভিদেতি ॥ ৪৫ ॥

ননু চেতনাচেতনবিভাগস্য চিদাভাসসত্ত্বাসত্ত্বপ্রযুক্তত্বাভ্যুপগমেঽচেতনেষ্বাত্মসত্ত্বাভ্যুপগমো নিষ্প্রয়োজনঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য চেতনাচেতনবিভাগহেতুত্বেন কূটস্থস্যানভ্যুপগম্যত্বেঽপ্যচেতনকল্পনাধিষ্ঠানত্বেন কূটস্থোঽভ্যুপগন্তব্য ইত্যভিপ্রায়েণ ঘটাদেস্তত্র কল্পিতত্বং সদৃষ্টান্তমাহ যথা চেতন আভাস ইতি ॥ ৪৬ ॥

স্বত্বাত্মত্বয়োরৈকত্বেতি প্রসঙ্গং শঙ্কতে তত্ত্বেদন্তে অপীতি। ত্বমহমাদিষু সর্ব্বত্রানুগতস্য স্বত্বস্যেব সর্ব্বত্রানুগতয়োস্তত্ত্বেদন্তয়োরপ্যাত্মস্বরূপতা কিং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা কেবল ঘটাদিতে আত্মার সত্তামাত্র কল্পনা করা হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

যদি বল, কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বব্যাপী; অতএব ঘটাদি জড়পদার্থেও তিনি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন। তথাপি এইটি চেতনপদার্থ ও এইটি জড়পদার্থ, এইরূপ চেতনাচেতন বিভেদ কূটস্থচৈতন্যের কৃত নহে। তিনি কদাচ এইরূপ বিভেদ করেন নাই, কিন্তু ইহা কেবল বুদ্ধিরপ্রতিবিম্বীভূত জীবচৈতন্যের কৃত; অর্থাৎ যে সকল পদার্থে জীবচৈতন্য বর্ত্তমান আছেন, সেই সকল পদার্থকে সচেতন বলা যায় এবং যে যে পদার্থে জীবচৈতন্যের অবস্থান নাই, সেই সেই পদার্থকে অচেতন বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে। যেমন ভ্রান্তিদ্বারা কূটস্থচৈতন্যে জীবচৈতন্য পরিকল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন ঘটপটাদি বস্তুসকলও সচেতনরূপে কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫-৪৬ ॥

যদি পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই সর্ব্বপদার্থে অনুগত হয়েন, তাহা হইলে যে যে পদার্থ সর্ব্বত্র অনুগত তাহাদিগকেও পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার

तै आत्मत्वेऽप्यनुगतौ तत्त्वेदन्तौ ततस्तयोः।
आत्मत्वं नैव सम्भाव्यं सम्यक्त्वादेर्यथा तथा ॥ ४८ ॥
तत्त्वेदन्ते स्वतान्यत्वे त्वन्ताहन्ते परस्परम्।
प्रतिद्वन्द्वितया लोके प्रसिद्धे नास्ति संशयः ॥ ४९ ॥

तत्त्वेदन्तयोरात्मत्वाधिकवृत्तित्वात् आत्मत्वं न सम्भवतीत्याह तै आत्मत्वेऽपीति। तत्त्वेदन्ते स्वत्वमिव यद्यपि त्वमहमादिषु अनुगते तथापि तेष्वनुवर्त्तमाने आत्मत्वेऽप्यनुगते तदात्मत्वमिदमात्मत्वमित्यादिव्यवहारसम्भवात् अतस्तयोरात्मत्वादधिकवृत्तित्वादात्मरूपता न सम्भाव्यते। तत्र दृष्टान्तः सम्यक्त्वादेरिति। आत्मत्वं सम्यगात्मत्वमसम्यगिति व्यवहारवशादात्मत्वेऽप्यनुवर्त्तमानयोः सम्यक्त्वासम्यक्त्वयोरिवेत्यर्थः ॥ ४८ ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य फलितप्रदर्शनाय लोकव्यवहारसिद्धार्थमनुवदति तत्त्वेदन्त इति। तत्त्वप्रतियोगित्वम् इदन्तायास्तदिदमिति स्वत्वप्रतियोगित्वमन्यत्वस्य स्वयमन्य इति। त्वन्ताप्रतियोगित्वमहन्तायास्त्वमहमिति लोके प्रतिद्वन्द्वित्वेन प्रयोगदर्शनात् प्रसिद्धमिति भावः ॥ ४९ ॥

কর। এইরূপে সর্ব্বত্র অনুগত পদার্থমাত্রকে পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে, তৎপদার্থ এবং এতৎপদার্থও সর্ব্বত্র অনুগত হয়; সুতরাং তাহাদিগকেও পরমাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সকল পূর্ব্বপক্ষবাদিদিগের প্রতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—"তৎ ও এতৎ" পদার্থ পরমাত্মার ন্যায় সর্ব্বত্র অনুগত বটে, কিন্তু তাহারা যেমন সর্ব্বত্র অনুগত হয়, সেইরূপ পরমাত্মাতেও অনুগত হয়। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, "তৎ ও এতৎ" পদার্থ উভয়েই পরমাত্মা নহে। যে পদার্থ যাহাতে অনুগত হয়, সেই দুই পদার্থ কখনই এক হইতে পারে না। "তৎ ও এতৎ" পদার্থ সম্যক্ শব্দের ন্যায় কেবল সর্ব্বত্র অনুগত হয় মাত্র; সুতরাং তাহাতে পরমাত্মত্বের আশঙ্কাও হইতে পারে না ॥ ৪৭-৪৮ ॥

তৎপদার্থ সহিত এতৎ পদার্থের, স্বয়ং পদার্থ সহিত অন্য পদার্থের এবং ত্বং পদার্থং অহং পদার্থের বিরোধী বলিয়া সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। এই সকল বিরোধী পদার্থের মধ্যে অন্য পদার্থের বিরোধী যে স্বয়ং পদার্থ, তাহাকেই কূটস্থচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং ত্বং পদার্থের বিরোধী

अन्यतायाः प्रतिद्वन्द्वी स्वयं कूटस्थ इष्यताम्।
त्वन्तायाः प्रतियोग्येषोऽहमित्यात्मनि कल्पितः॥ ५०॥
अहन्तास्वत्वयोर्भेदे रूप्यतेदन्तयोरिव।
स्पष्टेऽपि मोहमापन्ना एकत्वं प्रतिपेदिरे॥ ५१॥
तादात्म्याध्यास एवात्र पूर्वोक्ताविद्यया कृतः।
अविद्यायां निवृत्तायां तत्कार्य्यं विनिवर्त्तते॥ ५२॥

भवत्वेवं लोकैं प्रकृते किमायातमित्यत आह अन्यतायां इति। अन्यत्वप्रतियोगी स्वयंशब्दार्थः कूटस्थः त्वन्ताप्रतियोग्यहंशब्दार्थश्चिदाभासः कूटस्थे कल्पित इत्यर्थः॥ ५०॥

ननूक्तप्रकारेण जीवकूटस्थयोर्भेदे सत्यपि सर्व्वे इत्थं किमिति न जानन्तीत्याशङ्क्याह अहन्तास्वत्वयोर्भेद इति। बुद्धिसाक्षिणः कूटस्थस्य बुद्ध्या प्रत्यक्षीकर्त्तुमशक्यत्वादहं स्वयमिति प्रतिभासमानयोर्जीवकूटस्थयोर्भ्रान्त्यैकत्वं प्रतिपन्ना इत्यर्थः॥ ५१॥

नन्वस्य जीवकूटस्थयोरैकत्वभ्रमस्य किं कारणमित्यपेक्षायामाह तादात्म्येति। अत्रास्मिन् ग्रन्थेऽनादिरविवेकोऽविद्येत्युक्तया अविद्ययेत्यर्थः। यतोऽविद्याकार्य्यत्वमध्यासस्य अतोऽविद्यानिवर्त्तकतत्त्वज्ञानेनैव तन्निवृत्तिरित्यत आह अविद्यायामिति॥ ५२॥

যে অহং পদার্থ, তাহাকে কূটস্থচৈতন্যে পরিকল্পিত জীবরূপে প্রতিপাদন করা যায়॥ ৪৯-৫০॥

শুক্তি এবং রজত, এই দুই পদার্থের যেরূপ পরস্পর বিভিন্নতা প্রত্যক্ষ করা যায়, সেইরূপ অহং পদার্থস্বরূপ জীবচৈতন্য ও স্বয়ং পদার্থ কূটস্থচৈতন্যের পরস্পর বিভিন্নতা সুস্পষ্ট অনুমিত হয়। কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াও মোহান্ধ ব্যক্তিরা সত্যস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যে যে মিথ্যা জীবের আরোপ করিয়া থাকে, তাহাকেই তাদাত্ম্যাধ্যাস বলে। কেবল অজ্ঞানদ্বারাই এইরূপ অধ্যাস (মিথ্যা আরোপ) হয়, যাহার অজ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি আর উক্তরূপ মিথ্যা আরোপ করে না; সুতরাং অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই জীবকে সত্যজ্ঞান করিয়া জীবে যে কূটস্থচৈতন্যের আরোপ তাহাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। তখন আর কাহারও জীবকে কূটস্থচৈতন্য বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না, তখন সকলের প্রকৃতজ্ঞান জন্মে॥ ৫১-৫২॥

अविद्यावृतितादात्म्ये विद्ययैव विनश्यतः ।
विक्षेपस्य स्वरूपन्तु प्रारब्धक्षयमीक्षते ॥ ५३ ॥
उपादाने विनष्टेऽपि क्षणं कार्य्यं प्रतीक्षते ।
इत्याहुस्तार्किकास्तद्वदस्माकं किं न सम्भवेत् ॥ ५४ ॥
तन्तूनां दिनसंख्यानां तैस्तादृक् क्षण ईरितः ।

नन्वध्यासस्याविद्याकार्य्यत्वात् तन्निवृत्त्या निवृत्तिरित्येतदनुपपन्नं ब्रह्मात्मैकत्वविद्याया-मुत्पन्नायामविद्याकार्य्यस्य देहादेरप्युपलभ्यमानत्वात् इत्यत आह अविद्यावृतितादात्म्ये इति । अविद्यैककारणयोरावृतितादात्म्ययोर्विद्ययैव निवृत्तिः कर्म्मसहिताविद्याजन्यस्य तु विक्षेप-स्वरूपस्य कर्म्मावसानपर्य्यन्तमवस्थानमित्यविरोध इति भावः ॥ ५३ ॥

ननु प्रारब्धकर्म्मणो निमित्तमात्रत्वात् तत्सद्भावमात्रेण उपादाने विनष्टेऽपि कथं कार्य्यानु-वृत्तिरित्याशङ्क्य शास्त्रान्तरसिद्धदृष्टान्तेन तदनुवृत्तिं सम्भावयति उपादाने विनष्टेऽपीति ॥५४॥

ननु तार्किकैः क्षणमात्रं कार्य्यस्यावस्थानमङ्गीकृतं न चिरकालमित्याशङ्क्याह तन्तूना-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনদ্বারা পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান হইলেই অজ্ঞান ও আবরণশক্তি এবং তাহার কার্য্য তাদাত্ম্যাধ্যাস অর্থাৎ কূটস্থ-চৈতন্যে যে জীবচৈতন্যের ভ্রমজ্ঞান, তাহাও নিবারিত হয়; কিন্তু সেই অজ্ঞা-নের যে বিক্ষেপশক্তি ও তাহার কার্য্য বিক্ষেপাধ্যাস আছে, তাহা নিবারিত হয় না। ঐ বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য বিক্ষেপাধ্যাস প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তিকে অপেক্ষা করে। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে ঐ বিক্ষেপশক্তি ও তৎকার্য্য বিক্ষেপাধ্যাস কখনই স্বয়ং নিবারিত হয় না ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইল যে, অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও তাহার বিক্ষেপশক্তির নিবৃত্তি হয় না, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, অজ্ঞান নিবারিত হইলে তাহার শক্তি নিবারিত হয় না কেন? এইবিষয়ে তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে,—সামান্যতঃ সকল পদার্থেরই উপাদান কারণ বিনষ্ট হইলেও সেই উপাদানের কার্য্য কিয়ৎকাল বিদ্যমান থাকে, এই নিমিত্ত বিক্ষেপ-শক্তির কারণ যে অজ্ঞান, তাহার নিবৃত্তি হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগা-বসান অপেক্ষায় কিয়ৎকাল বিক্ষেপ অধ্যাস বিদ্যমান থাকে। পরন্তু সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলেই ঐ বিক্ষেপ অধ্যাস বিনষ্ট হইয়া যায় ॥৫৪॥

যদি বল কেবল তার্কিকমতে কারণের বিনাশ হইলেও কিয়ৎকালমাত্র

भ्रमस्यासंख्यकल्पस्य योग्यः क्षय इहैष्यताम् ॥ ५५ ॥
विना क्षोदक्षमं मानं तैर्वृथा परिकल्प्यते ।
श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यो वदतां किन्नु दुःशकम् ॥ ५६ ॥

मिति । संसारस्यानादिकालमारभ्यानुवृत्तत्वात् तत् संस्कारवशेन कुलालचक्रभ्रमिवच्चिर-कालानुवृत्तिर्न विरुध्यत इति भावः ॥ ५५ ॥

ननु तार्किकैर्यथा अयुक्तमभिहितं तद्वद् भवतापि इत्याशङ्क्य स्वोक्तौ ततो वैषम्यं दर्शयति विना क्षोदक्षममिति । क्षोदक्षमं विचारसहं मानं विना प्रमाणमन्तरेणेत्यर्थः । तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये इति श्रुतिः चक्रभ्रमादिदृष्टान्तो युक्तिः । अनुभूतिर्विद्वदनुभवः एतेभ्यः प्रमाणेभ्यः किं वक्तुमशक्यमित्यभिप्रायः ॥ ५६ ॥

কার্য্যের অবস্থান স্বীকৃত আছে, তদ্দৃষ্টে যে বেদান্তমতে ব্যাপককাল কার্য্যের অবস্থান স্বীকার করা তাহাও অসঙ্গত; এইবিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—তার্কিকমতেও যদি অল্পকালসাধ্য বস্ত্রাদির কারণ সূত্রের বিনাশ হইলেও কিয়ৎকালপর্য্যন্ত সেই সূত্রের কার্য্য বস্ত্র বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার কর, তাহাহইলে অনন্তকালসাধ্য যে অজ্ঞানজন্য ভ্রম, তাহার কারণ অজ্ঞানের বিনাশ হইলেও যে সেই অজ্ঞানের কার্য্যস্বরূপ ভ্রান্তি দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিবে, তাহাও অসম্ভব নহে। যে বস্তু যতকাল সাধ্য তাহার প্রতি ততকাল স্বীকার করা অকর্ত্তব্য নহে। যে যে পদার্থ অধিককালে সমুৎপন্ন হয়, তাহার বিনাশেও অধিক কালের অপেক্ষা করে। মনুষ্যের অজ্ঞানজন্য ভ্রম বহুকালে বদ্ধমূল হয়, তাহা যে প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগাবসানকালপর্য্যন্ত অবস্থিত থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৫৫ ॥

তার্কিকগণ কারণের বিনাশের পরেও কার্য্যবিনাশের জন্য কালপ্রতীক্ষা স্বীকার করেন, ইহা দেখিয়াই যে বেদান্তমতেও কারণ বিনাশের পর কার্য্য বিনাশের কাল প্রতীক্ষা স্বীকার করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে যে কেবল এই স্থলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন হইল এমত নহে, এই দৃষ্টান্ত স্বীকারের বিশেষ কারণও আছে, যদি তার্কিকগণ বিচারযোগ্য প্রমাণ গ্রহণ না করিয়াও কেবল উক্তরূপ কল্পনামাত্র অবলম্বনদ্বারাই কালপ্রতীক্ষা স্বীকার করিতে সাহস করেন, তাহাহইলে আমরা শ্রুতিবিহিত যুক্তিযুক্ত অনুভবদ্বারা সেই কালপ্রতীক্ষা কেননা স্বীকার করিব? ॥ ৫৬ ॥

आस्तां दुस्तार्किकैः सार्द्धं विवादः प्रकृतं ब्रुवे।
स्वाहमोः सिद्धमेकत्वं कूटस्थपरिणामिनोः॥ ५७॥
भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्याः सर्व्वे लौकिकतार्किकाः।
अनादृत्य श्रुतिं मौर्ख्यात् केवलां युक्तिमाश्रिताः॥ ५८॥
पूर्व्वापरपरामर्शविकलास्तत्र केचन।
वाक्याभासान् स्वस्वपक्षे योजयन्त्यप्यलज्जया॥ ५९॥

प्रकृतमनुसरति आस्तामिति। स्वयमहंशब्दार्थयोः कूटस्थपरिणामिनोः एकत्वं भ्रान्त्या सिद्धम्॥ ५७॥

ननु कूटस्थजीवयोरैकत्वं भ्रान्तिसिद्धञ्चेत् इदं भ्रान्तमिति केऽपि कुतो न जानन्तीत्या-शङ्क्य श्रुतितात्पर्य्यपर्य्यालोचनशून्यत्वादित्याह भ्राम्यन्ते पण्डितम्मन्या इति॥ ५८॥

ननु श्रुत्यर्थप्रवक्तारोऽपि केचिदित्थं कुतो न जानन्तीत्याशङ्क्य तेषां साकल्येन श्रुत्यर्थ-पर्य्यालोचनाभावात् इत्याह पूर्व्वापरपरामर्शविकला इति॥ ५९॥

কুতর্কবাদী তার্কিকের সহিত নিরর্থক বিচারের আর প্রয়োজন নাই; বিফল কুতর্ক করিয়া কালক্ষেপণ করা উচিত কার্য্য নহে। এইক্ষণ প্রকৃত বিচারের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য; পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা "স্বয়ং" শব্দবাচ্য কূটস্থচৈতন্য ও "অহং" শব্দবাচ্য জীবচৈতন্য, এই উভয়ের ভ্রান্তিকল্পিত অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইক্ষণে সেই ভ্রমজ্ঞানের উচ্ছেদ করা আব-শ্যক॥ ৫৭॥

কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের যে ঐক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, যদিচ তাহা ভ্রান্তিকল্পিত বটে, তথাপি পণ্ডিতাভিমানী লোকসকল কেবল শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থের আলোচনা করিয়া এবং কুতর্ককারী তার্কিকগণ কেবল যুক্তি-দ্বারা কখনই ভ্রমশূন্য হইতে পারে না। ঐ সকল প্রকারে যুক্তিপ্রদর্শন করাতে তাহাদিগের ভ্রম নিবারণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং মূর্খতাই প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং তাহারা যে আর অধিক ভ্রমে পতিত হইয়াছে, ইহাই স্পষ্ট লক্ষিত হয়॥ ৫৮॥

কোন কোন মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ শ্রুতিসকলের পূর্ব্বাপর মর্ম্মার্থ আলোচনাতে অসমর্থ হইয়া পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণবিষয়ে নানা-

कूटस्थादिशरीरान्तसंघातस्यात्मतां जगुः।
लोकायताः पामराश्च प्रत्यक्षाभाससमाश्रिताः॥ ६० ॥
श्रौतीकर्तुं स्वपक्षन्ते कोषमन्नमयन्तथा।
विरोचनस्य सिद्धान्तं प्रमाणं प्रतिजज्ञिरे॥ ६१ ॥

तत्र तावत् प्रत्यक्षैकप्रमाणाभ्युपगमेनातिस्थूलत्वात् लोकायतादिपक्षं प्रथमतोऽनुभाषते कूटस्थादीति। प्रत्यक्षसिद्धत्वे देहादेरात्मत्वं पारमार्थिकं स्यादित्यत उक्तं प्रत्यक्षाभासमिति॥ ६० ॥

ते प्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनोऽपि परव्यामोहनाय स्वमतं श्रुतिसिद्धमिति दर्शयितुं वाक्यमप्युदाहरन्तीत्याह श्रौतीकर्तुमिति। कोषमन्नमयमिति शब्देनान्नमयकोषप्रतिपादकं स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय इत्यादिवाक्यं लक्ष्यते विरोचनस्य सिद्धान्तमिति तत्सिद्धान्तप्रतिपादकं आत्मैवेत्यादिवाक्यं लक्ष्यते एतद्वाक्यद्वयं प्रमाणत्वेन प्रतिजानीते एव न तूपपादयितुं क्षमाः प्रकरणविरोधादिति भावः॥ ৬১ ॥

প্রকার কল্পনা করিয়া থাকে এবং শ্রুতিসকলের প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিতে না পারিয়া কেবল স্বীয় মতের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ অবলীলাক্রমে এক-প্রকরণস্থ শ্রুতিকে অন্যপ্রকরণের উদাহরণরূপে প্রদর্শন করে। তাহারা শাস্ত্রের প্রকৃত মীমাংসার সঙ্গতি ও সূক্ষ্ম তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে পারে না॥ ৫৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধমতাবলম্বী লোকদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত স্থূল-বুদ্ধিশালী এবং যাহারা কেবল প্রত্যক্ষ প্রমাণমাত্র স্বীকার করে, তাহাদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—যে সকল লোক কেবল একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণ স্বীকার করে, সেই অসূক্ষ্মদর্শী স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিরা কূটস্থচৈতন্য হইতে স্থূল-শরীর পর্য্যন্ত সমুদায়ের সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া থাকে॥ ৬০ ॥

যাহারা প্রত্যক্ষপ্রমাণমাত্রবাদী অনাত্মদর্শী স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, তাহারা আপনার মতকে শ্রুতির অনুকূল বলিয়া প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে অন্নময় কোষপ্রতিপাদক "এই অন্নময়কোষই সেই পরমাত্মা ইত্যাদি" শ্রুতিবাক্য এবং "আমিই সেই পরমাত্মা" ইত্যাদি বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করে। তাহারা উক্ত শ্রুতি ও বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণস্বরূপে

जीवात्मनिर्गमे देहमरणस्यात्र दर्शनात्।
देहातिरिक्त एवात्मेत्याहुर्लोकायताः परे ॥ ६२ ॥
प्रत्यक्षत्वेनाभिमताहन्धीर्देहातिरेकिणम्।
गमयेदिन्द्रियात्मानं वच्मीत्यादिप्रयोगतः ॥ ६३ ॥
वागादीनामिन्द्रियाणां कलहः श्रुतिषु श्रुतः।
तेन चैतन्यमेतेषामात्मत्वं तत एव हि ॥ ६४ ॥

अस्मिन् मते दोषप्रदर्शनपुरःसरं मतान्तरमुत्थापयति जीवात्मनिर्गम इति ॥ ६२ ॥

कीदृशो देहातिरिक्त आत्मा केन वा प्रमाणेनावगम्यते इत्याकाङ्क्षायामाह प्रत्यक्षत्वेनेति अहं वच्मि अहं पश्यामीत्यादिप्रयोगदर्शनात् देहातिरिक्ताहंबुद्धिगम्यानीन्द्रियाणि आत्मेत्यर्थः ॥ ६३ ॥

ननु इन्द्रियाणामचेतनानां कथमात्मत्वमित्याशङ्क्य श्रुतिष्विन्द्रियसंवादश्रवणाच्चेतनत्वमसिद्धमित्याह वागादीनामिति। चेतनत्वस्यैवात्मलक्षणत्वात् चेतनानामिन्द्रियाणामात्मत्वमुचितमित्याहात्मत्वं तत एव हीति ॥ ६४ ॥

প্রদর্শন করিয়া কূটস্থচৈতন্য প্রভৃতি স্থূলশরীর পর্য্যন্ত সমুদায়ের সমষ্টিকে আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করেন ॥ ৬১॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া যে সকল অন্যমতাবলম্বীরা ইন্দ্রিয়গণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত প্রকাশ করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়াত্মবাদী লোকসকল বলিয়া থাকে যে, জীবাত্মা দেহ হইতে বিনির্গত হইলেই মনুষ্যের মরণ হয়। পরন্তু দেহাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়গণের সুস্পষ্ট অহং জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা বাক্যাদির প্রয়োগ হইয়া থাকে, এইনিমিত্ত দেহাতিরিক্ত ইন্দ্রিয়ই আত্মা। অন্যান্যমতাবলম্বীরা এইরূপ ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৬২-৬৩ ॥

ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে আপাততঃ এই বিরোধ দৃষ্ট হয় যে, ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট চৈতন্যের উপলব্ধি হয় না। যদিও অচেতন ইন্দ্রিয়কে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না, কিন্তু শ্রুতিতে

হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্ত্বেবমূচিরে।
চক্ষুরাদ্যপলোপেঽপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥ ৬৫ ॥
প্রাণো জাগর্ত্তি সুপ্তেষু প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্।
কোষঃ প্রাণময়ঃ সম্যক্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥ ৬৬ ॥
মন আত্মেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ।
প্রাণস্যাভোক্তৃতা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসস্ততঃ ॥ ৬৭ ॥

মতান্তরমুত্থাপয়তি হৈরণ্যগর্ভা ইতি ॥ ৬৫ ॥

প্রাণস্যাত্মত্বে শ্রৌতলিঙ্গানি দর্শয়তি প্রাণো জাগর্ত্তীতি। প্রাণাময় এবৈতস্মিন্ পুরে জাগর্তীত্যাদিনা প্রাণজাগরণং শ্রূয়তে তত্প্রাণে প্রযন্তে তত উর্দ্ধতিষ্ঠৎ তদুক্থমভবৎ তদেতদুক্থমিতি প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রূয়তে অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময় ইত্যাদিনা প্রাণময়ঃ কোষঃ প্রপঞ্চিতঃ আদিশব্দেন প্রাণসংবাদপ্রবেশাদিকং গ্রাহ্যম্ ॥ ৬৬ ॥

প্রাণাদপ্যান্তরস্য মনস আত্মত্ববাদিনো মতং দর্শয়তি মন আত্মেতীতি। প্রাণস্যানাত্মত্বে যুক্তিমাহ প্রাণস্যাভোক্তৃতেতি ॥ ৬৭ ॥

ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কলহ বর্ণন দেখা যাইতেছে; সুতরাং ইন্দ্রিয়গণকে সচেতন বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইল। ইন্দ্রিয়গণের চৈতন্য না থাকিলে তাহাদিগের পরস্পর বিবাদের সম্ভব হয় না। অতএব ইন্দ্রিয়গণের আত্মত্ব স্বীকার অসঙ্গত বলিতে পার না ॥ ৬৪ ॥

যাহারা হিরণ্যগর্ভোপাসক এবং প্রাণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহারা বলিয়া থাকে যে, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সকলের বিনাশ হইলেও কেবল প্রাণের সত্তাদ্বারাই প্রাণিগণকে জীবিতবান্ বলা যায়, ইন্দ্রিয়াদি সমুদয় নিদ্রিত অবস্থায় লয় হইলেও প্রাণ জাগ্রত থাকে। পরন্তু সকলস্থানেই প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে এবং প্রাণময়কোষ সম্যক্‌রূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে, অতএব প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ৬৫-৬৬ ॥

এইক্ষণে যাহারা মনকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত ব্যক্ত করিতেছেন।—মনের আত্মত্ববাদীরা বলিয়া থাকে যে, কোন কোন মতাবলম্বীরা যে প্রাণকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে, তাহা কখনই হইতে

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः ।
श्रुतौ मनोमयः कोशस्तेनात्मेतीरितं मनः ॥ ৬৮ ॥
विज्ञानमात्मेति परे आहुः क्षणिकवादिनः ।
यतोविज्ञानमूलत्वं मनसो गम्यते स्फुटम् ॥ ৬৯ ॥
अहंवृत्तिरिदंवृत्तिरित्यन्तःकरणं द्विधा ।
विज्ञानं स्यादहंवृत्तिरिदंवृत्तिर्मनो भवेत् ॥ ৭০ ॥

मनस आत्मत्वे युक्तिप्रतिपादिकां श्रुतिमाह मन एवेति। तस्माद्वा एतस्मात् प्राणमयादन्योऽन्तर आत्मा मनोमय इति श्रुत्यन्तरं दर्शयति श्रुत इति। फलितमाह तेनेति ॥ ৬৮ ॥

मनसोऽप्यान्तरस्य विज्ञानस्यात्मत्ववादिनो बौद्धस्य मतं दर्शयति विज्ञानमिति। विज्ञानस्यान्तरत्वे युक्तिमाह यत इति ॥ ৬৯ ॥

विज्ञानमनःशब्दवाच्यस्यान्तःकरणस्यैकत्वात् कथं मनोमयविज्ञानमययोः कार्य्यकारणभाव इत्याशङ्क्य तमुपपादयितुं तयोर्भेदं तावद्दर्शयति अहंवृत्तिरिति ॥ ৭০ ॥

পারে না। যেহেতু ভোগকর্তৃত্ব ব্যতিরেকে আত্মত্ব সম্ভব হয় না, প্রাণের ভোগকর্তৃত্ব নাই ; সুতরাং প্রাণকে আত্মা বলা যায় না। পরন্তু মনের ভোগকর্তৃত্ব আছে এবং মনই মনুষ্যের বন্ধ মোক্ষের কারণরূপে নিশ্চিত আছে, আর মনোময়কোষ নিরূপণস্থলে প্রাণ হইতে মনের অভ্যন্তরবর্ত্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে, অতএব আত্মোপাসকেরা মনকে আত্মা বলিয়া নিশ্চয় করেন ॥৬৭-৬৮॥

এইক্ষণে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের আত্মতত্ত্বনিরূপণবিষয়ে মতপ্রদর্শন করিতেছেন।—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানময়কোষকে আত্মা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বমত পরিপোষণার্থ এই যুক্তিপ্রদর্শন করেন যে, আত্মা মনপ্রাণাদি সকলের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া সকলের কারণ হয়েন ; সুতরাং আত্মা মনেরও অভ্যন্তরবর্ত্তী হইয়া মনের কারণরূপে বিদ্যমান আছেন, এইনিমিত্ত বৌদ্ধগণ বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞান ক্ষণিক ; সুতরাং তাহাদিগের মতও অভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৬৯ ॥

বিজ্ঞানশব্দবাচ্য ও মনঃশব্দবাচ্য অন্তঃকরণ একই পদার্থ, তবে কি

अहंप्रत्ययबीजत्वमिदंवृत्तेरिति स्फुटम् ।
अविदित्वा स्वमात्मानं बाह्यं वेद न तु क्वचित् ॥ ৭১ ॥
क्षणे क्षणे जन्मनाशावहंवृत्तेर्मितौ यतः ।
विज्ञानं क्षणिकं तेन स्वप्रकाशं स्वतो मितेः ॥ ৭২ ॥
विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः ।

तयोः कार्य्यकारणमाह अहंप्रत्ययेति । तदेवोपपादयति अविदित्वेति । अहंवृत्त्युदयाभावे इदंवृत्त्यनुदयादनयोः कार्य्यकारणभाव इत्यर्थः ॥ ৭১ ॥

तस्य विज्ञानस्य क्षणिकत्वेऽनुभवं प्रमाणयति क्षणे क्षणे इति । क्षणिकत्वमुपपाद्य स्वप्रकाशत्वमुपपादयति स्वप्रकाशं स्वतो मितेरिति । स्वेनैव प्रमितत्वादित्यर्थः ॥ ৭২ ॥

विज्ञानस्यात्मत्वे आगमः प्रमाणमित्याह विज्ञानमयकोशोऽयमित्यादि । तस्माद् वा

রূপে মনোময় ও বিজ্ঞানময়, এই উভয়ের কার্য্যকারণভাব সঙ্গত হইতে পারে ? এইক্ষণে সেই উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন।—অন্তঃকরণ দুই প্রকারে বিভক্ত, যথা—অহং বৃত্তি ও ইদং বৃত্তি ; ইহাদিগের মধ্যে ইদং বৃত্তিকে বিজ্ঞান বলা যায় এবং অহং বৃত্তিকে মনঃ বলিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৃত্তিদ্বয়ের মধ্যে অহং বৃত্তিস্বরূপ বিজ্ঞানের আন্তরিক জ্ঞান ব্যতিরেকে ইদং বৃত্তিস্বরূপ মনের বাহ্যজ্ঞান হয় না, এই নিমিত্ত বিজ্ঞানকে মনের অভ্যন্তরবর্ত্তী এবং মনের কারণ বলা যায় ; সুতরাং সেই বিজ্ঞানকে বৌদ্ধগণ আত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

এইক্ষণে বৌদ্ধমতাবলম্বীরা যে বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন করিল, সেই বিজ্ঞানের ক্ষণিকত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যে কালে বিজ্ঞান বিষয়সকল অনুভব করে, সেই স্থলে উক্ত অহং বৃত্তি স্বরূপ বিজ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তি ও ক্ষণে ক্ষণে বিনাশ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত সেই বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বলা যায়। কিন্তু ঐ বিজ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং আগমবাদী পণ্ডিতগণও পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞানময়কোষকে জীবাত্মা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, উক্ত

সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥ ৭৩ ॥
বিজ্ঞানং ক্ষণিকং নাত্মা বিদ্যুদভ্রনিমেষবৎ।
অন্যস্যানুপলব্ধত্বাৎ শূন্যং মাধ্যমিকা জগুঃ ॥ ৭৪ ॥
অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতন্ততঃ।
জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকং সর্ব্বং জগদ্ভ্রান্তিপ্রকল্পিতম্ ॥ ৭৫ ॥
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরভাবাদাত্মনোঽস্তিতা।

এতস্মাম্মনোময়াদন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ। বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুত ইত্যাদি বাক্যং বিজ্ঞানস্যাত্মত্বপ্রতিপাদকমিতি ভাবঃ ॥ ৭৩ ॥

বৌদ্ধানাম্মধ্যমেষু শূন্যবাদিনো মতং দর্শয়তি বিজ্ঞানমিতি ॥ ৭৪ ॥

তত্র যুক্তিমাহ অসদেবেদমিত্যাদাবিতি। শূন্যস্যৈব তদ্রূপত্বে প্রতীয়মানস্য জগতঃ কা গতিরিত্যত আহ জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মকমিতি ॥ ৭৫ ॥

তদীয়ম্মতং দূষয়তি নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেরিতি। নিঃস্বরূপস্য শূন্যস্যাধিষ্ঠানত্বাযোগাৎ নিরধিষ্ঠানস্য ভ্রমস্যানুপপত্তের্জগৎকল্পনাধিষ্ঠানস্যাত্মনঃ সত্ত্বাভ্যুপগন্তব্যা কিঞ্চ শূন্যবাদি-

---

বিজ্ঞানময়কোষরূপ জীবাত্মারই এই নিখিল সংসার এবং তিনিই সংসারে জন্ম বিনাশের অধিকারী ও সুখ দুঃখাদি ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৭২-৭৩ ॥

এইক্ষণে শূন্যবাদী মধ্যবিধ বৌদ্ধগণের মত নিরূপণ করিতেছেন।—শূন্যবাদী বৌদ্ধমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকে যে, ক্ষণকালস্থায়ী বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যেহেতু ঐ ক্ষণিকবিজ্ঞান বিদ্যুৎ, অভ্র ও নিমিষের ন্যায় অতি অল্পকালস্থায়ী। আর যখন ঐ বিজ্ঞানের বিনাশ হয়, তখন আর কোন বস্তুর উপলব্ধি হয় না, কেবল শূন্যই অনুভূত হয়, অতএব শূন্যই আত্মা ॥ ৭৪ ॥

শূন্যাত্মবাদী বৌদ্ধগণ "এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে শূন্যমাত্র ছিল এবং জ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক এই জগৎ যে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র" এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইয়া শূন্যকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে ॥ ৭৫ ॥

এইক্ষণে শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ এই প্রত্যক্ষীকৃত জগৎকে ভ্রমাত্মক বলিয়া শূন্যকেই আত্মা

শূন্যস্যাপি সসাক্ষিত্বাদন্যথা নোক্তিরস্য তে ॥ ৭৬ ॥
অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ।
অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥ ৭৭ ॥
অণুর্মহান্ মধ্যমো বেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ।
বহুধা বিবদন্তে হি শ্রুতিযুক্তিসমাশ্রয়াৎ ॥ ৭৮ ॥

তোঽপি শূন্যসাক্ষিত্বেনাবশ্যম্ আত্মাভ্যুপগন্তব্যঃ অন্যথা তস্যানভ্যুপগমে অস্য শূন্যস্যোক্তিঃ শূন্যমিত্যভিধানং তে বৌদ্ধস্য তব মতে ন সিধ্যেদিতি ভাবঃ ॥ ৭৬ ॥

কস্তর্হ্যাত্মা ইত্যত আহ অন্যো বিজ্ঞানময়ত ইতি। তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তর আত্মানন্দময় ইতি অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেনেতি চ শ্রুতিসদ্ভাবাদানন্দময় আত্মা অভ্যুপগন্তব্য ইতি বৈদিকদর্শনং বৈদিকসিদ্ধান্তঃ ॥ ৭৭ ॥

এবমাত্মস্বরূপে বিপ্রতিপত্তিং প্রদর্শ্য তৎপরিমাণবিশেষেঽপি বাদিবিপ্রতিপত্তিং দর্শয়তি অণুর্মহানিতি ॥ ৭৮ ॥

স্বীকার করে ; কিন্তু শূন্যের কোনরূপ আকার নাই, সুতরাং তাহা ভ্রমের অধিষ্ঠান হইতে পারে না এবং অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে ভ্রমেরও সম্ভব হয় না, অতএব শূন্যকে আত্মা বলা যায় না। পক্ষান্তরে শূন্যকে আত্মা বলিলে তাহারও চৈতন্যরূপ সাক্ষী স্বীকার করা আবশ্যক ; নতুবা শূন্যের অভিধান অসম্ভব হয় ॥ ৭৬ ॥

অনন্তর শূন্যাত্মবাদী বৌদ্ধদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিয়া বৈদিক মত নিরূপণ করিতেছেন।—যদি চেতনস্বরূপ আত্মা স্বীকার করিতে হইল, তবে যিনি বিজ্ঞানময়কোষ হইতে বিভিন্ন ও সকলের অভ্যন্তরবর্ত্তী পরন্তু যাঁহাকে সর্ব্বদা বিদ্যমান বলিয়া নিরূপণ করা যায় এবং যিনি আনন্দময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায়, ইহাই বৈদিকসিদ্ধান্ত ॥ ৭৭ ॥

এইরূপে আত্মতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে আত্মবাদিদিগের পরস্পর বিবাদ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে আত্মার পরিমাণবিষয়ে ঐরূপ পরস্পর বিরোধ দর্শাইতেছেন।—কোন কোন আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, আত্মার পরিমাণ পরমাণু তুল্য অতিসূক্ষ্ম, কেহ কেহ আত্মার পরিমাণকে মহান্

অণুং বদন্ত্যান্তরালাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ।
রোম্ণঃ সহস্রভাগেন তুল্যাস্থ প্রচরত্যয়ম্ ॥ ৭৯ ॥
অণোরণীয়ানেষোঽণুঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরন্ত্বিতি।
অণুত্বমাহুঃ শ্রুতয়ঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৮০ ॥
বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥ ৮১ ॥

তত্রাণুত্ববাদিনস্তাবন্মতং দর্শয়তি অণুং বদন্তীতি। অণুত্বাভিধানে হেতুমাহ সূক্ষ্মনাড়ীতি। তদুপপাদয়তি রোম্ণ ইতি। নাড়ীষ্বিতি শেষঃ সূক্ষ্মাসু নাড়ীষু সঞ্চারোঽণুত্বমন্তরেণ ন ঘটত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অণুত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ অণোরণীয়ানেষোঽণুরিতি। অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যমিত্যাদি শ্রুতয় ইত্যর্থঃ ॥৮০॥

শ্রুত্যন্তরমুদাহরতি বালাগ্রশতভাগস্যেতি ॥ ৮১ ॥

বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অন্য আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ঐ পরিমাণকে মধ্যম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এইপ্রকারে বহুমতাবলম্বী আত্মতত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতবর্গ স্বস্ব মতের পোষক শ্রুতিপ্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুক্তি-প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মার পরিমাণ নিশ্চয়বিষয়ে নানামত উদ্ভাবন করিয়া বিবাদ করিয়া থাকেন ॥৭৮॥

পূর্ব্বোক্ত বহুমতাবলম্বী বিবিধবাদিগের মধ্যে প্রথমতঃ অণুপরিমাণ বাদি-দিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—যাঁহারা আত্মাকে অণুপরিমাণবিশিষ্ট স্বীকার করেন, তাঁহারা এই যুক্তিপ্রদর্শন করেন যে, যেহেতু একখণ্ড কেশের সহস্রাংশের একাংশতুল্য যে সকল নাড়ী শরীরমধ্যে ব্যাপ্ত আছে, আত্মা সেই সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে যাতায়াত করেন, এই নিমিত্ত আত্মার পরিমাণ যে অতি সূক্ষ্ম, তাহার অণুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত অণুপরিমাণবিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—"আত্মা অণু হইতেও অণু এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর" এইরূপে শতসহস্র শ্রুতিতে আত্মার অণু পরিমাণ প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং অন্যান্য শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, "একখণ্ড

दिगम्बरा मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकम्।
चैतन्यव्याप्तिसंदृष्टेरानखाग्रश्रुतेरपि ॥ ८२ ॥
सूक्ष्मनाडीप्रचारस्तु सूक्ष्मैरवयवैर्भवेत्।

मध्यमपरिमाणवादिनां मतं दर्शयति दिगम्बरा मध्यमत्वमिति। तत्रोपपत्तिमाह आपादेति। स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य इति श्रुतिरप्यत्र प्रमाणमित्याह आनखाग्रेति ॥ ८२ ॥

ननु मध्यमपरिमाणत्वे श्रुतिसिद्धौ नाडीप्रचारौ न घटेत इत्याशङ्क्याह सूक्ष्मनाडीप्रचार

কেশের অগ্রভাগকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার শতাংশে বিভক্ত করিলে তাহার এক এক অংশ যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, আত্মা সেইরূপ সূক্ষ্ম পদার্থ"। অতএব শ্রুতিপ্রমাণে ও যুক্তিদ্বারা আত্মার পরিমাণ যে অতিসূক্ষ্ম তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮০-৮১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা আত্মপরিমাণের অণুত্ব প্রতিপাদন করিয়া একণে অণুপরিমাণ বাদিদিগের মত নিরূপণপূর্ব্বক যাহারা আত্মার পরিমাণকে মধ্যম পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নির্ণয় করিতেছেন।—দিগম্বরমতাবলম্বী মাধ্যমিকবাদী আত্মজ্ঞানী পণ্ডিতগণ শরীরের পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চৈতন্যের ব্যাপিত্ব সন্দর্শনপূর্ব্বক আত্মার মধ্যমপরিমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু তাঁহারা এইরূপ শ্রুতিপ্রমাণের অর্থ উপলব্ধি করিয়া বলেন যে, চৈতন্য শরীরের আনখাগ্র ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, অতএব আত্মা যে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট এতদ্দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮২ ॥

যদ্যপি আত্মাকে মধ্যপরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলেও আত্মার অতিসূক্ষ্ম নাড়ীতে গমনাগমন করা এবং পিপীলিকাদির সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করা দুর্ঘট হইতে পারে না। পরন্তু শ্রুতিপ্রমাণে যে, কেশাগ্রের শতশতাংশের একাংশতুল্য পরিমাণবিশিষ্ট নাড়ীতে আত্মার প্রবেশ জানা যায়, তাহাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। কারণ এইবিষয়ের মীমাংসা এই যে,—যেমন সর্পকঞ্চুকের (সাপের খোলসের) মধ্যে স্থূলশরীরের সূক্ষ্ম

स्थूलदेहस्य हस्ताभ्यां कञ्चुकप्रतिमोकवत् ॥ ८३ ॥
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमैः ।
आत्मांशानां भवेत् तेन मध्यमत्वं सुनिश्चितम् ॥ ८४ ॥
सांशस्य घटवन्नाशो भवत्येव तथा सति ।
कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भवेत् ॥ ८५ ॥

स्विति । यथा देहावयवयोर्हस्तयोः कञ्चुकप्रवेशेन देहस्य कञ्चुकप्रवेशः तद्वदात्मावयवानां सूक्ष्मासु नाडीषु प्रचारेणात्मनोऽपि प्रचार उपपद्यत इत्यर्थः ॥ ८३ ॥

ननु आत्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वे कर्म्मवशात् न्यूनाधिकशरीरप्रवेशो न घटेत इत्याशङ्क्य अवयवोपगमापगमाभ्यां आत्मनो नियतमध्यमपरिमाणत्वात् देहवत् उभयं न विरुध्यत इत्याह न्यूनाधिकशरीरेष्विति । फलितमाह तेनेति ॥ ८४ ॥

आत्मनः सावयवत्वे घटादिवदनित्यत्वप्रसङ्गेनैतद् दूषयति सांशस्य घटवदिति । भवतु को दोषस्तत्राह तथा सतीति कृतयोः पुण्यपापयोर्भोगमन्तरेण नाशः कृतनाशः अकृतयो-रकस्मात् फलभोक्तृत्वमकृताभ्यागम एतद्दोषद्वयमात्मनो नित्यत्वाभ्युपगमे भवेदिति भावः ॥८५॥

অংশ একটি অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হইলেই সেই স্থূলশরীরের প্রবেশ স্বীকার করা যায়, সেইরূপ সূক্ষ্ম নাড়ীতে আত্মার সূক্ষ্ম অংশ যাতায়াত করিলেই সেই সূক্ষ্ম নাড়ীতে আত্মার যাতায়াত বলা যায়। এইরূপ আত্মার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করিলেও সূক্ষ্মশরীরে তাহার প্রবেশ অসম্ভব হইল না ॥ ৮৩ ॥

আর যদি বল, আত্মার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করিলে পিপীলিকাদির সূক্ষ্ম-শরীরে ও হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে আত্মার প্রবেশ অসম্ভব হয়, তাহাতেও এই বলা যায় যে, আত্মার অংশের প্রবেশেই আত্মার প্রবেশ সিদ্ধ আছে; অতএব আত্মার বৃহৎ ও লঘু শরীরে প্রবেশের অসম্ভব রহিল না। ইহাতেই আত্মার মধ্যপরিমাণ প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮৪ ॥

এইক্ষণে যাহারা আত্মার মধ্যপরিমাণ স্বীকার করে, তাহাদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "আত্মার অবয়ব সূক্ষ্মনাড়ীতে যাতায়াত করে," সুতরাং আত্মাকে সাবয়ব স্বীকার করিলে তাঁহাকে অনিত্য বলিয়া মানিতে হয়। যে পদার্থের অবয়ব আছে, সেই পদার্থ কখনই নিত্য হইতে পারে না; তাহা ঘটাদি জড়-

तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यमः ।
आकाशवत् सर्व्वगतो निरंशः श्रुतिसम्मतः ॥ ८६ ॥
इत्युक्त्वा तद्विशेषेऽपि बहुधा कलहं ययुः ।
अचिद्रूपोऽथ चिद्रूपश्चिदचिद्रूप इत्यपि ॥ ८७ ॥

अतः पारिशेष्यादात्मनो विभुत्वं सिद्धमित्याह तस्मादात्मा महानेव नैवाणुर्नापि मध्यम इति । तत्र प्रमाणमाह आकाशवदिति । आकाशवत् सर्व्वगतश्च नित्य निष्कलं निष्क्रिय-मित्यादागमः प्रमाणमित्यर्थः ॥ ८६ ॥

एवमात्मनो विभुत्वं प्रसाध्य तस्य चिद्रूपत्वं निर्णेतुं तावत् वादिविप्रतिपत्तिं दर्शयति इत्युक्त्वा तद्विशेषेऽपीति ॥ ८७ ॥

পদার্থের ন্যায় অনিত্য অর্থাৎ বিনাশশীল। ভাল! আমি তোমার মতই সমর্থন করিলাম, কিন্তু তাহাতে দোষ কি? ইহাতে দোষ এই যে,—আত্মাকে অবয়ববিশিষ্ট বলিলে, তাঁহার বিনাশও স্বীকার করিতে হইল। পরন্তু ভোগ ব্যতিরেকেও পূর্ব্বকৃত পাপপুণ্যের বিনাশ হইতে পারে; যেহেতু পাপ ও পুণ্য আত্মাতেই বিদ্যমান থাকে, আত্মার বিনাশেই তাহাদিগের বিনাশ হইতে পারে এবং আত্মাকে অনিত্য বলিলে দোষান্তরও আছে। কারণ যদি বল, আত্মার বিনাশ আছে, তাহা হইলে আত্মা যে সকল পাপ ও পুণ্য করে নাই, কোন কারণ বশতঃ তাঁহারও ভোগ হইতে পারে, অতএব আত্মাকে মধ্যপরিমাণ বলা যাইতে পারে না ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে অণুপরিমাণবাদী ও মধ্যপরিমাণবাদিদিগের মতের প্রতি দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণে প্রকৃত বৈদিকমত নিরূপণ করিতেছেন।—আত্মার পরিমাণ সূক্ষ্ম কিম্বা মধ্য নহে, তাহার পরিমাণ মহান্; ইহাই বৈদিক মতের স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইল। পরন্তু তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী, নিরবয়ব ও বিভু অর্থাৎ মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট এবং নিত্য; কদাচ তাঁহার বিনাশ হয় না, তিনি সর্ব্বদা সকল স্থানেই বিদ্যমান আছেন ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মার মহৎপরিমাণত্ব নিশ্চয় করিয়া তাঁহার চিদ্রূপত্ব নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ চিদ্রূপত্ব নির্ণয় বিষয়ে বিবিধমতাবলম্বী

প্রাভাকরতার্কিকাস্তু প্রাহুরস্যাচিদাত্মতাম্।
আকাশবদ্দ্রব্যমাত্মা শব্দবত্তদ্গুণশ্চিতিঃ ॥ ৮৮ ॥
ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চ ধর্মাধর্মৌ সুখাসুখে।
তৎসংস্কারাশ্চ তস্যৈতে গুণাশ্চিতিবদীরিতাঃ ॥ ৮৯ ॥

অচিদ্রূপত্ববাদিনো মতং দর্শয়তি প্রাভাকরা ইতি। তৎপ্রক্রিয়ামনুভাষতে আকাশবদ্দ্রব্যমিতি। আত্মা দ্রব্যং ভবিতুমর্হতি গুণবত্ত্বাদাকাশবদিত্যনুমানং সূচিতম্। আত্মনঃ পৃথিব্যাদিভ্যো ভেদসাধকং বিশেষগুণং দর্শয়তি শব্দবদিতি। আত্মা পৃথিব্যাদিভ্যো ভিদ্যতে জ্ঞানগুণকত্বাৎ যৎ পৃথিব্যাদিভ্যো ন ভিদ্যতে তৎ জ্ঞানগুণকমপি ন ভবতি যথা পৃথিব্যাদি ইত্যনুমানং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৮৮ ॥

তস্যৈব বিশেষগুণান্তরাণ্যাহ ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চেতি। তৎসংস্কারা ভাবনাঃ ॥ ৮৯ ॥

বাদী প্রতিবাদীদিগের নানাপ্রকারে বিবাদ দর্শাইতেছেন।—বিবিধমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মার স্বরূপ ও পরিমাণবিষয়ে স্ব স্ব মতের সমর্থনার্থ নানাপ্রকার যুক্তি ও প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা বিবাদ করিয়া আত্মার চেতনস্বরূপত্ব বিষয়েও নানাপ্রকার কলহ করিয়া থাকেন। বিসংবাদী লোকদিগের মধ্যে কোন কোন মতাবলম্বীরা আত্মাকে চেতনস্বরূপ স্বীকার করে। কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, আত্মা অচেতন পদার্থ; অন্যান্য কতিপয় আত্মবাদিরা আত্মাকে চিদ্রূপ বলিয়া স্বীকার করে ॥ ৮৭ ॥

প্রথমতঃ যাহারা আত্মাকে অচেতন বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাভাকর ও তার্কিকমতাবলম্বী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকে যে, আত্মা অচেতন ও আকাশের ন্যায় গুণবিশিষ্ট দ্রব্যস্বরূপ এবং আকাশের যেমন শব্দগুণ আছে, আত্মারও সেইরূপ চৈতন্য গুণ আছে। অতএব আত্মা পৃথিব্যাদি পদার্থের ন্যায় জড় নহে, তাহা কোনরূপ বিশেষ গুণশালী। আত্মাতে জ্ঞানাদি গুণের বিদ্যমানতা হেতু তাহা পৃথিব্যাদি পদার্থ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। পরন্তু আত্মা যে কেবল চৈতন্যগুণবিশিষ্ট তাহাও নহে, তাঁহাতে আর অনেকগুলি বিষয়ও বিদ্যমান আছে।—যথা ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ ও সংস্কার, এই সমুদায়ই আত্মার গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত আছে ॥ ৮৮-৮৯ ॥

आत्मनो मनसा योगे स्वादृष्टवशतो गुणाः ।
जायन्तेऽथ प्रलीयन्ते सुषुप्तेऽदृष्टसंक्षयात् ॥ ९० ॥
चितिमत्त्वाच्चेतनोऽयमिच्छाद्वेषप्रयत्नवान् ।
स्याद्धर्माधर्मयोः कर्ता भोक्ता दुःखादिमांस्तथा ॥ ९१ ॥
यथात्र कर्मवशतः कादाचित्कं सुखादिकम् ।

एषां गुणानामुत्पत्तिविनाशकारणमाह आत्मनो मनसा योग इति । स्वादृष्टवशत आत्मनो मनसा योगः इत्यन्वयः ॥ ९० ॥

आत्मनोऽचिद्रूपत्वे कथं चेतनाभ्युपगम इत्याशङ्क्य चितिमत्त्वादित्याह चितिमत्त्वाच्चेतनोऽयमिति । आत्मनश्चेतनत्वे हेत्वन्तरमाह इच्छेति । तस्येश्वराद्वैलक्षण्यमाह स्याद्धर्माधर्मयोरिति ॥ ९१ ॥

नन्वात्मनो विभुत्वे लोकान्तरगमनादिकं कथं घटत इत्याशङ्क्याह यथेति कर्म-

---

সময়বিশেষে আত্মার গুণের উৎপত্তি ও বিনাশ হইয়া থাকে। কোন সময়ে পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার গুণ সকল উৎপন্ন হয়, কখন বা সেই সকল গুণ বিলীন হইয়া যায়। অতএব তাহাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ নিরূপণ করিতেছেন,—ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ অদৃষ্টবশতঃ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার গুণ সকল উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুষুপ্তিকালে অদৃষ্টের অভাব হইলে আত্মা হইতে মনঃ বিযুক্ত হয়, তখনই ঐ সকল গুণ বিলীন হইয়া থাকে ॥ ৯০ ॥

আত্মা স্বয়ং অচেতনস্বরূপ হইলেও চৈতন্যগুণের আধারহেতু তাঁহাকে চেতন বলা যায় এবং আত্মাতে ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন প্রভৃতি ক্রিয়ার উপলব্ধি হয়। এইনিমিত্ত তাঁহাতে চেতনগুণের অনুমান হইয়া থাকে। আর আত্মাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কর্ত্তা, তিনিই ধর্ম্মাধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং সেই আত্মাই সাংসারিক সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত আত্মা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন ॥ ৯১ ॥

যেমন আত্মা ইহকালে সদসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত তাঁহার কখনও সুখ এবং কখনও দুঃখ হইয়া থাকে, সেইরূপ পরকালেও সদসৎ

তথা লোকান্তরে দেহে কর্ম্মণেচ্ছাদি জন্যতে ॥ ৯২ ॥
এবঞ্চ সর্ব্বগস্যাপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ ।
কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্র প্রমাণমিতি তেঽবদন্ ॥ ৯৩ ॥
আনন্দময়কোষো যঃ সুষুপ্তৌ পরিশিষ্যতে ।
অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূর্ব্বকোষোঽস্য তে গুণাঃ ॥ ৯৪ ॥

যথাদিচ্ছাদ্যুৎপত্তৌ সত্যামত্রাত্মনোঽবস্থানাদিব্যবহার এব কর্ম্মবশাৎ লোকান্তরে দেহান্তরোৎপত্তৌ তদবচ্ছিন্নাত্মপ্রদেশে সুখাদ্যুৎপত্তিবশাৎ তত্রাত্মনো গমনাদিব্যবহার ইত্যৌপচারিকমাত্মনো গমনাগমনাদিকমিত্যভিপ্রেত্যাহ তথেতি কর্ম্মণেতি সার্দ্ধেন ॥ ৯২ ॥

আত্মনঃ কর্তৃত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বে কিং প্রমাণমিত্যত আহ কর্ম্মকাণ্ডঃ সমগ্রোঽত্রেতি ॥ ৯৩ ॥

ননু অস্মাভি বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় ইত্যত্র আনন্দময়স্যাত্মত্বমুক্তম্ ইদানীমিচ্ছাদিমানন্যঃ প্রতিপদ্যতে অতঃ পূর্ব্বোত্তরবিরোধ ইত্যাশঙ্ক্যাহ আনন্দময়কোষো য ইতি । সুষুপ্তাবস্পষ্টচিৎ য আনন্দময়ঃ কোষঃ পরিশিষ্যতে স পূর্ব্বকোষঃ প্রোক্তেষু পঞ্চকোষেষু প্রথমঃ এষাং প্রাভাকরাদীনাং আত্মা অস্যাত্মনস্তে পূর্ব্বোক্তাজ্ঞানাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

কর্ম্মবশতঃ দেহেতে ইচ্ছা দ্বেষাদি উৎপন্ন হইযা থাকে। অতএব আত্মা বিভু হইলেও তাহার লোকান্তর গমন অসঙ্গত নহে ॥ ৯২ ॥

প্রাভাকর ও তার্কিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আত্মা সর্ব্বগত এই নিমিত্ত তাঁহার লোকান্তরে গমনাগমন অসম্ভব নহে। যিনি সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারেন, তাঁহার পরলোকে গমনাগমনের শক্তি অবশ্যই আছে, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। পরন্তু বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডই এই বিষয়ের প্রমাণ। বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডের ফলবর্ণন দৃষ্টি করিলে বোধ হইবে যে, আত্মা জন্মজন্মান্তরে ক্রিয়াজন্য ফল ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯৩ ॥

সুষুপ্তিকালে সকলেরই অভাব হয়, কেবল অস্পষ্ট চেতনস্বরূপ আনন্দময়-কোষমাত্র অবশিষ্ট থাকে। পঞ্চকোষের মধ্যে সেই আনন্দময় কোষ সর্ব্ব-প্রথম, এই নিমিত্ত প্রাভাকর ও তার্কিকেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন। পূর্ব্বোক্ত চৈতন্য প্রভৃতি সকলই সেই আনন্দময় আত্মার গুণ, অতএব প্রাভাকর ও তার্কিকদিগের মতে আত্মাকে চেতনগুণবিশিষ্ট অচেতনদ্রব্যপদার্থ বলা যায় ॥ ৯৪ ॥

गूढं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य बोधाबोधस्वरूपताम्।
आत्मनो ब्रुवते भाट्टाश्चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेः ॥ ९५ ॥
जड़ो भूत्वा तदाऽस्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा।

तत्रैवात्मनश्चिदचिद्रूपत्वं भाट्टा वर्णयन्तीत्याह गूढं चैतन्यमिति। भाट्टा आत्मनो गूढमस्पष्टं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य ऊहित्वा चिज्जड़ोभयात्मकतां वर्णयन्तीत्यर्थः। चैतन्योत्प्रेक्षायां कारणमाह चिदुत्प्रेक्षोत्थितस्मृतेरिति। उत्थित स्मृतेश्चिदुत्प्रेक्षा भवतीति योजना। सुषुप्तेरुत्थितस्य जायमानात् स्मरणात् सौषुप्तचैतन्योत्प्रेक्षा भवतीत्यर्थः ॥ ९५ ॥

चिदुत्प्रेक्षाप्रकारमेव स्पष्टयति जड़ो भूत्वेति। तदा सुषुप्तिकाले जड़ो भूत्वाऽस्वाप्स-

---

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার অচিদ্রূপত্ব প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে যাহারা আত্মাকে চিদ্রূপ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—ভট্টমতাবলম্বীরা "আত্মাজড়াবৃত চেতনস্বরূপ" এইরূপ অনুমান করিয়া আত্মাকে জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁহারা আত্মাকে জড়াবৃত চেতনস্বরূপ স্বীকারবিষয়ে এই অনুমান প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির কেবল জড়তামাত্রেরই স্মরণ হইয়া থাকে এবং অনুভব ব্যতিরেকে স্মৃতিরও সম্ভব হয় না, অতএব বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে, এক আত্মাতেই জড়তা ও অনুভব উভয়ই বিদ্যমান আছে; সুতরাং আত্মাকে জড়াবৃত চেতনস্বরূপ স্বীকার করা অযুক্তিক নহে। যদি আত্মাকে জড়াবৃতচেতনস্বরূপ স্বীকার না কর, তবে এক আত্মাতে জড়তা ও অনুভব এই উভয়ের বিদ্যমানতা সম্ভব হয় না ॥ ৯৫ ॥

এইক্ষণে সুষুপ্তিকালে আত্মাতে জড়তা ও স্মৃতি উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তদ্বিষয় বর্ণনপূর্ব্বক বিশেষরূপে আত্মার চিৎস্বরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তি এইরূপ স্মরণ করে যে, যখন আমি সুষুপ্তির আক্রমণে অভিভূত হইয়াছিলাম, তখন আমি জড়স্বরূপে বিদ্যমান ছিলাম; কিন্তু যদি সুষুপ্তিকালে এইরূপ জড়তার অনুভব না থাকে, তাহাহইলে জাগ্রদবস্থায় কোনরূপেও ঐরূপ স্মরণ হইতে পারে না। অতএব সুষুপ্তিকাল আত্মাতে জড়তা ও অনুভব এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে; সুতরাং

বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ৫৬ ॥
দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ সুপ্তৌ ততস্ত্বয়ম্ ।
অপ্রকাশপ্রকাশাভ্যামাত্মা খদ্যোতবদ্যুতঃ ॥ ৫৭ ॥
নিরংশস্যোভয়াত্মত্বং ন কথঞ্চিদ্ ঘটিষ্যতে ।
তেন চিদ্রূপ এবাত্মেত্যাহুঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ ॥ ৫৮ ॥

মিত্যেবংরূপা জাড্যস্মৃতিরুত্থিতস্য পুরুষস্য জায়মানা সুষুপ্তিকালীনজাড্যানুভবমন্তরেণানুপপদ্যমানা তদানীন্তনজাড্যানুভবং কল্পয়তীতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥

সুষুপ্তৌ চৈতন্যলোপাভাবে প্রমাণমাহ দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরিতি। ন হি, দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাদিতি শ্রুতৌ সুষুপ্তৌ চৈতন্যলোপাভাবঃ শ্রূয়তে ততঃ কারণাদয়মাত্মা খদ্যোতবৎ স্ফুরণাস্ফুরণাভ্যাং যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অস্মিন্ মতে দূষণাভিধানপুরঃসরং সাংখ্যমতমুত্থাপয়তি নিরংশস্যেতি ॥ ৫৮ ॥

আত্মার জড়াবৃত চেতনস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। পরন্তু আত্মাকে যে জড়াবৃত চেতনস্বরূপ স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও বিশেষরূপে প্রমাণীকৃত হইল ॥৫৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার জড়াবৃতচৈতন্যস্বরূপত্ব নিরূপণ করিয়া এইক্ষণে সুষুপ্তিকালে যে, আত্মার চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—শ্রুতি প্রমাণে জানা যায় যে, সুষুপ্তিকালেও আত্মার চৈতন্যগুণের অভাব হয় না এবং জড়স্বরূপেরও স্মৃতি থাকে। যেমন খদ্যোতিকা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশমাণ ও ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশবিহীন হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিতে আত্মা কখনও সচেতনরূপে স্বপ্রকাশ পান এবং কখন বা জড়বৎ প্রকাশবিহীন হইয়া থাকেন। ইহাতে সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালেও আত্মার চেতনগুণ বিনষ্ট হয় না; তবে সুষুপ্তির আক্রমণে কেবল জড়বৎ বিদ্যমান থাকে ॥ ৫৭ ॥

এইক্ষণে আত্মার অচেতনত্ববাদী ভট্টমতাবলম্বীদিগের মতের প্রতি দোষ প্রদর্শন করিয়া সচেতনবাদী সাংখ্যদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—বিবেকশক্তিসম্পন্ন সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন যে, আত্মা নিরবয়ব পদার্থ; যে বস্তু অবয়ববিহীন তাহাতে জড়স্বরূপত্ব ও সচেতনত্ব কখনই সম্ভ-

जाड्यांशः प्रकृते रूपं विकारि त्रिगुणं च तत् ।
चितो भोगापवर्गार्थं प्रकृतिः सा प्रवर्तते ॥ ९९ ॥
असङ्गायाश्चितेर्बन्धमोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ ।
बन्धमोक्षव्यवस्थार्थं पूर्वेषामिव चिद्भिदा ॥ १०० ॥
महतः परमव्यक्तमिति प्रकृतिरुच्यते ।

जाड्यस्फूर्तेस्तर्हि का गतिरित्याशङ्क्याह जाड्यांश इति। तत् प्रकृतिरूपं सत्त्वरजस्तमोगुणात्मकम्। प्रकृतिकल्पनायां प्रयोजनमाह चित इति। चितः पुरुषस्येति यावत् ॥ ९९ ॥

ननु चितोऽसङ्गत्वेन प्रकृतिपुरुषयोरत्यन्तविविक्तत्वात् प्रकृतिप्रवृत्त्या कथं पुरुषस्य भोगापवर्गावित्याशङ्क्य तयोर्विवेकस्याग्रहणात् पुरुषे भोगापवर्गौ व्यवह्रियेते इत्याह असङ्गाया इति। तार्किकादिभिरिव साङ्ख्यैरात्मभेदोऽङ्गीक्रियते इत्याह बन्धेति ॥ १०० ॥

प्रकृतिसद्भावे पुरुषस्याङ्गत्वे च श्रुतिमुदाहरति महत इति ॥ १०१ ॥

দিতে পারে না; সুতরাং আত্মাকে জড়স্বরূপ বলা যায় না, তিনি কেবল চেতনস্বরূপ হয়েন। নতুবা আত্মার নিরবয়বত্ব সঙ্গত হয় না ॥ ৯৮ ॥

এইরূপে যদিও আত্মার শুদ্ধ চেতনস্বরূপত্ব প্রতিপন্ন হইল, তথাপি তাহাতে জাড্যস্ফূর্তির সত্তা অসম্ভব নহে। কারণ আত্মাতে যে জড়তাংশের অনুভব হয়, তাহা কেবল প্রকৃতির স্বরূপমাত্র; উহা বিকারবিশিষ্ট এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়শালী। চেতনস্বরূপ আত্মা ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত ঐ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেন, ভোগ ও মোক্ষ ভিন্ন আত্মার প্রকৃতির আশ্রয়ের অন্য কোন প্রয়োজন নাই ॥ ৯৯ ॥

যদিও আত্মা চেতনস্বরূপ, সঙ্গরহিত ও আনন্দময় এবং এই নিমিত্ত ঐ আত্মা জড়স্বরূপ প্রকৃতি হইতে অত্যন্ত বিভিন্ন হয়েন। তথাপি প্রকৃতি ও পুরুষ এই উভয়ের ভেদজ্ঞানের অভাবহেতু প্রকৃতিকে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং যেমন তার্কিকাদি বিবিধ মতাবলম্বীরা জীবের বন্ধমোক্ষের ব্যবহারের নিমিত্ত আত্মার প্রভেদ স্বীকার করে, সেইরূপ সাংখ্যমতাবলম্বীরাও ব্যবহারিক আত্মার প্রভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন ॥ ১০০ ॥

আত্মাতে যে জড়স্বরূপা প্রকৃতির বিদ্যমানতা আছে এবং আত্মা যে

সুতানবকৃতয়ো ন তত্‌দ্রষ্টা জীবাত্মনঃ স্মৃতঃ ॥ ১০১ ॥
বিজ্ঞানিধী মহামায়া প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্ ।
ঈশ্বরং ব্রুবতে যোগাঃ স জীবেভ্যঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ১০২ ॥
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ ।
আরণ্যকে সম্ভ্রমেণ হ্যন্তর্যাম্যুপপাদিতঃ ॥ ১০৩ ॥

এবং জীববিষয়াং বাদিবিপ্রতিপত্তিং প্রদর্শ্য ঈশ্বরবিষয়াং তাং প্রদর্শয়িতুমীশ্বরস্বরূপং তাবৎ স্থাপয়তি চিৎসন্নিধাবিতি। ননু প্রকৃতিপুরুষাতিরিক্তেশ্বরকল্পনস্য প্রমাণাভাবমিত্যাশঙ্ক্যাহ স জীবেভ্য ইতি ॥ ১০২ ॥

তামীশ্বরপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিং পঠতি প্রধানেতি। প্রধানং গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপং ক্ষেত্রজ্ঞা জীবাস্তেষাং পতিঃ গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তেষামীশো নিয়ামক ইত্যর্থঃ। ন কেবলমিয়মেব শ্রুতি-রীশ্বরপ্রতিপাদিকা অন্তর্যামিব্রাহ্মণবাক্যমপীত্যাহ আরণ্যক ইতি ॥ ১০৩ ॥

চেতনস্বরূপ, অসঙ্গানন্দময় এই উভয়বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—শ্রুতিতে এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ এবং আত্মার অসঙ্গস্বরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে নিরূপিত হইয়াছে যে, "প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ; এইরূপ শ্রেষ্ঠস্বরূপা প্রকৃতিকে অব্যক্ত বলা যায়" এবং "আত্মা সঙ্গবিহীন চেতনস্বরূপ পুরুষ"। এই রূপ উভয়বিধ প্রমাণই শ্রুতিতে জানা যায় ॥ ১০১ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জীববিষয়ে বিবিধমতাবলম্বী ব্যক্তিদিগের বিবাদ বর্ণন করিয়া এইক্ষণে ঈশ্বরবিষয়েও ঐরূপ বিবাদপ্রদর্শনাভিলাষে প্রথমতঃ ঈশ্বরের স্বরূপ সংস্থাপন করিতেছেন।—যাহারা যোগাচারী তাহাদিগের মতে যিনি চৈতন্যের সন্নিধানে চেতনবৎ প্রবৃত্তাপ্রকৃতির নিয়ামক, তিনিই ঈশ্বর, এই ঈশ্বর সর্ব্বপ্রকার জীব হইতে শ্রেষ্ঠ ॥ ১০২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন; এক্ষণে তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দর্শাইতেছেন।—"যিনি ঈশ্বর, তিনি প্রধান অর্থাৎ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাস্বরূপ, সর্ব্বপ্রকার জীবের অধিপতি এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ামক।" এইরূপে শ্রুতিতে ঈশ্বরের খ্যাতি কীর্ত্তিত আছে এবং বৃহদারণ্য শ্রুতিতেও সেই ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে ॥ ১০৩ ॥

अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ।
वाक्यान्यपि यथाप्रज्ञं दार्ढ्यायोदाहरन्ति हि ॥ १०४ ॥
क्लेशकर्म्मविपाकैस्तदाशयैरप्यसंयुतः ।
पुंविशेषो भवेदीशो जीववत् सोऽप्यसङ्गचित् ॥ १०५ ॥
तथापि पुंविशेषत्वात् घटतेऽस्य नियन्तृता ।
अव्यवस्थौ बन्धमोक्षावापतेतामिहान्यथा ॥ १०६ ॥

तानेव वादिप्रतिपत्तिं प्रतिजानीते अत्रापीति । प्रज्ञानमनतिक्रम्य यथाप्रज्ञम् ॥ १०४ ॥

इदानीं पतञ्जलिनोक्तमीश्वरप्रतिपादकं क्लेशकर्म्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर इत्येतत् सूत्रमर्थतः पठति क्लेशेति ।०। क्लेशा अविद्यादयः अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च कर्म्माणि कर्माशुक्लकृष्णं योगिनस्त्रिविधमितरेषामिति सूत्रितानि सति मूले तद्विपाकाजात्यायुर्भोगा इत्युक्ताः कर्म्मविपाकाः फलविशेषाः तदाशयास्तेषां संस्काराः तैः क्लेशादिभिरसंस्पृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरो भवति सोऽपि जीववदसङ्गचिद्रूपश्चेत्यर्थः ॥ १०५ ॥

तर्ह्यसङ्गचिद्रूपत्वे कथं नियन्तृत्वमित्यत आह तथापीति । ईश्वरस्य नियन्तृत्वानभ्युपगमे दोषमाह अव्यवस्थाविति ॥ १०६ ॥

উক্ত ঈশ্বরের স্বরূপবিষয়ে বিবিধমতাবলীরা স্বীয় স্বীয় মতের অনুকূল যুক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক নানাপ্রকার কলহ এবং আপন আপন মতের প্রামাণ্য-সংস্থাপনার্থ নিজ নিজ বুদ্ধির শক্তি অনুসারে স্বস্ব মতের উপযোগী যে শ্রুতি-সকল উদাহরণস্বরূপে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এই সকল বিবাদ ও শ্রুতি-প্রমাণের উদাহরণ প্রয়োগ পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে ॥ ১০৪ ॥

এইক্ষণে যোগচারীদিগের মতপ্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে ঈশ্বরস্বরূপ প্রতিপাদক পাতাঞ্জলসূত্রের তাৎপর্য্যার্থ বর্ণন করিতেছেন।—যিনি সুখ বা দুঃখ, ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম, সৎ বা দুষ্ক্রিয়াবিষয়ে অনাসক্ত এবং যিনি সুখদুঃখাদির সংস্কারেও নির্লিপ্ত, সেই সর্ব্বসঙ্গবিহীন কোন অনির্ব্বচনীয় পুরুষই ঈশ্বর শব্দের বাচ্য হয়েন। তিনিও জীবের ন্যায় অসঙ্গানন্দচেতনস্বরূপ, ইহাই পতঞ্জলিপ্রণীত সূত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

যদিও ঈশ্বর সর্ব্ববিষয়ে সঙ্গবিহীন, আনন্দময় ও চৈতন্যস্বরূপ, তথাপিও তিনি অনির্ব্বচনীয় অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষ, এইনিমিত্ত তাঁহাকে সর্ব্ব-

भीषास्मादित्येवमादावसङ्गस्य परात्मनः ।
श्रुतं तद्युक्तमप्यस्य क्लेशकर्माद्यसङ्गमात् ॥ १०७ ॥
जीवानामप्यसङ्गत्वात् क्लेशादि न ह्यथापि च ।
विवेकाग्रहतः क्लेशकर्म्मादि प्रागुदीरितम् ॥ १०८ ॥

असङ्गस्येश्वरस्य नियन्तृत्वं निःप्रमाणकमित्याशङ्क्याह भीषेति । तन्नियन्तृत्वं श्रुतम् । ननु वाय्वाद्याः प्रवर्त्तन्ते इति यत् श्रुतमप्ययुक्तं कथमङ्गीक्रियते इत्यत आह युक्तमपीति । जीवधर्म्मस्य क्लेशादेरभावादुपपन्नमित्यर्थः ॥ १०७ ॥

ननु जीवा अपि असङ्गचिद्रूपाः क्लेशादिरहिता एव तथा चेश्वरे को विशेष इत्याशङ्क्य जीवानां स्वतः क्लेशादिरहितत्वेऽपि बुद्ध्या सह विवेकाग्रहात् क्लेशादिरस्तीति पूर्व्वोक्तं स्मारयति जीवानामिति ॥ १०८ ॥

নিয়ন্তা বলা যায়; কারণ এই অনন্ত জগৎ তাঁহারই নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতেছে। যদি সেই প্রভুকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহাহইলে বন্ধমোক্ষাদির ব্যবস্থাব নিয়ম থাকে না। সেই অলৌকিক শক্তিশালী জগদীশ্বর ভিন্ন কোন্ পুরুষের এমন শক্তি আছে যে, বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে পারে? তিনি নিয়মকর্ত্তা না হইলে কে বা জীবকে সংসারে বদ্ধ রাখে এবং কে বা জীবগণের সংসারের মায়াপাশ ছেদনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেয় ॥ ১০৬ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, সেই সর্ব্বনিঃসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়মে বশীভূত হইয়া বায়ুপ্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উত্থিত হইয়া জগৎকে প্রকাশ করিতেছেন এবং ঈশ্বর ভিন্ন এই সংসারে জীববৃন্দের স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সুখদুঃখের বিধাতাও অন্য কেহই নাই। যদি তাঁহাকে সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার না কর, তাহাহইলে সুখদুঃখের ব্যবস্থাও থাকে না, অতএব ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব যুক্তিযুক্ত হইল ॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, জীবগণও অসঙ্গ, আনন্দময় ও চিৎস্বরূপ। অতএব এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, জীব ও ঈশ্বরের ইতরবিশেষ কি আছে? এইবিষয়ে বক্তব্য এই যে, জীবসকল অসঙ্গানন্দ চৈতন্যস্বরূপ; এইনিমিত্ত জীব সুখদুঃখাদিবিহীন হইলেও লৌকিক ব্যবহারে বুদ্ধির সহিত

নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাগুণানীশস্য মন্বতে।
অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তার্কিকাঃ ॥ ১০৯ ॥
পুংবিশেষত্বমপ্যস্য গুণৈরেব ন চান্যথা।
সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদিশ্রুতিগর্জনা ॥ ১১০ ॥
নিত্যজ্ঞানাদিমত্ত্বেঽস্য সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ।

তার্কিকাস্ত্বসঙ্গস্য নিয়ামকত্বমসম্ভবমানা জীববিলক্ষণত্বাৎ জ্ঞানাদিগুণত্রয়ং নিত্যমঙ্গীকুর্ব্বন ইত্যাহ নিত্যজ্ঞানেতি ॥ ১০৯ ॥

নন্বিচ্ছাদিগুণকস্য তস্য কথং জীবাদ্বৈলক্ষণ্যমিত্যাশঙ্ক্য গুণানাং নিত্যত্বাদেবেতি পরিহরতি পুংবিশেষত্বমিতি। গুণানাং নিত্যত্বে প্রমাণমাহ শ্রুতেতি ॥ ২১০ ॥

তত্রাপি দোষসদ্ভাবাৎ পক্ষান্তরমাহ নিত্যেতি। তস্য হিরণ্যগর্ভস্য কিং রূপমিত্যত

জীবের অভেদজ্ঞানপ্রযুক্ত সুখদুঃখাদি পরিকল্পিত হইয়াছে। এইরূপ জীবের সহিত ঈশ্বরের এই বিশেষ প্রতিপন্ন হইল যে, জীবের ক্লেশাদি ভোগ হয়, ঈশ্বরের সুখদুঃখাদি নাই ॥ ১০৮ ॥

তার্কিকমতাবলম্বীরা নিঃসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আনন্দময় ঈশ্বরের সর্ব্বনিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করে না। তাহারা ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিত্য ইচ্ছা ইত্যাদি গুণ স্বীকার করে। তার্কিকগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, শ্রুতি-প্রমাণে ঈশ্বরকে সত্যসঙ্কল্প ও সত্যকাম বলিয়া জানা যায়; অতএব তিনি জীব হইতে পৃথক্। কারণ জীবের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন কিছুই নিত্য নহে, সুতরাং জীবকে সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া স্বীকার করা যায় না। পরন্তু তাহারা ঈশ্বরের নিত্যজ্ঞানাদি গুণসত্তাহেতু তাঁহাকে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষবিশেষ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। যেহেতু তিনিই সত্যকাম ও সত্য-সঙ্কল্প; অতএব তাঁহার জ্ঞানাদি গুণসকলও নিত্য, ইহা শ্রুতিতে উক্ত আছে ॥ ১০৯-১১০ ॥

এইরূপ উক্ত তার্কিকমতের প্রতি দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক মতান্তর বর্ণন করিতেছেন।—যদি ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণসকল নিত্য বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে সর্ব্বদাই সৃষ্টিক্রিয়া হইতে থাকুক, কিন্তু তাহা সর্ব্বদা হইতেছে

हिरण्यगर्भ ईशोऽसौ लिङ्गदेहेन संयुतः ॥ १११ ॥
उद्गीथब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तृतम् ।
लिङ्गसत्त्वेऽपि जीवत्वं नास्य कर्म्माद्यभावतः ॥ ११२ ॥
स्थूलदेहं विना लिङ्गदेहो न क्वापि दृश्यते ।
वैराजो देह ईशोऽतः सर्व्वतो मस्तकादिमान् ॥ ११३ ॥
सहस्रशीर्षेत्येवं हि विश्वतश्चक्षुरित्यपि ।
श्रुतमित्याहुरनिशं विश्वरूपस्य चिन्तकाः ॥ ११४ ॥

आह लिङ्गदेहेनेति। मायोपाधिकः परमात्मा लिङ्गशरीरसमष्ट्यभिमानेन हिरण्यगर्भ इत्युच्यते इत्यर्थः ॥ १११ ॥

हिरण्यगर्भस्येश्वरत्वे किं प्रमाणमित्यत आह उद्गीथेति। ननु लिङ्गशरीरयोगी जीवः स्यादित्याशङ्क्याविद्याकामकर्माभावान्न जीव इत्याह लिङ्गसत्त्वेऽपीति ॥ ११२ ॥

केवललिङ्गशरीरस्य स्थूलशरीरं विहायानुपलभ्यमानत्वात् स्थूलशरीरसमष्ट्यभिमानी विराडीश्वर इत्याह स्थूलदेहं विनेति ॥ ११३ ॥

तत्सद्भावे प्रमाणमाह सहस्रशीर्षेति। श्रुतं वाक्यमिति शेषः विश्वरूपस्य चिन्तकाः विराडुपासकाः ॥ ११४ ॥

না। সুতরাং ঈশ্বরের জ্ঞানাদি গুণকে নিত্য বলিতে পারনা। তবে লিঙ্গ শরীরের সমষ্টি রূপ হিরণ্য গর্ভকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার কর ॥ ১১১॥

এইক্ষণে হিরণ্য গর্ভকে ঈশ্বর স্বীকার বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন। উদ্গীথ ব্রাহ্মণে হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য সবিস্তর বর্ণিত আছে, ঐ সকল মাহাত্ম্য বর্ণন বিবেচনা করিয়া দেখিলে হিরণ্যগর্ভকেই ঈশ্বর বলিয়া বোধ হইবে। তাঁহার লিঙ্গ শরীর সত্ত্বেও তাঁহাতে কর্ম্মাদির অভাব বিদ্যমান আছে, অতএব তিনি জীব নহেন ॥ ১১২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে যে হিরণ্যগর্ভকে ঈশ্বররূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—স্থূল শরীর ব্যতিরেকে লিঙ্গ শরীরের উপলব্ধি হয় না। অতএব যাঁহারা বিশ্বরূপের উপাসক, তাঁহারা স্থূলশরীরের সমষ্টির অভিমানী মস্তকাদিবিশিষ্ট বিরাট্ পুরুষকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহারা

सर्व्वतः पाणिपादत्वे क्रिम्यादेरपि चेशता ।
ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरः पुमान् ॥ ११५ ॥
पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहुः प्रजापतिः ।
प्रजा असृजतेत्यादिश्रुतीश्चोदाहरन्त्यमी ॥ ११६ ॥
विष्णोर्नाभेः समुद्भूतो वेधाः कमलजस्ततः ।

अत्रापि दोषदृष्ट्या देवतान्तरमाश्रयन्त इत्याह सर्व्वत इति ॥ ११५ ॥

एवं कैश्चिदुक्ते इत्यत आह पुत्रार्थमिति । प्रजापतिः प्रजा। असृजतेत्यादिवाक्यं तत्र प्रमाणमित्याहुरित्याह प्रजापतिरिति ॥ ११६ ॥

भागवतमतमाह विष्णोरिति । भागवता भगवदुपासका इत्यर्थः ॥ ११७ ॥

এইবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখান যে, সেই বিরাটপুরুষ সহস্রপাদ, সহস্রহস্ত, সহস্রমস্তক এবং সহস্রচক্ষুঃবিশিষ্ট। এইরূপে বিশ্বরূপচিন্তক আচার্য্যগণ বিরাটপুরুষের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১৩-১১৪ ॥

এইক্ষণে বিরাটপুরুষের ঈশ্বরত্বের প্রতি দোষারোপপুরঃসর অন্য উপাসকের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—যদি অনেক হস্তপাদাদিবিশিষ্ট হইলেই তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহাহইলে শতপাদবিশিষ্ট যে সকল কীট আছে, তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। অতএব কেবল সহস্রপাদবিশিষ্ট বিরাটপুরুষকে ঈশ্বর বলা যায় না, পরন্তু চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকে ঈশ্বররূপে স্বীকার করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন পুরুষ ঈশ্বর হইতে পারেন না। যেহেতু প্রজাসৃষ্টিবিষয়ে অন্য কাহারও শক্তি নাই, কেবল ব্রহ্মাই প্রজাসৃষ্টি করিতে পারেন, অতএব কোন কোন উপাসক সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মাই ঈশ্বররূপে স্বীকৃত হন ॥ ১১৫ ॥

যাহারা পুত্রকামনা করিয়া ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে এবং তাহারা এই শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শন করে যে, "ব্রহ্মাই প্রজাসকল সৃষ্টি করেন।" অতএব ঐ সকল উপাসকদিগের মতে ব্রহ্মাই ঈশ্বররূপে প্রতিপন্ন হইতেছেন ॥ ১১৬ ॥

এইক্ষণে যাহারা বিষ্ণুভক্ত, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—বিষ্ণুভক্ত উপাসকগণ বলিয়া থাকে যে, চতুর্ম্মুখব্রহ্মা ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি-

বিষ্ণুরেবেশ্বরস্তস্মাদিতি প্রাহুর্মনীষিণো জনাঃ ॥ ১১৭ ॥
শিবস্য পাদাবন্বিষ্টুং যান্তিমতয়ামলঃ শিবঃ।
ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥ ১১৮ ॥
পুরত্রয়ং সাধয়িতুং বিঘ্নেশং সোঽপ্যপূজয়ৎ।
বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥ ১১৯ ॥

শৈবানাং মতমাহ শিবস্যেতি। শৈবাঃ শিবোপাসকাঃ ॥ ১১৮ ॥
গাণপত্যমতমাহ পুরত্রয়মিতি। বিঘ্নেশং গণপতিম্ ॥ ১১৯ ॥

পদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। যেহেতু বিষ্ণু ব্রহ্মারও জনক; এইনিমিত্ত বিষ্ণু ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছেন; সুতরাং অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলা যায় না ॥১১৭॥

এইক্ষণে বিষ্ণুভক্ত উপাসকদিগের মতের প্রতি দোষপ্রদর্শনপূর্ব্বক শিব-ভক্ত উপাসকদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—অন্যান্য প্রমাণদৃষ্টে জানা-যায় যে, বিষ্ণু শিবের পাদতল অন্বেষণ করিতে গিয়া সেই অনন্তমূর্ত্তি শিবের পাদান্ত নিশ্চয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিষ্ণু ঈশ্বর হইলে কখনও শিবের পাদতল অন্বে-ষণ করিতে যাইতেন না। অতএব শিবকেই ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায়। আগমশাস্ত্রাভিজ্ঞ শৈবদিগের মতে যখন শিব বিষ্ণুর আরাধ্য, তখন শিবই ঈশ্বর, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১১৮ ॥

এইক্ষণে যাহারা গণেশকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের মত নিরূপণ করিতেছেন।—গণপতীশ্বরবাদি উপাসকগণ বলিয়া থাকেন যে, শিবও পুরত্রয় সাধন মানসে বিঘ্নেশ্বর গণপতির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন; অতএব শিবকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। তিনি ঈশ্বর হইলে কদাচ বিঘ্নবিনাশন গণেশের অর্চ্চনা করিতে বাধ্য হইতেন না; সুতরাং সেই সর্ব্ববিঘ্নাধিপতি গণেশ্বরকেই ঈশ্বররূপে স্বীকার করা যায়, অন্য কোন দেবই ঈশ্বর শব্দবাচ্য নহেন ॥ ১১৯ ॥

एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथान्यथा ।
मन्त्रार्थवादकल्पादीनाश्रित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥
अन्तर्यामिणमारभ्य स्थावरान्तेशवादिनः ।
सन्त्यश्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवतदर्शनात् ॥ १२१ ॥
तत्त्वनिश्चयकामेन न्यायागमविचारिणाम् ।
एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते ॥ १२२ ॥

उक्तन्यायमन्यत्राप्यतिदिशति एवमिति । अन्ये भैरवमैरालाद्युपासकाः । अन्यथान्यथा-वर्णने कारणमाह स्वस्वेति । तत्र तत्र प्रमाणानि सन्तीति दर्शयति मन्त्रेति ॥ १२० ॥

एवं कति मतानीत्याशङ्क्यासंख्यानीत्याह अन्तर्यामिणमिति । स्थावरेशवादी न क्वापि दृष्टचर इत्याशङ्क्याह अश्वत्थार्केति ॥ १२१ ॥

नन्वेवं मतभेदे कस्योपादेयत्वं कस्य वा हेयत्वमित्याशङ्कायामाह तत्त्वनिश्चयेति । तत्त्व-निश्चयकामेन तत्त्वनिश्चयेच्छया न्यायागमयोर्व्विचारशीलानां पुरुषाणां प्रतिपत्तिरेकैव स्यात् । सा कीदृशी इत्यत आह साप्यत्रेति ॥ १२२ ॥

উক্তপ্রকারে অন্যান্য মতাবলম্বী উপাসকগণ আপন আপন অভিমান-বশতঃ স্বীয় স্বীয় মতের প্রতি পক্ষপাত করিয়া নানাপ্রকার মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বস্ব অভিমত দেবগণকে ঈশ্বররূপে প্রতিপাদন করেন এবং সকলেই স্বস্ব মতের পোষণার্থ অপরের মতের প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন ॥ ১২০ ॥

অনেকে অন্তর্যামী, অব্যক্তপুরুষ হইতে স্থাবরপদার্থপর্য্যন্তকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, যেহেতু অনেককে অশ্বত্থ, আকন্দ এবং বংশপ্রভৃতি বৃক্ষকেও ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চনা করিতে দেখা যায়। এই জগতে নানা সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা আপন আপন ইচ্ছা কিম্বা প্রাচীন সংস্কারের বশীভূত হইয়া ঈশ্বরকে নানারূপে কল্পনা করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে ॥১২১॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ঈশ্বরবিষয়ে অনেকানেক মত প্রচলিত আছে, এইক্ষণ ঐ সকল মতের মধ্যে কোন্‌টী আদরণীয় এবং কোন্ মতই বা অগ্রাহ্য তদ্বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন।—যাহারা ন্যায় ও আগমবিচারদ্বারা সৎ-যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ঈশ্বরতত্ত্বনির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা একমাত্র

मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरम् ।
अस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्व्वमिदं जगत् ॥ १२३ ॥
इतिश्रुत्यनुसारेण न्यायो निर्णय ईश्वरे ।
तथा सत्यविरोधः स्यात् स्थावरान्तेशवादिनाम् ॥ १२४ ॥

तामेव प्रतिपत्तिं दर्शयितुं तदनुकूलां श्रुतिं पठति मायान्त्विति। मायामेव प्रकृतिं जगदुपादानकारणं विद्यात् जानीयात् मायिनन्तु मायोपाधिम् अन्तर्यामिणम् एव महेश्वरं मायाधिष्ठातारं निमित्तकारणं जानीयात्। तस्य मायिनो महेश्वरस्यावयवभूतैरंशरूपैः चराचरात्मकैर्जीवैः कृत्स्नमिदं जगद् व्याप्तमित्यस्याः श्रुतेरर्थः ॥ १२३ ॥

एतत्श्रुत्यनुसारेण ईश्वरविषयनिर्णयो युक्त इत्याह इतीति। कुतो युक्त इत्याशङ्क्य सर्व्वताविरुद्धत्वादित्याह तथेति। सर्व्वस्यापीश्वरत्वाभ्युपगमान्न केनापि विरोध इति भावः ॥ १२४ ॥

সদ্বস্তকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধান করেন, তাঁহাদিগের একই মত এবং তাঁহারা ঈশ্বরবিষয়ে বিবিধ কল্পনা করেন না। এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ সুস্পষ্টরূপে পশ্চাৎ বিবৃত হইবে ॥ ১২২ ॥

"মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ জগদুৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিবে। যিনি সেই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট অন্তর্যামী পুরুষ, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিবে, তিনিই মায়ার অধিষ্ঠাতা এবং জগতের নিমিত্ত কারণ। সেই মায়াবিশিষ্ট মহেশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন সচরাচর জীবসমূহে এই জগৎ ব্যাপ্ত আছে।" এই সকল শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জানা যায় যে, ঈশ্বর মায়াময়, তিনি মায়াবলে নানারূপ ধারণ করিতে পারেন; সুতরাং যাঁহারা অন্তর্য্যামী হইতে স্থাবরান্ত যাবতীয় পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের সহিত আর কোন বিরোধ রহিল না। এইরূপ সর্ব্বমতেই ঈশ্বর এক হইলেন। যাহারা অশ্বত্থাদি বৃক্ষকে ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করে, তাহাদিগের মতও নির্দ্দিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল; সেই সকল অশ্বত্থাদি বৃক্ষও ঈশ্বরের অবয়ব হইতে উৎপন্ন; সুতরাং তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে অর্চ্চনা করিলে কোন দোষ হইতে পারে না ॥ ১২৩-১২৪ ॥

মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।
অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১২৫ ॥
জড়ং মোহাত্মকং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।
আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সাব্রবীৎ ॥ ১২৬ ॥
অচিদাত্মঘটাদীনাং যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।
যত্র কুণ্ঠীভবেৎ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ ॥ ১২৭ ॥

নতু জগৎপ্রকৃতিভূতায়াঃ মায়ায়াঃ কিং রূপম্ ইত্যত আহ মায়া চেয়মিতি। কুত ইত্যত আহ তাপনীয়ে ইতি। মায়া চ তমোরূপত্বস্যাভিধানাৎ ইত্যর্থঃ। মায়াযাস্তমো-রূপত্বে কিং প্রমাণমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্ অনুভূতীরিতি শ্রুতিরেবানুভবঃ প্রমাণমিতি প্রতিজানীত ইত্যাহ অনুভূতিমিতি ॥ ১২৫ ॥

তত্র মায়ায়াস্তমোরূপত্বে কোঽসাবনুভব ইত্যাকাঙ্ক্ষায়া তদেতজ্জড' মোহাত্মকমিতি শ্রুতি রেবানুভবং স্পষ্টয়তি ইত্যাহ জড়মিতি। অনন্তমিতি শ্রুত্যা সর্বানুভবসিদ্ধত্বমুচ্যত ইত্যাহ আবালেতি ॥ ১২৬ ॥

জড়শব্দস্যার্থমাহ অচিদাত্মেতি। মোহশব্দার্থমাহ যত্রেতি ॥ ১২৭ ॥

ঈশ্বরের মায়িকত্ব নিরূপণ করিয়া সেই ঈশ্বরের মায়াশক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—তাপনীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, সেই মায়া তমোময়, অর্থাৎ অজ্ঞানস্বরূপ। এই মায়াকে সর্ব্বপ্রাণী অনুভব করিতে পারে। সেই অনুভবই মায়ার প্রতি প্রমাণ, অনুভব ভিন্ন অন্য কোনপ্রকারে মায়ার প্রামাণ্য হইতে পারে না, 'এই বিষয় শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত আছে ॥১২৫॥

শ্রুতিপ্রমাণের তাৎপর্য্যার্থ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মায়ার তমোরূপত্ব সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছেন।—শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হই তেছে যে, মায়া জড়স্বরূপ ও মোহরূপ এবং সেই মায়া এই অনন্তজগৎকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাও সেই শ্রুতিপ্রমাণে উক্ত আছে। যেহেতু বালক, বৃদ্ধ ও বনিতাপ্রভৃতি সকলেরই মায়া স্পষ্টরূপে অনুভূব হইতেছে ॥ ১২৬ ॥

কাহাকে জড়পদার্থ এবং কাহাকেই বা মোহ বলা যায়, এইক্ষণে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—অচেতন ঘটাদিপদার্থের যে স্বভাব তাহাকেই

इत्थं लौकिकदृष्ट्यैतत् सर्व्वैरप्यनुमन्यते ।
युक्तिदृष्ट्या त्वनिर्वाच्यं नासदासीदिति श्रुतिः ॥ १२८ ॥
नासदासीद् विभातत्वान्नो सदासीच्च बाधनात् ।
विद्यादृष्ट्या श्रुतं तुच्छं तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ १२९ ॥

उक्तप्रकारेण सर्वानुभवसिद्धत्वलक्षणमानत्वं सिद्धमित्याह इत्थमिति। एतच्चात्र-नीव्यवहरणं तन्नीरूपत्वम्। नन्वेवं मायायाः सर्वानुभवसिद्धत्वे घटादिवत् प्रामाणिकत्वं स्यादित्याशङ्क्याह युक्तीति। तुशब्दः शङ्काव्यावृत्त्यर्थः। अनिर्वाच्यं सत्त्वेनासत्त्वेन सदसत्त्वेन वा निर्व्वक्तुमशक्यम्। तत्र किं प्रमाणमित्यत आह नासदिति ॥ १२८ ॥

अस्याः श्रुतेरभिप्रायमाह नासदिति। बाधनान्नेह नानास्ति किञ्चनेति श्रुत्या निषेधनादित्यर्थः। सदसद्रूपत्वं विरुद्धत्वादयुक्तम् इति श्रुत्योपेक्षितम्। एवं युक्तिदृष्ट्यानिर्वचनीयत्वं प्रदर्श्य तुच्छमिदं रूपमस्येति श्रुतिर्व्विद्वदनुभवेन तस्याः तुच्छत्वं दर्शयतीत्याह विद्येति। तुच्छत्वे हेतुमाह तस्येति ॥ १२९ ॥

জড় বলিয়া থাকে এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাকে মোহ বলা যায়। লৌকিক ব্যবহারে কেবল এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১২৭ ॥

যদিও পূর্ব্বোক্তপ্রকার লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে সর্ব্বানুভবসিদ্ধ মায়া যে বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল; কিন্তু জ্ঞানদ্বারা যে সেই মায়ার বিনাশ হয়, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু কেবল যুক্তিদ্বারা সেই মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করা যাইতে পারে না এবং শ্রুতিতেও সেই মায়ার স্বরূপ অনিশ্চিত বলিয়া কথিত আছে; সুতরাং সেই মায়াকে জ্ঞাননাশ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইল ॥ ১২৮ ॥

মায়া সর্ব্বজনের অনুভবসিদ্ধ, অতএব তাহাকে অসৎ বলা যায় না। যে বস্তু অসৎ তাহা কেহ কখনও অনুভব করিতে পারে না; সুতরাং তাহাকে অসৎ বলা যুক্তিসঙ্গত হয় না; এবং জ্ঞানের উদয় হইলেই সেই মায়ার বিনাশ হয়; অতএব মায়াকে সৎও বলিতে পারা যায় না; যে বস্তু সৎ তাহার বিনাশ কখন সম্ভব হয় না। অতএব মায়াকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলিতে পারা না। তবে এইমাত্র বলা যায় যে, ঐ মায়াকে জ্ঞান

तुच्छानिर्व्वचनीया च वास्तवी चेत्यसौ त्रिधा ।
ज्ञेया माया त्रिभिर्बोधैः श्रौतयौक्तिकलौकिकैः ॥ १३० ॥
अस्य सत्त्वमसत्त्वञ्च जगतो दर्शयत्यसौ ।
प्रसारणाच्च सङ्कोचात् यथा चित्रपटस्तथा ॥ १३१ ॥
अस्वतन्त्रा हि माया स्यादप्रतीतेर्व्विना चितिम् ।

उपपादितमर्थमुपसंहरति तुच्छेति । श्रौतबोधेन तुच्छा कालत्रयेऽप्यसती यौक्तिकबोधेनानिर्वचनीया लौकिकबोधेन वास्तवी च इत्येवं त्रिधा माया ज्ञेयेत्यर्थः ॥ १३० ॥

अस्य सत्त्वमसत्त्वञ्च दर्शयतीति श्रुतेरर्थमस्याः कृत्यमाह अस्येति । एकस्या एव मायाया जगत्सत्त्वासत्त्वप्रदर्शकत्वे दृष्टान्तमाह प्रसारणादिति ॥ १३१

स्वतन्त्रास्वतन्त्रत्वेनेति श्रुत्या मायायाः स्वातन्त्र्यास्वातन्त्र्ये दर्शिते तदुभयोपपत्तिमाह

দৃষ্টিতে নিত্য এবং তাহার নিবৃত্তি হয় এই নিমিত্ত তুচ্ছ বলা যায় ॥ ১২৯ ॥

এইরূপ সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে তিনপ্রকারে বিভক্ত বলা যায়। তুচ্ছ, অনির্ব্বচনীয় ও বাস্তবিক—ইহার বিশেষ এই—জ্ঞান দৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্ব্বচনীয় এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মায়াকে অতিতুচ্ছ পদার্থ বলিয়া বোধ হইবে। শাস্ত্রীয়শক্তির অনুধাবন করিয়া মায়ার তত্ত্বানুসন্ধান করিলে, ঐ মায়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইবে এবং লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে ঐ মায়া যে কোন একটি বাস্তবিক পদার্থ, তাহাই অনুমিত হইবে ॥ ১৩০ ॥

মায়াই জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দৃষ্টির প্রতি কারণ; মায়ার মাহাত্ম্যবলেই জগতের কোন বস্তুকে সৎ ও কোন বস্তুকে অসৎ বলিয়া বোধহয়। যেমন চিত্রপটের সঙ্কোচ ও বিস্তারদ্বারা তত্রস্থ চিত্রপুত্তলিকাকে কদাচিৎ সৎ এবং কখন বা অসৎ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, সেইরূপ জগতের সত্ত্বাসত্ত্ব বোধ কেবল মায়ারই কার্য্য ॥ ১৩১ ॥

শ্রুতিতে বর্ণিত আছে যে, মায়া দ্বিবিধ। স্বাধীন ও পরাধীন; কিন্তু এক পদার্থ উভয়প্রকার হইতে পারে না। এইরূপ এইবিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রদ-

स्वतन्त्रापि तथैव स्यादसङ्गस्यान्यथाकृतेः ॥ १३२ ॥
कूटस्थासङ्गमात्मानं जड़त्वेन करोति सा।
चिदाभासस्वरूपेण जीवेशावपि निर्म्ममे ॥ १३३ ॥
कूटस्थमनपाकृत्य करोति जगदादिकम्।
दुर्घटैकविधायिन्यां मायायां का चमत्कृतिः ॥ १३४ ॥

अस्वतन्त्रेति। स्वभासकं चैतन्यं विहाय न प्रकाशत इत्यस्वतन्त्रा असङ्गस्यात्मनोऽन्यथाकरणात् स्वतन्त्रापीत्यर्थः॥ १३२॥ ·

अन्यथाकरणमेव स्पष्टयति कूटस्थासङ्गमिति। जीवेशावाभासेन करोतीति सुत्युक्तं जीवेश्वरविभागञ्च करोतीत्याह चिदाभासेति॥ १३३॥

नन्वात्मनोऽन्यथाकरणे कूटस्थत्वहानिः स्यादित्याशङ्क्याह कूटस्थमिति। ननु कूटस्थत्वाविद्या तेन जगदादिस्वरूपत्वापादनं दुर्घटमित्याशङ्क्य मायाया दुर्घटैकविधायित्वान्निदमाश्चर्य्यकारणमित्याह दुर्घटेकेति। अन्यथा मायात्वमेव भज्येतेति भावः॥ १३४॥

र्शन করিয়া এক পদার্থের উভয় প্রকারত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়ার স্বতন্ত্র উপলব্ধি হয় না, এইনিমিত্ত মায়াকে পরাধীন বলা যায় এবং ঐ মায়াই অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যথাভূত করে, এইহেতু মায়াকে স্বাধীনও বলিয়া থাকে। একই মায়া চৈতন্যের আশ্রিতত্ব ও কর্তৃত্ব হেতু পরাধীন ও স্বাধীনরূপে প্রতিপন্ন হইল॥ ১৩২॥

কিরূপে মায়া অসঙ্গচৈতন্যকে অন্যথাভূত করিয়া থাকে, তাহা সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইতেছে।—মায়ার এমন একটি অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যে, সেই শক্তিদ্বারা কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্য আত্মাকে জড়বৎ প্রতিপাদন করিতে পারে এবং চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরেরস্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাদিগের প্রভেদ প্রতিপাদন করে। মায়ার শক্তিপ্রভাবেই জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ১৩৩॥

পূর্ব্বোক্ত মায়াশক্তির এই একটি আশ্চর্য্য গুণ যে, মায়া আত্মার অন্যথাভাব প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তাহার স্বরূপের কোন হানি না করিয়াই সেই আত্মাতে জগৎ ভাসমান করে। এইরূপ অঘটনঘটনপটীয়সী

द्रवत्वमुदके वह्नावौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि ।
मायाया दुर्घटत्वञ्च स्वतः सिध्यति नान्यथा ॥ १२५ ॥
न वेत्ति मायिनं लोको यावत् तावच्चमत्कृतिम् ।
धत्ते मनसि पश्चात्तु मायैवेत्युपशाम्यति ॥ १२६ ॥
प्रसरन्ति हि चोद्यानि जगद्वस्तुत्ववादिषु ।

मायाया दुर्घटकार्य्यकारित्वस्वभावत्वे दृष्टान्तमाह द्रवत्वमिति। उदकादीनां द्रवत्वादि यथा स्वाभाविकं तद्वन्मायाया दुर्घटकारित्वमित्यर्थः ॥ १२५ ॥

ननु मायाया दुर्घटकारित्वमाश्चर्य्यकारणं न भवतीत्युक्तमनुपपन्नं लोके मायायाश्चमत्कारहेतुत्वदर्शनादित्याशङ्क्य मायाप्रयोक्तृसाक्षात्कारपर्य्यन्तमेवास्या आश्चर्य्यकारणत्वं नोपरिष्टादित्याह न वेत्तीति ॥ १२६ ॥

किञ्च जगत्सत्यत्ववादिनो नैयायिकादीन् प्रत्येवंविधानि चोद्यानि कर्त्तव्यानि नै मायावादिनं प्रतीत्याह प्रसरन्तीति ॥ १२७ ॥

মায়ার সেই সমুদায় কার্য্য চমৎকারজনক নহে ; কারণ মায়া করিতে না পারে এমন কার্য্যই নাই এবং তাহাতে কোন বিষয়ই অসম্ভব নহে ॥ ১৩৪ ॥

যেমন জলের দ্রবস্বভাব, অগ্নির উষ্ণস্বভাব এবং প্রস্তরের কাঠিন্যস্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ মায়ার অঘটনঘটনস্বভাব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মায়া যেমন অঘটনসংঘটন করিতে পারে, এইরূপ অঘটনঘটনাশক্তি আর কাহারও নাই ॥ ১৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত মায়াকে ঈশ্বরই নিয়োজিত করেন ; কিন্তু যতকাল সেই মায়ার প্রয়োজক ঈশ্বরকে লোকে সাক্ষাৎ করিতে না পারে, ততকাল পর্য্যন্ত সকলেই মায়ার চমৎকার-কারিত্বশক্তি মনে করে। আর যখন লোকে সেই মায়ার নিয়োজক ঈশ্বরকেই সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তখন মায়ার স্বরূপ ও কার্য্যকে মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান করে এবং তখন আর মায়ার কার্য্যকে আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ থাকে না, সকলেরই ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া বোধ হইতে থাকে ॥ ১৩৬ ॥

যাহারা নৈয়ায়িকমতাবলম্বী এবং জগৎকে সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের প্রতিই পূর্ব্বোক্তপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত সকলই সম্ভবপর

न बोद्धनीयं मायायां तस्याबोधैकरूपतः ॥ १२७ ॥
बोधेऽपि यदि बोध्यं स्यात् तद्बोध्यं बोधयेत् मया ।
परिहार्य्यं ततश्चोद्यं न पुनः प्रतिचोद्यताम् ॥ १२८ ॥
विस्मयैकशरीराया मायायाश्चोद्यरूपतः ।
अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ १२९ ॥
मायात्वमेव निश्चेयमिति चेत् तर्हि निश्चिनु ।

मायावादिनं प्रति चोद्यकरणेऽतिप्रसङ्गमाह चोद्येऽपीति । तर्हि किं कर्त्तव्यमित्यत आह परिहार्य्यमिति ॥ १२८ ॥

उक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति विस्मयैति ॥ १२९ ॥

मायात्वनिश्चये तत्परिहारान्वेषणमुचितं स एव नेदानीं सिद्ध इति शङ्कते मायात्वमिति

হয়। পরন্তু যাহারা বেদান্তমতাবলম্বী এবং জগৎকে মিথ্যা ও মায়াময় বলিয়া জানে, তাহাদিগের প্রতি এই সকল পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্ত সমুদয়ই অসম্ভব। যেহেতু মায়া স্বয়ংই পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ অর্থাৎ মায়া যে কি পদার্থ, ইহা সর্ব্বদাই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে ॥ ১৩৭ ॥

যদি সেই পূর্ব্বপক্ষস্বরূপ মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষ করা উচিত বোধ হয়, অর্থাৎ মায়া যে কি পদার্থ, তাহার স্বরূপ কিপ্রকার এবং তাহার কার্য্যই বা কি? এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করাই যদি কর্ত্তব্যকার্য্য বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি তোমার পূর্ব্বপক্ষের প্রতিও পুনর্ব্বার পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারি। তুমি যে সকল পূর্ব্বপক্ষ করিবে, তাহার প্রতিও দোষানুসন্ধান করিতে আমার ক্ষমতা আছে। অতএব বিস্ময়াত্মিকা মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তের কোন প্রয়োজন নাই, নিরর্থক তর্কবিতর্ক করিয়া বাগ্বিতণ্ডায় কোন ফল দর্শিবে না। পরন্তু মায়াবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে মায়ার পরিহার হয়, সেইরূপ অনুসন্ধান করাই বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য। কারণ অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইলে মানবগণ ঐহিক যন্ত্রণা বিসর্জ্জন পুরঃসর পরমতত্ত্ব লাভ করিয়া মানব জন্মের সাফল্য লাভ করিতে পারে ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥

যদি বল মায়ার প্রতি পূর্ব্বপক্ষসিদ্ধান্ত অবিধেয় হইলেও তাহার স্বরূপ

লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যত্ তদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১৪০ ॥
ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।
সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥ ১৪১ ॥
স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশক্যং তন্নিরূপণম্।
মায়াময়ং জগত্ তস্মাদীক্ষস্বাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪২ ॥

মায়ায়া লক্ষণজ্ঞানাত্ মায়াত্বং নির্ণীয়তামিত্যভিপ্রায়েণাহ লোকেতি। কিং লক্ষণমিত্যত আহ নেতি ॥ ১৪০ ॥

তস্যা অপি কিং লক্ষণমিত্যত আহ ন নিরূপয়িতুমিতি ॥ ১৪১ ॥

দৃষ্টান্তে সিদ্ধং লক্ষণং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি স্পষ্টমিতি ॥ ১৪২ ॥

পরিজ্ঞান অবশ্য কর্তব্য। যেহেতু মায়ার স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইলে তাহার পরিহারের অন্বেষণ হইতে পারে না; এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যদি তুমি মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে অগ্রে মায়ার যে সকল লৌকিক লক্ষণ আছে, তাহাই বিবেচনা কর। মায়ার লোকপ্রসিদ্ধ লক্ষণ সকল পরিজ্ঞাত হইলে তাহার স্বরূপ জানিতে পারিবে ॥ ১৪০ ॥

মায়ার লৌকিক লক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোধ হইবে যে, মায়ার স্বরূপ নিশ্চয় করিতে পারা যায় না, অথচ সাক্ষাৎ দেদীপ্যমান প্রকাশ পায়। যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় না, অথচ সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এইরূপ যে সকল ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার তাহাকেই লোকে মায়া বলিয়া স্বীকার করে। অতএব কিরূপে তুমি সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিবে? সুতরাং তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে অনুসন্ধান করাও অবিধেয় ॥ ১৪১ ॥

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এই জগতের কোন একটি বস্তুর প্রতি সবিশেষ মনঃসংযোগপূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেও তাহার বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারা যায় না, এইনিমিত্ত এই জগৎকে মায়াময় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এইক্ষণ পক্ষপাতশূন্য হইয়া বিবেচনা করিয়া দেখ যে, মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারা যায় কি না? বাস্তবিক সুক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে নিশ্চয় প্রতীতি হইবে যে, কোনরূপেও মায়াস্বরূপ নির্ণয় করা যাইতে পারে না ॥ ১৪২ ॥

निरूपयितुमारब्धे निखिलैरपि पण्डितैः ।
अज्ञानं पुरतस्तेषां भाति कक्षासु कासुचित् ॥ १४३ ॥
देहेन्द्रियादयो भावा वीर्य्येणोत्पादिताः कथम् ।
कथं वा तत्र चैतन्यमित्युक्ते ते किमुत्तरम् ॥ १४४ ॥
वीर्य्यस्यैष स्वभावश्चेत् कथं तद् विदितं त्वया ।
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भग्नौ तौ व्यर्थवीर्य्यतः ॥ १४५ ॥

जगतोऽशक्यनिरूपणत्वं कथमित्याशङ्क्य तद् दर्शयति निरूपयितुमिति ॥ १४३ ॥

अशक्यनिरूपणत्वमेवोदाहरणेन स्पष्टयति देहेन्द्रियेति ॥ १४४ ॥

स्वभाववादी शङ्कते वीर्य्यस्येति । सिद्धान्ती पृच्छति कथं तदिति । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां जानामीत्याशङ्क्य व्याप्त्यभावान्नैवमित्याह अन्वयेति ॥ १४५ ॥

যদিও এই জগতের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতবর্গ একত্র হইয়া জগতের কোন একটি পদার্থ লইয়া তাহার তত্ত্বনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাপি তাঁহারা কোনরূপেও সেই পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না। অবশ্যই কোন না কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের ভ্রম থাকিয়া যাইবে; সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহারা জগতের তত্ত্বনিরূপণে অসমর্থ হইবেন ॥ ১৪৩ ॥

যদি সেই সকল পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কিরূপে একবিন্দু রেতঃদ্বারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল উৎপন্ন হয় এবং কি কারণেই বা কোথা হইতে সেই দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিবেন? কোনরূপেও উক্ত প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না ॥ ১৪৪ ॥

যদি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, বীর্য্যেরই এইরূপ শক্তি আছে যে, তাহার সেই স্বভাবগুণেই ঐ সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, বীর্য্যের যে ঐরূপ শক্তি আছে, তাহা তুমি কিরূপে নিশ্চয় করিতে পার? কারণ যখন বীর্য্যের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়, তখনই বীর্য্যের ঐ স্বভাবেরও অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তুমি বীর্য্যেরই

न जानामि किमप्येतदित्यन्ते शरणं तम ।
अत एव महान्तोऽस्याः प्रवदन्तीन्द्रजालताम् ॥ १४६ ॥
एतस्मात् किमिवेन्द्रजालमपरं यद्गर्भवासस्थितम् ।
रेतश्चेतति हस्तमस्तकपदं प्रोद्भूतनानाङ्कुरम् ।
पर्य्यायेण शिशुत्वयौवनजरारोगैरनेकैर्वृतं
पश्यत्यत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति ॥ १४७ ॥
देहवद्वटधानादौ सुविचार्य्यावलोक्यताम् ।

एवं पुनः पुनः पृष्टे सति किमपि न जानामीत्येवोत्तरं देयमिति फलित माह न जानामीति ॥ १४६ ॥

उक्तानिर्व्वचनीयत्वे वृद्धसम्मतिं दर्शयति एतस्मादिति ॥ १४७ ॥

न केवलं देहस्यैकस्यैव दुर्निरूपत्वं किन्तु घटवटधानादेरपीत्याह देहवदिति ॥ १४८ ॥

যে ঐরূপ স্বভাব ও শক্তি একথা বলিতে পারে না। অবশেষে তাঁহারা জানিনা বলিয়া অবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। এই সকল কারণেই যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, তাঁহারা অবিদ্যাকে ইন্দ্রজাল এবং এই জগৎকেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ॥ ১৪৫-১৪৬ ॥

ইহাই একটি মহান্ ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার যে, স্ত্রীর গর্ভে একবিন্দুমাত্র রেতঃপাত হইলে, সেই রেতোবিন্দু চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া হস্ত পদ মস্তক প্রভৃতি নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হয়। পরে সমস্ত অবয়বসম্পন্ন হইয়া মনুষ্যাকারে মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে এবং ক্রমশঃ বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যদশা প্রাপ্ত হইয়া সময়ে সময়ে নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া অবশেষে বিবিধরোগে অভিভূত হয়। আর বিশেষ বিশেষ দ্রব্য দর্শন করে, সঙ্গীতাদি নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করে, সৌরভসম্পূর্ণ দ্রব্যের গন্ধ আঘ্রাণ করে, নানাবিধ ভোগ্যবস্তু সেবা করিয়া সুখানুভব করে এবং গমনাগমনাদি বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব ইহা হইতে আর ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার কি আছে? যে পদার্থ মৃৎপাষাণাদি জড়পদার্থের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহাই আবার এবম্প্রকার নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ১৪৭ ॥

কেবল মানবাদির দেহবিষয়েই যে, এইরূপ আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার

क्व धाना कुत्र वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निश्चिनु ॥ १४८ ॥
निरुक्तावभिमानं ये दधते तार्किकादयः।
हर्षमिश्रादिभिस्ते तु खण्डनादौ सुशिक्षिताः ॥ १४९ ॥
अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्।
अचिन्त्यरचनारूपं मनसापि जगत् खलु ॥ १५० ॥

नन्वस्माभिर्निर्वक्तुमशक्यत्वेऽपि उदयनादिभिराचार्य्यैर्निरूप्यते इत्याशङ्क्याह निरुक्ता-वभिमानमिति ॥ १४९ ॥

उक्तार्थे साम्प्रदायिकानां वाक्यं संवादयति अचिन्त्या इति ॥ १५० ॥

লক্ষিত হয়, এমত নহে। বিশেষরূপ অনুধাবন করিয়া দেখিলে বৃক্ষাদি ক্ষুদ্র-জীবেরশরীরেও ঐরূপ ভূরি ভূরি অদ্ভুত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার অনুভূত হইবে। কোন একটি বৃক্ষের বীজ লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবেচনা করিয়া দেখ, অগ্রে সেই বীজটি কিপ্রকার ছিল এবং কিরূপেই বা সেই বীজ, হইতে অঙ্কুরোৎ-পাদন হয় এবং ক্রমশ ঐ অঙ্কুর বৃদ্ধি পাইয়া কিরূপেই বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশখাদিবিশিষ্ট হইয়া বৃহদাকার বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। ক্ষুদ্রতর বীজ হইতে বৃহৎ পরিমাণ বৃক্ষপর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দেখিলে কিরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই সকলই মায়ার কার্য্য; অতএব এই সকল আলোচনা করিয়া মায়ার ইন্দ্রজালত্ব নিশ্চয় কর ॥ ১৪৮ ॥

যাহারা পদার্থনিরূপণকৌশলে পারদর্শী সেই সকল তার্কিকেরাও শ্রীহর্ষ প্রভৃতি গ্রন্থকারকর্ত্তৃক পরাভূত হইয়াছেন। কারণ তার্কিকগণ সবিশেষ বিচারদ্বারা যে সকল পদার্থ নিরূপণ করিয়াছেন, শ্রীহর্ষ পণ্ডিত স্বীয় খণ্ডন গ্রন্থে সেই সকল পদার্থ খণ্ডন করিয়া তার্কিকদিগের মতকে নিরস্ত করিয়াছেন ॥ ১৪৯ ॥

যে সকল পদার্থ অচিন্তনীয়, তাহা তর্কদ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। অতএব অচিন্ত্য জগতের তত্ত্বনির্ণয়বিষয়ে তর্ক অবিধেয়। এই জগতের রচনার প্রণালী ও কৌশলাদি কেহ কখনই মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারে

अचिन्त्यरचनाशक्तिबीजं मायेति निश्चिनु ।
मायाबीजं तदेवैकं सुषुप्तावनुभूयते ॥ १५१ ॥
जाग्रत्स्वप्नजगत् तत्र लीनं बीज इव द्रुमः ।
तस्मादशेषजगतो वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ १५२ ॥
या बुद्धिवासनास्तासु चैतन्यं प्रतिबिम्बति ।

ननु भवत्वेवं जगतोऽचिन्त्यरचनात्व मायायां किमायातमित्यत आह अचिन्त्येति । अचिन्त्यरचनाशक्तिमद् यद् बीजं कारणं सैव मायेत्यर्थः । नन्वेवंविधं कारणं क्व दृष्टमित्यत आह मायेति ॥ १५९ ॥

कथं तस्या जगद्बीजत्वमित्यत आह जाग्रदिति । ततः किमित्यत आह तस्मादिति । यतो जगत्कारणं माया अतोऽशेषजगद्वासनास्तत्र मायायां तिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ १५२ ॥

ततोऽपि किं तत्राह या बुद्धिवासना इति । ननु तासु प्रतिबिम्बोऽस्ति चेत् कुतो नानु-

---

না ; সুতরাং ঐ সকল বিষয় তর্ক করিয়া নিরূপণ করা কোনরূপেই সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৫০ ॥

এইক্ষণ অচিন্ত্যরচনারূপ জগৎসৃষ্টি বিষয়ে তর্কপরিহার করিয়া জগতের রচনাশক্তির কারণস্বরূপ মায়াকে নিশ্চয় কর এবং সুষুপ্তিকালে সেই মায়ার কারণস্বরূপ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড চৈতন্যকে অনুভব কর। মায়াস্বরূপ ও সেই মায়ার কারণ অখণ্ড চৈতন্যের স্বরূপ পরিজ্ঞানই, সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম ॥ ১৫১ ॥

যেমন বীজেতে বৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি অব্যক্তরূপে বিদ্যমান আছে এবং ঐ বীজ প্রত্যক্ষে একরূপ দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহাতে যে অব্যক্তরূপে বৃক্ষোৎপাদিকাশক্তি আছে, তাহা সহসা লক্ষিত হয় না। সেইরূপ এই জগৎও জাগ্রদবস্থায় যাহা দৃষ্ট হয় এবং স্বপ্নাবস্থায় উহা বিস্তৃত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। অতএব এইপ্রকার উভয়বিধ জগতেরই কারণ মায়া এবং সুষুপ্তিকালে এই উভয়বিধ জগৎই সেই চৈতন্যে বিলীন হয় ; সুতরাং সমস্ত জগতের বাসনাই সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যে অবস্থিতি করে ॥ ১৫২ ॥

অন্তঃকরণেতে যে সকল বাসনা আছে, সেই বাসনা সমূহেতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন মেঘেতে অস্পষ্টরূপে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রকাশ

मेघाकाशवदस्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम् ॥ १५३ ॥
साभासमेव तद्बीजं धीरूपेण प्ररोहति ।
अतो बुद्धौ चिदाभासो विस्पष्टं प्रतिभासते ॥ १५४ ॥
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतौ श्रुतम् ।
मेघाकाशजलाकाशाविव तौ सुव्यवस्थितौ ॥ १५५ ॥

श्रूयते इत्याशङ्क्याऽस्पष्टत्वादित्याह मेघेति। तर्हि कुतस्तत्सिद्धिरित्यत आह अनुमीयतामिति ॥ १५३ ॥

ननु मेघांशोदकस्यास्पष्टाकाशप्रतिबिम्बत्वेऽपि तज्जातीयस्य घटोदकस्य स्पष्टाकाशप्रतिबिम्बतः सद्भावान्मेघाकाशानुमानं घटते इह तथाविधदृष्टान्ताभावात् कथमनुमानमित्याशङ्क्यात्रापि तथाविधदृष्टान्तसम्पादनायाह साभास मिति। चिदाभासविशिष्टं तदेवाज्ञानं बुद्धिरूपेण परिणममानं विस्पष्टचिदाभासवद् भवतीति भावः। एवञ्चेदनुमानमत्र सुस्थिरं भवति। विमला बुद्धिवासनाश्चित्प्रतिबिम्बवत्यो भवितुमर्हन्ति बुद्ध्यवस्थाविशेषत्वात् बुद्धिवदिति ॥ १५४ ॥

एवं जीवेश्वरयोर्मायिकत्वं श्रुत्युक्तमुपपादितमुपसंहरति मायाभासेनेति। ननु जीवेशयोर्मायिकत्वे समाने कथमवान्तरभेदसिद्धिरित्याशङ्क्य स्पष्टास्पष्टोपाधिमत्त्वेन मेघाकाशजलाकाशयोरिव तत्सिद्धिरित्याह मेघाकाशेति ॥ १५५ ॥

পায়, সেইরূপ অন্তঃকরণেতে সেই প্রতিবিম্বিত চিদাভাস অস্পষ্টরূপে অনুভূত হইয়া থাকে ; সুতরাং উহা সুস্পষ্টরূপে অনুভূত হয় না ॥ ১৫৩ ॥

জগতের কারণস্বরূপ সেই চৈতন্যাভাসই পশ্চাৎ বুদ্ধিরূপে পরিণত হয়, এইনিমিত্তই সেই চিদাভাস বুদ্ধিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধির বাসনাই চৈতন্যের প্রতিবিম্ববিশিষ্ট, ইহাই অনুমিত হয় ॥ ১৫৪ ॥

জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট। শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, মায়াই পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উভয়বিধ আভাসদ্বারা এক অখণ্ডচৈতন্যকে জীব ও ঈশ্বররূপে কল্পনা করে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি জীব ও ঈশ্বর উভয়ই এক মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে আর জীবে ও ঈশ্বরে প্রভেদ কি রহিল ? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যেমন একই আকাশ মেঘেতে প্রতিবিম্বিত হইলে অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় এবং ঐ আকাশ জলেতে প্রতিবিম্বিত হইলে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় ; সেইরূপ একই অখণ্ডচৈতন্য উভয়বিধ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বররূপে প্রতীয়মান

मेघवद्वर्त्तते माया मेघस्थिततुषारवत्।
धीवासनाश्चिदाभासस्तुषारस्थखवत् स्थितः ॥ १५६ ॥
धीवासनास्थचिदाभासः श्रुतौ मायी महेश्वरः।
अन्तर्यामी च सर्व्वज्ञो जगद्योनिः स एव हि ॥ १५७ ॥
सौषुप्तमानन्दमयं प्रक्रम्यैवं श्रुतिर्जगौ।

ईशस्य मेघाकाशसाम्यं स्फुटीकरोति मेघवदिति ॥ १५६ ॥

मायाप्रतिबिम्बस्येश्वरत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्य श्रुतिरेवेत्याह न्यायाधीन इति। न केवल-मीश्वरत्वमेवास्य श्रुतम् अपि त्वन्तर्यामित्वादिकमपि धर्म्मजातं श्रुतमस्तीत्याह अन्तर्यामीति ॥१५७

ननु धीवासनाप्रतिबिम्बस्येश्वरत्वादिकं कथं श्रुतिसिद्धमित्याशङ्क्य तदुपपादिकां श्रुतिं दर्शयति सौषुप्तमिति सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभुक् चेतोमुखः

হন। যখন সেই অখণ্ডচৈতন্য বাসনাবিশিষ্ট হয়, তখনই জীব, আর যখন চিদাভাস প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই ঈশ্বর বলিয়া প্রতিপন্ন হয় ॥ ১৫৫ ॥

মায়া মেঘের ন্যায় অবস্থিত আছে। যেমন মেঘেতে জল বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ বাসনাতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস বিদ্যমান রহিয়াছে। আর যেমন জলেতে আকাশ নির্ম্মলরূপে প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে চিদাভাস প্রতিবিম্বিত হয়। অতএব জীব মেঘাকাশের ন্যায় অব্যক্ত এবং ঈশ্বর জলাকাশের ন্যায় সুব্যক্তরূপে প্রতীয়মান হইল ॥ ১৫৬ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, সেই মায়ার অধীন চিদাভাসই মায়ী, মহেশ্বর, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ এবং জগদ্‌যোনি নামে কীর্ত্তিত হন। যখন তিনি চিৎশক্তি মায়াকে আশ্রয় দেন তখন তাঁহাকে মায়ী বলা যায়, তিনি মায়াবিহীন হইলেই মহেশ্বর নামে অভিহিত হয়েন, তিনি সকলের অন্তরে অবস্থিত করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে অন্তর্যামী বলা যায়। সেই অন্তর্যামী পুরুষ বিশ্বের সকল বিষয় অবগত আছেন; সুতরাং তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব সেই মহাপুরুষকে জগদ্‌যোনি বলিয়া থাকে ॥ ১৫৭ ॥

বুদ্ধি ও বাসনার প্রতিবিম্বস্বরূপ চিদাভাসকে ঈশ্বরাদি নামে অভিহিত করা যে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, এই বিষয়ে বলিতেছেন।—শ্রুতিতে উক্ত

एष सर्व्वेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त ईश्वरः ॥ १५८ ॥
सर्व्वज्ञत्वादिके तस्य नैव विप्रतिपद्यताम्।
श्रौतार्थस्याविर्तक्यत्वान्मायायां सर्व्वसम्भवात् ॥ १५९ ॥
अयं यत् सृजते विश्वं तदन्यथयितुं पुमान्।
न कोऽपि शक्तस्तेनायं सर्व्वेश्वर इति श्रुतः ॥ १६० ॥

प्राज्ञस्तृतीयः पादः एष सर्व्वेश्वर एष सर्व्वज्ञः एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सर्व्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम् इत्यादिका श्रुतिर्धीवासनाप्रतिबिम्बस्वरूपस्यानन्दमयस्येश्वरत्वादिकं प्रतिपादयतीत्याह ॥ १५८ ॥

ननु आनन्दमयस्य सर्व्वज्ञत्वादिकम् अनुभवविरुद्धमित्याशङ्क्याह सर्व्वज्ञत्वादिके इति। कुत इत्यत आह श्रौतेति। इतोऽपि न विप्रतिपत्तिः कार्य्येत्याह मायायामिति ॥ १५९ ॥

नन्वनुकूलयुक्त्यभावे श्रुतिरपि ग्रावप्लववाक्यवदर्थवादः स्यादित्याशङ्क्य श्रुतिप्रामाण्यसिद्धये सर्व्वेश्वरत्वादिकमुपपादयति अयमिति। अयमानन्दमयो यज्जाग्रदादिविश्वं सृजति तस्य केनापि अन्यथा कर्त्तुं शक्यते अतोऽयं सर्व्वेश्वर इत्यर्थः ॥ १६० ॥

হইয়াছে যে, সুষুপ্তিকালে যে আনন্দময়কোষ বর্ত্তমান থাকে, সেই আনন্দময়কোষই সর্ব্বেশ্বর এবং সর্ব্বজ্ঞ। অতএব তিনিই বেদোক্ত ঈশ্বরশব্দের বাচ্য হন ॥ ১৫৮ ॥

আনন্দময়কোষের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি গুণ সকল অনুভববিরুদ্ধ। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বরাদি বলিয়া অভিহিত করা যে অযৌক্তিক নহে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে,—যেহেতু শ্রুতির কথিত বিষয়ে বিতর্ক করা অকর্ত্তব্য। কোনরূপেও শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থের প্রতি বিতর্ক করা উচিত নহে, শ্রুতিতে যাহা উক্ত আছে, তাহাতেই দৃঢ় বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। যেহেতু সকলই মায়ার কার্য্য মায়াতে সকলই সম্ভব হয়, তাহাতে কোন কার্য্যই আশ্চর্য্য বোধ করিবে না ॥ ১৫৯ ॥

শ্রুতিতে যে সেই আনন্দময়কে সর্ব্বজ্ঞ ও ঈশ্বর বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে এমন কোন অনুকূল যুক্তি নাই যে, তাহার প্রামাণ্য বোধ হইতে পারে। এই সংশয়ে শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য সংস্থাপনার্থ কহিতেছেন, এই ঈশ্বর বিশ্বরচনাদি যে কিছু কার্য্য করেন, তাহার অন্যথা করিতে

अशेषप्राणिबुद्धीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ।
ताभिः क्रोडीकृतं सर्वं तेन सर्वज्ञ ईरितः ॥ १६१ ॥
वासनानां परोक्षत्वात् सर्वज्ञत्वं न हीक्ष्यते ।
सर्वबुद्धिषु तद् दृष्ट्वा वासनास्वनुमीयताम् ॥ १६२ ॥
विज्ञानमयमुख्येषु कोशेष्वन्यत्र चैव हि ।

इदानीं सर्वज्ञत्वमुपपादयति अशेषेति । तत्र तस्मिन् अज्ञाने कारणभूते कार्य्यभूतानां सर्वप्राणिबुद्धीनां वासना निवसन्ति ताभिश्च वासनाभिः सर्वं जगत् क्रोडीकृतं विषयीकृतं तेन सर्वबुद्धिवासनावदज्ञानोपाधिकत्वेन सर्वज्ञ उच्यते इत्यर्थः ॥ १६१ ॥

ननु यदि सर्वज्ञत्वमस्ति तत् कुतो नानुभूयते इत्याशङ्क्य तदुपाधीनां वासनानां परोक्षत्वात् नानुभव इत्याह वासनानामिति । कथं तर्हि तदवगम इत्याशङ्क्याह सर्वबुद्धिष्विति । सर्वबुद्धिनिष्ठं सर्वज्ञत्वं स्वकारणभूतवासनागतसर्वज्ञत्वपुरःसरं भवितुमर्हति कार्य्यनिष्ठधर्मविशेषत्वात् पटगतरूपादिवदित्यर्थः ॥ १६२ ॥

सर्वज्ञत्वमुपपाद्य एषोऽन्तर्यामीति श्रुत्युक्तमन्तर्यामित्वमुपपादयति विज्ञानमयेति । अन्तर पृथिव्यादौ तिष्ठन् यमयति यतस्तेनेत्यन्वयः ॥ १६३ ॥

পারে এমন শক্তি কাহারও নাই। এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দৃষ্টেই শ্রুতিতে তাঁহাকে ঈশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ শব্দে উক্ত করিয়াছেন ॥ ১৬০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদনবিষয়ে প্রামাণ্য প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু জগতের প্রাণিবর্গের বুদ্ধি, বাসনা সকলই সেই ঈশ্বরে অবস্থিত হয় এবং সেই সকল বুদ্ধির বাসনাদ্বারাই এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং সেই সকল বুদ্ধি ও বাসনা ঈশ্বরের অধীন, এই নিমিত্ত সেই ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যায় ॥ ১৬১ ॥

যদি ঈশ্বরকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিলে, তবে যে তাঁহার অনুভব হয় না, এই সংশয়ে বলিতেছেন—বুদ্ধি ও বাসনা সকল প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং সর্ব্বজ্ঞত্বেরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, কিন্তু সকলের বুদ্ধিতেই সর্ব্বজ্ঞত্বের উপলব্ধি করিয়া সকল পদার্থেই সর্ব্বজ্ঞত্বের অনুমান কর ॥ ১৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণে ঈশ্বরের

अन्तस्तिष्ठन् यमयति तेनान्तर्यामितां व्रजेत् ॥ १६३ ॥
बुद्धौ तिष्ठन्नान्तरोऽस्या धियानीक्ष्यश्च धीवपुः ।
धियमन्तर्यमयतीत्येवं वेदेन घोषितम् ॥ १६४ ॥
तन्तुः पटे स्थितो यद्वदुपादानतया तथा ।
सर्वोपादानरूपत्वात् सर्वत्रायमवस्थितः ॥ १६५ ॥
पटादप्यान्तरस्तन्तुस्तन्तोरप्यंशुरान्तरः ।

अथान्तर्यामिब्राह्मणं कृत्स्नं प्रमाणमिति दर्शयितुं तदेकदेशभूतं यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यादिवाक्यम् अर्थतोऽनुक्रामति बुद्धाविति ॥ १६४ ॥

इदानीमन्तर्यामिब्राह्मणस्य प्रतिपर्यायव्याख्याने ग्रन्थबाहुल्यभयात् व्याख्यानस्य सर्वपर्यायसाधारणत्वसिद्धये यः सर्वेषु भूतेष्विति व्याचक्षाणो यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नित्यस्यार्थं सदृष्टान्तमाह तन्तुः पट इति ॥ १६५ ॥

ननूपादानतया सर्वत्रायमवस्थितश्चेत् किमिति सर्वत्र नोपलभ्यत इत्याशङ्क्य सर्वान्तर-

---

অন্তর্যামিত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—সেই ঈশ্বরই বিজ্ঞানময়কোষ প্রভৃতি পঞ্চকোষ ও অন্যান্য বস্তু সকলের অন্তরেতে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে যথানিয়মে নিযুক্ত করেন, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে অন্তর্যামী বলা যায়। সেই ঈশ্বরই যে পৃথিবী প্রভৃতি সকল পদার্থের অন্তরে অবস্থিত আছেন, ইহাই সর্ব্ববাদিসিদ্ধ ॥ ১৬৩ ॥

বেদে উক্ত আছে যে যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিতি করিয়াও বুদ্ধির অন্তর হয়েন এবং যিনি বুদ্ধিময় হইয়াও বুদ্ধির বিষয়ীভূত নহেন, তিনিই বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিতি করিয়া বুদ্ধিকে নিযুক্ত করেন। তাঁহারই নিয়োগানুসারে কার্য্যবিশেষে বুদ্ধি সকল বিশেষ বিশেষরূপে পরিণত হয়। যেমন বস্ত্রের উপাদান কারণ সূত্র সকল বস্ত্রেতে অবস্থিতি করে, সেইরূপ জগতের সর্ব্ব-পদার্থের উপাদান কারণস্বরূপ সেই ঈশ্বর সকল পদার্থেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥

যদি ঈশ্বর সকল পদার্থেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তবে তাঁহাকে সর্ব্বদা সকল পদার্থে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এই সংশয়ে বলিতেছেন যে, ঈশ্বরই যাবতীয় পদার্থের অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার অন্ত-

आन्तरत्वस्य विश्रान्तिर्यत्रासावनुमीयताम् ॥१६६॥
द्वित्रान्तरत्वकक्षाणां दर्शनेऽप्ययमान्तरः ।
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्रुतिभ्यामेव निर्णयः ॥ १६७ ॥
पटरूपेण संस्थानात् पटस्तन्तोर्वपुर्यथा ।
सर्व्वरूपेण संस्थानात् सर्व्वमस्य वपुस्तथा ॥ १६८ ॥

त्वादित्याह पटादपीति। अत्रेदमनुमानम् आन्तरत्वतारतम्यं क्वचिद् विश्रान्तं तारतम्यत्वादणुत्वतारतम्यवदिति ॥ १६६ ॥

सर्व्वान्तरत्वेऽप्यश्वादिवदन्तर्यामिणो दर्शनं किं न स्यादित्याशङ्क्य तेषामिव बाह्यत्वाभावान्न दृश्यत इत्यभिप्रायेणाह द्वित्रान्तरत्वेति। कुतस्तर्हि तन्निर्णय इत्यत आह तत इति। अत्र जडस्य चेतनाधिष्ठानमन्तरेण प्रवृत्त्यनुपपत्तिर्युक्तिः श्रुतिस्तु उदाहृतैव ॥ १६७ ॥

यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरमित्यस्यार्थमाह पटरूपेणेति। पटरूपेणावस्थितस्य तन्तोः पटः शरीरं यथा एवं सर्व्वरूपेणावस्थितस्य सर्व्वं शरीरमित्यर्थः ॥ १६८ ॥

স্তরে কোন পদার্থই নাই। যেমন বস্ত্রের অভ্যন্তরে তন্তু অবস্থিত আছে এবং সেই তন্তুর অভ্যন্তরে অংশু অবস্থিতি করে, ইত্যাদিরূপে যাহাতে অভ্যন্তরত্বের নিবৃত্তি হয়, তাঁহাকে এইরূপে অনুমান কর ॥ ১৬৬ ॥

যদি ঈশ্বরের সর্ব্বান্তর্যামিত্ব স্বীকার করিলে, তবে তাঁহার দর্শন হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও তিনি সকলের অন্তর্যামী বটেন, তথাপি তাঁহার দুই তিন ব্যবধান আছে, তাহাতেই ঈশ্বরকে কেহ দৃষ্টিগোচর করিতে পারে না। সেই সকল ব্যবধানদ্বারা তাঁহাকে অন্তর করিয়া রাখে। সর্ব্বান্তর্যামি পরমেশ্বর রূপবিহীন; সুতরাং তিনি কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না, কেবল শ্রুতি ও যুক্তিপ্রমাণদ্বারা তাঁহাকে নিরূপণ করিতে হয় ॥ ১৬৭ ॥

যেমন সূত্র সকল বস্ত্ররূপে পরিণত হইলে, সেই সকল বস্ত্রকে সূত্রের শরীরমাত্র বলা যায়, সেইরূপ ঈশ্বর জগতের যাবতীয় পদার্থের অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিতি করেন, এইনিমিত্ত সকল পদার্থকেই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া গণনা করা যায়। জগতের সমুদায় পদার্থই তাঁহার অংশস্বরূপ, কোন বস্তুই ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহে; সুতরাং ঈশ্বরকে জগন্ময় বলা যায় ॥ ১৬৮ ॥

তন্তীঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটস্তথা।
অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্॥ ১৬৯ ॥
তথান্তর্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা।
বিক্রীয়তে তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥ ১৭০ ॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ ১৭১ ॥
সর্ব্বভূতানি, বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ,

যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তীতি বাক্যস্য তাৎপর্য্যং সদৃষ্টান্তমাহ তন্তীরিতি শ্লোকদ্বয়েন। তন্তুসঙ্কোচাদিনা পটসঙ্কোচাদির্যথা ভবতি॥ ১৬৯॥

এবং পৃথিব্যাদিষূপাদানত্বেন স্থিতোঽন্তর্যামী যথা যথা বাসনয়া যথা যথা ঘটাদিকার্য্যরূপেণ বিক্রিয়তে তথা তত্তৎকার্য্যজাতং তথা তথাঽবশ্যং ভবতীতি ভাবঃ॥ ১৭০॥

এবমন্তর্যামিপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিমুপন্যস্য স্মৃতিমপ্যুপন্যস্যতি ঈশ্বর ইতি॥ ১৭১॥

সর্ব্বভূতানীতি পদস্যার্থমাহ সর্ব্বভূতানীতি। তে চ হৃদয়পুণ্ডরীকে স্থিতাঃ। নতু

যেমন সূত্র সকল সঙ্কুচিত হইলেই বস্ত্রও সঙ্কুচিত হয়, সূত্রের বিস্তারদ্বারা বস্ত্রও বিস্তৃত হইয়া থাকে এবং সেই সকল সূত্র আন্দোলিত হইলেই বস্ত্রও আন্দোলিত হয়; সুতরাং সূত্রের যেরূপ শক্তি, বস্ত্রেরও সেই সেই শক্তি আছে, তদ্ভিন্ন বস্ত্রের কোন স্বতন্ত্র শক্তি নাই। সেইরূপ যে যে বাসনা যে যে স্থানে যে যেরূপে বিকৃত হয়, এই অন্তর্যামী ঈশ্বরও নিশ্চয়ই সেই সেই রূপ হয়েন, তাহার কোন সন্দেহ নাই, অর্থাৎ অন্তর্যামী ঈশ্বরকে যে ব্যক্তি যেরূপে ভাবনা করে, তাহার নিকটে তিনি সেইরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন॥ ১৬৯-১৭০ ॥

উক্তপ্রকারে ঈশ্বরের অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি সকলের ব্যাখ্যাদ্বারা তাঁহার অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণে সেই অন্তর্যামিত্ব প্রতিপাদনবিষয়ে ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের একষষ্টিতম শ্লোক উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর মানবাদি প্রাণিবর্গের দেহযন্ত্রে আরূঢ় সর্ব্বভূতকে মায়াচক্রদ্বারা পরিভ্রামিত করিয়া তাহাদিগের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১৭১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে সর্ব্বভূত শব্দের উল্লেখ আছে, সেই সর্ব্বভূত শব্দের অর্থ

तदुपादानभूतत्वात्तैर्विक्रियते खलु ॥ १७२ ॥

देहादिपञ्जरं यन्त्रं तदारोहोऽभिमानिता।
विहितप्रतिषिद्धेषु प्रवृत्तिर्भ्रमणं भवेत् ॥ १७३ ॥

विज्ञानमयरूपेण तत्प्रवृत्तिस्वरूपतः।
स्वशक्त्येशो विक्रियते मायया भ्रामणं हि तत् ॥ १७४ ॥

तेषां कृतौ हृदयवस्थानमित्याशङ्क्य ह्यन्तर्यामिणो विज्ञानमयाकारेण परिणामादित्याह तदुपादानेति ॥ १७२ ॥

यन्त्रारूढानीत्यत्र यन्त्रारोहशब्दयोरर्थमाह देहादीति। भ्रामयन्निति पदस्य प्रकृत्यर्थं विहितेति ॥ १७३ ॥

इदानीं णिच्प्रत्ययमायापदयोरर्थमाह विज्ञानमयेति ॥ १७४ ॥

বিজ্ঞানময়কোষ; ঐ বিজ্ঞানময়কোষাত্মক ভূতসকল প্রাণিবর্গের হৃদয়দেশে অবস্থিতি করে এবং তাহাদিগের উপাদান কারণ ঈশ্বর; সুতরাং তিনিও সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থিতি করিতে করিতে বিজ্ঞানময়কোষাত্মক সর্ব্ব-ভূতের বিকারদ্বারা বিকৃতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বিকার শূন্য। কেবল ভূতবর্গের বিকারেই তাঁহাকে বিকৃত বোধ হয়, তাঁহাতে কদাচও বিকার সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৭২ ॥

এইক্ষণে পূর্ব্বশ্লোকের উল্লিখিত যন্ত্র শব্দ, আরোহণ শব্দ ও ভ্রমণ শব্দ এই শব্দত্রয়ের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এস্থলে জীববৃন্দের দেহাদিকে যন্ত্র বলা যায়, সেই সেই দেহে যে আত্মার অভিমান, তাহাই আরোহণ শব্দের প্রকৃত অর্থ এবং বিহিত বা অবিহিত কর্ম্মে যে তাঁহার প্রবৃত্তি তাহাকে ভ্রমণ শব্দের অর্থ বলা যায়। এইক্ষণে এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেহেতে আত্মার অভিমানপ্রযুক্তই জীবসকল বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সেই সকল কর্ম্মজনিত সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করত নানাপ্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৭৩ ॥

আত্মা বিজ্ঞানময়রূপে স্বীয় শক্তি মায়াদ্বারা অভিভূত হইলেই তাঁহার বিহিত বা নিষিদ্ধ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; আত্মার ঐ সকল প্রবৃত্তিরূপ বিকার-কেই মায়াকে ভ্রমণ বলা যায়। যেমন কোন একটি যন্ত্র চক্রসংলগ্ন হইলে,

अन्तर्यमयतीत्युक्त्वा ह्ययमेवार्थः श्रुतौ श्रुतः ।
पृथिव्यादिषु सर्व्वत्र न्यायोऽयं योज्यतां धिया ॥ १७५ ॥
जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर्जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्तिः ।
केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥१७६॥
नार्थः पुरुषकारेणेत्येवं मा शङ्क्यतां यतः ।

श्रौतस्य यमयतीति पदस्याप्ययमेवार्थः इत्याह अन्तर्यमयतीति । उक्तव्याख्यानं पर्य्यायान्तरेऽप्यतिदिशति पृथिव्यादिष्विति ॥ १७५ ॥

प्रवृत्तिजातस्य सर्व्वेश्वराधीनत्वे वचनान्तरमुदाहरति । जानामि धर्म्ममिति ॥ १७६ ॥

তাহা পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে থাকে, সেইরূপ আত্মাও মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মফলে পুনঃ পুনঃ সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতে থাকে ॥ ১৭৪ ॥

অন্তর্যামী শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থেই এই প্রকারে অন্তর্যামীর সত্ত্বা আছে, প্রাজ্ঞ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি স্বীয় প্রজ্ঞা শক্তি-দ্বারা এইরূপে বিচার করিয়া এতদ্বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণ করিবে ॥ ১৭৫ ॥

সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর জীবের শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্তি উৎপাদন করেন, এইবিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—কোন ধর্ম্মসাধক বলিয়াছেন যে, শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়, ইহা বিশেষরূপে অবগত আছি, তথাপি বিহিত কর্ম্ম করিতে আমার স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি নাই এবং সাধুবিগর্হিত অধর্ম্মজনক কর্ম্ম করিলে পরিণামে ক্লেশসাধক পাপসঞ্চয় হইয়া থাকে, ইহা বিলক্ষণরূপে জানিয়াও সেই পাপজনক নিষিদ্ধ কর্ম্মে আমার নিবৃত্তি হয় না। অতএব কোন অতীন্দ্রিয় পুরুষ আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, আমি তাহাই করি। আমার প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কিছুই নাই; কেবল সেই হৃদয়স্থ দেবের নিয়োগানুসারেই শুভাশুভ কর্ম্ম করিয়া থাকি। তিনি যখন যেরূপ বুদ্ধিপ্রদান করেন, আমি তাহাই করি; সুতরাং পুরুষের কৃতিসাধ্য কিছুই নাই, হৃদয়স্থ অন্তর্যামী পুরুষের আজ্ঞাতেই সকল কার্য্য হইয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

পুরুষের প্রবৃত্তিও যদি ঈশ্বরের অধীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে

ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে ॥ ১৭৭ ॥
ইদৃগ্‌বোধেনেশ্বরস্য প্রবৃত্তির্নৈব বার্য্যতাম্।
তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বধীজনিঃ ॥ ১৭৮ ॥
তাবতা মুক্তিরিত্যাহুঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।
শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে ইত্যপীশ্বরভাষিতম্ ॥ ১৭৯ ॥

ননু প্রবৃত্তেরীশ্বরাধীনত্বে পুরুষপ্রযত্নো ব্যর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পুরুষপ্রযত্নস্যাপীশ্বররূপত্বান্মৈবমিতি পরিহরতি নার্থেতি। অর্থঃ প্রয়োজনং পুরুষকারঃ পুরুষপ্রযত্নঃ ॥ ১৭৭ ॥

ননু পুরুষপ্রযত্নস্যাপীশ্বররূপত্বে যমযতি ভামকর্ত্তীতি প্রতিপাদিতমন্তর্যামিপ্রেরণং তথা স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তদ্‌বোধেন স্বাত্মাসঙ্গত্বজ্ঞানলক্ষণফলস্য সত্ত্বান্মৈবমিতি পরিহরতি। ইদৃগিতি। ইদৃগ্‌বোধেনেশস্য পুরুষকারাদিরূপেণাবস্থানজ্ঞানেন প্রবৃত্তিঃ অন্তর্যামিরূপেণ প্রেরণা ॥ ১৭৮ ॥

আত্মনোঽসঙ্গত্বজ্ঞানেনাপি কিং প্রয়োজনমিত্যত আহ তাবতেতি। শ্রুতিস্মৃত্যুদিতস্থানতিলঙ্ঘনীয়ত্বে স্মৃতিং দর্শয়তি শ্রুতিস্মৃতীতি ॥ ১৭৯ ॥

পুরুষের যত্নও বিফল বলিয়া বোধ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় পুরুষপ্রযত্নের ঈশ্বরস্বরূপত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যদি, অন্তর্যামী ঈশ্বরস্বরূপ আত্মাই জীবগণের হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়া জীবগণকে সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং এইরূপে ঈশ্বরেরই সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয়, তথাপি পুরুষের কৃতিসাধ্য যে কিছুই নাই, এইরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরই পুরুষের কৃতিসাধ্যরূপে পরিণত হয়েন, অতএব সকল কার্য্যে পুরুষের প্রযত্নই প্রধান কারণ ॥ ১৭৭ ॥

যদি সর্ব্বকার্য্যেই পুরুষপ্রযত্ন প্রধান কারণ এবং সেই ঈশ্বরই পুরুষ প্রযত্নরূপে পরিণত হয়েন; ইহাই প্রতিপন্ন হইল, তথাপিও ঈশ্বরই যে জীব সকলকে সর্ব্বপ্রকার শুভাশুভকার্য্যে নিয়োগ করেন, ইহার অন্যথা হয় না। যেহেতু ঈশ্বরই সর্ব্বকার্য্যে সকলকে নিযুক্ত করেন, এইরূপ বোধ হইলেই অনায়াসে জীবের অসঙ্গানন্দরূপত্ব বোধগম্য হয় ॥ ১৭৮ ॥

ঈশ্বরই সকলকে সর্ব্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন, এইরূপ জ্ঞান হইয়া জীবের

আম্নায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাস্মাদিতি হি শ্রুতম্।
সর্ব্বেশ্বরত্বমেতৎ স্যাদন্তর্যামিত্বতঃ পৃথক্ ॥ ১৮০ ॥
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ।
অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ১৮১ ॥
জগদ্যোনির্ভবেদেষ প্রভবাপ্যয়কৃত্ যতঃ।

শ্রুত্যাপীশ্বরস্য ভীতিহেতুত্বমুক্তমিত্যাহ আম্নায়া ইতি। ঈশ্বরস্য ভীতিহেতুত্বং কিমর্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বেশ্বরত্বস্যান্তর্য্যামিত্বতঃ পার্থক্যসিদ্ধয় ইতি মত্বাহ সর্ব্বেশ্বরত্বমিতি ॥১৮০॥
বহিরন্তশ্চেশ্বর এব নিয়ামক ইত্যতঃ শ্রুতিদ্বয়মাহ এতস্য বা ইতি ॥ ১৮১ ॥
ক্রমপ্রাপ্তস্য এষ যোনিরিত্যেস্যার্থমাহ জগদ্যোনিরিতি। প্রতিজ্ঞানার্থং প্রভবাপ্যয়ৌ হি

অসঙ্গানন্দরূপ বোধ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বপ্রকার শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে। আর সেই সকল শ্রুতি স্মৃতিও ঈশ্বরের আজ্ঞা-সূচক বাক্যস্বরূপ, অতএব কদাচ তাহা অনাদরণীয় নহে। শ্রুতি ও স্মৃতি কথিত বাক্য সকলও ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া জানিবে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঈশ্বরের আজ্ঞাপ্রতিপালন না করিলে বিশেষরূপ অমঙ্গলঘটনা হয়; সুতরাং ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘনে সকলেরই অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব অন্তর্যামী পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি যদি সকলের প্রভু না হইবেন এবং সাধারণের প্রতি তাঁহার শাসনের ক্ষমতা না থাকিবে, তবে তাঁহার আজ্ঞালঙ্ঘন কাহারও ভয়ের কারণ হইত না ॥ ১৮০ ॥

শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্টে আরও জানা যায় যে, সেই অনাদিনিধন ঈশ্বরের অপ্রতিহত শাসনেই এই অপরিসীম জগতের কার্য্য চলিতেছে এবং এই অনন্তব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই শাসনের অধীন, আর সেই ঈশ্বরই জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে শাসন করিতেছেন। তিনি প্রাণিবর্গের বাহ্যে ও অন্তরের শাসনপ্রণালী বিধান করিয়া অখিলব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই সকল শ্রুতিপ্রমাণে অন্তর্য্যামী পুরুষের সর্ব্বেশ্বরত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ১৮১ ॥

সেই অন্তর্য্যামী ঈশ্বরই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কর্ত্তা; অতএব

आविर्भावतिरोभावावुत्पत्तिप्रलयौ मतौ ॥ १८२ ॥
आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत् ।
प्राणिकर्म्मवशादेष पटो यद्वत् प्रसारितः ॥ १८३ ॥
पुनस्तिरोभावयति स्वात्मन्येवाखिलं जगत् ।
प्राणिकर्म्मक्षयवशात् संकोचितपटो यथा ॥ १८४ ॥

भूतानामिति वाक्यं हेतुत्वेन योजयति प्रभवेति । प्रभवाप्ययौ उत्पत्तिप्रलयौ तत्कर्त्तृत्वाज्जगद्योनिरित्यर्थः उत्पत्तिप्रलयशब्दाभ्यां विवक्षितमर्थमाह आविर्भावेति । उत्पत्तिप्रलयौ आविर्भावतिरोभावौ मताविति योजना ॥ १८२ ॥

आविर्भावकारित्वं सदृष्टान्तमुपपादयति आविर्भावयतीति । यथा सङ्कुचितश्चित्रपटः स्वस्य प्रसारणेन स्वनिष्ठानि चित्राण्याविर्भावयति एवमीशोऽपीत्यर्थः ॥ १८३ ॥

तस्यैव प्रलयकारणत्वं दर्शयति पुनरिति । स एव पटः सङ्कुचितश्चित्राणि यथा तिरोभावयति तद्वदित्यर्थः ॥ १८४ ॥

তাঁহাকে জগৎযোনি বলা যায়। তিনি ভিন্ন এই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় করিতে পারে, এমন আর কেহ নাই; সুতরাং জগতের কর্ত্তা আর কাহাকেও বলা যায় না। জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই উৎপত্তি ও প্রলয় বলিয়া থাকে। বাস্তবিক এই জগতে কোন পদার্থের উৎপত্তিও নাই এবং কোন পদার্থের বিনাশও নাই, যখন কোন পদার্থ আবির্ভূত হয়, তখনই তাহার উৎপত্তি এবং যখন সেই পদার্থের তিরোভাব হয়, তখনই সেই পদার্থের বিনাশ হইল, ইহাই প্রতীয়মান হয় ॥ ১৮২ ॥

যেমন একখণ্ড বস্ত্র প্রসারিত করিলে, সেই বস্ত্রমধ্যগত চিত্রিত পুত্তলিকা সকল প্রকাশিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বর প্রলয়কালে জীবের কর্ম্ম পরিপাক বশতঃ স্বীয় শরীরে বিলীন এই জগৎকে প্রকাশিত করেন, ইহাকেই জগতের উৎপত্তি বলা যায়। এই জগতের যাবতীয় পদার্থ ঈশ্বরেতে বিদ্যমান আছে, তিনিই সময় সময় প্রকাশ ও সময় সময় স্বীয় শরীরে বিলীন করিয়া থাকেন ॥ ১৮৩ ॥

যেমন প্রসারিত বস্ত্রখণ্ড সঙ্কুচিত করিলে ঐ পটস্থিত চিত্রপুত্তলিকা সকল তিরোহিত হয়, সেইরূপ জীবদিগের কর্ম্মক্ষয় হইলেই প্রলয়কালে

रात्रिघस्रौ सुप्तिबोधावुन्मीलननिमीलने ।
तूष्णींभावमनोराज्ये इव सृष्टिलयाविमौ ॥ १८५ ॥
आविर्भावतिरोभावशक्तिमत्त्वेन हेतुना ।
आरम्भपरिणामादिचोद्यानां नात्र सम्भवः ॥ १८६ ॥
अचेतनानां हेतुः स्याज्जाड्यांशेनेश्वरस्तथा ।

आविर्भावतिरोभावयोर्दृष्टान्तान्तराणि दर्शयति रात्रिघस्राविति ॥ १८५ ॥

नन्वीश्वरस्य जगद्योनित्वं किमारम्भकत्वेन किं वा तदाकारपरिणामित्वेन नाद्यः अद्वितीयस्य द्वितीयारम्भकत्वायोगात् न द्वितीयः निरवयवस्य परिणामासम्भवादित्याशङ्क्य विवर्त्तवादाश्रयणान्नायं दोष इति परिहरति आविर्भावेति ॥ १८६ ॥

नन्वेक एवेश्वरः कथं चेतनाचेतनजगदुपादानं भविष्यतीत्याशङ्क्य उपाधिप्राधान्येना-

---

পুনর্ব্বার এই জগৎকে জগদীশ্বর স্বীয় শরীরে বিলীন করেন। ইহাকেই জগতের প্রলয় বলে, এইরূপে আবির্ভাব তিরোভাবদ্বারাই জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে ॥১৮৪॥

যেমন জীবদিগের রাত্রি ও দিবা, সুষুপ্তি ও জাগ্রদবস্থা, চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলন এবং তুষ্ণীম্ভাব ও মুখরতা এই সকল অবস্থাতে জ্ঞানের তিরোভাব ও আবির্ভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ঈশ্বরেতে জগতের তিরোভাব ও আবির্ভাবকে প্রলয় ও উৎপত্তি বলা যায় ॥ ১৮৫ ॥

ঈশ্বরকে যে জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহাতে তিনি কি জগতের নিমিত্তকারণ কিম্বা পরিণামীকারণ? এই আশঙ্কার বক্তব্য এই যে,—তাঁহাকে নিমিত্তকারণ বলিতে পারা যায় না, যেহেতু তিনি অদ্বিতীয় কারণ, সুতরাং তাঁহার নিমিত্তকারণত্ব সম্ভব হয় না এবং ঈশ্বরকে পরিণামী-কারণও বলিতে পারা যায় না; কারণ যিনি নিরবয়ব, তাঁহাকে পরিণামী-কারণরূপে স্বীকার করা অবিধেয়। ঈশ্বরের জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব করিতে শক্তি আছে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে, এই নিমিত্ত ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ কিম্বা পরিণামীকারণ কিছুই বলিতে পারা যায় না। পরন্তু ইহাতেই নিমিত্তকারণবাদী ও পরিণামীকারণবাদীদিগের মত নিরস্ত হইয়াছে ॥১৮৬॥

এক ঈশ্বর কিরূপে চেতন ও অচেতনাত্মক জগতের কারণ হইতে পারেন,

বিদাভাসাংশতস্তেষু জীবানাং কারণং ভবেৎ ॥ ১৮৭ ॥
তমঃ প্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্।
পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ ॥ ১৮৮ ॥
ইতি বার্ত্তিককারেণ জড়চেতনহেতুতা।
পরমাত্মন এবোক্তা নেশ্বরস্যেতি চেচ্ছৃণু ॥ ১৮৯ ॥
অন্যোন্যাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।

চেতনোপাদানং চিৎপ্রাধান্যেন চেতনোপাদানত্বং ভবিষ্যতীত্যাহ অচেতনানামিতি ॥ ১৮৭ ॥

ননু মায়াবিন ঈশ্বরস্য জগৎকারণত্বপ্রতিপাদনমনুপপন্নং সুরেশ্বরাচার্য্যৈঃ পরমাত্মন এব তদভিধানাদিতি শ্লোকদ্বয়েন শঙ্কতে তমঃ প্রধান ইতি। তমঃ প্রধানঃ তমোগুণপ্রধানঃ মায়োপাধিকঃ ক্ষেত্রাণাং শরীরাদীনাং ভাবনাজ্ঞানকর্ম্মভিঃ ভাবনাঃ সংস্কারাঃ জ্ঞানং দেবতাধ্যানাদি, কর্ম্ম পুণ্যাপুণ্যলক্ষণং তৈর্নিমিত্তভূতৈরিত্যর্থঃ ॥ ১৮৮ ॥ ১৮৯ ॥

ত্বং পদার্থ ইব তৎপদার্থেঽপ্যধিষ্ঠানারোপ্যয়োরন্যোঽন্যাধ্যাসস্য বিবক্ষিতত্বাৎ নৈবমিতি পরিহরতি অন্যোঽন্যাধ্যাসমিতি ॥ ১৯০ ॥

এই আশঙ্কায় মীমাংসা করিতেছেন।—সেই অদ্বিতীয় ঈশ্বর জড়স্বরূপ উপাধিদ্বারা অচেতন বস্তুর হেতু হয়েন এবং চিদাভাসদ্বারা সচেতন জীবদিগের কারণ হয়েন। অতএব একই ঈশ্বর উভয়বিধ উপাধিদ্বারা উভয়াত্মক জগতের উপাদান বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন ॥ ১৮৭ ॥

সুরেশ্বরাচার্য্য প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, এক পরব্রহ্মই জড় ও জীব উভয়ের কারণ। তিনি মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া শরীরাদি জড়পদার্থের এবং চিৎস্বরূপ রূপে চিন্ময়জীবের কারণস্বরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছেন। অতএব একই ঈশ্বর যখন মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হন, তখনই তাঁহাকে শরীরাদি জড়পদার্থের কারণ বলা যায় এবং যখন তিনি নিরুপাধি চিৎস্বরূপ হন, তখনই চিন্ময়জীবের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ১৮৮ ॥

বার্ত্তিক সূত্রকার সুরেশ্বরাচার্য্য এইরূপে এক পরব্রহ্মকেই জড় ও চেতন উভয়পদার্থের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমাত্মা ভিন্ন আর কাহারও জগতের কর্তৃত্ব নাই। কেবল অদ্বিতীয় ঈশ্বর এই অখিল জগতের কর্ত্তা ॥ ১৮৯ ॥

সুরেশ্বরাচার্য্য আরও বলিয়া থাকেন যে, যেমন জীব ও কূটস্থচৈতন্য

ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृत्वा ब्रूते सुरेश्वरः ॥ १९० ॥

सत्यं ज्ञानमनन्तं यद् ब्रह्म तस्मात् समुत्थिताः ।
खं वाय्वग्निजलोर्व्योषध्यन्नदेहा इति श्रुतिः ॥ १९१ ॥

आपातदृष्टितस्तत्र ब्रह्मणो भाति हेतुता ।
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ १९२ ॥

ननु सुरेश्वराचार्य्यैरीश्वरब्रह्मणोरन्योऽन्याध्यासः सिद्धवत्कृत्य व्यवहृत इति कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य श्रुत्यर्थपर्य्यालोचनवशादिति दर्शयितुं श्रुतिमर्थतः पठति सत्यमिति ॥ १९१ ॥

भवत्वेषा श्रुतिरनया कथमन्योऽन्याध्यासावगतिरित्यत आह आपातेति । सर्वं तस्यां श्रुतौ सत्यादिलक्षणस्य निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं जगत्कारणस्य मायाधीनचिदाभासस्य च सत्यत्वमापाततः प्रतीयमानमन्योऽन्याध्यासमन्तरेण न घटत इति भावः ॥१९२ ॥

ইহাদিগের অন্যোন্যধ্যাস আছে, সেইরূপ ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস স্বীকার করিয়াই ঈশ্বরের শরীরাদি জড়পদার্থ ও চিন্ময়জীবের কারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯০ ॥

সুরেশ্বরাচার্য্য যে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যিনি সনাতন চিন্ময় অনন্তরূপী পরমব্রহ্ম, তাঁহা হইতেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই সকল ভূত এবং ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১৯১ ॥

শ্রুতিপ্রমাণদৃষ্টে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, পরমব্রহ্ম হইতে আকাশাদি ভূতসকল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যাধ্যাস কিরূপে প্রতিপন্ন হইল, এই আশঙ্কায় ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের অন্যোন্যোধ্যাস নিরূপণ করিতেছেন।—সামান্য দৃষ্টিতে অনুভব হয় যে, পরমব্রহ্ম হইতে এই অনন্ত জগৎ সমুৎপন্ন হইয়াছে ও সেই সনাতন পরমব্রহ্মই এই জগতের কারণ; বাস্তবিক তাহা নহে, ঈশ্বর হইতেই এই অপরিসীম জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব ঐরূপ জ্ঞানকে অন্যোন্যাধ্যাস বলা যায়, যেহেতু অন্যোন্যাধ্যাস ব্যতিরেকে সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ নির্গুণ জগৎকারণ ব্রহ্মের চিদাভাসত্ব জ্ঞানের সম্ভব হয় না ॥ ১৯২ ॥

अन्योन्याध्यासरूपोऽसावन्नलिप्तः पटो यथा ।
घट्टितेनैकतामेति तद्वद् भ्रान्त्यैकतां गतः ॥ १९३ ॥
मेघाकाशमहाकाशौ विविच्येते न पामरैः ।
तद्वद् ब्रह्मेशयोरैक्यं पश्यन्त्यापातदर्शिनः ॥ १९४ ॥
उपक्रमादिभिर्लिङ्गैस्तात्पर्यस्य विचारणात् ।
असङ्गं ब्रह्म मायावी सृजत्येष महेश्वरः ॥ १९५ ॥

एवमन्योऽन्याध्याससिद्धमीश्वरब्रह्मणोरेकत्वं पूर्वोदाहृतघट्टितपटदृष्टान्तस्मरणेन दृढयति अन्योऽन्येति ॥ १९३ ॥

भ्रान्त्यैकत्वापत्तौ दृष्टान्तमभिधायापातदर्शिनां भेदाप्रतीतौ पूर्वोक्तमेव दृष्टान्तान्तरं दर्शयति मेघाकाशेति । ऐक्यं पश्यन्ति न भेदमित्यर्थः ॥ १९४ ॥

कुतस्तर्हि ब्रह्मेशयोर्भेदावगतिरित्यत आह उपक्रमेति । उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम् । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पर्यनिर्णये इत्युक्तैः षड्विधैर्लिङ्गैः श्रुतितात्पर्यविचारे सति ब्रह्मासङ्गं मायावी स्रष्टेत्यवगम्यत इति शेषः ॥ १९५ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার অন্যোন্যাধ্যাসদ্বারাই ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের একত্ব প্রতীয়মান হয়, এইবিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন,—যেমন পট্টবস্ত্রকে মণ্ডদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে তাহা একাকার হয়, সেইরূপ অন্যোন্যাধ্যাস বশতঃ লোকের ভ্রান্তি উপস্থিত হইলেই ঈশ্বর ও পরমব্রহ্ম এই উভয়ের স্বরূপে একরূপত্ব প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ১৯৩ ॥

যেমন সামান্য বুদ্ধিতে মেঘাকাশ ও মহাকাশ এই উভয়ের যে কি প্রভেদ আছে, তাহা প্রতিভাত হয় না, অর্থাৎ সামান্য বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যগণ মেঘাকাশ ও মহাকাশের প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না। সেইরূপ যে সকল লোক সামান্য বুদ্ধিশালী সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিতে পারে না, তাহারা ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের প্রভেদ অনুভব করিতে পারে না, তাহারা কেবল ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের ঐক্য অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১৯৪ ॥

যাহারা সামান্য বুদ্ধির লোক অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিতে অশক্ত, তাহাদিগের বুদ্ধিতে ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের প্রভেদ প্রতিভাত হয় না, তথাপি উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি চিহ্নদ্বারা সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে

सत्यं ज्ञानमनन्तं चेत्युपक्रम्योपसंहृतः ।
यतो वाचो निवर्त्तन्त इत्यसङ्गत्वनिर्णयः ॥ १९६ ॥
मायी सृजति विश्वं सन्निरुद्धस्तत्र मायया ।
अन्य इत्यपरा ब्रूते श्रुतिस्तेनेश्वरः सृजेत् ॥ १९७ ॥
आनन्दमय ईशोऽयं बहु स्यामित्यवैक्षत ।

श्रुतावुपक्रमोपसंहाराभ्यां प्रदर्शनेनोक्तं ब्रह्मणोऽसङ्गत्वं स्पष्टयति सत्यमिति। यतो ऽसङ्गत्वनिर्णयो भवतीति शेषः ॥ १९६ ॥

मायाविन ईश्वरस्य स्रष्टृत्वप्रतिपादिकां श्रुतिमर्थतो दर्शयति मायीति। अस्मात् मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध इति श्रुतिरीश्वरस्य स्रष्टृत्वं जीवस्य तत्र जगति बद्धत्वं दर्शयतीत्यर्थः ॥ १९७ ॥

পরমব্রহ্মের অসঙ্গানন্দস্বরূপত্ব ও মায়াবী ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব নির্দ্ধারিত হইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বর ও পরমব্রহ্মের কি প্রভেদ হইল? যিনি পরমব্রহ্ম তিনি অসঙ্গানন্দ স্বরূপ, অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ও সচ্চিদানন্দ ময়; আর যিনি ঈশ্বর তিনি মায়াবী ও এই পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগতের কর্ত্তা; সুতরাং পরমব্রহ্ম ও ঈশ্বরের প্রভেদ প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৯৫ ॥

শ্রুতিতে যে উপক্রম ও উপসংহারদ্বারা পরমব্রহ্মের অসঙ্গানন্দরূপত্ব উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে—উপক্রমেতে নির্ণীত হইয়াছে যে, পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময় ও অনন্তস্বরূপ এবং উপসংহারে নিরূপিত হইয়াছে যে, মনঃ ও বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়, অর্থাৎ যাঁহার স্বরূপ মনে ধারণ করা যায় না এবং বাক্যদ্বারা বর্ণন করিতে পারা যায় না, তিনি পরমব্রহ্ম; ইহাতেই তাঁহার অসঙ্গানন্দস্বরূপত্ব নিরূপিত হইল ॥ ১৯৬ ॥

অপরাপর শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, মায়াবী ঈশ্বর স্বীয় মায়ায় অবরুদ্ধ হইয়া এই অনন্ত বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন এবং তিনি পরমব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন; অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, ঈশ্বরই জগৎ সৃজন করিয়াছেন, জগৎ সৃষ্টিবিষয়ে পরমব্রহ্মের কারণতা নাই ॥ ১৯৭ ॥

হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূৎ সুপ্তিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥ ১৯৮ ॥
ক্রমেণ যুগপদ্বৈষা সৃষ্টির্জ্ঞেয়া যথাশ্রুতি।
দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাদ্ দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১৯৯ ॥
সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্ব্বজীবঘনাত্মকঃ।

এবমানন্দময়স্যেশ্বরস্য জগৎকারণত্বং প্রতিপাদ্য তস্মাজ্জগদুৎপত্তিপ্রকারমাহ আনন্দময় ইতি। ঈক্ষিত্বা চ হিরণ্যগর্ভরূপোঽভূদিত্যন্বয়ঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ সুপ্তিরিতি ॥ ১৯৮ ॥

তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ ইত্যাদৌ ক্রমেণ সৃষ্টিশ্রবণাৎ ইদং সর্ব্বমসৃজতেতি যুগপচ্ছ্রবণাচ্চ তয়োর্মধ্যে কিমুপাদেয়ত্বং কস্য বা হেয়ত্বমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং শ্রুতিযুক্ত্যপেতত্বাদুভয়ং গ্রাহ্যমিত্যাহ ক্রমেণেতি। এষা জগৎসৃষ্টির্দ্বিবিধশ্রুতিসদ্ভাবাৎ ক্রমেণ যুগপদ্বা যথাশ্রুতি জ্ঞেয়েতি যোজনা। তত্রোপপত্তির্দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাদিতি। লোকে ক্রমযুক্তস্য বাক্রমযুক্তস্য চ স্বপ্নপদার্থজাতস্য দর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯৯ ॥

হিরণ্যগর্ভস্য স্বরূপং নিরূপয়তি সূত্রাত্মেতি। সূত্রাত্মা পটে সূত্রমিব জগত্যনুস্যূত আত্মা

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঈশ্বরের জগৎ কারণত্ব প্রতিপাদন করিয়া সেই ঈশ্বর হইতে কিরূপে জগদুৎপত্তি হইয়াছে, তৎপ্রকার প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন সুষুপ্তি অবস্থা ক্রমেতে স্বপ্নরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ আনন্দময় ঈশ্বর "আমি বহুশরীরে প্রবিষ্ট হইব" এই সঙ্কল্প করিয়া হিরণ্যগর্ভরূপ হইয়াছেন ॥ ১৯৮ ॥

এই জগৎ সৃষ্টিপ্রকরণ শ্রুতিতে দুই প্রকারে উক্ত হইয়াছে।—প্রথমতঃ সেই ঈশ্বর হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, ঐ আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হইয়াছে, ইত্যাদিক্রমে উত্তরোত্তর অখিল জগৎ সমুৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই ঈশ্বর হইতেই এককালীন জগতের সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত মতদ্বয়ের মধ্যে কোন্‌মতই বা আদরণীয় এবং কোন্‌মতই বা উপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে বলিতেছেন যে, শ্রুতিযুক্তি অনুসারে জানা যায় যে, উক্ত উভয়মতই আদরণীয়, কোনমতই উপেক্ষিত নহে। এই জগৎসৃষ্টি ক্রমেতেই হউক আর একদাই হউক, শ্রুতিপ্রমাণে উভয়মতেরই প্রামাণ্য জানা যায় এবং স্বপ্নকালে যে সকল পদার্থের উৎপত্তি হয় তাহারও দ্বৈবিধ্য দেখায় ॥ ১৯৯ ॥

এইরূপে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন বস্ত্রমধ্যে সূত্র

सर्व्वाहंमानधारित्वात् क्रियाज्ञानादिशक्तिमान् ॥ २०० ॥
प्रत्यूषे वा प्रदोषे वा मग्नो मन्दे तमस्ययम् ।
लोको भाति यथा तद्वदस्पष्टं जगदीक्ष्यते ॥ २०१ ॥
सर्व्वतो लाञ्छितो मस्या यथा स्याद् घट्टितः पटः ।
सूक्ष्माकारैस्तथैवास्य वपुः सर्व्वत्र लाञ्छितम् ॥ २०२ ॥

स्वरूपं यस्य सः सूक्ष्मदेहाख्यः सूक्ष्मदेह इत्याख्या यस्य स तथाविधः सर्व्वजीवघनात्मकः सर्व्वेषां जीवानां लिङ्गशरीरोपाधिकानां घनात्मकः समष्टिस्वरूपः तत्र हेतुः सर्व्वाहंमानेति । सर्व्वेषु व्यष्टिलिङ्गशरीरेषु अहमभिमानत्वादिति भावः । इच्छाज्ञानक्रियाशक्तिमांश्च ॥ २०० ॥

हिरण्यगर्भावस्थायां जगत्प्रतीतौ दृष्टान्तमाह प्रत्यूष इति । प्रत्यूषे उषःकाले ॥ २०१ ॥

एवं लोकप्रसिद्धदृष्टान्तमभिधाय यथा धौत इति पूर्व्वोक्तश्लोकेऽभिहितं लाञ्छितपटं दृष्टान्तयति सर्व्वत इति । यथा घट्टितः पटो मसीमयैराकारविशेषैर्लाञ्छितो भवति तथा मायिन ईश्वरस्य वपुरपञ्चीकृतभूतकार्य्यैर्लिङ्गशरीरैर्लाञ्छितमित्यर्थः ॥ २०२ ॥

সকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভও জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন। তিনি সূক্ষ্মদেহ অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন বটে, অথচ কোনরূপেও লক্ষিত হন না এবং তিনি লিঙ্গশরীরোপাধিক জীবসমূহের সমষ্টিস্বরূপ। সেই হিরণ্যগর্ভই সর্ব্বপ্রকার লিঙ্গশরীরের অভিমানী এবং ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াদি শক্তিমান্॥ ২০০ ॥

যেমন প্রভাতকালে কিম্বা সায়ংসময়ে অল্প অল্প অন্ধকারে জগৎ আবৃত থাকে এবং সেই সময়ে সকল পদার্থই অস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, কোনবস্তুই সুস্পষ্ট লক্ষিত হয় না, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভাবস্থাতেও এই অনন্ত জগৎ অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়॥ ২০১ ॥

যেমন চিত্রিত পটখণ্ডকে মণ্ডদ্বারা প্রলিপ্ত করিলে সেই বস্ত্রগতমসী পাতাদি চিত্রবর্ণ সকল অব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ ঈশ্বরাবয়বদ্বারা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সূক্ষ্মরূপ এই জগৎ পঞ্চভূতের কার্য্যস্বরূপ লিঙ্গশরীরদ্বারা লাঞ্ছিত হইলে অস্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয়॥ ২০২ ॥

शस्यं वा शाकजातं वा सर्व्वतोऽङ्कुरितं यथा ।
कोमलं तद्वदेवैष पेलवो जगदङ्कुरः ॥ २०३ ॥
आतपाभातलोको वा पटो वा वर्णपूरितः ।
शस्यं वा फलितं यद्वत् तथा स्पष्टवपुर्व्विराट् ॥ २०४ ॥
विश्वरूपाध्याय एष उक्तः सूक्तेऽपि पौरुषे ।
धात्रादिस्तम्बपर्य्यन्तानेतस्यावयवान् विदुः ॥ २०५ ॥

सुकुमारीभाव वैभवं दृष्टान्तान्तरमाह शस्यमिति ॥ २०३ ॥

एवं सूत्रात्मस्वरूपं विशदीकृत्य तस्यैवावस्थाभेदं पञ्चीकृतभूतकार्य्योपाधिकं विराजं दृष्टान्तत्रयेण विशदयति आतपेति। सूर्य्योदयानन्तरमातपेन प्रकाशितलोक आतपाभातलोकः ॥ २०४ ॥

तत्सद्भावे प्रमाणमाह विश्वरूपेति। विश्वरूपाध्यायादौ कीदृक् रूपमुदितमित्याकाङ्क्षायां ब्रह्मादिस्तम्बपर्य्यन्तं जगत् तद्रूपमुदितमित्याह धात्रादीति ॥ २०५ ॥

শস্য বা শাকজাতি সকল প্রথমাবস্থাতে যখন অঙ্কুরিত হয়, তখন যেমন ঐ শস্য বা শাকজাতি সকল কোমল থাকে, সেইরূপ এই জগৎও প্রথমাবস্থাতে অতিকোমলরূপে প্রকাশ পায় ॥ ২০৩ ॥

যখন সূর্য্যের প্রখরতর কিরণে জগৎ আলোকিত হয়, তখন যেমন জগতের যাবতীয় পদার্থ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়, যেমন বিবিধ বর্ণদ্বারা রঞ্জিত পটখণ্ডের চিত্রপুত্তলিকা সকল সুব্যক্ত প্রকাশ পায় এবং যেমন শস্য ও শাক-জাতি সকল ফলবান্ হইলে ঐ শস্য ও শাক সুস্পষ্টপ্রকারে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ বিরাট্ অবস্থাতে এই জগৎ অতিস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২০৪ ॥

পুরুষসূক্তের বিশ্বরূপবর্ণনাধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত এই বিশ্ব সেই বিরাটপুরুষের অবয়বস্বরূপ। এই জগতে আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্ত যত পদার্থ আছে, তন্মধ্যে তাঁহার অবয়বভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং এই জগতের সকল স্থানেই সেই বিরাটপুরুষ বিদ্যমান আছেন, কোনস্থলেও তাঁহার অভাব নাই ॥ ২০৫ ॥

ঈশসূত্রবিরাড্‌বেধোবিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহ্নয়ঃ।
বিঘ্নভৈরবমৈরালমারিকা যক্ষরাক্ষসাঃ॥ ২০৬॥
বিপ্রক্ষত্রিয়বিট্‌শূদ্রা গবাশ্বমৃগপক্ষিণঃ।
অশ্বত্থবটচূতাদ্যা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ॥ ২০৭॥
জলপাষাণমৃৎকাষ্ঠবাস্যকুদ্দালকাদয়ঃ।
ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥ ২০৮॥
যথা যথোপাসতে তং ফলমীয়ুস্তথা তথা।
ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ॥ ২০৯॥

এতাবতা প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য অন্তর্যামিপ্রভৃতি কুদ্দালকাদিপর্য্যন্তং বস্তুজাতং প্রত্যেকমীশ্বরত্বেন পূজ্যতামিত্যাহ ঈশেত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ॥ ২০৬॥ ২০৭॥ ২০৮॥

তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবতি ইতি শ্রুতিস্তত্তৎপূজায়াং তত্তৎফলসদ্ভাবে প্রমাণমিত্যাহ যথা যথেতি। নতু সর্বেষামীশ্বরত্বে ফলবৈষম্যং কুত ইত্যাশঙ্ক্য পূজ্যানামাধিষ্ঠানানাং পূজানামর্চ্চনাদীনাঞ্চ সাত্বিকাদিভেদেন বৈষম্যমিত্যাহ ফলোৎকর্ষেতি॥ ২০৯॥

এই অনন্তবিশ্ব ঈশ্বরের অবয়বস্বরূপ প্রতিপাদিত হইল বটে, কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরারাধনায় কি উপকার হইল, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, প্রজাপতি, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিঘ্নভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ ও রাক্ষস, এই সকল দেব ও উপদেব, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়, গো, অশ্ব এবং মৃগপ্রভৃতি পশুবর্গ, পক্ষীগণ, অশ্বত্থ, বট ও আম্রাদি বৃক্ষসকল, যব, ধান্য, তৃণপ্রভৃতি ঔষধিবর্গ এবং জল, প্রস্তর, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠ ও কুদ্দালপ্রভৃতি সকলই ঈশ্বরের অংশ। সেই সর্ব্বময় ঈশ্বর উক্ত সকল পদার্থেই সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, অতএব এই সকলই পূজনীয়। এই সকল পদার্থের মধ্যে যে কোন পদার্থই হউক, তাহাতে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিলে তিনি ফলপ্রদান করিয়া থাকেন॥ ২০৬-২০৮॥

সকলের উপাসনাই ফলপ্রদ এবং সকলপ্রকার ঈশ্বরারাধনাই সাধকের অভিলাষ পরিপূর্ণ করে।—যে ব্যক্তি যে কোনবস্তুকে ঈশ্বরজ্ঞানে আরাধনা করে, তাহারই কাম্যফল সিদ্ধি হয়, আর যে ব্যক্তি যে প্রকারে ঈশ্বরের

মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্নবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা ॥ ২১০ ॥
অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোঽয়মখিলং জগৎ।
ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥ ২১১ ॥

সাংসারিকফলসিদ্ধিরেবং ভবতু মুক্তিঃ কস্মাদুপাসনাত্ত্ব ভবতীত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানব্যতিরেকেণ ন কেনাপি ভবতীত্যাহ মুক্তিরিতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্নবোধমিতি। স্বজাগরণমন্তরেণ স্বনিদ্রাকল্পিতস্বপ্নো যথা ন নিবর্ত্ততে তথা ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ তদজ্ঞানকল্পিতঃ স্বসংসারো ন নিবর্ত্ততে ইতি ভাবঃ ॥ ২১০ ॥

নম্বু দ্বৈতনিবৃত্তিব্রহ্মাত্মতায়ামুক্তিঃ স্বপ্নদৃষ্টান্তেন তত্ত্ববোধসাধ্যত্বাভিধানমনুপপন্নং নিবর্ত্ত্যস্য দ্বৈতস্য স্বপ্নতুল্যত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যান্যথায়দৃষ্টরূপত্বেনাস্য স্বপ্নতুল্যত্বমস্ত্যেব। ননু চৈতৎ সুষুপ্তং স্বপ্নমায়ামাত্রমিতি শ্রুত্যাভিহিতত্বাৎ নৈনমিত্যাহ অদ্বিতীয়েতি। ঈশজীবাদিরূপেণ বর্ত্তমানং চেতনাচেতনাত্মকং যদখিলং জগদস্তি অয়মদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্ন ইতি যোজনা ॥ ২১১ ॥

উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সেই উপাসনার অনুরূপ ফলভোগ করিতে সমর্থ হয়। পরন্তু পূজ্যবস্তুর স্বরূপ এবং পূজানুষ্ঠানের তারতম্য অনুসারে আরাধনার ফলেরও উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে; সুতরাং পৃথক্ পৃথক্ কাম্যফল সাধনের নিমিত্ত নানারূপ উপায় আছে। কিন্তু মুক্তিফল সাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানই মুক্তিফললাভের অদ্বিতীয় কারণ। যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্ত স্বকীয় জাগরণভিন্ন অন্য উপায় নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান না হইলে কদাচ মুক্তিফল লাভ হইতে পারে না ॥ ২০৯-২১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই মুক্তিসাধন হইয়া থাকে, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞাননিবৃত্তি না হইলে কেবল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান দ্বৈতনিবৃত্তিস্বরূপ মুক্তির কারণ হইতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলেই ঈশ্বর, জীব ও দেহপ্রভৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই অখিলবিশ্ব মায়াকল্পিত স্বপ্নরূপে প্রতীয়মান হয়। তখন এই

আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ।
মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্ব্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ২১২ ॥
ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা।
জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ২১৩ ॥

নন্বীশজীবয়োর্ব্রহ্মাভিন্নয়োঃ কথং জগদন্তঃপাতিত্বমিত্যাশঙ্ক্য তয়োর্মায়াকল্পিতত্বেন জগদন্তঃপাতিত্বমিত্যাহ আনন্দময়েতি ॥ ২১২ ॥

তাভ্যাং সর্ব্বং কল্পিতমিত্যুক্তম্। তত্র কেন কিয়ৎ কল্পিতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ঈক্ষণাদীতি। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইত্যাদিকয়া, এতয়া দ্বারা প্রপদ্যত ইত্যন্তয়া শ্রুত্যা প্রতিপাদিতা সৃষ্টিরীশ্বরকর্তৃকা। তস্য ত্রয় আবসথা ইত্যাদিকয়া স এতমেব পুরুষং ব্রহ্মততমমপশ্যদিত্যন্তয়া প্রতিপাদিতঃ সংসারো জীবকর্তৃক ইত্যর্থঃ ॥ ২১৩ ॥

অখিল জগতের দ্বৈতজ্ঞান থাকে না, কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বিশ্বময় এইরূপ অদ্বৈতজ্ঞান হইতে থাকে ॥ ২১১ ॥

এইক্ষণে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়রূপে প্রতিপন্ন হইল এবং ঈশ্বর ও জীব এই উভয়ই ব্রহ্মহইতে অভিন্ন ; সুতরাং তাহাদিগের জগদন্তঃপাতীত্ব সম্ভবিতে পারে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেহেতু আনন্দময়স্বরূপ ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময়রূপ জীব, এই উভয়ই মায়াদ্বারা পরিকল্পিত এবং মায়াপরিকল্পিত জীব ও ঈশ্বর হইতেই এই জগৎ রচিত হইয়াছে; সুতরাং আনন্দময়স্বরূপ ঈশ্বর ও বিজ্ঞানময়রূপ জীব, এই উভয়ই জগতের অন্তঃপাতী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ২১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর ও জীব হইতেই এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, কাহাদ্বারা কোন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে ? ঈশ্বরদ্বারাই বা কি কি পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে এবং জীব হইতেই বা কোন্ কোন্ পদার্থ জন্মিয়াছে ? এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন। সৃষ্টিবিষয়ক সঙ্কল্প হইতে সর্ব্ববস্তুতে অনুপ্রবেশপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার ঈশ্বরের কার্য্য ; ঈশ্বরই সর্ব্ববস্তু সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই বস্তুতে অনুপ্রবেশ করেন, ঈশ্বর-সঙ্কল্প ব্যতিরেকে কোন পদার্থের সৃষ্টি হইতে পারে

अद्वितीयं ब्रह्मतत्त्वमसङ्गं तन्न जानते।
जीवेशयोर्मायिकयोर्वृथैव कलहं ययुः॥ २१४॥
ज्ञात्वा सदा तत्त्वनिष्ठाननुमोदामहे वयम्।
अनुशोचाम एवान्यान् न भ्रान्तैर्विवदामहे॥ २१५॥
तृणार्चकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्तिमाश्रिताः।

ननु ब्रह्मण एव पारमार्थिकत्वे वादिनां जीवेश्वरतत्त्वविषया विप्रतिपत्तिः कुत इत्याशङ्क्य श्रुतिसिद्धतत्त्वज्ञानशून्यत्वादित्याह अद्वितीयमिति॥ २१४॥

जीवेश्वरविषयायाः वादिविप्रतिपत्तेरज्ञानमूलत्वे तथाविधतत्त्वेन ते बोधनीया इत्याशङ्क्य तथाशक्यत्वादित्याह ज्ञात्वेति॥ २१५॥

ईश्वरे जीवे च भ्रान्त्या विप्रतिपन्नान् वादिनो विभज्य दर्शयति तृणार्चकादिति॥ २१६॥

না এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিপ্রভৃতি অবস্থা অবধি মুক্তিপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে॥ ২১৩॥

যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে নানাবিধ মত অবলম্বন করিয়া কেহবা বিষ্ণু, কেহবা ব্রহ্মা এবং কেহ কেহ বা শিব প্রভৃতি দেবগণকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, সেই সকল বিবিধ মতাবলম্বীরা অখণ্ড চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানে না, তাহারা কেবল ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া মায়িকজীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে বৃথা বিবাদ করিয়া থাকে॥ ২১৪॥

যাহারা ঈশ্বরবিষয়ে বৃথা তর্ক উপস্থিত করিয়া নানারূপে কলহ করিয়া থাকে, আমরা তাহাদিগের সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না। যাহারা নানারূপ কুতর্ক করিয়া বৃথা কলহ করে, তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ দেওয়া অসাধ্য, তাহাতে কেবল বৃথা পরিশ্রম করিবা কোন ফল নাই; বরং তাহাদিগকে দর্শন করিলে আমাদিগের শোক উপস্থিত হয়। যেহেতু তাহারা যে বৃথা তর্ক করিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে, ইহাই শোকের কারণ। আর যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ এবং প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমাদিগের অপার আনন্দ উপস্থিত হয়॥ ২১৫॥

যাহারা তৃণবৃক্ষাদিকে ঈশ্বর জ্ঞানে আরাধনা করে, সেই সকল জড়ো-

লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীববিভ্রান্তিমাশ্রিতাঃ ॥২১৬॥
অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা।
ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক্ব মুক্তিঃ ক্বেহ বা সুখম্ ॥২১৭॥
উত্তমাধমভাবশ্চেৎ তেষাং স্যাদস্তু তেন কিম্।

কুতো ভ্রান্তত্বং তেষামিত্যত আহ অদ্বিতীয়েতি। ততঃ কিংতত্রাহ তেষামিতি। পরিচ্ছেদশীল-পক্ষপ্রতিপাদনাভিনিবেশেন চিত্তবিশ্রান্ত্যভাবাদৈহিকমপি সুখং তেষামিত্যাহ ক্বেহ বা সুখমিতি ॥ ২১৭ ॥

ননু তেষাং ব্রহ্মবিদ্যাভাবেঽপি ইতরবিদ্যাযুক্তা উত্তমাধমভাবৌ দৃশ্যেতে অত উত্তমত্বপ্রযুক্তং

পাসক হইতে শাণ্ডিল্য বিদ্যাবিধানে যোগাচার তৎপর ব্যক্তিপর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার উপাসক সম্প্রদায়ই ভ্রান্তির বশীভূত; কেহই অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরের উপাসনা জানে না এবং যাহারা লৌকিকাচার-নিয়মে ঈশ্বরারাধনা করে, সেই সকল লোকায়তবাদি উপাসক হইতে সাংখ্যমতাবলম্বী উপাসক পর্য্যন্ত সকলেই জীবের স্বরূপ নির্ণয়ে ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন, কেহই জীবের স্বরূপ-বিচারে অভ্রান্ত নহেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপে ঈশ্বর ও জীবতত্ত্ব-বিচার করুন না কেন, কেহই যথার্থরূপে জীব ও ঈশ্বর তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারেন না ॥ ২১৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধবাদিগের মতের প্রতি ভ্রান্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু উপাসকগণ যে পর্য্যন্ত অদ্বিতীয় অসঙ্গানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম-তত্ত্বনির্ণয় করিতে না পারেন, সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলা যায় না, তখনও তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়াই পরিগণিত হয়েন। অতএব তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে, কারণ, তাঁহারা যদি অভ্রান্তরূপে ঈশ্বরোপাসনা ও জীবতত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেন, তবে অবশ্য তাঁহাদিগের পরমব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইত। যাঁহারা প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের নির্ম্মলসুখ ও মুক্তির আশা কোথায়? কখনও তাঁহারা যথার্থ সুখভোগ করিতে এবং মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন না। কেবল ভ্রমের আক্রমণে অভিভূত হইয়া অন্ধের ন্যায় অবস্থিত থাকেন ॥ ২১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিবিধবাদিগের মধ্যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে, উপাস্য

स्वप्नस्थराज्यभिक्षाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यते खलु ॥ २१८ ॥
तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः।
कार्य्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं विचार्य्य बुध्यतां च तत्॥ २१९ ॥
पूर्व्वपक्षतया तौ चेत् तत्त्वनिश्चयहेतुताम्।
प्राप्नुतोऽस्तु निमज्जस्व तयोर्नैतावता वशः॥ २२० ॥

मुख्यं केषाञ्चित् स्यादित्याशङ्क्य तस्य मुमुक्षुभिरनादरणीयत्वं दृष्टान्तेनाह स्वप्नेति ॥ २१८ ॥

जीवेश्वरवादयोर्मुक्तिहेतुत्वाभावात् न मुमूक्षुभिस्तत्र मतिर्निवेशनीयेति उपसंहरति तस्मादिति। तर्हि किं कर्त्तव्यमित्याशङ्क्य श्रुतिविचारेण ब्रह्मबोध एव कर्त्तव्यः इत्याह किन्तु ब्रह्मेति ॥ २१९ ॥

ननु ब्रह्मतत्त्वनिश्चयाय तयोः स्वरूपं हेयत्वेन ज्ञातव्यमित्याशङ्क्य तथात्वे जीवेशवादयोरेव बुद्धिर्न परिसमापनीयेत्याह पूर्व्वेति। एतावता पूर्व्वपक्षतया तत्त्वनिश्चयहेतुत्वसम्भवेन तयोर्जीवेश्ववादयोरेव वशो विवेकज्ञानशून्यो न निमज्जस्वेति योजना ॥ २२० ॥

ও উপাসনাপ্রণালীর তারতম্যে সেই সকল উপাসক সম্প্রদায়ের উত্তমাধমভাব দৃষ্ট হয়। কেহ কোন উপাসনার প্রণালী-বিশেষ উদ্ভাবন করিয়া দেবতাবিশেষের আরাধনাদ্বারা সকলের প্রাধান্যপদ লাভ করিয়াছে। পরন্তু ইহাও যদি তাহাদিগের উপাসনার ফল বলিতে হয়, তবে আর তাহারা কিরূপে ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—কেবল উত্তমাধম পদলাভই ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত ফল নহে; যেহেতু ঐ সকল পদলাভ স্বপ্ন দৃষ্টপদার্থের ন্যায় অচিরস্থায়ী, কারণ স্বপ্নাবস্থাতে কখনও রাজ্যলাভ হয় এবং কখন বা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করে, কিন্তু ঐ রাজ্যলাভ ও ভিক্ষাবৃত্তি স্বপ্নাবস্থা পর্য্যন্তই থাকে, জাগ্রদবস্থাতে আর উহা থাকে না॥২১৮॥

যাঁহারা প্রকৃত মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে বাদানুবাদ না করিয়া কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করেন এবং ইহাই তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া জানেন। যেহেতু ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভ হয়, বাদানুবাদদ্বারা কোন ফল দর্শে না ॥ ২১৯ ॥

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই পূর্ব্বোক্ত পরমব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণের প্রধান কারণ। যদি তর্কবিতর্ক করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তদ্বারা সেই জীব ও ঈশ্বরের

असङ्गचिद्विभुर्जीवः साङ्ख्योक्तस्तादृगीश्वरः ।
योगोक्तस्तत्त्वमोरर्थौ शुद्धौ ताविति चेच्छृणु ॥ २२१ ॥
न तत्त्वमोरुभावर्थावस्मत्सिद्धान्ततां गतौ ।
अद्वैतबोधनायैव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२२ ॥

ननु साङ्ख्ययोगशास्त्रोक्तयोर्जीवेशयोः शुद्धचिद्रूपत्वेन भवद्भिरभ्युपादेयत्वान्न तयोः पूर्व्वपक्षत्वमिति शङ्कते असङ्गेति ॥ २२१ ॥

साङ्ख्ययोगशास्त्रोक्तयोर्जीवेशयोः शुद्धचिद्रूपत्वेऽपि तयोर्वास्तवभेदस्य तैरङ्गीकृतत्वान्नायमस्मत्सिद्धान्त इत्याह नेति । तत्त्वम्पदयोरुभावर्थौ अस्मत्सिद्धान्तत्वं न गताविति योजना । ननु कूटस्थब्रह्मशब्दाभ्यां शुद्धौ तत्त्वम्पदार्थौ भवद्भिरपि भिन्नौ निरूपिताविति आशङ्क्याह अद्वैतबोधनायैवेति । लोकप्रसिद्धभेदानुवादद्वारा तदैक्यप्रतिपादनायैव तौ भेदेनोदितौ न तु तयोर्भेदः प्रतिपाद्यत इति भावः ॥ २२२ ॥

স্বরূপ নির্ণয় করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে তাহাই কর, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু বিচার করিতে করিতে যেন সেই বিচারের বশীভূত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইও না। পরন্তু বৃথা বিচারের বশে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্ববিস্মরণ হইলে তাহার মুক্তিলাভের আশা কি? ॥ ২২০ ॥

যদি বল, অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ জীব ও সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর এই উভয়ের স্বরূপ নির্ণয়দ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত ফল সাধিত হয়। জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ জানিতে পারিলেই "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থের ঐক্যজ্ঞান সাধিত হইয়া যোগানুষ্ঠানের ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে এই বিষয়ের প্রকৃত মীমাংসা শ্রবণ কর।—জীব ও ঈশ্বর এই উভয় পদার্থ পরিজ্ঞান আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, উক্ত উভয় বিষয় পরিজ্ঞাত হইলে, আমাদিগের কোন স্বার্থসিদ্ধি হয় না। তবে আমরা কেবল অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের নিমিত্ত কখন কখন সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের সোপানস্বরূপ জীব ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিমাত্র। ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আমাদিগের প্রকৃত কার্য্য এবং জীব ও ঈশ্বরের, স্বরূপ পরিজ্ঞানে আমাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। পরন্তু সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান বিষয়ে জীব ও ঈশ্বর এই উভয় কারণমাত্র; যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হয়, তাবৎ আমরা কখন কখন জীব ও ঈশ্বরকে গ্রহণ করিয়া থাকি ॥ ২২১-২২২ ॥

অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ।
মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ॥ ২২৩॥
অত এবাত্র দৃষ্টান্তৌ যোগ্যঃ প্রাক্সম্যগীরিতঃ।
ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্মকঃ॥ ২২৪॥
জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রখে তয়োঃ।
আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ॥ ২২৫॥

নহি পদার্থশোধনং কিমর্থমিত্যত আহ অনাদীতি। অত্র মায়াশব্দেন স্বাশ্রয়ব্যামোহিকাবিদ্যা লক্ষ্যতে তয়া বিপরীতজ্ঞানং প্রাপ্তাঃ কর্তৃত্বাদিমত্ত্বং জীবস্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণযোগিত্বঞ্চেশ্বরস্য পারমার্থিকং মন্যন্তে অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থমেব শোধনং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ॥ ২২৩॥

পদার্থশোধনপ্রকারমেব দিদর্শয়িষুস্তদুপায়ত্বেন পূর্ব্বোক্তদৃষ্টান্তং স্মারয়তি অত ইতি। যতঃ পদার্থশোধনং কর্ত্তব্যমত এবেত্যর্থঃ॥ ২২৪॥

পদার্থশোধনপ্রকারমাহ জলেতি। যে জলাকাশাভ্রখে তে জলাভ্রোপাধ্যধীনত্বাদপারমার্থিকে তয়োরাধারভূতৌ ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনির্ম্মলৌ জলাভ্রোপাধিনিরপেক্ষাকাশমাত্ররূপাবিত্যর্থঃ॥ ২২৫॥

যাহারা অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় মায়ার আক্রমণে বিমোহিত হইয়া আছে, তাহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ বিলক্ষণরূপে প্রতিপাদন করিতে পারে না। কারণ অবিদ্যাদ্বারা প্রকৃতরূপে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় হয় না। কেবলমাত্র এই বোধহয় যে, জীবের সর্ব্বকর্তৃত্ব ও ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব আছে; কিন্তু আমরা উক্তরূপ জ্ঞানের নিবৃত্ত্যর্থ পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকি। পদার্থ-নির্ণয় ব্যতিরেকে কোনরূপেও ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয় না॥ ২২৩॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পদার্থনির্ণয় ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণের প্রধান কারণ; অতএব সেই পদার্থ নির্ণয়প্রদর্শনার্থ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত স্মরণ করিতে-ছেন। ইতিপূর্ব্বে ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশ বর্ণনপ্রসঙ্গে এইবিষয়ের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে॥ ২২৪॥

যেমন জলাকাশ ও মেঘাকাশ এই উভয়ই জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন। যেখানে মেঘ ও জল না থাকে, সেই স্থানে মেঘাকাশ ও জলাকাশ অনুভূত হয় না; কিন্তু উক্ত মেঘাকাশ ও জলাকাশ এই উভয়ের আধারভূত

एवमानन्दविज्ञानमयौ मायाधियोर्वशौ।
तदधिष्ठानकूटस्थब्रह्मणौ तु सुनिर्मले॥ २२६॥
एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि।
देहोऽन्नमयकक्षत्वादात्मत्वेनाभ्युपेयताम्॥ २२७॥
आत्मभेदो जगत् सत्यमीशोऽन्य इति चेत् त्रयम्।

दार्ष्टान्तिकमाह एवमिति॥ २२६॥

ननु पदार्थद्वयशोधनकक्षोपयोगित्वेनापि सांख्ययोगमतद्वयमङ्गीकार्य्यमिति चेत् अत्यल्प-मिदमुच्यते इतरेषामपि शास्त्राणां तत्तत्कक्षोपयोगित्वेनास्माभिरभ्युपेयत्वादित्याह एत-दिति॥ २२७॥

कुतस्तर्हि सांख्ययोर्वेदान्तविरोधित्वमित्याशङ्क्य जीवभेदजगत्सत्यत्वेश्वरतटस्थत्वत्रयोंऽशौ इत्याह आत्मभेद इति॥ २२८॥

ঘটাকাশ ও মহাকাশ, ইহারা সুনির্ম্মল, কোন উপাধির অধীন নহে। সেইরূপ আনন্দময় জীব ও বিজ্ঞানময় ঈশ্বর ইহারা মায়া ও বুদ্ধির অধীন। কিন্তু সেই আনন্দময় জীব ও বিজ্ঞানময় ঈশ্বরের অধিষ্ঠানস্বরূপ যে কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য ইহারা কোন উপাধির অধীন নহেন, তাঁহারা নির্ম্মলরূপে অব-স্থিত আছেন। অতএব এইরূপে সমস্ত পদার্থ শোধন করিবে॥ ২২৫-২২৬॥

উক্তরূপ পদার্থদ্বয় শোধনপক্ষে সাংখ্যদর্শন ও যোগশাস্ত্র এই উভয়ই উপযোগী। এই স্থলে উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের কিয়দংশমাত্র আদৃত হইয়াছে, কিন্তু ইহা দূষণীয় নহে; যেহেতু স্বীয় মতের উপযোগী শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ অংশ গ্রহণ করা অবিধেয় নহে। যে শাস্ত্রের যে অংশ আপন মতের উপযোগী, লোকে তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকে। যে অংশে যাহার কোন প্রয়োজন নাই, সেই অংশ কেহ গ্রহণ করে না। অতএব স্থূলদেহকেও অন্যান্যমতে অন্নময় আত্মারূপে গ্রহণ করা যায়॥ ২২৭॥

যদি সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিগৃহীত হইল, তবে আর বেদান্তের সহিত তাহাদিগের বিরোধ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? বেদান্তের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের কোন কোন অংশের অবিরোধ

त्यज्यते तैस्तदा सांख्ययोगवेदान्तसम्मतिः ॥ २२८ ॥

जीवासङ्गत्वमात्रेण कृतार्थ इति चेत्तदा ।

स्रक्चन्दनादिनित्यत्वमात्रेणापि कृतार्थता ॥ २२९ ॥

यथा स्रगादिनित्यत्वं दुःसम्पाद्यं तथात्मनः ।

ननु जीवस्यासङ्गत्वज्ञानादेव मुक्तिसिद्धेः किमद्वैतबोधेनेत्याशङ्क्य अद्वैतज्ञानमन्तरेणासङ्गत्वादिकं न सम्भाव्यत इत्यभिसन्धिं हृदि निधायोत्तरमाह जीवेति ॥ २२९ ॥

अभिसन्धिमाविष्करोति यथेति । जीवतोर्विशेष्यविशेषणाकारेण भासमानयोः ॥२२३०॥

থাকাতেই বেদান্তের সহিত উক্ত শাস্ত্রদ্বয়ের ঐক্য দৃষ্ট হইতেছে। অতএব যে যে অংশে বেদান্তের সহিত সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের বিরোধ আছে, তাহা প্রকাশ করিতেছেন।—সাংখ্যেরা আত্মার ভেদস্বীকার করে, কিন্তু বেদান্তে ও যোগশাস্ত্রে তাহা বলে না, যোগশাস্ত্রে জগৎকে সত্যরূপ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু সাংখ্যে ও বেদান্তে তাহা মানে না এবং বেদান্তে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত জ্ঞান করে, কিন্তু সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরকে অতিরিক্ত বলে না। এই সকল বিষয়েই সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও বেদান্তের পরস্পর বিরোধ আছে, আর কোন বিষয়েই তাহাদিগের বিরোধ নাই। সাংখ্যেরা যদি আত্মার ভেদজ্ঞান না করিত, যোগশাস্ত্রে যদি জগৎকে সত্য বলিয়া না মানিত এবং বেদান্তে যদি ঈশ্বরকে অতিরিক্ত জ্ঞান না করিত, তবে আর সাংখ্য, যোগশাস্ত্র ও বেদান্ত এই তিন শাস্ত্রের কোন বিষয়ে অনৈক্য থাকিত না, অপর সর্ব্বপ্রকারেই উক্ত শাস্ত্রত্রয়ের ঐক্য আছে ॥ ২২৮ ॥

যদি জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞান হইলেই মুক্তি হইতে পারে, তবে অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান নিষ্প্রয়োজন। এই আশঙ্কায় অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে যে অসঙ্গত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না, এই অভিসন্ধি চিন্তা করিয়া উক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন।—যদি বল, জীবের অসঙ্গত্ব জ্ঞানমাত্রেই মুক্তি হয়, তাহাহইলে ঐহিক স্রকচন্দনাদি ভোগ্যবিষয়ের নিত্যত্ব পরিজ্ঞানেও মুক্তি হইতে পারে। বাস্তবিক তাহা নহে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে কদাচ কেবল অসঙ্গত্বজ্ঞানে মুক্তি হয় না ॥ ২২৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ভিন্ন কেবল

असङ्गत्वं न सम्भाव्यं जीवतोर्जगदीशयोः ॥ २३० ॥
अवश्यं प्रकृतिः सङ्गं पुरेवापादयेत् तथा ।
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २३१ ॥
अविवेककृतः सङ्गो नियमश्चेति चेत् तदा ।

असम्भवमेव स्पष्टयति अवश्यमिति । फलितमाह कोऽस्येति ॥ २३१ ॥

सङ्गनियमयोरविवेककार्य्यत्वाद् विवेकज्ञानेन चाविवेकनिवृत्तौ कुतःपुनः सङ्गाद्युत्पत्तिरिति शङ्कते अविवेकेति। एवं सत्यपसिद्धान्तापात इति परिहरति तदा बलादिति। अयम्भावः अविवेको नाम किं विवेकाभावः किं वा तदन्यः उत तद्विरोधी, नाद्यः अभाव-

---

অসঙ্গত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয় না, এইবিষয়ের যুক্তিপ্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন স্রকৃচন্দনাদি বিষয় ও ভোগ্য বস্তু সকলের নিত্যজ্ঞান সম্ভব হয় না, সেইরূপ জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞানও হইতে পারে না। এই উভয় বিশেষ্য বিশেষণ ভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্ব, ঈশ্বর ও জগৎ এই উভয় বিশেষ্য বিশেষণভাবে প্রকাশ পায়; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্বজ্ঞান অসম্ভব। অতএব অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান না হইলে কোনরূপেও মুক্তি হইতে পারে না ॥ ২৩০ ॥

এক্ষণে জীবের অসঙ্গত্ব স্পষ্টরূপে বিবৃত হইতেছে।—জীব প্রকৃতির অধীন এবং প্রকৃতির স্বভাব এই যে, জীবের সংসর্গ উৎপাদন করে; সুতরাং জীবের অসঙ্গত্ব সম্ভব হয় না। ঐ প্রকৃতিকে ঈশ্বর নিয়োগ করেন, অতএব জীবের মোক্ষ কোনরূপেও সম্ভব হইতে পারে না ॥ ২৩১ ॥

যদি বল, সঙ্গ ও নিয়ম এই উভয়ই অবিবেকের কার্য্য, বিবেক উপস্থিত হইলেই অবিবেকের নিবৃত্তি হয়, অতএব সঙ্গাদি উৎপত্তি হইতে পারে না, পরন্তু দুর্ম্মতি সাংখ্যেরা কেবল বলপূর্ব্বক মায়াবাদ স্বীকার করে। যেহেতু অবিবেককে বিবেকাভাব কিম্বা বিবেকের অন্য অথবা বিবেকের বিরোধী কিছুই বলা যায় না। অবিবেককে বিবেকাভাব বলিতে পার না, কারণ অভাব পদার্থ কখনও ভাবরূপ কার্য্যের জনক হয় না, বিবেকাভাব যদি অবিবেক শব্দের অর্থ হইত, তাহাহইলে সঙ্গ ও নিয়ম এই দুইটী ভাবকার্য্য অবিবেকের জন্য এই কথা বলিতে পারা যায় না। যদি বল, অবি-

অসাদ্রাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্মতিঃ ॥ ২৩২ ॥
বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্বমিষ্যতাম্‌।
ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা ॥ ২৩৩ ॥
দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি।
বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতির্ন সহতেতরাম্‌ ॥ ২৩৪ ॥

নাদ্যঃ ভাবকার্য্যজনকত্বাযোগাৎ ন দ্বিতীয়ঃ বিবেকাদন্যস্য ঘটাদেঃ সঙ্গহেতুত্বাদর্শনাৎ তৃতীয়ে তু তস্য ভাবরূপাজ্ঞানত্বমেবেতি মায়াবাদপ্রসঙ্গ ইতি ॥২৩২ ॥

অদ্বৈতাভ্যুপগমে বন্ধমোক্ষব্যবস্থানুপপত্তেরাত্মভেদোঽঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি চোদয়তি বন্ধমোক্ষেতি। একস্যাপ্যাত্মনো মায়য়া বন্ধমোক্ষব্যবস্থোপপত্তেরেবমিতি পরিহরতি ন যত ইতি ॥ ২৩৩ ॥

মায়াপি কথং ব্যবস্থাপয়েদিত্যাশঙ্ক্য তস্যা দুর্ঘটকারিত্বস্বভাবত্বাদিত্যভিপ্রেত্যাহ দুর্ঘটমিতি। বন্ধস্যাবিদ্যকত্বেঽপি মোক্ষো বাস্তবোঽভ্যুপেতব্য ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিবিরোধান্নৈবমিত্যাহ বাস্তবা-

---

বেক বিবেকের অতিরিক্ত পদার্থ তাহাও সঙ্গত বোধহয় না। কারণ ঘটাদিও বিবেকের অতিরিক্ত পদার্থ, কিন্তু তাহাকে সঙ্গহেতু বলিয়া প্রতীত হয় না, পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, অবিবেকই সঙ্গের কারণ। বিবেক ভিন্নই অবিবেক এই কথা অসঙ্গত হইল এবং অবিবেক বিবেকের বিরোধী, এই অর্থও অসম্ভব যেহেতু অবিবেক ভাব পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয় না; সুতরাং সাংখ্যের মায়াবাদ নির্দ্দুষ্ট নহে ॥ ৩৩২ ॥

অদ্বৈত ব্রহ্মবিজ্ঞান স্বীকার না করিলে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থার অনুপপত্তি হয়, যদি বল বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জীবের নানাত্ব স্বীকার করি, তাহাও নিষ্প্রয়োজন, যেহেতু মায়াই বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে সমর্থ আছে। অতএব বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত জীবের নানাত্ব কল্পনা করিতে হয় না ॥ ২৩৩॥

মায়াই বা কিরূপে বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—মায়ার যে দুর্ঘটঘটনারূপ বিরুদ্ধ স্বভাব আছে, তাহা কি দেখিতে পাও না? মায়া করিতে না পারে, এমন কার্য্যই নাই। মায়াতে

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ २२५ ॥
मायाख्याया कामधेनोर्वत्सौ जीवेश्वरावुभौ ।
यथेच्छं पिबतां द्वैतं तत्त्वन्त्वद्वैतमेव हि ॥ २२६ ॥
कूटस्थब्रह्मणोर्भेदो नाममात्रादृते न हि ।

विति । न सहते तदानीं तां नैव सहते इत्यर्थः । बन्धमिव मोक्षमपि वास्तवं न सहत इतिभावः ॥ २२४ ॥

मोक्षादेर्वास्तवत्वप्रतिषेधिकां श्रुतिं पठति न निरोध इति । निरोधो नाशः उत्पत्तिर्देह-सम्बन्धः बद्धः सुखदुःखादिधर्मवान् साधकः श्रवणाद्यनुष्ठाता मुमुक्षुः साधनचतुष्टयसम्पन्नः मुक्तः निवृत्ताविद्यः इत्येतत् सर्वं वस्तुतो नास्तीत्यर्थः ॥ २२५ ॥

एवं जीवेश्वराभेदस्य मायामयत्वमुपसंहरति मायाख्याया इति ॥ २२६ ॥

ननु जीवेशयोर्मायिकत्वेन तद्भेदस्य मिथ्यात्वेऽपि कूटस्थब्रह्मणोःपारमार्थिकः

কিছুই অসম্ভব নহে ; অতএব মায়া বন্ধমোক্ষের ব্যবস্থাও করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতিতে বন্ধমোক্ষের নিত্যত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বন্ধমোক্ষের নিত্যত্ব স্বীকার করিলে শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটিয়া উঠে ॥ ২৩৪ ॥

প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে সুস্পষ্টরূপ প্রতীয়মান হইবে যে, জীবের বিনাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধ নাই, সাধন নাই, মুক্তির ইচ্ছা নাই অথবা মুক্তিও নাই। জীব সর্ব্বদাই একরূপ থাকে, তাহার কিছুই অন্যথা হয় না, কোনপ্রকার দেহাকারে পরিণত হয় না, জীব সুখদুঃখাদি ধর্ম্মভাগী নহে এবং মোক্ষের অভিলাষী হইয়া কোনরূপ সাধনদ্বারা মুক্ত হইয়া যায় না ॥ ২৩৫ ॥

জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই মায়ারূপিণী কামধেনুর দুইটী বৎসস্বরূপ। ইহারা সেই কামধেনুর দ্বৈতরূপ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে, অর্থাৎ মায়াদ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞান হয়, ইহাতে তাহাদিগের অদ্বৈততত্ত্বের কোন হানি হয় না ; যথার্থরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অদ্বৈতজ্ঞানই হইয়া থাকে ॥২৩৬॥

যেমন উপাধির প্রভেদ ব্যতিরেকে ঘটাকাশ ও মহাকাশের কোন বিভি-

घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते न हि क्वचित् ॥ २३७ ॥
यदद्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक् तदेवाद्य चोपरि।
मुक्तावपि वृथा माया भ्रामयत्यखिलान् जनान् ॥ २३८ ॥
ये वदन्तीत्थमेतेऽपि भ्राम्यन्तेऽविद्ययात्र किम्।

आदित्याद्यस्य भेदप्रयोजकस्य स्वरूपवैलक्षण्यस्याभावान्नैवमिति परिहरति कूटस्थेति। नाममात्रात् भेदप्रतीतावपि वस्तुतो भेदाभावे दृष्टान्तं पूर्वोक्तं स्मारयति घटाकाशेति ॥ २३७ ॥

एवं भेदस्य मिथ्यात्वसमर्थनेन किं फलमित्यत आह यदद्वैतमिति। सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमिति श्रुतौ यत्सदद्वितीयं ब्रह्म प्रतिपादितं तदेव कालत्रयेऽप्यबाध्यत्वेन वास्तवं न भेद इति भावः। कुतस्तर्हि सर्वैर्भेदेऽभिनिवेशः क्रियते इत्यत आह वृथा मायेति तत्त्वज्ञानरहितत्वात् अभिनिवेशं कुर्वन्तीति भावः ॥ २३८ ॥

ननु प्रपञ्चस्य मायामयत्वं तत्त्वस्याद्वितीयत्वञ्च ये वदन्ति तेऽपि संसरन्तो दृश्यन्ते

ন্নতা নাই, কেবল ঘটাদি উপাধিদ্বারাই ঘটাকাশকে মহাকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ নামগত ভেদ ব্যতিরেকে কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মের কোন প্রভেদ নাই। কেবল নামমাত্র ভিন্ন, প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত কোন ভেদ নাই উভয়ই এক পদার্থ; অতএব দ্বৈতজ্ঞান কেবল মায়ারই কার্য্য ॥ ২৩৭ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানাযায় যে, অদ্বৈত পরমব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বেও যেরূপে বিরাজিত ছিলেন, তিনি এইক্ষণেও সেইরূপে বর্ত্তমান আছেন, ভবিষ্যৎকালে এবং মুক্তিকালেও সেই পরমব্রহ্ম সমানভাবে থাকিবেন। কখনও যে তাঁহার কোন অন্যথাভাব হয় না, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র সংশয় নাই; কিন্তু কেবল মায়াই এই অখিলব্রহ্মাণ্ডকে বৃথা পরিভ্রামিত করিতেছে। মায়ার আক্রমণেই লোকে প্রকৃত তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া নানারূপ অলীক কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ২৩৮ ॥

যাঁহারা পূর্ব্বোক্তপ্রকার অবগত আছেন, তাঁহারাও যে অবিদ্যার আক্রমণে মুগ্ধ হয়েন না এমত নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের ভ্রান্তি থাকে না বলিয়াই তাঁহারা নিতান্ত মুগ্ধ হয়েন না। এই জগৎ সমস্তই মায়ার কার্য্য, মায়াদ্বারা

ন যথা পূর্ব্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ ॥ ২৩৯ ॥

ঐহিকামুষ্মিকঃ সর্ব্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ ।

ন ভাতি নাস্তি চাদ্বৈতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৪০ ॥

জ্ঞানিনাং বিপরীতোঽস্মান্নিশ্চয়ঃ সম্যগীষ্যতে ।

অতস্তত্ত্বজ্ঞানেন কিং প্রয়োজনমিতি শঙ্কতে যে বদন্তীতি। কর্ম্মবশাৎ কেষাঞ্চিৎ ব্যবহারে সত্যপি পূর্ব্ববদভিনিবেশাভাবান্নৈবমিতি পরিহরতি ন যথেতি ॥ ২৩৯ ॥

জ্ঞানিনা ভ্রান্ত্যভাবং দর্শয়িতুমজ্ঞানিনাং সংসারে নিশ্চয়ং তাবদাহ ঐহিকেতি। ইহ লোকে ভবঃ ঐহিকঃ পুত্রকলত্রাদিপোষণাদিরূপঃ অমুষ্মিন্ পরলোকে ভবঃ আমুষ্মিকঃ স্বর্গসুখাদ্যনুভবরূপঃ ॥ ২৪০ ॥

তত্ত্বজ্ঞবিনিশ্চয়স্য ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি জ্ঞানিনামিতি। অদ্বৈত পারমার্থিকম্

লোকের নানাপ্রকার অলীক জ্ঞান হয়, ইহা জানিয়াও কেহ মায়ার বাধ্য না হইয়া পারে না, তবে যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহাদিগকে নিতান্ত অভিভূত করিতে পারে না ॥ ২৩৯ ॥

অজ্ঞানীরাই এই সংসারকে নিত্য বলিয়া মনে করে; তাহাদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় আছে যে, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখ দুঃখাদিময় এই সমুদায় সংসারই নিত্যপদার্থ। তাহারা মনে করে যে, ইহকালে পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণে যে সুখ হয়, তাহাই প্রকৃত সুখ এবং তাহাদিগের বিনাশে যে দুঃখ হয়, তাহাই পরম দুঃখ এবং পরকালেও স্বর্গভোগে যে সুখ হয়, তাহাই পরম সুখ ও নরকভোগাদি জন্য দুঃখই নিতান্ত দুঃখ। এইরূপ সুখদুঃখই চিরকাল চলিতেছে; সুতরাং তাহাদিগের মনে অদ্বৈতজ্ঞান প্রতিভাত হয় না ॥ ২৪০ ॥

যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাঁহাদিগের নিশ্চয় অজ্ঞানিদিগের বোধের বিপরীত। তাহারা এই মায়াময় সংসারকে অকিঞ্চিৎকর মনে করে। পুত্রকলত্রাদির ভরণপোষণজন্য ঐহিক সুখ ও স্বর্গভোগাদিরূপ পারত্রিক সুখ উভয়ই অচিরস্থায়ী, এই সকলের মধ্যে কোনপ্রকার সুখই চিরস্থায়ী ও প্রকৃত সুখ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। অতএব লোকে স্ব স্ব নিশ্চয় বোধদ্বারা বদ্ধ বা মুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয়। যাহারা ভ্রান্তিবশতঃ এই সংসারকে নিত্য-

सत्यनिश्चयतो बद्धो मुक्तोऽहं वेति मन्यते ॥ २४१ ॥
नाद्वैतमपरोक्षं चेन्न चिद्रूपेण भासनात् ।
अशेषेण न भातं चेद् द्वैतं किं भासतेऽखिलम् ॥ २४२ ॥
दिङ्मात्रेण विभानन्तु द्वयोरपि समं खलु ।

अस्ति भाति च सत्यत्वपारमार्थिक इति निश्चय इत्यर्थः। ततः किमित्याशङ्क्य सत्यनिश्चयानुसारेण फलं भवतीत्याह सत्येति ॥ २४१ ॥

अद्वैतं भातीत्युक्तिः शास्त्रत एव नानुभवतः अतो न तन्निश्चय इति शङ्कते नाद्वैतमिति। अनुभवागोचरत्वमसिद्धमिति परिहरति न चिद्रूपेणेति। घटः स्फुरति पटः स्फुरतीति घटादिष्वनुस्यूतस्फुरणरूपेण भासनादित्यर्थः। ननु चिद्रूपत्वस्य भानेऽपि तस्य कार्त्स्न्येन न प्रतीयत इति शङ्कते अशेषेणेति। साकल्येन भानाभावः द्वैतेऽपि समान इत्याह द्वैतं किमिति ॥ २४२ ॥

एवं दोषसाम्यम् अभिधाय परिहारसाम्यमाह दिङ्मात्रेणेति। दिङ्मात्रेणैकदेशेन

জ্ঞান করে, তাহারাই চিরকাল এই সংসারে বদ্ধ থাকে, আর যাহারা এই সংসারকে অলীক মনে করিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের অধিকারী, তাহারা মুক্ত হইয়া নিত্যধামে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দভোগ করিতে থাকে ॥ ২৪১ ॥

যদি বল যে বস্তু অদ্বৈত, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না ; ইহা বলিতে পার না, যেহেতু যিনি অদ্বৈতবস্তু তিনি সর্ব্বদাই চিদ্রূপে ভাসমান আছেন। অদ্বৈত বস্তু সর্ব্বদা চিদ্রূপে ভাসমান আছেন, ইহা যে কেবল শাস্ত্রপ্রমাণেই জানা যায় এমত নহে, সূক্ষ্মরূপে অনুভব করিয়া দেখিলেও তাঁহার সর্ব্বদা ভাসমানত্ব প্রতীয়মান হইবে। যেমন বাহ্য চক্ষুতে ঘটপটাদির প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ জ্ঞাননেত্রে সেই অদ্বৈতবস্তুর প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর যদি বল অদ্বৈতবস্তু সম্যক্‌রূপে প্রতিভাত হয়েন না, কেবল সামান্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকেন, তাহাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু তোমার দ্বৈত বস্তুও সাকল্যরূপে প্রকাশিত হয় না। যেমন আমার অদ্বৈতবস্তুর একদেশমাত্র প্রকাশিত হয়, সেইরূপ তোমার দ্বৈতবস্তুরও একদেশমাত্র প্রতিভাত হয় ॥ ২৪২ ॥

দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় বস্তুরই একদেশমাত্র প্রকাশিত হয়, ইহাই যদি

द्वैतसिद्धिवदद्वैतसिद्धिस्ते तावता न किम् ॥ २४२ ॥
द्वैतेन हीनमद्वैतं द्वैतज्ञाने कथं त्विदम् ।
चिद्भानन्त्वविरोध्यस्य द्वैतस्यातोऽसमे उभे ॥ २४४ ॥
एवं तर्हि शृणु द्वैतमसन्मायामयत्वतः ।
तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्विभासते ॥ २४५ ॥

द्वयोर्द्वैताद्वैतयोरित्यर्थः । एतावता कथं परिहारसाम्यमित्याशङ्क्याह द्वैतसिद्धिवदिति । ते तव पक्षे तावता एकदेशप्रतीतिसद्भावेन द्वैतसिद्धिवत् द्वैतनिश्चय इवाद्वैतसिद्धिरद्वैतनिश्चयोऽपि न किं सम्भवति किन्तु सम्भवत्येवेत्यर्थः ॥ २४३ ॥

पूर्ववादी प्रकारान्तरेणाद्वैतासिद्धिं शङ्कते द्वैतेनेति । अद्वैतं द्वैतरहितं तयोः परस्परविरोधात् तथा सति द्वैतप्रतीतावद्वैतं न सम्भवतीत्यर्थः । ननु तर्हि द्वैतस्याप्यद्वैतविरोधित्वादद्वैते प्रतिभासमाने द्वैतस्यासिद्धिरिति चोद्यं समानमित्याशङ्क्याह पूर्ववादी चिद्भानन्त्विति । मवन्मते चिद्रूपप्रतीतेरेवाद्वैतप्रतीतित्वात् तस्याश्च द्वैतविरोधित्वाभावान्नोभयोः साम्यमिति भावः ॥ १४४ ॥

प्रतीयमानस्यापि द्वैतस्य वास्तवत्वाभावान्न वास्तवाद्वैतविघातित्वमिति परिहरति सिद्धान्ती एवमिति । प्रसक्तप्रतिषेधेऽन्यत्राप्रसङ्गाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिशेषः ॥ १४५ ॥

প্রতিপন্ন হয়, তাহাহইলে উভয়মতেরই সমানরূপ মীমাংসা দেখা যাই-তেছে। অতএব তুমি যেরূপে দ্বৈতবস্তুর অবভাস নিশ্চয় কর, সেইরূপ অদ্বৈতবস্তুর অবভাস কেননা নির্ণয় করিতে পার ? যদি তোমার দ্বৈতবস্তুর প্রকাশ হইতে পারে, তবে আমার অদ্বৈতবস্তুর প্রকাশ হইতে বাধা কি আছে ? ॥ ২৪৩ ॥

যদি বল, দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয় বস্তু পরস্পর বিরোধী, অর্থাৎ দ্বৈত হইতে অদ্বৈতবস্তু বিভিন্ন পদার্থ ; অতএব অদ্বৈতের জ্ঞান হইলেও দ্বৈতের জ্ঞান হইতে পারে না এবং অবিরোধী চৈতন্যের অবভাস উভয়ত্র সমান হইলেও স্বরূপতঃ উভয় পদার্থ সমান নহে। তবে এই বিষয়ের মীমাংসা শ্রবণ কর,—দ্বৈতবস্তুসকল মায়াময় ; সুতরাং তাহা অনিত্য। অতএব অদ্বৈতবস্তু যে স্বরূপতঃ নিত্য তাহা এতদ্দ্বারাই সিদ্ধ হইল। দ্বৈতবস্তুকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই অদ্বৈত পদার্থকে নিত্য বলিয়া মানিতে হইবে ॥২৪৪-২৪৫॥

अचिन्त्यरचनारूपं मायैव सकलं जगत्।
इति निश्चित्य वस्तुत्वमद्वैते परिशिष्यताम्॥ २४६॥
पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत्त्वं तथा पुनः।
परिशीलय को वात्र प्रयासस्तेन ते वद॥ २४७॥
कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैत इष्यताम्।

परिशेषप्रकारमेव दर्शयति अचिन्त्येति। न चिन्त्याऽचिन्त्या रचनारूपं यस्य तत् तथाविधं सकलं जगन्मायैव मिथ्यैवेत्यनेन प्रकारेणानिर्वचनीयत्वान्मिथ्यात्वं द्वैतस्य निश्चित्य वास्तवमद्वैतमेव परिशिष्यतामित्यर्थः॥ २४६॥

नन्वेवमद्वैतनिश्चये कृतेऽपि पुनर्द्वैतसत्यत्वं पूर्ववासनया भातीत्याशङ्क्य तन्निवृत्तये पुनः पुनर्मिथ्यात्वं विचारयेदित्याह पुनर्द्वैतस्येति। आवृत्तिरसकृदुपदेशादिति चतुर्थाध्याये व्यासेन श्रवणाद्यावर्तनस्य विहितत्वादिति भावः॥ २४७॥

कियन्तं कालमित्थं विचारणीयमित्याशङ्क्य तत्रापरोक्षविद्यार्थी विचारोऽयं समाप्यत

অচিন্ত্যরচনারূপ এই সমুদায় জগৎই মায়ার কার্য্য; মায়াবলেই এই জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রান্তি হয়, বাস্তবিক সকলই মিথ্যা, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া দেখিলে, সেই অদ্বৈত বস্তুতে নিত্যত্ব বোধ হইবে। যদি এই সমুদায় জগৎই মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হয়, তাহাহইলে অবশিষ্ট একমাত্র অদ্বৈতবস্তুই কেবল নিত্যরূপে প্রতিভাত হইবে॥ ২৪৬॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে দ্বৈতবস্তু অনিত্য এবং অদ্বৈতবস্তুই নিত্য; তথাপিও যদি তোমার বুদ্ধিতে দ্বৈতপদার্থের নিত্যত্ব প্রতিভাত হয়, তবে তুমি পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্র প্রয়াস হইবে না। বরং তাহাহইলেই অদ্বৈতবস্তুর নিত্যত্ব এবং দ্বৈতপদার্থের অনিত্যত্ব জানিতে পারিবে॥ ২৪৭॥

যদি তোমার মনে এইরূপ খেদ উপস্থিত হয় যে, কতকাল পর্য্যন্ত এইরূপ তত্ত্ব অনুশীলনকরিব? তাহাতে কার্য্যসিদ্ধি হইবে কি না, তাহারও কোন নিশ্চয় নাই এবং পরিশ্রমের কোন ফল হইবে কি না, তাহাও জানি না। অদ্বৈততত্ত্ববিষয়ে এইরূপ খেদ করা উচিত নহে, যেহেতু দ্বৈতবিষয়ে এই-

অদ্বৈতে তু ন যুক্তোঽয়ং সর্ব্বানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮ ॥
ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথাপূর্ব্বং ময়ীতি চেৎ।
মচ্ছব্দবাচ্যেঽহঙ্কারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ ॥ ২৪৯ ॥
চিদ্রূপেঽপি প্রসজ্যেরন্ তাদাত্ম্যাধ্যাসতো যদি।

ইতি বিচারকালাবধিকত্বাভাবাদদ্বৈতবিচারেঽয়ং খেদো যুক্তঃ কিন্তু দ্বৈতপ্রতিভাস এব যুক্ত ইত্যাহ কিয়ন্তমিতি ॥ ২৪৮ ॥

নন্বেবমদ্বৈতাত্মতত্ত্বাপরোক্ষজ্ঞানবত্যপি ময়ি ক্ষুৎপিপাসাদ্যনর্থস্য পরিদৃশ্যমানত্বাদনর্থনিবারকত্বমাত্মজ্ঞানস্যাসিদ্ধমিতি শঙ্কতে ক্ষুৎপিপাসাদয় ইতি। কিং মচ্ছব্দবাচ্যেঽহঙ্কারে দৃশ্যন্তে উত মচ্ছব্দোপলক্ষিতে চিদাত্মনীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি মচ্ছব্দবাচ্য ইতি। ন দ্বিতীয়ঃ তস্যাসঙ্গত্বাদিতি বহিরেব দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

বস্তুতস্তৎপ্রসক্ত্যভাবেঽপি ভ্রান্ত্যা তৎপ্রসক্তিঃ স্যাদিতি শঙ্কতে চিদ্রূপেঽপীতি। এবং তর্হি তদনর্থহেতোরধ্যাসস্য নিরাসার্থং সদা বিবেকঃ ক্রিয়তামিত্যাহ মাধ্যাসমিতি ॥ ২৫০ ॥

প্রকার খেদ যুক্ত বটে, কারণ দ্বৈতবস্তুর তত্ত্ব অনুশীলনে কোন ফল নাই; কিন্তু সকলপ্রকার অনর্থ নিবারণের কারণীভূত যে অদ্বৈতপদার্থের তত্ত্বানুশীলন তাহাতে এই খেদরূপ অনর্থঘটনার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু যদি সেই দ্বৈত-পদার্থের তত্ত্বানুশীলন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পার, তাহাহইলে আর কোন-প্রকার খেদ মনে হইবে না এবং সকল পরিশ্রম সফল হইবে; কিন্তু তাহা অসম্ভব ॥ ২৪৮ ॥

যদি বল, ক্ষুধা ও পিপাসারূপ অনর্থ যেমন জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে, সেইরূপ জ্ঞানোৎপত্তি হইলেও ক্ষুৎপিপাসারূপ অনর্থ দৃষ্ট হয়, তবে আর জ্ঞানোৎপত্তি হইলে কি অনর্থ নিবৃত্তি হইল? এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, "অহং" শব্দবাচ্য অহঙ্কারেই যাবতীয় অনর্থ সংঘটন হয়। যাবৎ অহঙ্কার থাকে, তাবৎই নানারূপ অনর্থ হইয়া থাকে; কিন্তু যখন আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইয়া সেই অহঙ্কারের নিবৃত্তি হয়, তখন আর কোনরূপ অনর্থ থাকে না। অতএব অহঙ্কারই সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল, কিন্তু আত্মতত্ত্বপ্রভাবে অহঙ্কার বিনাশ হইলেই সকল অনর্থের বিনাশ হয় ॥ ২৪৯ ॥

যদির বস্তুত্বের সহিত অহঙ্কারের তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ চিদ্রূপ পরমাত্ম-

माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा ॥ २५० ॥
झटित्यध्यास आयाति दृढवासनयेति चेत् ।
आवर्त्तयेद् विवेकञ्च दृढं वासयितुं सदा ॥ २५१ ॥
विवेके द्वैतमिथ्यात्वं युक्त्यैवेति न भण्यताम् ।
अचिन्त्यरचनात्वस्यानुभूतिर्हि स्वसाक्षिकी ॥ २५२ ॥
चिदप्यचिन्त्यरचना यदि तर्ह्यस्तु नो वयम् ।

अनादिवासनावशात् पुनः पुनरध्यासस्यागमने तन्निवृत्तये विवेक एवावर्त्तनीयो दीपान्धकारवदित्याह झटितीति ॥ २५१ ॥

ननु विचारैर्द्वैतस्य मायामयत्वं युक्त्यैव सिध्यति नानुभवत इत्याशङ्क्याचिन्त्यरचनात्वलक्षणमिथ्यात्वानुभवस्य स्वसाक्षिकत्वान्मैवमिति परिहरति विवेक इति ॥ २५२ ॥

अचिन्त्यरचनात्वं मिथ्यापदार्थलक्षणमुक्तं चिदात्मन्यतिव्याप्तमिति शङ्कते चिदपीति ।

তত্ত্ব উদিত হইলেও অনর্থ ঘটনার সম্ভব হয়। অহঙ্কারেতে অনর্থ ঘটনা হয় এবং সেই অহঙ্কার তত্ত্বজ্ঞান হইলেও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ বিদ্যমান থাকে; সুতরাং অনর্থনিবৃত্তির সম্ভব নাই। ইহার উত্তর এই যে, তবে তুমি তত্ত্বজ্ঞানের সহিত অহঙ্কারের তাদাত্ম্যাধ্যাস কল্পনা করিও না, পরন্তু সর্ব্বদাই বিবেকের আলোচনা কর ॥ ২৫০ ॥

সর্ব্বদা বিবেকের আলোচনা করিলেও যদি চিরসঞ্চিত দৃঢ়বাসনা বশতঃ ঝটিতি তাদাত্ম্যাধ্যাসই উপস্থিত হয়, তবে দৃঢ়রূপে বিবেক অভ্যাসে যত্নবান্ হও, পুনঃ পুনঃ বিবেকাভ্যাস করিলেই তাদাত্ম্যাধ্যাস সংস্কার বিদূরিত হইয়া গেলেই সকল অনর্থ নিবারিত হইবে ॥ ২৫১ ॥

তত্ত্ববিষয়ক বিবেকের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলেই অদ্বৈত তত্ত্ববিবেক অভ্যস্ত হইয়া দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইবে। এই বিষয়ে যে কেবল যুক্তিই প্রমাণ এমত নহে; দ্বৈতবস্তুর অচিন্ত্য রচনাবিষয়ক যে অনুভব তাহাকেও এই বিষয়ের প্রমাণ বলিয়া জানিবে। এই জগৎ অচিন্ত্য রচনারূপ মায়ার কার্য্য, এইবিষয় সুন্দররূপ অনুভব করিয়া দেখিলেই দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে ॥ ২৫২ ॥

যদি বল, অদ্বৈত চৈতন্যেরও অচিন্ত্য রচনাত্ব স্বীকৃত আছে, তাহাতেই

चितिं स्वचिन्त्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात् ॥ २५३ ॥
प्रागभावो नानुभूतश्चितेर्नित्या ततश्चितिः ।
द्वैतस्य प्रागभावस्तु चैतन्येनानुभूयते ॥ २५४ ॥

प्रागभावयुतत्वे सति अचिन्त्यरचनात्वं मिथ्यात्वलक्षणमिति विवक्षुरचिन्त्यरचनात्वमात्मनोऽङ्गीकरोति तर्ह्यस्त्विति । एवमङ्गीकारेऽपसिद्धान्त आपतेत् इत्याशङ्क्य परिहरति नीवयमिति । तत्र हेतुमाह नित्यत्वेति । वयं चितिं स्वचिन्त्यरचनां ब्रूम इति योजना ॥ २५३ ॥

चितेर्नित्यत्वं कुत इत्याशङ्क्य प्रागभावानुभवादित्याह प्रागभाव इति । यतः चितः प्रागभावो नानुभूतस्ततो नित्येति योजना । इदमत्राकूतं चितेः प्रागभावोऽस्तीति वदन् प्रष्टव्यः चित् प्रागभावः किं चितानुभूयते उतान्येन तस्य जडत्वेनानुभवितृत्वानुपपत्तेः, चितानुभूयते इत्यपि पक्षे किं चिदन्तरेण उत स्वेनैव नाद्यः अद्वैतवादे चिदन्तरस्याभावात् तत्स्वीकारेऽपि चित्प्रतियोगिकस्याभावस्य चिद्ग्रहणमन्तरेण ग्रहीतुमशक्यत्वात् तस्या अपि ग्राह्यमात्रत्वे घटादिवदचित्त्वापत्तेः नापि द्वितीयः स्वभावस्य स्वेन ग्रहीतुमशक्यत्वादिति । ननु द्वैतस्य प्रमात्रादिभेदरूपत्वात् तदभावस्य च तेनैवानुभवितुमशक्यत्वात् तदनुभवित्रन्तराभावाच्च चैतन्यवदेव द्वैतस्यापि नित्यत्वापत्तिरित्याशङ्क्यानुभवित्रन्तराभावो सिद्ध इति परिहरति द्वैतस्येति । जाग्रदादिद्वैताभावस्य सुषुप्तौ साक्षिणानुभूयमानत्वात् तमसः साक्षी सर्वस्य साक्षीति श्रुतेश्चेति भावः ॥ २५४ ॥

বা হানি কি? যেহেতু সেই অখণ্ড চৈতন্যের নিত্যত্ব আছে। অতএব আমরাও তাহার অচিন্ত্যরচনাত্ব স্বীকার করিয়া থাকি; অচিন্ত্যরচনা স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্ব হয় না। ॥ ২৫৩ ॥

এইক্ষণে চৈতন্যের নিত্যত্ব ও জড়পদার্থের অনিত্যত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—যেহেতু চৈতন্যের অভাব অনুভূত হয় না, কারণ চৈতন্যের অভাবের অনুভব কে করিবে? চৈতন্যই অনুভব কর্ত্তা এবং জড়পদার্থের অনুভবশক্তি নাই; সুতরাং চৈতন্যের অভাবও নাই; অতএব চৈতন্যকে নিত্য বলা যায়। কিন্তু চৈতন্যদ্বারা দ্বৈত জড়পদার্থের অভাব প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, অতএব ঘটপটাদি জড়পদার্থকে অনিত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ২৫৪ ॥



प्रागभावयुतं द्वैतं रच्यते हि घटादिवत्।
तथापि रचना चिन्त्या मिथ्या तेनेन्द्रजालवत्॥ २५५॥
चित् प्रत्यक्षा ततोऽन्यस्य मिथ्यात्वं चानुभूयते।
नाद्वैतमपरोक्षञ्चेत्येतन्न व्याहतं कथम्॥ २५६॥
इत्थं ज्ञात्वाप्यसन्तुष्टाः केचित् कुत इतीर्य्य ताम्।

एवं प्रागभावयुतत्वे सति अचिन्त्यरचनात्वस्य मिथ्यात्वलक्षणस्य सद्भावात् द्वैतमिथ्यात्वं सिद्धमित्याह प्रागभावेति। प्रागभावयुतमिति हेतुगर्भितं विशेषणं द्वैतं प्रागभावयुतत्वात् घटादिवद्रच्यते हि तथापि रच्यमानत्वेऽपि तस्य द्वैतस्य रचना अचिन्त्या तेन रच्यमानत्वे सत्यचिन्त्यरचनात्वेनेन्द्रजालवदैन्द्रजालिकप्रासादादिवन्मिथ्यैवेत्यर्थः॥ २५५॥

चितिस्तावत् स्वप्रकाशत्वेन नित्या परोक्षा च भासते चिद्व्यतिरिक्तस्य च मिथ्यात्वं तथैव चितानुभूयते इति दर्शितम्। एवञ्च सत्यद्वैतस्यापरोक्षं नास्तीति वदतो व्याघातश्च स्यादित्याह चित्प्रत्यक्षेति। नाद्वैतमपरोक्षत्वेन चिद्रूपेण भासनादित्यभिहितयुक्तिसमुच्चयार्थश्चशब्दः अद्वैतमपरोक्षं नेत्येतत् कथं न व्याहतमिति योजना॥ २५६॥

एवं वेदान्तार्थं जानतामपि पुरुषाणां केषाञ्चिदेव विश्वासः कुतो न जायते इति

যে দ্বৈতজড়পদার্থ পূর্ব্বে ছিল না, ঈশ্বর ঘটপটাদির ন্যায় তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাকেও যদি অচিন্ত্যরচনা বলিয়া স্বীকার করা গেল, তাহাহইলে তাহার মিথ্যাত্বও নিরূপিত হইল। যেমন ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার সকল আপাততঃ অচিন্ত্যরচনা বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক ঐ সকল কার্য্যই মিথ্যা, সেইরূপ এই দ্বৈত জগতের সকলই মিথ্যা। ॥ ২৫৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা চৈতন্যের স্বয়ংপ্রকাশতা ও অপরোক্ষতা প্রমাণীকৃত হইল এবং সেই বিচারদ্বারাই অন্য জড়পদার্থের মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায়। অতএব ইহাতেও যাহারা অদ্বৈতপদার্থের অপরোক্ষতা স্বীকার না করে, তাহারা স্বয়ংই আপন বাক্যের ব্যাঘাত করে; কারণ যাহারা যে বস্তুর স্বয়ংপ্রকাশকতা স্বীকার করে, তাহারাই পুনর্ব্বার সেই বস্তুর অপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকার করে, ইহা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা হয়, তাহা বিবেচনা কর। একবার যাহাকে স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়, তাহাকে পুনর্ব্বার অপ্রত্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। ॥ ২৫৬ ॥

चार्वाकादेः प्रबुद्धस्याप्यात्मा देहः कुतो वद ॥ २५७ ॥

सम्यक् विचारो नास्त्यस्य धीदोषादिति चेत् तथा।

असन्तुष्टाय शास्त्रार्थं न त्वीक्षन्ते विशेषतः ॥ २५८ ॥

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः।

पृच्छति इत्यमिति। सम्यग्विचारशून्यत्वादिति विवक्षुः प्रतिबध्नि गृह्णाति चार्वाकादेरिति आदिशब्देन पामरा गृह्यन्ते प्रबुद्धस्योहापोहकुशलस्य ॥ २५७ ॥

प्रतिबन्धी मोचनं शङ्कते सम्यगिति। साम्येन समाधत्ते तथेति। धीदोषादित्यनुषज्यते तुशब्द एव शब्दार्थः ॥ २५८ ॥

इत्थं तत्त्वं विचार्य तज्जन्यतत्त्वज्ञानफलं विचारयितुं तत्प्रतिपादिकां श्रुतिं पठति यदेति। अथ मर्त्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इत्यस्य मन्त्रस्योत्तरार्द्धम्, अस्य मुमुक्षोर्हृदि

যদি বল, পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বেদান্তের তাৎপর্য্যার্থ অবগত হইয়াও সেই বেদান্তবাক্যের প্রতি অনেকের বিশ্বাস হয় না কেন? এই কথার সিদ্ধান্ত এই যে, যাহারা নাস্তিক, ঈশ্বর স্বীকার করে না, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে যুক্তিনিপুণ হইয়াও স্থূলদেহকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করে কেন? চার্ব্বাক, পামর প্রভৃতি নাস্তিকগণ যুক্তিসক্ষম হইয়াও সম্যক্‌রূপে বিচার করিতে তাহাদিগের শক্তি নাই; সুতরাং তাহারাই বেদবাক্যে অবিশ্বাস করিয়া থাকে ॥ ২৫৭ ॥

যদি বল, চার্ব্বকাদির বুদ্ধির মালিন্যহেতু তাহারা সম্যক্ বিচার করিতে পারে না, বুদ্ধিমালিন্যদোষই তাহাদিগের যথার্থ বিচারশক্তির প্রতিবন্ধক। তবে এই বিষয়ে আমার সিদ্ধান্ত এই—উহারা বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করে নাই। যদি তাহারা সম্যক্‌রূপে শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করিত, তাহা হইলে আর বুদ্ধির মালিন্যদোষ বিচারশক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারিত না। যেহেতু শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনার এই এক মহৎ গুণ আছে যে, যাহারা মনঃসংযোগ পুরঃসর প্রকৃত শাস্ত্রার্থপর্য্যালোচনা করে, তাহাদিগের বুদ্ধির মালিন্য দূরীভূত হইয়া বিচারশক্তি প্রবল হইয়া উঠে ॥ ২৫৮ ॥

অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতে করিতে যখন কামাদি রিপুসকল নিবারিত হইয়া যায়, তখন মনুষ্য জীবন্মুক্তি লাভ করে এবং মনুষ্য জীবন্মুক্ত হইলে

इति श्रौतं फलं दृष्टं नेति चेद् दृष्टमेव तत् ॥ २५९ ॥
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयग्रन्थयस्त्विति ।
कामा ग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥
अहङ्कारचिदात्मानावेकीकृत्याविवेकतः ।
इदं मे स्यादिदं मे स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः ॥२६१॥

स्थिता ये कामास्तादात्म्याध्यासमूला इच्छादयः सन्ति ते सर्वे यदा यस्मिन् काले प्रमुच्यन्ते तत्त्वज्ञानेनाध्यासनिवृत्तौ निवर्त्तन्ते अथ तदानीमेव मर्त्यः पूर्वं देहतादात्म्याध्यासेन मरणशीलः पुरुषः अमृतः अध्यासाभावेन तद्रहितो भवति । तत्र हेतुमाह अत्र ब्रह्म समश्नुत इति अत्रास्मिन्नेव देहे ब्रह्मसत्यादिलक्षणं समश्नुते सम्यगाप्नोतीत्यस्याः श्रुतेरर्थः । श्रुत्या प्रतिपादितफलं ब्रह्मनित्यत्वादिलक्षणं नानुभवसिद्धं किन्तु शाब्दमेवेति शङ्कते इति श्रौतमिति । समनन्तरश्रुतिवाक्यतात्पर्यालोचनया तस्य दृष्टत्वं सिध्यतीत्यभिप्रायेण परिहरति दृष्टमेव तदिति ॥२५९॥

तस्य दृष्टत्वस्पष्टीकरणाय तद्वाक्यमुदाहृत्य तस्यार्थमाह यदा सर्वे इति । अनेन वाक्यशेषेण [redacted]स्य ग्रन्थिभेदत्वेन व्याख्यातत्वात् ग्रन्थिभेदस्य चाहङ्कारचिदात्मनोस्तादात्म्याध्यास[redacted]णस्यानुभवसिद्धत्वान्नाप्रत्यक्षत्वमिति भावः. वाक्यशेषत इत्यनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥२६०॥

ननु लोके कामशब्देनेच्छाभेद एवोच्यते अत कथं तस्य ग्रन्थित्वेन व्याख्यानमित्याशङ्क्याध्यासमूलस्यैवेच्छाविशेषस्य कामशब्दवाच्यत्वं नेच्छामात्रस्येत्याह अहङ्कारेति ॥ २६१ ॥

ইহকালেই অপরিসীম ও অচিন্তনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হয়। শ্রুতিতে ব্রহ্মতত্ত্ব-পর্য্যালোচনার এইরূপ ফল উক্ত আছে যে, যাঁহারা নিয়তরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব-পর্য্যালোচনা করেন, তাঁহারা অবশ্যই উক্তরূপ ফললাভ করিতে পারেন। এইরূপ আনন্দলাভ দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ ফল, সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের অসত্যত্ব স্বীকার করা যায় না ॥ ২৫৯ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপর্য্যালোচনাদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক হইলে, কামনাদি হৃদয়ের গ্রন্থিসকল সমূলে বিনষ্ট হয়। শ্রুতিবাক্যের শেষাংশে কামাদি রিপুসকল হৃদয়ক্ষেত্রে সংসারবন্ধনের গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থি ছিন্ন হইলেই সংসার হইতে অন্তঃকরণ অপসারিত হইয়া থাকে, তাহাহইলেই মনুষ্য প্রকৃত সুখলাভ করিতে পারে ॥ ২৬০ ॥

এই স্থলে অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চৈতন্যের ঐক্য জ্ঞানহেতু "আমি

अप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक् पश्यन्नहङ्कृतिम् ।
इच्छंस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो ग्रन्थिभेदनः ॥ २६२ ॥
ग्रन्थिभेदेऽपि संभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ।
बुद्धापि पापबाहुल्यादसन्तोषो यथा तव ॥ २६३ ॥

नन्वध्यासमूलस्यैव कामस्य त्याज्यत्वे प्रतीतरीत्याऽभ्युपेतव्यः स्यादित्याशङ्क्याबाधकत्वादन्यत्र एवेत्याह अप्रवेश्येति । अहङ्कारे चिदात्मानम् अप्रवेश्य तादात्म्याध्यासेनानन्त-भावेत्यर्थः ॥ २६२ ॥

नन्वध्यासाभावे कामस्यानुदय एव स्यादित्याशङ्क्यारब्धकर्मवशात् तेषामुत्पत्तिः सम्भ-विष्यतीत्याह ग्रन्थिभेदेऽपीति । नव दृष्टान्तमाह बुद्धापीति ॥ २६३ ॥

আমার" ইত্যাদিরূপ যে ইচ্ছা বারংবার হয়, তাহাই কামনা শব্দের বাচ্য। "আমিই এই সংসারের কর্তা এবং আমারই এই সকল পুত্রকলত্রাদি সুখ-সম্পত্তি, এইরূপ ইচ্ছাই কামনা। এই কামনাই মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং ঐ কামনাই সর্ব্বদোষের আকর ॥ ২৬১ ॥

যদিও পূর্ব্বোক্ত কামনা শব্দবাচ্য ইচ্ছা সর্ব্বপ্রকার দোষের কারণ বটে, তথাপি অহংকারপক্ষে চৈতন্যকে প্রবেশিত না করিয়া সেই অহঙ্কারকে পৃথক্‌রূপে জ্ঞান করিলে, যদি কোটি কোটি বস্তুও ইচ্ছা করা যায়, তথাপি ঐ ইচ্ছা জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না; কেবল ইচ্ছা কোন কার্য্যকারিণী হয় না। অহঙ্কারের সহিত যোগ হইলে যে নানাপ্রকার ইচ্ছা হয়, সেই ইচ্ছাই মনুষ্যকে সংসারচক্রে ভ্রমণ করায় এবং জ্ঞানসাধনের বাধা জন্মায়। কেবল ইচ্ছার সেই শক্তি নাই। যেহেতু পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞানের পরিপাক হইলেই হৃদয়ের গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৬২ ॥

যেমন অদ্বৈততত্ত্ব বোধ হইলেও যদি পাপবাহুল্য থাকে এবং তদ্বিষয়ে যেমন তোমার সন্তোষ জন্মিবে না, সেইরূপ হৃদয়গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হইলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের দোষে কখন ইচ্ছাদি উপস্থিত হয়। যেমন পাপী ব্যক্তির অদ্বৈততত্ত্ব বোধ হইলেও তাহার সন্তোষ হয় না, তাঁহার পাপই সন্তোষের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ সংসারমায়া পরিত্যাগ হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ফল-ভোগের নিমিত্ত ইচ্ছাদি হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মই মনুষ্যকে নানাবিধ কার্য্যে অভিলাষী করে ॥ ২৬৩ ॥

अहङ्कारगतेच्छाद्यैर्देहव्याध्यादिभिस्तथा ।
वृक्षादिजन्मनाशैर्वा चिद्रूपात्मनि किं भवेत् ॥ २६४ ॥
ग्रन्थिभेदात् पुराप्येवमिति चेत् तत्र विस्मर ।
अयमेव ग्रन्थिभेदस्तव तेन कृती भवान् ॥ २६५ ॥
नैवं जानन्ति मूढाश्चेत् सोऽयं ग्रन्थिर्नचापरः ।

अध्यासाभावेऽहङ्कारगतेच्छादेरबाधकत्वं दृष्टान्तद्वयप्रदर्शनेन विशदयति अहङ्कारेति । यथा देहगतव्याध्यादिभिरहङ्कारसाक्षिणो बाधो नास्ति देहसम्बन्धरहितत्वात् यथा वृक्षादिगतैर्जन्मादिभिरेवम् अध्यासनिवृत्तावहङ्कारगतैरिच्छादिभिरपीति भावः ॥ २६४ ॥

चिदात्मनोऽसङ्गत्वैकरूपत्वात् पूर्वमपि कामादिभिर्बाधो नास्तीति शङ्कते ग्रन्थिभेदादिति । एवंविधबोधस्यैव ग्रन्थिभेदत्वेनास्माभिरभिधीयमानत्वादिदं चोद्यमस्मदनुकूलमित्याह तत्र विस्मरेति ॥ २६५ ॥

एवंविधज्ञानाभाव एव ग्रन्थिरित्याह नैवमिति । ननु ज्ञानिनोऽपीच्छाभ्युपगमे ज्ञान्य-

---

যেমন শরীরে কোনপ্রকার রোগাদি জন্মিলে সেই সকল রোগাদিদ্বারা আত্মার কোনরূপ বিকার হয় না, সেই রোগে কেবল দেহই বিকৃত হইয়া থাকে এবং যেমন বৃক্ষাদির উৎপত্তি ও বিনাশে আত্মার উৎপত্তি বা বিনাশ হয় না, সেইরূপ অহঙ্কারগত ইচ্ছাদিদ্বারা চিন্ময় পরমাত্মার কোনরূপ বিকার হইতে পারে না। কারণ ইচ্ছা অহঙ্কারের ধর্ম্ম, আত্মা সেই অহঙ্কারে সাক্ষীস্বরূপ ॥ ২৬৪ ॥

যদি বল, হৃদয়গ্রন্থিবিনাশের পূর্ব্বেও অসঙ্গানন্দস্বরূপ পরমাত্মার সহিত ইচ্ছাদি সংযোগের কোন সম্ভাবনা নাই, যেহেতু হৃদয়গ্রন্থির বিনাশ না হইলেও যে অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাদি হয় না, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করিও, এইরূপ জ্ঞানের নাম হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ। অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার কোন বিষয়ে ইচ্ছা হয় না, এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় হইলেই হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ হইল বলা যায়। হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হইলেই তুমি কৃতার্থ হইবে ॥ ২৬৫ ॥

যদি বল, অসঙ্গানন্দচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার ইচ্ছাদি হয় না, এইরূপ জ্ঞানাভাবই হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ; তাহাহইলে অজ্ঞানী ব্যক্তির ঐরূপ জ্ঞান হয় না,

ग्रन्थितद्भेदमात्रेण वैषम्यं मूढबुद्धयोः ॥ २६६ ॥
प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा देहेन्द्रियमनोधियाम् ।
न किञ्चिदपि वैषम्यमस्त्यज्ञानिविबुद्धयोः ॥ २६७ ॥
व्रात्यश्रोत्रिययोर्वेदपाठापाठकृताभिदा ।
नाहारादावस्ति भेदः सोऽयं न्यायोऽत्र योज्यताम् ॥ २६८ ॥

ज्ञानिनः कुतो वैलक्षण्यमित्याशङ्क्य ग्रन्थिभेदाभेदातिरेकेण न कुतोऽपीत्याह ग्रन्थितद्भेदेति ॥ २६६ ॥

कारणान्तराभावमेव विशदयति प्रवृत्ताविति ॥ २६७ ॥

उक्तार्थे दृष्टान्तमाह व्रात्येति ॥ २६८ ॥

অতএব তাহাদিগেরও হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ হইয়াছে বলিতে হইবে এবং মূঢ় ব্যক্তির ঐরূপ অজ্ঞানই হৃদয়গ্রন্থি; সুতরাং জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন ভেদ রহিল না। এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে, যাহাদিগের ঐরূপ হৃদয়গ্রন্থি আছে, তাহারাই অজ্ঞানী এবং যাহাদিগের ঐরূপ হৃদয়গ্রন্থির বিনাশ হইয়াছে, তাহারাই জ্ঞানী ॥ ২৬৬ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি, ইহাদিগের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন প্রভেদ নাই, কেবল বোধের তারতম্যেই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ জানা যায়। যেমন জ্ঞানীরও দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ এবং বুদ্ধি আছে, সেইরূপ অজ্ঞানীরও দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি আছে; সুতরাং তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর কোন ভেদ লক্ষিত হয় না, কেবল জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর বোধের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহাদিগের বিভিন্নতা বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে। আর কোন বিষয়েই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পার্থক্য নাই ॥ ২৬৭ ॥

যেমন সংস্কারহীন ও সংস্কারশালী ব্যক্তির আহারাদি কোন বিষয়ে বিভিন্নতা নাই; কেবল বেদপাঠে অধিকারিতা ও অনধিকারদ্বারাই তাহাদিগের বিভিন্নতা জানা যায়, সেইরূপ বোধের ইতরবিশেষদ্বারা জ্ঞানী ও অজ্ঞানী জানা যায়। যাহারা সবিশেষ সংস্কারশালী তাহারাও যেরূপ আহারাদি করে, আর যাহাদিগের কোনরূপ সংস্কার নাই, তাহারাও সেইরূপ আহারাদি

ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।
উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে ॥ ২৬৯ ॥
ঔদাসীন্যং বিধেয়ঞ্চেদ্‌ বচ্ছব্দব্যর্থতা তদা।
ন শক্তা অস্য দেহাদ্যা ইতি চেদ্রোগ এব সঃ ॥ ২৭০ ॥

জ্ঞানিনো গ্রন্থিভেদত্বে গীতাবাক্যং প্রমাণয়তি ন দ্বেষ্টীতি। সম্প্রবৃত্তানি প্রাপ্তানি দুঃখানি ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি সুখানি ন কাঙ্ক্ষতি উদাসীনবদ্‌ বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। গ্রন্থিভিদা গ্রন্থিভেদঃ ॥ ২৬৯ ॥

ইদং বাক্যমৌদাসীন্যবিধিপরং ন তু গ্রন্থিভেদে প্রমাণমিতি শঙ্কতে ঔদাসীন্যমিতি। বিধিপরত্বে বচ্ছব্দো ব্যর্থঃ স্যাদিতি পরিহরতি বচ্ছব্দেতি। জ্ঞানিনো দেহাদেঃ কার্য্যক্ষমতা হেতুর্নিন্ন তু গ্রন্থিভেদাদিত্যাশঙ্ক্যোপহসতি ন শক্তা ইতি ॥ ২৭০ ॥

করিয়া থাকে। কিন্তু সংস্কারশালী ব্যক্তি যেরূপ বেদ পাঠ করিতে পারে, সংস্কারবিহীন ব্যক্তি সেইরূপ বেদপাঠ করিতে পারে না এবং যে ব্যক্তি যুক্তিদ্বারা প্রকৃত তত্ত্বনির্ণয় করিতে পারে সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী, আর যে ব্যক্তি তাহা পারে না, তাহাকে অজ্ঞানী বলা যায় ॥ ২৬৮ ॥

যাহারা প্রকৃত জ্ঞানী তাহাদিগেরই হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হয়, এই বিষয়ে ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোক প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা প্রবৃত্ত কর্ম্মের দ্বেষ করে না এবং নিবৃত্ত কর্ম্মেরও আকাঙ্ক্ষা করে না। সমস্ত কর্ম্মেই তাহাদিগকে উদাসীনবৎ দৃষ্ট হয়; ইহাকেই জ্ঞানিগণের হৃদয়গ্রন্থিবিনাশ বলা যায়। জ্ঞানিগণ কোনপ্রকার দুঃখজনক কর্ম্মেও দ্বেষ করে না এবং সুখেরও ইচ্ছা করে না, সকল কার্য্যেই তাহারা নির্লিপ্ত থাকে। যাঁহারা এইরূপ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরই হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ হইয়াছে বলা যায় ॥ ২৬৯ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত অর্থ আলোচনাদ্বারা এইরূপ বিবেচনা কর যে, সকল কার্য্যেই জ্ঞানিগণের ঔদাসীন্য আশ্রয় করা বিধেয়, তাহাহইলে দৃষ্টান্তসূচক “বৎ” শব্দ ব্যর্থ হয়। অতএব জ্ঞানিগণ সকল কার্য্যে উদাসীন না হইয়া উদাসীনের ন্যায় ব্যবহার করিবে, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ বিবে

तत्त्वबोधं क्षयव्याधिं मन्यन्ते ये महाधियः ।
तेषां प्रज्ञातिविशदा किं तेषां दुःशकं वद ॥ २७१ ॥
भरतादेरप्रवृत्तिः पुराणोक्तेति चेत् तदा ।

भवतु कोदोषस्तत्राह तत्त्वबोधमिति । दुःशकमसाध्यमित्यर्थः ॥ २७१ ॥

नन्वस्थाने परिहासोऽयं ज्ञानिना प्रवृत्त्यभावस्य पुराणसिद्धत्वादिति शङ्कते भरतादेरिति । श्रुतिमजानंश्चोदयसीति परिहरति जक्षदिति । जक्षन् क्रीड़न् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा वयस्यैर्वा नोपजनं स्मरन्निदंशरीरमिति श्रौतवाक्यं नाश्रौषीरित्यर्थः । जक्षद् भक्षयन् जक्षभक्षहसनयोरिति धातुः क्रीड़न् स्वेच्छया विहरन् रममाणः स्त्र्यादिभिः नोप-

---

চনা করিয়া দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে যে, জ্ঞানিগণ দেহের অশক্ততানিবন্ধনই সকল কার্য্যে বিরত থাকেন। হৃদয়গ্রন্থি বিনাশবশতঃ তাঁহারা সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করেন না। এইরূপ যদি দেহের অসমর্থতাই সর্ব্বকার্য্যে বিরতির হেতু হইল, তবে আর তাহাদিগকে উদাসীন বলা যায় না, পরন্তু উঁহাদিগকে রোগী বলা যায়। যে ব্যক্তি শক্তিসত্ত্বে কার্য্য পরিত্যাগ করে, তাহাকেই উদাসীন বলা সঙ্গত হয়, আর দেহের অশক্তিতে কার্য্যারম্ভে পরাঙ্মুখ হইলে সেই অশক্তিকে লোকে রোগ বলিয়া থাকে ॥ ২৭০ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যে সর্ব্ববিষয়ে ঔদাসীন্যস্বভাব লক্ষিত হয়, তাহাকে যাহারা কোন রোগ বিশেষ বলিয়া স্বীকার করে, তাহাদিগের বোধের প্রভাব অতি চমৎকার!!! এইরূপ নির্ম্মল জ্ঞান তাহারা কোথায় পাইল এবং তাহাদিগের বাক্যের অসাধ্য আর কি আছে? তাহারা বলিতে না পারে, এমন কথাই নাই। কারণ যাহারা তত্ত্বজ্ঞানীর ঔদাসীন্য স্বভাবকেও রোগ বলিয়া স্বীকার করিতে পারে, তবে আর তাহাদিগের বাক্যের দুঃসাধ্য কি রহিল ॥ ২৭১ ॥

যদি বল, পুরাণেতে যে তত্ত্বজ্ঞানী ভরতাদির ঔদাসীন্য কথিত আছে, তাহার প্রতি রোগই কারণ; যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানী ভরত চিররোগী ছিলেন, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। তবে এই বিষয়ে উত্তর এই যে,—যাহারা ভরতাদির ঔদাসীন্যকে রোগহেতু বলিয়া প্রমাণ প্রদর্শন করে, তাহারা কি এই শ্রুতি দেখিতে পায় না যে, আহারাদি সমস্ত বিষয়েই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ঔদাসীন্য হইয়া

অন্নন্ স্ত্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রৌষীন্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৭২॥
ন হ্যাহারাদি সংত্যজ্য ভরতাদ্যাঃ স্থিতাঃ ক্বচিৎ।
কাষ্ঠপাষাণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে ॥ ২৭৩ ॥
সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকৈর্নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে।

জনং অবন্নিদং শরীরমিত্যুপজনং জনানাং সমীপে বর্ত্তমানমিদং স্বং শরীরং ন স্মরন্ নানুসন্দধানন্নিত্যর্থঃ স্ত্রীভী রতিং বিন্দন্নিতি স্ত্রীভিঃ রমমাণ ইতি পদস্য ব্যাখ্যানম্॥ ২৭২ ॥

নমু তর্হি পুরাণস্য কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য পুরাণমপ্যৌদাসীন্যবোধনপরং ন মন্তব্যভাবপরমিত্যভিপ্রেত্যাহ ন হ্যাহারাদীতি ॥ ২৭৩ ॥

সঙ্গোঽপি কুতস্ত্যজ্যত ইত্যত আহ সঙ্গী হীতি ॥ ২৭৪ ॥

থাকে। উত্তম দ্রব্য আহার, স্ত্রীর সহিত ক্রীড়া, বয়স্যবর্গের সহিত যানাদিতে ভ্রমণ, এই সকল কার্য্যেই কেবল যোগিগণের ঔদাসীন্য দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা শ্রুতিতে প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ২৭২ ॥

আহারবিহারাদি পরিত্যাগ করিয়া যে ভরতাদি জীবিত ছিলেন, এমত নহে এবং তাহারা যে আহারাদি বিষয়ে ঔদাসীন্য করিতেন, তাহাও নহে; ভরতাদি মহর্ষিগণ কেবল সংসর্গদোষের ভয়ে ভীত হইয়া কাষ্ঠপাষাণাদির ন্যায় ঔদাসীন্য করিতেন *। সংসর্গদোষে নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিতে পারে, এইনিমিত্ত ভরতাদি যোগিগণ সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে উদাসীন হইয়াছিলেন ॥ ২৭৩ ॥

মনুষ্যগণ কুসঙ্গের সঙ্গী হইলেই নানাপ্রকার পাপকর্ম্মে রত হয় এবং

* শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম, স্কন্ধে অষ্টম ও নবমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে,—রাজর্ষি ভরত তাঁহার সমস্ত রাজ্যসুখ পরিহারপূর্ব্বক অরণ্যমধ্যে পুলহাশ্রমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং একটী হরিণশাবকের প্রতি স্নেহবশতঃ অহরহ তাহার সংসর্গে অত্যন্ত মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মৃত্যু সময়ে ধ্যানযোগে কেবল মৃগশাবক যেন তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া শোক করিতেছে, ইহাই দেখিতে পাইতেন, ইত্যাদি নানারূপে মৃগেতেই আসক্তচিত্ত হইয়া সেই মৃগশাবক সহিত আত্মদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাকৃতপুরুষের ন্যায় মৃগশরীর প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। তদনন্তর প্রারব্ধ কর্ম্মফলে পুনরায় ভরতের জড়বিপ্ররূপে জন্মগ্রহণ হইয়াছিল এবং সঙ্গবশতঃ পাছে পূর্ব্বজন্মের ন্যায় তাঁহার পতন হয়, এই আশঙ্কায় তিনি ভগবানের চরণযুগল স্মরণপূর্ব্বক লোকদিগের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ অথবা বধির স্বরূপে দেখাইয়াছিলেন।

तेन सङ्गः परित्याज्यः सर्वदा सुखमिच्छता ॥ २७४ ॥
अज्ञात्वा शास्त्रहृदयं मूढो वक्त्यन्यथान्यथा ।
मूर्खाणां निर्णयस्त्वास्तामस्मत्सिद्धान्त उच्यते ॥ २७५ ॥
वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परस्परम् ।
प्रायेण सह वर्त्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचित् ॥ २७६ ॥

ननु तर्हि मानससङ्गस्यैव त्यज्यत्वेऽन्तःसङ्गशून्यानां बहिर्व्यवहारवतां सङ्गित्वादिकं जनैः कथमुच्यत इत्याशङ्क्य शास्त्रतात्पर्य्यज्ञानशून्यत्वादित्याह अज्ञात्वेति । अतो मूढव्यवहारो नात्र विचारणीय इत्याह मूर्खाणामिति । तर्हि किमनुसन्धेयमित्याकाङ्क्षायां शास्त्रहृदयमित्याह अस्मत्सिद्धान्त इति ॥ २७५ ॥

कोऽसावित्यत आह वैराग्येति ॥ २७६ ॥

সঙ্গপরিত্যাগ করিলেই সুখী হইতে পারে। অতএব যাঁহারা প্রকৃতসুখের অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু সাধারণ জনসমাজমধ্যে থাকিলে কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হইয়া সদ্বৃত্তির হ্রাস হয় এবং সমাজসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া থাকিলে সদ্বৃত্তি উত্তেজিত হইয়া কুপ্রবৃত্তির হ্রাস হয় ॥ ২৭৪ ॥

যদি মূঢ় ব্যক্তিরা শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম না জানিয়া যাহারা অন্তঃকরণে সঙ্গরহিত এবং বাহ্যব্যাপারে সঙ্গবিশিষ্ট, সেই সকল জ্ঞানিগণকে সংসর্গী বলিয়া তাহাদিগের প্রতি যে নানাপ্রকার দোষকল্পনা করিয়া থাকে, তাহা করুক; তাহাতে আমাদিগের কোনপ্রকার অনিষ্ট নাই। বাহ্যব্যাপারে আমাদিগকে সংসর্গী বল কিম্বা অসংসর্গী বল, তাহাতে আমরা কোন দুঃখ পাই না, আমাদিগের অন্তরাত্মা নিঃসঙ্গ থাকেন, ইহাই আমাদিগের স্থির-সিদ্ধ। আত্মাকে নিঃসঙ্গ রাখিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইব ॥ ২৭৫ ॥

বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি ইহারা পরস্পরের সাপেক্ষ, অর্থাৎ একে অন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং প্রায়ই ইহারা একাধারে অবস্থিত হয় এবং কখন কখন বিযুক্ত হইয়া পৃথক্ আধারেও অবস্থিতি করে। বৈরাগ্যাদিকে প্রায় সর্ব্বত্রই অন্যোন্যের সাহায্যে একত্র অবস্থিতি করিতে দেখা

हेतुस्वरूपकार्याणि भिन्नान्येषामसङ्करः।
यथावदवगन्तव्यः शास्त्रार्थप्रविविच्यता ॥ २७७ ॥
दोषदृष्टिर्जिहासा च पुनर्भोगेष्वदीनता।
असाधारणहेत्वाद्या वैराग्यस्य त्रयोऽप्यमी ॥ २७८ ॥
श्रवणादित्रयं तद्वत् तत्त्वमिथ्याविवेचनम्।

वैराग्यादीनामन्योन्यापरिहारेणावस्थानदर्शनादभेदाशङ्कायां तद्धेत्वादीनां भेदात् भेदोऽवगन्तव्य इत्याह हेतुस्वरूपेति ॥ २७७ ॥

तत्र वैराग्यस्य हेत्वादित्रयं दर्शयति दोषदृष्टिरिति ॥ २७८ ॥

इदानीं तत्त्वबोधस्य कारणादीनि दर्शयति श्रवणादीति। आदिशब्देन मनननिदिध्यासने

যায়, কিন্তু অতিঅল্প স্থানেই তাহাঁরা পৃথক্‌রূপে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ২৭৬ ॥

বৈরাগ্যাদির কারণ, স্বভাব ও কার্য্যসকল বিভিন্ন, কখনও একপ্রকার হয় না। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই সকল যে যে কারণে উৎপন্ন হয়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ জানিবে। বৈরাগ্যাদির স্বভাবও নানারূপ এবং তাহাদিগের কার্য্যও অনেকপ্রকার দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের শাস্ত্রোক্ত বিশেষ বিবরণ পশ্চাৎ বিবৃত হইতেছে ॥ ২৭৭ ॥

এইক্ষণে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতির কারণ, স্বভাব ও কার্য্যসকল ক্রমশঃ নিরূপণ করিতেছেন।—বিষয়েতে দোষদৃষ্টিই বৈরাগ্যের কারণ, যে ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদি বিষয়কে ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার দোষের আকর বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারই বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছাই বৈরাগ্যের স্বভাব। বৈরাগ্য হইলে সর্ব্বদাই বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা হইয়া থাকে, কখনও বৈরাগ্যশালী ব্যক্তির বিষয়ভোগের অভিলাষ হয় না। পরিত্যক্তবিষয়েতে ভোগের ইচ্ছার অনুদয়ই বৈরাগ্যের কার্য্য। বৈরাগ্যশীল ব্যক্তির একবার বিষয় পরিত্যক্ত হইলে পুনর্ব্বার সেই বিষয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না ॥ ২৭৮ ॥

ঈশ্বরবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই সকলই জ্ঞানের কারণ। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিলেই জ্ঞানের উৎ-

पुनर्ग्रन्थेरनुदयो बोधस्येति तथा मता ॥ २७९ ॥
यमादिर्धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः ।
स्युर्हेत्वाद्या उपरतेरित्यसङ्कर ईरितः ॥ २८० ॥
तत्त्वबोधः प्रधानं स्यात् साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः ।
बोधोपकारिणावेतौ वैराग्योपरमावुभौ ॥ २८१ ॥

गच्छेति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यात्मदर्शनसाधनत्वेन श्रवणादिविधानात् श्रवणादेर्ज्ञानहेतुत्वं तत्त्वमिथ्याविवेचनं कूटस्थस्याहङ्कारादेश्च भेदज्ञानं ग्रन्थेरनुदयोऽन्योन्याध्यासानुत्पत्तिः ॥ २७९ ॥

उपरतेस्तानि दर्शयति यमादिरिति । आदिशब्देन नियमादयो गृह्यन्ते धीनिरोधश्चित्तवृत्तिनिरोधलक्षणो योगः ॥ २८० ॥

किमेतेषां समप्राधान्यमुत नेत्याशङ्क्याह तत्त्वबोध इति । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायेति श्रुतेरित्यर्थः । इतरयोस्तूपकारित्वं ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्, शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्येदिति श्रुतिभ्यामवगम्यते ॥ २८१ ॥

পত্তি হয়। আত্মতত্ত্ববিচারই জ্ঞানের স্বভাব, জ্ঞানের উদয় হইলেই আত্মতত্ত্ববিচারের অভিলাষ হইয়া থাকে। নিবৃত্ত হৃদয়গ্রন্থির অভ্যুদয়কে জ্ঞানের কার্য্য বলে। জ্ঞানোৎপন্ন হইলে একবার যে হৃদয়গ্রন্থির নিবৃত্তি হয়, পুনর্ব্বার তাহার উদয় হয় না ॥ ২৭৯ ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই সকলই উপরতির কারণ; যম নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগসাধন করিলেই উপরতি হইয়া থাকে। ঈশ্বরেতে বুদ্ধির একাগ্রতাই উপরতির স্বভাব; উপরতি হইলেই বুদ্ধি ঈশ্বরেতে নিশ্চল হইয়া থাকে, তখন আর অন্য বিষয়ে বুদ্ধির সঞ্চার হয় না এবং লৌকিক ব্যবহারের শৈথিল্যই উপরতির কার্য্য; উপরতি হইলে অশন বসনাদি লৌকিক কার্য্যে শৈথিল্য জন্মিয়া থাকে ॥ ২৮০ ॥

পূর্ব্বোক্ত বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে জ্ঞানই কৈবল্য সুখের মুখ্য কারণ, যেহেতু জ্ঞানের উদয় না হইলে অন্যকোন কারণে

त्रयोऽप्यत्यन्तपक्वाश्चेन्महतस्तपसः फलम्।
दुरितेन क्वचित् किञ्चित् कदाचित् प्रतिबध्यते ॥ २८२ ॥
वैराग्योपरती पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते।
यस्य तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यलोकस्तपोबलात् ॥ २८३ ॥

प्रायेण सह वर्त्तन्ते वियुज्यन्ते क्वचित् क्वचिदित्युक्तं तत्र कारणमाह त्रयोऽपीति। अनेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्जपरिपाके त्रयाणां सहभावो भवति अन्यथा तु प्रतिबन्धकपापानुसारेण पुरुषविशेषे कालविशेषेषु कस्यचित् प्रतिबन्धो भवतीति भावः ॥ २८२ ॥

तत्रापि तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धे मोक्षो नास्तीत्याह वैराग्येति. तर्हि वैराग्यादिसम्पादनं निष्फलमित्याशङ्क्य प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः। शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते इति भगवद्वचनात् पुण्यलोकप्राप्तिर्भवतीत्याह पुण्यलोकस्तपोबलादिति ॥ २८३ ॥

কৈবল্য সুখ হয় না; সুতরাং ঐ জ্ঞানই বৈরাগ্য ও উপরতি ইহাদিগের মধ্যে প্রধান এবং বৈরাগ্য ও উপরতি ইহারা সেই জ্ঞানের উপকারী অর্থাৎ বৈরাগ্য ও উপরতিদ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহাদিগের কৈবল্য সুখোৎপাদনের শক্তি নাই, এই নিমিত্ত ইহারা জ্ঞানের সহকারীমাত্র ॥২৮১॥

মহৎ তপস্যার ফলে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই সকল সর্ব্বদা এক-ব্যক্তিতে অত্যন্ত প্রবল থাকে। অল্প তপস্যার ফলে এক ব্যক্তিতে সর্ব্বদা বৈরাগ্যাদি প্রবল থাকে না। জন্মজন্মান্তরার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকবশতঃ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে বৈরাগ্যাদির সমাবেশ হইয়া থাকে। পরন্তু পাপরূপ প্রতিবন্ধকদ্বারা কখন কখন বৈরাগ্যাদিরও হ্রাস হয়। পাপের আধিক্য থাকিলে বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিন পদার্থ সমভাবে থাকে না ॥ ২৮২ ॥

যে ব্যক্তির বৈরাগ্য ও উপরতির প্রাবল্য হইয়া জ্ঞানের হ্রাস হয়, সেই ব্যক্তির তৎকালে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল তপোবলদ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্তি অর্থাৎ জীবন্মুক্তিরূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। বৈরাগ্য ও উপরতি-দ্বারা কৈবল্য সুখ হইতে পারে না, কেবল জীবন্মুক্তই হইয়া থাকে ॥ ২৮৩ ॥

পূর্ব্বে বোধে তদন্যৌ তৌ প্রতিবদ্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি ॥ ২৮৪ ॥
ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ।
দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে ॥ ২৮৫ ॥
সুপ্তিবৎ বিস্মৃতিঃ সীমা ভবেদুপরমস্য হি।
দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্য মবান্তরম্ ॥ ২৮৬ ॥
আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাৎ বুদ্ধানামন্যথান্যথা।

বৈরাগ্যোপরত্যোস্তু প্রতিবন্ধে জীবন্মুক্তিসুখং ন সিধ্যতীত্যাহ পূর্ব্বে বোধে ইতি ॥ ২৮৪ ॥
ইদানীং বৈরাগ্যাদীনামবধিং দর্শয়তি ব্রহ্মলোকেতি সার্দ্ধেন ॥ ২৮৫ ॥
অবান্তরতারতম্যং স্বস্ববুদ্ধ্যা নিশ্চেয়মিত্যাহ দিশেতি ॥ ২৮৬ ॥
নন্ত তত্ত্ববোধবতামপি রাগাদিমত্ত্বেন বৈষম্যোপলম্ভাৎ জ্ঞানস্যাপি মুক্তিহেতুত্বং ন নিশ্চেতুং

যাহার জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ বৈরাগ্য ও উপরতির হ্রাস হইয়া থাকে, তাহার নিশ্চয়ই নির্ব্বাণমুক্তির সুখলাভ হয়; কিন্তু তাহাদিগের দৃষ্ট দুঃখ-বিনাশরূপ জীবন্মুক্তির সুখভোগ হয় না ॥ ২৮৪ ॥

ভূরাদি ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিপর্য্যন্ত ফলের তৃণত্বজ্ঞান হওয়া বৈরাগ্যের সীমা। বৈরাগ্য হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ও তৃণবৎ তুচ্ছবোধ হয়। আপনার ন্যায় সর্ব্বজীবে সমান প্রীতির দৃঢ়তার নাম জ্ঞানের সমাপ্তি, আপনার প্রীতিতে যেরূপ যত্ন থাকে, জ্ঞানোদয় হইলে অপরের প্রীতিতেও সেইরূপ যত্ন থাকে; ইহাই জ্ঞানের অবধি এবং সুষুপ্তিকালে যেরূপ বাহ্যবিষয়ের বিস্মৃতি হইয়া থাকে, সেইরূপ জাগ্রৎকালেও বিষয়ভোগের যে বিস্মৃতি হয়, তাহাকে উপরতির শেষ ফল বলা যায়। উপরতি হইলে কোনরূপ বিষয়ে আপত্তি থাকে না, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগ একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। ইহাদিগের অবশিষ্ট অবান্তর তারতম্য এইরূপে নির্ণয় করা যায়। বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতির অন্যান্য ধর্ম্মসকল আপন আপন বুদ্ধিদ্বারা অনুসন্ধান করিলেই নির্ণীত হইবে ॥ ২৮৫-২৮৬ ॥

জ্ঞানিদিগেরও বিষয়ানুরাগবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানকে মুক্তিরকারণ বলিয়া

वर्त्तन्ते तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पण्डितैः ॥ २८७॥
स्वस्वकर्मानुसारेण वर्त्तन्तां ते यथा तथा।
अविशिष्टः सर्व्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ॥ २८८ ॥
जगच्चित्रं स्वचैतन्ये पटे चित्रमिवार्पितम्।

शक्यत इत्याशङ्क्य रागादेर्व्याध्यादिवदारब्धकर्म्मफलत्वान्मुक्तिप्रतिबन्धकत्वमसिद्धमतो न शास्त्रार्थे विप्रतिपत्तव्यमित्याह प्रारब्धकर्म्मनानात्वादिति ॥ २८७ ॥

किं तर्हि प्रतिपत्तव्यमित्यत आह स्वस्वेति। सर्व्वेषां ब्रह्मज्ञानवतां ज्ञानमेकाकारं निरवयवब्रह्मरूपेणावस्थानञ्च समानमिति भावः ॥ २८८ ॥

प्रकरणस्यास्य तात्पर्य्यं संक्षिप्य दर्शयति जगदिति ॥ २८९ ॥

নিশ্চয় করা যাইতে পারে না, এই আশঙ্কায় রাগাদির মুক্তিপ্রতিবন্ধকত্ব নিরাস করিয়া শাস্ত্রার্থের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের আবশ্যকত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও জ্ঞানিগণের নানাপ্রকার প্রারব্ধকর্ম্ম বিদ্যমান থাকা প্রযুক্তই তাহাদিগের কথন কথন রাগাদির সঞ্চার হয়, তথাপি শাস্ত্রার্থের প্রতি অন্যথা জ্ঞান করা অকর্ত্তব্য। কথন কথন যে জ্ঞানিগণের বিষয়ানুরাগ দেখা যায়, তাহা কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রার্থের প্রতি অবিশ্বাস করিবে না। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের ক্ষয় হইলেই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ২৮৭ ॥

জ্ঞানিগণের প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অনুরোধে সময় সময় অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় বটে, তাহাদিগের যখন যে অবস্থাতেই অবস্থিতি হউক না কেন, কিন্তু কখনও জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হয় না; তত্ত্বজ্ঞানী মানবগণের জ্ঞান জন্মিলে তাহা এক অবস্থাতেই থাকে, সুতরাং তাহাদিগের মুক্তিরও অসম্ভাবনা নাই। তত্ত্বজ্ঞানের একরূপ অবস্থা থাকিলেই অনায়াসে মুক্তিলাভ হইতে পারে, কিন্তু অন্য কোন কারণেও তাহার প্রতি ব্যাঘাত হয় না ॥ ২৮৮ ॥

এইক্ষণে উপসংহারে চিত্রদীপ প্রকরণের তাৎপর্য্য সংক্ষেপে নির্ণয় করিতেছেন।—যেমন পটেতে পুত্তলিকা সকল চিত্রিত হয়, সেইরূপ চিত্রিত এই

मायया तद्रूपेणैव चैतन्ये परिमिष्यताम् ॥ २८९ ॥

चित्रदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः ।
पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं ते न मुह्यन्ति पूर्ववत् ॥ २९० ॥

इति चित्रदीपोनाम षष्ठः परिच्छेदः ।

ग्रन्थाभ्यासफलमाह चित्रदीपमिति ॥ २९० ॥

इति चित्रदीपव्याख्या समाप्ता ॥

দ্বৈতজগৎ সমুদায় স্বীয় পরমাত্ম-চৈতন্যে মায়াদ্বারা অধ্যারোপিত হইয়াছে, তাহাকে অনাদর করিয়া চৈতন্যকে নির্ব্বিশেষ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। পটস্থিত চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় এই মায়াময় সংসারকে অসারজ্ঞান করিয়া পরমাত্ম চৈতন্যকে সর্ব্বত্র অবিশেষরূপে ধ্যান করিবে, তাহাহইলেই অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হয়, ইহাই চিত্রদীপ প্রকরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য ॥ ২৮৯ ॥

এইক্ষণে এই চিত্রদীপ প্রকরণাভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন,—যে সকল সূক্ষ্মদর্শী ধীরব্যক্তিরা এই চিত্রদীপ প্রকরণের নিগূঢ় তাৎপর্য্যার্থ সর্ব্বদা অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা বিচিত্র এই দ্বৈতজগৎকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অজ্ঞানিদিগের ন্যায় কদাচ তাহাতে মুগ্ধ হয়েন না। অজ্ঞানীরাই এই জগৎকে সারভূত জ্ঞান করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যাঁহারা চিত্রদীপ প্রকরণের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হয়েন, তাঁহাদিগের সদসদ্বোধের শক্তি জন্মে ; সুতরাং সেই সকল ব্যক্তি আর অসার সংসারে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন না, তাঁহারা নিরঞ্জন সনাতন ব্রহ্মপদার্থের তত্ত্ব লাভ করিয়া, ভববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ লাভ করিতে পারেন, পরন্তু তাঁহাদিগের সেই সুখেরও কদাচ হ্রাস হয় না ॥ ২৯০ ॥

ইতি চিত্রদীপ সমাপ্ত।

তৃপ্তিদীপোনাম-

সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ ॥ ১ ॥
অস্যাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্য্যতে।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ক্রিয়তে তৃপ্তিদীপস্য ব্যাখ্যানং গুর্ব্বনুগ্রহাৎ ॥

তৃপ্তিদীপাখ্যং প্রকরণমারভমাণঃ শ্রীভারতীতীর্থগুরুরস্য শ্রুতিব্যাখ্যানরূপত্বাৎ ব্যাখ্যেয়াং শ্রুতিমাদৌ পঠতি আত্মানঞ্চেদিতি ॥ ১ ॥

ইদানীং চিকীর্ষিতং বিচারং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি অস্যা ইতি। অত্র তৃপ্তিদীপাখ্যে গ্রন্থে

ইতিপূর্ব্বে চিত্রদীপ প্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতঃপর তৃপ্তিদীপপ্রকরণ বর্ণিত হইবে। এইক্ষণে তৃপ্তিদীপপ্রকরণে যাহা বর্ণিত হইবে, প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তাহা নির্দ্দেশ করিয়া তাহার ফল নিরূপণ করিতেছেন।— শ্রুতিতে উক্ত আছে, যে পুরুষ পরমাত্মাকে স্বীয় জীবাত্মা হইতে অভিন্নরূপে জানেন, তিনি আর এই জগতে কি ইচ্ছা করিয়া থাকেন? এবং কোন্ বস্তু কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হইবেন? যাহারা জীবাত্মা পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞান করিয়া থাকে, তাহাদিগের এই জগতে কোনবস্তুই প্রার্থনীয় দেখিতেছি না এবং তাঁহারা কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া শরীরের সহিত জীর্ণ হয় না। তাহারা এইরূপ অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দভোগ করিতে থাকে যে, সেই আনন্দভোগ হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠবস্তুই জগতে নাই, সুতরাং তাহাদিগের আর কোন বস্তুতেই অভিলাষ হইতে পারে না ॥ ১ ॥

এই তৃপ্তিদীপ প্রকরণে শ্রুতির অভিপ্রায় সকল সম্যক্‌রূপে বিচারিত হইবে এবং উক্তবিচারদ্বারা জীবন্মুক্তদিগের যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহাও সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইবে। শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিয়া

জীবন্মুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥ ২ ॥
মায়া ভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতত্বতঃ।
কল্পিতাবেব জীবেশৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥ ৩ ॥

তস্যা আত্মানং চেদ্ বিজানীয়াদিত্যাদিকায়া শ্রুতেরভিপ্রায়স্তাৎপর্য্যং সম্যগ্বিচার্য্যতে, তেনাভিপ্রায়বিচারেণ জীবন্মুক্তস্য শ্রুতিপ্রসিদ্ধা যা তৃপ্তিঃ সা বিশদায়তে স্পষ্টীভবতি ॥ ২ ॥

পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণমিতি ব্যাখ্যানলক্ষণস্যোক্তত্বাৎ পুরুষ ইতি পদস্যার্থমভিধাতুং তদুপোদ্ঘাতত্বেন সৃষ্টিং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি মায়াভাসেনেতি। প্রতিপাদ্যমর্থং বুদ্ধৌ সংগৃহ্য তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতঃ, অত্র মায়াশব্দেন চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা জগদুপাদানভূতা প্রকৃতিরুচ্যতে, সা চ সত্ত্বগুণস্য শুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং দ্বিধা ভিদ্যমানা ক্রমেণ মায়া চাবিদ্যা চ ভবতি, তয়োর্মায়াবিদ্যয়োঃ প্রতিবিম্বিতং ব্রহ্মচৈতন্যমীশ্বরো জীবশ্চেত্যুচ্যতে, তদিদং তত্ত্ববিবেকাখ্যে গ্রন্থে শ্রীমদ্বিদ্যারণ্যগুরুভির্নিরূপিতং, চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা। সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে। মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ। অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা। সা কারণশরীরং স্যাৎ ইতি। ইমমেবার্থং মনসি নিধায় জীবেশাবভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুতিরপি প্রত্যস্ততো জীবেশ্বরয়োর্মায়াকল্পিতত্বমস্মৎ ক্রমে জগৎ তাভ্যামেব কল্পিতম্ ॥ ৩ ॥

দেখিলেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরা যে কি পরমানন্দভোগ করে, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইবে, ইহাই এই তৃপ্তিদীপ প্রকরণের বক্তব্য ॥ ২ ॥

প্রথমশ্লোকে যে শ্রুত্যুক্তপুরুষ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই পুরুষ শব্দের ব্যাখ্যা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রকরণ নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে যে, অনির্ব্বচনীয় শক্তিস্বরূপ মায়া চৈতন্যের আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করে এবং সেই জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ই সমুদায় জগৎ কল্পনা করেন। সেই মায়াই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা এবং জগতের উপাদানভূত প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও অবিশুদ্ধিদ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হয়েন—মায়া ও অবিদ্যা উভয়ই প্রকৃতি। উক্তমায়া ও অবিদ্যার প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যকেই ঈশ্বর

ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता ।
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥ ४ ॥

तत्र केन कियत् कल्पितमित्यत आह ईक्षणादीति । तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति श्रुतमीक्षणमादिर्यस्याः सेक्षणादिः अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्येति श्रुतः प्रवेशोऽन्तो यस्याः सा प्रवेशान्ता ईक्षणादिश्चासौ प्रवेशान्ता चेति पश्चात् कर्मधारयः सेयं सृष्टिरीश्वरेण कल्पिता जाग्रदादिर्यस्य संसारस्यासौ जाग्रदादिः विमोक्षो मुक्तिरन्तो यस्य स विमोक्षान्तः संसारो जीवेन कल्पितस्तदभिमानित्वाज्जीवस्य इत्यर्थः, ते च जाग्रदादय इत्थं श्रूयन्ते, स एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् । वस्त्रान्नपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेतीति । स्वप्नेऽपि जीवः सुखदुःखभोक्ता स्वमायया कल्पितविश्वलोके । सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति । पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवस्ततस्तु जातं सकलं विचित्रम् । जाग्रत् स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत् प्रकाशते । तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते इति ॥ ४ ॥

ও জীব বলা যায়। শ্রুতিতেও জীব ও ঈশ্বরকে মায়াকল্পিত বলিয়া উক্ত আছে, অতএব এই সমস্ত জগৎই জীব ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক কল্পিতরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সমস্ত জগৎই জীব ও ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিকল্পিত, তন্মধ্যে ঈশ্বরকর্ত্তৃক কোন্ কোন্ পদার্থ এবং জীবকর্ত্তৃকই বা কোন্ কোন্ পদার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।— সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা অবধি সৃষ্টির পর তাহাতে অনুপ্রবেশপর্য্যন্ত সমুদায় কার্য্য ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিকল্পিত এবং এই সংসারে জাগ্রদবস্থা অবধি মুক্তিপর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবকর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে। সেই জীবই জাগ্রৎকালে মায়ার বিমোহনে স্ব স্ব রূপ বিস্মৃত হইয়া শরীর ধারণপূর্ব্বক সকল কার্য্য করে এবং সেই জীব অন্নবস্ত্রাদি বিবিধ দ্রব্য ভোগদ্বারা তৃপ্তিলাভ করে, স্বপ্নকালেও সেই জীব সুখ দুঃখভোগ করে; পরন্তু ঐ জীবই সুষুপ্তিকালে সকল বিলীন হইলে তমোভিভূত হয়, পুনর্ব্বার জন্মান্তর লাভ করিয়া জাগ্রদাদি অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীবই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৪ ॥

भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा कूटस्थासङ्गचिद्वपुः ।
अन्योन्याध्यासतोऽसङ्गधीस्थजीवोऽत्र पूरुषः ॥ ५ ॥
साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न तु ।
केवलो निरधिष्ठानविभ्रान्तेः क्वाप्यसिद्धितः ॥ ६ ॥

एवं पुरुषशब्दार्थावबोधोपयोगिनीं सृष्टिमभिधायेदानीं पुरुषशब्दार्थमाह भ्रमाधिष्ठानेति । यः कूटस्थासङ्गचिद्वपुरविकार्य्यसङ्गचित्स्वरूपः भ्रमाधिष्ठानभूतात्मा भ्रमस्य देहेन्द्रियाद्यध्यासस्याधिष्ठानभूतोऽधिष्ठानत्वेन वर्त्तमानः परमात्मास्ति सोऽसङ्ग एवान्योन्याध्यासतः अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकतामन्योन्यधर्मांश्चाध्यास्य इत्याचार्य्यैर्निरूपितेन तादात्म्याध्यासेनासङ्गधीस्थजीवोऽत्र स्वेन ५. पार्थिकसम्बन्धशून्यायां बुद्धौ वर्त्तमानो जीवः सन्नत्रास्यां श्रुतौ पुरुष इत्युच्यते स वा अयं पुरुषः सर्वासु पूर्षु पुरिशय इति श्रुत्या पुरुषशब्दस्य व्युत्पादितत्वात् पुरुषस्यैव च पुरुषत्वात् पुरुष एव पूरुषः बुद्ध्यादिकल्पनाधिष्ठानं कूटस्थचैतन्यमेव बुद्धौ प्रतिबिम्बितत्वेन प्राप्तजीवभावं सत् पुरुषशब्देनोच्यते इत्यभिप्रायः ॥ ५ ॥

नन्वत्र पुरुषशब्देन केवलचिदाभासरूपो जीव एवोच्यतां किमनेन कूटस्थचैतन्येनाधिष्ठानभूतेनेत्याशङ्क्य तस्य मोक्षाद्यन्वयित्वसिद्धये तदपि स्वीकर्त्तव्यमित्याह निरधिष्ठानेति । साधिष्ठानोऽधिष्ठानेन कूटस्थचैतन्येन सहितो जीवो विमोक्षादौ स्वर्गादिसाधनानुष्ठानेऽधिक्रियतेऽधिकारी भवति न तु केवलश्चिदाभासः । कुत इत्यत आह निरधिष्ठानेति । अधिष्ठानरहितस्यारोप्यस्य लोके दृष्टत्वादिति भावः ॥ ६ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে পুরুষ শব্দার্থ বোধের উপযোগী সৃষ্টিবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণ সেই পুরুষ শব্দার্থ নিরূপিত হইতেছে।—যিনি অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ভ্রমের আধারভূত পরমাত্মা, তিনি বাস্তবিক সম্বন্ধ রহিত, তাঁহার কোন বিষয়েই সম্বন্ধ নাই; কিন্তু পরস্পর অভ্যাসবশতঃ স্বীয় সংসর্গশূন্য বুদ্ধিতে অবস্থিত হন। এইরূপ অবস্থাপন্ন পরমাত্মাই জীবশব্দের বাচ্য হয়েন, পরন্তু জীবকেই এইস্থলে পুরুষ বলিয়া নিশ্চয় করা যায় ॥ ৫ ॥

স্বীয় আধারভূত বুদ্ধি সমন্বিত জীবাত্মা বন্ধ মোক্ষাদিতে অবিকৃত থাকেন, তিনি কখন সংসারে বদ্ধ হয়েন না, এবং কদাচ তাহার মুক্তিও নাই। যেহেতু অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে কখনও ভ্রমের সম্ভব হয় না। অতএব জীবাত্মা সর্ব্বদাই একরূপ থাকেন ॥ ৬ ॥

अधिष्ठानांशसंयुक्तं भ्रमांशमवलम्बते।
यदा तदाहं संसारीत्येवं जीवोऽभिमन्यते॥ ७॥
भ्रमांशस्य तिरस्कारादधिष्ठानप्रधानता।
यदा तदा चिदात्माहमसङ्गोऽस्मीति बुध्यते॥ ८॥
नासङ्गेऽहंकृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेच्छृणु।

इदानीं स्वाधिष्ठानस्य तस्यैव संसाराद्यन्वयित्वं स्वीकरणेन विभज्य दर्शयति अधिष्ठानांशसंयुक्तमिति। जीवो यदाधिष्ठानांशसंयुक्तं कूटस्थसहितं भ्रमांशं चिदाभासोपेतं शरीरद्वय मवलम्बते स्वस्वरूपेण स्वीकरोति तदाहं संसारीत्यभिमन्यते॥ ७॥

यदा पुनर्भ्रमांशस्य देहद्वयसहितस्य चिदाभासस्य तिरस्कारान्मिथ्यात्वज्ञानेनानादरणादधिष्ठानप्रधानता अधिष्ठानभूतस्यैव कूटस्थस्य स्वरूपत्वं जीवेन स्वीक्रियते तदाहं चिदात्मा-ऽसङ्गोऽस्मीति बुध्यते जानाति॥ ८॥

नन्वधिष्ठानचैतन्यस्य जीवस्वरूपत्वस्वीकारे चिदात्माहमसङ्गोऽस्मीति बुध्यत इति यदुक्तं तदनुपपन्नं स्यात् असङ्गचिद्रूपस्य कूटस्थस्याहंप्रत्ययविषयत्वाभावादिति शङ्कते नासङ्ग

যে সময়ে জীবচৈতন্য আপনার অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্যের সহিত ভ্রমাংশ অবলম্বন করে, অর্থাৎ আমিই শরীরী, এইরূপে শরীরকে আপন জ্ঞান করে, সেই সময়েই আমি সংসারী এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। শরীরেতে আত্মবোধ হইলেই সংসারেতেও আত্মবোধ হয়। এই উভয় জ্ঞানই ভ্রমাত্মক; ভ্রান্তিবশতঃই শরীরে ও সংসারে আত্মবোধ হয়॥ ৭॥

যখন জীব চৈতন্যের পূর্ব্বোক্ত ভ্রমজ্ঞান দূরীভূত হইয়া আপনাকে অধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে, তখন আমিই অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ এইপ্রকার বুঝিতে পারিয়া জীবচৈতন্য কৃতার্থ হয়। যাবৎ মোহের আক্রমণে জীবভ্রান্তির বশীভূত থাকে, তাবৎ শরীরকে আত্মজ্ঞান করিয়া সংসারে আত্মসম্বন্ধ স্থাপন করে এবং ঐ ভ্রান্তি দূরীভূত হইলেই আপনাকে অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে; তাহাতেই জীবের সাফল্য সম্পাদিত হয়॥ ৮॥

যদি বল, অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে কোনরূপেও অহঙ্কারের সম্ভব হইতে পারে না, তাহাহইলে "আমিই অসঙ্গচৈতন্য" এইরূপ জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? "আমিই অসঙ্গচৈতন্য" এইরূপ জ্ঞানবশতঃ অহং-

एको मुख्यो द्वावमुख्यावित्यर्थस्त्रिविधोऽहमः ॥ ८ ॥
अन्योन्याध्यासरूपेण कूटस्थाभासयोर्वपुः ।
एकीभूय भवेन्मुख्यस्तत्र मूढैः प्रयुज्यते ॥ १० ॥
पृथगाभासकूटस्थावमुख्यौ तत्र तत्त्ववित् ।

इति । असङ्गे चिदात्मन्यविषयेऽहंप्रत्ययो न युज्यते यतोऽतः कथमहमस्मीति जानीयात् न कथमपीत्यर्थः । मुख्यया वृत्त्याहंप्रत्ययविषयत्वाभावेऽपि लक्षणया तदस्मीति विवक्षुरहं-शब्दार्थं तावत् विभजते एक इति अहमोऽहंशब्दस्येत्यर्थः ॥ ९ ॥

कीदृशो मुख्योऽर्थः इत्याकाङ्क्षायां तं दर्शयति अन्योन्येति । कूटस्थचिदाभासयोः स्वरूप-मन्योन्याध्यासेनैक्यं प्राप्तमहंशब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्यार्थो भवति । अस्य कुतो मुख्यत्वमित्यत आह तत्र मूढैरिति । यत इत्यध्याहार्य्यः तत्र तस्मिन् अविविक्ते कूटस्थचिदाभासयोः स्वरूपे यतो विवेकज्ञानशून्यैः सर्वैरप्यहंशब्दः प्रयुज्यतेऽतोऽस्य मुख्यत्वमित्यर्थः ॥ १० ॥

इदानीममुख्यार्थौ द्वौ दर्शयति पृथगिति । आभासकूटस्थौ प्रत्येकमहंशब्दार्थत्वेन यदा विवक्षितौ तदा अमुख्यार्थौ भवतः । अनयोरमुख्यत्वे कारणमाह तत्रेति । अत्रापि यत इत्य-ध्याहारः तत्त्ववित् यतः तत्र तयोः कूटस्थचिदाभासयोरहंशब्दं लोके लौकिके वैदिके च व्यवहारे पर्य्यायेण प्रयुङ्क्ते इति योजना, अयम्भावः चिदाभासकूटस्थयोरविविक्तरूपस्य सार्व-

---

স্কার বলা যায়, যদি পরমাত্মা সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তবে “আমিই অসঙ্গচৈতন্য” এইরূপ জ্ঞানও হইতে পারে না। অতএব এই সংশয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই স্থলে অহং শব্দের তিনপ্রকার অর্থ নিরূপিত আছে, তন্মধ্যে একটি মুখ্য অর্থ, অপর দুইটি গৌণ অর্থ। পরস্পর অধ্যাসবশতঃ কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের যে ঐক্যভাব তাহাকে অহং শব্দের মুখ্য অর্থ বলা যায়, যেহেতু সাধারণ অজ্ঞলোক সকল উক্তরূপ ঐক্যভাবে অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে ॥ ৯-১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে অহং শব্দের মুখ্যার্থ নিরূপিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই অহং শব্দের দ্বিবিধ গৌণ অর্থ নিরূপিত হইতেছে।—আভাস চৈতন্য ও কূটস্থ-চৈতন্য এই উভয়ই পৃথক্‌রূপে অহং শব্দের বাচ্য হয়, অর্থাৎ অহং শব্দে কেবল আভাস চৈতন্যকে বুঝায় এবং কখন বা কেবল কূটস্থচৈতন্যের বোধক হয়। অতএব কেবল আভাসচৈতন্য ও কেবল কূটস্থচৈতন্য এই উভয়ই অহং শব্দের

पर्य्यायेण प्रयुञ्जीरन्नहंशब्दं लौकिके च वैदिके ॥ ११ ॥
लौकिकव्यवहारेऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ।
विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थात् तं विवक्षति ॥ १२ ॥
असङ्गोऽहं चिदात्माहमिति शास्त्रीयदृष्टितः ।
अहंशब्दं प्रयुङ्क्तेऽयं कूटस्थे केवले बुधः ॥ १२ ॥

अतीनव्यवहारविषयत्वात् मुख्यार्थत्वं विविक्तरूपस्य तु कतिपयैर्जनैः कदाचिदेव व्यवह्रिय-माणत्वादमुख्यार्थत्वमिति ॥ ११ ॥

पर्य्यायेण प्रयुञ्जत इत्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति प्रतिपत्तिसौकर्य्याय श्लोकद्वयेन लौकिके-त्यादिना । बुधो विद्वानहं गच्छामीत्यादिके लौकिकव्यवहारे कूटस्थाच्चिदाभासं विविच्य तमेवाहंशब्देन विवक्षति वक्तुमिच्छति ॥ १२ ॥

अयमेव बुधः शास्त्रीयदृष्टितो वेदान्तश्रवणजनितज्ञानेन केवले चिदाभासाद्विविक्ते कूटस्थेऽसङ्गोऽहं चिदात्माहमिति लक्षणयाहंशब्दं प्रयुङ्क्ते अतो लक्षणया अहंशब्दार्थत्वे-नाहंप्रत्ययविषयत्वसम्भवादसङ्गोऽहमस्मीति ज्ञानमुपपद्यत इति भावः ॥ १२ ॥

গৌণার্থ। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিক প্রয়োগে ও বৈদিক উদাহরণে পর্য্যায়ক্রমে আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য এই উভয়েতে অহং শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

আত্মতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ লৌকিক ব্যবহারে "আমি গমন করিতেছি" ইত্যাদি বাক্যে কূটস্থচৈতন্য হইতে আভাসচৈতন্যকে পৃথক্ করিয়া সেই আভাসচৈতন্যকে অহং শব্দের বাচ্য বলিয়া স্বীকার করেন। যেহেতু "আমি গমন করিতেছি" ইত্যাদি স্থলে আভাসচৈতন্য ভিন্ন অহং শব্দের অর্থসঙ্গতি হয় না ॥ ১২ ॥

বৈদিক উদাহরণে "আমিই অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে শাস্ত্রীয় দৃষ্টিদ্বারা কেবল কূটস্থচৈতন্যে অহং শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকেন। যেহেতু উক্ত বাক্যে কূটস্থচৈতন্যকে অহং শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার না করিলে কোনরূপে "আমিই সেই অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য সঙ্গত হয় না ॥ ১৩ ॥

ज्ञानिताज्ञानिते त्वात्माभासस्यैव न चात्मनः ।
तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम् ॥ १४ ॥
नायं दोषश्चिदाभासः कूटस्थैकस्वभाववान् ।
आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्वावशेषणात् ॥ १५ ॥
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत् ।

ननु पृथगाभासकूटस्थावहंशब्दस्यामुख्यार्थावित्युक्तौ तयोर्मध्ये कूटस्थः किमज्ञानित्व-समयेऽसङ्गोऽस्मीति जानाति किं वा चिदाभासः न तावत् कूटस्थः तस्यासङ्गचिद्रूपत्वेन ज्ञानित्वाज्ञानित्वयोरनुपपत्तेः अतश्चिदाभासस्य ज्ञानित्वादिकं वक्तव्यं तथा च सति कूटस्था-दन्यश्चिदाभासोऽहं कूटस्थोऽस्मीति न ज्ञातुमर्हति इति शङ्कते ज्ञानितेति ॥ १४ ॥

तस्य कूटस्थादन्यत्वमेवासिद्धमिति परिहरति नायमिति। तत्रोपपत्तिमाह आभास त्वस्येति। यथा दर्पणे प्रतीयमानस्य मुखाभासस्य ग्रीवास्थं मुखमेव तत्त्वं तद्वदिति भावः ॥१५॥

ननु चिदाभासस्य मिथ्यात्वे तदाश्रित कूटस्थोऽस्मीति ज्ञानमपि मिथ्या स्यादिति शङ्कते कूटस्थ इति। कूटस्थस्वरूपातिरिक्तस्य कृत्स्नस्यापि मिथ्यात्वाभ्युपगमात् तन्मिथ्यात्वमस्माक-

---

যদি বল, জ্ঞানিত্ব ও অজ্ঞানিত্ব এই উভয়ই জীবচৈতন্যের ধর্ম্ম, ইহা কখনও কূটস্থচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে, অর্থাৎ "আমি জ্ঞানী ও আমি অজ্ঞানী" এইরূপ বোধ জীবচৈতন্যেরই হইয়া থাকে, কদাচ কূটস্থচৈতন্যের উক্তরূপ জ্ঞান হয় না, তাহাহইলে কূটস্থচৈতন্যের আভাসস্বরূপ জীবচৈতন্যকে কি প্রকারে আমিই কূটস্থচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় ? ॥ ১৪ ॥

উক্ত দোষকে দোষ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। যেহেতু আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য উভয়েরই একই স্বভাব, আভাস কেবল মিথ্যা নামমাত্র অবসানে কূটস্থমাত্রে অবিশেষ হয়। ইহাদিগের উভয়ের নামই কেবল পৃথক্ ; প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়ই এক বলিয়া প্রতীতি হইবে ॥ ১৫ ॥

"আমিই কূটস্থচৈতন্য" এই প্রকার জ্ঞানকেও যদি মিথ্যা বল, তাহা আমি অস্বীকার করি না, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে, সেই সর্পও মিথ্যা এবং তাহার গমনাগমনাদি ও ফণাধারণ প্রভৃতি সকলই মিথ্যা হয়, সেইরূপ

न हि सत्यतयाभीष्टं रज्जुसर्पविसर्पणम् ॥ १६ ॥
तादृशेनापि बोधेन संसारो विनिवर्तते ।
यक्षानुरूपो हि बलिरित्याहुर्लौकिका जनाः ॥ १७ ॥
तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम् ।
कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातुमर्हतीत्यभ्यधात् श्रुतिः ॥ १८ ॥

मिथ्यैवेति परिहरति नेतीति । उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति नहीति । रज्जौ कल्पितस्य सर्पस्य सत्यादिकमपि प्रतीयमानं वास्तवं नाङ्गीक्रियते यथा तद्वदिति भावः ॥ १६ ॥

ज्ञानस्य मिथ्यात्वे तेन संसारनिवृत्तिर्न स्यादित्याशङ्क्य निवर्त्यस्य संसारस्यापि तथात्वात् तन्निवृत्तिरुपपद्यते स्वाप्नव्याघ्रदर्शनेन निद्रानिवृत्तिवदित्यभिप्रायेणाह तादृशेनापीति । तत्र यादृशो यक्षस्तादृशो बलिरिति लौकिकगाथां संवादयति यक्षानुरूपो हीति ॥ १७ ॥

उपपादितमर्थमुपसंहरति तस्मादिति । यस्मात् कूटस्थ एव चिदाभासस्य निजं स्वरूपं तस्मात् पुरुषशब्दवाच्यं कूटस्थसहितचिदाभासस्तं कूटस्थं मिथ्याभूतात् स्वस्मात् विविच्य तत्र स्वयं कूटस्थोऽहमस्मीत्यवगन्तुं शक्नोतीत्यभिप्रायेण श्रुतिरस्मीत्युक्तवतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

আভাসচৈতন্যে অথবা কূটস্থচৈতন্যে যে অহঙ্কার যোগ তাহাও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায় । কদাচ কূটস্থচৈতন্যের অহঙ্কার যোগ সম্ভব হয় না ॥১৬॥

যদিও "আমি নিত্য কূটস্থচৈতন্য" এই প্রকার বোধ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তথাপিও উক্তপ্রকার জ্ঞানদ্বারা ভ্রমজ্ঞানজনিত সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে, যেহেতু লোকে এই একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে যে, "যিনি যেরূপ দেবতা তাঁহার সেইরূপ উপহার।" অতএব যেরূপ জ্ঞানে সংসারের প্রতীতি হয়, সেইরূপ জ্ঞানেই সেই সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে ॥ ১৭ ॥

শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত আছে যে, যিনি আভাসচৈতন্যরূপ জীব, তিনিই কূটস্থচৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম, ইহাই পূর্ব্বরীতি অনুসারে প্রতিপন্ন হইয়াছে, উক্তরূপ বোধদ্বারাই "আমিই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ বোধ হইয়া থাকে। নতুবা আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই একাত্মজ্ঞান সম্ভবিতে পারে না । যদি জীবচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্যের ঐক্যজ্ঞান না হইল, তবে আর কাহাকে একাত্মজ্ঞান বলিবে ? ॥ ১৮ ॥

असन्दिग्धाविपर्य्यस्तबोधो देहात्मनीक्ष्यते।
तद्वदत्रेति निर्णेतुमयमित्यभिधीयते ॥ १९ ॥
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्।
आत्मन्येव भवेद् यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥ २० ॥
अयमित्यपरोक्षत्वमुच्यते चेत्तदुच्यताम्।

एवं पुरुषोऽस्मीति पदद्वयप्रयोगाभिप्रायमभिधाय अयमिति पदप्रयोगाभिप्रायमाह असन्दिग्धेति। लौकिकानां प्रसिद्धे देहरूपे आत्मनि संशयविपर्य्ययरहितोऽयमस्मीति बोधो यद्वदुपलभ्यते अत्र प्रत्यगात्मनि विषये तद्वत् तथाविधं ज्ञानं मुक्तिसिद्धये सम्पाद्यमिति निर्णेतुमयमित्यभिधीयते श्रुत्येति शेषः ॥ १९ ॥

ईदृशस्यैव बोधस्य मोक्षसाधनत्वे आचार्य्यवाक्यं संवादयति देहात्मेति। अहं मनुष्य इति देहात्मविषयो दृढप्रत्ययो यथैवं प्रत्यगात्मन्येव देह एवात्मेत्येवं देहात्मत्वज्ञानापवाधनेन ब्रह्माहमस्मीति ज्ञानं यस्य जायते स विद्वानिच्छन्नपि मोक्षेच्छारहितोऽपि मुच्यते संसारहेतोरज्ञानस्य ज्ञानेनापवाधितत्वादिति भावः ॥ २० ॥

अयमिति पदप्रयोगस्याभिप्रायान्तरं शङ्कते अयमिति। यस्मायं घट इत्यादिप्रयोगेष्विदमा

লোকসকল যেমন দেহাত্মজ্ঞান বিষয়ে সন্দেহ বা বিপর্য্যয়রহিত হয়, সেইরূপ কূটস্থ আত্মজ্ঞানেতেও অসন্দিগ্ধ বা অবিপর্য্যস্ত হইয়া বিবেচনা করিবে। সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই "এই আমি" ইত্যাদিরূপে দেহেতে আত্মবোধ করে, তাহাতে কোনরূপ সংশয় বা অন্যথা ভাব হয় না, কিন্তু কূটস্থ আত্মাতেও ঐরূপ জ্ঞান করা উচিত, তাহাতে সংশয় কিম্বা অন্যথা ভাব এককালে পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৯ ॥

যেমন দেহাত্মজ্ঞান অনায়াসেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ যাহার আত্মাতে দেহাত্মজ্ঞানের বাধক কূটস্থাত্মজ্ঞানের উদয় হয়, সেই ব্যক্তি মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া থাকে। যাহার ভাগ্যে দেহাত্মজ্ঞান তিরোহিত হইয়া "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্যরূপ পরব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, সেই ব্যক্তি অনায়াসে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমধামে গমন করিতে পারে ॥ ২০ ॥

যদি "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে অপরোক্ষ

स्वयंप्रकाशचैतन्यमपरोक्षं सदा यतः ॥ २१ ॥
परोक्षमपरोक्षञ्च ज्ञानमज्ञानमित्यदः ।
नित्यापरोक्षरूपेऽपि द्वयं स्याद् दशमे यथा ॥ २२ ॥
नवसंख्याहृतज्ञानो दशमो विभ्रमात् तदा ।
न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान् नव ॥ २३ ॥

निर्दिष्टस्य वस्तुन आपरोक्ष्यं दृष्टं तथायमस्मीत्यत्रापीति भावः। तदप्यस्माकमिष्टमेवेत्याह तदुच्यतामिति। कुत इत्यत आह स्वयंप्रकाशेति। साधनान्तरनिरपेक्षतयावभासमानं चैतन्यं व्यवधायकाभावान्नित्यमपरोक्षमित्यस्माभिरभ्युपगतत्वादित्यर्थः ॥ २१ ॥

नन्वात्मनः स्वप्रकाशचिद्रूपत्वेन नित्यापरोक्ष्याभ्युपगमेऽयमिति पदप्रयोगस्याभिप्रायवर्णना स्वीकारबलादागतमात्मनः परोक्षविषयत्वं पूर्वोक्तं ज्ञानाज्ञानाश्रयविषयत्वञ्चानुपपन्नं स्यादित्याशङ्क्य दशम इव सर्वमुपपत्स्यत इत्याह परोक्षमपरोक्षञ्चेत्येकं युगलं ज्ञानमज्ञानमित्यपरम् इदं द्वयं नित्यारोक्षरूपेऽप्यात्मनि दशम इव स्यादित्यर्थः ॥ २२ ॥

दृष्टान्तं व्युत्पादयति नवसंख्येति। परिगणनीयपुरुषनिष्ठया नवसंख्ययापहृतविवेकविज्ञानो दशमस्तदा तान् परिगणनीयान् नवसंख्यकान् वीक्षमाणोऽपि सम्यक् पश्यन्नपि आत्मा गणनाकर्त्तारं स्वात्मानं दशमोऽहमस्मीति नैव वेत्तीत्यर्थः ॥ २३ ॥

জ্ঞান বলিয়া স্বীকার কর, তাহাতে আমার ইষ্টসাধন ভিন্ন অনিষ্টাশঙ্কা নাই ; যেহেতু স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বদাই অপরোক্ষ। যিনি সর্ব্বদাই অপরোক্ষ, তাঁহাকে অপরোক্ষ বলিলে ক্ষতি কি ? ॥ ২১ ॥

যেমন দশ জন পুরুষ একত্র থাকিলেও নিত্য প্রত্যক্ষ দশমপুরুষবিষয়ে অজ্ঞানের সম্ভব হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বদা অপরোক্ষ হইলেও তাহাতে পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্ব এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান সকলই সম্ভব হইতে পারে ॥২২॥

এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষবিষয়ে অজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন।—কোন স্থানে দশজন পুরুষ একত্র হইয়া এক নদীর পারে গমনপূর্ব্বক আপনাদিগের সংখ্যানির্ণয় করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহাদিগের মধ্যে যিনিই গণনা করেন, তিনিই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর নয় ব্যক্তিকে গণনা করিয়া নয় জনকেই দেখেন, কেহই দশসংখ্যা পূর্ণ করিতে

न भाति नास्ति दशम इति स्वं दशमं तदा।
मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विदुः ॥ २४ ॥
नद्यां ममार दशम इति शोचन् प्ररोदिति।
अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादिं विदुर्बुधाः ॥ २५ ॥
न मृतो दशमोऽस्तीति श्रुत्वाप्तवचनं तदा।

एवं दशमोऽज्ञानं प्रदर्श्य तत्कार्य्यमावरणं दर्शयति न भातीति। तदा दशमः स्वं दशमं सन्तं दशमो न भाति नास्तीति मत्वा वक्ति अस्य व्यवहारस्य यत् कारणं तदज्ञानकृतमज्ञानकार्य्यमावरणं विदुर्बुधा इतिशेषः ॥ २४ ॥

अज्ञानस्यैव कार्य्यविशेषं विक्षेपं दर्शयति नद्यामिति ॥ २५ ॥

दशमस्यासत्त्वांशनिवर्त्तकं परोक्षज्ञानमाह न मृत इति ॥ २६ ॥

পারেন না। এইরূপে নয় জনকে দেখিয়া নয়সংখ্যাতেই বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া স্বয়ং যে দশম, ইহা জানিতে পারেন না ॥ ২৩ ॥

তখন তাহারা ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া দশমপুরুষকে কেহই নির্ণয় করিতে না পারিয়া সকলেই পরস্পর বলিতে লাগিলেন, যে আমরা দশ জন আসিয়াছি, একথা মিথ্যা নহে; কিন্তু এইক্ষণ দশজনকে দেখিতেছি না, সুতরাং আমাদিগের মধ্যে যিনি দশম তিনি নাই। ইহা কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য, অতএব এইরূপ অজ্ঞানের শক্তিকে আবরণশক্তি বলিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

পরে সকলে একত্রীভূত হইয়া এই স্থির করিলেন যে, যিনি আমাদিগের মধ্যে দশম ছিলেন, নদীজলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তাহারা এইরূপ অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া সকলেই শোকবিহ্বলচিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এইরূপ ক্রন্দনকে অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ২৫ ॥

এবম্প্রকারে যখন সকলেই আপনাদিগের দশম ব্যক্তিকে হারাইয়া ব্যাকুলান্তঃকরণে রোদন করিতেছেন, এমন সময়ে কোন অভ্রান্তপুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তোমরা কেন নিরর্থক রোদন করিতেছ? তোমাদিগের দশমপুরুষ মরে নাই, সে এখনও জীবিত আছে। তখন

परोक्षत्वेन दशमं वेत्ति स्वर्गादिलोकवत् ॥ २६ ॥
त्वमेव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदर्शितः ।
अपरोक्षतया ज्ञात्वा हृष्यत्येव न रोदिति ॥ २७ ॥
अज्ञानावृतिविक्षेपद्विविधज्ञानहृष्टयः ।
शोकापगम इत्येते योजनीयाश्चिदात्मनि ॥ २८ ॥

तस्येवाभानांशनिवर्त्तकमपरोक्षज्ञानं दर्शयति त्वमेवेति । स्वेन परिगणितैर्नवभिः सह स्वात्मानं गणयित्वा त्वमेव दशमोऽसीति दर्शितोऽहं दशमोऽस्मीत्यपरोक्षतया ज्ञात्वा हर्षं प्राप्नोति रोदनञ्च त्यजति ॥ २७ ॥

एवं दृष्टान्तभूते दशमे प्रदर्शितमवस्थासप्तकमनूद्य दार्ष्टान्तिके आत्मन्यपि तद् योजनीयमित्याह अज्ञानावृतीति । अज्ञानस्यावृतिश्च विक्षेपश्च द्विविधज्ञानञ्च हृष्टिश्चेति द्वन्द्वसमासः ॥ २८ ॥

তাহারা সেই অভ্রান্তপুরুষের বাক্য শুনিয়া স্বর্গলোকের ন্যায় তাহাদিগের পরোক্ষজ্ঞান হইল, অর্থাৎ যেমন স্বর্গলোককে কেহ দর্শন করিতে পারে না, কিন্তু "স্বর্গলোক আছে" বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস আছে, সেইরূপ তখন কেহই দশমপুরুষকে জানিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু "আমাদিগের দশম-পুরুষ আছে" বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস হইল ॥ ২৬ ॥

তদনন্তর সেই অভ্রান্তপুরুষ ক্রমান্বয়ে একে একে প্রত্যেককে গণনা করিয়া "তুমিই দশমপুরুষ" এই বলিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন তাহা-দিগের ভ্রান্তি দূর হইল এবং প্রত্যক্ষরূপে দশমপুরুষকে দেখিতে পাইয়া রোদন পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলেই অভ্রান্তপুরুষের বাক্যে প্রবোধিত হইয়া সাতিশয় হর্ষযুক্ত হইলেন ॥ ২৭ ॥

এই স্থানে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষেতে অজ্ঞান, আবরণশক্তি, বিক্ষেপশক্তি, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, হর্ষদৃষ্টি এবং শোকাপনোদন এই সপ্তপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইল। তদনুসারে উক্ত সপ্তবিধ অবস্থা ক্রমশঃ স্বীয় আত্মাতে নিয়োজিত করিয়া কিরূপে সেই সপ্ত অবস্থার বিবেচনা করিতে হয়, তাহা পরশ্লোকে বর্ণিত হইবে ॥ ২৮ ॥

সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন।
স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্ত্যয়ম্॥ ২৯॥
ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ।
কর্ত্তা ভোক্তাহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে॥ ৩০॥
অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্ত্তয়া।
পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ॥ ৩১॥
কর্ত্তা ভোক্তেত্যেবমাদিশোকজাতং প্রমুঞ্চতি।

তত্রাজ্ঞানাদিকং ক্রমেণ দর্শয়তি সংসারসক্তেত্যাদিচতুর্ভিঃ। অয়ং চিদাভাসো বিষয়-সম্পাদনাদিষ্বাসক্তচিত্তঃ সন্ কদাচন শ্রুতিবিচারাৎ পূর্ব্বং কদাচিদপি স্বতত্ত্বং স্বস্য নিজং রূপং স্বপ্রকাশচিদ্রূপং কূটস্থং প্রত্যগাত্মানং নৈব বেত্তি ন জানাতীতি যৎ তদজ্ঞানম্॥ ২৯॥

চিদাত্মবিষয়ে প্রসঙ্গে জাতে কূটস্থো নাস্তি ন ভাতীতি মত্বা ব্রূতে ইদমজ্ঞানকার্য্য-মাবরণং কূটস্থাসত্ত্বাভানাভিধানবৎ কর্তৃত্বাদিকমাত্মন্যারোপয়তি অস্যারোপস্য হেতুর্দেহ-দ্বয়যুক্তশ্চিদাভাসো বিক্ষেপঃ॥ ৩০

অস্তি কূটস্থ ইতি। পরেণ বোধিতঃ কূটস্থোঽস্তীতি জানাতীদং পরোক্ষজ্ঞানং শ্রবণাদি-পরিপাকবশাৎ কূটস্থোঽহমেবাস্মীতি জানাতীদমপরোক্ষজ্ঞানম্॥ ৩১॥

কূটস্থাসঙ্গাত্মজ্ঞানানন্তরং কর্তৃত্বাদিশোকজাতং ত্যজতীতি যদয়ং শোকাপগমঃ স্বত্বং

জীবগণের চিত্ত সংসারে আসক্ত হইলে, কখনও স্বপ্রকাশমান কূটস্থ-চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে পারে না, এইরূপ অবস্থাকে অজ্ঞান বলে। আর কূটস্থচৈতন্যের অজ্ঞানপ্রসঙ্গে সেই কূটস্থচৈতন্যের যে অপ্রকাশ বা অভাব ব্যক্ত হয়, তাহাকে আবরণশক্তি বলা যায় এবং "আমিই কর্ত্তা আমিই ভোক্তা" এইরূপ যে প্রবৃত্তি হয়, তাহাকে বিক্ষেপশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়॥ ২৯॥ ৩০॥

কোন অভ্রান্তপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়া "একমাত্র কূটস্থচৈতন্য আছেন" এইপ্রকার যে দৃঢ় বিশ্বাস হয়, তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলিয়া থাকে। কূটস্থ-চৈতন্যের পরোক্ষজ্ঞান হইলে সবিশেষ বিচারদ্বারা "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাকে অপরোক্ষজ্ঞান বলা যায়॥ ৩১॥

"আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইলে "আমি কর্ত্তা

জ্ঞাতং জ্ঞাতব্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥ ৩২ ॥
অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বদ্ বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ ।
অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা ॥ ৩৩ ॥
সপ্তাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তাস্বিমৌ ।
বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন জানামীত্যুদাসীনব্যবহারস্য কারণম্ ।

কর্তব্যজাতং কৃতং নিষ্পাদিতং প্রাপণীয়ং ফলজাতং প্রাপ্তং লব্ধমিতি তুষ্যতীয়ং তৃপ্তিরিত্যর্থঃ ॥৩২॥

দার্ষ্টান্তিকেঽপ্যুক্তমবস্থাসপ্তকমনুবদতি অজ্ঞানমিতি ॥ ৩৩ ॥

ননূক্তাবস্থাসপ্তকস্যাত্মধর্মত্বাঙ্গীকারে তস্য কূটস্থত্বং ব্যাহন্যেতেত্যাশঙ্ক্য এতাঃ সপ্তাবস্থা চিদাভাসস্যৈব ন কূটস্থস্যেত্যাহ সপ্তাবস্থা ইতি । সর্বং বাক্যং সাবধারণমিতি ন্যায়েন চিদাভাসস্যৈবৈতা অবস্থা ন কূটস্থস্য । সপ্তাবস্থানামুপন্যাসো বৃথেত্যাশঙ্ক্য ন বৃথা বন্ধমোক্ষকারিত্বরূপফলত্বাদুপন্যাসস্যেত্যভিপ্রায়েণাহ তাস্বিমাবিতি । কিমাসাং সপ্তানামপ্যবিশেষেণ বন্ধমোক্ষকারিত্বং নেত্যাহ তত্র তিস্র ইতি । অজ্ঞানাবরণবিক্ষেপরূপাস্তিস্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

৩৫. আসাং বন্ধকারিত্বদর্শনায় তিসৃণামপি স্বরূপং প্রত্যেকং কার্যপ্রদর্শনেন স্পষ্টীচিকীর্ষু-

---

ও আমি ভোক্তা” ইত্যাদি জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তখন আর শোকমোহাদি কিছুই থাকে না, সকলপ্রকার শোকমোহাদি বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ শোকমোহাদির অপনয়নকে শোকাপনোদন বলিয়া থাকে। পরে উক্তরূপে শোকাপনয়ন হইলে আত্মাতে যে পরিতোষ জন্মে, তাহাকে তৃপ্তি বলে এবং সেই তৃপ্তিকেই হর্ষদৃষ্টি বলিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

পূর্বোক্ত সপ্তবিধ অবস্থা অর্থাৎ অজ্ঞান, আবরণশক্তি, বিক্ষেপশক্তি, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকাপনোদন এবং হর্ষদৃষ্টিরূপ নিরঙ্কুশ তৃপ্তি, এই সকল কেবল জীবের অবস্থামাত্র, কূটস্থচৈতন্যের উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থার কোন একটি অবস্থাও নাই। উক্ত সপ্তপ্রকার অবস্থাই সামান্যতঃ জীবের বন্ধ ও মোক্ষ এই উভয়ের কারণ হয়। ইহাদিগের মধ্যে অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ, এই অবস্থাত্রয়ই জীবের সংসারবন্ধনের কারণ এবং তদ্ভিন্ন সমুদায় অবস্থাই জীবের মোক্ষের হেতু ॥ ৩৩-৩৪ ॥

এইক্ষণে অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই অবস্থাত্রয় যে জীবের সংসার-

विचारप्रागभावेन युक्तमज्ञानमीरितम् ॥ ३५ ॥
अमार्गेण विचार्य्याथ नास्ति नो भाति चेत्यसौ ।
विपरीतव्यवहृतिरावृतेः कार्य्यमिष्यते ॥ ३६ ॥
देहद्वयचिदाभासरूपो विक्षेप ईरितः ।

त्वज्ञानस्य स्वरूपं तावद्द दर्शयति न जानामीति । आत्मतत्त्वविचारस्य प्रागभावसहित-मुदासीनव्यवहारस्य कारणं न जानामीत्यनुभूयमानमज्ञानमीरितमित्यर्थः ॥ ३५ ॥

आवृतेः कार्य्यं दर्शयति अमार्गेणेति । शास्त्रोक्तप्रकारमतिलङ्घ्य केवलं तर्केण विचार्य्यानन्तरं कूटस्थो नास्ति न भाति इत्येवंरूपो विपरीतव्यवहारः आवृतिकार्य्यमित्यर्थः ॥ ३६ ॥

विक्षेपस्य स्वरूपं तत्कार्य्यञ्च दर्शयति देहद्वयेति । स्थूलसूक्ष्मशरीरद्वयसहितश्चिदा-

---

বন্ধনের কারণ, তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ অজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—তত্ত্বনির্ণয়ের পূর্ব্ব অবস্থাতে ঔদাসীন্য ব্যবহার অর্থাৎ "আমি কিছুই জানি না" এইপ্রকার নিশ্চয়ের যে কারণ, তাহাকে অজ্ঞান বলা যায়। অজ্ঞানসত্ত্বে কখনও তত্ত্বনির্ণয় হয় না, পরন্তু তত্ত্বনির্ণয় না হইলে মুক্তিও হইতে পারে না; সুতরাং জীব অজ্ঞানদ্বারাই সংসারে বদ্ধ থাকে ॥৩৫॥

এইক্ষণে আবরণ শক্তির স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত নির্ণয় উল্লঙ্ঘন করিয়া অসৎ তর্কদ্বারা বিচারপূর্ব্বক কূটস্থ চৈতন্যের সত্তা অথবা প্রকাশের অভাব নিশ্চয়স্বরূপ বিপরীত ব্যবহারের যে কারণ, তাহাকে আবরণশক্তি বলিয়া থাকে। এই আবরণ শক্তিপ্রভাবেই সাধারণের বুদ্ধিতে কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশ হয় না এবং সেই কূটস্থচৈতন্যের সত্তাবিষয়েও বৈপরীত্যভাব প্রকাশ হয়। যাহাদিগের বুদ্ধি এই আবরণ শক্তিদ্বারা আবৃত, তাহারা স্বভাবতঃ কুতর্কের বশীভূত হইয়া পরিশেষে ঈশ্বর নাই, এইরূপ নিশ্চয় করে ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে অজ্ঞান ও আবরণ শক্তি এই উভয় অবস্থার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, এইক্ষণ বিক্ষেপ শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করিতেছেন।—জীব চৈতন্যের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ চৈতন্যেতে স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং আভাস চৈতন্যস্বরূপ জীবের যে কল্পনা হয়, তাহারই নাম বিক্ষেপশক্তি, এই বিক্ষেপশক্তিই বন্ধনের কারণ এবং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদিরূপ যে সংসার, তাহাই বিক্ষেপশক্তির কার্য্য;

कर्त्तृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्योऽस्य बन्धकः ॥ ३७॥
अज्ञानमावृतिश्चैते विक्षेपात् प्राक् प्रसिध्यतः।
यद्यप्यथाप्यवस्थेते विक्षेपस्यैव नात्मनः॥ ३८ ॥
विक्षेपोत्पत्तितः पूर्व्वमपि विक्षेपसंस्कृतिः।
अस्त्येव तदवस्थात्वमविरुद्धं ततस्तयोः॥ ३९ ॥
ब्रह्मण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ।

भास एव विक्षेपे बन्धकः बन्धहेतुः संसाराख्यः कर्त्तृत्वाद्यखिलः शोकस्य चिदाभासस्य कार्य्यमिति शेषः कर्त्तृत्वादीत्यादिशब्देन प्रमातृत्वादयो गृह्यन्ते ॥ ३७ ॥

ननु समावस्थाश्चिदाभासस्येत्युक्तमनुपपन्नम् अज्ञानावरणयोर्विक्षेपोत्पत्तेः पुरावस्थितत्वा च्चिदाभासस्य च विक्षेपान्तःपातित्वात् तदवस्थात्वानुपपत्तेरित्याशङ्क्याह अज्ञानमिति। अनयोर्विक्षेपात् पुरा स्थितत्वेऽपि नात्मावस्थात्वं तस्यासङ्गत्वेनावस्थावत्त्वानुपपत्तेः अतः परिशेषाच्चिदाभासावस्थात्वमेव तयोर्वक्तव्यमिति भाव. ॥ ३८ ॥

अवस्थावतो विक्षेपस्य तदानीमभावात् तदवस्थात्वाभिधानमनुपपन्नमित्याशङ्क्य विक्षेपाभावेऽपि तत्संस्कारस्य तदानी सत्त्वाद् विक्षेपावस्थात्वाभिधानं न विरुध्यत इत्याह विक्षेपेति। ततः कारणात् तयोस्तदवस्थात्ववर्णनमविरुद्धमिति ॥ ३९ ॥

नन्वप्रसिद्धसंस्काराभ्युपगमद्वारा विक्षेपावस्थत्ववर्णनाद् वरम् अधिष्ठानतया प्रसिद्धब्रह्मावस्थात्वकल्पनमित्याशङ्क्यातिप्रसङ्गात् नैवमिति परिहरति ब्रह्मणीति ॥ ४० ॥

বিক্ষেপশক্তির আক্রমণে আক্রান্ত হইয়া সাধারণ লোক "আমি কর্ত্তা ও আমি ভোক্তা" ইত্যাদি রূপ কুসংস্কারের বাধ্য হইয়া সংসারে বদ্ধ থাকিয়া কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ জানিতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

যদিও বিক্ষেপ অবস্থা উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বেই অজ্ঞান ও আবরণ এই উভয় অবস্থা বর্ত্তমান থাকে, তথাপি উক্ত দ্বিবিধ অবস্থা বিক্ষেপরূপ জগতেরই অবস্থামাত্র উক্ত অবস্থাদ্বয় আত্মচৈতন্যের ধর্ম্ম নহে ॥ ৩৮ ॥

আর বিক্ষেপ অবস্থার উৎপত্তির পূর্ব্বে যে সেই অবস্থার সংস্কার বিদ্যমান থাকে, তাহাতে উক্ত অজ্ঞান ও আবরণ এই অবস্থাদ্বয় স্বীকার করিলেও কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না ॥ ৩৯ ॥

যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, একমাত্র অপ্রসিদ্ধ বিক্ষেপ সংস্কার স্বীকার

नाशङ्कनीयं सर्वासां ब्रह्मण्येवाधिरोपणात् ॥ ४० ॥
संसार्यहं विबुद्धोऽहं निःशोकस्तुष्ट इत्यपि।
जीवगा उत्तरावस्था भान्ति न ब्रह्मगा यदि ॥ ४१ ॥
तर्ह्यज्ञोऽहं ब्रह्मसत्त्वभाने मद्दृष्टितो न हि।
इति पूर्वे अवस्थे च भासेते जीवगे खलु ॥ ४२ ॥

ननु ब्रह्मण्यारोपितत्वाविशेषेऽपि विक्षेपोत्पत्त्युत्तरकालभाविनीनां संसारित्वाद्यवस्थानां जीवाश्रितत्वेनानुभूयमानत्वान्न ब्रह्मावस्थात्वमिति शङ्कते संसार्यहमिति। संसारी कर्तृत्वादिधर्मवान् विबुद्धस्तत्त्वसाक्षात्कारवान् निःशोकः शोकरहितः, तुष्टः वक्ष्यमाणकृतकृत्यत्वादिजनितसन्तोषवान् अहमस्मीति उत्तरावस्था जीवगा जीवाश्रिता भान्ति न ब्रह्माश्रिता इत्यर्थः ॥ ४१ ॥

एवं तर्ह्यज्ञानावरणयोरपि जीवाश्रितत्वेनानुभूयमानत्वाज्जीवावस्थात्वमेवेति परिहरति तर्ह्यज्ञ इति। मद्दृष्टितो ममानुभवेन इत्यर्थः ॥ ४२ ॥

করিয়া অজ্ঞান ও আবরণ শক্তিকে সেই সংস্কারেরই অবস্থা বলিয়া স্বীকার করা অপেক্ষা বরং পরংব্রহ্মেতেই উক্ত উভয় অবস্থা স্বীকার করা যায়; যেহেতু সকল অবস্থাই পরমব্রহ্মেতে আরোপিত হইতে পারে। এই আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু জগতের সমুদায় পদার্থই পরমব্রহ্মতে আরোপিত আছে, অতএব পরংব্রহ্ম জগতের সকল পদার্থেরই আশ্রয়। কিন্তু তাহার কোন অবস্থা নাই, সকলই জীবের অবস্থামাত্র ॥ ৪০ ॥

যদি বল বিক্ষেপশক্তির উৎপত্তির উত্তরকালে যে সকল অবস্থা উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ "আমি জ্ঞানী, আমি সংসারী আমি শোকরহিত এবং আমি পরিতৃপ্ত" ইত্যাদি সমুদায় অবস্থা জীবেরই দেখা যায়। অতএব ঐ সকল অবস্থাও পরব্রহ্মের অবস্থা হইতে পারে না; ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে। যেহেতু আমি অজ্ঞানী এবং পরম ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার বুদ্ধিগোচর হয় না ইত্যাদি পূর্ব্বকালীন অবস্থা সকলও জীবের অবস্থা বলিয়া প্রতীত হয়। অতএব অজ্ঞান ও আবরণ এই উভয় অবস্থাই জীবের ধর্ম্ম, কখনও উহা পরম ব্রহ্মের অবস্থা বলিয়া অনুমান হয় না ॥ ৪১-৪২ ॥

अज्ञानस्याश्रयो ब्रह्मेत्यधिष्ठानतया जगुः ।
जीवावस्थात्वमज्ञानाभिमानित्वादवादिषम् ॥ ४२ ॥
ज्ञानद्वयेन नष्टेऽस्मिन्नज्ञाने तत्कृतावृतिः ।
न भाति नास्ति चेत्येषा द्विविधापि विनश्यति ॥ ४४ ॥
परोक्षज्ञानतो नश्येदसत्त्वावृतिहेतुता ।

ननु तर्ह्यज्ञानाश्रयत्वं ब्रह्मणः पूर्वाचार्य्यैः कथमुक्तमित्याशङ्क्य तद्विवक्षां दर्शयति अज्ञानस्येति ब्रह्मणोऽज्ञानाधिष्ठानत्वविवक्षया तदाश्रयत्वमुक्तमित्यर्थः। भवद्भिस्तर्हि किं विवक्षया जीवावस्थात्वमुक्तमित्याशङ्क्य स्वविवक्षां दर्शयति जीवावस्थात्वमिति ॥ ४२ ॥

एवं बन्धहेतुमवस्थात्रयं प्रदर्श्यावशिष्टास्ववस्थासु मध्ये पूर्वोक्ताज्ञानावरणनिवृत्तिद्वारा मुक्तिहेतुमवस्थाद्वयं दर्शयति ज्ञानद्वयेनेति परोक्षत्वापरोक्षत्वलक्षणेन ज्ञानद्वयेनावरकाज्ञाने नष्टे सति तत्कृतावृतिस्तेनाज्ञानेनोत्पादितं न भाति नास्तीति व्यवहारकारणं द्विविधमप्यावरणं कारणाभावान्नश्यतीति ॥ ४४ ॥

कस्यांशस्य केन निवृत्तिरित्यपेक्षायाम् उभयं विभज्य दर्शयति परोक्षज्ञानत इति।

পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা যে পরম ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কেবল অধিষ্ঠানরূপে, অর্থাৎ পরমব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠাতা। অতএব তাঁহাকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান পরম ব্রহ্মের অবস্থা নহে। জীবসকল অজ্ঞানের বশীভূত হইয়া অভিমান করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত প্রাচীন আচার্য্যগণ অজ্ঞানকে জীবের অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহাই এইস্থলে বিশেষরূপে নিরূপিত হইল ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জীবের সংসারবন্ধনের কারণ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপশক্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন করিয়া এইক্ষণ অজ্ঞান ও আরণশক্তির নিবারক মোক্ষের অসাধারণ কারণস্বরূপ পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এই দ্বিবিধ অবস্থা নিরূপণ করিতেছেন।—পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হইলে, পরমব্রহ্মবিষয়ে ভানাবরণ ও স্বরূপাবরণ এই উভয় প্রকার আবরণই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বে কেবল অজ্ঞানের বিনাশ হইলে আবরণ শক্তির বিনাশ হয়, ইহাই

अपरोक्षज्ञाननाश्या ह्यभानावृतिहेतुता ॥ ४५ ॥
अभानावरणे नष्टे जीवत्वारोपसंक्षयात् ।
कर्तृत्वाद्यखिलः शोकः संसाराख्यो निवर्तते ॥ ४६ ॥
निवृत्ते सर्वसंसारे नित्यमुक्तत्वभासनात् ।
निरङ्कुशा भवेत् तृप्तिः पुनः शोकासमुद्भवात् ॥ ४७ ॥

कूटस्थोऽस्तीत्येवंरूपात् परोक्षज्ञानात् अज्ञानस्यासत्त्वावरणकारणत्वं निवर्तते कूटस्थोऽस्मीत्यपरोक्षज्ञानेन तु कूटस्थो न भातीत्येवं भानावरणकारणत्वं निवर्तते ॥ ४५ ॥

इदानीं ज्ञानस्य फलरूपावस्थाद्वयप्रथमावस्थामाह अभानेति। अभानावरणे निवृत्ते सति भ्रान्त्या प्रतीयमानस्य जीवस्यापि निवृत्तत्वात् तन्निमित्तकः कर्तृत्वादिलक्षणः संसाराख्यः शोकः सर्वोऽपि निवर्तते इत्यर्थः ॥ ४६ ॥

एवं शोकापगमरूपावस्थां प्रदर्श्य निरङ्कुशतृप्तिलक्षणां द्वितीयां दर्शयति निवृत्त इति ॥ ४७ ॥

উক্ত হইয়াছে। এইক্ষণ কোন্ প্রকার জ্ঞানদ্বারা কোন্ কোন্ আবরণ বিনষ্ট হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—"কূটস্থচৈতন্য আছেন" এইরূপ পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা সেই কূটস্থ চৈতন্যের সত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত অভাবরূপ আবরণ শক্তির কারণস্বরূপ অজ্ঞানের বিনাশ হয় এবং "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা কূটস্থচৈতন্য যে প্রকাশমান হয়েন না, এইরূপ কূটস্থ চৈতন্যের ভানাবরণ অর্থাৎ তাঁহার প্রকাশের আবরণ শক্তির কারণীভূত অজ্ঞানের বিনাশ হয়। "কূটস্থচৈতন্য আছেন" এইরূপ জ্ঞান হইলেই কূটস্থচৈতন্যের বিদ্যমানতাবিষয়ে বিশ্বাস জন্মে এবং "আমিই সেই কূটস্থচৈতন্য" এইরূপ জ্ঞান হইলেই কূটস্থচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশমান হয়েন ॥ ৪৫ ॥

কূটস্থচৈতন্যের অপ্রকাশরূপ ভানাবরণ শক্তি বিনষ্ট হইলে জীবস্বরূপ যে অধ্যারোপ তাহাও নিবারণ হইয়া যায় এবং "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" ইত্যাদি জ্ঞানঘটিত শোকমোহাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার সংসারও নিবৃত্ত হয় ॥ ৪৬ ॥

সংসারবন্ধন সমুদায় নিবৃত্ত হইলে নিত্য মুক্তির প্রকাশ হয়, তাহাতে আর পুনর্ব্বার সংসারবন্ধন হয় না এবং শোক মোহাদি সর্ব্বপ্রকার সংসার-

अपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इमे ।
अवस्थे जीवगे ब्रूते आत्मानञ्चेदिति श्रुतिः ॥ ४८ ॥
अयमित्यपरोक्षत्वमुक्तं तद् द्विविधं भवेत् ।

नन्वात्मानञ्चेद् विजानीयादिति मन्त्रव्याख्याने प्रवृत्तत्वात् तद्विहाय मध्येऽज्ञानाद्यवस्थासप्तकनिरूपणं प्रकृतासङ्गतमित्याशङ्क्य आत्मानञ्चेदित्यस्याः श्रुतेस्तात्पर्य्यनिर्णयविषयत्वेनाभिहितत्वान्न प्रकृतासङ्गतमित्यभिप्रेत्य श्रुतितात्पर्य्यमाह अपरोक्षेति । चिदाभासनिष्ठं यदवस्थासप्तकम् अस्ति तत्रापरोक्षज्ञानशोकनिवृत्तिलक्षणमवस्थाद्वयं प्रतिपादयितुमयं मन्त्रः प्रवृत्त इत्यभिप्रायः ॥ ४८ ॥

अयमित्यपरोक्षत्वमुच्यते चेत तदुच्यतामित्यत्रायमिति पदेनात्मनोऽपरोक्षत्वमुच्यत इत्युक्तं तर्हि सदापरोक्षज्ञानविषयत्वमेव स्यान्न परोक्षज्ञानविषयत्वमित्याशङ्क्य तदुपपादनायापरोक्षज्ञानं विभजते अयमिति । द्वैविध्ये कारणमाह विषयेति । विषयस्य चिद्रूपस्यात्मनः

যাতনারও নিবৃত্তি হইয়া নিরতিশয় তৃপ্তিরূপ আনন্দ অনুভব হইতে থাকে, দুঃখ আর কোনপ্রকার দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৪৭ ॥

যদি বল, আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে গিয়া তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ পুরঃসর অজ্ঞানাদি সপ্ত অবস্থা নিরূপণ নিতান্ত অসঙ্গত ; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত আছে যে, অপরোক্ষজ্ঞান এবং শোক-মোহাদির নিবৃত্তিরূপ যে তৃপ্তি, তাহা জীবেরই অবস্থামাত্র। অতএব আত্ম-তত্ত্বনিরূপণ-প্রসঙ্গে অজ্ঞানাদি সপ্ত অবস্থা নিরূপণ অনুচিত বলিয়া বোধ হয় না। শ্রুতিতে আরও কথিত আছে যে, যে ব্যক্তি "আমিই নিত্যমুক্ত পরম ব্রহ্মের স্বরূপ" এইরূপে আত্মাকে জানিতে পারে, সেই ব্যক্তি আর কোন বস্তু ইচ্ছা করিয়া অথবা কি কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইবে ? সে আর কিছুই কামনা করে না এবং তাহার কোন বিষয়েও ইচ্ছা হয় না। সেই ব্যক্তি ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করতঃ সর্ব্বদা সাতিশয় আনন্দ-ভোগ করিতে থাকে ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে অপরোক্ষজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়। কখন কখন বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, ইহাই অপরোক্ষ-

विषयस्वप्रकाशत्वाद्धियाप्येवं तदीक्षणात् ॥ ४९ ॥
परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्वप्रकाशता ।
समानह्म स्वप्रकाशमस्तीत्येवं विबोधनात् ॥ ५० ॥
अहं ब्रह्मेत्यनुल्लिख्य ब्रह्मास्तीत्येवमुल्लिखेत् ।
परोक्षज्ञानमेतन्न भ्रान्तं बाधानिरूपणात् ॥ ५१ ॥

स्वप्रकाशत्वात् स्वव्यवहारे साधनान्तरनिरपेक्षत्वात् धिया बुद्ध्या एवं स्वप्रकाशत्वेन तदीक्षणात् तस्य विषयस्यात्मनोऽवलोकनाच्चेत्यर्थः ॥ ४९ ॥

भवतु द्वैविध्यमेतावता परोक्षज्ञानविषयत्वे किमायातमित्याशङ्क्य विषयस्वप्रकाशत्वं परोक्षज्ञानविषयत्वं विरोधि न भवति इत्याह परोक्षेति । अपरोक्षज्ञानकाल इव परोक्षज्ञानकालेऽपि विषयस्य ब्रह्मणः स्वप्रकाशतास्त्येव । अत्रोपपत्तिमाह ब्रह्मेति ॥ ५० ॥

प्रत्यगभिन्नब्रह्मगोचरस्य ज्ञानस्य कुतः परोक्षत्वमिति आशङ्क्य प्रत्यगंशाग्रहणादित्याह अहं ब्रह्मेति । नन्विदं भ्रान्तमित्याशङ्क्यास्य भ्रान्तत्वं किं बाध्यत्वात् उत व्यक्त्यनुल्लेखात् अथवाऽपरोक्षेण ग्रहणयोग्यस्य परोक्षेण ग्रहणात् यद्वांशाग्रहणादिति चतुर्धा विकल्प्य प्रथमं प्रत्याह एतन्नेति ॥ ५१ ॥

জ্ঞানের প্রথম প্রকার এবং কোন সময় বুদ্ধিদ্বারা তদ্রূপের দর্শন হয়, ইহাই অপরোক্ষজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার ॥ ৪৯ ॥

যেমন অপরোক্ষজ্ঞানের প্রথম প্রকারে বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানকালেও বিষয় সকল স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে। অতএব অপরোক্ষজ্ঞান ও পরোক্ষজ্ঞান এই উভয় প্রকার জ্ঞানদ্বারাই স্বপ্রকাশমান পরম ব্রহ্মের সত্তা সিদ্ধ হইল। পরোক্ষজ্ঞানেও তিনি স্বয়ং প্রকাশ পান এবং অপরোক্ষজ্ঞানে সেই পরমব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকেন; সুতরাং কোনপ্রকার জ্ঞানেও পরম ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে সংশয় রহিল না ॥ ৫০ ॥

আমিই পরম ব্রহ্মস্বরূপ এইরূপ উল্লেখ না করিয়া "পরমব্রহ্ম আছেন" এইরূপে যে পরম ব্রহ্মের সত্তামাত্রের উল্লেখ তাহাকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। এই জ্ঞানে কোনপ্রকার বাধ দৃষ্ট হয় না, অতএব ইহাকে ভ্রমাত্মক বলা যায় না। এই জ্ঞানদ্বারাই পরমব্রহ্ম অভিন্নরূপে গোচরীভূত হন ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্ম নাস্তীতি মানস্য ন্ স্যাদ্ বাধ্যেত তদা ধ্রুবম্।
ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোঽতো ন বাধ্যতে ॥ ৫২ ॥
ব্যক্ত্যনুল্লেখমাত্রেণ ভ্রমত্বে স্বর্গধীরপি।
ভ্রান্তিঃ স্যাদ্ ব্যক্ত্যনুল্লেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥৫৩॥
অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য ন পরোক্ষমতির্ভ্রমঃ।

উক্তং বিরুদ্ধমিতি ব্রহ্ম নাস্তীতি ॥ ৫২ ॥

দ্বিতীয়মতিপ্রসঙ্গেন দূষয়তি ব্যক্ত্যনুল্লেখেতি। অয়ং স্বর্গ ইত্যেবমাকারেণ ব্যক্ত্যভাবাৎ কিন্তু স্বর্গোঽস্তীত্যেবং সামান্যাকারেণ প্রতীতেঃ স্বর্গবুদ্ধেরপি ভ্রমত্বপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তৃতীয়ং নিরাকরোতি অপরোক্ষত্বেতি। অপরোক্ষত্বেন ব্যক্তযোগ্যস্য প্রত্যগভিন্নব্রহ্মবিষয়স্য পরোক্ষজ্ঞানস্য ভ্রমত্বং ন সম্ভবতি। কুত ইত্যত আহ, পরোক্ষমিতি ব্রহ্ম পরোক্ষমিত্যেবমাকারেণ

যেমন "ব্রহ্ম নাই" এইরূপ পরম ব্রহ্মের অভাবের উল্লেখ নানাপ্রকার প্রধান প্রধান কারণদ্বারা বাধিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে তাহার বাধক কোন প্রমাণ নাই, অতএব কখনই ব্রহ্মের সত্তার কোন বাধ সম্ভব হয় না,। "ব্রহ্ম নাই" এ কথা বলিলে তাহাতে নানাপ্রকার কারণ প্রদর্শন-দ্বারা নিরস্ত করা যায়, কিন্তু "ব্রহ্ম আছেন" এই বাক্যের প্রতি কেহ কোন বাধ প্রদর্শন করিতে পারে না; অতএব ব্রহ্মের সত্তাবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত পরোক্ষ-জ্ঞান অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ৫২ ॥

কোন বস্তুর উল্লেখ না করিয়া সামান্যাকারে যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান-কেই যদি ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে শব্দ জন্য জ্ঞানমাত্রকেই ভ্রমজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই স্বর্গ ইত্যাদিরূপ বিশেষাকার জ্ঞান না হইলেও "স্বর্গ আছে" এইরূপ সামান্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে। যদি সামান্যাকার জ্ঞানমাত্রই ভ্রমাত্মক হয়, তবে "স্বর্গ আছে" এই সামান্যাকার জ্ঞানও ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার কর ॥ ৫৩ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানের যোগ্য যে পদার্থ, তাহার পরোক্ষজ্ঞানকেও ভ্রমাত্মক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু পরোক্ষ জ্ঞানকালে সেই বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞানের উল্লেখ না থাকিলেও সেই বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানের সম্ভব হয়।

परोक्षमित्यनुल्लेखादर्थात् पारोक्ष्यसम्भवात् ॥ ५४ ॥
अंशागृहीतिर्भ्रान्तिश्चेद् घटज्ञाने भ्रमो भवेत् ।
निरंशस्यापि सांशत्वं व्यावर्त्यांशविभेदतः ॥ ५५ ॥
असत्त्वांशो निवर्त्तेत परोक्षज्ञानतस्तथा ।
अभानांशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥ ५६ ॥

ग्रहणाभावात्। कुतस्तर्हि तस्य परोक्षत्वमित्याशङ्क्याह अर्थादिति। इदं ब्रह्मेत्येवं व्यक्त्युल्लेखाभावसामर्थ्यात् परोक्षत्वसिद्धिरिति भावः ॥ ५४ ॥

चरममाशङ्कते अंशागृहीतिरिति। ब्रह्माश्रयग्रहणेऽपि प्रत्यगंशाग्रहणात् भ्रमत्वमित्यर्थः। एवं तर्हि घटादिज्ञानस्यापि भ्रमत्वप्रसङ्ग इति परिहरति घटेति अन्तरावयवानामग्रहणादिति भावः। ननु घटस्य सावयवत्वादंशग्रहणेऽप्यंशाग्रहणं सम्भवति ब्रह्मणस्तु निरंशत्वात् कथमंशाग्रहणसम्भव इत्याशङ्क्य व्यावर्त्यांशोपाधिनिमित्तकं सांशत्वं तस्य भविष्यतीत्याह निरंशस्येति ॥ ५५ ॥

तौ कौ व्यावर्त्यांशावित्याकाङ्क्षायामाह असत्त्वांश इति ॥ ५६ ॥

"ব্রহ্ম পরোক্ষ" এইরূপে উল্লেখ না থাকিলেও "ব্রহ্ম আছেন" এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, অতএব পরোক্ষজ্ঞানকে ভ্রমাত্মক বলা যায় না ॥ ৫৪ ॥

বস্তু জ্ঞানকালে কোন অংশে অজ্ঞান থাকিলেও যদি তাহাকেই ভ্রম বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থের জ্ঞানকেও ভ্রম বলিতে হয়, কারণ ঘটপটাদি সাধারণ পদার্থেরও সকল অংশের জ্ঞান হয় না। তাহাদিগের বাহ্য অংশেরই জ্ঞান হইয়া থাকে, আভ্যন্তরিক অংশের জ্ঞান হয় না। যদি বল ঘটপটাদি পদার্থ সাবয়ব, অতএব তাহার একাংশের পরিজ্ঞান ও অন্য অংশের অজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু পরং ব্রহ্ম নিরংশ, তাঁহার জ্ঞানে অংশাংশিভাব সম্ভবে না। এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, পরংব্রহ্ম নিরংশ হইলেও তাঁহার ব্যাবর্ত্ত্য উপাধি অংশ লইয়া সাংশত্ব কল্পিত হয়, কিন্তু তাঁহার অংশ জ্ঞানকেও ভ্রমাত্মক বলা যায় না ॥৫৫॥

পরম ব্রহ্মের ব্যাবর্ত্ত্য অংশ কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা পরংব্রহ্মের অসত্ত্বাংশের নিবৃত্তি হয় এবং অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা

दशमोऽस्तीत्यविभ्रान्तं परोक्षज्ञानमीक्ष्यते ।
ब्रह्मास्तीत्यपि तद्वत् स्यादज्ञानावरणं समम् ॥ ५७ ॥
आत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थे निःशेषेण विचारिते ।
व्यक्तिरुल्लिख्यते यद्वद्‌ दशमस्त्वमसीत्यतः ॥ ५८ ॥

अपरोक्षत्वेन ग्रहणयोग्यविषयं परोक्षज्ञानं भ्रमो न भवतीत्येतद् दृष्टान्तप्रदर्शनेनापि द्रढयति दशमोऽस्तीति दशमोऽस्तीत्याप्तवाक्यजन्यं परोक्षज्ञानमभ्रान्तं यथा ब्रह्मास्तीति वाक्यजन्यज्ञानमपि तद्वदभ्रान्तं स्यात् अज्ञानकृतस्यासत्त्वावरणांशस्य समत्वादिति भावः ॥ ५७ ॥

ननु वाक्यात् परोक्षज्ञानमुत्पद्यते चेदपरोक्षज्ञानं कुतो जायते इत्याशङ्क्य विचारसहितादेव वाक्यात् इत्याह आत्मा ब्रह्मेतीति । अयमात्मा ब्रह्मेति महावाक्यार्थे सम्यग्विचार्यमाणे पूर्वमस्तीति परोक्षतयाऽवगतस्य ब्रह्मणः प्रत्यगभिन्नत्वं साक्षात् क्रियते । तत्र दृष्टान्तः तद्वदिति । दशमस्त्वमसीत्यतो वाक्यादात्मनि दशमत्वं यथा साक्षात् क्रियते तद्वदित्यर्थः ॥५८॥

তাঁহার অপ্রকাশাংশের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা পরমব্রহ্মের অংশাংশিভাব কল্পনা সিদ্ধ হইল ॥ ৫৬ ॥

যে পদার্থ অপরোক্ষজ্ঞানের বিষয়, তাহারও পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ জ্ঞানও ভ্রমাত্মক নহে; এই বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন পূর্ব্বোক্ত দশম পুরুষবিষয়ে "দশম পুরুষ আছে" এইরূপ অভ্রান্তজ্ঞানকে পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরের সত্তাবিষয়ে "ঈশ্বর আছেন" এইরূপ জ্ঞানকেও পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। আর এই উভয়বিধ জ্ঞানবিষয়েই আবরণশক্তিরকার্য্য সমানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ পূর্ব্বোক্ত দশম পুরুষ জ্ঞানবিষয়েও যেরূপ আবরণশক্তি, ঈশ্বরের সত্তাবিষয়েও সেইরূপ আবরণশক্তি আছে ॥ ৫৭ ॥

যদি বল, বাক্যদ্বারা পরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে; কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান কোন্ কারণে উৎপন্ন হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যেমন দশম পুরুষবিজ্ঞানবিষয়ে "তুমিই দশম পুরুষ" এই বাক্যদ্বারা দশম পুরুষের সাক্ষাৎ উল্লেখ হইলেই দশম পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞানবিষয়েও আত্মাই পরংব্রহ্ম এই বাক্য বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখিলেই পরং ব্রহ্মের

দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে ত্বমেবেতি নিরাকৃতে।
গণয়িত্বা স্বেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ॥ ৫৯॥
দশমোঽস্মীতি বাক্যোত্থা ন ধীরস্য বিহন্যতে।
আদিমধ্যাবসানেষু ন নবত্বস্য সংশয়ঃ॥ ৬০॥

বিচারসহকৃতেন বাক্যেনাপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিপ্রকারং তাবদ্ দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি দশমঃ ক ইতি ত্বয়া নিরূপিতোদশমঃ কঃ ইতি প্রশ্নে কৃতে তস্য ত্বমেবেতি পরিহারেঽভিহিতে স্বাত্মনা সহৈবান্যান্ নব গণয়িত্বাঽহং দশমোঽস্মীতি স্বমেব দশমং স্মরেদিত্যর্থঃ॥ ৫৯॥

অস্য দশমোঽস্মীতি জ্ঞানস্য বিচারসহিতবাক্যজনিতত্বান্ন বিপর্য্যয়াদিরূপতেত্যাহ দশমোঽস্মীতি। অস্য দশমস্য ত্বমেব দশমোঽসীতি বাক্যাৎ পরিগণনাদিলক্ষণবিচারসহিতাদুৎপন্নাহং দশমোঽস্মীতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে ন কেনাপি জ্ঞানেন বাধ্যতে পরিগণনক্রিয়ায়াং চ নবানামাদিমধ্যাবসানেষু পরিগণনেঽপ্যহং দশমো ন বেতি সংশয়শ্চ ন ভবেৎ অতঃ সা দৃঢ়াপরোক্ষরূপেত্যর্থঃ॥ ৬০॥

সাক্ষাৎ উল্লেখ প্রতীয়মান হইবে। অতএব সবিচার বাক্যদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইল॥ ৫৮॥

বিচারসহকৃত বাক্যদ্বারা কিরূপে ঈশ্বরের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন,—যেমন "দশম পুরুষ কে?" এইরূপ প্রশ্নকালে "তুমিই দশম পুরুষ" এই বলিয়া উত্তর করিলে পরে আপনার সহিত গণনা করিয়া দশমপুরুষের স্মরণ হয়, সেইরূপ "পরং ব্রহ্ম" আছেন, এই বাক্যের সবিশেষ বিচার করিয়া দেখিলেই পরং ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান অর্থাৎ পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

সম্যক্‌রূপ বিচারদ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং কোনপ্রকারেও যে সেই জ্ঞানের সংশয় অথবা বিপর্য্যয় হয় না, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষ নির্ণয় বিষয়ে সম্যক বিচারদ্বারা "আমিই দশম পুরুষ" এইরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে সংশয় ও বিপর্য্যয় রহিত বলা যায়, কোন প্রকারেও উক্তজ্ঞানে সংশয় অথবা তাহার অন্যথা হয় না। এবং সেই জ্ঞান অভ্রান্তজ্ঞান বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। যেহেতু সেই জ্ঞানের আদি, মধ্য ও অন্তে কখনও আর নবসংখ্যাতে ভ্রম হয় না, অর্থাৎ "আমি দশম" কি না

सदेवेत्यादिवाक्येन ब्रह्मसत्त्वं परोक्षतः।
गृहीत्वा तत्त्वमस्यादिवाक्याद् व्यक्तिं समुल्लिखेत् ॥ ६१ ॥
आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्।
नैव व्यभिचरेत् तस्मादापरोक्ष्यं प्रतिष्ठितम् ॥ ६२ ॥
जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन भृगुः पुरा।

एतत् सर्वं दार्ष्टान्तिके योजयति सदेवेत्यादीति आदिमध्यावसानेष्विति च श्लोकद्वयेन। सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयमित्यादिवाक्येन ब्रह्मसद्भावं प्रथमं निश्चित्य तस्य जीवरूपेण प्रवेशादियुक्तिपर्य्यालोचनया प्रत्यग्रूपत्वं सम्भाव्य तत्त्वमस्यादिवाक्येनाद्वितीयब्रह्मरूपमात्मानमहं ब्रह्मास्मीति साक्षात् कुर्य्यात् ॥ ६१ ॥

अथ इयमात्मनो ब्रह्मत्वबुद्धिः पश्चान्नां कोषाणाम् आदिमध्यावसानेष्वात्मनोऽव्यवहारेऽपि नैवान्यथा भवति अतोऽस्या बुद्धेरपरोक्षज्ञानत्वं सुस्थिरमित्यर्थः ॥ ६२ ॥

नन्वेवं प्रथमतः केवलवाक्यात् परोक्षज्ञानमुत्पद्यते पश्चात् विचारसहितादपरोक्षज्ञानमुत्पद्यते विचारसहितादपरोक्षज्ञानमित्येतत् कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य तैत्तिरीयकादि-

---

এইরূপ সংশয় হইতে পারে না। সুতরাং সেই জ্ঞান দৃঢ় ও অপরোক্ষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬০ ॥

প্রথমে "সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্ম আছেন" এই বাক্যদ্বারা পরম ব্রহ্মের অস্তিত্ব-বিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হয়। "পরমব্রহ্ম আছেন" এই বাক্যে "পরম ব্রহ্ম-আছেন" ইহাই স্পষ্টরূপে জানা যায়, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে কোন ইন্দ্রিয়-দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পাওয়া যায় না। পরে "তত্ত্বমসি" অর্থাৎ "তুমিই পরম-ব্রহ্ম" এইরূপ বাক্যদ্বারা ব্যক্তির উল্লেখপূর্ব্বক পরম ব্রহ্মে যে অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে, তাহাতেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় এবং ইহাই অপরোক্ষজ্ঞান ॥ ৬১ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে পরমব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাতে আদি, মধ্য ও অবসানে কোনরূপ ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। অতএব ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানই মুক্তির কারণ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। যখন পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তখনই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সৎস্বরূপ পরম ব্রহ্মেতে লীন হইয়া যায় ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, পরম ব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হইলে বিচারদ্বারা

परोक्षेण गृहीत्वाथ विचारात् व्यक्तिमैक्षत ॥ ६३ ॥
यद्यपि त्वमसीत्यत्र वाक्यं नोचे भृगोः पिता ।
तथाप्यन्नं प्राणमिति विचार्य्यस्थलमुक्तवान् ॥ ६४ ॥
अन्नप्राणादिकोषेषु सुविचार्य्य पुनः पुनः ।

श्रुत्यर्थपर्य्यालोचनयेत्याह जन्मादीति। भृगुनामैकः कश्चिदृषिः पुरा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्मेति वाक्यश्रुतेन जगज्जन्मादिकारणत्वाख्यलक्षणेन जगत्कारणं ब्रह्म परोक्षतयावगम्य अन्नमयादिपञ्चकोष-विचाराद् व्यक्तिं प्रत्यगात्मनो रूपं ब्रह्म दृष्टवानित्यर्थः ॥ ६३ ॥

नन्वस्मिन् प्रकरणे त्वं ब्रह्मासीत्येवमाद्युपदेशवाक्याभावात् कथं भृगोरात्मतत्त्वसाक्षात्कार इत्याशङ्क्यात्मसाक्षात्कारहेतुविचारयोग्यस्थल दर्शनादित्याह यद्यपीति ॥ ६४ ॥

नन्वन्नमयादिकोषेषु विचारितेषु प्रतीचः साक्षात्कारो भवतु ब्रह्मणस्तु कथमित्याशङ्क्य प्रतीच एव ब्रह्मत्वात् पञ्चकोषविचारेणानन्दात्मव्यक्तिं साक्षात् कृत्वा आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि

অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষৎ প্রভৃতির শ্রুতি-প্রমাণ দর্শাইতেছেন,—পূর্ব্বকালে ভৃগুনামে কোন ঋষি "যে পরম ব্রহ্ম হইতে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ জীবিত আছে এবং অবসানকালে যে পরম ব্রহ্মেতে এই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়" এইরূপ লক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ পরংব্রহ্মকে পরোক্ষরূপে জানিয়া পশ্চাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা অপরোক্ষরূপে অর্থাৎ পরমব্রহ্মকে সাক্ষাৎ জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

যদি বল, ভৃগুর পিতা ভৃগুকে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু "তুমিই পরমব্রহ্ম" এইরূপে পরমব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞানের উপদেশ করেন নাই; তথাপি অন্ন ও প্রাণাদি বিচার্য্য-বিষয়ের উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি কিরূপে অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া পরংব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তদ্বিষয়ে স্বীয় পুত্র ভৃগুকে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহামুনি ভৃগু পিতার সেই উপদেশেই প্রথমতঃ পরোক্ষরূপে পরম-ব্রহ্মকে জানিয়া অন্নময়াদি পঞ্চকোষের পুনঃ পুনঃ বিচারদ্বারা সেই কোষপঞ্চ-

আনন্দবাক্যিমীযিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মযুযুজৎ ॥ ৬৫ ॥
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্।
উক্ত্বা গুহাহিতত্বেন কোষেষ্বেতৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৬ ॥
পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রো য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ।

ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইত্যেবং ব্রহ্মলক্ষণমপি প্রতীচ্যেব যোজিতবানিত্যাহ অন্নপ্রাণাদীতি ॥ ৬৫ ॥

নহু ব্রহ্মলক্ষণস্যানন্দাত্মরূপে প্রতীচি যোজনং ন ঘটতে ব্রহ্মণঃ তটস্থত্বেন প্রতীচো ভিন্নত্বাদিত্যাশঙ্ক্য ন ভেদঃ সত্যাদিলক্ষণস্য ব্রহ্মণঃ প্রত্যগ্রূপেণাবস্থানশ্রবণাদিত্যাহ সত্যং জ্ঞানমিতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণং ব্রহ্মণঃ স্বরূপলক্ষণমভিধায় যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্নিত্যনেন বাক্যেন পঞ্চকোষগুহান্তঃস্থিতত্বেন তস্যৈব প্রত্যগ্রূপত্বমভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

এবং তৈত্তিরীয়কশ্রুতিপর্য্যালোচনয়া ভৃগোঃ পরোক্ষজ্ঞানপূর্ব্বকং বিচারজন্যত্বং সাক্ষাৎকারস্য দর্শয়িত্বা ছান্দোগ্যশ্রুতিপর্য্যালোচনয়াপি তদ্ দর্শয়তি পারোক্ষ্যেণেতি। ইন্দ্রোয আত্মাপহত-

ক্ষের অনিত্যতা নিশ্চয় করিয়া অপরোক্ষরূপে পরমব্রহ্মকে জানিতে পারিয়া স্বীয় আত্মাতে অতুল আনন্দ অনুভব করেন। তাহাতেই আত্মার সহিত পরমব্রহ্মের স্বরূপের ঐক্য স্থির করিয়াছিলেন ॥ ৬৫ ॥

মুনিবর ভৃগু, "পরম ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ হয়েন" এই প্রকারে পরমব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া সেই পরমব্রহ্মকে বুদ্ধিগতরূপে অন্নময়াদি পঞ্চকোষরূপ গুহাভ্যন্তরস্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচার করিয়া পরং ব্রহ্মকে সেই কোষপঞ্চকের অন্তরস্থ বলিয়া জানিয়াছেন। সুতরাং স্বীয় আত্মাতে যে অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হয়, তাহার সহিত উক্ত পরমব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণের ঐক্য প্রতিপাদিত হইল ॥৬৬॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরোক্ষজ্ঞান হইলেই পশ্চাৎ অন্নময়াদি পঞ্চকোষের বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এই বিষয়ে ছান্দোগ্য নামক শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—ছান্দোগ্যাখ্য শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, "যিনি নিষ্পাপ ও সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব রহিত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ,

अपरोक्षीकर्तुमिच्छंश्चतुर्वारं गुरुं ययौ ॥ ६७ ॥
आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्षं ब्रह्म लक्षितम् ।
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं ब्रह्म दर्शितम् ॥ ६८ ॥
अवान्तरेण वाक्येन परोक्षब्रह्मधीर्भवेत् ।

पाप्माजरो विमृत्युर्विशोक इत्यादिवाक्यप्रतिपादितेन लक्षणेनात्मानं परोक्षतयावगम्य विचारात् शरीरत्रयनिराकरणेन तत्साक्षात् करणाय गुरुं ब्रह्माणं चतुर्वारमुपपन्न इति छान्दोग्योपनिषदष्टमाध्याये श्रूयते ॥ ६७ ॥

इदानीमैतरेयकश्रुतावपि तद् दर्शयति आत्मेति। आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत् किञ्चन मिषदित्यनेन वाक्येन ब्रह्मणो लक्षणमभिधाय स ईक्षत लोकान् नु सृजा इत्युपक्रम्य तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्नाः अयमावसथोऽयमावसथ इत्यनेन परमात्मनि जगदध्यारोपप्रकारमभिधाय स जातो भूतान्यभिव्यैक्षत् किमिहान्यं वावदिषदिति तस्यारोपितस्यापवादमभिधाय स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमपश्यदिदमदर्शमितीति प्रत्यगात्मनो ब्रह्मरूपत्वमभिहितं पुनश्च पुरुषेऽह्वमेवेत्यादिना ज्ञानसाधनवैराग्यजननाय गर्भवासादिदोषं प्रदर्श्य कोऽयमात्मेति

তিনিই সনাতন পরমব্রহ্ম," ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা ইন্দ্র পরোক্ষরূপে পরমব্রহ্মকে জানিয়া অপরোক্ষরূপে জানিবার নিমিত্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ লালসায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমতঃ চারিবার গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। অতএব পরোক্ষজ্ঞানের পর্য্যালোচনা করিয়া ক্রমশঃ ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৬৭ ॥

পরোক্ষজ্ঞানানন্তর বিচারদ্বারা পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় ও ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণে অপরোক্ষজ্ঞানে পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—উক্ত শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র পরংব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন, এই লক্ষণদ্বারা পরমব্রহ্মবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান হইলে পরে অধ্যারোপ ও অপবাদন্যায়দ্বারা পরমব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ ইত্যাদি লক্ষণদ্বারা সেই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লক্ষিত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

सर्वत्रैव महावाक्यविचारात्त्वपरोक्षधीः ॥ ६९ ॥
ब्रह्मापरोक्ष्यसिद्ध्यर्थं महावाक्यमितीरितम् ।
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापरोक्ष्ये विमतिर्नहि ॥ ७० ॥
आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः ।

वयमुपास्महे इत्यादिना विचारेण तत्त्वम्पदार्थपरिशोधनपुरःसरं प्रज्ञानं ब्रह्मेति प्रज्ञानरूपस्यात्मनो ब्रह्मत्वं दर्शितमित्यर्थः ॥ ६८ ॥

उक्तन्यायमितरास्वपि श्रुतिष्वतिदिशति अवान्तरेणेति । सर्वत्र सर्वासु श्रुतिष्वित्यर्थः ॥६९॥

ननु महावाक्यविचारस्यापरोक्षज्ञानजनकत्वं स्वकपोलकल्पितमित्याशङ्क्य वाक्यवृत्त्याचार्य्यैस्तथा प्रतिपादितत्वान्मैवमित्याह ब्रह्मापरोक्ष्येति । अतो महावाक्यात् ब्रह्मापरोक्ष्यज्ञाने विप्रतिपत्तिर्नास्तीत्यर्थः ॥ ७० ॥

वाक्यवृत्त्यावुपपादनप्रकारं दर्शयति आलम्बनतयेति । योऽन्तःकरणसम्भिन्नबोधोऽन्तःकरणोपाधिकश्चिदात्माऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोरहमिति ज्ञानस्याहमिति शब्दस्य चालम्बनतया

—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা শ্রুতিতেও উক্ত আছে।—যেমন তৈত্তিরীয়াদি শ্রুতিবাক্যে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হইলেই বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্যান্য বৈদিক বাক্যদ্বারাও পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হইলে বিচারদ্বারা তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার শ্রুতিতেই মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, ইহাই উক্ত আছে। অতএব সেই সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভার্থ সর্ব্বদা মহাবাক্য বিচার করিবে। মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাতে কোনপ্রকার বিরোধের সম্ভাবনা নাই। সুতরাং মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হয়, তাহা স্বকপোলকল্পিত নহে, ইহা পূর্ব্বাচার্য্যদিগের প্রসিদ্ধ বাক্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬৯-৭০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে এইমাত্র উক্ত হইয়াছে যে, মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয়, এইক্ষণ মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—"তত্ত্বমসি" এই একটি মহাবাক্য, এই মহাবাক্যের

অন্তঃ করণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ৭১ ॥
মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥ ৭২ ॥
প্রত্যক্পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।

বিষয়ত্বেন ভাতি স তথাবিধো বোধস্ত্বংপদাভিধত্বমিতি পদমভিধা বাচকং যস্য স ত্বংপদাভিধঃ ত্বংপদবাচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

এবং ত্বংপদবাচ্যার্থমভিধায় তৎপদবাচ্যার্থমাহ মায়োপাধিরিতি। পারোক্ষ্যশবলঃ পরোক্ষত্বধর্মবিশিষ্ট ইত্যর্থঃ। এবং তটস্থলক্ষণম্ অভিধায় স্বরূপলক্ষণমাহ সত্যাদ্যাত্মক ইতি। সত্যমাদি যেষাং জ্ঞানাদীনাং তে সত্যাদয়ঃ আত্মা স্বরূপং যস্য স তথাবিধঃ তৎপদাভিধঃ তৎপদমভিধা বাচকং যস্য স তৎপদাভিধঃ তৎপদবাচ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

এবং পদার্থাবভিধায় বাক্যার্থবোধনায় লক্ষণাবশ্যাশ্রয়ণীয়েত্যাহ প্রত্যগিতি। প্রত্যক্ত্ব-

---

অন্তর্গত "ত্বং" শব্দের অর্থ এই,—যে অন্তঃকরণোপাধি জীবচৈতন্য অস্মৎশব্দ ও তৎজ্ঞানের আলম্বনরূপে প্রতীত হয়, সেই জীবচৈতন্যই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থিত "ত্বং" পদের বাচ্য হয়েন ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থিত "ত্বং" পদের অর্থ নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে সেই মহাবাক্যান্তর্গত "তৎ"পদেব প্রকৃত অর্থ নির্ণয় কবিতেছেন।— যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণবিশিষ্ট, জগতের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপ, মায়ারূপ উপাধি সমন্বিত, পরোক্ষত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্ট এবং সত্যস্বরূপ পরম ব্রহ্ম, তিনিই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অন্তঃস্থ "তৎ"পদের প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৭২ ॥

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্তর্গত "ত্বং ও তৎ" পদের অর্থ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ উক্ত বাক্যের অর্থ নিরূপণের নিমিত্ত যে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়, তাহাই নির্ণীত হইতেছে।—পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব এই উভয় ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, অর্থাৎ উক্ত উভয় ধর্ম্ম একদা একবস্তুতে সম্ভবে না, যাহাকে প্রত্যক্ষ করি না, তাহাকে সাক্ষাৎ দেখিতেছি, এইরূপ জ্ঞান অসম্ভব এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব এই উভয় ধর্ম্মও এককালে এক বস্তুতে সম্ভব হয় না। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রিত তাহাকে স্বাধীন বলা যায় না। যেহেতু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব এই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্ম একমাত্র পরমব্রহ্মেতে

विरुध्येते यतस्तस्माल्लक्षणा संप्रवर्त्तते ॥ ७३ ॥
तत्त्वमस्यादिवाक्येषु लक्षणा भागलक्षणा ।
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोरिव नापरा ॥ ७४ ॥
संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः ।

परोक्षत्वे सद्वितीयत्वेन सहिता पूर्णतेति मध्यमपदलोपी समासः सद्वितीयपूर्णत्वे चैकस्य वस्तुनो यतो विरुध्यते अतो लक्षणावृत्तिराश्रयणीयेत्यर्थः ॥ ७३ ॥

सा च कीदृशीत्यत आह तत्त्वमस्यादीति । भागलक्षणा भागत्यागेन लक्षणेत्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः सोऽयमिति । सोऽयं देवदत्त इति वाक्यस्थायाः सोऽयमिति पदयोर्यथा जहदजहल्लक्षणावृत्तिराश्रिता नापरा न जहल्लक्षणा नाप्यजहल्लक्षणा तद्वदपीत्यर्थः ॥ ७४ ॥

ननु गामानयेत्यादिवाक्येषु लक्षणावृत्त्या विनापि वाक्यार्थबोधो दृश्यते तद्वदत्रापि किं न

সম্ভব হইতেছে না। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থেরও সুসঙ্গতি হয় না, সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত লক্ষণার * আশ্রয় লইতে হয় ॥ ৭৩ ॥

—পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ সঙ্গতির নিমিত্ত লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু লক্ষণা অনেকপ্রকার আছে, তন্মধ্যে এই স্থলে কোন্‌প্রকার লক্ষণা আদরণীয়, তাহাই এইক্ষণে নিরূপিত হইতেছে।—"তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যে ভাগ লক্ষণাই সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্ত" অর্থাৎ "সেই ব্যক্তিই এই," এইস্থলে যেমন পূর্ব্বকালীনত্ব ও এতৎকালবর্ত্তিত্ব এই বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগলক্ষণা স্বীকার করা যায়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যেতেও পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বাদি এবং বিরুদ্ধ উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিয়া ভাগলক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ॥ ৭৪ ॥

যেমন "গামানয়" অর্থাৎ "গো আনয়ন কর" ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণা

* কোন বাক্যের অর্থসঙ্গতির অসম্ভব হইলে সেই বাক্যান্তর্গত কোন কোন শব্দের প্রকৃত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে অর্থান্তর কল্পনা করিতে হয়, তাহার নাম লক্ষণা। যেমন "গঙ্গায় বাস করিতেছে" এইস্থলে গঙ্গাতে বসতি করা অসম্ভবহেতু গঙ্গাতীরে গঙ্গাশব্দের অর্থ করিতে হয়।

अखण्डैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥
प्रत्यग्बोधो य आभाति सोऽद्वयानन्दलक्षणः ।
अद्वयानन्दरूपश्च प्रत्यग्बोधैकलक्षणः ॥ ७६ ॥
इत्थमन्योन्यतादात्म्यप्रतिपत्तिर्यदा भवेत् ।

स्यादित्यत आह संसर्ग इति । यथा लोके गामानयेत्यादौ पदैः आरितानामाकाङ्क्षासान्ध्या दिमतां गवादिपदार्थानामन्वयो वाक्यार्थत्वेन स्वीकृतः यथा वा नीलं महत् सुगन्ध्युत्पलम् इत्यादौ नीलत्वादिविशिष्टस्योत्पलस्य वाक्यार्थत्वं स्वीकृतं नैवमत्र महावाक्येषु संसर्गविशिष्ट-योरन्यतरस्य वाकार्थत्वमभ्युपगम्यते किन्तु अखण्डैकरसत्वेन स्वगतादिभेदशून्यवस्तुमात्ररूपेण वाक्यार्थो विद्वद्भिरभ्युपेयते अतो लक्षणाश्रयणीयेत्यर्थः ॥ ७५ ॥

अखण्डैकरसं वाक्यार्थं दर्शयति प्रत्यग्बोधो य इति । यः प्रत्यग्बोधः सर्वान्तरश्चिदात्मा आभाति बुद्ध्यादिसाक्षित्वेन स्फुरति सोऽद्वयानन्दलक्षणोऽद्वितीय आनन्दरूपः परमात्मेत्यर्थः अद्वयानन्दरूपश्च तथाविधः परमात्मा प्रत्यग्बोधैकलक्षणश्चिदेकरसः प्रत्यगात्मैवेत्यर्थः ॥७६ ॥

एवमखण्डार्थबोधेन किं स्यादित्यत आह इत्थमिति । त्वमर्थस्य प्रत्यगात्मनोऽब्रह्मत्वं

ব্যতিরেকেও বাক্যের অর্থসঙ্গতি দৃষ্ট হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহা-বাক্যেতেও সংসর্গ অথবা বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থের সম্ভব হয় না। পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ এইস্থলে অখণ্ডৈক রসরূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যে অখণ্ডৈক রস-রূপ বাক্যার্থ স্বীকার করিতেহয়, এই শ্লোকে সেই অখণ্ডৈক রসরূপ বাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন যে জীবচৈতন্য, তিনি অদ্বয়ানন্দ পরমব্রহ্মস্বরূপ হয়েন এবং অদ্বয়ানন্দস্বরূপ যে পরমব্রহ্ম তিনিই জীবচৈতন্য স্বরূপ। এইরূপ জীবচৈতন্যের ও পরব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান, তাহাই অখণ্ডৈকরস শব্দের অর্থ; সুতরাং জীবচৈতন্য ও পরমব্রহ্মের একত্ব পরিকল্পনাই "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ ॥ ৭৬ ॥

এইক্ষণ জীবচৈতন্য ও পরমব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানের ফল নিরূপণ করিতে-ছেন।—যখন পূর্ব্বোক্তপ্রকারে জীবচৈতন্য ও পরমব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান জন্মে, তখন "ত্বং" শব্দবাচ্য জীবের অনীশ্বরত্ব এবং ব্রহ্মচৈতন্যের পরোক্ষত্ব এই উভয়ই নিবারিত হয়। জীবচৈতন্যের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের

अन्यत्वं त्वमर्थस्य व्यावर्त्तेत तदैव हि।
तदर्थस्य च पारोक्ष्यं यद्येवं किं ततः शृणु।
पूर्णानन्दैकरूपेण प्रत्यग्बोधोऽवतिष्ठते॥ ৭৭॥
एवं सति महावाक्यात् परोक्षज्ञानमीर्य्यते।
यैस्तेषां शास्त्रसिद्धान्तविज्ञानं शोभतेतराम्॥ ৭৮॥
आस्तां शास्त्रस्य सिद्धान्तो युक्त्या वाक्यात् परोक्षधीः।

भ्रान्तिसिद्धा ब्रह्मरूपता तदर्थस्य ब्रह्मणश्च पारोक्ष्यं परोक्षज्ञानैकविषयत्वञ्च निवर्त्तेत। सतीऽपि किमिति पृच्छति यद्येवमिति। उत्तरमाह शृण्विति॥ ৭৭॥

ननु समन्वयबलेन सम्यक् परोक्षानुभवसाधनमागम इत्यागमलक्षणमती वाक्यस्यापरोक्ष ज्ञानजनकत्वं कथमुच्यत इत्याशङ्क्य सिद्धान्तपरिज्ञानशून्योऽयमिति मनसि निधायोपहसति एवं सतीति। एवं वदन्तः सिद्धान्तरहस्यं नैव जानन्तीत्यर्थः॥ ৭৮॥

ननु सिद्धान्तस्तावत् तिष्ठतु वाक्यस्य परोक्षज्ञानजनकत्वमनुमानसिद्धमिति शङ्कते आस्ता

একত্ব বোধ হইলে জীব ও ঈশ্বর যে ভিন্ন এইরূপ জ্ঞান থাকে না। পরন্তু পরম-ব্রহ্ম আছেন জানিতেছি, কিন্তু তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না, তখন এইরূপ জ্ঞানও দূরীভূত হয় এবং সকলই ব্রহ্মময় দৃষ্ট হইতে থাকে। তদনন্তর যখন জীবচৈতন্যের ঈশ্বরত্ব বোধ হইয়া পরমব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতে থাকেন, তখন পূর্ণ আনন্দস্বরূপ একমাত্র অখণ্ডচৈতন্যের জ্ঞান হইয়া সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মরূপে জীব অবস্থিত হয়॥ ৭৭॥

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তদ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরংব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, কিন্তু তথাপিও যাহারা বলিয়া থাকে যে, মহাবাক্য বিচারদ্বারা পরমব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। কেবল পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে, তাহারা যে শাস্ত্রের কিপ্রকার তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন, তাহা বিবেচনা কর। যাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্টেও পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করে না, তাহারা শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ কিঞ্চিন্মাত্রও জানে না॥ ৭৮॥

যদি বল, আমি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্বীকার করি না, ঐ সিদ্ধান্ত তোমারই

स्वर्गादिवाक्यवन्नैवं दृश्यते व्यभिचारत: ॥ ७९ ॥
स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभिवाञ्छत: ।
नश्येत् सिद्धापरोक्षत्वमिति युक्तिर्महत्यहो ॥ ८० ॥
वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीरितम् ।

मिति । विमतं वाक्यं परोक्षज्ञानजनकं भवितुमर्हति वाक्यत्वात् स्वर्गादिप्रतिपादकवाक्यवत् इत्यनुमानेन परोक्षज्ञानजनकत्वं सिद्धमित्यर्थ: । अनैकान्तिकोऽयं हेतुरिति परिहरति नैवमिति । दशमस्त्वमसीति वाक्ये वाक्यत्वे समाने सत्यपरोक्षज्ञानजनकत्वस्योपलम्भादिति भाव: ॥ ७९ ॥

किञ्च त्वंपदार्थस्य जीवस्यापरोक्षत्वाभावप्रसङ्गादपि न महावाक्यं परोक्षज्ञानजनकमित्यङ्गीकार्य्यमित्याह स्वत इति ॥ ८० ॥

इष्टापत्तिरित्याशङ्क्याह वृद्धिमिति ॥ ८१ ॥

থাকুক; কিন্তু "স্বর্গ আছে" এই বাক্যদ্বারা যেমন স্বর্গের পরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যদ্বারাও পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানই হয়, কখনও তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান হয় না। এই কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, ইহা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; কারণ তাহাহইলে পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষ বাক্যেতেও ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান অসম্ভব হয়। যেমন তুমিই দশমপুরুষ এই বাক্যে অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেইরূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারাও পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের সংশয় দূরীভূত হইল ॥ ৭৯ ॥

আর যদি "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারাও পরংব্রহ্মের পরোক্ষ-জ্ঞানমাত্র স্বীকার কর, তাহাহইলে তুমি যে স্বভাবতঃ অপরোক্ষস্বরূপ জীবের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তদ্বিষয়েও তোমার পক্ষে জীবের স্বতঃ-সিদ্ধ অপরোক্ষত্ব বিনষ্ট হইল, অর্থাৎ তুমি স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষ জীবকেও অপরোক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতে পার না।—আহা!! তুমি কি চমৎকার যুক্তিই প্রদর্শন করিলে। আর "ধনবৃদ্ধির লোভে মূলধন হারাইল" এই যে একটি লোকপ্রসিদ্ধ বাক্য আছে, এইক্ষণে তুমিই উক্ত বাক্যের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইলে। যেহেতু তুমিও লাভ করিতে গিয়া মূলধনপর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া আসিলে।

लौकिकं वचनं सार्धं सम्यक् तत्त्ववादिनः ॥ ८१ ॥
अन्तःकरणसम्भिन्नबोधो जीवोऽपरोक्षताम्।
अर्हत्युपाधिसद्भावान्न तु ब्रह्मानुपाधितः ॥ ८२ ॥
नैवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः।
यावद्विदेहकैवल्यमुपाधेरनिवारणात् ॥ ८३ ॥

ननु सोपाधिकत्वात् जीवस्यापरोक्षत्वं युक्तं ब्रह्मणस्तु निरुपाधिकस्य तन्न युज्यत इति शङ्कते अन्तःकरणेति ॥ ८२ ॥

ब्रह्मणो निरुपाधिकत्वमसिद्धमिति परिहरति नैवमिति। जीवस्य ब्रह्मरूपज्ञानं यदस्ति तस्य सोपाधिकवस्तुविषयत्वात् तद्विषयस्य ब्रह्मणोऽपि सोपाधिकत्वं ज्ञानस्य सोपाधिकविषयत्वञ्च ज्ञेयस्य सोपाधिकत्वमन्तरेण न घटत इति भावः। तदेव कुत इत्यत आह यावदिति ॥ ८३॥

তুমি পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান সাধন করিতে গিয়া জীবের স্বতঃসিদ্ধ অপরোক্ষজ্ঞানও প্রতিপাদন করিতে পারিলে না। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য বিচারদ্বারা যে পরমব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান হয়, এই কথা কখনও স্বীকার করিও না। অসঙ্গত কুযুক্তির আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া সদ্যুক্তির উপর নির্ভরকরতঃ পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান লাভে যত্ন কর ॥ ৮০ ॥ ৮১ ॥

যদি বল, জীবচৈতন্য অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট, অতএব তাহার অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভবপর বটে, কিন্তু পরমব্রহ্ম উপাধিবিশিষ্ট নহেন, অর্থাৎ তাহার কোনপ্রকার উপাধি নাই, অতএব পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না; যাহার কোন উপাধি নাই, সেই বস্তু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না এবং ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তুর অপরোক্ষজ্ঞান সম্ভবে না। অতএব কিরূপে পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে? ॥ ৮২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত প্রশ্নের পরিহার করিতেছেন।—পরংব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না বলিয়া যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত নহে; যেহেতু সোপাধি ব্যতিরেকে ব্রহ্মের বোধ হয় না, অর্থাৎ জীবই ব্রহ্মস্বরূপ এবং সেই জীব উপাধিশিষ্ট, সুতরাং পরংব্রহ্মও উপাধিবিশিষ্ট হইলেন। অতএব পরমব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় না, এই কথা বলিতে পার না।

अन्तःकरणसाहित्यराहित्याभ्यां विशिष्यते ।
उपाधिर्जीवभावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ॥ ८४ ॥
यथा विधिरुपाधिः स्यात् प्रतिषेधस्तथा न किम् ।
सुवर्णलौहभेदेन शृङ्खलत्वं न भिद्यते ॥ ८५ ॥

ननु तर्हि जीवब्रह्मणोर्विलक्षणमुपाधिद्वयं वक्तव्यमित्याशङ्क्याह अन्तःकरणेति । जीवभाव-ब्रह्मभावयोरन्तःकरणसाहित्यराहित्ये एवोपाधी इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

नन्वन्तःकरणसम्बन्धस्य भावरूपत्वादुपाधित्वमस्तु नाभावरूपस्य तद्राहित्यस्य तदुचित-मित्याशङ्क्य यावत् कार्य्यमवस्थायि भेदहेतोरुपाधितेत्युक्तोपाधिलक्षणस्य साहित्यराहित्ययोरुभ-योरपि सत्त्वादुचितमेवोपाधित्वमित्यभिप्रायेण परिहरति यथेति । विधिर्भावरूपोऽन्तःकरण-सम्बन्धो यथोपाधिः स्यात् तथा प्रतिषेधोऽभावरूपोऽन्तःकरणवियोग उपाधिः किं न स्यात् किन्तु स्यादेव इत्यर्थः । तथापि भावाभावरूपलक्षणमवान्तरवैलक्षण्यं दृश्यते एवेत्याशङ्क्य तस्याकिञ्चित्करत्वे नानादरणीयत्वमित्यभिप्रेत्य दृष्टान्तमाह सुवर्णेति । पुरुषप्रचाररोधकत्वादि अनुपयुक्तं सुवर्णत्वलौहत्वादिकं वैलक्षण्यं यद्वदनादरणीयं तद्वदित्यर्थः ॥ ८५ ॥

কিন্তু ঐ উপাধি পরমব্রহ্মের নিয়ত ধর্ম্ম নহে, বিদেহকৈবল্যপর্য্যন্তই ঐ উপাধি থাকে। যাবৎকালপর্য্যন্ত বিদেহকৈবল্য না হয়, তাবৎকাল ঐ উপাধি নিরাকরণ করা কাহারও সাধ্য নাই, বিদেহকৈবল্য হইলেই উপাধির নিবৃত্তি হইয়া যায় ॥ ৮৩ ॥

জীব ও ব্রহ্মের উপাধিদ্বয় প্রদর্শন করিতেছেন।—জীব অন্তঃকরণবিশিষ্ট এবং ব্রহ্ম অন্তঃকরণবিহীন। অতএব অন্তঃকরণসাহিত্য ও অন্তঃকরণরাহিত্য এই উভয়ই জীব ও ব্রহ্মের উপাধি। জীব ও ব্রহ্মের উপাধির এইমাত্র প্রভেদ যে জীবের উপাধি ভাবস্বরূপ এবং ব্রহ্মের উপাধি অভাবস্বরূপ ॥৮৪॥

অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ উপাধি ভাবস্বরূপ; সুতরাং তাহারই উপাধিত্ব সম্ভব হয়, কিন্তু অন্তঃকরণ রাহিত্যরূপ উপাধি অভাবস্বরূপ হইলেও কি তাহার উপাধিত্ব উচিত হয় না? ভাবরূপই হউক, আর অভাবরূপই হউক, উভয়েরই তুল্যরূপ উপাধিত্ব আছে। পাদদ্বয়ে শৃঙ্খল থাকিলে সেই শৃঙ্খল লৌহময়ই হউক, আর সুবর্ণনির্ম্মিতই হউক, উভয়ই শৃঙ্খলের কার্য্য করিয়া থাকে। অতএব অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ ভাবস্বরূপ যেমন উপাধি, অন্তঃকরণ-

अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुखेन च।
वेदान्तानां प्रवृत्तिः स्यात् द्विधेत्याचार्य्यभाषितम् ॥ ८६ ॥
अहमर्थपरित्यागादहं ब्रह्मेति धीः कुतः।

विधेरिव निषेधस्यापि ब्रह्मबोधोपायत्वेन ब्रह्मोपाधित्वं द्रढयितुं विधिनिषेधयोरपि ब्रह्म-बोधोपायत्वमाचार्य्यैर्निरूपितमिति दर्शयति अतदिति। तच्छब्देन ब्रह्माभिधीयते। अत-च्छब्देन तदतिरिक्तमज्ञानादि, न तत् अतत् तस्य प्रपञ्चस्य व्यावृत्तिर्निरसनं तदेव रूपमुपायस्तेन साक्षात् विधिमुखेन च विधिर्विधानं साक्षात् वाचकशब्दप्रयोगः सत्यं ज्ञानमनन्तमित्येवमादि-रूपस्तेन च विधिमुखेन तद्द्वारेणापीत्यर्थः वेदान्तानामुपनिषदां प्रवृत्तिः प्रवर्त्तनं ब्रह्मणीति शेषः ॥ ८६ ॥

ननु वेदान्तानाम् अतद्व्यावृत्त्या ब्रह्मबोधकत्वाङ्गीकारेऽहंशब्दार्थस्य कूटस्थस्यापि त्याग-प्रसङ्गादहं ब्रह्मास्मीति सामानाधिकरण्येन ज्ञानं नोदेतुमर्हतीति शङ्कते अहमर्थेति। अहं-शब्दार्थस्य सर्वस्यात्यक्तत्वान्नैवमिति परिहरति नैवमिति। हि यस्मात् कारणात् भागलक्ष-

---

সাহিত্যরূপ অভাবস্বরূপও সেইরূপ উপাধি। উপাধিবিষয়ে ভাবস্বরূপত্ব ও অভাবস্বরূপত্বের কোন বৈলক্ষণ্য নাই ॥ ৮৫ ॥

ভাবস্বরূপ উপাধিও যেমন জ্ঞানের কারণ হয়, সেইরূপ অভাবস্বরূপ উপাধিও ব্রহ্মপরিজ্ঞানের কারণ হইতে পারে, এই বিষয় নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে তদ্বিষয়ে প্রাচীন আচার্য্যদিগের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন।—অন্যপদার্থের প্রতিষেধ এবং প্রতিপাদ্য পদার্থের সাক্ষাৎকার, এই উভয়-প্রকার কারণদ্বারা ব্রহ্মপ্রতিপাদনে বেদান্ত সকলের প্রবৃত্তি হয়। এইরূপে আচার্য্যগণ বেদান্তের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি নিরূপণ করিয়াছেন। তন্ন তন্নরূপে যাবতীয় পদার্থ নিবারণ করিয়া ঈশ্বরনিরূপণে এবং সেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ জ্ঞানপ্রযুক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় বেদান্তের প্রবৃত্তি দেখা যায় ॥ ৮৬ ॥

যদি বল, বেদান্তে তন্ন তন্নরূপে ব্রহ্মপরিজ্ঞান স্বীকৃত আছে, এইক্ষণে ভাগলক্ষণাতে কূটস্থ "অহং" শব্দার্থের পরিত্যাগহেতু "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদজ্ঞান হইতে পারে না। এই আশঙ্কা করিতে পার না, যেহেতু এস্থলে ভাগলক্ষণাতে এরূপ অংশত্যাগ অভিমত নহে। পরন্তু এস্থলে অন্তঃকরণ সাহিত্যরূপ উপাধি অংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট

नैवमंशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ ८७ ॥
अन्तःकरणसंत्यागादवशिष्टे चिदात्मनि ।
अहं ब्रह्मेति वाक्येन ब्रह्मत्वं साक्षिणोच्यते ॥ ८८ ॥
स्वप्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीवृत्त्या व्याप्यतेऽन्यवत् ।
फलव्याप्यत्वमेवास्य शास्त्रकृद्भिर्निवारितम् ॥ ८९ ॥
बुद्धितत्स्थचिदाभासौ द्वावपि व्याप्नुतो घटम् ।

यया जहदजहल्लक्षणया अंशस्याहंशब्दार्थैकदेशस्य जडांशस्य त्याग ईरितः न तु कूटस्थस्य अतोऽहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानमुपपद्यत इत्यर्थः ॥ ८७ ॥

अंशत्यागेन बोधप्रकारम् अभिनीय दर्शयति अन्तःकरणेति ॥ ८८ ॥

ननु केवलस्य प्रत्यगात्मनः स्वप्रकाशत्वाद् बुद्धिवृत्तिविषयत्वं न घटते इत्याशङ्क्याह स्वप्रकाशोऽपीति । अन्यवत् घटादिवदित्यर्थः । स्वप्रकाशो ह्यन्यथैवंबुद्धिसम्भवादिति भावः । तर्ह्यपसिद्धान्तापात इत्याशङ्क्य पूर्वाचार्यैरपि वृत्तिव्याप्यत्वस्याङ्गीकृतत्वान्नायमपसिद्धान्त इति परिहरति फलव्याप्यत्वमिति । फलं वृत्तिप्रतिबिम्बितचिदाभासस्तद्व्याप्यत्वमेवास्य प्रत्यगात्मनो निराकृतं स्वस्यैव स्फुरणरूपत्वादिति भावः ॥ ८९ ॥

आत्मनि फलव्याप्त्यभावं दर्शयितुमनात्मनो वृत्त्या फलेन च व्याप्यत्वं दर्शयति बुद्धीति । उभयव्याप्तेः प्रयोजनमाह तत्रेति । तत्र तयोः बुद्धिचिदाभासयोर्मध्ये धिया बुद्धिवृत्त्या प्रमाण-

---

চৈতন্যেতে "অহংব্রহ্ম" এই বাক্য প্রয়োগ করাতে ব্রহ্মচৈতন্য লক্ষিত হয়েন। সুতরাং "অহংব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যার্থ বোধে কোন বাধা থাকিল না ॥৮৭-৮৮॥

প্রাচীন আচার্য্যগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ হইলেও অন্যান্য বস্তুর ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়েন, কিন্তু তিনি কখনই জীবচৈতন্যের ব্যাপ্য হয়েন না। ঘটপটাদি অন্যান্য সাধারণ পদার্থও যেমন বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়, স্বপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হইতে পারেন। যেমন বুদ্ধিবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিস্থ কূটস্থচৈতন্যরূপ জীব, উভয়ই ঘটপটাদি বিষয়কে প্রাপ্ত হয়, পরে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিষয়ের অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জীবচৈতন্য কেবল ঘটপটাদিবিষয়কে প্রকাশ করে। সেইরূপ পরব্রহ্মচৈতন্য বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হইলে ঘটপটাদিগত অজ্ঞান নষ্ট হয়

तदज्ञानं धिया नश्येदाभासेन घटः स्फुरेत् ॥ ९० ॥
ब्रह्मण्यज्ञाननाशाय वृत्तिव्याप्तिरपेक्षिता।
स्वयं स्फुरणरूपत्वान्नाभास उपयुज्यते ॥ ९१ ॥
चक्षुर्दीपावपेक्ष्येते घटादेर्दर्शने यथा।
न दीपदर्शने किन्तु चक्षुरेकमपेक्ष्यते ॥ ९२ ॥

भूतया धियाज्ञानं नश्यति ज्ञानाज्ञानयोर्विरोधात्। आभासेन चिदाभासेन घटः स्फुरेत् जड़त्वेन स्वतः स्फुरणाभावादिति भावः ॥ ९० ॥

इदानीमात्मनि ततो वैलक्षण्यं दर्शयति ब्रह्मणीति। प्रत्यक्ब्रह्मणोरैकत्वस्याज्ञानेनावृतत्वात् तस्याज्ञानस्य निवृत्तये वाक्यजन्ययाहं ब्रह्मास्मीत्येवमाकारया धीवृत्त्या व्याप्तिरपेक्ष्यते तस्यैव स्फुरणरूपत्वात् तत्स्फुरणाय चिदाभासो नापेक्ष्यतेऽतो युज्यमानोऽपि चिदाभासो नोपयुज्यत इत्यर्थः ॥ ९१ ॥

उक्तमर्थं दृष्टान्तप्रदर्शनेन विशदयति चक्षुरिति। अन्धकारावृतघटादिदर्शने चक्षुर्दीपावुभावप्यपेक्ष्येते दीपदर्शने न तु तथा किन्त्वेकं चक्षुरेवापेक्ष्यते यथा तथा ब्रह्मण्यज्ञाननाशायेति पूर्वेण सम्बन्धः ॥ ९२ ॥

ঘটে, কিন্তু জীবচৈতন্য সেই পরব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, যেহেতু সেই ব্রহ্মচৈতন্য স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ ॥ ৮৯-৯০ ॥

এইক্ষণে জীবচৈতন্য ও পরব্রহ্মচৈতন্যের বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত সেই পরব্রহ্মেতে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তি স্বীকার করা যায়, আর যেহেতু সেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, এই নিমিত্ত তাঁহাতে জীবচৈতন্যের প্রকাশ সম্ভব হয় না। (যিনি স্বয়ং প্রকাশ পান, তাঁহার প্রকাশের নিমিত্ত অন্যের সাহায্য অপেক্ষা করে না। জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য অজ্ঞানদ্বারা আবৃত থাকে, সেই অজ্ঞান নিবৃত্তির জন্য "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এইরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তিমাত্র অপেক্ষা করে) ॥ ৯১ ॥

যেমন ঘটপটাদিপদার্থের দর্শনের নিমিত্ত চক্ষু ও আলোক (প্রদীপ) অপেক্ষা করে, অর্থাৎ আলোক ও চক্ষু না থাকিলে কোন পদার্থের দর্শন হয় না; কিন্তু প্রদীপ দর্শন করিতে অন্য আলোক অপেক্ষা করে না, কেবল চক্ষুমাত্রকে অপেক্ষা করে। সেইরূপ পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের

स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो ब्रह्मण्येकीभवेत् परम्।
न तु ब्रह्मण्यतिशयं फलं कुर्य्यात् घटादिवत् ॥ ९३ ॥
अप्रमेयमनादिं चेत्यत्र श्रुत्येदमीरितम्।
मनसैवेदमाप्तव्यमिति धीव्याप्यता श्रुता ॥ ९४ ॥

ननु बुद्धितद्वृत्तीनां चिदाभासवैशिष्ट्यस्वाभाव्यात् घटादिष्विव ब्रह्मण्यपि फलव्याप्तिर्दुर्वारा भवेदित्याशङ्क्याह स्थितोऽपीति। यद्यपि घटाद्याकारवृत्तिवत् ब्रह्माकारवृत्तावपि चिदाभासोऽस्ति तथापि नासौ ब्रह्मणो भेदेन भासते किन्तु प्रचण्डातपमध्यवर्त्तिप्रदीपप्रभावत् तेन एकीभूत इव भवति अतो न स्फुरणरूपातिशयजनको ब्रह्मणीत्यर्थः ॥ ९३ ॥

ननु ब्रह्मणि फलव्याप्तिर्नास्ति धीव्याप्तिस्तु विद्यत इत्युक्तं तत्र किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह प्रमाणमित्याह अप्रमेयमिति। निर्विकल्पमनन्तञ्च हेतुदृष्टान्तवर्ज्जितम्। अप्रमेयमनादिञ्च यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुध इत्यस्मिन् मन्त्रे अमृतबिन्दूपनिषदा अप्रमेयशब्देनेदं फलव्याप्तिराहित्यमुक्तम्। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चनेति कठवल्ल्यां धीव्याप्यता श्रुता धीव्याप्यत्वं श्रुतमित्यर्थः ॥ ९४ ॥

নিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিমাত্র অপেক্ষা করে, কিন্তু তাঁহার প্রকাশমানস্বরূপ-দর্শনের নিমিত্তে আর জীবচৈতন্যের প্রকাশ অপেক্ষা করে না ॥ ৯২ ॥

জীবচৈতন্য প্রত্যেক শরীরে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করে এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানের পরক্ষণেই পরব্রহ্মের সহিত ঐক্যভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু যেমন ঘটপটাদিবিষয় পরিজ্ঞাত হইলে তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, পরব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সেইরূপ বিশেষ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। ঘটপটাদি যেমন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া জ্ঞান হয়, ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে সেইরূপ পৃথক্ পদার্থরূপে জ্ঞান থাকে না, যেমন মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড-কিরণজালমধ্যে একটি প্রদীপ রাখিলে সেই প্রদীপ ঐ মার্ত্তণ্ডকিরণে বিলয় পাইয়া একীভূত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মপরিজ্ঞান হইলে জীবচৈতন্য ও পরব্রহ্ম একীভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান প্রতিপন্ন হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—শ্রুতিতে অমৃতবিন্দূপনিষদে উক্ত আছে যে, সেই পরব্রহ্ম অপ্রমেয়, তাহার কোনরূপ প্রমাণ নাই, তিনি

आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ।
ब्रह्मात्मव्यक्तिमुल्लिख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ९५ ॥
अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र महावाक्यात् तथाप्यसौ ।

आत्मानं चेद्विजानीयादिति मन्त्रेणापरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्यं जीवगतमवस्थाद्वयमभिधीयत इत्युक्तमपरोक्षज्ञानशोकनिवृत्त्याख्ये उभे इमे अवस्थे जीवगे श्रुते आत्मानं चेदिति श्रुतिरित्यनेन श्लोकेन तत्र कियतांशेनापरोक्षज्ञानमुच्यते इत्याकाङ्क्षायामाह आत्मानं चेदिति। ब्रह्मात्मव्यक्तिं सत्यादिलक्षणब्रह्माभिन्नप्रत्यगात्मस्वरूपमुल्लिख्य विषयीकृत्य यो बोधो जायते ब्रह्माहमस्मीति सोऽभिधीयते अनेन वाक्येनेत्यर्थः ॥ ९५ ॥

ननु तर्हि पूर्वोक्तरीत्या सद्वाक्यविचारादेवापरोक्षज्ञानसिद्धेः आवृत्तिरसकृदुपदेशादित्यादौ विहितं श्रवणाद्यावर्तनमनर्थकं स्यादित्याशङ्क्य ज्ञानदार्ढ्याय तदावर्तनानुष्ठानस्यावश्यकत्वेनाभिहितत्वादनुष्ठेयमेवेत्याह अस्त्विति। अत्र ब्रह्मात्मनि विषये महावाक्यात् सकृच्छ्रु-

---

অনাদি। তাঁহাকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারাই লাভ করা যায়। তিনি জীবচৈতন্যের ব্যাপ্য নহেন, কিন্তু সেই অবিকৃত পরব্রহ্ম বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্য হয়েন। ৯৪ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি পরমাত্মাকে স্বীয় জীবাত্মার সহিত অভিন্নরূপে জানেন, তিনি আর কি কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হয়েন?" পরন্তু এই শ্লোকেও সেই অভিন্নজ্ঞানের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—"অহমস্মি" এইরূপ বাক্যদ্বারা জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের যে অভেদজ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানকেই অপরোক্ষজ্ঞান বলে। যাহার এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তি কখনও কোন অকিঞ্চিৎকর বিষয়সুখভোগ কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হয় না। ৯৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত "অহমস্মি" এই বাক্য বিচারদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ আছে; সুতরাং শ্রবণমননাদির অনুষ্ঠান নিরর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও পূর্ব্বোক্ত "অহমস্মি" এই বাক্য বিচারদ্বারা পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি সেই উৎপন্নজ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। "অহমস্মি"

न हृढः श्रवणादीनामाचार्य्यैः पुनरीरणात् ॥ ৫৬ ॥
अहं ब्रह्मेति वाक्यार्थबोधो यावद्दृढीभवेत् ।
शमादिसहितस्तावदभ्यसेत् श्रवणादिकम् ॥ ৫৭ ॥
बाढं सन्ति हृदार्थ्यस्य हेतवः श्रुत्यनेकता ।

ताद् विचारसहितादपरोक्षबोधोऽस्तु भवत्वेव तथापि नासौ दृढोऽतः श्रवणाद्यावर्त्तनीयं श्रीमच्छङ्कराचार्य्यैः पुनर्वाक्यार्थज्ञानोत्पत्त्यनन्तरमपि श्रवणाद्यावर्त्तनाभिधानादित्यर्थः । ज्ञानदार्ढ्याय इति अर्थान्नभते ॥ ৫৬ ॥

आचार्य्यैः केन वाक्येनाभिहितमित्याशङ्क्य तद्वाक्यं पठति अहमिति ॥ ৫৭ ॥

ननु वाक्यप्रमाणजनितस्य ज्ञानस्यादार्ढ्ये कत इत्याशङ्क्याह बाढमिति । हि यस्मात् कारणात् श्रुत्यनेकता श्रुतीनां नानात्वरीकी हेतुरर्थस्याखण्डैकरसस्याद्वितीयब्रह्मरूपस्यालौकिकत्वेनासम्भावितत्वमपरो हेतुः विपरीतभावना च पुनः कर्त्तृत्वाद्यभिमानरूपा तु

এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা জীবব্রহ্মের যে ঐক্যজ্ঞান সাধিত হয়; শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারাই সেই জ্ঞানের দৃঢ়তা হইয়া থাকে। এই বিষয়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, "অহমস্মি" এই বাক্যার্থজ্ঞানের পর শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনদ্বারা সেই উৎপন্ন জ্ঞান দৃঢ়ীভূত করিবে ॥ ৯৬ ॥

যাবৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এই বাক্যার্থোৎপন্ন-জ্ঞান দৃঢ়ীভূত না হয়, তাবৎ শমদমাদি সাধনের সহিত শ্রবণ, মননাদির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতি অসম্ভাবনা ও বিপরীতভাবনা প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক আছে। যেহেতু শ্রুতি নানাপ্রকার; সর্ব্বপ্রকার শ্রুতির একরূপ অভিপ্রায় নহে। কোন শ্রুতিতে জীবব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের প্রধানতা উক্ত আছে, কোন শ্রুতিতে বা ক্রিয়াকাণ্ডের ফলদ্বারা স্বর্গভোগাদির প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত আছে, আর কোন শ্রুতিতে যিনি অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, তাঁহার লোকগ্রাহ্যত্ব অসম্ভব এবং কর্তৃত্বাদি অভিমান অর্থাৎ "আমিই সকল করিতেছি, আমি ভিন্ন আর কোন কর্ত্তা নাই," ইত্যাদি নানা কারণে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার ব্যাঘাত করিতে পারে।

असम्भाव्यत्वमत्रैव विपरीता च भावना ॥ ९८ ॥
शाखाभेदात् कामभेदात् श्रुतं कर्म्मान्यथान्यथा।
एवमत्रापि माशङ्कीत्यतः श्रवणमाचरेत् ॥ ९९ ॥
वेदान्तानामशेषाणामादिमध्यावसानतः।

तृतीयो हेतुः इत्येवंविधा प्रतिबन्धास्त्रयो बाढ़ं सन्ति सर्वथापि विद्यन्ते अतोऽपरोक्षानुभव-दार्ढ्याय श्रवणादिकमावर्त्तनीयमिति भावः ॥ ९८ ॥

एवं त्रिविधानदार्ढ्यस्य हेतूनुपन्यस्य श्रुतिनानात्वप्रयुक्तादार्ढ्यनिवृत्तये श्रवणावृत्तिः कर्त्तव्ये-त्याह शाखाभेदादिति। यथा शाखाभेदात् कर्म्मभेदः श्रूयते बह्वृचैरेवं क्रियते यजुरध्या-यिभिरेवं सामगैरेवमिति यथा वा कामभेदात् कारीर्य्या वृष्टिकामो यजेत ब्रह्मवर्च्चसकाम आयुःकाम इत्यादिकर्म्मभेदः श्रुत एवमुपनिषत्स्वपि प्रतिपाद्यवस्तुनो भेदशङ्कायां तन्निवारणाय श्रवणं पुनः पुनः कर्त्तव्यमित्यर्थः ॥ ९९ ॥

किन्तच्छ्रवणमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्षणमाह वेदान्तानामिति। सर्व्वासामप्युपनिषदामुप-

---

অতএব সেই সকল প্রতিবন্ধক নিবারণ করিয়া পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৮ ॥

পূর্ব্বোক্তশ্লোকে পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে শ্রুতির নানাত্বকারণে যে সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতির শাখাবিশেষে যে কামনাভেদে বিবিধ কর্ম্মকাণ্ডের উক্তি আছে, যদি সেই সকল শাখাবিশেষোক্ত শ্রুতিবাক্যশ্রবণেপরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার হানি হয়, তবে সেই সকল প্রতিবন্ধক নিবারণার্থ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধক নিবারণার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠান করিবে, এক্ষণে সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তার প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তক শ্রবণের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—বেদান্তসকলের আদি, মধ্য ও অবসানে, অর্থাৎ উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে জানা

ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्य्यमिति धीः श्रवणं भवेत् ॥ १०० ॥
समन्वयाध्याय एतत् सूक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः ।
तर्कैः सम्भावनार्थस्य ,द्वितीयाध्याय ईरिता ॥ १०१ ॥
बहुजन्मदृढाभ्यासाद्देहादिष्वात्मधीः क्षणात् ।
पुनः पुनरुदेत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ १०२ ॥

क्रमोपसंहारादिपर्य्यालोचनया ब्रह्मरूपे प्रत्यगात्मन्येव तात्पर्य्यमैदम्पर्य्येण पर्य्यवसानमित्येवंरूपो निश्चयः श्रवणमित्यर्थः ॥ १०० ॥

एवंविधं श्रवणं कुत्र निरूपितमित्यत आह समन्वयेति । एतत् श्रवणं समन्वयाध्याये सूक्तं व्यासादिभिरिति शेषः । अर्थासम्भावनानिवृत्तिहेतुर्मननन्तु द्वितीयाध्याये निरूपितमित्याह धीस्वास्थ्येति । प्रमेयगतानुपपत्तिपरिहारद्वारा बुद्धिस्वास्थ्यकारिभिस्तर्कैर्युक्तिशब्दाभिधेयैरर्थस्य सम्भावना सम्भावितत्वानुसन्धानं मननं द्वितीयाध्याये निरूपितमित्यर्थः ॥१०१॥

इदानीं विपरीतभावना तन्निवृत्त्युपायञ्च दर्शयति बहुजन्मेति सार्द्धेन ॥ १०२ ॥

যায় যে, স্বপ্রকাশমান ব্রহ্মেই সমস্ত পর্য্যবসান হয়। এইরূপ জ্ঞানকে শ্রবণ বলে ॥ ১০০ ॥

এইক্ষণ মননের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—শারীরিকসূত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যাসদেব বলিয়াছেন যে, শ্রবণদ্বারা সম্ভাবিত যে পরব্রহ্মচৈতন্য, যুক্তি ও তর্কাদিদ্বারা সেই পরব্রহ্মচৈতন্যের যে সর্ব্বদা অনুসন্ধান তাহার নাম মনন। (নিরন্তর পরব্রহ্মচৈতন্যের অনুসন্ধানে মনন করিলেই ব্রহ্মচৈতন্যের অপরোক্ষজ্ঞানের দৃঢ়তা হয়, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত কোনরূপ প্রতিবন্ধক বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ১০১ ॥

এইক্ষণে বিপরীতভাবনা ও সেই ভাবনার নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিতেছেন,—এই বিপরীতভাবনাই চিত্তের একাগ্রতার প্রতি অপর প্রতিবন্ধক এবং এই বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হইলে একাগ্রতা সাধিত হয়, এই একাগ্রতাকেই নিদিধ্যাসন বলে। জন্মজন্মান্তরকৃত সংস্কারবশতঃ স্থূল ও সূক্ষ্মদেহাদিতে আত্মজ্ঞান জন্মে এবং দেহাদিতে আত্মজ্ঞান হইলে জগতের সত্যজ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হয়, ইহাকেই বিপরীতভাবনা বলা যায়। অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ ধ্যান শব্দবাচ্য নিদিধ্যাসনদ্বারা সেই বিপরীতভাবনার

विपरीता भावनैवमैकाग्र्यात् सा निवर्त्तते ।
तत्त्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् ॥ १०३ ॥
उपास्तयोऽतएवात्र ब्रह्मशास्त्रेऽपि चिन्तिताः ।
प्रागनभ्यासिनः पश्चात् ब्रह्माभ्यासेन तद्भवेत् ॥ १०४ ॥
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।

विपरीतभावनानिवर्त्तकं यदैकाग्र्यं तत् कुतो जायत इत्याशङ्क्याह तत्त्वेति। एतदैकाग्र्यं ब्रह्मोपदेशात् प्रागेव सगुणब्रह्मोपासनाद् भवति भवेदित्यर्थः ॥ १०३ ॥

नन्वेतत् कुतोऽवगतमित्याशङ्क्योपासनाविचारस्य वेदान्तशास्त्रे कृतत्वादित्याह उपास्तय इति। अकृतोपास्तिकस्य कुतस्तज्जन्म इत्यत आह प्रागिति ॥ १०४ ॥

ब्रह्माभ्यासस्य कीदृश इत्याकाङ्क्षायामाह तच्चिन्तनमिति ॥ १०५ ॥

নিবৃত্তি হয়। যাবৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞান উদিত না হয়, তাবৎ সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিবে, এই সগুণব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতেই অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস হয়। এইরূপে অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস হইলেই নির্গুণ পরব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়া থাকে ॥ ১০২-১০৩ ॥

যেহেতু সগুণব্রহ্মের উপাসনাদ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস হয়, এই নিমিত্ত বেদান্তশাস্ত্রে প্রথমতঃ সগুণব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাসের অবশ্য কর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অগ্রে সগুণব্রহ্মোপাসনাদ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতা অভ্যাস না করিয়াই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তির ঐ নির্গুণব্রহ্মোপাসনার অভ্যাসদ্বারা অন্তঃকরণের একাগ্রতার অভ্যাস হইবে, তাহার কোন সংশয় নাই। (সগুণ উপাসনাদ্বারা কিম্বা নির্গুণ উপাসনাদ্বারা যে ভাবেই হউক চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে) ॥ ১০৪ ॥

এইক্ষণে কিরূপে নির্গুণব্রহ্মের উপাসনার অভ্যাস করিতে হয়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—কি উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তন, ব্রহ্মবিষয়ক বাক্যের আলোচনা ও পরস্পর তর্কবিতর্কাদি করিয়া বিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মের বোধ এবং নিয়ত ব্রহ্মধ্যান

এতদৈকপরত্বঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ ॥ ১০৫ ॥
তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ১০৬ ॥
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

এতদৈকপরত্বং বিশদয়িতুং শ্রুতিমাহ তমেবেতি। ধীরঃ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্নঃ ব্রাহ্মণঃ ব্রহ্ম ভবিতুমিচ্ছুঃ মুমুক্ষুস্তমেব প্রত্যগ্রূপং পরমাত্মানমেব বিজ্ঞায় সংশয়াদ্যভাবো যথা ভবতি তথা জ্ঞাত্বা প্রজ্ঞাং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানসন্ততিরূপমৈকাগ্র্যং কুর্ব্বীত সম্পাদয়েৎ। অনাত্মগোচরান্ বহূন্ শব্দাননুধ্যায়ান্ন স্মরেৎ ধ্যানেনাভিধানমপ্যুপলক্ষ্যতে নাভিদধ্যাদন্যথা শব্দধ্যানেন বাগ্বিগ্লাপনানুপপত্তেঃ। কুতঃ ইত্যত আহ বাচো বিগ্লাপনং হি তদিতি। হি যস্মাৎ তদভিধানং অনেন স্মরণমপ্যুপলক্ষ্যতে বাচ ইতি মনসোঽপ্যুপলক্ষণং বিগ্লাপয়তীতি বিগ্লাপনং শ্রমহেতুঃ। অয়মভিপ্রায়ঃ ইতরশব্দানুসন্ধানে মনসঃ শ্রমো ভবতি তদভিধানে তু বাচ ইতি ॥ ১০৬ ॥

এবমৈকাগ্র্যপ্রতিপাদিকা শ্রুতিমভিধায় স্মৃতিমপ্যাহ অনন্যা ইতি। যে জনাঃ অনন্যাঃ অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন মদভিন্নাঃ সন্তস্তথৈব মাং চিন্তয়ন্তঃ অখণ্ডানুসন্ধানেন চিন্তনং

তৎপরতা, সর্ব্বদা নিয়তরূপে এই সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান করিলেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস হয়, অতএব ব্রহ্মচিন্তনাদিকে নির্গুণব্রহ্মোপাসনা-ভ্যাসের কারণ বলা যায় ॥ ১০৫ ॥

মুক্তিকামী ধীর ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্রাহ্মণ নিঃসংশয়রূপে স্বপ্রকাশমান পরমাত্মাকে জানিয়া পরব্রহ্ম ও আত্মাতে ঐক্যজ্ঞানসাধনের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনার অভ্যাস করিবে। কিন্তু ব্রহ্মোপাসনাতে বহু বাক্যব্যয় করিবে না, ঈশ্বরারাধনাতে বহু বাগ্বিতণ্ডা কেবল বাক্যের গ্লানিমাত্র, তাহাতে কোন ফলসাধনের বিশেষ সাহায্য হয় না। বহু বাক্যব্যয়ে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমমাত্র হয়, অতএব ব্রহ্মধ্যানের অভ্যাসকালে বহু বাগ্বিন্যাস পরিত্যাগ করিবে ॥ ১০৬ ॥

পূর্ব্বোক্তবিষয়ে ভগবদ্গীতার নবমাধ্যায়ের দ্বাবিংশতি শ্লোক প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া উক্ত শ্রুতি স্মৃতির ফল নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে, অনেকেই আমার স্বরূপ চিন্তা করিয়া উপাসনা

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ १०७ ॥
इति श्रुतिस्मृती नित्यमात्मन्येकाग्रतां धियः ।
विधत्तो विपरीताया भावनायाः क्षयाय हि ॥ १०८ ॥
यद् यथा वर्त्तते तस्य तत्त्वं हित्वान्यथात्वधीः ।

कुर्वन्तः मदुपासते परितः सर्वेष्वपि कालेषूपासते मद्रूपा एव वर्त्तन्ते नित्याभियुक्तानां सदा सन्निहितानां तेषामात्मत्वेनानुसन्धीयमानोऽहं योगक्षेममलब्धलाभलब्धपरिरक्षणरूपौ योगक्षेमौ वहामि सम्पादयामीत्यर्थः ॥ १०७ ॥

उदाहृतयोः श्रुतिस्मृत्योस्तात्पर्यमाह इतीति । एते श्रुतिस्मृती विपरीतभावनानिवृत्त्यर्थे आत्मनि धियः चित्तैकाग्र्यं प्रतिपादयत इत्यर्थः ॥ १०८ ॥

ननु देहाद्यात्मत्वबुद्धेर्जगत्सत्यत्वबुद्धेश्च कुतो विपरीतभावनात्वम् इत्याशङ्क्य तल्लक्षणो-पेतत्वादिति दर्शयितुं तस्या लक्षणमाह यदयथेति। यद् वस्तु शुक्त्यादि यथा येन शुक्त्यादिरूपेण वर्त्तते तस्य तत्त्वं शुक्त्यादिरूपत्वं परित्यज्य अन्यथात्वधीरन्यथात्वस्य रजतादि-

---

করিয়া থাকে। পরন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা "অহংব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপে আত্মার সহিত অভেদজ্ঞান করিয়া নিত্য আমার আরাধনা করে, আমি তাহাদিগকে প্রকৃত যোগসাধনের ফল প্রদান করি। যাহারা নির্গুণব্রহ্মের উপাসনা করিয়া আত্মার সহিত ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান-লাভ করে, তাহারাই মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব ব্রহ্ম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস করিবে ॥ ১০৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্মৃতি আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতা সাধনকরে। আত্মাতে বুদ্ধির একাগ্রতা সাধিত হইলেই বিপরীত ভাবনার ক্ষয় হয়। যদি অন্তঃকরণ নিয়তরূপে সেই আত্মতত্ত্ব চিন্তনে অনুরক্ত থাকে, তাহাহইলে অন্য কোন ভাবনা আসিয়া সেই অন্তঃকরণ অধিকার করিতে পারে না ; সুতরাং পরব্রহ্ম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা থাকিলে কোন প্রতিবন্ধক যোগসিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে পারে না। বরং ক্রমশঃ স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য হৃদয়াকাশে উদিত হইতে থাকে ॥ ১০৮ ॥

যে বস্তুর যেরূপ স্বভাব, সেই বস্তুকে সেইরূপে না জানিয়া কখন কখন তাহাকে যে অন্যপ্রকার জ্ঞান করা যায়, এইরূপ অযথাভূতজ্ঞানকে বিপরীত

विपरीता भावना स्यात् पित्रादावरिधीर्यथा ॥ १०९ ॥
आत्मा देहादिभिन्नोऽयं मिथ्या चेदं जगत् तयोः।
देहाद्यात्मत्वसत्यत्वधीर्विपर्य्ययभावना ॥ ११० ॥
तत्त्वभावनया नश्येत् सातो देहातिरिक्तताम्।
आत्मनो भावयेत् तद्वन्मिथ्यात्वं जगतोऽनिशम् ॥ १११ ॥

रूपत्वस्य धीर्भ्रमं विपरीतभावना स्यात् अतस्मिंस्तद्बुद्धिरिति यावत्। तामुदाहरति पित्रादाविति ॥ १०९ ॥

उक्तलक्षणां प्रकृते योजयति आत्मेति। अयमात्मा देहादिभ्यो वस्तुतो भिन्नः इदं जगच्च मिथ्या एवं सत्यपि तयोरात्मजगतोर्यथाक्रमं देहादिरूपत्वबुद्धिः सत्यत्वबुद्धिश्च या सा विपरीता भावनेत्यर्थः ॥ ११० ॥

पूर्व्वमैकाग्र्यात् सा निवर्त्तते इति सामान्येनोक्तमर्थं विशेषाकारेणाह तत्त्वभावनयेति। सा देहाद्यात्मत्वजगत्सत्यत्वरूपा विपरीतभावना तत्त्वभावनया आत्मनो देहातिरिक्तत्वस्य जगतो मिथ्यात्वस्य च भावनया निरन्तरध्यानेन नश्येत् अत आत्मनो देहाद्यतिरिक्तत्वं देहादेर्जगतो मिथ्यात्वञ्च सदा भावयेदित्यर्थः ॥ १११ ॥

ভাবনা বলা যায়। যেমন সময়ানুসারে কখন কখন পিতাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান হয়, সেইরূপ সময় বিষয়ে এক পদার্থকে অন্য পদার্থ বলিয়া ভ্রান্তি হইয়া থাকে ॥ ১০৯ ॥

বাস্তবিক আত্মা দেহাদি হইতে বিভিন্ন এবং জগৎ মিথ্যা। তাহাতে আত্মাকে দেহাদি হইতে অভিন্ন ও জগৎকে সত্য বলিয়া যে জ্ঞান হয়, তাহা-কেই এস্থলে বিপরীতভাবনা বলা যায় ॥ ১১০ ॥

এইক্ষণ কি উপায়ে সেই বিপরীতভাবনা বিদূরীত হয়, তাহা বলিতে-ছেন।—নিরন্তর ব্রহ্মতত্ত্ব ভাবনা করিলেই উক্তরূপ বিপরীতভাবনা নষ্ট হইয়া যায়। বিবেকী ব্যক্তি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বদা চিন্তা করিবে এবং নিরন্তর জগতের মিথ্যাত্বও অনুশীলন করিবেক; তাহাতেই দেহাদির আত্মত্ব ও জগতের সত্যত্ব জ্ঞানস্বরূপ বিপ-রীতভাবনা নিবারণ হইয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তার অভ্যাস দৃঢ়তর হইবেক। তখন আর কোন বিষয়ে ভ্রান্তিজ্ঞান থাকিবে না ॥ ১১১ ॥

কিং মন্ত্রজপবন্মূর্ত্তিধ্যানবদ্বাত্মভেদধীঃ।
জগন্মিথ্যাত্বধীশ্চাত্র ব্যাবর্ত্ত্যা স্যাদুতান্যথা॥ ১১২॥
অন্যথেতি বিজানীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ।
বুভুক্ষুর্জপবৎ ভুঙ্‌ক্তে ন কশ্চিৎ নিয়তঃ ক্বচিৎ॥ ১১৩॥
অশ্নাতি বা ন বাশ্নাতি ভুঙ্‌ক্তে বা স্বেচ্ছয়ান্যথা।

সদা ভাবয়েদিত্যুক্তং তত্র জপাদাবিব নিয়মাপেক্ষাস্তি ন বেতি পৃচ্ছতি কিমিতি। আত্মভেদধীঃ আত্মনো দেহাদিভ্যো বিভিন্নত্বেন জগতো মিথ্যাত্বানুসন্ধানঞ্চ মন্ত্রজপদেবতাধ্যানাদিবৎ কিং নিয়মেনানুষ্ঠাতব্য উত লৌকিকব্যবহারবন্নিয়মমন্তরেণাপি কর্ত্তুং শক্যত ইতি॥১১২॥

দৃষ্টফলত্বকত্বান্নাত্র নিয়মঃ কশ্চিদস্তীত্যাহ অন্যথেতীতি। অন্যথা নিয়মং বিনেত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ দৃষ্টার্থত্বেনেতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ ভুক্তিবদিতি। দৃষ্টার্থেঽপি ভোজনে নিয়মাঃ শ্রুতিস্মৃতীরূপলভ্যন্তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ বুভুক্ষুরিতি। ক্ষুদপনয়নায় ভোক্তুমিচ্ছন্ পুরুষো জপং কুর্ব্বন্ ইব ন নিয়মেন ভুঙ্‌ক্তে অপিতু যথা ক্ষুদ্বাধোপশান্তিঃ স্যাৎ স তথা ভোজনং করোতীত্যর্থঃ॥ ১১৩॥

এতদেব প্রপঞ্চয়তি অশ্নাতীতি। অশ্নাতি বা অন্নে সতি কদাচিৎ ভুঙ্‌ক্তে ন বাশ্নাতি

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সর্ব্বদা পরব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে, এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত পরমাত্মচিন্তা ও জগতের মিথ্যাত্ব অনুশীলন বিষয়ে মন্ত্র জপাদির ন্যায়, অথবা কোন মূর্ত্তিধ্যানাদির ন্যায় কোন বিশেষ নিয়ম আছে কি না? কিম্বা লৌকিক ব্যবহারের ন্যায় কোনরূপ নিয়মের অধীন না হইয়াই কি ব্রহ্মতত্ত্ব চিন্তনের অনুষ্ঠান করিবে? এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতেছেন॥ ১১২॥

ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তন করিলে প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়, অতএব তাহাতে কোনরূপ নিয়ম অবলম্বন করিতে হয় না। যেমন ভোজনকালে প্রতিগ্রাসেই ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মচিন্তনেও প্রত্যক্ষ ফল প্রদান করিয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনকালে উপরি উক্ত কোনরূপ নিয়ম বিহিত নাই। আর যেমন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি ভোজনকালে জপাদির ন্যায় কোনরূপ নিয়ম করিয়া ভোজন করে না, সেইরূপ যাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যালিপ্সু, তাঁহারা কদাচ উপরি উক্ত কোন নিয়মের অধীন হইবে না॥ ১১৩॥

येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ ११४ ॥
नियमेन जपं कुर्य्यादकृतौ प्रत्यवायतः ।
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवर्णविपर्य्ययात् ॥ ११५ ॥
क्षुधैव दृष्टबाधाकृद् विपरीता च भावना

तस्मिन्नसति क्षुद्बाधाविस्मारणद्यूतादिचेष्टयाऽनश्नन्नेव कालं नयति अन्यथा वा तिष्ठन् गच्छन् शयानो वा स्वेच्छया भुङ्क्ते एवं येन केन प्रकारेण तात्कालिकीं क्षुधाम् अपनेतुमिच्छति। अयमभिसन्धिः क्षुधानिवृत्तिलक्षणदृष्टफलाय भोजनमेव कार्य्यं नियमात्तु परलोकहेतव इति ॥ ११४ ॥

जपादौ भोजनात् वैलक्षण्यं दर्शयति नियमेनेति। तत्र हेतुमाह अकृतौ प्रत्यवायत इति। अवश्यमेवमकरणे प्रत्यवायः अन्यथाकरणे तु स नास्तीत्याशङ्क्याह अन्यथेति। "मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह। स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात् इत्युक्तत्वादिति भावः ॥ ११५ ॥

ननु क्षुद्बाधाया दृष्टबाधाहेतुत्वात् तन्निवृत्तये अनियमेनापि भोक्तव्यमेव विपरीतभाव-

---

সাক্ষাৎ অন্ন উপস্থিত থাকিলে সেই অন্ন ভোজন করুক, অথবা অন্নের অপ্রাপ্তিতে ভোজন না করিয়া ক্ষুধাজনিতক্লেশ-বিস্মরণার্থ দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা ক্ষুধার কাল অতিবাহিত করুক, কিম্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভোজন করিয়া আহার স্পৃহা নিবৃত্তি করুক, যে কোন প্রকার উপায়েই হউক বলবতী ক্ষুধারোধ নিবারণ করিতে পারিলেই হয়, তাহাতে কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না ॥ ১১৪ ॥

ভোজনাদি কার্য্যে কোনরূপ নিয়ম করিতে হয় না, কিন্তু মন্ত্রজপাদিতে নিয়ম করা আবশ্যক ; যেহেতু অনিয়মে মন্ত্রজপ করিলে সেই জপে কোন ফল হয় না, বরং প্রত্যবায়ই হইয়া থাকে। অতএব মন্ত্রজপে যে সকল নিয়ম আছে, কোনরূপেও তাহার অন্যথা করিবে না এবং মন্ত্রেতে যেরূপ স্বরাদিবর্ণ বিন্যস্ত আছে, তাহার অন্যথা করিয়া জপ করিলে সাধকের অনর্থ সংঘটন হইয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

ক্ষুধারস্থায় বিপরীত ভাবনাও প্রত্যক্ষ পীড়াদায়ক। ক্ষুধা উপস্থিত হইলে যদি ভোজনাদি দ্বারা সেই ক্ষুধার নিবারণ না কর, তাহাহইলে যেমন তৎ-

जिघत्सा भोजनेनेव नाश्यतानुष्ठितैः क्रमः ॥ ११६ ॥
उपायः पूर्वमेवोक्तस्तच्चिन्ताकथनादिकः ।
एतदेकपरत्वेऽपि निर्बन्धो ध्यानवन्न हि ॥ ११७ ॥
मूर्त्तिप्रत्ययसान्तत्यमन्यानन्तरितं धियः ।

मायायास्तु तथात्वाभावात् सन्निपत्यकं ध्यानमदृष्टफलाय नियमेनानुष्ठेयमित्यभिप्रेत्याह जिघत्सेति । विपरीतभावनायास्तु दुःखहेतुत्वस्यानुभवसिद्धत्वादिति भावः ॥ ११६ ॥

तर्हि स उपायः प्रदर्शनीय इत्याशङ्क्य पूर्व्वमेव प्रदर्शित इत्याह उपाय इति । ननु अपवत् प्राणायामादिनियमो माभूत् ध्यानवदेतदेकपरत्वलक्षणैकाग्रतानिर्बन्धोऽस्त्वित्याशङ्क्याह एतदिति ॥ ११७ ॥

ननु ध्यानस्य ध्येयचिन्तात्मकत्वात् तत्र को निर्ब्बन्ध इत्याशङ्क्य ध्याने निर्ब्बन्धं दर्शयितुं ध्यानस्वरूपं तावदाह मूर्त्तीति । धियो बुद्धेः सम्बन्धिनां मूर्त्तिप्रत्ययानां देवतादिमूर्त्तिगोचराणां प्रत्ययानां यत् सान्तत्यमविच्छिन्नतया प्रवाहत्वं तदन्यानन्तरितमन्यैर्विजा-

---

ক্ষণাৎ শরীর ক্ষীণ হয়, সেইরূপ বিপরীতভাবনাও সমাধির ব্যাঘাত করে। অতএব যেমন অন্নাদিভোজন দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়, সেইরূপ যে কোন উপায়েই হউক বিপরীতভাবনার নিবারণ করা আবশ্যক। পরন্তু তাহাতে কোন নিয়মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। যে প্রকারেই হউক বিপরীতভাবনা অবশ্যই নিবারণ করিতে হইবে॥ ১১৬ ॥

পরমব্রহ্মের স্বরূপচিন্তা এবং সেই পরমব্রহ্ম বিষয়ক বাক্যালোচনা প্রভৃতি বিপরীতভাবনার নিবারণের উপায় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যেমন অন্তঃকরণের একাগ্রতা সাধনবিষয়ে ঈশ্বরতত্ত্ব পরিচিন্তনের ন্যায় কোনরূপ নিয়মের আশ্রয় লইতে হয় না, সেইরূপ এই বিপরীতভাবনার নিবারণেও কোন প্রকার নিয়মের অধীনতাস্বীকার করিতে হয় না। যাহার যেরূপ অভিরুচি সেই ব্যক্তিই আপন ইচ্ছানুসারে বিপরীতভাবনার নিবারণ করিতে পারে ॥ ১১৭ ॥

অন্যান্য বস্তুবিষয়ক চিন্তারূপ ব্যবধান পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন অভিমত মূর্ত্তি চিন্তাতে সর্ব্বদা যে মনের একাগ্রতা জন্মে, তাহাকেই ধ্যান বলে। ধ্যান কালে কেবল সেই ধ্যেয় বিষয়েই অন্তঃকরণ অনুরক্ত থাকে, তখন অন্য কোন

ध्यानं तत्रातिनिर्बन्धो मनसश्चञ्चलात्मनः ॥ ११८ ॥
चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ११९ ॥
अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि ।

तीयप्रत्ययेनाव्यवहितं सत् ध्यानमित्युच्यते। एवं ध्यानस्वरूपं निरूप्य तत्र निर्बन्धं दर्शयति तत्रेति। सदा पर्य्यटनशीलस्य करितुरगादेरेकत्र स्तम्भादौ बन्धने यथोपरोधस्तद्वदिति भावः ॥ ११८ ॥

मनसश्चञ्चलत्वादौ गीतावाक्यं प्रमाणयति चञ्चलं हीति। प्रमाथि प्रमथनशीलं पुरुषस्य व्याकुलत्वकारणं बलवत् समर्थमनिवार्य्यमित्यर्थः। दृढं सक्तमिति वा विषये लग्नं तत् उद्धर्त्तुमशक्यमित्यर्थः। अतस्तस्य मनसो निग्रहो वायोर्निग्रह इव सुदुष्करः ॥ ११९ ॥

मनसो दुर्निग्रहत्वे वशिष्ठवाक्यमपि प्रमाणयति अप्यब्धिपानादिति ॥ १२० ॥

বিষয়ের চিন্তা চিত্তকে আক্রমণ করিতে পারে না এবং চঞ্চল মনঃ নিরন্তর স্থিরভাবে থাকে, তখন তাহার কিঞ্চিন্মাত্র চাঞ্চল্য থাকে না। যেমন সর্ব্বদা পর্য্যটনশীল করিতুরগাদি একমাত্র স্তম্ভেতে নিবদ্ধ থাকে, সেইরূপ ধ্যানকালে চঞ্চল মনঃও একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে স্থৈর্য্য অবলম্বন করে ॥ ১১৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত মনের চাঞ্চল্য বিষয়ে গীতাবাক্য প্রমাণস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুস্ত্রিংশৎ শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, যেমন বায়ুনিরোধ অতিদুষ্কর কার্য্য, সেইরূপ পুরুষের ব্যাকুলতার কারণীভূত চঞ্চলপ্রবৃত্তি দৃঢ় ও বলবান্ মনের নিগ্রহ করা অতিকষ্টকর ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করি। একমাত্র মনই পুরুষকে ব্যাকুল করে, সেই মনঃ সকল বিষয় হইতে অধিক বলবান্; সুতরাং মনঃই সকলকে আয়ত্ত করিতে রাখে, তাহাকে কেহ সহজে বশীভূত করিতে পারে না। মনঃ বিষয়েতে সংলগ্ন হইলে তাহাকে হঠাৎ কেহ সেই বিষয় হইতে উদ্ধার করিতে পারে না, কিন্তু এইরূপ অনিগ্রাহ্য মনও ধ্যানেতে স্থির হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত মনের দুর্নিবারতা বিষয়ে বশিষ্ঠমুনির বাক্য প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—মহামুনি বশিষ্ঠঋষি বলিয়াছেন, হে সাধো! সমুদ্রপান, সুমেরু উন্মূলন ও অগ্নিভক্ষণ করা যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, মনের নিগ্রহও ততোঽধিক

अपि वह्न्यशनात् साधो विषमश्चित्तनिग्रहः ॥ १२० ॥
कथनादौ न निर्बन्धः शृङ्खलाबद्धदेहवत् ।
किन्त्वनन्तेतिहासाद्यैर्विनोदो नाट्यवद्धियः ॥ १२१ ॥
चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्यत्र पर्य्यवसानतः ।

प्रकृते ततो वैषम्यं दर्शयति कथनादाविति । शृङ्खलाबद्धदेहस्य यथा निर्ब्बन्धो न तथा कथनादावित्यर्थः । आदिशब्देन तच्चिन्तनादिकं गृह्यते न केवलं निर्ब्बन्धाभावः प्रत्युत धियो विनोद इत्याह किन्त्विति । इतिहासः पूर्व्वेषां कथा आद्या येषां लौकिककथानुकूलयुक्तिदृष्टान्तप्रदर्शनादीनां ते तथा अनन्ताः असंख्याताः अनन्ताश्च ते इतिहासाद्याश्चेति अनन्तेतिहासाद्यास्तैर्धियो बुद्धेर्व्विनोदः क्रीडाविशेषो भवति । तत्र दृष्टान्तः नाट्यवदिति । नृत्यक्रियानिरीक्षणमिवेत्यर्थः ॥ १२१ ॥

ननु कथादिभिरप्येतदेकपरत्वव्याघातः स्यादित्याशङ्क्याह चिदेवेति । इतिहासादीनां

দুঃসাধ্য কার্য্য। বরং সমস্ত সাগরও যদি কেহ পান করিতে পারে, অত্যুচ্চ গিরিশিখর উল্লঙ্ঘনেও যদি কাহার শক্তি থাকে এবং কেহ যদি অগ্নিভক্ষণ করিয়াও পরিপাক করিতে পারে, তথাপিও মনকে যে কেহ বশীভূত করিয়া রাখিতে পারে, আমার এমন বিশ্বাস হয় না ॥ ১২০ ॥

যদিও মনঃকে অন্য কোন উপায়ে নিবারণ করা দুঃসাধ্য বটে, কিন্তু পরমব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা সেই দুর্নিবার মনঃকে নিগৃহীত করা যায়। যেমন কোন প্রাণীর দেহকে শৃঙ্খলদ্বারা আবদ্ধ করিলে সেই প্রাণী যেরূপ বশীভূত থাকে, কিন্তু উপদেশ বাক্যাদিদ্বারা সেইরূপ বাধ্য হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণও অনন্ত ইতিহাস শ্রবণাদিদ্বারা নিগৃহীত হয় না। ইতিহাসাদি শ্রবণে বরং অন্তঃকরণের আমোদ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন রঙ্গভূমিতে নটের গীত শ্রবণ ও নূতন নূতন অভিনয় এবং নৃত্যাদি দর্শনে চিত্তের বিনোদন হয়, সেইরূপ অনন্তপৌরাণিক-ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলেও কেবল বুদ্ধির বিনোদনমাত্র ফল হইয়া থাকে। তাহাতে মনের নিগ্রহ হওয়া দূরে থাকুক, বরং চিত্তের চাঞ্চল্যই বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১২১ ॥

ইতিহাসাদিতে এইমাত্র জানা যায় যে, কেবল নিত্য চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই সত্য আর সমুদায় জগৎ মিথ্যা। অতএব ইতিহাসাদিদ্বারা

निदिध्यासनविक्षेपो नेतिहासादिभिर्भवेत् ॥ १२२ ॥
कृषिवाणिज्यसेवादौ काव्यतर्कादिकेषु च ।
विक्षिप्यते प्रवृत्ता धीस्तैस्तत्त्वस्मृत्यसम्भवात् ॥ १२३ ॥
अनुसन्दधतैवात्र भोजनादौ प्रवर्त्तितुम् ।
शक्यतेऽत्यन्तविक्षेपाभावादाशु पुनः स्मृतेः ॥ १२४ ॥

आत्मा चिन्मात्ररूपो न देहादिरूपो जगच्च मिथ्येत्यस्मिन्नर्थे पर्यवसानात् न तैरेतदेकपरत्व-ध्यानाभिधेयस्य निदिध्यासनस्य विक्षेप इत्यर्थः ॥ १२२ ॥

नन्वितिहासादीनामङ्गीकारे कृष्यादेरपि प्रसक्तिः स्यादित्याशङ्क्याह कृषीति ॥ १२३ ॥

कृष्यादीनां तत्त्वानुसन्धानविघातित्वेन त्याज्यत्वे भोजनादेरपि तथात्वात् तदपि त्याज्य-मेवेत्याशङ्क्याह अनुसन्दधतैवेति । कुत इत्यत आह अत्यन्तेति । विक्षेपाभावेऽपि कुत इत्यत आह आशु पुनः स्मृतेरिति ॥ १२४ ॥

নিদিধ্যাসনবাচ্য ধ্যানের বিক্ষেপ হয় না। সুতরাং কথনাদিদ্বারা যে একাগ্রতার ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কা দূরীকৃত হইল ॥ ১২২ ॥

যদ্যপি প্রাচীন ইতিবৃত্তাদি আলোচনাতে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, ইহাই স্থিরীকৃত হইল, তবে কৃষ্যাদিকার্য্যেও যে চিত্তবিক্ষেপ হয় না, ইহাও স্বীকার কর; এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—কৃষিকার্য্য, বাণিজ্যব্যবসায়, প্রভুসেবা এবং কাব্য ও তর্কাদিশাস্ত্রের আলোচনাতে চিত্ত নিরত হইলে কদাচিৎ চিত্তবিক্ষেপ উপস্থিত হয়; যেহেতু কৃষ্যাদিবিষয়ে কোন ব্রহ্মতত্ত্ব স্মরণের সম্ভাবনা নাই, তাহাতে লৌকিক বিষয়ই সবিস্তর জানা যায়। কৃষ্যাদিকার্য্যে পরমার্থতত্ত্বের নামও উল্লেখ নাই; সুতরাং ইহাতে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভব আছে; অতএব ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেই কৃষ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ১২৩ ॥

যেমন কৃষ্যাদিকার্য্যে চিত্তবিক্ষেপের সম্ভাবনাহেতু সমাধির প্রতিবন্ধক কৃষ্যাদিকার্য্য পরিত্যাগ করিবে, সেইরূপ ভোজনাদিকার্য্যও পরিত্যাগ করিবে কি—না, এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—ভোজনাদিকার্য্যে চিত্তের বিক্ষেপ হয় না এবং ভোজনাদিদ্বারা চিত্তবিক্ষেপ হইলেও পুনর্ব্বার ব্রহ্মতত্ত্বস্মরণের সম্ভব আছে, অতএব পরমাত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ীরা ভোজনে প্রবৃত্ত

तत्त्वविस्मृतिमात्रान्नानर्थः किन्तु विपर्ययात्।
विपर्येतुं न कालोऽस्ति झटिति स्मरतः क्वचित् ॥१२५॥
तत्त्वस्मृतेरवसरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनः।
प्रत्युताभ्यासघातित्वाद् बलात् तत्त्वमपेक्ष्यते ॥१२६॥
तमेवैकं विजानीत ह्यन्या वाचो विमुञ्चथ।

ननु तदानीं विक्षेपाभावेऽपि तत्त्वविस्मृतिसद्भावात् पुरुषार्थहानिः स्यादित्याशङ्क्याह तत्त्वेति। कुतस्तर्ह्यनर्थ इत्यत आह किन्त्विति। विस्मरणे सति विपर्ययोऽपि स्यादित्याशङ्क्याह विपर्येतुमिति ॥ १२५ ॥

ननु भोजनादिषु प्रवृत्तस्येव तर्काद्यभ्यासप्रवृत्तस्यापि तत्त्वस्मरणं किं न स्यादित्याशङ्क्याह तत्त्वस्मृतेरिति। न केवलं तत्त्वानुसन्धानावसराभाव एव किन्तु काव्यतर्काद्यभ्यासस्य तत्त्वाभ्यासविरोधित्वात् तदानीं स्मृतमपि तत्त्वं बलादुपेक्ष्यते इत्याह प्रत्युतेति ॥ १२६ ॥

तत्त्वानुसन्धानविरोधिवाग्व्यवहारस्य त्याज्यत्वे प्रमाणत्वेन तमेवैकं जानथ आत्मानमन्या

হইলেও তাহাদিগের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয় না; সুতরাং ব্রহ্মতত্ত্বপরায়ণ যোগিগণের ভোজন পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক করে না ॥ ১২৪ ॥

ভোজনকালে একবার মাত্র চিত্তবিক্ষেপ হইয়া তত্ত্ববিস্মরণ হইলে অনর্থ হয় না; কেবল বিপরীত ভাবনাই অনর্থের মূল। তত্ত্ববিস্মরণ হইলে তাহা পুনর্ব্বার স্মৃতিপথে আবির্ভাব হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত ভাবনাসত্ত্বে কোনরূপেও একাগ্রতা সাধন হইতে পারে না। ভোজনকালে তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও ঝটিতি চিত্তেতে সেই পরব্রহ্মতত্ত্বের স্মরণ হয়, এই নিমিত্ত ভোজনাদিকার্য্যে বিপরীতজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১২৫ ॥

যেমন ভোজনাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও পুনর্ব্বার তাহার স্মরণ হয়, সেইরূপ তর্কাভ্যাসে প্রবৃত্ত ব্যক্তির তত্ত্ববিস্মরণ হইলেও কি পুনর্ব্বার তাহার স্মরণ হয় না? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—তর্কাদি অভ্যাসে প্রবৃত্ত অন্যান্য উপাসকদিগের পরমাত্মতত্ত্বস্মৃতির অবসর নাই। বরং কাব্যতর্কাদি অভ্যাসের তত্ত্ববিরোধিত্ব প্রযুক্ত পরমাত্মতত্ত্বের বিস্মৃতি হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্বনিরূপণ বিষয়েই উপেক্ষা হইয়া থাকে ॥ ১২৬ ॥

যেহেতু অন্যান্য উপাসকের তত্ত্ববিস্মৃতি হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্ব পরিচিন্তনে

इति श्रुतं तथान्यत्र वाचो विग्लापनन्त्विति ॥ १२७ ॥
आहारादि त्यजन् नैव जीवेच्छास्त्रान्तरं त्यजन् ।
किं न जीवसि येनैवं करोष्यत्र दुराग्रहम् ॥ १२৮ ॥

वाचो विमुञ्चथ अमृतस्यैष सेतुः इति श्रुतिवाक्यमर्थतः पठति तमेवैकमिति । नानुध्यायाद्बहून् शब्दान् वाचो विग्लापनं हि तत् इत्येतदपि वाक्यं श्रूयत इत्याह तथान्यत्रेति ॥१२७॥

ननु तत्त्वानुसन्धानातिरिक्तमाहारादि यथा न त्यज्यते एवमितरशास्त्राभ्यासोऽपि क्रियतामित्याशङ्कं कुर्व्वाणं प्रत्याह आहारादीति ॥ १२৮ ॥

উপেক্ষা হয়, এই নিমিত্ত শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত আছে যে, "কেবল পরমাত্মাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, অন্য কোন বিষয়ে অনুরক্ত হইও না। অন্য বাক্যাদি পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমাত্মতত্ত্বনিরূপক বাক্যের আলোচনা কর এবং বাক্যের গ্লানিজনক বাক্য ও ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব-চিন্তায় নিযুক্ত হও।" "বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া লোকের গ্লানির ভাজন হইওনা" এবং "অসাধু ব্যবহার করিয়া স্বার্থ চিন্তার পরিহার করিওনা" ॥ ১২৭ ॥

যদি বল, যেমন পরমাত্মতত্ত্ববিস্মৃতির সম্ভাবনা হইলেও আহারাদি পরিত্যাগ করিবে না, সেইরূপ পরমাত্মতত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে অন্যান্য শাস্ত্রাদির আলোচনাও পরিত্যাগ না করুক। ইহার সিদ্ধান্ত এই,—যেহেতু আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোন জীব জীবিত থাকিতে পারে না, আহার না করিলে সকল জীবই বিনাশ পায়; সুতরাং যে অল্প বিরোধী তাহার পরিত্যাগের সম্ভব হয় না, পরন্তু যে বিষয়ে যে অত্যন্ত বিরোধী তাহাই পরিত্যাগ করিবে। পরমাত্ম-তত্ত্বচিন্তনে আহার নিতান্ত বিরোধী নহে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে না, কিন্তু তর্ককাব্যাদি অন্যান্য শাস্ত্র পর্য্যালোচনা পরমাত্ম-তত্ত্বচিন্তনের নিতান্ত প্রতিকূল, এইনিমিত্ত ইহাই অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। এইক্ষণে উপাসনার বিরোধী, তর্ককাব্যাদি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনার নিমিত্ত যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ, সেই আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনার পরিহারপূর্ব্বক উপাসনা করিলেই তুমি মৃত্যুকে জয়করিতে পারিবে। ইহাতেই তোমার নির্ব্বিঘ্নে পরমাত্ম-

जनकादेः कथं राज्यमिति चेद् दृढबोधतः ।
तथा तवापि चेत् तर्कं पठ यद्वा कृषिं कुरु ॥ १२९ ॥
मिथ्यात्ववासनादार्ढ्ये प्रारब्धक्षयकाङ्क्षया ।

ननु तर्हि जनकादीनां तत्त्वविदां कथं राज्यपरिपालनादौ प्रवृत्तिरिति शङ्कते जनकादेरिति । दृढापरोक्षज्ञानित्वात् तेषां सा न बाधिकेत्यभिप्रायेण परिहरति दृढेति । तर्हि ममापि दृढबोधोऽस्तीति वदन्तं प्रत्याह तथेति ॥ १२९ ॥

ननु तत्त्वविदः संसारासारतां जानन्तः कथं तत्र प्रवर्तिष्यन्त इत्याशङ्क्य प्रारब्धस्याभोगाविफलत्वात् भोगेन तत्क्षयाय प्रवृत्तिरित्याह मिथ्येति ॥ १३० ॥

তত্ত্বচিন্তা সিদ্ধ হইবে। অতএব তর্ককাব্যাদি শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ১২৮ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা ও বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনের প্রতিকূল, তবে জনকাদি রাজর্ষিগণ ব্রহ্মতত্ত্বানুচিন্তনে তৎপর হইয়াও কিরূপে তত্ত্ববিরোধী রাজ্যপালনাদিকার্য্য করিয়াছেন? তাহাদিগের-ত সেই রাজ্যপালনাদি ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনের কোন ব্যাঘাত করিতে পারে নাই, তবে তর্ককাব্যাদিশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা কেন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনের বাধা করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—জনকাদি রাজর্ষিবর্গের ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনে এইরূপ দৃঢ়জ্ঞান হইয়াছিল যে, রাজ্যপালনাদিকর্ম্ম তত্ত্বচিন্তনের অত্যন্তবিরোধী হইলেও তাহাদিগের কর্ত্তব্যকার্য্যে কোন বাধা জন্মাইতে পারে নাই। (তাঁহারা রাজ্যপালনাদি করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে জনকাদির অনুরাগমাত্রও ছিল না, কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাতে তাহাদিগের চিত্ত অনুরক্ত ছিল; সুতরাং রাজ্যপালনাদি বিরোধী কর্ম্ম তাহাদিগের চিত্তানুরাগ হ্রাস করিতে পারে নাই। তোমরাও যদি জনকাদিরন্যায় দৃঢ় অধ্যাবসায় সহকারে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিচিন্তনে চিত্তকে অনুরক্ত রাখিতে পার, তাহাহইলে তোমরাও আপন ইচ্ছানুসারে তর্ককাব্যাদি শাস্ত্র পর্য্যালোচনা কর, কিম্বা কৃষিকার্য্যাদি সাধন কর। তাহাতে হানি কি? চিত্তকে সেই পরব্রহ্মে অনুরক্ত রাখিয়া যে কার্য্যই কর না কেন, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না ॥ ১২৯ ॥

अक्लिश्यमाना वर्त्तन्तां स्वस्वकर्म्मानुसारतः ॥ १३० ॥
अतिप्रसङ्गो माशङ्क्यः प्रारब्धवशवर्त्तिनाम् ।
अस्तु वा केन शक्येत कर्म्म वारयितुं सह ॥ १३१ ॥
ज्ञानिनोऽज्ञानिनश्चात्र समे प्रारब्धकर्म्मणि ।
न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्य्यान्मूढः क्लिश्यत्यधैर्य्यतः ॥ १३२ ॥

तर्ह्यनाचारेऽपि प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्क्याह अतिप्रसङ्ग इति। प्रारब्धवशादेवाति-प्रसङ्गोऽपि स्यादित्याशङ्क्याङ्गीकरोति अस्तु वेति ॥ १३१ ॥

ननु ज्ञान्यज्ञानिनोः प्रारब्धकर्म्मणि अवश्यभोक्तव्यतया समाने तयोः कुतः वैलक्षण्यसिद्धि-रित्याशङ्क्याह ज्ञानिन इति ॥ १३२ ॥

যেহেতু জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান দৃঢ়তর হইলেই প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়কামনায় স্বস্বকর্ম্মানুসারে অনায়াসে সকল কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হইতে পারে। অতএব পরমব্রহ্মে চিত্ত স্থির রাখিয়া অন্যান্য কর্ম্ম করিলেও ব্রহ্মধ্যানে কোন ব্যাঘাত হয় না ॥ ১৩০ ॥

যদিও জ্ঞানিগণের পূর্ব্বসঞ্চিত প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের অনুরোধে অন্যান্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু কোনপ্রকার গর্হিতকার্য্যে কখনও তাহাদিগের প্রবৃত্তি হয় না। অথবা নানাপ্রকার প্রারব্ধ কর্ম্মবশতঃ কুৎসিত কার্য্যেও জ্ঞানিদিগের কখন কখন প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে; যেহেতু কেহই প্রারব্ধ কর্ম্ম অতিক্রম করিতে পারে না, সকলকেই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। (জ্ঞানিগণ যে কখন কখন কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদিও তাহারা প্রারব্ধ কর্ম্ম-বশতঃ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু তাহাতে তাহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়েন না) ॥ ১৩১ ॥

জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলের পক্ষেই প্রারব্ধকর্ম্ম সমান। সকলকেই প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়, কেহই প্রারব্ধকর্ম্মের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। অজ্ঞানীরাও যেমন প্রারব্ধকর্ম্মের শুভাশুভ ফল ভোগ করে, জ্ঞানিগণও সেইরূপ প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। উভয়েই প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করে বটে, কিন্তু জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর পক্ষে প্রারব্ধ-

मार्गे गन्त्रोर्द्वयोः श्रान्तौ समायामप्यदूरताम्।
जानन् धैर्याद् द्रुतं गच्छेदन्यस्तिष्ठति दीनधीः ॥ १२२ ॥
साक्षात्कृतात्मधीः सम्यगविपर्ययबाधितः।
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनु संज्वरेत् ॥ १२४ ॥
जगन्मिथ्यात्वधीभावादाक्षिप्तौ काम्यकामुकौ।

तत्र दृष्टान्तमाह मार्गे इति ॥ १२२ ॥

इत्थमुपपादितमात्मानञ्चेद्विजानीयादिति मन्त्रस्य पूर्वार्द्धार्थमनुवदन् फलप्रदर्शनपर-मुत्तरार्द्धम् अवतारयति साक्षात् कृतात्मधीरिति। सम्यक् साक्षात्कृतात्मधीः साक्षात्कृत आत्मा यया सा साक्षात्कृतात्मा तादृशी धीर्यस्य स साक्षात्कृतात्मधीः। अविपर्ययबाधितः विपर्ययेण देहाद्यात्मत्वबुद्ध्या बाधितो न भवतीत्यविपर्ययबाधितः। उभयं हेतुगर्भितं विशेषणम् ॥ १२४ ॥

কর্ম্ম ভোগবিষয়ে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে। জ্ঞানীগণের ধৈর্য্যহেতু কোন কর্ম্মেই তাহাদিগের ক্লেশ হয় না, আর অজ্ঞানিদিগের অধৈর্য্যবশতঃ তাহারা প্রায় সকলকর্ম্মেই ক্লেশ পাইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

যেমন সকল পথিকই দূরপথে গমন করিয়া থাকে এবং পথপর্য্যটনে সকলের পক্ষেই সমান পরিশ্রম হয়, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সেই পথের পরিমাণাদি জানে, তাহারা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক দ্রুতপদে গমন করিয়া অতিশীঘ্রই আপন অভীষ্টস্থানে উত্তীর্ণ হয়, তাহাতে তাহাদিগের তত ক্লেশ অনুভূত হয় না। আর যাহারা সেই পথের পরিমাণাদি জানে না, তাহারা কেবল উদ্বিগ্নচিত্তেই গমন করিতে থাকে, ইহাতেই তাহারা পথপর্য্যটনে ক্লিষ্ট হইয়া দীর্ঘকাল সেই পথিমধ্যেই অবস্থান করে; সুতরাং পথপরিজ্ঞানে অপটু ব্যক্তিদিগের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা বিপরীতভাবনাশূন্য ও সাক্ষাৎ পরমাত্মজ্ঞানী, তাঁহারা কোন ইচ্ছা বা কোনরূপ কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া ক্লেশ ভোগ করেন না। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা কেবল সেই ব্রহ্মতত্ত্বপরিচিন্তনেই নিরত থাকেন, তাঁহারা অন্য কোন অভি-লাষ করেন না ॥ ১৩৩-১৩৪ ॥

তয়োরভাবে সন্তাপঃ শাম্যেন্নিস্নেহদীপবৎ ॥ ১২৫ ॥
গন্ধর্ব্বপত্তনে কিঞ্চিন্নৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতম্।
জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্ ॥ ১২৬ ॥

অস্য মন্ত্রার্দ্ধস্য তাৎপর্য্যমাহ জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদিত্যাদিনা। কাম্যশ্চ কামুকশ্চ কাম্য-কামুকৌ তাবাপ্যিহৌ। তন্নিবারণে কারণমাহ জগন্মিথ্যাত্বধীভাবাদিতি। ততঃ কিমিত্যত আহ তয়োরভাব ইতি। তয়োঃ কাম্যকামুকয়োরভাবে সন্তাপঃ কামনানিমিত্তকঃ কারণা-ভাবাৎ নিস্নেহদীপবৎ শাম্যেদিত্যর্থঃ ॥ ১২৫ ॥

কাম্যাভাবাৎ কামনাভাবঃ ক্ব দৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ গন্ধর্বপত্তন ইতি। মায়াবিনির্ম্মিতে পত্তনে স্থিতং বস্তু কিঞ্চিদপি ইদমৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতমিতি জানন্ ন কাময়তে ন কেবলং কামনাভাবঃ প্রত্যুত ইদমনৃতমিতি হসন্ জিহাসতি পরিত্যক্তুমিচ্ছতি ॥ ১২৬ ॥

যাহারা বিপরীতভাবনাশূন্য ও পরমাত্মতত্ত্বচিন্তনে তৎপর, সেই সকল জ্ঞানির কামনা নিবারিত হইয়া যে সন্তাপ নিবৃত্ত হয়, এইক্ষণ তাহাই সবিস্তর বর্ণনা করিতেছেন।—জগতে যতপ্রকার ব্যবহারোপযোগী বস্তু আছে, সেই সকল বস্তুকে অনিত্য বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে কোন বস্তুর প্রতি অভিলাষ হয় না, যেহেতু কাম্যবস্তুর অভাবেই কামনার নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেমন তৈলশূন্য প্রদীপের সন্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, সেইরূপ কাম্যবস্তু ও কামনার অভাব হইলেই সন্তাপাদিরূপ ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া যায়। (কামনা ও কাম্যবস্তুই সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের কারণ, যদি সেই কাম্য-বস্তু ও কামনা উভয়ই নিবৃত্ত হইল, তবে অনায়াসেই ক্লেশের নিবৃত্তি হইতে পারে) ॥ ১৩৫।

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, কাম্যবস্তুর অভাবেই কামনার নিবৃত্তি হয়, এই শ্লোকে কিরূপে কাম্যবস্তুর অভাবে কামনার নিবৃত্তি হয়, দৃষ্টান্ত প্রদ-র্শনপূর্ব্বক তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি জগতের ব্যবহারোপ-যোগী বস্তুকে ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় মায়াময় বলিয়া জানেন, তিনি আর সেই বস্তুকে কামনা করেন না, তিনি সেই সকল বস্তুকে অসার জ্ঞান করিয়া পরি-হাসপূর্ব্বক পরিত্যাগ করেন। সুধী ব্যক্তি কখনও অসার বস্তুর প্রতি আদর প্রকাশ করেন না ॥ ১৩৬ ॥

आपातरमणीयेषु भोगेष्वेवं विचारवान् ।
नानुरज्यति किन्त्वेतान् दोषदृष्ट्या जिहासति ॥ १२७ ॥
अर्थानामर्जने क्लेशस्तथैव परिरक्षणे ।
नाशे दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थान् क्लेशकारिणः ॥ १२८ ॥

दार्ष्टान्तिकं योजयति आपातेति । एवम् आपातरमणीयेषु प्रतीतिमात्ररम्येषु भोगेषु भुज्यन्त इति भोगाः विषयाः स्रक्चन्दनवनितादयः तेषु एवं विचारवान् आपातरमणीयत्वानुसन्धानवान् नानुरज्यति नासक्तिं करोति किन्तु दोषदर्शनेन तान् परित्यक्तुमिच्छति ॥ १२७ ॥

के ते दोषा इत्यत आह अर्थानामिति ॥ १२८ ॥

যেমন কোন বস্তুকে সারবিহীন ও অনিত্য জানিলেই তাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পরিণামবিরস, আপাতরমণীয় স্রক্-চন্দন-বনিতাদিরূপ বিষয়ে বিচক্ষণ ব্যক্তি কখনই অনুরক্ত হয়েন না, বরং সেই স্রকচন্দনবনিতাদি-রূপবিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষরাশি দর্শন করিয়া ক্রমশঃ তাহা পরিত্যাগ করিতে যত্ন করেন। (যাঁহারা বিচারদ্বারা পদার্থ সকলের প্রকৃত তত্ত্বনিরূপণে পারদর্শী, তাঁহারা কখনও বিষয়লালসায় প্রমত্ত হইয়া পরমার্থ বিস্মৃত হয়েন না) ॥ ১২৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, স্রকচন্দন বনিতাদিরূপ বিষয়ের দোষ বিচার করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবে, এই শ্লোকে সেই সকল বিষয়ের দোষ নিরূপণ করিতেছেন।—ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যে অর্থ উপার্জ্জন করিতে দেশান্তরগমন ও ধনীদিগের উপাসনাদি করিয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করিতে হয়। পরন্তু সেই অর্থ রক্ষা করিতেও অশেষপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়, ঐ দুঃখসঞ্চিত অর্থ যদি চৌরাদিতে অপহরণ করে, তাহাতেও মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইয়া থাকে এবং সেই দুঃখোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতেও অশেষ মনস্তাপ উপস্থিত হয়। অর্থের উপার্জ্জন হইতে তাহার ব্যয়পর্য্যন্ত সকলই দুঃখকর। অতএব যে অর্থ সর্ব্বদাই ক্লেশপ্রদান করে, সেই অর্থের প্রতি ধিক্কার দিতে হয় এবং যাহারা সেই অর্থলালসায় পরমতত্ত্ব বিস্মৃত হয়, তাহাদিগের প্রতিও ধিক্ ॥ ১২৮ ॥

মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে।
স্নায়্বস্থিগ্রন্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্ ॥১৩৯॥
এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ।
বিমৃশন্ননিশং জ্ঞানী কথং দুঃখেষু মজ্জতি ॥ ১৪০ ॥
ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপি ন বিষং হ্যত্তুমিচ্ছতি।

এবং বিষয়াণাং দুঃখহেতুত্বং প্রদর্শ্য অশোভনত্বঞ্চ ক্বচিদ্ দর্শয়তি মাংসপাঞ্চালিকায়া-মিতি। স্নায়বঃ শিরা অস্থীনি প্রসিদ্ধানি গ্রন্থয়ো মাংসনিচয়রূপাঃ লিঙ্গস্তনাদয়ঃ এতৈঃ সহিতায়াঃ মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ পুত্তলিকায়াঃ স্ত্রিয়াঃ যন্ত্রলোলে যন্ত্রবচ্চলনশীলে অঙ্গ-পঞ্জরে অঙ্গান্যেব পঞ্জরং নীড়ং তস্মিন্ শরীরে কিং শোভনমিব ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥

এবমাদিষ্বিতি। আদিশব্দেন লক্ষ্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসীত্যেবমাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ১৪০ ॥

বিষয়দোষদর্শনে সতি ভোগেচ্ছাভাবে যুক্তিসহিতং দৃষ্টান্তমাহ ক্ষুধয়া পীড্যমানোঽপীতি।

পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়ের দুঃখজনকত্ব প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে সেই বিষ-য়ের ঘৃণিতত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—এই সংসারে বনিতাই লোকের প্রধান বিষয়, সেই বনিতাও ঘৃণার আস্পদ; যেহেতু উহার স্বভাব কোন আশ্চর্য্য-যন্ত্রের ন্যায় চঞ্চল এবং শরীর, মাংস, শিরা ও গ্রন্থি প্রভৃতিদ্বারা নির্ম্মিত; অতএব উহা কেবল মাংসময় পুত্তলিকাস্বরূপ। সুতরাং স্ত্রীলোকেই বা কি সৌন্দর্য্য থাকিতে পারে? সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্যের লেশমাত্রও লক্ষিত হয় না ॥ ১৩৯ ॥

যেমন অর্থ ও স্ত্রীবিষয়ে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শিত হইল, সেইরূপ অন্যান্য সকল বিষয়ের দোষ শাস্ত্রে উক্ত আছে। পরন্তু বিষয়মাত্রই দোষের আকর, তাহা সেবা করিতে গেলে দুঃখ ভিন্ন সুখের লেশমাত্রও নাই। অত-এব মনুষ্য এই সকল দোষ বিচার করিয়াও কেন সেই দোষসমাকুল বিষয়ে অনুরক্ত হয়? ॥ ১৪০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে বিষয়ের দোষ প্রদর্শন করিয়া সেই বিষয়ভোগের লালসা পরিত্যাগে যুক্তির সহিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ক্ষুধায় পরিপীড়িত হইলেও বুদ্ধিভ্রংশ ব্যতিরেকে কোন নির্ব্বোধ ব্যক্তিও বিষভোজন

मिष्टान्नध्वस्ततृड्जानन्नामूढ़स्तज्जिघत्सति ॥ १४१ ॥
प्रारब्धकर्म्मप्राबल्याद् भोगेष्विच्छा भवेद् यदि ।
क्लिश्यन्नेव तदाप्येष भुङ्क्ते विष्टिगृहीतवत् ॥ १४२ ॥
भुञ्जाना स्तानपि बुधाः श्रद्धावन्तः कुटुम्बिनः ।

अयममूढ़ः विवेकी मिष्टान्नभोजनेन ध्वस्ता विनष्टा तृट् तृष्णा आकाङ्क्षा यस्य स तथोक्तः इदं विषमित्येवं जानन् तद् विषं न जिघत्सति नात्तुमिच्छति इत्यर्थः ॥ १४१ ॥

ननु प्रारब्धकर्मणः प्रबलत्वात् ज्ञानिनोऽपीच्छा भवेत् इत्याशङ्क्य सत्यामपीच्छायां प्रीतिपुरःसरं न भुङ्क्ते इत्याह प्रारब्धकर्म्मप्राबल्यादिति ॥ १४२ ॥

कथमेतदवगम्यत इत्याशङ्क्य लोकदर्शनादित्याह भुञ्जाना स्तानपि बुधा इति ॥ १४३ ॥

করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অথবা বিবিধ মিষ্টান্নভোজন করিয়া যাহার উদর পরিতৃপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কখনই বিষকে জানিয়া তাহা পান করিতে উদ্‌যোগী হয় না। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকীব্যক্তি স্রক্‌চন্দনবনিতাদিরূপ বিষয়ের অনিত্যত্ব জানিয়া সেই বিষয়ের প্রতি অনুরক্ত হয়েন না, বরং তাহা পরিত্যাগ করিতেই যত্ন করিয়া থাকেন। (যাহারা প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বাভিলাষী তাহারা বিষয়কে বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকে, কখনও তাহারা বিষয়ে অনুরক্ত হয়েন না ॥ ১৪১ ॥

যদি কখন কখন জ্ঞানীব্যক্তিদিগেরও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ বিষয়ভোগের বাসনা হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিষয়ে তাঁহারা অত্যন্ত ক্লিষ্ট হইয়াই বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন। বিবেকীব্যক্তিরা যে প্রারব্ধকর্ম্মের অনুরোধে বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতে তাঁহারা সুখী হয়েন না, বরং নিতান্ত ক্লেশই অনুভব করেন। কোন ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক আবদ্ধ করিয়া বিনা বেতনে কোন কর্ম্ম করিতে দিলে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই কর্ম্ম করিতে নিরন্তর সাতিশয় ক্লেশ অনুভব করে, কখনও সেই কার্য্যে তাহার প্রীতি অনুভূত হয় না, কেবল দায়ে ঠেকিয়াই কার্য্যসাধন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তি যে প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যহেতু বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, তাহাতেও তাঁহার ক্লেশ ভিন্ন মনের সন্তোষ হয় না ॥ ১৪২ ॥

যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে শ্রদ্ধাবান্ অথচ সংসারী, তাঁহারা প্রারব্ধকর্ম্মের

নাদ্যাপি কর্ম্ম নশ্ছিন্নমিতি ক্লিশ্যন্তি সন্ততম্ ॥১৪৩॥
নায়ং ক্লেশোঽত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা।
ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানো হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ ॥১৪৪॥
বিবেকেন পরিক্লিশ্যন্নল্পভোগেন তৃপ্যতি।
অন্যথানন্তভোগেঽপি নৈব তৃপ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ১৪৫ ॥

নমু তত্ত্ববিদাং সংসারনিমিত্তকতাপোঽনুপপন্নঃ জ্ঞানবৈয়র্থ্যাপাতাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নায়মিতি অয়ং ক্লেশো নাদ্যাপি কর্ম্ম ন স্ছিন্নমিত্যেবমনুতাপাত্মকঃ সংসারতাপো ন ভবতি কিন্তুব সংসারে বিরক্ততা আসক্তিরহিততা। তাপকত্বাভাবে যুক্তিমাহ ভ্রান্তীতি। হি যস্মাৎ কারণাৎ সাংসারিকস্তাপো ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানঃ ভ্রান্তিজ্ঞানকারণকঃ স্মৃতঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ অয়ন্তু বিবেকজ্ঞানমূলত্বান্ন তথাবিধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥

অয়ং ক্লেশো বিবেকমূলোঽবিবেকমূলো বেতি কুতোঽবগম্যতে ইত্যাশঙ্ক্য কামনিবর্ত্তকত্বাদ্ বিবেকমূল ইত্যাহ বিবেকেনেতি ॥ ১৪৫ ॥

ফলভোগ করিতে করিতে এই বলিয়া খেদপ্রকাশ করিয়া থাকেন যে, "আর কত দিনে এই প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ হইবে এবং কত কালই বা এই সংসারের যন্ত্রণাভোগ করিব।" (এই সকল কারণে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিবেকশীল মহাত্মারা যে বিষয়ভোগ করেন, তাঁহাতে তাহাদিগের অনুরক্তিমাত্রও নাই, কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যহেতুই নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন) ॥ ১৪৩ ॥

জ্ঞানিগণের প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে যে পূর্ব্বোক্তপ্রকার খেদ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাঁহাকে সংসারতাপ বলা যায় না, উহাকে জ্ঞানিদিগের পক্ষে সংসারবিরক্তি বলা যায়। যেহেতু জ্ঞানিগণের সংসারপরিতাপের কারণীভূত ভ্রান্তি নাই, ভ্রান্তি থাকিলেই সংসারের তাপ হইয়া থাকে এবং ভ্রান্তিজ্ঞান বিনষ্ট হইলেই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হয় ॥ ১৪৪ ॥

যাঁহারা প্রকৃত বিবেকশালী তাঁহারা ভোগকালে ক্লেশ অনুভব করিয়া বিবেকবশতঃ অল্পভোগেই পরিতৃপ্ত হন। বিবেকিদিগের কিঞ্চিন্মাত্র বিষয় ভোগ হইলেই তাঁহারা "যথেষ্ট হইয়াছে" মনে করিয়া বিষয়ভোগের বাসনা

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪৬ ॥
পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে।
বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চৌরতাম্ ॥ ১৪৭ ॥

বিবেকিন ইবাবিবেকিনোঽপি ভোগেনৈব তৃপ্তিঃ স্যাৎ অতো বিবেকোঽপ্রয়োজক ইত্যাশঙ্ক্য ভোগস্য তৃপ্তিহেতুত্বাভাবপ্রতিপাদিকাং স্মৃতিং পঠতি ন জাতু কাম ইতি ॥ ১৪৬ ॥

বিবেকমূলস্য ভোগস্য তৃপ্তিহেতুত্বমনুভবসিদ্ধমিত্যাহ পরিজ্ঞায়োপভুক্তো হীতি। অয়ং ভোগ এতাবান্ এবং প্রয়াসসাধ্য ইত্যেবমনুভবপূর্ব্বকত্বেদং তুষ্টিহেতুর্দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। ননু তৃষ্ণাহেতো-ভোগস্য বিবেকসাহচর্য্যমাত্রেণ কথং তুষ্টিকরত্বমিত্যাশঙ্ক্য সহকারিবিশেষবশাৎ বিপরীত-কার্য্যকরত্বং লোকে দৃষ্টমিত্যাহ বিজ্ঞায়েতি। অয়ং চৌর ইতি জ্ঞাত্বা তেন সহ বর্ত্তমানস্য পুরুষস্য চৌরো ন চৌরতামেতি কিন্তু মিত্রতামেতীত্যর্থঃ ॥ ১৪৭ ॥

পরিত্যাগ করে। আর যাহারা অবিবেকী তাহারা অনন্তকাল বিষয়ভোগ করিলেও পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, অবিবেকীরা যত বিষয়ভোগ করে, ততই তাহাদিগের ভোগবাসনা বলবতী হইতে থাকে ॥ ১৪৫ ॥

ভোগ্যবস্তুর উপভোগ করিলে কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না। বরং বিষয়ভোগ করিতে করিতে সেই বাসনা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যেমন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে সেই অগ্নির নিবৃত্তি না হইয়া অধিকতর প্রজ্বলিত হইতে থাকে, সেইরূপ বিষয়ভোগদ্বারা কেহ কখনও ভোগবাসনার নিবৃত্তি করিতে পারে না। অতএব বিষয়ভোগের বাসনা পরিহারের চেষ্টাই বিধেয় ॥ ১৪৬ ॥

ভোগ্যবস্তুর অনিত্যত্ব জানিয়া ভোগ করিলেই সেই ভোগ তুষ্টিপ্রদ হয়। যাহারা এইরূপ মনে করিয়া বিষয়ভোগ করে যে, "আমি এই যে বিপুল বিষয়ভোগ করিতেছি, ইহা চিরকাল থাকিবে না, কেবল কতিপয় দিনমাত্র এইরূপ ভোগ করিতে পারিব" তাহাদিগের অল্পভোগেই বাসনার নিবৃত্তি হয়। যেমন লোকের স্বভাব জানিয়া তাহার সেবা করিলে সেই ব্যক্তি চোর হইলেও মিত্র হইয়া তাহার কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, আর কখনও

मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः ।
तमेवालब्धविस्तारं क्लिष्टत्वाद् बहु मन्यते ॥ १४८ ॥
बद्धमुक्तो महीपालो ग्राममात्रेण तुष्यति ।
परैर्न बद्धो नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु मन्यते ॥ १४९ ॥
विवेके जाग्रति सति दोषदर्शनलक्षणे ।

ननु कामनास्वभावत्वात् मनसः कथं अल्पेन भोगेन तृप्तिः स्यादित्याशङ्क्य विद्याभ्यासेन निगृहीतस्यातथात्वाद् भवत्येव तत्तृप्तिरित्याह मनसो निगृहीतस्येति । निगृहीतस्य योगाभ्यासेन वशीकृतस्य मनसोऽल्पकोऽपि स्वल्पोऽपि लीलाभोगो लीलानुभवो योऽस्ति अलब्धविस्तारमप्राप्तबाहुल्यं तमेव भोगं क्लिष्टत्वात् दोषयुक्तत्वाद् बहु मन्यतेऽधिकत्वेन जानातीत्यर्थः ॥ १४८ ॥

निगृहीतस्य मनसः स्वल्पेनापि भोगेन तृप्तिर्भवतीत्यत्र दृष्टान्तमाह बद्धमुक्तो महीपाल इति ॥ १४९ ॥

চৌর্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত হয় না। সেইরূপ বিষয়ের অনিত্যত্বস্বভাব জানিয়া ভোগ করিলে তাহার আর ভোগের ইচ্ছা থাকে না ॥ ১৪৭ ॥

শমদমাদি যোগসাধনদ্বারা যাহাদিগের চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, তাহারা স্বল্প ও অবিস্তৃত বিষয়ভোগকেও বহুজ্ঞান করে; যেহেতু নিগৃহীচিত্তবিশিষ্ট ব্যক্তির বিষয়ভোগে সাতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অল্প বিষয়-ভোগও বহুজ্ঞান হয়। (যাহার যে কার্য্য করিতে ক্লেশ হইতে থাকে, তাহার সেই কার্য্য স্বল্প হইলেও বহু বলিয়া বোধ হয়) ॥ ১৪৮ ॥

যেমন কোন সবল রাজা অন্য কোন দুর্ব্বল রাজাকে আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য গ্রহণ করিলে সেই দুর্ব্বল রাজার যে কিছু রাজ্য অবশিষ্ট থাকে, তখন সেই দুর্ব্বল রাজা তাহার স্বল্পায়ত্ত রাজ্যকেই বিস্তৃতরাজ্য মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকে। আর যত দিন সেই সবল রাজার রাজ্য অন্য রাজা আক্রমণ না করে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার বহ্বায়ত সাম্রাজ্যও তাহার স্বল্পজ্ঞান হয়। সেইরূপ যাহার চিত্ত নিগৃহীত হয় নাই, তাহার বিপুলবিষয়ভোগও মনের তুষ্টিসাধন করিতে পারে না, আর যাহার চিত্ত শমদমাদিদ্বারা নিগৃহীত হই-য়াছে, তাহার স্বল্প বিষয়ভোগও বহুভোগ বলিয়া বোধ হয়) ॥ ১৪৯ ॥

কথমারব্ধকর্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি ॥ ১৫০ ॥
নৈষ দোষো যতোঽনেকবিধং প্রারব্ধমীক্ষ্যতে।
ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥১৫১॥
অপথ্যসেবিনশ্চৌরা রাজদাররতা অপি।
জানন্ত এব স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্মতঃ ॥ ১৫২ ॥

ননু প্রারব্ধকর্মপ্রাবল্যাৎ ভোগেষ্বিচ্ছা ভবেদ্ যদি তর্হ্যেব কর্মবশাৎ ইচ্ছা ভবেদিত্যুক্তং তদনুপপন্নম্ ইচ্ছাবিঘাতিনি বিবেকজ্ঞানে সতি তদুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ইতি শঙ্কতে বিবেকে জাগ্রতি সতীতি ॥ ১৫০ ॥

দোষদর্শনে সত্যপীচ্ছাজন্ম সম্ভবিষ্যতি প্রারব্ধস্য নানাপ্রকারত্বাদিতি পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি। নানাপ্রকারত্বমেব দর্শয়তি ইচ্ছানিচ্ছেতি। ইচ্ছাজনকম্ অনিচ্ছয়া ভোগপ্রদং পরেচ্ছয়া ভোগপ্রদং চেতি ত্রিবিধমিত্যর্থঃ ॥ ১৫১ ॥

ইচ্ছাপ্রারব্ধং দর্শয়তি অপথ্যসেবিন ইতি ॥ ১৫২ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ তত্ত্বজ্ঞানীরও ভোগেচ্ছা হইয়া থাকে।—এই কথা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীব্যক্তিদিগের সর্ব্বদাই বিবেক জাগ্রত থাকে এবং বিবেকের প্রাবল্য থাকিলেই বিষয়েতে নানাপ্রকার দোষ দর্শন হয়। অতএব তাঁহাদিগের প্রারব্ধকর্ম্ম কিরূপে ভোগেচ্ছা জন্মাইতে পারে? (যে বিষয়ে সর্ব্বদা দোষ দর্শন হয়, সেই বিষয়ে কাহারও ইচ্ছা হইতে পারে না) ॥ ১৫০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকীব্যক্তির প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ কিপ্রকারে ভোগের ইচ্ছা হইতে পারে? এই শ্লোকে সেই সংশয়ভঞ্জন করিতেছেন।—প্রারব্ধকর্ম্ম অনেকপ্রকার "ইচ্ছাজনক, অনিচ্ছায়-ভোগপ্রদ এবং পরেচ্ছায় ভোগপ্রদ এই ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্ম উক্ত আছে। পরে উক্ত ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্মের বিশেষ বিবরণ কথিত হইতেছে ॥১৫১॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্মের কথা উল্লেখ হইয়াছে, তাহার মধ্যে "ইচ্ছাজনক" প্রারব্ধকর্ম্মের লক্ষণ কথিত হইতেছে।—রোগী ব্যক্তিদিগের যে অপথ্য দ্রব্য আহার করিতে ইচ্ছা হয়, তস্করের পরস্ব অপহরণে যে প্রবৃত্তি জন্মে এবং লম্পট ব্যক্তির যে রাজদারাতেও অভিলাষ হয়, তাহাকেই "ইচ্ছা-

न चास्तैतद् वारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ।
यत ईश्वर एवाह गीतायामर्जुनं प्रति ॥ १५३ ॥
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ १५४ ॥
अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद् यदि ।

अपथ्यसेवादाविच्छायाः प्रारब्धफलत्वं कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्यापरिहार्य्यत्वादित्यभिप्रेत्याह न चास्तैतद्वारयितुमिति । अतास्मिन् लोके अपथ्यादि इच्छन्तीत्येतत् कुत इत्यत आह ईश्वर एवाहेति ॥ १५३ ॥

गीतावाक्यमेव पठति सदृशं चेष्टते स्वस्या इति । विवेकज्ञानवानपि पुरुषः स्वस्याः स्वकीयायाः प्रकृतेः सदृशमनुरूपं चेष्टते प्रकृतिर्नाम पूर्व्वकृतधर्म्माधर्म्मादिसंस्कारो वर्त्तमानजन्मादावभिव्यक्तः किमुतमूर्खः तस्मात् प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः प्रवृत्तिनिवृत्त्योर्निरोधो मया अन्येन वा कृतः किं करिष्यति न किमपीत्यर्थः ॥ १५४ ॥

प्रारब्धस्यापरिहार्य्यत्वे वचनान्तरसम्मतिमाह अवश्यमिति अवश्यम्भाविभावानां दुःखादीनामित्यर्थः ॥ १५५ ॥

জনক” প্রারব্ধকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করা যায়। কারণ রোগী প্রভৃতি ব্যক্তিরা অপথ্য সেবনাদি কর্ম্মকে আপনার অনিষ্টজনক জানিয়া কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ অপথ্যাদি সেবনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৫২ ॥

সকলেরই পূর্ব্বোক্ত ইচ্ছাজনক প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া থাকে, সেই ইচ্ছাজনক প্রারব্ধকর্ম্ম নিবারণ করিতে ঈশ্বরও সমর্থ হয়েন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক্। এই বিষয়ে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ত্রয়স্ত্রিংশৎ শ্লোকে অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন যে,—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাব অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম্মের অনুগামী হয়েন। অতএব সকল ভূতই যদি স্বভাবতঃ প্রারব্ধকর্ম্মের অনুগত হইল, তবে যোগদ্বারা অন্তঃকরণ নিগ্রহাদি আর কি করিতে পারে পারিবে? ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধকর্ম্মের কেহ প্রতীকার করিতে পারে না, সকল ব্যক্তিকেই অবশ্য প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। যদি যোগদ্বারাই প্রারব্ধ-

तदा दुःखैर्न लिप्येरन् नलरामयुधिष्ठिराः ॥ १५५ ॥
न चेश्वरत्वमीशस्य हीयते तावता यतः ।
अवश्यम्भावितापेयषामीश्वरेणैव निर्म्मिता ॥ १५६ ॥
प्रश्नोत्तराभ्यामेवैतद् गम्यतेऽर्जुनकृष्णयोः ।
अनिच्छापूर्व्वकञ्चास्ति प्रारब्धमिति तच्छृणु ॥ १५७ ॥

प्रारब्धस्यापरिहार्य्यत्वे तत्परिहारासमर्थस्य ईश्वरस्यानीश्वरत्वप्रसङ्ग इत्याशङ्क्याह न चेश्वरत्वमिति । कुत इत्यत आह यत इति । यतः कारणात् एषां दुःखादीनाम् अवश्यम्भावितापि ईश्वरेणैव निर्म्मिता अतो नानीश्वरत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ १५६ ॥

एवं सप्रपञ्चम् इच्छाप्रारब्धमभिधायानिच्छाप्रारब्धं वक्तुमारभते प्रश्नोत्तराभ्यामेवाव गम्यते ज्ञायत इति योजना तदभिधानाय शिष्यमभिमुखीकरोति तच्छृण्विति ॥ १५७ ॥

কর্ম্মের প্রতিকারের সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ও নলরাজা প্রভৃতি দুঃখে পতিত হইতেন না। যখন পুরাণেতে প্রসিদ্ধ আছে যে রামচন্দ্র প্রভৃতিও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ দুঃখভোগ করিয়াছেন, তখন কেহই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ না করিয়া পারেন না ॥ ১৫৫ ॥

ঈশ্বর যদি অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ খণ্ডন করিতে না পারেন, তবে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্বের মাহাত্ম্য কি রহিল? এই কথার সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বর যে সেই অবশ্যম্ভাবী প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ খণ্ডন করিতে সমর্থ হয়েন না, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরত্বের কোন হানি হয় না। যেহেতু ঈশ্বরই প্রারব্ধকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবিত্ব গুণ প্রদান করিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি তাহার অন্যথা করিতে না পারিলেও তাঁহার মাহাত্ম্যের হ্রাস হয় না ॥ ১৫৬ ॥

ত্রিবিধ প্রারব্ধকর্ম্মের মধ্যে "ইচ্ছাজনক" প্রারব্ধকর্ম্মের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্লোকে "অনিচ্ছাপূর্ব্বক" প্রারব্ধকর্ম্মের নিরূপণ করিতেছেন।— ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোক হইতে কতিপয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে যে, মহামতি অর্জ্জুন ও মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ উভয়ে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রারব্ধকর্ম্মের নিরূপণ করিয়াছেন, এইক্ষণ সেই গীতোক্ত বাক্য শ্রবণ কর ॥ ১৫৭ ॥

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापञ्चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ १५८ ॥
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ १५९ ॥

तत्र अर्जुनस्य प्रश्नं तावद् दर्शयति अथ केनेति। हे वार्ष्णेय वृष्णिसम्बन्धिन् अयं पुरुषः केन प्रयुक्तः प्रेरितः सन् अनिच्छन्नपि इच्छामकुर्व्वन्नपि राज्ञा बलान्नियोजित इव पापञ्चरति आचरतीति ॥ १५८ ॥

कृष्णस्योत्तरमाह काम एष इति। एष पुरुषप्रवर्त्तकः रजोगुणसमुद्भवः रजोगुणा-दुत्पत्तिर्यस्य स रजोगुणसमुद्भवः काम एष प्रसिद्धोऽयं कामः कदाचित् क्रोधरूपेणापि परि-णमते तत. क्रोधः स पुनः कीदृशः महाशनः महदशनं विषयजातं यस्य स महाशनः महापाप्मा महतः पापस्य हेतुत्वादुपचारान्महापाप्मत्वमस्य अत इह संसारे एनं कामं क्रोधरूपिणं वैरिणं विद्धि। अयमभिप्रायः प्रारब्धवशाद्दृप्तरजोगुणकार्य्ययोः कामक्रोधयो-रन्यतरस्यैव पुरुषप्रवर्त्तकत्वं न प्रवृत्तीच्छाया इति ॥ १५९ ॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বার্ষ্ণেয়। ধার্ম্মিকপুরুষগণও কেন পাপকর্ম্ম আচরণ করে? সাধুব্যক্তিদিগের পাপকার্য্যে ইচ্ছা না থাকিলেও যে তাহারা পাপকর্ম্মে রত হয়, তাহারই বা কারণ কি? তাহা-দিগের পাপাচরণ দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহাদিগকে কোন বলবান্ রাজা বলপ্রয়োগপূর্ব্বক পাপাচরণ করিতে নিয়োজিত করে, অতএব সেই পুরুষই বা কে? এই সকল বিষয় সবিস্তর আমার নিকট বর্ণন করিয়া আমার সন্দেহ-ভঞ্জন করুন ॥ ১৫৮ ॥

অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন। মনুষ্যের কাম ও ক্রোধ এই যে দুইটি রিপু আছে, ঐ দুই রিপু রজোগুণোৎপন্ন, ইহারা উভয়েই শুভকার্য্য নষ্ট করিয়া মহা অনিষ্ট উৎপাদন করে। কাম-রিপু স্বয়ং প্রসিদ্ধ আছে, ঐ কামই সময়বিশেষে ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ইহারাই মনুষ্যদিগকে পাপকর্ম্মে নিয়োজিত করে। এই কাম ও ক্রোধ [illegible]রম শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিবে ॥ ১৫৯ ॥

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥१६०॥
नानिच्छन्तो न चेच्छन्तः परदाक्षिण्यसंयुताः ।
सुखदुःखे भजन्त्येतत् परेच्छापूर्वकर्म हि ॥ १६१ ॥

ननु च कामक्रोधयोरेव पुरुषप्रवर्त्तकत्वमुपलभ्यते नानिच्छाप्रारब्धस्येत्याशङ्क्य तस्यैव प्रवर्त्तकत्वप्रतिपादिकं तद्‌वाक्यं पठति स्वभावजेनेति। हे कौन्तेय स्वेनैवानुष्ठितेन अत एव स्वकीयेन प्रारब्धेन कर्म्मणा निबद्धः सन् यत् कर्त्तुं नेच्छसि तदपि मोहादविवेकतः अवशः परवशः करिष्यसीति अतोऽनिच्छाप्रारब्धमस्तीत्युपगन्तव्यमिति भावः॥ १६०॥

इदानीं परेच्छाप्रारब्धमप्यस्तीत्याह नानिच्छन्त इति। अनिच्छन्तोऽपि न भवन्ति इच्छन्तोऽपि न भवन्ति किन्तु परदाक्षिण्यसंयुताः सन्तस्तत्प्रीत्यर्थमेव सुखदुःखेऽनुभवन्ति अत एतत् सुखादिभोगहेतुभूतं परेच्छापूर्व्वकं प्रारब्धं हि प्रसिद्धमित्यर्थः। अत एव दोषदर्शने सत्यपि प्रारब्धस्यापरिहार्य्यत्वात् तदिच्छाजनकत्वं न निवारयितुं शक्नोतीति भावः॥ १६१॥

হে অর্জ্জুন! উক্ত কাম ও ক্রোধ এই রিপুদ্বয় সকলের প্রবর্ত্তক। যে কর্ম্ম করিতে তোমার অভিলাষ নাই, স্বভাবজাত [illegible] বশতঃ কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া তোমাকে সেই [illegible] তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহাকেই "অনিচ্ছা প্রারব্ধ[illegible]

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে "ইচ্ছাপ্রারব্ধ ও অনিচ্ছাপ্রারব্ধ[illegible]" [illegible] এইক্ষণ "পরেচ্ছা প্রারব্ধকর্ম্মের" নিরূপণ করিতেছেন।—[illegible] আপনার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা কিছুই নাই, কেবল অন্যের [illegible] সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া সুখ বা দুঃখভোগ করিতে [illegible] আপনার ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই, তাহাকে "পরেচ্ছা[illegible]" [illegible] যায়। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগে দোষরাশি দৃষ্ট হইলেও [illegible] ত্যাগ করিতে পারে না, এই প্রারব্ধকর্ম্মই মনুষ্যের [illegible] সমুৎপাদন করে, কেহই সেই প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগে[illegible] করিতে পারে না। সকলকেই প্রারব্ধকর্ম্মের অনুরোধে [illegible] হয় ॥ ১৬১ ॥

कथं तर्हि किमिच्छन्नित्येवमिच्छा निषिध्यते ।
नेच्छानिषेधः किन्त्विच्छाबाधो भर्जितबीजवत् ॥ १६२ ॥
भर्जितानि तु बीजानि सन्त्यकार्य्यकराणि च ।
विद्वदिच्छा यथेष्टव्या सत्त्वबोधात् न कार्य्यकृत् ॥१६३॥

ननु तत्त्वविदोऽपीच्छाङ्गीकारे किमिच्छन्निति श्रुतिविरोध इति शङ्कते कथं तर्हीति। किमिच्छन्नित्यनेन वाक्येन कथमिच्छाभावो वर्णित इत्यर्थः। अनेन नेच्छाभावोऽभिधीयते किन्तु सत्या अपि तस्याः सामर्थ्यं प्रवृत्तिजनकत्वं नास्तीति बोध्यते इति परिहरति नेच्छानिषेध इति। स्वरूपेण सत्या अपि तस्याः सामर्थ्यराहित्ये दृष्टान्तमाह भर्जितबीजवदिति ॥ १६२ ॥

सङ्क्षेपेणोक्तमर्थं प्रपञ्चयति भर्जितानीति। यथा भर्जितानि बीजानि स्वरूपेण विद्यमानान्यपि नाङ्कुरादिकार्य्यकराणि भवन्ति तथा विद्वदिच्छा स्वयं विद्यमानापि इष्यमाण पदार्थस्यासत्त्वज्ञानेन बाधितत्वात् न व्यसनादिकार्य्यक्षमेत्यर्थः ॥ १६३ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকের ভাবার্থদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, প্রারব্ধকর্ম্মই তত্ত্বজ্ঞানীকেও বিষয়ভোগে প্রবর্ত্তিত করে। এইক্ষণ যদি কেহ এমত প্রশ্ন করে যে, যদ্যপি এস্থলে তত্ত্বজ্ঞানীরও বিষয়ভোগেচ্ছা প্রতিপন্ন হইল, তবে পূর্ব্বে যে প্রথম শ্লোক অবধি পুনঃ পুনঃ ভোগেচ্ছার নিষেধ করা হইয়াছে, তাহা কিপ্রকারে যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে? ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, পূর্ব্বে ভোগেচ্ছার নিষেধ উক্ত হইয়াছে বটে, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানীর একেবারে ভোগেচ্ছা নিবারণ করিতে বলি নাই, কেবল ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় ইচ্ছার বাধামাত্র নিরূপণ করিয়াছি। (তত্ত্বজ্ঞানীরা যে কেবল ভোগবিষয়ে ইচ্ছামাত্রও করিবে না এমত নহে, কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছাকে অবশ্যই বাধা দিতে যত্ন করিবে) ॥ ১৬২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় এইরূপ দৃষ্টান্তমাত্র উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই দৃষ্টান্ত প্রপঞ্চরূপে বিবৃত হইতেছে।—যেমন কোন বৃক্ষের বীজ আনয়ন করিয়া তাহা ভর্জ্জিত করিলে সেই বীজ হইতে আর অঙ্কু-[redacted]াকে না; সেইরূপ বিষয়ের অনিত্যতা বোধ হইয়া তত্ত্বজ্ঞান[redacted]র সেই ইচ্ছা আর অকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না।

दग्धबीजमरोहेऽपि भक्षणायोपयुज्यते ।
विद्वदिच्छाप्यल्पभोगं कुर्य्यान्न व्यसनं बहु ॥ १६४ ॥
भोगेन चरितार्थत्वात् प्रारब्धं कर्म्म हीयते ।
भोक्तव्यसत्यताभ्रान्त्या व्यसनं तत्र जायते ॥ १६५ ॥

ननु तर्हि विदुष इच्छैव नाङ्गीकर्त्तव्या फलाभावादित्याशङ्क्य फलाभावो सिद्धः भोगलक्षणफलसद्भावादिति सदृष्टान्तमाह दग्धमिति। दग्धं भर्जितमिति यावत् व्यसनं विपद्यादिरूपं बहुविधं व्यसनं। विपदि भ्रंशे दोषे कामजकोपजे इत्यभिधानात् ॥ १६४ ॥

ननु तर्हि कर्म्मैव भोगद्वारा व्यसनमपि जनयेदित्याशङ्क्याह भोगेनेति प्रारब्धकर्म्मणो भोगमात्रहेतुत्वात् न व्यसनजनकत्वमित्यर्थः। कुतस्तर्हि व्यसनस्य जन्मेत्यत आह भोक्तव्य--सत्यताभ्रान्त्येति। तत्र तस्मिन् विषये ॥ १६५ ॥

(তখন যদিও জ্ঞানিগণের ভোগেচ্ছা থাকে বটে, কিন্তু সেই ইচ্ছা এইরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, যাহাতে আর ফলভোগ করিতে না হয়) ॥ ১৬৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভর্জ্জিতবীজের ন্যায় ফলাভাবহেতু জ্ঞানিদিগের ভোগেচ্ছা হয় না। এইক্ষণে যদি ইচ্ছাই স্বী[illegible] প্রারব্ধকর্ম্মের ফলও অসিদ্ধ হইল। এই আশঙ্কায় [illegible] ভর্জ্জিতবীজ সকল অঙ্কুরোৎপাদন কার্য্যের উপযোগী [illegible] কার্য্যের উপযুক্ত হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ইচ্ছাও [illegible] হয়। তাহাদিগের ইচ্ছা বহুবিস্তৃত ভোগে প্রবৃত্ত হয় না [illegible] যথোচিত ভোগদ্বারা নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে, কখনও [illegible] কার্য্য করে না) ॥ ১৬৪ ॥

যদি বল, প্রারব্ধকর্ম্মই ভোগদ্বারা ব্যসনাদি কার্য্য স[illegible] কর্ম্মানুরোধেই লোক সকল ব্যসনাদিকার্য্যে নিয়োজি[illegible] জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগদ্বারা চরিতার্থ হইয়া থা[illegible] তাহাদিগের প্রারব্ধকর্ম্মের শেষ হয়, পরন্তু যাহারা [illegible] ভ্রান্তিবশতঃ ভোজ্যবিষয়ে বহুভোগেও তৃপ্তি হয় না। [illegible]

मा विनश्यत्वयं भोगो वर्द्धतामुत्तरोत्तरम् ।

मा विघ्नाः प्रतिबध्नन्तु धन्योऽस्म्यस्मादिति भ्रमः ॥ १६६ ॥

यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ।

व्यसनहेतुं भ्रमं दर्शयति मा विनिश्यत्वयमिति। अयं भोगो मा विनश्यत्वयमिति। अयं भोगो मा विनश्यतु एष उत्तरोत्तरम् वर्द्धतां विघ्नाश्चैनं माप्रतिबध्नन्तु अस्य प्रतिबन्धं मा कुर्व्वन्तु अस्मादेव भोगादहं धन्यः कृतार्थोऽस्मीति एवंरूपो भ्रमो भवति ततश्च व्यसनमित्यर्थः ॥ १६६ ॥

प्रसङ्गादस्य परिहारोपायमाह यदभावीति। यद्भवितुमयोग्यं तन्नैव भवेदेव भवितुं योग्यं चेन्न तदन्यथा भवेदेव इति एवंरूपचिन्ताविषघ्नः इदं मे श्रेयः कदा भविष्यतीति इदमनिष्टं कदा निवर्त्तिष्यते इत्येवमादिचिन्तैव विषमिव स्वसंसृष्टपुरुषस्य नाशहेतुत्वात् विषम्

কার্য্যে নিযুক্ত হয়। কিন্তু জ্ঞানিগণ কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের পরিক্ষয়ার্থই বিষয়ভোগে ইচ্ছা করে) ॥ ১৬৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অজ্ঞানীরা ভ্রান্তিবশতঃই ব্যসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এইক্ষণ সেই ব্যসনকার্য্যের কারণীভূত ভ্রম দর্শাইতেছেন।—"আমরা [illegible] ভোগ করিতেছি, তাহা যেন সর্ব্বদাই ভোগ করিতে পারি, [illegible] যেন আমাদিগের এই ভোগ্যবস্তুর অপ্রাপ্তি না হয়; আমাদিগের ভোগ্যবস্তু [illegible] ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করুক, কখনও যেন ইহার হ্রাস না [illegible] কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া যেন আমাদিগের এই ভোগের বাধা না [illegible] পরে যেন এই সকল বিষয়ভোগ করিতে পারি, তাহা- [illegible] হইবে এবং আমার মনঃ পরিতুষ্ট থাকিবে।" এইরূপ [illegible] বলা যায়। এই ভ্রমজ্ঞানই ব্যসনাদির কারণ বলিয়া

[illegible] কারণীভূত ভ্রমের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে [illegible] নিরূপণ করিতেছেন।—"প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্য- [illegible] তাহা হইবেই হইবে, কেহ তাহার অন্যথা করিতে [illegible] ার নহে, তাহা ঘটিবে না। পরন্তু কখন আমা- [illegible] নিষ্ট নিবৃত্ত হইয়া যাইবে? এবং কবে আমাদিগের

इति चिन्ताविषघ्नोऽयं बोधो भ्रमनिवर्त्तकः ॥ १६७ ॥
समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छेन्न बुद्धिमान्।
अशक्यार्थस्य सङ्कल्पाद् भ्रान्तस्य व्यसनं बहु ॥ १६८ ॥
मायामयत्वं भोग्यस्य बुद्ध्वास्थामुपसंहरन्।
भुञ्जानोऽपि न सङ्कल्पं कुरुते व्यसनं कुतः ॥ १६९ ॥

इदं चिन्ताविषं हन्तीति चिन्ताविषघ्नः एवंभूतो यो बोधः सोऽयं भ्रमनिवर्त्तकः पूर्व्वोक्तस्य भ्रमस्य निवर्त्तक इत्यर्थः ॥ १६७ ॥

ननु विद्वदविदुषोरुभयोरपि भोगित्वाविशेषे एकस्य व्यसनम् अपरस्य तु नेत्येतत् कुत इत्याशङ्क्य विपरीतज्ञानसत्त्वासत्त्वाभ्यां तत्सिद्धिरित्याह समेऽपीति। बुद्धिमान् ज्ञानवान् ज्ञानीत्यर्थः। भ्रान्तेः कथं व्यसनहेतुत्वमित्यत आह अशक्यार्थस्येति ॥ १६८ ॥

विवेकिनस्तदभावं दर्शयति मायामयत्वमिति ॥ १६९ ॥

এই বিষভোগের লালসার নিবৃত্তিরূপ মঙ্গলসাধন হইবে?" এইরূপ চিন্তাই বিষঘ্নবিষঘ্ন। উক্ত চিন্তাদ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। তখন আর কোনরূপ ব্যসনাদিকার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না ॥ ১৬৭ ॥

যদি জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই ভোগবিষয়ে অবিশেষ হইল, তাহাতে জ্ঞানীর যে ভোগ তাহা ব্যসন এবং অজ্ঞানিগণের যে ভোগ তাহা ব্যসন নহে, ইহার কারণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—জ্ঞানী ও অজ্ঞানী এই উভয়ের ব্যবহারিকবিষয়ে ভোগ সমান হইলেও অজ্ঞানী ব্যক্তিরা মায়াপরিকল্পিত অলীকপদার্থে দৃঢ়সঙ্কল্পহেতু নানাবিধ দুঃখভোগ করে। (যাহারা ভ্রান্তপুরুষ সদসদ্বিবেচনা করিতে পারে না, তাহারা এই অসার সংসারকে সত্য ও সারবান জ্ঞান করিয়া সেই সংসারের মায়াপাশে বদ্ধ থাকিয়া চিরকাল অসীম ক্লেশভোগ করে) অভ্রান্ত জ্ঞানিগণের সেইরূপ হয় না। তাহারা এই সংসারকে মায়াপরিকল্পিত জানিয়া উপেক্ষা করে ॥ ১৬৮ ॥

যাহারা অজ্ঞানী তাহারাই এই অনিত্য সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া নানারূপ দুঃখভোগ করে, কিন্তু যাহারা জ্ঞানী, তাহারা ভোগ্যবিষয়কে মায়াময় জানিয়া সেই সকল ভোগ্যবস্তুকে উপেক্ষা করে, তাহারা কদাপি অজ্ঞানীব্যক্তির ন্যায় এই সংসারমায়ায় আসক্ত [illegible]

स्वप्नेन्द्रजालसदृशमचिन्त्यरचनात्मकम् ।
दृष्टनष्टं जगत् पश्यन् कथं तत्रानुरज्यति ॥ १७० ॥
स्वस्वप्नमापरोक्ष्येण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम् ।

ननु मायामयत्वबोधे सत्यपि भोगस्य तदानीन्तनसुखहेतुत्वात् कुत आस्थोपसंहार इत्याशङ्क्य बहुविधदोषदर्शनात् इत्याह स्वप्नेन्द्रजालसदृशमिति ॥ १७० ॥

ननूक्तस्वप्नेन्द्रजालसादृश्यादिज्ञाने सति आसक्त्यभावो भवेत् तदेव कुतो जायते इत्या-

বিষয়ভোগের নিমিত্ত কোনরূপ দুঃখ পায়েন না, তাঁহারা সংসারের অনিত্যত্ব বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞানিদিগের ক্লেশভোগের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৯ ॥

যদিও জ্ঞানিগণের এই সংসারের মায়াময়ত্ব বোধ হয়, তথাপিও ভোগকালে সুখ হইয়া থাকে, অতএব কিরূপে জ্ঞানিগণের এই সংসারে অনাস্থা হইতে পারে? এই আশঙ্কায় সাংসারসুখভোগের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন [illegible]র করিতেছেন।—জ্ঞানিগণ এই ভোগ্যবিষয়কে [illegible] ভোগকালে সেই সকল বিষয় তাঁহাদিগের সুখ- [illegible] তত্ত্ববিৎপণ্ডিতগণ এই ভোগ্যবিষয়ে নানাপ্রকার [illegible]ক্ষা করেন, তাঁহারা কদাচ এই মায়াময় অনিত্য [illegible] যেমন স্বপ্নদৃষ্টপদার্থ সকল অলীক হইলেও স্বপ্নকালে [illegible]লিয়া বোধ হয় এবং যেমন ঐন্দ্রজালিক পদার্থ [illegible]থাকিলেও তাহাতে সত্যত্বের ভ্রম হয়; সেইরূপ [illegible]রচনারূপ অসত্য, কেবল ভ্রান্তিবশতঃই জগৎকে [illegible] অভ্রান্ত জ্ঞানিগণ এই জগতের অসারত্ব বিলক্ষণ [illegible]নীপুরুষেরা সেই সংসারে অনুরক্ত হইবেন ॥১৭০॥

[illegible] যে, ভ্রমপ্রমাদশূন্য তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ এই সংসা- [illegible]দৃশ জ্ঞান করিয়া তাহাতে আসক্তি পরিত্যাগ [illegible] আসক্তির অভাব হয়, তাহা দেখাইতেছেন।— [illegible]নীপুরুষ আপনার স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা এই

चिन्तयेदप्रमत्तः सन्नुभावनुदिनं मुहुः ॥ १७१ ॥
चिरं तयोः सर्व्वसाम्यमनुसन्धाय जागरे ।
सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्व्ववत् ॥ १७२ ॥
इन्द्रजालमिदं द्वैतमचिन्त्यरचनात्वतः ।

अत्र तज्ज्ञोपायमाह स्वप्नमिति । स्वकीयस्वप्नमपरीक्षतया दृष्ट्वा स्वकीयञ्च जागरमनुभवन् स्वप्नजागरावुभावपि अप्रमत्तः सन् मुहुश्चिन्तयेत् स्वप्नतुल्योऽयं जागर इति ॥ १७१ ॥

चिरं तयोरिति । एवं तयोः सर्व्वसाम्यं तात्कालिकभोगहेतुत्वपरिच्छिन्नत्वचिरसत्वविनाशित्वादिलक्षणं चिरमनुसन्धाय जागरितेऽपि सत्यत्वबुद्धिं परित्यज्य जाग्रदवस्थुष्वपि पूर्व्ववत् जगत्सत्यत्वज्ञानदशायामिव नानुरज्यति अनुरक्तो न भवति इत्यर्थः ॥ १७२ ॥

ननु प्रपञ्चगोचरस्य मिथ्यात्वज्ञानस्य विषयसत्यत्वापेक्षजीवनो भोगस्य परस्परविरोधात् मिथ्यात्वज्ञाने सति कथं भोगसिद्धिरित्याशङ्क्य भोगस्य विषयसत्यत्वापेक्षाभावात् न विरोध इति परिहरति इन्द्रजालमिति । इदं द्वैतं भोग्यजातम् अचिन्त्यरचनात्वात् इन्द्रजालवन्मिथ्या इति युक्त्यानुसन्धयाविस्मरतो विदुषः प्रारब्धभोगतः प्रारब्धकर्म्मफलयोः सुखदुःखयो

উভয়কে পর্য্যালোচনা করিয়া জাগ্রদবস্থাকে অনুক্ষণ স্বপ্নতুল্য চিন্তা করেন। (অপ্রমত্ত জ্ঞানিগণ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে, আমরা এই যে, জাগ্রদবস্থা রহিয়াছি ইহাও স্বপ্নতুল্য ॥ ১৭১ ॥

জ্ঞানিগণ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সর্ব্বদাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার চিরকাল আলোচনা করিয়া জাগ্রদবস্থার সত্যত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহাতে আস্থা পরিত্যাগ করেন, তাহাদিগের আর জগতের অনিত্যত্ববিষয়ে কখনই অনুরাগ জন্মে না। পরন্তু জাগ্রৎও স্বপ্নাদি অবস্থার ন্যায় এই জগতও জ্ঞানিগণের অনিত্যরূপে প্রতীত হয় ॥ ১৭২ ॥

"আমরা এই যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি, ইহা মায়ানির্ম্মিত, ইহার রচনা অচিন্তনীয়। যেমন, অলীক ঐন্দ্রজালিকপদার্থ সকল সত্য বলিয়া বোধ হয়, এই প্রত্যক্ষীভূত জগৎও সেইরূপ অসত্য" যে সকল তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির এইরূপ বোধ আছে, তাহাদিগের কখনও সেই বোধের বিস্মরণ হয় না, তাহারা যে প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ ব্যবহারিক বস্তু ভোগ করে তাহাতে

ব্রহ্মবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ॥ ১৭৩ ॥
নির্ব্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ।
প্রারব্ধস্যাগ্রহো ভোগে জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ॥ ১৭৪ ॥
বিদ্যারব্ধে বিরুধ্যেতে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ।

নুভবেন মিথ্যাত্বানুসন্ধানস্য কা হানিঃ বাগ্রন্দান্মিথ্যাত্বানুসন্ধানেন বা ভোগস্য কা হানির্ব্বিভিন্নবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ॥ ১৭৩ ॥

ভিন্নবিষয়ত্বমেব দর্শয়তি নির্ব্বন্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইতি। তত্ত্ববিদ্যায়া জগৎসত্যত্বীয়স্য জ্ঞানস্য ইন্দ্রজালবজ্জগতো মিথ্যাত্বানুসন্ধানে নির্ব্বন্ধঃ ন তু ভোগাপলাপে প্রারব্ধকর্ম্মণো জীবস্য সুখদুঃখয়োঃ প্রদানে আগ্রহঃ, ন তু ভোগ্যস্য সত্যত্বাপাদনে ইতি ভাবঃ॥ ১৭৪ ॥

এবং বিভিন্নবিষয়ত্বং প্রদর্শ্য প্রয়োগমাহ বিদ্যারব্ধে ইতি। বিদ্যাপ্রারব্ধকর্ম্মণী পরস্পরং ন বিরুধ্যেতে বিভিন্নবিষয়ত্বাৎ সম্প্রযুক্তমরুপরসজ্ঞানবদিত্যর্থঃ। ভোগ্যমিথ্যাত্বজ্ঞানং ভোগ-

---

তাহাদিগের কোন হানি হয় না। (জ্ঞানিগণ এই জগৎকে অসত্য বলিয়া জানেন; সুতরাং তাঁহারা বিষয়ভোগে অনুরক্ত হইয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হন না)॥ ১৭৩ ॥

জগতের সমস্ত বিষয়ে ঐন্দ্রজালিকত্ব জ্ঞানই আত্মতত্ত্ববিদ্যার সহকারী। (এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে ইন্দ্রজালবৎ অনিত্যজ্ঞান করিলেই আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান হয়।) আর প্রারব্ধকর্ম্ম কেবল জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু হয়। (জীবগণ পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফলেই সুখদুঃখভোগ করিয়া থাকে, তাহাতে পরমার্থের কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না)॥ ১৭৪ ॥

প্রারব্ধকর্ম্ম ও আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান এই উভয়ের পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে সত্তা হইলেও ইহারা পরস্পরের বিরোধী হয় না। জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখভোগ করে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের অন্যথা করিতে পারে না। যেহেতু লোকমধ্যে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তির ঐন্দ্রজালিকপদার্থের স্বরূপ পরিজ্ঞাত আছে, অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিকব্যাপার দর্শন করিতে করিতে যে ব্যক্তি সেই ব্যাপারকে অলীক বলিয়া জানেন, সেই ব্যক্তিও ঐন্দ্রজালিকপদার্থ দর্শন করিয়া কেবল আমোদ অনুভব করেন, অতএব প্রারব্ধকর্ম্ম বিভিন্ন

जानद्भिरप्यैन्द्रजालो विनोदो दृश्यते खलु ॥ १७५ ॥
जगत्सत्यत्वमापाद्य प्रारब्धं भोजयेद्यदि ।
तदा विरोधि विद्याया भोगमात्रान्न सत्यता ॥ १७६ ॥
अन्यूनो जायते भोगः कल्पितैः स्वाप्नवस्तुभिः ।

बाधकं न भवतीत्येतत् क्व दृष्टमित्याशङ्क्याह जानद्भिरिति। ऐन्द्रजालो विनोद इन्द्रजाल-सम्बन्धिचमत्कारविशेषः जानद्भिरप्यवलोक्यते इति प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ १७५ ॥

किञ्च विद्यारब्धकर्म्मणोर्व्विरोधोऽस्तीति वदन् वादीप्रष्टव्यः किं प्रारब्धं कर्म्म विद्याविरोधी-त्युच्यते उत विद्या प्रारब्धकर्म्मविरोधिनीति, नाद्य इत्याह जगत्सत्यत्वमिति। प्रारब्धं कर्म्म जगतो भोग्यजातस्य सत्यत्वमबाध्यत्वमापाद्य सम्पाद्य यदि भोजयेज्जीवस्य सुखदुःखं दद्यात् तदा विद्याविषयस्य मिथ्यात्वस्यापहारात् विद्याया विरोधि स्यात् न च तथा करोति किन्तु भोगमेव प्रयच्छति अतो न विद्याविरोधि प्रारब्धमिति भावः। भोगबलादेव भोग्यस्य सत्यत्व-मपि स्यादित्याशङ्क्याह भोगमात्रादिति। विमतं भोग्यं सत्यं भोग्यत्वादित्यत्र दृष्टान्ताभाव इति भावः ॥ १७६ ॥

ननु मिथ्यापदार्थैर्भोगो भवति इत्यत्रापि दृष्टान्तो नास्तीत्याशङ्क्याह अन्यून इति ॥ १७७ ॥

বিষয় প্রযুক্ত আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। (জ্ঞানিগণ প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করেন বটে; কিন্তু তাহাতে তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয়েন না) ॥ ১৭৫ ॥

যে সকল অজ্ঞানী মনুষ্য এই বিনশ্বর জগৎকে সত্য বোধ করিয়া প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলভোগ করে এবং এই অসার সংসারকে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহা-তেই অনুরক্ত থাকে, তাহাদিগের পক্ষেই প্রারব্ধকর্ম্মকে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের বিরোধী বলা যায়। (যেহেতু জগৎসত্যবাদী মনুষ্য কখনও আত্মপরি-জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না, তাহারা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অনু-রোধেই নিয়ত সংসারে আবদ্ধ থাকে।) আর এই জগৎকে সত্যজ্ঞান করিয়া ভোগ করিলেই যে এই জগৎ সত্য হইবে, এমত নহে, প্রকৃতপক্ষে জগৎ যে মিথ্যা তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৭৬ ॥

যেমন স্বপ্নাবস্থাতে জগতের যাবতীয় পদার্থকেই সত্যজ্ঞান করিয়া ভোগ

आयत्वस्तुभिरप्येवमसत्यैर्भोग इष्यताम् ॥ १७७ ॥
यदि विद्यापह्नुवीत जगत्प्रारब्धघातिनी।
तदा स्यान्नतु मायात्वबोधेन तदपह्नवः ॥ १७८ ॥
अनपह्नुत्य लोकास्तदिन्द्रजालमिदन्त्विति।

नापि द्वितीय इत्याह यदि विद्यापह्नुवीतेति। विद्या यदि जगद्भोग्यजातमपह्नुवीत नेदं रजतमिति निषेधकज्ञानवत् प्रतीयमानस्य भोग्यस्य स्वरूपं विलोपयेत् तदा प्रारब्धकर्म्म-भोगस्य सुखदुःखानुभवस्य साधनापहारेण प्रारब्धकर्म्मविघातिनी स्यात् न च तथा करोति किन्तु मिथ्यात्वमेव बोधयति अतो न प्रारब्धकर्म्मविरोधिनीति भावः। ननु मिथ्यात्व-बोधनादेव स्वरूपमपि विलोपयेदित्याशङ्क्याह नन्विति। इन्द्रजालादौ स्वरूपविलोपमन्तरे-णापि मिथ्यात्वज्ञानदर्शनादिति भावः ॥ १७८ ॥

एतदेव प्रपञ्चयति अनपह्नुत्येति। लोका जनास्तदिन्द्रजालस्वरूपमनपह्नुत्य अनिरस्य

করা যায় বটে, কিন্তু স্বপ্নদৃষ্টপদার্থের স্বরূপতঃ সকলই মিথ্যা, তাহার কিছুই সত্য নহে। সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতেও যে সকল বস্তু ভোগ করা যায়, তাহার সমুদায় পদার্থই মিথ্যা, ইহার কিছুই সত্য নহে। (জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুই যে মিথ্যা, ইহা নিশ্চয়জ্ঞান করিবে) ॥ ১৭৭ ॥

যদি পরমাত্মতত্ত্ববিদ্যা জগতের ভোগ্যবস্তু সকলকে নাশ করিতে পারি-তেন, তাহাহইলে আত্মতত্ত্ববিদ্যাকে প্রারব্ধকর্ম্মের নাশক বলিয়া স্বীকার করা যাইত। বাস্তবিক তাহা নহে, আত্মতত্ত্ববিদ্যা কখনও প্রারব্ধ-কর্ম্মের নাশ করে না, কেবল আত্মতত্ত্ববিদ্যাদ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলের মায়ি-কত্ব বোধ হয়। যেহেতু আত্মতত্ত্ববিদ্যাদ্বারা ভোগ্যবস্তু সকলের বিনাশ হয় না। অতএব আত্মতত্ত্ববিদ্যাকে প্রারব্ধকর্ম্মের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ॥ ১৭৮ ॥

যখন লোকে ঐন্দ্রজালিকব্যাপার দর্শন করে, তখন যেমন কোন ঐন্দ্র-জালিকপদার্থের বিনাশ না করিয়া সেই সকল পদার্থের ঐন্দ্রজালিকত্ব অব-গত হইয়াও লোকে সেই সকল ঐন্দ্রজালিকপদার্থ দর্শনে আনন্দিত হয়। সেইরূপ জগতের ভোগ্যবস্তু সকলের অপলাপ না করিয়া কেবল সেই সকল

आनन्त्येवानपाकृत्य भोगं मायात्वधीस्तथा ॥ १७९ ॥
यत्र त्वस्य जगत् स्वात्मा पश्येत् कस्तत्र केन किम्।
किं जिघ्रेत् किं वदेद्वेति श्रुतौ तु बहु घोषितम् ॥ १८० ॥
तेन द्वैतमपाकृत्य विद्योदेति न चान्यथा।

इदमिन्द्रजालमिति आनन्त्येव यथा तथा भोगं भोग्यमनपाकृत्य अविलाप्य मायात्वधीर्जगन्मिथ्यात्वज्ञानं भवतीत्यर्थः ॥ १७९ ॥

यत्र त्वस्य सर्व्वमात्मैवाभूत् केन कं पश्येत् इत्यादि श्रुतिर्द्रष्टृदर्शनदृश्यभावं बोधयन्ती विद्योदयमाना जगद् विलापयेदेव एवं सति विदुषो भोगः कथं स्यादिति श्रुत्यवष्टम्भेन शङ्कते श्लोकद्वयेन यत्र त्वस्येति। यत्र तु यस्यां विद्यावस्थायां कृत्स्नं जगदस्य विदुषः स्वात्मैवाभूत् इदं सर्वं यदयमात्मेति ज्ञानेन स्वरूपमेव भवति तत्र तस्यां दशायां को द्रष्टा केन साधनेन चक्षुषा किं दृश्यं रूपजातं पश्येत् एवं घ्राणलक्षणेन किं कुसुमादिकं जिघ्रेत् किं वाक्यं केन वागिन्द्रियेण वदेत् एवमितरेन्द्रियव्यापाराभावद्योतनाय वाशब्दः इत्येवं प्रकारेण श्रुतौ बहु वारमभिहितमित्यर्थः ॥ १८० ॥

ततः किमित्यत आह तेन द्वैतमिति। स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कृत इत्यभिन्

পদার্থের মায়িকত্ব অবগত হইয়াও প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করে। তাহাতে জ্ঞানিগণের পক্ষে ঐ সকল প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ পরমাত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনার বিরোধী হয় না, বরং ঐ সকল ফল ভোগ করিতে করিতে জগতের ভোগ্যবস্তু সকলের অসারত্বজ্ঞান বদ্ধমূল হইয়া পরমাত্মতত্ত্বচিন্তায় অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ॥ ১৭৯ ॥

শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, যে অবস্থাতে বিবেকী ব্যক্তির স্বীয় আত্মার সহিত জগতের সর্ব্ববস্তুতে অভেদজ্ঞান হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে? কে কোন্ বস্তুর ঘ্রাণ লইবে? এবং কে কি বাক্য বলিবে। (যদি জগতের যাবতীয় বস্তুই আত্মার সহিত অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইল, কোনবস্তুরই কিছু বিশেষ রহিল না, তবে শ্রবণদর্শনাদি সমস্ত কার্য্যই অসম্ভব হইয়া উঠিল।) অতএব সেই অবস্থাতে দ্বৈতজ্ঞানের বিনাশ না হইলে কখনই আত্মবিদ্যার উদয় হইতে পারে না; সুতরাং

সর্ব্বা চ বিদুষো ভোগঃ কথং স্যাদিতি চেৎ শৃণু ॥ ১৮১ ॥
সুষুপ্তিবিষয়া মুক্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্ত্বিতি।
উক্তং স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্ফুটম্ ॥ ১৮২ ॥
অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ।

সূত্রে যত্র ত্বস্যেত্যুদাহৃতায়াঃ শ্রুতেঃ সুষুপ্তিমোক্ষয়োরন্যতরবিষয়ত্বেন ব্যাখ্যাতত্বাৎ ন বিদুষো জগদ্‌দর্শনং হানি পরিহরতি স্বপ্নিতি ॥ ১৮২ ॥

সুষুপ্তীতি। স্বাপ্যয়ঃ সুষুপ্তিঃ সম্পত্তির্মুক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৮২ ॥

অস্যাঃ শ্রুতেঃ সুষুপ্ত্যাদিবিষয়ত্বানঙ্গীকারে বাধকমাহ অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেরিতি।

অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ভোগও অসম্ভব হইয়া উঠিল। (যদি বিবেকী ব্যক্তিদিগের কোন পদার্থেই আত্মার সহিত পার্থক্য রহিল না, তবে কে কোন্ বস্তু ভোগ করিবে? অতএব কি প্রকারে অদ্বৈতবাদী বিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয়ভোগ সম্ভবিতে পারে?) ॥ ১৮০-১৮১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈতবাদী বিবেকী ব্যক্তিদিগের বিষয় সম্ভোগ হইতে পারে না, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—তুমি পূর্ব্বোক্তবিষয়ে যে শ্রুতিপ্রদর্শন করিলে, জ্ঞানসাধন অবস্থা তাহার উদাহরণস্থল নহে। যেহেতু শারীরিকসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থপাদের ষোড়শসূত্রে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির সুষুপ্তি অবস্থাবিষয়ত্ব অথবা মুক্তি অবস্থাবিষয়ত্ব সবিস্তর নির্ণীত হইয়াছে। (সুষুপ্তিকালে অথবা মুক্তিকালেই আত্মার সহিত জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্তুর অবিশেষজ্ঞান হয় এবং সেই সেই অবস্থাতেই ভোগকর্ত্তা বা ভোগ্যবস্তুর বিভিন্নজ্ঞান থাকে না; সুতরাং সেই সুষুপ্তি অবস্থাতে কিম্বা মুক্তি অবস্থাতেই অদ্বৈত ব্রহ্মবাদীদিগের বিষয়ভোগ অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু উক্ত অবস্থাতে বিষয়ভোগের আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ সেই সেই অবস্থাতে কাহারও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ হয় না। জ্ঞানসাধনকালেই বিষয়ভোগ হইয়া থাকে, সেই সময়ে আত্মার সহিত জগতের বস্তুসকলের অভেদজ্ঞানও হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রশ্ন নির্ব্বিবাদে মীমাংসিত হইল) ॥ ১৮২ ॥

द्वैतद्रष्टाविद्वत्ता द्वैताद्रष्टा न यान्वहेत् ॥ १८३ ॥
निर्विकल्पसमाधौ तु द्वैतादर्शनहेतुतः।
सैवापरोक्षविद्येति चेत् सुषुप्तिस्तथा न किम् ॥ १८४ ॥

तत्रोपपत्तिमाह द्वैतद्रष्टाविति। याज्ञवल्क्यादिर्यदि द्वैतं पश्येत् तर्हि तद्द्वैतज्ञाना-भावान्नाचार्यो भवेत् अथ द्वैतं न पश्येत् बोध्यशिष्याद्यनुपलम्भात् आचार्यवाक्यं शिष्यं प्रति-बोधनाय न प्रवर्त्तेत अतो विद्यासम्प्रदायोच्छेदप्रसङ्ग इति भावः ॥ १८३ ॥

ननु याज्ञवल्क्यादीनामाचार्यदशायां विद्यमानस्य ज्ञानस्य विद्यात्वमस्त्येव तथापि तस्य नापरोक्षविद्यात्वं द्वैतप्रतीतिसद्भावात् निर्विकल्पसमाधौ तु द्वैतदर्शनाभावात् सैवापरोक्ष-विद्येति शङ्कते निर्विकल्पसमाधाविति। द्वैताप्रतीतेर्न्निर्मसङ्गापादकत्वात् नैवमिति परि-हरति सुषुप्तिस्तथा न किमिति ॥ १८४ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "যে অবস্থাতে বিবেকী ব্যক্তির আত্মার সহিত জগতের সকল বস্তুর অবিশেষজ্ঞান হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখিবে? কে কোন্ বস্তুর আঘ্রাণ লইবে? এবং কে বাক্য বলিবে?" কিন্তু এই শ্রুতির জ্ঞানসাধনবিষয়ত্ব নহে, ঐ শ্রুতি কেবল সুষুপ্তি অবস্থা অথবা মুক্তি অবস্থাবিষয়ক, ইহাই শারীরিকসূত্রের মর্ম্মার্থে জানা যায়। এইক্ষণ যদি উক্ত শরীরিকসূত্রের মীমাংসা স্বীকার না কর, তবে প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতিরা যে বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, তাঁহাও বলিতে পার না। কারণ তোমার মতে দ্বৈতজ্ঞান থাকিলে তাহাকে জ্ঞানী বলা যাইতে পারে না, আর দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হইলে তাহাদিগের বাক্য কথনাদি সম্ভব হয় না। (কিন্তু যাজ্ঞ-বল্ক্য প্রভৃতি মহাত্মা সুপ্রসিদ্ধ মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বদাই শ্রবণদর্শনাদি ও বাক্য কথনাদি সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কার্য্যই করিতে পারিতেন) ॥ ১৮৩ ॥

(যদি বল, যে সময়ে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি মুনিগণ তত্ত্বজ্ঞানী আচার্য্য বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের যে জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই আত্মবিদ্যা বলা যায়, কিন্তু ঐরূপ আত্মবিদ্যাকে অপরোক্ষবিদ্যা বলা যায় না। তাহাহইলে দ্বৈতপ্রতীতির সম্ভব হয়, কিন্তু নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে দ্বৈত-

आत्मतत्त्वं न जानाति सुप्तौ यदि तदा त्वया ।
आत्मधीरेव विद्येति वाच्यं न द्वैतविस्मृतिः ॥ १८५ ॥
उभयं मिलितं विद्या यदि तर्हि घटादयः ।
अर्द्धविद्याभाजिनः स्युः सकलद्वैतविस्मृतेः ॥ १८६ ॥
मशकध्वनिमुख्यानां विक्षेपाणां बहुत्वतः ।

अतिप्रसङ्गपरिहारं शङ्कते आत्मतत्त्वं न जानातीति। सुषुप्तौ द्वैतदर्शनाभावेऽपि आत्मगोचरज्ञानाभावात् न विद्यात्वं तस्या इत्यर्थः। तर्हि प्रामाण्याप्रामाण्यविवेकेन ज्ञानस्यैव विद्यात्वं न द्वैतदर्शनाभावस्येत्याह तदा त्वयेति ॥ १८५ ॥

ननु द्वैतादर्शनात्मज्ञानयोरुभयोर्मिलितयोरेव विद्यात्वं न एकैकस्येति शङ्कते उभयमिति द्वैतविस्मृतेरपि विद्याङ्गत्वाङ्गीकारे घटस्याप्यर्द्धविद्यात्वप्रसङ्ग इति परिहरति तर्हीति। तत्रोपपत्तिमाह सकलद्वैतविस्मृतेरिति ॥ १८६ ॥

জ্ঞানের অভাবই সর্ব্ববাদিসম্মত।) যদি দ্বৈতবস্তুর অদর্শনহেতু নির্ব্বিকল্পক সমাধি অবস্থাকেও অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা-হইলে সেই দ্বৈতবস্তুর অদর্শনহেতুই সুষুপ্তি অবস্থাকেও সেইরূপে অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া কেননা স্বীকার করিবে? ॥ ১৮৪ ॥

যদি বল, সুষুপ্তি অবস্থাতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান থাকে না বলিয়া তাহাকে অপরোক্ষ পরমাত্ম তত্ত্ববিদ্যারূপে স্বীকার করি না, তবে তুমি আত্মতত্ত্ব জ্ঞান-কেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা বল, দ্বৈতবিস্মরণকে আর আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিও না; এইরূপ সিদ্ধান্ত আমারও অভিপ্রেত বটে ॥ ১৮৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপন্ন হইল যে, অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ এই উভয়ের মধ্যে কেহকেই আত্মবিদ্যা বলা যায় না। এইক্ষণ যদি অদ্বৈত-তত্ত্ববিজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ মিলিত এই উভয়কে পরমাত্মবিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদি জড়পদার্থকেও অর্দ্ধবিদ্যাভাজন বলিতে হয়, যেহেতু ঘটাদি জড়পদার্থ সকলের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও দ্বৈতজ্ঞানের বিস্মরণ সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। অতএব তোমার মতে ঘটাদি জড়পদার্থ-আত্মবিদ্যাবান্ বলা যাইতে পারে ॥ ১৮৬ ॥

তত্ত্ববিদ্যা তথা ন স্যাদ্‌ ঘটাদীনাং যথা দৃঢ়া ॥ ১৮৭ ॥
আত্মধীরেব বিদ্যেতি যদি তর্হি সুখী ভব।
দুষ্টচিত্তং নিরুন্ধ্যাশ্চেন্নিরুন্ধি ত্বং যথাসুখম্‌ ॥ ১৮৮ ॥

অস্মিন্নেব মতে সমাধিমতো পুরুষস্যাত্মবিদ্যাত্বমপি ন স্যাদিতি কোপহাসমাহ মশকধ্বনিমুখ্যানামিতি। ঘটাদীনাং যথা দ্বৈতবিস্মরণং দৃঢ়ং তথা তব সমাধৌ দ্বৈতবিস্মরণং ন সম্ভবতি মশকধ্বন্যাদীনামনেকেষাং বিঘ্নানাং সম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৮৭ ॥

নন্বাত্মজ্ঞানস্যৈব বিদ্যাত্বং ন দ্বৈতবিস্মৃতেরিতি মন্যতে আত্মধীরেবেতি। তদস্যাকমিষ্টমিত্যভিপ্রায়েণাশীর্বাদয়তি তর্হি সুখীভবেতি। নন্বাত্মধীরেব বিদ্যা সা ন দুষ্টচিত্তে সম্ভবতি অতশ্চিত্তদোষপরিহারায় চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ কর্ত্তব্য ইতি মতমনুভাষতে দুষ্টচিত্তমিতি। তদঙ্গীকরোতি নিরুন্ধি ত্বমিতি ॥ ১৮৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারে বরং এমত বলা যাইতে পারে যে, যদি কোনরূপ বিঘ্নের অভাব হইলেই আত্মতত্ত্ববিদ্যা হইতে পারে এবং যে কোন সামান্য প্রতিবন্ধকও আত্মবিদ্যার বাধা জন্মায়, তাহাহইলে মশকধ্বনি প্রভৃতি বিঘ্নও তোমার আত্মবিদ্যার প্রতিবন্ধক হইয়া তাহার ব্যাঘাত করিতে পারে। যেমন দ্বৈতস্মরণের অভাবই ঘটাদি জড়পদার্থের আত্মবিদ্যাভাজনতার কারণ হইল, সেইরূপ মশকধ্বনি প্রভৃতি বিঘ্নসম্ভাবনা হেতু তোমারও তাদৃশী দৃঢ় আত্মবিদ্যা সম্ভবিতে পারে না ॥ ১৮৭ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, আত্মজ্ঞানকেই আত্মবিদ্যা বলা যায়, দ্বৈতবিস্মরণকে তাহা বলিতে পারে না। যদি পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মজ্ঞানকেই পরমাত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে তুমি চিরজীবী হইয়া সুখে কালযাপন কর, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিলাম। যেহেতু তুমি আমারই মতে প্রবিষ্ট হইলে। (এইরূপ আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আত্মবিদ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, এই আত্মবিদ্যা দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সম্ভবিতে পারে না, অতএব চিত্তগত দোষের পরিহারার্থ চিত্তবৃত্তিনিরোধ অবশ্য কর্ত্তব্য।) পরমাত্মজ্ঞানকে আত্মতত্ত্ববিদ্যা বলিয়া স্বীকার

तदिष्टमेष्टव्यमायामयत्वस्य समीक्षणात् ।
इच्छन्नप्यज्ञवन्नेच्छेत् किमिच्छन्निति हि श्रुतम् ॥ १८९ ॥
रागो लिङ्गमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे ।

तदिष्टमिति । अस्माकमपीति शेषः । कुत इत्यत आह एष्टव्यमायामयत्वस्येति । चित्तदोषापगमे सति अद्वितीयात्मज्ञानाय इष्यमाणं जगन्मायामयत्वं सम्यगीक्ष्यते यतः अत इष्टमित्यर्थः । एवं किमिच्छन्निति मन्त्रांशेनाभिप्रेतमर्थमुपसंहरति इच्छन्नप्यज्ञवदिति । इच्छन्नपि अज्ञवन्नेच्छेत् अत किमिच्छन्निति श्रुतमिति योजना ॥ १८९ ॥

एतदभिप्रायवर्णने कारणमाह रागो लिङ्गमिति । रागो लिङ्गमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु । कुतः शाद्वलता तस्य यस्याग्निः कोटरे तरोः । इति तत्त्वविदो रागनिषेधपरं शास्त्रम् । शास्त्रार्थस्य समाप्तत्वान्मुक्तिः स्यात् तावता मुनेः । रागादयः सन्तु कामं न तद-

---

করিলে আমার মতে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক হয়, ইহা তুমি অনায়াসেই প্রতিপাদন করিতে পারিবে ॥ ১৮৮ ॥

যেহেতু পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি ও শ্রুতি প্রমাণদ্বারা জগতের মায়াকল্পিতত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে, অতএব প্রারব্ধকর্ম্মের অপরিহার্য্যতাবশতঃ পরমাত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কখন কখন অনিত্য বিষয়ভোগে অভিলাষ হয়, কিন্তু জ্ঞানিদিগের অভিলাষ অজ্ঞদিগের অভিলাষের ন্যায় দৃঢ়তর নহে, ইহাই প্রতিপন্ন হইল। অজ্ঞানীরা এই মায়াময় অনিত্যবিষয়কে সত্যজ্ঞান করিয়া তাহাতে দৃঢ়তর অনুরাগে আবদ্ধ হয়, আর যাহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী তাহারা তাহা করে না। জ্ঞানীরা কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের বশীভূত হইয়াই বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে তাহাদিগের আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হয় না ॥ ১৮৯ ॥

শ্রুতি প্রভৃতির প্রমাণ দৃষ্টে উভয়প্রকার শাস্ত্রার্থ দেখায় যে, কোন কোন শাস্ত্রে জানা যায় যে, কামক্রোধাদি অজ্ঞানিগণেরই চিহ্ন, আর অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণে দেখা যায় যে, জ্ঞানিগণেরও কামক্রোধাদি হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় বর্ণনদ্বারা শাস্ত্রোক্ত উভয়প্রকার অর্থেরই অবিরোধে সমাধান করা হইল। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েরই কামক্রোধাদি আছে, অজ্ঞানী ব্যক্তিরা শরীরসত্ত্বে সেই সেই কামক্রোধাদি পরিত্যাগ করিতে পারে না, তাহারা যাবজ্জীবন কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানিগণের পক্ষে সেই

ইতি প্রারব্ধং সার্থমিদং তত্ত্ববিরোধতঃ ॥ ১৯০ ॥
জগন্মিথ্যাত্ববত্ স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাত্ ।
কস্য কামায়েতি বচো ভোক্তৃভাববিবক্ষয়া ॥ ১৯১ ॥

প্রারীঽপরাধ্যতি। ইতি তথৈব রাগাঙ্গীকারপরত্বে শাস্ত্রম্ এবং সতি তত্ত্ববিদো দৃঢ়রাগাভাবে
সতি প্রারব্ধং সার্থমর্থবত্ ভবতি অবিরোধতঃ রাগনিষেধপরত্বে শাস্ত্রস্য দৃঢ়রাগবিষয়ত্বাত্
তদভ্যুপগমপরত্বে রাগাভাসবিষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১৯০ ॥

এবং কিমিচ্ছন্ ইত্যংশস্যাভিপ্রায়মুপবর্ণ্য কস্য কামায়েত্যংশস্যাভিপ্রায়মাহ জগন্মিথ্যাত্ব-বদিতি। যথা জগন্মিথ্যাত্ববোধেন বাস্তবকাম্যাভাববিবক্ষয়া কিমিচ্ছন্নিত্যুক্তং এবমাত্মনোঽসঙ্গত্ববোধেন বাস্তবভোক্তৃভাববিবক্ষয়া কস্য কামায়েতি শ্রুত্যভিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৯১ ॥

কামক্রোধাদি আত্মতত্ত্ববিদ্যার বিরোধী হইতে পারে না, কারণ তাঁহারা কদাচ কামক্রোধাদির বশীভূত হয়েন না; বরং কামাদি রিপুসকল তাঁহাদিগেরই বশীভূত থাকে। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পক্ষে কামক্রোধাদি আত্মবিদ্যার বাধা জন্মাইতে পারে না ॥ ১৯০ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যেমন পরিদৃশ্যমান অনন্তজগতের অনিত্যত্বজ্ঞান দৃঢ়তর হয়, সেইরূপ আত্মার অসঙ্গত্বজ্ঞানও বদ্ধমূল হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত অনিত্য কোন্ বস্তুর প্রতিই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অভিলাষ জন্মে না; সুতরাং জ্ঞানিগণ আর কোনবস্তুতেও কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হয়েন না। (তাঁহারা জগতের বিষয়ভোগাদিকে অনিত্যজ্ঞান করিয়াই শরীরপরিগ্রহ কামনায় নিবৃত্ত থাকেন)। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের যে ঐহিক অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগকামনার নিবৃত্তি হয়, বস্তুর অভাব তাহার কারণ নহে, তাহারা ভোগ্যবস্তুর সদ্ভাবেও তাহা ভোগ করিতে কামনা করেন না। কেবল ভোক্তার অভাবই জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্তির কারণ। এই স্থলে ভোক্তার বিনাশকে "ভোক্তার অভাব" এই শব্দের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না, ভোক্তৃত্বের অভাবই "ভোক্তার অভাব" এই শব্দের প্রতিপাদ্য। (জ্ঞানিগণের সমক্ষে বিবিধ ভোগ্যবস্তু উপস্থিত থাকিলেও সেই সকল ভোগ্যবস্তুর প্রতি তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হয় না) ॥ ১৯১ ॥

पतिजायादिकं सर्वं तत्तद्भोगाय नेच्छति ।
किन्त्वात्मभोगार्थमिति श्रुतावुद्घोषितं बहु ॥ १९२ ॥
किं कूटस्थश्चिदाभासोऽथ वा किमुभयात्मकः ।
भोक्ता तत्र न कूटस्थोऽसङ्गत्वाद् भोक्तृतां व्रजेत् ॥ १९३ ॥

नन्वात्मनो भोक्तृत्वप्रतिषेधस्तत्प्रसक्तिपूर्व्वको वक्तव्यः सा तु न विद्यतेऽसङ्गत्वादात्मन इत्याशङ्क्य तस्याः स्वानुभवसिद्धत्वात् नैवमित्यभिप्रेत्य तदनुवादिका श्रुतिरर्थतोऽनुक्रामति पतिजायादिकमिति। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवतीत्यारभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतीत्यन्तेन वाक्यसन्दर्भेण पतिजायादिप्रपञ्चस्यात्मनो भोगसाधनत्वं प्रतिपाद्यते तत आत्मनो भोक्तृत्वप्रसक्तिरित्यर्थः ॥ १९२ ॥

एवमात्मनो भोक्तृत्वं प्रदर्श्य तदपवादाय भोक्तारं विकल्पयति किमिति। किं कूटस्थस्य भोक्तृत्वम् उत चिदाभासस्य किं वोभयात्मकस्येति विकल्पार्थः। तत्र प्रथमं प्रत्याह न कूटस्थ इति ॥ १९२ ॥

যদি কেহ এইরূপ মনে করেন, যে আত্মার যদি ভোক্তৃত্বই না থাকিল, তবে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া তাহার ভোক্তৃত্ব নিবারণের আবশ্যক কি? এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—অনেকানেক শ্রুতিতে কথিত আছে যে, বাস্তবিক আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই বটে, কিন্তু অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় অজ্ঞানবশতই জ্ঞানিগণ পতি, পুত্র প্রভৃতি যাহা কিছু কামনা করেন, সে কেবল আপনার ভোগের নিমিত্তই জানিবে। নতুবা সেই পতিপুত্রাদির ভোগের নিমিত্ত যে তাহাদিগকে কামনা করেন, এমত নহে ॥ ১৯২ ॥

ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ভোক্তার অভাবই ভোগ্যবিষয়ে অভিলাষ নিবৃত্তির কারণ, এইক্ষণ বিচারপূর্ব্বক সেই ভোক্তার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—কূটস্থচৈতন্যকে কি ভোক্তা বলা যায়? কি আভাসচৈতন্যকে অথবা কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকে ভোক্তা বলা যায়। এইক্ষণ কাহাকে ভোক্তা বলা যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। কিন্তু কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যেহেতু কূটস্থচৈতন্য অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ ॥ ১৯৩ ॥

सुखदुःखाभिमानाख्यो विकारो भोग उच्यते ।
कूटस्थश्च विकारी चेत्येतन्न व्याहतं कथम् ॥ १९४ ॥
विकारिबुद्ध्यधीनत्वादाभासे विकृतावपि ।
निरधिष्ठानविभ्रान्तिः केवला नहि तिष्ठति ॥ १९५ ॥
उभयात्मक एवातो लोके भोक्ता निगद्यते ॥

असङ्गत्वमस्तु भोक्तृत्वमप्यस्तु को दोष इत्याशङ्क्याह सुखदुःखाभिमानाख्य इति । सुखित्व दुःखित्वाभिमानलक्षणो विकारो भोग सोऽसङ्गस्य न युज्यते कूटस्थत्वविकारित्वयोरेकत्र समावेशायोगादित्यर्थः ॥ १९४ ॥

ननु तर्हि विकारिणश्चिदाभासस्य भोक्तृत्वं स्यादित्याशङ्क्य विकारित्वेऽपि निरधिष्ठानस्य तस्यैवासिद्धेर्मैवमिति परिहरति विकारिबुद्ध्यधीनत्वादिति । चिदाभासस्य विकारिबुद्ध्यधीनत्वात् तस्मिन् विकारे सम्भवत्यपि तस्यारोपितस्यारोपितस्वरूपत्वेनाधिष्ठानभूत कूटस्थं विहाय स्वातन्त्र्येणावस्थानसम्भवात् केवलचिदाभासस्यापि भोक्तृत्वं न सम्भवतीति भाव ॥१९५॥

तस्मात् तृतीय पक्ष परिशिष्यत इत्याह उभयात्मक एवेति । यत एकैकस्य भोक्तृत्व न

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কূটস্থচৈতন্য অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাহাকে ভোক্তা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিলে কি দোষ হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে কূটস্থচৈতন্যের বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু সুখদুঃখেতে অভিমানরূপ যে বিকার, তাহারই নাম ভোগ; সুতরাং কূটস্থচৈতন্যকে ভোক্তা বলিয়া যে তাহার বিকারিত্ব স্বীকার করা, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় না ॥ ১৯৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা যদি কূটস্থচৈতন্যের ভোক্তৃত্ব খণ্ডিত হইল, তবে বিকারী আভাসচৈতন্যকেই ভোক্তা বলিয়া স্বীকার কর, কিন্তু তাহাও বলিতে পারে না। যেহেতু আভাসচৈতন্য কূটস্থচৈতন্যের প্রতিবিম্বমাত্র; সুতরাং তাহাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। সেই কূটস্থচৈতন্যই আভাসচৈতন্যের অধিষ্ঠানস্বরূপ, তাহার আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বতন্ত্ররূপে আভাসচৈতন্যের অবস্থান সম্ভব হয় না এবং অধিষ্ঠান ব্যতিরেকেও ভ্রান্তির সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৯৫ ॥

তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১৯৬ ॥
আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্।
বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্য্যশেষয়ৎ ॥ ১৯৭ ॥

মন্যতে ইতি অত উভয়াত্মকঃ সাধিষ্ঠানশ্চিদাভাস এব লোকে ব্যবহারদৃষ্ট্যা ভোক্তেত্যভিধীয়তে পরমার্থতস্তু উভয়াত্মকত্বমেব ন ঘটতে ইতি ভাবঃ। নন্বসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যাদাবসঙ্গত্ব-স্যৈব যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিত্যাদৌ বুদ্ধিসাক্ষিত্বস্যাপি শ্রবণাদুভয়াত্মকং ভোক্তৃস্বরূপমপি পারমার্থিকমেব স্যান্ন লৌকিকব্যবহারমাত্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতেস্তত্র তাৎপর্য্যাভাবান্মৈব-মিত্যাহ তাদৃগাত্মেতি। তাদৃগাত্মানং বুদ্ধ্যুপাধিকং ভোক্তারমাত্মানমারভ্যানূদ্য কূটস্থঃ বুদ্ধ্যাদিকল্পনাধিষ্ঠানভূতশ্চিদাত্মা শেষিতঃ বুদ্ধ্যাদ্যনাত্মনিরসনেন পরিশেষিতঃ শ্রুতৌ বৃহদারণ্যকাদাবিত্যর্থঃ ॥ ১৯৬ ॥

তত্র বৃহদারণ্যকবাক্যার্থং তাবৎ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি আত্মা কতম ইতি। জনকেন কতম আত্মেত্যেবমাত্মনি পৃষ্টে সতি যাজ্ঞবল্ক্যস্তং বিবোধয়ন্ যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষ্বিত্যাদিনা বিজ্ঞানময়মুপক্রম্য অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষ ইত্যসঙ্গং কূটস্থং পরিশেষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৯৭ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা কূটস্থচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ই পৃথক্ পৃথক্ রূপে ভোক্তৃপদের বাচ্য না হইল, তবে কূটস্থচৈতন্য ও আভাস-চৈতন্য এই উভয়ের মিলিত অবস্থাকেই লোকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করে। এই নিমিত্ত উক্তরূপ উভয়াত্মক আত্মাকে উপক্রম করিয়া অবশেষে শ্রুতিতে কূটস্থচৈতন্যেতে ভোক্তৃত্বের পরিশেষ করিয়াছেন। ইহাতেই ভোক্তার উভয়াত্মকতা সিদ্ধ হইল। (বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেও কূটস্থচৈতন্য ও আভাস-চৈতন্য এই উভয়ের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে) ॥ ১৯৬ ॥

এই স্থলে বৃহদারণ্যক শ্রুতির বাক্যার্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন।— রাজর্ষিজনক স্বীয় গুরু যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে এইরূপে আত্মতত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য আত্মতত্ত্ববিষয়ে রাজর্ষি জনকের বিশেষ-রূপে পরিবোধনার্থ বিজ্ঞানময় অবধি আরম্ভ করিয়া তন্নতন্নরূপে বিচারপূর্ব্বক অবশেষে অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপে পর্য্যবসান করিয়াছিলেন। (যাজ্ঞবল্ক্য জন-কের নিকট বহুপ্রকার আত্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে

कोऽयमात्मेत्येवमादौ सर्वत्रात्मविचारतः ।
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शिष्यते स्फुटः ॥ १९८ ॥
कूटस्थसत्यतां स्वस्मिन्नध्यस्यात्मा विवेकतः ।

एवं बृहदारण्यकेऽसङ्गात्मपरिशेषप्रकारं प्रदर्श्य ऐतरेयादिश्रुत्यन्तरेष्वपि तद्दर्शयति कोऽयमात्मेत्येवमादाविति । कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे कतरः स आत्मेत्येवमादावात्मविचारे-ऽन्तःकरणोपाधिमात्मानमारभ्य प्रज्ञानमात्रात्मकः कूटस्थः परिशेषितः एवमन्यत्रापि द्रष्टव्यम् एवं श्रुतियुक्तिपर्य्यालोचनायाम् उभयात्मकस्य भोक्तुर्मिथ्यात्वं पारमार्थिकस्यासङ्गस्य कूटस्थस्याभोक्तृत्वं सिद्धम् ॥ १९८ ॥

ननूक्तरीत्या भोक्तुर्मिथ्यात्वे प्राणिनां तस्मिन् सत्यत्वबुद्धिः कुतो जायत इत्याशङ्क्याह कूटस्थसत्यतामिति । आत्मा लोकप्रसिद्धो भोक्ता विवेकतः स्वस्य कूटस्थाद्विवेकज्ञानाभावेन

সকলমতই খণ্ডিত হইয়া আত্মা যে অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ, এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হইল। ইহাতে অণুমাত্র সংশয় রহিল না) ॥ ১৯৭ ॥

আত্মার অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপতা বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, এইক্ষণ ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণদ্বারা আত্মার অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—আত্মার স্বরূপ কি প্রকার? আমরা তাঁহার কোন্ প্রকার স্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপাসনা করিব? ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরকালে বহু তর্কবিতর্কের পর ইহাই মীমাংসিত হইল যে, "আত্মা কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ"। এইরূপ সর্বত্র আত্মতত্ত্ব বিচারস্থলে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হইলে উভয়াত্মক অবধি নানারূপ আত্মস্বরূপের বিচার করিয়া কূটস্থচৈতন্যেতে পর্য্যবসান হইয়াছে। (পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিযুক্তির পর্য্যালোচনদ্বারা উভয়াত্মক আত্মার ভোক্তৃত্ব নিরাকৃত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে কূটস্থচৈতন্যের অভোক্তৃত্ব সিদ্ধ হইল) ॥ ১৯৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, উভয়াত্মক আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই। তবে প্রাণিদিগের কেন সেই আত্মার প্রতি সত্যত্ব বুদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা উভয়াত্মকরূপে আত্মার ভোক্তৃস্বরূপের মিথ্যাত্ব প্রতীত হইল, তথাপিও লোকে ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিতে পারে না। তাহারা অবিবেকবশতঃ কূটস্থ

নাবিবেকী লোকস্তাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি ॥ ১৯৯ ॥
ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিমিচ্ছতি।
এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ ॥ ২০০ ॥
ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেষ্বনুরজ্যতাম্।
ভোক্তর্য্যেব প্রধানেঽতোঽনুরাগং তং বিধিৎসতি ॥ ২০১ ॥
যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।

কূটস্থনিষ্ঠং সত্যত্বমাত্মন্যধ্যস্য তদ্দ্বারা স্বনিষ্ঠস্য ভোক্তৃত্বস্যাপি সত্যতাং কদাচিদপি ন হাতুমিচ্ছতি ॥ ১৯৯ ॥

নতু তর্হি আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীত্যাত্মশেষত্বং ভোগ্যস্য কথং প্রতিপাদ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ন কূটস্থাত্মশেষত্বং প্রতিপাদ্যতে কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধোভয়াত্মকভোক্তৃশেষত্বমেব শ্রুত্যানূদ্যত ইত্যাহ ভোক্তা স্বস্যৈব ভোগায়েতি। লোকে যো ভোক্তা স স্বস্যৈব ভোগায় পতিজায়াদিভোগোপকরণমিচ্ছতীত্যয়ং লোকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনূদিতঃ নার্থান্তরং প্রতিপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ২০০ ॥

অনুবাদঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য ভোক্তর্য্যেব প্রেমবিধানায়েত্যাহ ভোগ্যানামিতি। ভোগ্যানাং পতিজায়াদীনাং ভোক্তুঃ স্বস্য ভোগোপকরণত্বাৎ ভোগ্যেষ্বনুরাগেণ ন কর্ত্তব্যঃ কিন্তু প্রধানভূতে ভোক্তর্য্যেবানুরাগঃ কর্ত্তব্যঃ ইতি বিধানায়েত্যর্থঃ ॥ ২০১ ॥

ভোগ্যেষু প্রেমত্যাগপুরঃসরমাত্মপ্রেমকর্ত্তব্যতায়া দৃষ্টান্তত্বেনেশ্বরে প্রেমপ্রার্থনাপুরঃসরং পুরাণ-

চৈতন্যের যে সত্যত্ব আছে, তাহা সেই উভয়াত্মক মিথ্যাভূত আত্মাতে আরোপ করিয়া তাহাকেই সত্য জ্ঞান করে। (অবিবেকী লোক ভ্রান্তির বশীভূত হইয়াই এইরূপ মিথ্যাভূত উভয়াত্মক আত্মাকে সত্যজ্ঞান করে ॥ ১৯৯ ॥

শ্রুতিতে এইরূপ লৌকিক বৃত্তান্ত সম্যকরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভোক্তা আপনার ভোগের নিমিত্তই পতিপত্নী প্রভৃতি ইচ্ছা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের আপনার কামনা পরিপূরণার্থই সর্ব্বপ্রকার প্রিয়বস্তুর অভিলাষ হয় ॥ ২০০ ॥

সেই ভোক্তা আত্মার প্রতি প্রেম বিধানার্থ তাহাতে অনুরাগ করা বিধেয়। পতিপত্নী প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু সকল ভোক্তার অধীন, অতএব তাহাতে অনুরাগ প্রকাশ করা বৃথা। অতএব স্বাধীন ও প্রধান ভোক্তার সত্যস্বরূপের প্রতিই অনুরাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২০১ ॥

त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्नापसर्पतु ॥ २०२ ॥
इति न्यायेन सर्व्वस्मात् भोग्यजातादू विरक्तधीः ।
उपसंहृत्य तां प्रीतिं भोक्तर्य्येवं बुभुक्षते ॥ २०३ ॥
स्रक्चन्दनवधूवस्त्रसुवर्णादिषु पामरः ।

वचनमुदाहरति या प्रीतिरिति । अविवेकानामात्मज्ञानशून्यानां विषयेष्वनपायिनी दृढ़ा या प्रीतिरस्ति हे नाथ शचीपते सा प्रीतिस्त्वामनुस्मरतस्त्वां सदा चिन्तयतो मम हृदयात् मनसः सर्पतु अपगच्छतु मम मनो विषयेष्वासक्तिं परित्यज्य त्वय्येव तिष्ठत इत्यर्थः। यथा अविवेकिनां विषयेषु या यादृशी दृढ़ा प्रीतिरस्ति सा तादृशी विषयेषु विद्यमाना प्रीतिस्त्वामनुस्मरतो मे हृदयान्मापगच्छतु सदा तिष्ठत्वित्यर्थः ॥ ২০২ ॥

भवत्वेवं पुराणे श्रुतौ किमायातमित्यत आह इति न्यायेनेति। इत्यनेन पुराणोक्त-न्यायेन सर्वस्मात् भोग्यजातात् पतिजायादिलक्षणाद् विरक्तधीः विरक्ता धीर्यस्यासौ विरक्तधीः पुरुषः तां भोग्यगोचरां प्रीतिं भोक्तर्य्यात्मन्युपसंहृत्य एवमात्मानं बुभुक्षते भोक्तुमिच्छति ॥ ২০৩ ॥

एवमात्मन्येव प्रेमोपसंहारे फलितं सदृष्टान्तमाह स्रक्चन्दनेति। पामरः पृथग्जनः

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভোগ্যবস্তুতে অনুরাগ-ত্যাগপুরঃসর স্বাধীন ও প্রধান ভোক্তার সত্যত্বের প্রতি সাতিশয় অনুরাগ করিবে, এই বিষয়ে উদাহরণস্বরূপে পুরাণ বচন প্রদর্শন করিতেছেন।—হে ঈশ্বর! আমি তোমাকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছি যে, অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অনিত্য বিষয়েতে যে প্রকার দৃঢ়প্রীতি জন্মে, আমার যেন সেইরূপ প্রীতি তোমার প্রতি দৃঢ়রূপে থাকে, কখনও যেন তোমার প্রীতি অন্তঃকরণ হইতে বিযুক্ত না হয় এবং অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ন্যায় অসত্য বিষয়ে যেন কখনও প্রীতি না জন্মে। অজ্ঞানিদিগের চিত্ত যেরূপ বিষয়েতে অনুরক্ত হয়, আমার চিত্ত সেইরূপে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকুক ॥ ২০২ ॥

বিবেকী ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত বিবেক জ্ঞানদ্বারা পতিপত্নী প্রভৃতি অনিত্য ভোগ্যবস্তুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঐ সকল বিনশ্বর ভোগ্যবস্তু হইতে দৃঢ়তর প্রীতিকে আনয়ন করিয়া ভোক্তার সত্যস্বরূপে স্থাপন করিবে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ উক্ত অনিত্য ভোগ্যবস্তুর প্রতি অনুরাগ করিবে না ॥ ২০৩ ॥

অপ্রমত্তো যথা তদ্বৎ প্রমাদ্যতি ভোক্তরি ॥ ২০৪ ॥
কাব্যনাটকতর্কাদিমভ্যস্যতি নিরন্তরম্।
বিজিগীষুর্যথা তদ্বন্মুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ ॥ ২০৫ ॥
জপযাগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।
স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদ্বৎ শ্রদ্দধ্যাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৬ ॥

স্রগাদিবিষয়ে যথা অপ্রমত্তঃ সাবধানো ভবতি এবং মুমুক্ষুরপি আত্মনি বিষয়ে ন প্রমাদ্যতি অনবধানং ন করোতি কিন্তু তচ্চিন্তয়ৈব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ২০৪ ॥

অনবধানাভাবমেব বহুভির্দৃষ্টান্তৈঃ স্পষ্টয়তি কাব্যনাটকেতি। যথা বিজিগীষুঃ প্রতিবাদিজয়কামঃ ইহ লোকে প্রধানঃ পুরুষো নিরন্তরং কাব্যাদীনভ্যস্যতি এবং মুমুক্ষুরপি স্বাত্মানং বিচারয়েৎ ॥ ২০৫ ॥

জপযাগেতি। যথা বৈদিকঃ স্বর্গার্থী তৎসাধনানি জপাদীনি শ্রদ্ধাপুরঃসরম্ অনুতিষ্ঠতি তথা মুমুক্ষুর্মোক্ষেচ্ছয়া স্বে স্বীয়ে আত্মনি বিশ্বাসং কুর্য্যাৎ ॥ ২০৬ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরা যেরূপ স্রক্চন্দন, বনিতা, বস্ত্র ও সুবর্ণ প্রভৃতি অনিত্য-বিষয়ের প্রতি সাবধানতাপূর্ব্বক অপ্রমত্তভাবে দৃঢ়তর প্রীতি স্থাপন করে, তত্ত্বদর্শী বিবেকশালী ব্যক্তিরাও সেইরূপ ভোক্তার সত্যস্বরূপের প্রতি সাবধান হইয়া দৃঢ়তর প্রীতি স্থাপন করিবেন। (অবিবেকীরা যেমন সর্ব্বদা স্রক্চন্দন বনিতাদি অনিত্যবিষয়চিন্তায় অনুরক্ত থাকে, বিবেকীরাও সেইরূপ সর্ব্বদা ভোক্তার সত্যস্বরূপ চিন্তায় নিরত থাকিবে) ॥ ২০৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোক্তার সত্যস্বরূপে নিরত থাকিবে, এইক্ষণ, কিরূপ মনঃ সংযোগপূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিবে, তাহার বহুবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন সর্ব্বত্র বিজয়কামী ব্যক্তি প্রতিবাদীর জয়কামনায় একাগ্রচিত্তে নিরন্তর কাব্য, নাটক ও তর্কাদি বিবিধ শাস্ত্র অভ্যাস করে, সেইরূপ চিত্তের একাগ্রতাসহকারে মুমুক্ষু ব্যক্তি মুক্তির নিমিত্তে আত্মতত্ত্ববিচার অভ্যাস করিবে ॥ ২০৫ ॥

যেমন শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা করিয়া স্বর্গলাভের সাধনীভূত-জপ, যজ্ঞ ও উপাসনাদি কার্য্যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরত সেই সকল জপযজ্ঞা-

খিলীকার্য্যং যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।
অণিমাদিপ্রসিদ্ধ্যৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭ ॥
কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ।
যথা তদ্বৎ বিবেকোঽস্যাপ্যভ্যাসাদ্ বিশদায়তে ॥ ২০৮ ॥

খিলীকার্য্যমিতি। যোগী যোগাভ্যাসবান্ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যলাভেচ্ছয়া মহায়াসেন খিলীকার্য্যং যথা সম্পাদয়েৎ তদ্বদয়মপ্যাত্মানং সদা বিবিচ্যাৎ দেহাদিভ্যো বিবিচ্য জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ২০৭ ॥

ননেবম্ এতেষাং সদাভ্যাসেন কিং ফলম্ ইত্যত আহ কৌশলানীতি। যথা তেষাং কাম্যাদ্যভ্যাসবতামভ্যাসপাটবেন তস্মিংস্তস্মিন্ বিষয়ে কৌশলানি বিবর্দ্ধন্তে এবমস্যাপি মুমুক্ষোরভ্যাসাদ্ বিবেকো দেহাদিভ্য আত্মনো ভেদজ্ঞানং বিশদায়তে স্পষ্টং ভবতি ॥ ২০৮ ॥

দির অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ মুক্তিকামী ব্যক্তিরা মোক্ষকামনায় শ্রদ্ধাপুরঃসর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রধানপুরুষ আত্মাতে বিশ্বাস স্থাপন করিবে। (স্বর্গকামীরা স্বর্গসাধন জপযজ্ঞাদিতে যেরূপ অনুরাগ করে, মুমুক্ষুরাও মুক্তির সোপানস্বরূপ আত্মচিন্তায় অনুরাগ করিবে) ॥ ২০৬ ॥

যেমন যোগিগণ যোগসাধনে তৎপর হইয়া অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত মহাপরিশ্রম স্বীকার করিয়াও চিত্তের একাগ্রতা সাধন করে, সেইরূপ মুমুক্ষুব্যক্তিরাও মুক্তিলাভার্থ অশেষ আয়াসসহকারে আত্মতত্ত্ব বিবেচনা করেন, অর্থাৎ তাঁহারা যোগিগণের ন্যায় দেহাদির বিচার করিয়া তন্মধ্যগত আত্মাকে জানিতে চেষ্টা করেন ॥ ২০৭ ॥

যেমন বিজয়কামী, শ্রদ্ধাবান্ ও যোগিদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্যবিষয়ে অভ্যাসের পটুতাদ্বারা ক্রমশঃ সেই সেই বিষয়ে কৌশল ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ তাহারা আপন আপন কার্য্যসাধনে যত আলোচনা করে, ততই তাহাদিগের সেই বিষয়ে যেমন দক্ষতা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মুমুক্ষুব্যক্তিরও আত্মবিচার অভ্যাসদ্বারা ক্রমশঃ বিবেকজ্ঞান নির্ম্মলীকৃত হয়। (মুমুক্ষুব্যক্তিরা যতই আত্মতত্ত্ব বিচারের পর্য্যালোচনা করিবে, ততই তাহাদিগের বিবেক শক্তির বৃদ্ধি হইয়া জ্ঞানের পরিপাক হইতে থাকে) ॥ ২০৮ ॥

বিবিচ্যতা ভোক্তৃতত্ত্বং জাগ্রদাদিষ্বসঙ্গতা।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিত্বমধ্যবসীয়তে ॥ ২০৯ ॥
যত্র যদ্ দৃশ্যতে দ্রষ্টা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
তত্রৈব তন্নেতরত্রেত্যনুভূতির্হি সম্মতা ॥ ২১০ ॥

বিবেকবৈশদ্যস্য ফলমাহ বিবিচ্যতেতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ভোক্তৃতত্ত্বং ভোক্তুঃ পারমার্থিকস্বরূপং বিবিচ্যতা ভোগ্যজড়জাতেভ্যো ভেদেন জানতা পুরুষেণ জাগ্রদাদিষু জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষ্ববস্থাসু সাক্ষিত্বসঙ্গতাধ্যবসীয়তে নিশ্চীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ২০৯ ॥

অন্বয়ব্যতিরেকৌ দর্শয়তি যত্রেতি। জাগ্রদাদিষু মধ্যে যত্র যস্মিন্ স্থানে জাগরি স্বপ্নে সুষুপ্তৌ বা যৎ স্থূলং সূক্ষ্মমানন্দশ্চেতি ত্রিবিধং দ্রষ্টা সাক্ষিণা দৃশ্যতেঽনুভূয়তে তদ্বস্তু তত্রৈব তস্যামবস্থায়াং তিষ্ঠতি ইতরত্র ন ইতরয়োরবস্থায়োর্নাস্তি দ্রষ্টা তু সর্ব্বত্রানুগততয়া বর্ত্ততে ইত্যনুভবঃ সর্ব্বসম্মতঃ হি প্রসিদ্ধমেতদিত্যর্থঃ ॥ ২১০ ॥

আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনাদ্বারা জ্ঞানের পরিপাক হইলে, ভোক্তার তত্ত্ববিচারবশতঃ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থচৈতন্যের অসঙ্গস্বরূপের পরিজ্ঞান নিশ্চয় হইতে থাকে। (পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অন্বয়ানুমান ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা জাগ্রদাদি অবস্থার সাক্ষীস্বরূপ অসঙ্গচৈতন্যের স্বরূপজ্ঞান বদ্ধমূল হয়; কখনও সেই জ্ঞানে সংশয় থাকে না) ॥ ২০৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অন্বয়ানুমান ও ব্যতিরেকানুমানদ্বারা অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আত্মার স্বরূপের পরিজ্ঞান নিশ্চয় হয়। এই শ্লোকে সেই অন্বয়ানুমান ও ব্যতিরেকানুমান নিরূপণ করিতেছেন।—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে কি জাগ্রৎ অবস্থাতে, কি স্বপ্নাবস্থাতে, কি সুষুপ্তি অবস্থাতে, অথবা যে যে স্থানে স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ এই ত্রিবিধ বস্তু দেখা যায় এবং সকল অবস্থাতে ও সকল স্থানেই যে যে পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহা সেই অবস্থারই পদার্থ। সেই সকল অবস্থার পদার্থের অন্য অবস্থায় উপলব্ধি হয় না। কিন্তু দ্রষ্টা জীব স্বয়ং সকল অবস্থাতেই গমন করেন, এই প্রকার যে অনুভবজ্ঞান, তাহাকেই অন্বয় ও ব্যতিরেকানুমান বলা যায় ॥ ২১০ ॥

स यत् तत्रेक्षते किञ्चित्तेनानन्वागतो भवेत् ।
दृष्ट्वैव पुण्यं पापञ्चेत्येवं श्रुतिषु डिण्डिमः ॥ २११ ॥
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यादिप्रपञ्चं यत् प्रकाशते ।
तद् ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्व्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥ २१२ ॥
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ।

न केवलमनुभवः किन्त्वागमोऽपीत्यभिप्रायेण स यत् तत्र किञ्चित् पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष स वा एष एतस्मिन् सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्ट्वैव पुण्यञ्च पापञ्च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्या द्रवतीत्यादि वाक्यद्वयमर्थतः पठति स यत तत्रेति। स आत्मा तत्र तस्यामवस्थायां यत् किञ्चित् भोग्यम् ईक्षते पश्यति तेन दृश्येनानन्वागतो भवेदननुगत्य गतो न भवेत् किन्तु स्वयमेवावस्थान्तरं गच्छतीत्यर्थः पुण्यं पुण्यफलं सुखं पापं तत्फलं दुःखञ्च दृष्ट्वैवानादायेत्यर्थः ॥ २११ ॥

श्रीतृतत्त्वविवेचनपराणि श्रुत्यन्तराणि दर्शयति जाग्रत्स्वप्नेति। यत् सत्यज्ञानानन्द स्वरूपं ब्रह्म साक्षिरूपेणावस्थितं तत् जाग्रदादिप्रपञ्च प्रकाशते प्रकाशयति तत् ब्रह्माहमस्मि नबुद्धिचिदाभासाद्यहमस्मीति ज्ञात्वा श्रुत्यनुभवाभ्यां निश्चित्य सर्व्वप्रतिबन्धैः प्रमातृत्वकर्तृत्वादिभिः प्रमुच्यते प्रकर्षेण सर्वात्मना मुच्यते ॥ २१२ ॥

एक एवात्मेति। जाग्रदादिष्ववस्थासु एक एवात्मा मन्तव्यः एवं विवेकज्ञानेन स्थान

শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বোক্ত দ্রষ্টাজীব সেই সকল স্বপ্নাদি অবস্থাতে যে সকল বিষয় উপলব্ধি করেন, সেই সকল বিষয়ের অবস্থান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তাহাদিগের সহিত সেই দ্রষ্টাজীবের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না। তিনি যে অবস্থাতে যে সকল বিষয়ভোগ করেন, সেই সকল বিষয় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেও তিনি সেই পূর্ব্ব অবস্থাতেই থাকেন। কিন্তু কখন কখন স্বয়ংই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২১১ ॥

"পূর্ব্বোক্ত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়স্বরূপ এই প্রপঞ্চবিশ্ব যিনি প্রকাশ করিতেছেন, আমি সেই নিত্যচৈতন্য পরমব্রহ্মস্বরূপ" যিনি এই প্রকার জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইয়া নিত্যধামে গমন করিতে পারেন ॥ ২১২ ॥

"আত্মা জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়েই একরূপে থাকেন, তিনি

स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥ २१३ ॥
त्रिषु धामसु यत् भोग्यं भोक्ता भोगश्च यद् भवेत् ।
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥ २१४ ॥
एवं विवेचिते तत्त्वे विज्ञानमयशब्दितः ।
चिदाभासो विकारी यो भोक्तृत्वं तस्य शिष्यते ॥ २१५ ॥

त्रयव्यतीतस्यावस्थात्रयात् विविक्तस्यात्मनः पुनर्जन्म न विद्यते एतच्छरीरपातानन्तरं शरीरान्तरप्राप्तिर्नास्तीत्यर्थः ॥ २१३ ॥

त्रिषु धामस्विति । त्रिषु धामसु त्रिष्ववस्थानेषु यद् भोग्यं स्थूलप्रविविक्तानन्दरूपं यश्च भोक्ता विश्वतैजसप्राज्ञरूपो यश्च भोगस्तदनुभवरूपश्चेति विद्यन्ते तेभ्यः स्थानादिभ्यो विलक्षणो यश्चिन्मात्ररूपः साक्षी सदाशिवः निरतिशयानन्दरूपत्वेन सर्व्वदा शोभनः परमात्मास्ति सोऽहमस्मीत्यर्थः ॥ २१४ ॥

एवं विवेकेनात्मतत्त्वेऽसङ्गे निश्चिते सति भोक्तृत्वं कस्य इत्यत आह एवमिति । यो विज्ञानमयशब्देनाभिधीयमानः चिदाभासस्तस्य विकारित्वात् भोक्तृत्वमित्यर्थः ॥ २१५ ॥

অদ্বিতীয়" যে ব্যক্তি এইরূপে তিন অবস্থাতেই তাঁহাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন, সেই ব্যক্তি সংসারে জন্মমৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহার আর পুনর্ব্বার জন্ম বা মৃত্যু যাতনাভোগ হয় না। (তাহার এই শরীরের পতন হইলে পুনর্ব্বার শরীরান্তর পরিগ্রহ হইতে পারে না) ॥ ২১৩ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ আছে, আত্মা সেই সকল পদার্থের অতীত। তিনি মঙ্গলময় ও শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ এবং উক্তরূপ আত্মাই আমি, এইরূপ বিচারকে আত্মতত্ত্ব-বিচার বলা যায় ॥ ২১৪ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা অসঙ্গচৈতন্যের আত্মত্ব স্থিরীকৃত হইল, এইক্ষণ কাহাকে ভোক্তা বলা যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় ভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত প্রকার যুক্তি অনুসারে আত্মতত্ত্ববিচার করিয়া এই প্রতিপন্ন হইল যে, যিনি বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য, বিকারী, উভয়াত্মক ও আভাস-

मायिकोऽयं चिदाभासः श्रुतेरनुभवादपि ।
इन्द्रजालं जगत् प्रोक्तं तदन्तःपात्ययं यतः ॥ २१६ ॥
विलोपोऽस्य सुषुप्त्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते ।
एतादृशं स्वस्वभावं विविनक्ति पुनः पुनः ॥ २१७ ॥
विविच्य नाश्यं निश्चित्य पुनर्भोग्यं न वाञ्छति ।

ननु चिदाभासस्य भोक्तृत्वाङ्गीकारे कस्य कामायेति वचो भोक्तृभावविवक्षयेति पूर्वोक्तं विरुध्येत इत्याशङ्क्य तस्य वचनस्य पारमार्थिकभोक्तृभावपरत्वमभिप्रेत्य भोक्तुश्चिदाभासस्य मिथ्यात्वं साधयति मायिकोऽयमिति। अयं चिदाभासो मायिको मृषात्मकः श्रुतेः जीवेशावाभासेन करोतीति श्रुतेः अनुभवादपि द्रष्टादित्रितयमध्यवर्त्तित्वेनानुभूयमानत्वादपीत्यर्थः। तदेवोपपादयति इन्द्रजालमिति। इन्द्रजालवन्मिथ्याभूते जगत्यन्तर्भूतत्वादस्यापि मिथ्यात्वं तत्त्वतोऽनुभूयते विद्वद्भिरिति शेषः। यस्माज्जगदन्तःपाती इत्यतो मृषेति योजना ॥ २१६ ॥

अस्य जगत इव विनाशित्वानुभवादपि मृषात्वमित्याह विलोपोऽस्येति। सुषुप्त्यादि रादिशब्दार्थः। भवतु मृषात्वं ततः किमित्यत आह एतादृशमिति। यदा कूटस्थाद् विवेचितश्चिदाभासो मायिको जातस्तदा स्वस्वभावं स्वतत्त्वम् एतादृशं मृषात्मकं पुनः पुन र्विविनक्ति कूटस्थाद् विविच्य जानाति ॥ २१७ ॥

চৈতন্যস্বরূপ জীব, তিনিই এই জগতে ভোক্তা। জীবভিন্ন ভোক্তা আর কেহ হইতে পারে না, অতএব জীবেরই ভোক্তৃত্ব নিরূপিত হইল ॥ ২১৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জীবের ভোক্তৃত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, এই শ্লোকে সেই জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—শ্রুতিপ্রমাণ ও অনুভবদ্বারা জানা যায় যে, জীবের স্বরূপ মায়াময় ; যেহেতু এই জগৎ ইন্দ্রজালরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব সেই জগতের অন্তঃপাতী এই জীবকেও মায়াময় বলিয়া স্বীকার করা যায় ॥ ২১৬ ॥

এই জীব সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতে লয়প্রাপ্ত হয়, কেবল সাক্ষীস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য তাহা অনুভব করেন। জীব এই প্রকার স্বীয় অনিত্যমায়িক স্বভাব পুনঃ পুনঃ আলোচনা করেন ॥ ২১৭ ॥

মুমূর্ষু ব্যক্তি যখন মৃত্যু অবস্থায় ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকে, তখন যেমন

মুমূর্ষুঃ স্রিয়তো ভূমৌ বিবাহং কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ২১৮ ॥
জিহ্রেতি ব্যবহর্ত্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতি পূর্ব্ববৎ।
ছিন্ননাস ইব হ্রীতঃ ক্লিশ্যন্নারব্ধমশ্নুতে ॥ ২১৯ ॥
যদা স্বস্যাপি ভোক্তৃত্বং মন্তুং জিহ্রেত্যয়ং তদা।

নত্বীঽপি কিমিত্যত আহ বিবিচ্য নাশ্যমিতি। স্ববিনাশনিশ্চয়ে ভোগেচ্ছাভাবে দৃষ্টান্তমাহ মুমূর্ষুরিতি ॥ ২১৮ ॥

কিঞ্চ পূর্ব্ববদহং ভোক্তেতি ব্যবহর্ত্তুমপি লজ্জত ইত্যাহ জিহ্রেতীতি। তর্হি জ্ঞানীদস্য তদনন্তরং প্রারব্ধাবসানপর্য্যন্তং কথং ব্যবহরতীত্যত আহ ছিন্ননাস ইতি। হ্রীতো লজ্জিতঃ ক্লিশ্যন্নিদানীমপি কর্ম্ম ক্ষীয়তে ইতি ক্লেশমনুভবন্ প্রারব্ধমশ্নুতে প্রারব্ধকর্ম্মফলং ভুঙ্‌ক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২১৯ ॥

ইদানীং জ্ঞানানন্তরং সাক্ষিণো ভোক্তৃত্বাভাবঃ কৈমুতিকন্যায়সিদ্ধ ইত্যাহ যদেতি। অয়ং

তাহার আর বিবাহ করিতে ইচ্ছা হয় না। সেইরূপ জীব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে বিচারদ্বারা আপনার অনিত্যমায়িকস্বভাব নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার আর বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয় না। (যে আপনার অবশ্যম্ভাবী বিনাশ নিশ্চয় করিয়াছে, সে কখনও বিষয়ভোগ করিতে চাহে না) ॥ ২১৮ ॥

জ্ঞানিগণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি অনুসারে যখন বিষয়ের অনিত্যত্ব নিশ্চয় করেন, তখন তিনি আপনাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতেও ঘৃণাবোধ করিয়া থাকেন। যদি জ্ঞানিদিগের আপনাকে ভোক্তা বলিতেও ঘৃণাবোধ হয়, তবে তাহারা প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগাবসানপর্য্যন্ত কিরূপে বিষয়ভোগ করেন? ইহার উত্তর এই যে, যেমন কোন ব্যক্তির নাসিকা কর্ত্তন করিয়া ফেলিলে, সেই ব্যক্তি নিতান্ত লজ্জায় জড়ীভূত হইয়াই লোকসমাজে মুখ দেখায়, সেইরূপ জ্ঞানীব্যক্তিও নিতান্ত লজ্জায় ক্লিষ্ট হইয়া প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ অগত্যা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলমাত্র ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১৯ ॥

"আমিই জগতের যাবতীয় বিষয়ভোগ করি, সুতরাং আমিই ভোক্তা।" জীব যখন এইরূপে আপনাকে ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করে, তখন সাক্ষিস্বরূপ অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে ভোক্তৃত্বের যে আরোপ হয়, তাহা মিথ্যা এই কথা অযথার্থ হইতে পারে না। "অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ

साक्षिण्यारोपयेदेतदिति कैव कथा वृथा ॥ २२० ॥
इत्यभिप्रेत्य भोक्तारमाक्षिपत्यविशङ्कया ।
कस्य कामायेति ततः शरीरानुज्वरो न हि ॥ २२१ ॥
स्थूलं सूक्ष्मं कारणञ्च शरीरं त्रिविधं स्मृतम् ।
अवश्यं त्रिविधोऽस्त्येव तत्र तत्रोचितो ज्वरः ॥ २२२ ॥

चिदाभासः स्वस्यापि भोक्तृत्वं मन्तुम् अहं भोक्तेति ज्ञातुं जिह्रेति विलज्जते यदा तदा एतत् स्वगतं भोक्तृत्वं साक्षिण्यसङ्गे आरोपयदिति वृथा कथार्थशून्या कैव न कापीत्यर्थः ॥ २२० ॥

उक्तमर्थं श्रुत्यारूढ़ं करोति इत्यभिप्रेत्येति। कस्य कामायेति श्रुतिरित्यर्थः। कूटस्थस्य चिदाभासस्य वा पारमार्थिकभोक्तृत्वाभावमभिप्रेत्याविशङ्कया शङ्काराहित्येन भोक्तारमाक्षिपति निराकरोति। भवत्वेवं भोक्त्राक्षेपः ततः किमित्यत आह तत इति। ज्वरो ज्वरवत् सन्तापः ॥ २२१ ॥

तत्त्वविदः शरीरानुज्वराभावं दर्शयितुं शरीरभेदं तत्र तत्र ज्वरसद्भावञ्च दर्शयति स्थूलमिति ॥ २२२ ॥

সর্ব্বসাক্ষী আত্মা কোন বিষয়ভোগ করেন না” এই কথাই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ২২০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবচৈতন্য বাস্তবিক অসঙ্গকূটস্থচৈতন্যের স্বরূপমাত্র। অজ্ঞানবশতই তাঁহাতে মিথ্যা ভোক্তৃত্বের আরোপ হয়। এই তাৎপর্য্য অভিপ্রায় করিয়া শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে জীব সর্ব্ববিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানোদয়ের পর জীবের কোন বিষয়ে কামনামাত্রও থাকে না; সুতরাং তখন জীব আর কি কামনায় বা কোন্ বিষয়ে স্পৃহা করিয়া শরীরের অনুগামী হইয়া জীর্ণ হইবে?। স্বরূপতঃ জীব অসঙ্গ। (শরীরের অনুবর্ত্তী না হইলে জীবের কোনরূপ দুঃখভোগ হইতে পারে না) ॥ ২২১ ॥

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে কেবল শরীরমাত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াই এই সংসারে জীর্ণ ও সন্তাপিত হয়েন না, তাহা নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ ত্রিবিধ শরীর ও সেই সেই শরীরের অভ্যন্তরস্থ জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—প্রাণিমাত্রেরই স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণ শরীর এই তিনপ্রকার শরীর আছে,

বাতপিত্তশ্লেষ্মজন্যা ব্যাধয়ঃ কোটিশস্তনৌ।
দুর্গন্ধত্বং কুরূপত্বং দাহভঙ্গাদয়স্তথা ॥ ২২৩ ॥
কামক্রোধাদয়ঃ শান্তিদান্ত্যাদ্যা লিঙ্গদেহগাঃ।
জ্বরাদ্বয়েঽপি বাধন্তে প্রাপ্ত্যপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ ॥ ২২৪ ॥

তত্র স্থূলশরীরে জ্বরাংস্তাবদাহ বাতপিত্তেতি ॥ ২২৩ ॥

সূক্ষ্মশরীরে জ্বরান্ দর্শয়তি কামেতি। কামাদীনাং শান্ত্যাদীনাঞ্চ জ্বরত্বমুপপাদয়তি দ্বয়ে ইতি। দ্বয়েঽপি দ্বিধা অপি ক্রমেণ প্রাপ্ত্যপ্রাপ্তিভ্যাং নরং বাধন্তে অতো জ্বরসাম্যাৎ জ্বরা ইত্যুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২২৪ ॥

এবং এই তিনপ্রকার শরীরেই সেই সেই শরীরের উপযুক্ত তিনপ্রকার জ্বর অবশ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২২২ ॥

প্রথমতঃ স্থূলশরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন,—স্থূলশরীরের যে জ্বর আছে, তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যেহেতু বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত কোটি কোটি ব্যাধি স্থূলশরীরকে আক্রমণ করে এবং তাহাতে দুর্গন্ধত্ব, কুরূপত্ব, গাত্রদাহ ও স্বরভঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার দোষ জন্মে, এই সকলই স্থূলশরীরের জ্বর। এতদ্ভিন্ন কতপ্রকার অসংখ্য যন্ত্রণা যে শরীরে উপস্থিত হয়, তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে? প্রায় সকল জীবের শরীরেই উক্ত দোষসকল অনুভূত হয়, অতএব স্থূলশরীরে যে জ্বর আছে, তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল ॥ ২২৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে স্থূলশরীরের জ্বর নির্ণয় করিয়া এই শ্লোকে সূক্ষ্ম ও লিঙ্গশরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইহারা সূক্ষ্মশরীরবর্ত্তী জ্বর এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা ইহাদিগকে লিঙ্গশরীরের জ্বর বলা যায়, যেহেতু কামাদি সকলই আপন অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিতে জীবের ক্লেশের কারণ হইয়া থাকে। (যখন অভিলষিত বস্তুর লাভ হয় না এবং অনভিমত বস্তুর প্রাপ্তি হয়, তখন সকলেরই মনে ক্লেশ উপস্থিত হইয়া থাকে, ইহা সকল জীবই অনুভব করিতে পারে; সুতরাং কামক্রোধাদিদ্বারা যে, লিঙ্গশরীর জীর্ণ হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল।) অতএব কামক্রোধাদিকে লিঙ্গশরীরের জ্বর বলা যায় ॥ ২২৪ ॥

स्वं परञ्च न वेत्त्यात्मा विनष्ट इव कारणे ।
आगामिदुःखबीजञ्चेत्येतदिन्द्रेण दर्शितम् ॥ २२५ ॥
एते ज्वराः शरीरेषु त्रिषु स्वाभाविका मताः ।
वियोगे तु ज्वरैस्तानि शरीराण्येव नासते ॥ २२६ ॥

कारणशरीरगतो ज्वरः छान्दोग्यश्रुतावुक्त इत्याह स्वं परञ्चेति । नहि खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति वाक्येन स्वपरज्ञानशून्यत्वमज्ञाने नष्टप्रायत्वं परेद्युरागामिदुःखबीजवासनासद्भावश्च इन्द्रेण शिष्येण गुरोः प्रजापतेः पुरतो निवेदितमित्यर्थः ॥ २२५ ॥

एवं त्रिष्वपि शरीरेषु ज्वरानभिधाय तेषामपरिहार्य्यत्वमाह एत इति । त्रिष्वपि शरीरेषु प्रतीयमाना एते ज्वराः शरीरैः सहोत्पन्नत्वेन स्वाभाविकाः सम्मताः । स्वाभाविकत्वं व्यतिरेकमुखेन द्रढ़यति वियोगेत्विति । यतः कारणात् एभिर्ज्वरैस्तेषां शरीराणां वियोगे तानि शरीराणि नासते एव नैव भवन्ति अतः स्वाभाविका इत्यर्थः ॥ २२६ ॥

এইরূপে ছান্দোগ্য শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শনদ্বারা কারণ শরীরের জ্বর নিরূপণ করিতেছেন।—ঐ শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মার নিকট ইন্দ্র কহিয়াছেন, সুষুপ্তিসময়ে জগতের কারণ অজ্ঞান বিনষ্টপ্রায় হইলেই জীব আপনাকে কিম্বা অপরকে জানিতে পারে না; (যখন জীবের অজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, তখনই আত্মপর বোধ হয়। অজ্ঞানের বিনাশে কেবা আপন, কেবা পর কিছুই বোধ হয় না।) কিন্তু সেই সময়েও ভবিষ্যৎকালে দুঃখের কারণস্বরূপ যে বাসনারূপ বীজ বিদ্যমান থাকে, এই বাসনাকেই কারণ শরীরের জ্বর বলা যায় ॥ ২২৫ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে যে তিনপ্রকার শরীরের তিনরূপ জ্বর নিরূপিত হইয়াছে, ঐ সকল জ্বর সেই সেই শরীরের স্বভাব সিদ্ধ বলিয়া জানিবে। কারণ ঐ সকল জ্বরের অভাবে শরীর সকল কোনরূপেও থাকিতে পারে না। (ঐ সকল জ্বর শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় এবং উহাদিগের নাশেই শরীরের বিনাশ হইয়া থাকে) ॥ ২২৬ ॥

तन्तोर्व्वियुज्येत पटो वालेभ्यः कम्बलो यथा ।
मृदो घटस्तथा देहो ज्वरेभ्योऽपीति दृश्यताम् ॥ २२७ ॥
चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वरो नास्ति यतश्चितः ।
प्रकाशैकस्वभावत्वमेव दृष्टं न चेतरत् ॥ २२८ ॥
चिदाभासेऽप्यसम्भाव्या ज्वराः साक्षिणि का कथा ।

तत्र दृष्टान्तमाह तन्तोरिति ॥ २२७ ॥

इदानीं कूटस्थे ज्वराभावं कैमुतिकन्यायेन दिदर्शयिषुश्चिदाभासे तावज्ज्वराभावं दर्शयति चिदाभासे इति। चिदाभासे खलुः शरीरत्रयगतज्वरसम्बन्धमन्तरेण न कोऽपि ज्वरः विद्यते। कुत इत्यत आह यतश्चित इति। चितः प्रकाशैकस्वभावस्य विद्वदनुभवसिद्धत्वात् तत्प्रतिबिम्बितस्यापि चिदाभासस्य तथात्वमिष्टव्यमित्यभिप्रायः ॥ २२८ ॥

यदर्थं चिदाभासे ज्वराभाव उपपादितस्तदिदानीं दर्शयति चिदाभास इति। यदा

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শরীরগত জ্বরসকল শরীরের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহাদিগের নাশেই শরীরের বিনাশ সাধন হয়, এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে।—যেমন বস্ত্রমধ্যগত সূত্রসকল বিযুক্ত হইলে আর সেই বস্ত্র থাকে না, কম্বলস্থ লোমসকল বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলে সেই কম্বলকে আর কম্বল বলা যায় না এবং ঘটগত মৃত্তিকা বিনষ্ট হইলে পুনর্ব্বার সেই ঘটকে দেখা যায় না। সেইরূপ শরীরের অভ্যন্তরবর্ত্তী বাতপিত্তাদি জ্বরসকল বিনষ্ট হইলে আর সেই শরীরও থাকিতে পারে না ॥ ২২৭ ॥

এইক্ষণ আভাসচৈতন্যরূপ জীবের স্বরূপে এবং সাক্ষিচৈতন্যরূপ পরব্রহ্মেতে জ্বরাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন।—জীবের চৈতন্যস্বরূপে পূর্ব্বোক্ত কোনপ্রকার জ্বর সম্ভব হয় না, যেহেতু চৈতন্যের প্রকাশস্বভাব ব্যতীত তাঁহার আর স্বভাবের বৈলক্ষণ্য হয় না। (তিনি সর্ব্বদাই একরূপ অবস্থাতে থাকেন; সুতরাং তাঁহার অন্য কোন জ্বর নাই, কেবল শরীরত্রয় সম্বন্ধেই জীবের জ্বর বলা যাইতে পারে) ॥ ২২৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের জ্বরাভাব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এই শ্লোকে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্বরাভাব প্রতিপাদন করি-

एवमेवैकतां मेने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २२९ ॥
साक्षिसत्यत्वमध्यस्य स्वेनोपेते वपुस्त्रये ।
तत् सर्वं वास्तवं स्वस्य स्वरूपमिति मन्यते ॥ २३० ॥
एतस्मिन् भ्रान्तिकालेऽयं शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ।
स्वयमेव ज्वरामीति मन्यते हि कुटुम्बिवत् ॥ २३१ ॥

चिदाभासेऽपि ज्वरा: न सम्भाव्यन्ते तदा न साक्षिण्यि सम्भवन्तीति किमुत वक्तव्यमिति भाव:। ननु तर्ह्यहं ज्वरामीत्यनुभवस्य का गतिरित्यत आह एवमिति ॥ २२९ ॥

एकतां मेन इति संक्षेपेणोक्तमर्थं प्रपञ्चयति साक्षीति। चिदाभास: स्वेन सहिते शरीरत्रये साक्षिगतं सत्यत्वम् अध्यस्य तत् सर्व्वं ज्वरवत् शरीरत्रयं स्वस्य वास्तवं रूपम् इति मन्यत इत्यर्थ: ॥ २३० ॥

एवं भ्रान्तिप्राप्तै सति किं भवतीत्यत आह एतस्मिन्निति। अयं चिदाभास: अस्यां भ्रान्तिवेलायां शरीरनिष्ठं ज्वरं स्वात्मन्यारोपयतीत्यर्थ:। तत्र दृष्टान्तमाह कुटुम्बिवदिति ॥ २३१

তেছেন।—যদি আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের জ্বর অসম্ভব হইল, তবে সাক্ষি-চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের জ্বর নাই, ইহা অবশ্যই প্রতীয়মান হইবে। জীবের যে কখন কখন জ্বর অনুভূত হয়, তাহা অজ্ঞানের ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে। কারণ, অজ্ঞানী ব্যক্তিরাই জীবের জ্বর স্বীকার করিয়া থাকে ॥ ২২৯ ॥

সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সত্যত্ব আছে, অজ্ঞানবশতঃ ঐ সত্যত্ব স্থূলশরীর, লিঙ্গশরীর ও কারণশরীর এই শরীরত্রয়ে আরোপ করিয়া অজ্ঞানীরা ঐ শরীরত্রয়কে সত্যজ্ঞান করে এবং ঐ সকল শরীরকে আভাসচৈতন্যের স্বরূপ বলিয়া জানে। এই সকল জ্ঞানই ভ্রান্তিবশতঃ হয় ॥ ২৩০ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত ভ্রান্তি উপস্থিত হয়, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ শরীরের জ্বর দর্শন করিয়া "আমি জীর্ণ হইলাম" লোকের এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, অর্থাৎ ত্রিবিধ শরীরের জ্বরদ্বারাই জীব স্বয়ং জীর্ণ বলিয়া জ্ঞান করে; স্বরূপতঃ তাহা সত্য নহে। যেহেতু জীবের জ্বর যে অসম্ভব, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। যেমন অসংসারী চৈতন্যেতে সংসারিত্বের মিথ্যা

पुत्रदारेषु तप्यत्सु तप्यामीति यथा वृथा।
मन्यते पुरुषस्तद्वदाभासोऽप्यभिमन्यते ॥ २३२ ॥
विविच्य भ्रान्तिमुज्झित्वा स्वमप्यगणयन् सदा।
चिन्तयन् साक्षिणं कस्मात् शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ २३३ ॥
अयथावस्तुसर्पादिज्ञानं हेतुः पलायने।

दृष्टान्तं विशदयति पुत्रेति ॥ २३२ ॥

एवमविवेकदशायां चिदाभासे भ्रान्त्या ज्वरं प्रदर्श्य विवेकदशायां तदभावं दर्शयति विविच्येति। चिदाभासः कूटस्थं स्वात्मानं शरीराणि च विविच्य भेदेन ज्ञात्वा इदं सर्व्वं मम वास्तवरूपमिति मन्यते इत्युक्तां भ्रान्तिं परित्यज्य स्वस्याभासरूपलक्षणेन स्वमित्यनादरं कुर्व्वन् स्वस्य निजं रूपं ज्वरादिरहितं साक्षिणं सदा चिन्तयन् कस्मात् शरीरमनुसंज्वरेत् इति ज्वरवत् शरीरमनुसृत्य स्वयं कस्मात् संज्वरेत् न संज्वरेदेवेत्यर्थः ॥ २३३ ॥

भ्रान्तिज्ञानतत्त्वज्ञानयोर्ज्वरतदभावकारणत्वं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति अयथावस्त्विति रज्ज्वादौ कल्पितस्य सर्पादिज्ञानं पलायने कारणं भवति आदिशब्देन स्थाणौ कल्पितचौरो

আরোপ হয়, সেইরূপ জ্বরশূন্য জীবের জ্বরের মিথ্যা আরোপ হইয়া থাকে ॥ ২৩১ ॥

যেমন পুত্রকলত্রাদি পরিবারের মধ্যে কাঁহারও জ্বরাদি হইলে অজ্ঞানবশতঃ "আমিই জীর্ণ হইলাম" এইরূপ বৃথা পরিতাপ ও শোক উপস্থিত হয়, সেইরূপ শরীরত্রয়ের জ্বর অনুভব করিয়াই অজ্ঞানবশতঃ জীব সেই সকল জ্বর আপনার জ্বর বলিয়া স্বীকার করে। ইহা কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য ॥২৩২॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরই স্বীয় শরীরে আপনার জ্বরবোধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীদিগের সেইরূপ বোধ হয় না। কারণ তাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই আপনার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনাকে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ জ্ঞান করে; সুতরাং তখন আর তাঁহারা শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া জীর্ণ হইবেন কেন? ॥ ২৩৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জ্ঞানীব্যক্তিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে তাঁহারা আর শরীরের অনুবর্ত্তী হয়েন না। এইক্ষণ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা উক্ত

रज्ज्वज्ञानेऽहिधीध्वस्तौ कृतमप्यनुशोचति ॥ २२४ ॥
मिथ्याभियोगदोषस्य प्रायश्चित्तत्वसिद्धये।
क्षमापयन्निवात्मानं साक्षिणं शरणं गतः ॥ २२५ ॥
आवृत्तपापनुत्यर्थं स्नानाद्यावर्त्तते यथा।

रज्ज्वज्ञाने रज्ज्वादिज्ञानेन सर्पादिबुद्धिनिवृत्तौ तदपि पलायनमनुशोचति वृथा कृतं मयेत्यनुतप्यत इत्यर्थः ॥ २२४ ॥

साक्षिणं सदाऽऽश्चिन्तयन्नित्युक्तं दृष्टान्तेन स्पष्टयति मिथ्याभियोगदोषस्येति। यथा लोके मिथ्याभियोगकर्त्ता तद्दोषस्य प्रायश्चित्तार्थं पुनः पुनः क्षमापयति एवमयं चिदाभासोऽपि साक्षिण्यसङ्गात्मनि मोक्तृत्वाद्यारोपलक्षणमिथ्याभियोगदोषप्रायश्चित्तार्थं साक्षिणमात्मानं क्षमापयन्निव शरणं गतः ॥ २२५ ॥

तत्रैव दृष्टान्तान्तरमाह आवृत्तेति आवृत्तपापनुत्यर्थं। यथा पापकारिणा पुरुषेणावृत्त

অর্থের সপ্রমাণ প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হইলে সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও পলায়নের কারণ হয় এবং যখন সেই ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়া প্রকৃত রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হয়, তখন পূর্ব্বে যে সর্পভ্রমে পলায়ন করা হইয়াছিল, তদ্বিষয়েও লজ্জা উপস্থিত হয় এবং বৃথা পলায়ন করা হইয়াছিল, এই বলিয়াও অনুশোচনা হইতে থাকে; সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে পূর্ব্বে যে অজ্ঞানবশতঃ জরাদির অনুভব হইয়াছিল, তাহাতেও ঘৃণা উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ২৩৪ ॥

যেমন কোন ব্যক্তির প্রতি মিথ্যা অপবাদ করিলে সেই অপবাদরূপ দোষের শান্তির নিমিত্ত অপবাদকর্ত্তা সেই ব্যক্তির নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করে, সেইরূপ যদি কেহ ভ্রান্তির বশীভূত হইয়া জীবেতে মিথ্যা সংসারিত্ব আরোপস্বরূপ অপবাদ করেন, তবে সেই মিথ্যা আরোপিত অপবাদদোষের শান্তির নিমিত্ত জীবের সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার শরণাগত হইতে হইবে। (যদি জীবের সংসারিত্ব ভ্রম হয়, তাহাহইলে আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলেই সেই ভ্রম বিনাশ পায়) ॥ ২৩৫ ॥

যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্য করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যেমন সেই সকল

आवर्त्तयन्निव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ २३६ ॥
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विलज्जते ।
जानतोऽपि तथाभासः स्वप्रख्यातौ विलज्जते ॥ २३७ ॥
गृहीतो ब्राह्मणो म्लेच्छैः प्रायश्चित्तं चरन् पुनः ।
म्लेच्छैः सङ्कीर्य्यते नैव तथाभासः शरीरकैः ॥ २३८ ॥

पापनुत्यर्थमभ्यस्तपापापनोदनाय विहितं स्नानादिकं प्रायश्चित्तमावर्त्तते पुनः पुनरनुष्ठीयते तथायमपि चिरं साक्षिणि संसारित्वारोपणदोषपरिहाराय ध्यानं परिवर्त्तयन्निव सदा साक्षिपरायणो भवति ॥ २३६ ॥

एवं साक्षिपरत्वं दृष्टान्तेनोपवर्ण्य स्वगुणप्रख्यापने लज्जावत्त्वं सदृष्टान्तमाह उपस्थेति ॥२३७॥

इदानीं शरीरत्रयाद् विविचितस्य चिदाभासस्य पुनस्तैः सह तादात्म्यभ्रमाभावे दृष्टान्तमाह गृहीत इति ॥ २३৮ ॥

পূর্ব্বাচরিত পাপের বিনাশের নিমিত্ত বারম্বার স্নানদানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করে, সেইরূপ জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব আরোপরূপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত জীব সর্ব্বদা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বচিন্তনে তৎপর হইবে। (তাহাতেই জীবের মিথ্যা সংসারিত্ব ভ্রম নিবারিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইতে থাকে) ॥ ২৩৬ ॥

যেমন কোন বারবিলাসিনীর কোন অঙ্গবিশেষে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলে, সেই বারাঙ্গনা কোন পরিচিত পুরুষের সহিত বিলাস করিবার সময়ে সেই কুষ্ঠরোগ স্মরণ করিয়া লজ্জাবোধ করে, সেইরূপ জীবের তত্ত্বজ্ঞান হইলে সেই জীব আপনার অজ্ঞানিত্বরূপ পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করিতেও লজ্জা অনুভব করে ॥ ২৩৭ ॥

কোন ব্রাহ্মণ দৈবাৎ ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়াছিল, এই নিমিত্ত সেই ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধিলাভ করিলে পর, তখন যেমন সে আর পুনর্ব্বার ম্লেচ্ছসংসর্গ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সেইরূপ জীব একবার তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিলে, সে আর ত্রিবিধ শরীরেতে অভিমান করিতে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে আর "আমি শরীরী" জীবের এইরূপ অভিমান হইতে পারে না ॥ ২৩৮ ॥

यौवराज्ये स्थितो राजपुत्रः साम्राज्यवाञ्छया।
राजानुकारी भवति तथा साक्ष्यनुकार्ययम् ॥ २३९ ॥
यो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवत्येष इति श्रुतिम्।
श्रुत्वा तदेकचित्तः सन् ब्रह्म वेत्ति न चेतरत् ॥ २४० ॥

न केवलं स्वापराधनिवृत्तये साक्ष्यनुकरणं किन्तु महत्प्रयोजनसिद्ध्यर्थमपीति सिंहावलोकनन्यायेन सदृष्टान्तमाह यौवराज्य इति। राजानुकारी भवति राजेव प्रजानुरञ्जनादिगुणवान् भवतीत्यर्थः ॥ २३९ ॥

ननु युवराजस्य राजानुसरणे साम्राज्यं फलं दृश्यते नैवं साक्ष्यनुसरणे अतः कथं प्रवर्त्तत इत्याशङ्क्याह यो ब्रह्म वेदेति। स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नास्याब्रह्मवित् कुले भवति शोकं तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो ऽमृतो भवतीति श्रुतौ ब्रह्मभावादिरूपस्य फलस्य श्रूयमाणत्वात् तत्फलवाञ्छया साक्ष्यनुसरणे प्रवर्त्तनं युक्तमित्यर्थः ॥ २४० ॥

যখন কোন রাজা স্বীয় পুত্রকে আপন সহকারী করিবারউদ্দেশে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলে; তখন যেমন সেই রাজপুত্র ভাবী সাম্রাজ্যলালসায় রাজার অনুকরণ করেন, অর্থাৎ রাজা যেমন সর্ব্বদা প্রজারঞ্জনাদি কার্য্যে সতর্ক ছিলেন, রাজপুত্রও তদ্রূপ প্রজাবর্গের প্রিয়পাত্র হইতে যত্ন করেন। সেইরূপ জীবসকল নিয়মিত কার্য্যে নিরত হইয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা পূর্ণানন্দ উপভোগের বাসনায় জীবের সাক্ষিস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের উপাসনা বিষয়ে তদনুকারী হয় ॥ ২৩৯ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে যে দুঃখনিবৃত্তি হয় এবং জ্ঞানিগণ তাঁহাদিগের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে অজ্ঞানাবস্থায় যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহা স্মরণ করিলে তাঁহাদিগের যেরূপ ঘৃণা উপস্থিত হয়, এই সকল বিষয় প্রতিপাদনের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সকল শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাদিগের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইতে পারেন; এই শ্রুতি শ্রবণ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ে একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই পরমব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা করিবে, অন্য কোন বিষয়ে অনুরাগ করিবে না। (এইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই আত্মতত্ত্বানু-

দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদৌ প্রবিশন্তি যথা তথা।
সাক্ষিত্বেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাঞ্ছতি ॥ ২৪১ ॥
যাবৎ স্বদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।
যাবদারব্ধদেহঃ স্যান্নাভাসত্ববিমোচনম্ ॥ ২৪২ ॥

ননু ব্রহ্মজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তৌ চিদাভাসত্বমেব বিনশ্যেৎ অতঃ স্বনাশায় কথং প্রবর্ত্তেত ইত্যাশঙ্ক্যাহ দেবত্বকামা হ্যগ্ন্যাদাবিতি। যথা লোকে দেবত্বপ্রাপ্তিকামা মনুষ্যাঃ অগ্নিপ্রয়াগগঙ্গাপ্রবেশাদৌ প্রবর্ত্তন্তে এবং সাক্ষিরূপেণাবস্থানলক্ষণস্যাধিকফলস্য বিদ্যমানত্বাৎ চিদাভাসত্বাপগমহেতৌ ব্রহ্মজ্ঞানেঽপি প্রবৃত্তির্ঘটত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৪১ ॥

ননু তত্ত্বজ্ঞানেন আভাসত্বমপগচ্ছতি চেৎ কথং তত্ত্ববিদো জীবত্বব্যবহার ইত্যাশঙ্ক্য প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্তং তদপগতি সদৃষ্টান্তমাহ যাবদিতি। যথাঽগ্ন্যাদৌ প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ দাহাদিনা স্বদেহনাশপর্য্যন্তং নরত্বং নরত্বব্যবহারযোগ্যত্বং নৈব মুঞ্চতি এবং প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্তং চিদাভাসত্বব্যবহারো ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪২ ॥

সবণের ফল জানিবে; সুতরাং যুবরাজের সাম্রাজ্যলাভ যেমন রাজার অনুকরণের ফল, সেইরূপ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তিই আত্মতত্ত্বানুসরণের ফল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ২৪০ ॥

ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে চিদাভাসের বিনাশ হয়, যেহেতু তখন আর চিদাভাসরূপ আত্মার পার্থক্য থাকে না, তবে আত্মবিনাশ কার্য্যে লোকের কেন প্রবৃত্তি হইবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন দেবত্ব লাভের কামনায় লোকে অগ্নিতে প্রবেশ করে এবং গঙ্গাপ্রয়াগাদি মহাতীর্থে অবগাহনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ সাক্ষি চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিলাষে জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা উপাধি বিনাশ প্রার্থনা করেন। (কিন্তু ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে আত্মার নাশ হয় না, কেবল উপাধির বিনাশমাত্র হয়) ॥ ২৪১ ॥

যেমন যাবৎ মনুষ্যের শরীর দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত না হয়, তাবৎ মনুষ্যের মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ হয় না। সেইরূপ যাবৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া উপাধির বিনাশ না হয়, তাবৎ জীবের জীবত্ব পরিত্যাগ হয় না ॥ ২৪২ ॥

রজ্জুজ্ঞানেঽপি কম্পাদিঃ শনৈরেবোপশাম্যতি।
পুনর্মন্দান্ধকারে সা রজ্জুঃ ক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ॥ ২৪৩॥
এবমারব্ধভোগোঽপি শনৈঃ শাম্যতি নো হঠাৎ।
ভোগকালে কদাচিৎ তু মর্ত্ত্যোঽহমিতি ভাসতে॥ ২৪৪॥
নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্যতি।

নন্বু ভোক্তৃত্বাদিভ্রমোপাদানস্যাজ্ঞানস্য নিবৃত্তত্বাৎ পুনঃ কথং ভোগানুবৃত্তিঃ কথ বা মর্ত্ত্যোঽহমিতি বিপরীতপ্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন এতৎ সম্ভাবয়তি রজ্জু-জ্ঞানেঽপীতি॥ ২৪৩॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমারব্ধভোগেঽপীতি॥ ২৪৪॥

নন্বু পুনর্মর্ত্ত্যত্ববুদ্ধ্যুদয়ে তত্ত্বজ্ঞানং বাধ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ নৈতাবতেতি। কদাচিদহং মর্ত্ত্য ইত্যেবং বিভ্রান্তীদৃশমাত্রেণাগমপ্রমাণজনিতং তত্ত্বজ্ঞানং ন বাধ্যতে। কুত ইত্যত আহ জীবন্মুক্তীতি। ইদং মর্ত্ত্যত্ববুদ্ধ্যপাকরণলক্ষণং জীবন্মুক্তিব্রতং নিয়মেনানুষ্ঠেয়ং ন ভবতি

যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তি হইলে হটাৎ সেই রজ্জু দেখিয়াই মনুষ্যের হৃৎকম্পাদি উপস্থিত হয় এবং পরে সেই সর্পভ্রান্তি দূর হইয়া যথার্থ রজ্জু রূপে জ্ঞান হইলেও সহসা তাহার হৃৎকম্পাদির নিবৃত্তি হয় না, ক্রমে ক্রমে রজ্জুজ্ঞান বদ্ধমূল হইলেই সেই হৃৎকম্পের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং পুনর্ব্বার যদি কখনও অল্প অন্ধকারমধ্যে কোন রজ্জু বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তখন হঠাৎ তাহা দেখিলেও পুনরায় সর্প বলিয়া ভ্রান্তি হইতে পারে। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না, ক্রমশঃ তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে এবং সেই প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতে কখনও আপনার জীবত্বজ্ঞান হয়॥ ২৪৩-২৪৪॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত আছে যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগকালে আপনার জীবত্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাতে তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন।—যদি তত্ত্বজ্ঞান হইলেও আপনার জীবত্বজ্ঞান হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হয় না। যেহেতু জীবন্মুক্তি কোন ব্রত নহে, যে নিয়ম অতিক্রম করিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে,

जीवन्मुक्तिव्रतं नेदं किन्तु वस्तुस्थितिः खलु ॥ २४५ ॥
दशमोऽपि शिरस्ताड़न् रुदन् बुद्ध्वा न रोदिति ।
शिरोव्रणस्तु मासेन शनैः शाम्यति नो तदा ॥ २४६ ॥
दशमाप्तिलाभेन जातो हर्षो व्रणव्यथाम् ।
तिरोधत्ते मुक्तिलाभस्तथा प्रारब्धदुःखिताम् ॥ २४७ ॥

किन्तु सम्यक् ज्ञानेन भ्रान्तिज्ञाननिवृत्तिरित्ययं वस्तुस्वभावः अतः कदाचिन्मर्त्यत्वबुद्ध्युदयेऽपि पुनस्तत्त्वज्ञानान्तरेण तस्या एव बाध्यत्वमिति भावः ॥ २४५ ॥

भवतु रज्जुसर्पादिस्थले विपरीतज्ञाननिवृत्तावपि तत्कार्यकम्पाद्यनुवृत्तिः प्रकृतदृष्टान्ते दशमे दशमस्त्वमसीति वाक्यविचारजन्यज्ञानेन भ्रमनिवृत्तौ तत्कार्यानुवृत्तिर्नोपलभ्यते इत्याशङ्क्याह दशमोऽपीति । दशमोऽस्मीति ज्ञानोदये सति शिरस्ताड़नपूर्व्वकं रोदनमात्रं निवर्त्तते ताड़नजन्यव्रणस्तु अनुवर्त्तत एवेत्यर्थः ॥ २४६ ॥

ननु ज्ञानोत्तरकालेऽपि जगदाद्यनुवृत्तौ मुक्तः कुतः पुरुषार्थता इत्याशङ्क्य मुक्तिलाभजन्यहर्षस्य दुःखाच्छादकस्य सत्त्वात् पुरुषार्थतेति दृष्टान्तपूर्व्वकमाह दशमाप्तिलाभेन जात इति ॥ २४७ ॥

ইহা কেবল পদার্থের যথার্থস্বরূপে অবস্থিতি মাত্র। অতএব যদি কখনও জীবত্বজ্ঞান হয়, তাহাহইলেও সেই জীবত্বজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বাধিত হয় ॥ ২৪৫ ॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত দশমপুরুষবিচারস্থলে আপনাদিগের দশমপুরুষকে বিস্মৃত হইয়া তাহারা কপালে করাঘাত করিয়া খেদে রোদন করিয়াছিলেন, পরে যখন উপদেশদ্বারা তাহাদিগের দশমপুরুষের স্মরণ হইয়াছিল, তখন তাঁহারা রোদন পরিত্যাগ করিয়া আহ্লাদিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু হঠাৎ তাহাদিগের শিরস্তাড়নজনিত বেদনার নিবৃত্তি হয় নাই। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির জীবন্মুক্তিলাভ হইলেও সহসা প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগবশতঃ সংসারিক সুখদুঃখাদির নিবৃত্তি হয় না। প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগপর্য্যন্তই জীবের সুখদুঃখভোগ থাকে ॥ ২৪৬-২৪৭ ॥

व्रताभावात् यदाध्यासस्तदा भूयो विविच्यताम् ।
रससेवी दिने भुंक्ते भूयो भूयो यथा तथा ॥ १४८ ॥
शमयत्यौषधेनायं दशमः स्वव्रणं यथा ।
भोगेन शमयित्वैतत् प्रारब्धं मुच्यते तथा ॥ २४९ ॥

जीवन्मुक्तिर्व्रतं नेदम् इत्युक्तं तत्र व्रतत्वाभावे किमायातमित्यत आह व्रताभावादिति । पुनः पुनर्व्विचारकरणे दृष्टान्तमाह रससेवीति । यथा रससेवी नरः एकस्मिन् दिने क्षुधा-परिहाराय पुनः पुनः भुङ्क्ते तद्वदध्यासनिवृत्तये पुनः पुनर्व्विवेकः क्रियतामित्यर्थः ॥२४८॥

ज्ञानेनानिवर्त्यस्य प्रारब्धकर्म्मफलस्य केन तर्हि निवृत्तिरित्याशंक्य ताडनजन्यव्रणस्यौषधे-नेव भोगेनैव निवृत्तिरित्याह शमयत्यौषधेनायमिति ॥ २४९ ॥

জীবন্মুক্তি অবস্থা কোন ব্রত নহে, ইহা কেবল বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থানমাত্র। যেমন রসসেবীপুরুষের ক্ষুধা উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি যেরূপেই হউক, সেই ক্ষুধার নিবৃত্তির নিমিত্তে আপন ইচ্ছানুসারে দিবসের মধ্যে বারম্বার পান ভোজনাদি করিয়া থাকে, সেইরূপ প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্য-বশতঃ যখন আত্মাতে জীবত্বের অধ্যাস হইবে, তখন পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্ব-পর্য্যালোচনা করিবে। (যেমন পান ভোজনাদিদ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ আত্মতত্ত্বপর্য্যালোচনাদ্বারা আপনাই জীবত্বঅধ্যাস নিবৃত্ত হইয়া থাকে) ॥ ২৪৮ ॥

যেমন দশমপুরুষের বিস্মৃতিকালে ভ্রান্তিবশতঃ এক জনের মরণ নিশ্চয় করিয়া খেদে শিরোদেশে আঘাত জন্য কপালের বেদনা অনুভূত হইলে পরে জ্ঞানীর উপদেশবাক্যদ্বারা শোক ও রোদন নিবারণপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত হইয়াও ঔষধাদি প্রয়োগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ সেই বেদনার শান্তি করিতে হয়। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীপুরুষ ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের বিনাশ করিয়া পরে নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। (কদাচ ফলভোগ ব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হয় না এবং প্রারব্ধকর্ম্মের অবসান না হইলে মুক্তিলাভও হইতে পারে না) ॥ ২৪৯ ॥

কিমিচ্ছন্নিতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ।
আভাসস্য হ্যবস্থৈষা ষষ্ঠী তৃপ্তিস্তু সপ্তমী ॥ ২৫০ ॥
সাঙ্কুশা বিষয়ৈস্তৃপ্তিরিয়ং তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা।
কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি ॥ ২৫১ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে উভে স্মৃতে। অবস্থে জীবগে ব্রূতে আত্মানঞ্চেদিতি শ্রুতিঃ। ইত্যনেন শ্লোকেন আত্মানঞ্চেদ্ বিজানীয়াদয়মস্মীতি পূরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসঞ্জ্বরেৎ। ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাখ্যে জীবাবস্থে দ্বে অভিহিতে ইত্যুক্তম্ ইদানীং তদভিধানসূচিতাং জীবস্য সপ্তমীং তৃপ্তিলক্ষণামবস্থাং তৎসানুকীর্ত্তনপূর্ব্বকং বক্তুমারভতে কিমিচ্ছন্নিতি। কিমিচ্ছন্নিত্যুত্তরার্দ্ধেনাহিতো যঃ শোকমোক্ষঃ স এতাবৎ-গ্রন্থসন্দর্ভেণ উদীরিতঃ অভিহিতঃ। এষাঅজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বহির্বিক্ষেপশ্চ অপরোক্ষধীঃ অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তির্নিরঙ্কুশা ইত্যনেন শ্লোকেনাভিহিতাসু সপ্তসু জীবাবস্থাসু ষষ্ঠী-ত্যাহ আভাসস্যেতি। তৃপ্তিস্ত্বিতি সপ্তমী ব্যাখ্যায়তে ইতি শেষঃ ॥ ২৫০ ॥

অপরোক্ষজ্ঞানজন্যায়াস্তৃপ্তের্নিরঙ্কুশত্বং প্রতিযোগিপ্রদর্শনপুরঃসরং প্রতিজানীতে সাঙ্কুশেতি বিষয়লাভজন্যায়াস্তৃপ্তের্বিষয়ান্তরকামনয়া কুণ্ঠিতত্বাৎ সাঙ্কুশত্বম্ অস্যাস্তু তদভাবান্নিরঙ্কুশত্বং তদেব দর্শয়তি কৃতং কৃত্যমিতি ॥ ২৫১ ॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের প্রথমশ্লোক হইতে শোকনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই জীবের প্রকৃত অবস্থা বলিয়া উক্ত হইয়াছে, পরন্তু আভাসচৈতন্যরূপ জীবের যতপ্রকার অবস্থা হইতে পারে, তাহাদিগের মধ্যে এই মুক্তিরূপ অবস্থাকেই ষষ্ঠ অবস্থা বলিয়া থাকে। আর ঐ জীবের যে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ তৃপ্তি হয়, তাহাই জীবের সপ্তম অবস্থা, ইহাকেই নির্ব্বাণমুক্তি বলা যায় ॥ ২৫০ ॥

বিষয়ভোগদ্বারা যে তৃপ্তি হয়, তাহা সাকাঙ্ক্ষ। (কদাচ এই তৃপ্তির নিবারণ হয় না, যতই ভোগ করা যায়, ততই এই বিষয়ভোগস্পৃহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।) কিন্তু এই সপ্তমী তৃপ্তি নিরাকাঙ্ক্ষ, যেহেতু প্রাপ্যবিষয়ের প্রাপ্তি হইলেই কৃতকৃত্য হইয়া পরম তৃপ্ত হওয়া যায়, তখন স্পৃহামাত্রও থাকে না ॥ ২৫১ ॥

ঐহিকামুষ্মিকব্রাতসিদ্ধৈ মুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।
বহুকৃত্যং পুরাস্যাভূৎ তৎ সর্ব্বমধুনা কৃতম্ ॥ ২৫২ ॥
তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপুরঃসরম্।
অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥ ২৫৩ ॥

কৃতকৃত্যত্বমেবোপপাদয়তি ঐহিকামুষ্মিকেতি। অস্য বিদুষস্তত্ত্বজ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বমিহ লোকে ইষ্টপ্রাপ্তয়েঽনিষ্টনিবৃত্তয়ে বাণিজ্যকৃষ্যাদিকং স্বর্গাদির্সসিদ্ধয়ে যাগোপাসনাদিকং মোক্ষসাধনজ্ঞানসিদ্ধয়ে শ্রবণাদিকঞ্চেতি বহুবিধকর্ত্তব্যমাসীৎ ইদানীন্তু সাংসারিকফলেচ্ছাভাবাৎ ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকারস্য সিদ্ধত্বাচ্চ তৎ সর্বং কৃষিযাগশ্রবণাদিকং কৃতং কৃতপ্রায়মভূৎ অতঃ পরম্ অনুষ্ঠেয়ত্বাভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫২ ॥

এবং কৃতকৃত্যত্বমুপপাদ্য তৎফলভূতাং তৃপ্তিং দর্শয়তি তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বমিতি। প্রতিযোগিপুরঃসরং প্রতিযোগ্যনুসন্ধানপূর্ব্বকং যথা ভবতি তথা এবং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ সর্ব্বদা তৃপ্যতি ॥ ২৫৩ ॥

যতকাল জ্ঞানের উৎপত্তি না হয়, ততকাল পুরুষ ঐহিকসুখভোগের নিমিত্ত যে সকল কৃষ্যাদি কার্য্য করে, অথবা পরকালে স্বর্গাদিভোগের অভিলাষে যে সকল যাগাদির অনুষ্ঠান করে, কিম্বা জ্ঞানসাধনের নিমিত্ত যে সকল উপাসনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে এককালেই সেই সমুদায় কার্য্যানুষ্ঠানের ফললাভ হয়। অতএব এই সকল কৃষ্যাদি কার্য্যকে কৃতকার্য্য বলা যায় এবং এই সকল কার্য্যদ্বারাই জ্ঞানী ব্যক্তিরা কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। (লোকে যে সকল কার্য্য করিয়া থাকে, জ্ঞানসাধনই সেই সকল কার্য্যের ফল, অতএব জ্ঞানসাধন হইলেই কৃতকৃত্যলাভ হয়) ॥ ২৫২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে লোকের কৃতকৃত্যতা নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ সেই কৃতকৃত্যতার ফলভূত তৃপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তরূপে কৃতকৃত্যতার আলোচনা এবং তত্ত্বজ্ঞানসহকারে ঈশ্বরের স্বরূপ অনুসন্ধান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা ইহাই মনে করিয়া থাকেন যে, যাহারা অজ্ঞানী তাহারা অনিত্য পুত্রকলত্রাদি কামনা করিয়া অসার সংসারসাগরে নিমগ্ন হয় এবং

दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया।
परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ २५४ ॥
अनुतिष्ठन्तु कर्म्माणि परलोकयियासवः।
सर्व्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम् ॥ २५५ ॥
व्याचक्षतान्ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा।
येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः ॥ २५६ ॥

तदेवानुसन्धानं प्रपञ्चयति दुःखिनोऽज्ञा इत्यादिना कृतकृत्यतया तस्ः प्राप्तप्राप्यतया पुनरित्यन्तेन ग्रन्थेन। तत्र तावदैहिकसुखार्थिभ्यो वैलक्षण्यं स्वस्य दर्शयति दुःखिनोऽज्ञा इति ॥ २५४ ॥

स्वर्गाद्यर्थं कर्म्मानुष्ठातृभ्यो वैलक्षण्यमाह अनुतिष्ठन्तु कर्म्माणीति ॥ २५५ ॥

ननु स्वार्थप्रवृत्त्यभावेऽपि परार्थप्रवृत्तिः किं न स्यादित्याशङ्क्य अधिकाराभावात् सापि नास्ति इत्याह व्याचक्षतान्ते शास्त्राणीति ॥ २५६ ॥

অনন্তকাল নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিয়া থাকে। আমরা জ্ঞানী, হিতাহিত-বিবেচনা করিতে পারি এবং সর্ব্বদা পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া পরম সুখ ভোগ করিতেছি, অতএব আমরা আর কি কামনা করিয়া সংসারে লিপ্ত হইব? (আমরা যে অতুল আনন্দভোগ করিতেছি, সংসারিক সুখ তাহার নিকট অতি তুচ্ছ। এইরূপে ভাবনা করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং উক্ত সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহত্বই প্রকৃত তৃপ্তি) ॥ ২৫৩-২৫৪ ॥

যাহারা পরকালে স্বর্গভোগাদি ফল কামনা করে, সেই সকল লোক আপন অভিলষিত পারত্রিক সুখভোগকামনায় যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক্। আমি অনিত্য স্বর্গভোগাদি ফল কামনা করি না, কেবল একমাত্র ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই আমার অভিলষিত এবং আমি যখন সেই আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অধিকারী হইয়াছি; তখন আর কি নিমিত্তে স্বর্গভোগপ্রদ যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব? ॥ ২৫৫ ॥

যাহারা শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনায় অধিকারী, তাহারা তর্কাদি শাস্ত্রের আলোচনা করুক্, অথবা বেদ অধ্যয়ন করুক্। কিন্তু আমি তাহা করিব না;

निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च।
द्रष्टारश्चेत् कल्पयन्ति किं मे स्यादन्यकल्पनात्॥ २५७॥
गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितवह्निना।
नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे॥ २५८॥
शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम्।

ननु स्वदेहनिर्व्वाहार्थं भिक्षाहरणादिकं परलोकार्थं स्नानादिकञ्च भवता क्रियमाणम् उपलभ्यते अतोऽक्रियत्वमसिद्धमित्याशङ्क्य तदपि स्वबुद्ध्या नैवास्ति किन्त्वन्यैरेव कल्पितम् इत्याह निद्राभिक्षे इति॥ २५৭॥

अन्यकल्पनयापि बाधोऽस्तीत्याशङ्क्य तदभावे दृष्टान्तमाह गुञ्जापुञ्जादीति॥ २५৮॥

ननु फलान्तरेच्छाभावे कर्म्मानुष्ठानं माभूत् तत्त्वसाक्षात्काराय श्रवणादिकं कर्त्तव्यमेव

কারণ আমার জ্ঞানের পরিপাক হইয়াছে, সুতরাং আমি অক্রিয় হইয়াছি। অতএব আমার ব্রহ্মতত্ত্বপর্য্যালোচনা ভিন্ন আর কিছুতেই অধিকার নাই॥২৫৬॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তুমি জ্ঞানের পরিপাকবশতঃ অক্রিয় হইয়াছে, সুতরাং তোমার কোন ক্রিয়াই নাই। কিন্তু তোমার শরীররক্ষার্থ নিদ্রাসেবা ও ভিক্ষাচরণ উপলব্ধি হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— বাস্তবিক আমি নিদ্রার সেবা করি না, শরীর পোষণার্থ ভিক্ষাচরণে প্রবৃত্ত হই না, শরীর সংস্কারক স্নানাদি অন্য কোন কার্য্যও করি না এবং সেই সকল কার্য্য করিতে আমার অভিলাষও হয় না। তথাপিও যদি অন্য কোন লোকে আমাতে ভিক্ষাচরণাদি কার্য্য আরোপ করে, করুক্, প্রকৃতপক্ষে আমি যে কার্য্য করি না, তাহাতে অন্যের আরোপে আমার কি অনিষ্ট হইবে? যেমন কোন স্থানে অনেকগুলি গুঞ্জা (কুঁচ) একত্রিত হইয়া থাকিলে, তাহা লোকে দূর হইতে দৃষ্টি করিয়া অগ্নি বলিয়া জ্ঞান করে বটে, কিন্তু তাহাতে সেই গুঞ্জাপুঞ্জের দাহিকাশক্তি জন্মে না। সেইরূপ যদিও অন্য কোন লোক আমাতে ভিক্ষাচরণাদি সংসারধর্ম্ম আরোপ করে, করুক্, তাহাতে আমি সংসারী হইব না॥২৫৭-২৫৮॥

যদিও ফলান্তরের ইচ্ছাভাবপ্রযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না হউক, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান

मन्वन्तां संशयापन्ना न मन्वेऽहमसंशयः ॥ २५९ ॥
विपर्य्यस्तो निदिध्यासेत् किं ध्यानमविपर्य्यये।
देहात्मत्वविपर्य्यासं न कदाचिद् भजाम्यहम् ॥ २६० ॥
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्।
विपर्य्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ २६१ ॥

इत्याशङ्क्य ज्ञानाद्यभावात् श्रवणादिकर्त्तव्यमपि नास्तीत्याह शृण्वन्त्विति। अज्ञाततत्त्वा अज्ञातं ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणं तत्त्वं यैस्ते तथाभूताः श्रवणं कुर्व्वन्तु तत्त्वमित्थमन्यथा वेति संशयवन्तो मननं कुर्व्वन्तु मम तु तदुभयाभावान्नोभयत्र प्रवृत्तिरित्यर्थः ॥ २५९ ॥

माभूतां श्रवणमनने विपर्य्ययनिरासार्थं निदिध्यासनं कर्त्तव्यमित्याशङ्क्य देहादौ आत्मबुद्धिलक्षणस्य विपर्य्ययस्याभावात् तदपि नानुष्ठेयमित्याह विपर्य्यस्त इति ॥ २६० ॥

ननु विपर्य्ययाभावात् अहं मनुष्य इति व्यवहारः कथं घटते इत्याशङ्क्य वासनावशात् भवतीत्याह अहं मनुष्य इत्यादीति ॥ २६१ ॥

লাভের নিমিত্ত শ্রবণাদি কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, তথাপি বাহ্যবিষয়ের জ্ঞানের অভাবহেতু শ্রবণাদি কার্য্যেরও আবশ্যকতা নাই, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যাহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী নহে, তাহারা শ্রবণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক্; আমি পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে শ্রবণাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? আর যাহাদিগের চিত্তে সর্ব্বদা সংশয় রহিয়াছে, ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ে স্থিরতা নাই, তাহারা মনন ও যোগসাধনাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করুক্; আমি সর্ব্ববিষয়ে নিঃসংশয় হইয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে মননাদি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইব? ॥ ২৫৯ ॥

যাহারা বিপরীত জ্ঞানবান্ অর্থাৎ দেহেতে আত্মবুদ্ধি করে, ঈশ্বর বিষয়ে যাহাদিগের জ্ঞান নাই, তাহারা নিদিধ্যাসন করুক্; আমি বিপরীত জ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরবিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তবে আর আমি কি নিমিত্তে নিদিধ্যাসন করিব? (অজ্ঞানীরা দেহেতে আত্মজ্ঞান করে, এইনিমিত্ত তাহাদিগকে বিপরীত জ্ঞানবান্ বলা যায়) কিন্তু আমি তাহা করি না ॥ ২৬০ ॥

দেহেতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান না থাকিলেও জ্ঞানিগণের

প্রারব্ধকর্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে।
কর্মাক্ষয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যেদ্ ধ্যানসহস্রতঃ॥ ২৬২॥
বিরলত্বং ব্যবহৃতেরিষ্টং চেদ্ ধ্যানমস্তু তে।
অবাধিকাং ব্যবহৃতিং পশ্যন্ ধ্যায়াম্যহং কুতঃ॥ ২৬৩॥
বিক্ষেপো নাস্তি যস্মান্মে ন সমাধিস্ততো মম।
বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্যাদ্ বিকারিণঃ॥ ২৬৪॥

নন্বস্য ব্যবহারস্য নিবৃত্তিসিদ্ধয়ে ধ্যানং সম্পাদনীয়মিত্যাশঙ্ক্য প্রারব্ধক্ষয়মন্তরেণাস্য নিবৃত্তির্নাস্তীত্যাহ প্রারব্ধকর্মণীতি॥ ২৬২॥

নন্ব প্রারব্ধনিমিত্তকস্যাপি ব্যবহারস্য বিরলত্বায় ধ্যানং কর্ত্তব্যমেব ইত্যাশঙ্ক্য ব্যবহারস্যাবাধকত্বদর্শনাত্ তন্নিবৃত্তয়ে ন ধ্যানমনুষ্ঠেয়মিত্যাহ বিরলত্বমিতি॥ ২৬৩॥

ধ্যানস্যাকর্ত্তব্যত্বেঽপি বিক্ষেপপরিহারায় সমাধিঃ কর্ত্তব্য ইত্যাশঙ্ক্য বিক্ষেপসমাধানয়োর্মনোধর্মত্বাত্ ন বিক্ষেপনিবারকোঽপি সমাধৌ মমাধিকার ইত্যাহ বিক্ষেপো নাস্তীতি॥২৬৪॥

চিরকালের অভ্যাসবশতঃ প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে কখন কখন "আমি মনুষ্য" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। (যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী তাঁহারাও সময় সময় ঐরূপ ব্যবহার না করিয়া পারেন না)॥ ২৬১॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বিপর্য্যয় জ্ঞান ব্যতিরেকেও জ্ঞানিগণের "আমি মনুষ্য" এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে উক্ত ব্যবহারের নিবৃত্তি হয়। ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় ব্যতিরেকে যুগসহস্র ধ্যান করিলেও ঐরূপ ব্যবহার নিবারিত হয় না॥ ২৬২॥

যদি তুমি "আমি মনুষ্য" ইত্যাদিরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞানের ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া জান এবং উক্ত ব্যবহারের নিবারণার্থ ধ্যান সাধন করা তোমার অভীষ্ট হয়, তাহাহইলে তুমি উক্ত ব্যবহার নিবারণের নিমিত্ত ধ্যানসাধনা কর; কিন্তু আমি উক্ত ব্যবহারকে তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া জানি। আমার মতে উক্ত বিপর্য্যয় জ্ঞান তত্ত্বজ্ঞানের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না, অতএব আমি কেন আর ধ্যানসাধন করিব?॥ ২৬৩॥

যেহেতু আমার অন্তঃকরণে কোনরূপ বিকার নাই, অতএব সমাধি-

नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक् ।
कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव निश्चयः ॥ २६५ ॥
व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयोऽन्यथापि वा ।
ममाकर्त्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्त्तताम् ॥ २६६ ॥
अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया ।

ननु तथापि समाधिफलमनुभवः सम्पादनीय इत्याशङ्क्य तस्य तत्स्वरूपत्वान्न सम्पाद्य इत्याह नित्यानुभवरूपस्येति । उपपादितं कृतकृत्यत्वं निगमयति कृतं कृत्यमिति ॥ २६५ ॥

एवं सर्व्वत्र कर्त्तृत्वानभ्युपगमेऽनियतवृत्तित्वं प्रसज्येतेत्याशङ्क्य प्रारब्धकर्म्मवशात् प्राप्तमनियतवृत्तित्वमङ्गीकरोति व्यवहारो लौकिको वेति । लौकिको भिक्षाहारादिः शास्त्रीयो जपध्यानादिरन्यथापि वा प्रतिसिद्धहिंसादिर्व्यवहारः, कर्त्तृत्वभोक्तृत्वरहितस्य मम प्रारब्ध-कर्म्मानतिक्रम्य प्रवर्त्ततामित्यर्थः ॥ २६६ ॥

एवं वस्तुतत्त्वमभिधाय पौढिवादेनाह अथवेति । लोकानुग्रहकाम्यया प्राण्यनुग्रहेच्छया इत्यर्थः ॥ २६७ ॥

সাধনের কোন প্রয়োজন নাই। যাহাদিগের অন্তঃকরণে বিকার আছে, তাহাদিগেরই সমাধিসাধন আবশ্যক। (যাহাদিগের চিত্তবিক্ষেপ নাই, তাহারা কেন সমাধিসাধনের চেষ্টা করিবে ?) ॥ ২৬৪ ॥

আমি নিত্য অনুভবস্বরূপ, কেবল সূক্ষ্ম জ্ঞানদ্বারাই আমার অনুভব হইয়া থাকে। অতএব আমার আর পৃথক্ অনুভব কোথায় ? আমি একমাত্র জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং আমার পৃথক্ বুদ্ধি হইতে পারে না। আমি কেবল এইমাত্র নিশ্চয় জানি যে, নিত্যসুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারিলে কৃতকৃত্য হইব ॥ ২৬৫ ॥

আমি সর্ব্বপ্রকার বিষয়ে নির্লিপ্ত এবং কোন কার্য্যেই আমার কর্ত্তৃত্ব নাই। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিত্বপ্রযুক্ত যদি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহার করি, তাহাতে আমার কোন হানি নাই এবং যদি অন্য কোনপ্রকার ব্যবহারও আমার করিতে হয়।—তাহা হউক্; তাহাতেও আমার তত্ত্বজ্ঞানের কোন বিঘ্ন হইবে না ॥ ২৬৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়াও যদি লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকা-

शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्त्तेऽहं का मम क्षतिः ॥ २६७ ॥
देवार्च्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्त्ततां वपुः ।
तारं जपतु वाक् तद्वत् पठत्वाम्नायमस्तकम् ॥ २६८ ॥
विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम् ।
साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुर्व्वे नापि कारये ॥ २६९ ॥
एवञ्च कलहः कुत्र सम्भवेत् कर्म्मिणा मम ।

शास्त्रीयमार्गे प्रवर्त्तनाङ्गीकारे तर्हि तदभिमानप्रयुक्तो विकारस्तु स्यादेव इत्याशङ्क्याह देवार्च्चनेत्यादिना श्लोकद्वयेन । तार प्रणवम् आम्नायमस्तक वेदान्तशास्त्रम् ॥ २६८ ॥

विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वेति सुगमम् ॥ २६९ ॥

फलितमाह एवञ्चेति ॥ २७० ॥

শের বাসনায় আমি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? যদি আমি লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে অন্যের কোনরূপ কার্য্যসাধন হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন অনিষ্ট হইবে না, যেহেতু আমি কৃতকার্য্য হইয়াছি; (কোনরূপেও আমার সেই লব্ধজ্ঞানের অন্যথা হইবে না) ॥ ২৬৭ ॥

আমার এই শরীর দেবপূজা, স্নান, শৌচ অথবা ভিক্ষাচরণাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হউক্; আমার বাক্য প্রণবাদিমন্ত্রজপ, কিম্বা উপনিষৎ পাঠে নিযুক্ত থাকুক্ এবং আমার বুদ্ধি বিষ্ণুকে ধ্যান করুক্, অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক্। কিন্তু আমি নিত্যশুদ্ধ সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং আমি আর কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না এবং অপর কাহাকেও কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিব না ॥ ২৬৮-২৬৯ ॥

যাহারা পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাবলম্বী, সর্ব্বদা ক্রিয়ামার্গে অনুসরণ করিয়া থাকে, তাহারা আমার মতের বিরুদ্ধবাদী। তাহাদিগের সহিত আমার মতের কিঞ্চিন্মাত্রও ঐক্য নাই। যেমন পূর্ব্বসাগর ও পশ্চিমসাগর পরস্পর অতিব্যব-ধানবর্ত্তী, সেইরূপ ক্রিয়ামার্গিদিগের মত ও আমার মত সাতিশয় দূরবর্ত্তী,

विभिन्नविषयत्वेन पूर्व्वोक्तवसुहृदवत् ॥ २७० ॥
वपुर्व्वाग्धीषु निर्ब्बन्धः कर्म्मिणो न तु साक्षिणि ।
ज्ञानिनः साक्ष्यलेपत्वे निर्ब्बन्धो नेतरत्र हि ॥ २७१ ॥
एवञ्चान्योन्यवृत्तान्तानभिज्ञौ बधिराविव ।
विवदेतां बुद्धिमन्तो हसन्त्येव विलोक्य तौ ॥ २७२ ॥

विभिन्नविषयत्वमेव स्पष्टयति वपुर्व्वाग्धीषु निर्ब्बन्ध इति ॥ २७१ ॥

तथापि यौ ज्ञानिकर्म्मिणौ कलहं कुर्वाते तौ विद्वद्भिः परिहसनीयावित्याह एव-ञ्चेति ॥ २७२ ॥

অতএব আমি উক্ত বিভিন্ন মতানুসারীদিগের সহিত বিবাদ করিতে চাহি না এবং তাহারা বিভিন্ন বিষয়প্রযুক্ত তাহাদিগের সহিত আমার বিবাদের সম্ভাবনাও নাই। যেহেতু যাহারা ক্রিয়াপরায়ণ, শরীর, বাক্য ও বুদ্ধি ইত্যাদি বিষয়েই তাহাদিগের নির্ব্বন্ধ। তাহারা সর্ব্বদা কেবল কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ক্রিয়াই করিয়া থাকে। আর যাঁহারা কেবল ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ, তাহাদিগের নির্লেপ সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মবিষয়েই বিশেষ আগ্রহ। (সুতরাং কর্ম্মমার্গিদিগের সহিত ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিদিগের বিষয় সর্ব্বতো-ভাবে বিভিন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল এবং বিবাদেরও সম্ভাবনা রহিল না) ॥ ২৭০-২৭১ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিভিন্ন বিষয় হইলেও যদি বধিরের ন্যায় পরস্পর বিবাদ করে, (অর্থাৎ যেমন দুই বধির একবিষয় লইয়া তর্ক করিলে তাহাদিগের বিবাদ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ তাহাদিগের একের কথা অপরে শুনিতে পায় না, আপন আপন পক্ষই সমর্থন করিতে থাকে এবং অপরের কথা-দ্বারাও তাহাদিগের বিবাদের মীমাংসা হয় না,) সেইরূপ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি বৃথা কলহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা দেখিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি কেবল উপহাস করিয়া থাকে। (যেহেতু তাহাদিগের বিবাদের কোন মূল নাই। নির্ব্বিষয়-বিবাদ সাধারণেরই উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে) ॥ ২৭২ ॥

যাহারা ক্রিয়াপরায়ণ, সর্ব্বদা যাগাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন,

যং কর্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ।
ব্রহ্মত্বং বুধ্যতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে ॥ ২৭৩ ॥
দেহবাগ্বুদ্ধয়স্ত্যক্তা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ধিতঃ।
কর্ম্মী প্রবর্ত্তয়ত্বাভির্জ্ঞানিনো হীয়তেঽত্র কিম্ ॥ ২৭৪ ॥
প্রবৃত্তির্নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ ক্বোপযুজ্যতে।
বোধে হেতুর্নিবৃত্তিশ্চেদ্ বুভুৎসায়াং তথেতরা ॥ ২৭৫ ॥

কুতঃ পরিহার্য্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য নির্ব্বিষয়কলহকারিত্বাদিত্যাহ যং কর্ম্মীতি বিজানাতি ইতি। কর্ম্মী যং সাক্ষিণং কর্ম্মানুষ্ঠানোপযোগিদেহবাগ্বুদ্ধ্যতিরিক্তং প্রত্যগাত্মানং ন বিজানাতি তত্ত্ববিদা তস্য ব্রহ্মত্বে বুদ্ধে কর্ম্মিণঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে কিং হীয়তে ॥ ২৭৩ ॥

জ্ঞানিনা মিথ্যাত্ববুদ্ধ্যা পরিত্যক্তাভির্দেহবাগ্বুদ্ধিভিঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে জ্ঞানিনো বা কিং হীয়তে অতো নির্ব্বিষয়কলহকারিত্বাৎ পরিহরণীয়ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ২৭৪ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ ন জ্ঞানিনাভ্যুপগম্যতে ইতি শঙ্কতে প্রবৃত্তিরিতি। উপযোগাভাবো নিবৃত্তাবপি সমান ইতি পরিহরতি নিবৃত্তিরিতি। নিবৃত্তের্বোধহেতুত্বান্ নোপযোগাভাব ইতি শঙ্কতে বোধে হেতুরিতি। তর্হি প্রবৃত্তেরপি বুভুৎসাহেতুত্বাদুপযোগবত্ত্বমিত্যাহ বুভুৎসায়ামিতি ॥ ২৭৫ ॥

[illegible] যাঁহাকে জানেন না, জ্ঞানিগণ যদি সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তাহাতে কর্ম্মমার্গীদিগের কোন হানি নাই এবং অসত্য প্রতীতিদ্বারা জ্ঞানিগণ যদি দেহাদিতে আত্মজ্ঞান পরিত্যাগ করেন, কিন্তু অজ্ঞানীরা সেই অসত্য দেহাদিতে প্রবৃত্ত থাকে, তাহাতেও জ্ঞানিদিগের কোন হানি নাই। (তবে যদি জ্ঞানীরাও কর্ম্মীদিগের কোন হানি না করিল এবং কর্ম্মীরাও যদি জ্ঞানিদিগের কোন অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত না হইল, তবে তাহাদিগের নিষ্প্রয়োজনে কলহ করা কেন, ইহাতে যে অন্য জ্ঞানী ব্যক্তি উপহাস করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি ?) ॥ ২৭৩-২৭৪ ॥

জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন, এইনিমিত্ত তাহারা কর্ম্মানুষ্ঠান করে না। এইরূপে যদি বল, জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন ফলই না থাকিল, সুতরাং জ্ঞানিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও উচিত নহে; তবে তাহাদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে নিবৃত্তিরই বা উপযোগিতা কি ? (এইরূপ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

बुद्धश्चेन्न बुभुत्सेत नाप्यसौ बुध्यते पुनः ।
अबाधादनुवर्त्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात् ॥ २७६ ॥
नाविद्या नापि तत्कार्य्यं बोधं बाधितुमर्हति ।
पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभे यतः ॥ २७७ ॥

ननु बुद्धस्य बुभुत्साभावात् प्रवृत्तेरनुपयोगित्वमिति पुनः प्रवृत्ते बुद्धश्चेदिति । तर्हि बुद्धस्य पुनर्बोधाभावात् तद्धेतुर्निवृत्तिरपि बुद्धं प्रत्यनुपयोगिनीत्याह नाप्यसाविति । सकृज्ज्ञातस्य बोधस्य स्थिरत्वाय निवृत्तिरपेक्ष्यते इत्याशङ्क्य स्थिरत्वं बाधकाभावमपेक्षते न साधनान्तरमित्याह अबाधादिति । वाक्यप्रमाणजन्यज्ञानस्य बलवता प्रमाणेन बाधाभावादनुवृत्तिः अतो न साधनान्तरं तदर्थमनुष्ठेयमित्यर्थः ॥ २७६ ॥

ननु प्रमाणान्तरेण बाधाभावेऽप्यविद्यया तत्कार्य्येण कर्त्तृत्वाद्यध्यासेन बाधः स्यादित्याशङ्क्याह नाविद्येति । तत्र हेतुमाह पुरैवेति ॥ २७७ ॥

উভয়ই সমান হইল। যদি প্রবৃত্তির কোন উপযোগিতা না থাকিল, তবে নিবৃত্তিও নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়।) এইরূপ যদি এই আশঙ্কা কর যে, নিবৃত্তিই জ্ঞানের অসাধারণ কারণ; তবে আর নিবৃত্তির নিষ্প্রয়োজনতা হইল না, তাহাহইলে প্রবৃত্তিও জ্ঞানের ইচ্ছার কারণ হইতে পারে॥ ২৭৫॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, প্রবৃত্তিই জ্ঞানের ইচ্ছা কারণ, এইক্ষণ যদি বল, আমার জ্ঞান হইয়াছে, তবে আর ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির প্রয়োজন কি? জ্ঞান হইলে আর তাহার ইচ্ছার কারণ প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন নাই। তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, তবে জ্ঞানের কারণ নিবৃত্তিরও কোন আবশ্যকতা নাই। যেহেতু যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, বাধকাভাবপ্রযুক্ত সেই জ্ঞানের অন্যথা হইতে পারে না॥ ২৭৬॥

অন্যকোন কারণে উৎপন্ন জ্ঞানের বাধা হইতে পারে না, কিন্তু অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য কর্তৃত্বাদি অভিমান জ্ঞানের বাধা করিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অহঙ্কারাদি জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ব্বেই জ্ঞানদ্বারা সেই অবিদ্যা ও অহঙ্কার এই উভয়ই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব যে অবিদ্যা ও অহঙ্কার বিনষ্ট হইয়াছে, তাহারা

बाधितं दृश्यतामक्षैस्तेन बाधो न शक्यते ।
जीवन्नाखुर्न मार्जारं हन्ति हन्यात् कथं मृतः ॥ २७८ ॥
अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न ममार यः ।
निष्फलेषुविनुन्नाङ्गो नङ्क्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ २७९ ॥
आदावविद्यया चित्रैः स्वकार्य्यैर्जृम्भमाणया ।
युद्ध्वा बोधोऽजयत् सोऽद्य सुदृढो बाध्यतां कथम् ॥ २८० ॥

नन्वविद्याया बाधितत्वेऽपि तत्कार्य्यस्य प्रतीयमानस्य बाधितत्वासम्भवात् तेन बोधस्य बाधो भवेदित्याशङ्क्य उपादाननिवृत्त्यैव तस्यापि बाधितत्वात् न तेनापि बाधः शङ्कितुं शक्य इत्याह बाधितं दृश्यतामिति। तत्र दृष्टान्तमाह जीवन्नाखुरिति। आखुर्मूषिकः ॥ २७८ ॥

एतद्दर्शनेन तत्त्वबोधस्य बाधाभावं कैमुतिकन्यायप्रदर्शनेन दृढयितुं तदनुकूलं दृष्टान्तमाह अपीति। यः समर्थः पाशुपतास्त्रेण विद्धोऽपि न ममार चेत् किल स निष्फलेषु विनुन्नाङ्गः शल्यरहितेनेषुणा व्यथितदेहः सन् नङ्क्ष्यतीति नाशं प्राप्स्यतीत्यत्र प्रमा प्रमाणं नास्तीत्यर्थः ॥ २७९ ॥

दृष्टान्तसिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति आदावविद्ययेति। आदौ विद्याभ्याससमये चित्रैः बहुविधैः स्वकार्य्यैः प्रमातृत्वभोक्तृत्वकर्तृत्वादिभिर्जृम्भमाणया वर्द्धमानयाऽविद्यया बोधो युद्ध[illegible] तामजयत् स एवाभ्यासपाटवेन सुदृढः इदानीमविद्यानिवृत्तौ सत्यां निर्मूलेन तत्कार्य्येणाभ्यासेन कथं बाध्यतां न कथमपि बाध्यते इत्यर्थः ॥ २८० ॥

আর কোনরূপেও জ্ঞানের বাধক হইতে পারে না। যখন জীবিত মূষিকই মার্জ্জারকে দেখিয়া পলায়ন করে, তখন মৃতমূষিক যে সেই মার্জ্জারকে বিনাশ করিবে, ইহা অতিআশ্চর্য্যের কথা। (যে অবিদ্যা ও অহঙ্কার জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে, সে যে পুনরায় সেই জ্ঞানকে বিনাশ করিবে, ইহা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে) ॥ ২৭৭-২৭৮ ॥

যেমন পাশুপতমহাস্ত্রদ্বারা শরীর বিদ্ধ হইলেও যাহার মরণ হয় নাই, সেই ব্যক্তি যে সাধারণ নিষ্ফল বাণদ্বারা কণ্ঠকিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিবে, ইহা যুক্তিযুক্ত বোধ হয় না। সেইরূপ যিনি স্বীয় বহুবিধ অসাধারণ কার্য্যদ্বারা প্রবর্দ্ধিত অবিদ্যার সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন, এইক্ষণে তিনি যে পরাজিত অবিদ্যাদ্বারা বাধিত হইবেন, ইহা সম্ভবপর নহে। (এক-

तिष्ठन्त्वज्ञानतत्कार्य्यशवा बोधेन मारिताः।
न हानिर्बोध सम्राजः कीर्त्तिः प्रत्युत तस्य तैः ॥ २८१ ॥
य एवमतिशूरेण बोधेन न वियुज्यते।
निवृत्त्या वा प्रवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम् ॥ २८२ ॥
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सर्व्वथा।

उपपादितमर्थं श्रोतृबुद्ध्यारोहाय रूपकेनाह तिष्ठन्त्विति ॥ २८१ ॥

भवत्वेवं प्रकृते किमायातमित्याह य एवमिति। यः पुमानेवमुक्तप्रकारेणातिशूरेणा-विद्यातत्कार्य्यघातकेन ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानेन न वियुज्यते कदापि वियुक्तो भवति अस्य पुंसो देहादिनिष्ठया निवृत्त्या वा प्रवृत्त्या वा किं न किमपि इष्टमनिष्टं वेत्यर्थः ॥ २८२ ॥

तर्हि ज्ञानिवदज्ञानिनोऽपि प्रवृत्तावाग्रहो न युक्त इत्याशङ्क्याह प्रवृत्ताविति। तदुपपत्तिमाह स्वर्गाय वेति ॥ २८२ ॥

বার যে অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে, পুনর্ব্বার সেই অবিদ্যা লব্ধতত্ত্বজ্ঞানের কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ২৭৯-২৮০ ॥

তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অহঙ্কারাদি মৃতশরীরের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, তাহাতে জ্ঞানসম্রাটের কোন হানি হয় না, বরং তদ্দ্বারা জ্ঞান সম্রাটের কীর্ত্তি প্রবর্দ্ধিত হইতে থাকে। (তত্ত্বজ্ঞান হইলে অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অহঙ্কারাদি বর্ত্তমান থাকে বটে, কিন্তু তাহাদিগের কোন ক্ষমতা থাকে না, বরং জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানাদির বিনাশ হইয়াছে, ইহাই প্রকাশ পায়) ॥ ২৮১ ॥

যে ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান অজ্ঞান ও তাহার কার্য্য অহঙ্কারাদিকে বিনাশ করিতে পারে, সেই প্রবলপরাক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যে ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না, দেহাদিগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি তাহার কি করিবে ?। (স্বদেহগত প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি মুক্তিবিমুখ পুরুষের কোন-প্রকার ইষ্ট বা অনিষ্টসাধন করিতে পারে না) ॥ ২৮২ ॥

অজ্ঞানী ব্যক্তিরা স্বর্গ ও অপবর্গসিদ্ধির নিমিত্তে সর্ব্বদা যাগাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে, ইহা উচিত কার্য্য বটে এবং তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরাও যখন সেই-

স্বর্গায় বাপবর্গায় যোজিতব্যং যতো হৃভিঃ ॥ ২৮৩ ॥
বিদ্বাংশ্চেৎ তাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেৎ তদনুরোধতঃ।
কায়েন মনসা বাচা করোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮৪ ॥
এষ মধ্যে বুভুৎসূনাং যদা তিষ্ঠেৎ তদা পুনঃ।
বোধায়ৈষাং ক্রিয়াঃ সর্ব্বা দূষয়ংস্ত্যজতু স্বয়ম্ ॥ ২৮৫ ॥
অবিদ্বদনুসারেণ বৃত্তির্বুদ্ধস্য যুজ্যতে।

বিদুষ আয়ত্তী ন যুক্ত ইত্যুক্তং তর্হি কর্ম্মিণাং মধ্যে বর্ত্তমানেন কিং কর্ত্তব্যমিত্যত আহ বিদ্বাংশ্চেদিতি। বিদ্বান্ তাদৃশানাং কর্ম্মিণাং মধ্যে তিষ্ঠেচ্চেৎ তদনুরোধতঃ তেষামনুসারেণ শরীরাদিভিঃ সর্বাঃ ক্রিয়াঃ করোত্যেব তান্ কর্ম্মিণো ন নিবারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৮৪ ॥

অত্রৈব তত্ত্ববুভুৎসূনাং মধ্যেঽবস্থিতস্য কৃত্যমাহ এষ ইতি। এষ বিদ্বান্ বুভুৎসূনাং মধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ তদা এষাং বুভুৎসূনাং বোধায় তত্ত্বজ্ঞানজননায় তাঃ ক্রিয়া দূষয়ন্ স্বয়মপি ত্যজতু ॥ ২৮৫ ॥

কুত এবং কর্ত্তব্যমিত্যাহ অবিদ্বদনুসারেণেতি। অজ্ঞান্যনুসারেণ জ্ঞানিনো বর্ত্তনমুচিতং

রূপ যাগাদিকার্য্যে নিরত ব্যক্তিদিগের সংসর্গে থাকেন, তখন যদি সেই অজ্ঞানিদিগের অনুরোধে তত্ত্বজ্ঞানীরাও কায়মনোবাক্যে যাগাদিকার্য্য করে, তাহাতে কোন দোষ নাই। (তত্ত্বজ্ঞানীরাও যদি কখন যাগাদিকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হইতে পারে না) ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানিদিগের সহবাসে থাকিয়া যাগাদিকার্য্য করিলে কোন দোষ নাই বটে; কিন্তু জ্ঞানিগণ যখন জ্ঞানিদিগের মধ্যে বাস করে, তখন জ্ঞানবৃদ্ধির নিমিত্তে পূর্ব্বোক্ত যাগাদি কার্য্যে দোষপ্রদর্শন করিয়া সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবে। তখন আর যাগাদিকার্য্যের অনুষ্ঠানমাত্রও করিবে না ॥ ২৮৫ ॥

যখন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তখন অজ্ঞানীব্যক্তিদিগের অনুরোধে যদি তত্ত্বজ্ঞানীরা যাগাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত

स्तनन्धयानुसारेण वर्त्तते तत्पिता यतः ॥ २८६ ॥
अधिक्षिप्तस्ताड़ितो वा बालेन स्वपिता तदा।
न क्लिश्यति न कुप्येच्च बालं प्रत्युत लालयेत् ॥ २८७ ॥
निन्दितः स्तूयमानो वा विद्वानज्ञैर्न निन्दति।
न स्तौति किन्तु तेषां स्याद् यथा बोधस्तथाचरेत् ॥२८८॥
येनायं नटनेनात्र बुध्यते कार्य्यमेव तत्।

कृपालुत्वात् तेषामनुकम्पनीयत्वाच्चेति भावः। एवं क्व दृष्टमित्यत आह स्तनन्धयेति। स्तनन्धयाः स्तन्यपानकर्त्तारः शिशव इत्यर्थः ॥ २८६ ॥

पितुः स्तनन्धयानुसारित्वमेव दर्शयति अधिक्षिप्त इति ॥ २८७ ॥

दार्ष्टान्तिके योजयति निन्दित इति। विद्वानज्ञैर्निन्दितः स्तूयमानो वा स्वयं न निन्दति न स्तौति किन्तु एषामज्ञानिनां यथा बोध उपजायते तथाचरेत् ॥ २८८ ॥

एवमाचरणे निमित्तमाह येनायमिति। अयमज्ञानी अत्रास्मिन् लोके विदुषो येन यादृशेन नटनेनाचरणेन बुध्यते तत्त्वमवगच्छति तथाचरणं तेन कर्त्तव्यमेव। तर्हि तद्वदेव

হয়েন, তাহা দূষণীয় নহে। যেমন পিতা স্তন্যপায়ী শিশুর অনুবর্ত্তন করিলে তাহাতে কোন দোষ হয় না, সেইরূপ জ্ঞানীরা অজ্ঞানীর অনুসরণ করিলেও কোন দোষ হইতে পারে না ॥ ২৮৬ ॥

যদি বালক আপন পিতাকে বিরক্ত করে কিম্বা তাড়ন করে, তাহাতে যেমন পিতা কোন ক্লেশ অনুভব করেন না, বা কুপিত হয়েন না, বরং সেই বালককে লালন করিয়া থাকেন। সেইরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানিকে নিন্দা বা স্তব করিলে তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তি অজ্ঞানীকে নিন্দা বা স্তব করে না। যাহাতে সেই অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ২৮৭-২৮৮ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা যে অজ্ঞানিদিগের জ্ঞানসমুৎপাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, এইক্ষণ তাহার ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যেরূপ আচরণ করিলে অজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের পরম ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানের অধিকার হইতে

अज्ञप्रबोधान्नैवान्यत् कार्य्यमस्त्यत्र तद्विद: ॥ २८९ ॥
कृतकृत्यतया तृप्त: प्राप्तप्राप्यतया पुन: ।
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम् ॥ २९० ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेद्मि ।
धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम् ॥ २९१ ॥

कार्य्यान्तरमपि प्रसज्येत इत्यत आह अज्ञप्रबोधादिति। यतस्तद्विदस्तत्त्वविद: अत्र लोके अज्ञप्रबोधादन्यत् कर्त्तव्यं नैवास्ति अतस्तदनुसारेण तत्त्वबोधनं कर्त्तव्यमित्यर्थ: ॥ २८९ ॥

वृत्तवृत्तिश्लोकयोस्तात्पर्य्यमाह कृतकृत्यतयेति। असौ विद्वान् पूर्वोक्तप्रकारेण कृतकृत्यतया कृतं कृत्यं येनासौ कृतकृत्यस्तस्य भावस्तत्ता तया तृप्त: सन् पुनर्वक्ष्यमाणप्रकारेण प्राप्तप्राप्यतया प्राप्तं प्राप्यं येन स: प्राप्तप्राप्यस्तस्य भावस्तत्ता तया तृप्यन् स्वमनसा निरन्तरमेवं मन्यते ॥ २९० ॥

किं मन्यते तदित्यत आह धन्योऽहमिति। धन्य: कृतकृतार्थ: आदरार्था वीप्सा नित्यमनवरतं स्वात्मानं स्वस्य निजं रूपं देशाद्यनवच्छिन्नं प्रत्यगात्मानमञ्जसा साक्षात् यतो वेद्मि जानाम्यतो धन्य इत्यर्थ:। एवमात्मज्ञानलाभनिमित्तां तुष्टिमभिधाय तत्फललाभनिमित्तां तां दर्शयति धन्योऽहमिति। ब्रह्मानन्द: ब्रह्मभूतानन्द: मे स्पष्टं विभाति स्पष्टं यथा भवति तथा स्फुरतीत्यर्थ: ॥ २९१ ॥

পারে, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহাই করা কর্ত্তব্য, কারণ অজ্ঞানীর জ্ঞানোৎপাদন ভিন্ন তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অন্য অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য আর কিছুই নাই ॥ ২৮৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা অজ্ঞানীদিগের জ্ঞানোৎপাদন করিতে পারিলেই "আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিতৃপ্ত হন এবং "আমরা প্রাপ্তব্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি" এইরূপে অন্তঃকরণে বক্ষ্যমাণ বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করিতে থাকেন ॥ ২৯০ ॥

যাঁহারা পরমব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বদা এইরূপ মনে করেন,—"আমি সর্ব্বদা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি, অতএব আমি ধন্য হইয়াছি"। "আর সর্ব্বদা আমার সমক্ষে ব্রহ্মানন্দ সুস্পষ্ট প্রকাশ পাই-

धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽद्य ।
धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥ २९२ ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं कर्त्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित् ।
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्व्वमद्य सम्पन्नम् ॥ २९३ ॥
धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेर्मे कोपमा भवेल्लोके ।
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यो धन्यः पुनः पुनः ॥ २९४ ॥

एवमिष्टप्राप्तौ तुष्टिमभिधायानिष्टनिवृत्त्यापि तुष्यतीत्याह धन्योऽहमिति । अद्य इदानीं दुःखं दुःखरूपं संसारं न वीक्षे न पश्यामि अतः कृतार्थ इत्यर्थः । दुःखाप्रतीतौ कारणमाह धन्योऽहमिति । अनेकवासनाजालमज्ञानं क्वापि पलायितं नष्टमित्यर्थः ॥ २९२ ॥

अज्ञाननिवृत्तिफलं कृतकृत्यत्वं प्राप्तप्राप्यत्वञ्च दर्शयति धन्योऽहमिति ॥ २९३ ॥

इदानीं कृतकृत्यत्वमित्यादिना जातायास्तृप्तेर्निरतिशयत्वमाह धन्योऽहमिति । इतः परं वक्तव्यादर्शनात् तुष्टिरेव परिस्फुरतीति दर्शयति धन्योऽहमिति ॥ २९४ ॥

েছে, অতএব আমি ধন্য হইয়াছি"। (এইরূপ আত্মজ্ঞান লাভ হইলে জ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণে অপরিসীম আনন্দ অনুভূত হইতে থাকে)। ২৯১ ॥

জ্ঞানিগণ আত্মজ্ঞান-লাভজন্য সন্তোষ লাভ করিয়া এইরূপ মনে করেন,— "সাংসারিক দুঃখ সকল আমাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, আমি সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক দুঃখ বিসর্জ্জন দিয়াছি, অতএব আমি ধন্য হইলাম" এবং "আমার অজ্ঞানরূপ অন্ধকার কোথায় পলায়ন করিয়াছে, আমি সর্ব্বদা জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত আছি, অতএব আমি কৃতকৃতার্থ হইয়াছি" ॥ ২৯২ ॥

জ্ঞানিদিগের অজ্ঞাননিবৃত্তি হইলে তাহারা এইরূপ মনে করেন যে,— "এই জগতে আমার আর কর্ত্তব্য কার্য্য অবশিষ্ট নাই, আমি সর্ব্ব প্রকার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছি; অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমি যাবতীয় প্রার্থনীয় বিষয় লাভ করিয়াছি, এইক্ষণে আমার প্রার্থয়িতব্য আর কিছুই নাই, অতএব আমি ধন্য হইলাম" ॥ ২৯৩ ॥

"এইক্ষণ আমি যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছি, এই প্রীতির উপমা ত্রিজগতে

अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृढम्।
अस्य पुण्यस्य सम्पत्तेरहो वयमहो वयम्॥ २९५॥
अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः।
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्॥ २९६॥
तृप्तिदीपमिमं नित्यं येऽनुसन्दधते बुधाः।

अस्य सर्व्वस्य कारणभूतपुण्यपुञ्जपरिपाकमनुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अहो पुण्यमिति। एवंविधपुण्यसम्पादकमात्मानमनुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अस्य पुण्यस्येति॥ २९५॥

इदानीं सम्यग् ज्ञानसाधनं शास्त्रं तदुपदेष्टारमाचार्य्यञ्चानुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अहो शास्त्रमिति। पुनश्च शास्त्रजन्यज्ञानं तज्जन्यसुखञ्चानुस्मृत्य तुष्यतीत्याह अहो ज्ञानमिति॥२९६॥

নাই; অতএব আমি ধন্য হইলাম। আমি এইরূপ অনন্ত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছি। অতএব আমাতে আর ধন্যবাদের পরিসীমা নাই"॥ ২৯৪॥

জ্ঞানী ব্যক্তি ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান লাভ করিয়া মনে করেন যে, "আমার প্রীতি-বৃক্ষে কি আশ্চর্য্য পুণ্যফল ফলিত হইয়াছে? আমার এই পুণ্য পরম আশ্চর্য্য পদার্থ। এই আশ্চর্য্য পুণ্যসম্পত্তিদ্বারা আমিও পরম আশ্চর্য্য হইয়াছি"। (আমি এই পুণ্যপুঞ্জের পরিপাকবশতঃ যেরূপ সন্তোষ লাভ করিয়াছি, তাহা বর্ণনাতীত)॥ ২৯৫॥

এইরূপ সম্যগ্ ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের কারণীভূত শাস্ত্র ও উপদেশক গুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়া বলিতেছেন।—এই ব্রহ্মবিজ্ঞান শাস্ত্র অতি-আশ্চর্য্য এবং যিনি এই ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশক গুরু, তিনিও পরম আশ্চর্য্য (তাঁহার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা নাই)। এই ব্রহ্মবিজ্ঞান যে কি আশ্চর্য্য পদার্থ তাহা বলিয়া শেষ করা অসাধ্য। আমি ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিয়া এইরূপ যেরূপ সুখভোগ করিতেছি, এই সুখও পরম আশ্চর্য্য॥ ২৯৬॥

এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণের শেষভাগে এই পঞ্চদশীর তৃপ্তিদীপপ্রকরণ অধ্যয়নের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি এই তৃপ্তিদীপপ্রকরণ

ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্॥ ২৯৭॥

ইতি তৃপ্তিদীপোনাম সপ্তমঃ পরিচ্ছেদঃ।

গ্রন্থাভ্যাসফলমাহ তৃপ্তিদীপমিতি॥ ২৯৭॥

ইতি তৃপ্তিদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা॥

সর্ব্বদা আলোচনা করেন, তিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরন্তর পরমতৃপ্তি লাভ করিয়া অনন্তকাল সেই তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত থাকেন। (পরন্তু তাঁহার সেই তৃপ্তির কথনও হ্রাস হয় না)॥ ২৯৭॥

ইতি তৃপ্তিদীপ সমাপ্ত॥

कूटस्थदीपोनाम-

अष्टमः परिच्छेदः।

खादित्यदीपिते कुड्ये दर्पणादित्यदीप्तिवत्।
कूटस्थभासितो देहो धीस्थजीवेन भास्यते ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
कुर्वे कूटस्थदीपस्य व्याख्यां तात्पर्य्यदीपिकाम् ॥

मुमुक्षोर्मोक्षसाधनब्रह्मात्मैकत्वज्ञानस्य तत्त्वं पदार्थशोधनपूर्व्वकत्वात् त्वंपदार्थशोधनपरं कूटस्थदीपाख्यं ग्रन्थमारभमाण आचार्य्योऽस्य ग्रन्थस्य वेदान्तप्रकरणत्वेन तदीयैरेव विषयादिभिस्तद्वत्तासिद्धिमभिप्रेत्य त्वंपदलक्ष्यवाच्यौ कूटस्थजीवौ सदृष्टान्तं भेदेन निर्दिशति खादित्येति। खादित्यदीपिते खे आदित्यः खादित्यः प्रसिद्धः सूर्य्य इत्यर्थः तेन च तत्सम्बन्ध्यालोको लक्ष्यते तेन दीपिते प्रकाशिते कुड्ये दर्पणादित्यदीप्तिवत् दर्पणेषु निपत्य पर्य्यावृत्तैः कुड्यसम्बन्धैरादित्यरश्मिभिस्तत्प्रकाशनमिव कूटस्थभासितः कूटस्थेनाविकारिचैतन्येन भासितः प्रकाशितो देहः धीस्थजीवेन बुद्धिस्थचिदाभासेन भास्यते प्रकाश्यते अनेन सामान्यतो विशेषतश्च कुड्यावभासकादित्यप्रकाशद्वयमिव देहावभासकचैतन्यद्वयमस्तीति प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥

"তৎ" ও "ত্বং" এই পদদ্বয়ের পরিশোধন ব্যতিরেকে মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের মোক্ষসাধনের কারণীভূত আত্মৈকত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না। অতএব এই কূটস্থদীপপ্রকরণে সেই "তৎ ও ত্বং" এই উভয় পদের শোধন মানসে প্রথমতঃ "ত্বং" পদের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য ও জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যেমন ভিত্তিপ্রভৃতিতে সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে, তাহা সামান্যতঃ প্রকাশ পায় এবং ঐ ভিত্তিপ্রভৃতিতে যদি পুনর্ব্বার দর্পণ প্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, তাহাহইলে ঐ ভিত্তিপ্রভৃতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেইরূপ এই শরীর কূটস্থচৈতন্যের আভাসদ্বারা সামান্যরূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতে যদি পুনর্ব্বার জীবচৈতন্য প্রতিবিম্বিত

अनेकदर्पणादित्यदीप्तीनां बहुसन्धिषु ।
इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २ ॥
चिदाभासविशिष्टानां तथानेकधियामसौ ।
सन्धिं धियामभावञ्च भासयन् प्रविविच्यताम् ॥ ३ ॥

ननु तत्र दर्पणादित्यदीप्तिव्यतिरेकेण आदित्यदीप्तिर्नोपलभ्यते इत्याशङ्क्य ताभ्यस्तां विभज्य दर्शयति अनेकेति । अनेका बहुदर्पणजन्याः कुड्ये तत्र तत्र मण्डलाकारविशेषप्रभा दृश्यन्ते तासां सन्धौ मध्ये इतरा सामान्यप्रकाशरूपा आदित्यप्रभा व्यज्यते अभिव्यक्तोपलभ्यते तासां दर्पणजन्यप्रभाणामभावे दर्पणापगमादिना असत्त्वे च स्वयं सर्व्वत्र प्रकाशते ॥ २ ॥

दृष्टान्तसिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके दर्शयति चिदाभासविशिष्टानामिति । तथा तेनैव प्रकारेण चिदाभासविशिष्टानां चित्प्रतिबिम्बयुक्तानाम् अनेकधियामनेकासां बुद्धिवृत्तीनां घटज्ञानादिशब्दवाच्यानां सन्धिमन्तरालं जाग्रदादौ धियां तासामेव बुद्धिवृत्तीनाम् अभावञ्च सुषुप्त्यादौ भासयन् प्रकाशयन्नसौ कूटस्थः प्रविविच्यतां ताभ्यो भेदेन ज्ञायतामित्यर्थः ॥ ३ ॥

কূটস্থচৈতন্যের প্রভা পতিত হয়, তাহাহইলে ঐ শরীর পূর্ব্ব হইতে দ্বিগুণরূপে বিশেষ প্রকাশিত হইয়া থাকে। (ইহাতে এই বিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন সূর্য্যকিরণগ্রহণে ভিত্তিপ্রভৃতি হইতে দর্পণের অধিক শক্তি আছে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রভাগ্রহণে শরীর হইতে জীবচৈতন্যের সমধিক শক্তি আছে) ॥ ১ ॥

ভিত্তিপ্রভৃতির নিকটে বহু দর্পণ রাখিলে প্রত্যেক দর্পণেই সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া সেই ভিত্তিপ্রভৃতির উপরে পতিত হয় এবং সেই বহুদর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণের সন্ধির মধ্যে মধ্যে সামান্যাকার সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া থাকে। পরন্তু সেই দর্পণসকল দূরীভূত করিলেও সেই সামান্য সূর্য্যকিরণের অপগম হয় না, সেই ভিত্তিপ্রভৃতিকে প্রকাশ করিতে থাকে ॥ ২ ॥

যেমন দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যকিরণ ভিত্তিমধ্যে পতিত হইলে, তাহার মধ্যে মধ্যে সাধারণ সূর্য্যকিরণ পতিত হইয়া সেই ভিত্তিকে প্রকাশ করে এবং দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্য্যের অভাব হইলেও সাধারণ সূর্য্যকিরণ প্রকাশের অভাব হয় না। সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের চিদাভাস অনেক বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইয়া জীবকে প্রকাশ করে এবং অনেক বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত

घटैकाकारधीस्था चित् घटमेवावभासयेत्।
घटस्य ज्ञातता ब्रह्मचैतन्येनावभास्यते ॥ ४ ॥
अज्ञातत्वेन भातोऽयं घटो बुद्ध्युदयात् पुरा।
ब्रह्मणैवोपरिष्टात् तु ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥ ५ ॥

इदानीं देहान्तःकूटस्थचिदाभासयोर्भेदप्रदर्शनाय देहाद् बहिरपि चिदाभासब्रह्मणी विभज्य दर्शयति घटैकाकारधीस्थेति। घटैकाकारधीस्था चित् घटस्यैकस्याकार इवाकारो यस्याः सा घटैकाकारा तथाविधायां बुद्धौ वर्त्तमानश्चिदाभासः घटमेकमेवावभासयेत् तस्य घटस्य ज्ञातताख्यो धर्म्मः घटो ज्ञात इति व्यवहारहेतुर्यः स घटकल्पनाधिष्ठानेन ब्रह्मचैतन्येन साधनभूतेनावभास्यते प्रकाश्यते इत्यर्थः ॥ ४ ॥

ननु ज्ञाततावभासकचैतन्येनैव घटप्रतीतिसम्भवात् बुद्धिः किमर्थेयमित्याशङ्क्य घटस्य ज्ञातत्वादिभेदसिद्ध्यर्थेत्याह अज्ञातत्वेनेति। बुद्ध्युदयात् पुराऽयं घटो ब्रह्मणैवाज्ञातत्वेन प्रकाशितो बुद्ध्युत्पत्तौ सत्यां ज्ञातत्वेन ब्रह्मणैव प्रकाश्यत इतीयानेव भेदः नान्य इत्यर्थः ॥५॥

চিদাভাসের মধ্যে মধ্যে সাধারণ চিদাভাস পতিত হইয়াও জীবকে প্রকাশ করে। আর সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত চিদাভাসের অভাবেও কূটস্থ-চৈতন্যের চিদাভাসের প্রকাশ অবগত হয় না। অতএব বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির প্রকাশক কূটস্থচৈতন্যকে সেই বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ বলিয়া জান ॥ ৩ ॥

এই দেহান্তর্গত আভাসচৈতন্য ও কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যের ভেদপ্রদর্শনার্থ দেহের বাহে চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্যকে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন।— বুদ্ধিস্থ আভাসচৈতন্য কেবল ঘটের আকারমাত্র প্রকাশ করে। (যখন বুদ্ধিতে ঘটের আকার পতিত হয়, তখন ঘটের আকারের জ্ঞান হইয়া থাকে।) প্রকৃত ঘটপদার্থকে ব্রহ্মচৈতন্য প্রকাশ করে, ঘট কিরূপ পদার্থ ইহা কেবল ব্রহ্মচৈতন্যেরই গ্রাহ্য। (আমি ঘটকে জানিলাম, এইরূপ ব্যবহার ব্রহ্মচৈতন্যেরই হইয়া থাকে) ॥ ৪ ॥

যে পর্য্যন্ত আভাসচৈতন্যের ঘটবিষয়ক বুদ্ধির উদয় না হয়, তাবৎ সেই ঘট অজ্ঞাতরূপেই থাকে। পরে যখন আভাসচৈতন্যের বুদ্ধিবৃত্তিতে সেই ঘট

चिदाभासान्तधीवृत्तिर्ज्ञानं लोहान्तकुन्तवत् ।
जाड्यमज्ञानमेताभ्यां व्याप्तः कुम्भो द्विधोच्यते ॥ ६ ॥
अज्ञातो ब्रह्मणा भास्यो ज्ञातः कुम्भस्तथा न किम् ।

नन्वेकस्यैव घटस्य ज्ञातत्वाज्ञातत्वलक्षणं द्वैरूप्यं कथं सम्भवतीत्याशङ्क्य तदवबोधनाय ज्ञातताज्ञातत्तानिमित्तयोर्ज्ञानाज्ञानयोः स्वरूपं तावद्दर्शयति चिदाभासान्तधीवृत्तिरिति । चिदाभासश्चित्प्रतिबिम्बः सोऽन्ते पुरोभागे यस्याः सा धीवृत्तिर्ज्ञानम् इत्युच्यते बोधो धीवृत्तिरिति आचार्य्यैरभिधानात् । तत्र दृष्टान्तो लोहान्तकुन्तवदिति । जाड्यं स्वतः स्फूर्त्तिरहितत्वमज्ञानमित्युच्यते एताभ्यां पर्य्यायेण व्याप्तः सर्व्वतः सम्बद्धः कुम्भो ज्ञातोऽज्ञात इति बोध्यत इत्यर्थः ॥ ६ ॥

ननु अज्ञातस्य कुम्भस्याज्ञानव्याप्तत्वाद्भवतु ब्रह्मावभास्यत्वं ज्ञानव्याप्तस्य तु ज्ञातस्य कुम्भस्य

প্রকাশ পায়, তখন ব্রহ্মচৈতন্যের সেই ঘটের জ্ঞান হইয়া থাকে। এইক্ষণ অন্তঃকরণস্থ জীবচৈতন্য ও নিরুপাধিক কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের এই মাত্রভেদ প্রকাশ হইল যে, অন্তঃকরণস্থ আভাসচৈতন্য কেবল ঘটের প্রকাশক এবং নিরুপাধি কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য সেই ঘটের জ্ঞাতা ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, একই ঘট চিদাভাস-কর্ত্তৃক অজ্ঞাত ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক জ্ঞাত হয়। এইক্ষণে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, এক ঘটে কিরূপে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণপূর্ব্বক এক ঘটের জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব এই উভয়ের নিমিত্ত জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ দর্শাইতেছেন।—যেমন কুন্তের (লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রবিশেষের) একদেশে তীক্ষ্ণ ধার ও অপরাংশ কুণ্ঠিত, সেইরূপ আভাসচৈতন্যের একদেশে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞান ও অপরাংশে জড়তারূপ অজ্ঞান রহিয়াছে। এই চিদাভাসের একদেশবর্ত্তী জ্ঞান ও অপরাংশবর্ত্তী জড়তাদ্বারা একই ঘট পরিব্যাপ্ত আছে; সুতরাং একই ঘট জ্ঞাত ও অজ্ঞাত উভয়রূপে প্রতিপন্ন হইল। (চিদাভাসের জ্ঞানাংশদ্বারা পরিব্যাপ্ত ঘট জ্ঞাত এবং জড়াংশদ্বারা পরিব্যাপ্ত ঘট অজ্ঞাত) ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার উভয় অবস্থাপন্ন ঘট সামান্যতঃ কেবল ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই পরিজ্ঞাত হয়। চিদাভাস কেবল সেই জ্ঞানজননের অনুকূলমাত্র। (যদি

জ্ঞাতত্বজননেনৈব চিদাভাসপরিক্ষয়ঃ ॥ ৭ ॥
আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জন্যতে।
তাদৃগ্‌বুদ্ধের্বিশেষঃ কো মৃদাদেঃ স্যাদ্ বিকারিণঃ ॥ ৮ ॥
জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে কুম্ভো মৃদা লিপ্তো ন কুত্রচিৎ।
ধীমাত্রব্যাপ্তকুম্ভস্য জ্ঞাতত্বং নেষ্যতে তথা ॥ ৯ ॥
জ্ঞাতত্বং নাম কুম্ভেঽতশ্চিদাভাসফলোদয়ঃ।

কুতো ব্রহ্মচৈতন্যাবভাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাজ্ঞানস্যাজ্ঞাততাজননে ইব জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাততাজনন-মাত্রোপক্ষীণত্বাদজ্ঞাতকুম্ভবৎ জ্ঞাতস্যাপি ব্রহ্মাবভাস্যত্বং ভবতীত্যাহ অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্য ইতি। যথা অজ্ঞাতঃ কুম্ভো ব্রহ্মাবভাস্যস্তথা জ্ঞাতঃ কুম্ভো ন কিং ব্রহ্মাবভাস্যো ভবতি কিন্তু ভবত্যেবেত্যর্থঃ। কুত ইত্যত আহ জ্ঞাতত্বেতি ॥ ৭ ॥

নন্বজ্ঞাততাজননায়াজ্ঞানমিব জ্ঞাততাজননায়াপি বুদ্ধিরেবাস্তু কিমনেন চিদাভাসে-নেত্যাশঙ্ক্য চিদাভাসরহিতায়া বুদ্ধের্ঘটাদিবদপ্রকাশরূপত্বেন জ্ঞাততাজননং ন সম্ভবতীত্যাহ আভাসহীনয়েতি ॥ ৮ ॥

চিদাভাসরহিতবুদ্ধিব্যাপ্তস্য ঘটস্য জ্ঞাতত্বাভাবং দৃষ্টান্তপ্রদর্শনেন স্পষ্টয়তি জ্ঞাত ইত্যুচ্যত ইতি। লোকে কুত্রচিদপি ঘটো মৃদা শুক্লরক্তরূপয়ালিপ্তো লিপনং প্রাপ্তো জ্ঞাত ইতি নোচ্যতে যথা তথা চিদাভাসরহিতবুদ্ধিব্যাপ্তস্য ঘটস্য জ্ঞাতত্বং নাভ্যুপগন্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

ফলিতমাহ জ্ঞাতত্বমিতি। যতঃ কেবলায়া বুদ্ধের্জ্ঞাতত্বজননাসমর্থত্বমতঃ কুম্ভে

অজ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞাতঘট কি ব্রহ্ম-চৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইবে না? সুতরাং পরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত উভয়ঘটই ব্রহ্মচৈতন্য-কর্ত্তৃক প্রকাশ পাইয়া থাকে) ॥ ৭ ॥

আভাসচৈতন্য ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিদ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না; সুতরাং মৃত্তিকার স্বরূপ যে ঘট প্রতীয়মান হইতেছে, সেই অবস্থায় আভাসচৈতন্য সহকৃত বুদ্ধিবৃত্তির সহিত আর তাহার কোন বিশেষ থাকে না ॥ ৮ ॥

যেমন জ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটকে কেহ জ্ঞাত বলিয়া স্বীকার করে না, সেইরূপ আভাসচৈতন্য ব্যতিরেকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তি পরি-ব্যাপ্ত ঘটও আর পরিজ্ঞাতরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে না ॥ ৯ ॥

न फलं ब्रह्मचैतन्यं मानात् प्रागपि सत्त्वतः॥ १०॥
पराग्र्थप्रमेयेषु या फलत्वेन सम्मता।
संवित् सैवेह मेयोऽर्थो वेदान्तोक्तिप्रमाणतः॥
इति वार्त्तिककारेण चित्सादृश्यं विवक्षितम्।
ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः साहस्र्यां विश्रुतो यतः॥ ११॥

चिदाभासलक्षणस्य फलस्योत्पत्तिरेव ज्ञातत्वं नाम प्रसिद्धमित्यर्थः। ननु तथापि चिदाभासो न कल्पनीयः ब्रह्मचैतन्यस्यैव फलस्य सद्भावादित्याशङ्क्याह न फलमिति। ब्रह्मचैतन्यं फलं घटादिस्फुरणं न भवतीति। कुत इत्यत आह मानात् प्रागिति। प्रमाणप्रवृत्तेः पूर्व्वमपि विद्यमानत्वात् फलस्य तु तदुत्तरकालीनत्वनियमादिति भावः॥ १०॥

नन्विदं पराग्र्थप्रमेयेष्वित्यादिसुरेश्वरवार्त्तिकविरुद्धमित्याशङ्क्य तदविवक्षानभिज्ञानस्य चोद्यमिति परिहरति पराग्र्थप्रमेयेष्विति। अस्य चायमर्थः पराग्र्था बाह्या घटादयः पदार्थास्तेषु प्रमेयेषु प्रमाणविषयेषु सत्सु या प्रमाणफलत्वेनाभ्युपेता संविदस्ति सैवेहास्मिन् शास्त्रे वेदान्तोक्तिप्रमाणतः वेदान्तवाक्यलक्षणप्रमाणेन मेयोऽर्थः ज्ञातव्योऽर्थः इतीति इत्यनेन वार्त्तिकेन ब्रह्मचैतन्यसदृशश्चिदाभासः प्रमाणफलत्वेन विवक्षितो न ब्रह्मचैतन्यमिति भावः। वार्त्तिककाराणामीदृशी विवक्षेति कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य तद्गुरुभिः श्रीमदाचार्य्यैरुपदेशसाहस्र्यां ब्रह्मचैतन्यचिदाभासयोर्भेदस्य प्रतिपादितत्वात् इत्याह ब्रह्मचित्फलयोरिति। ब्रह्मचिच्च फलञ्च ब्रह्मचित्फले तयोरिति विग्रहः॥ ११॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল বুদ্ধির জ্ঞাতত্ব জননের সামর্থ্য নাই, এইনিমিত্ত বুদ্ধিবৃত্তিসহকারে আভাসচৈতন্যের যে বস্তুর আকারগত বিজ্ঞান, তাহাকেই সেই সেই বিষয়ে জ্ঞাতত্বরূপে নির্ণয় করা যায়। অতএব কেবল কূটস্থচৈতন্যদ্বারা সেইরূপ বস্তুর জ্ঞাতত্ব সম্ভবিতে পারে না। যেহেতু সেই সেই বস্তু জ্ঞানের পূর্ব্বেও সেই সেই বস্তুর বিদ্যমানতা থাকে। (যদি কেবল কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারাই বস্তুর জ্ঞান হইত, তাহাহইলে সর্ব্বদাই সকল পদার্থের জ্ঞান হইতে পারিত)॥ ১০॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে বার্ত্তিকমত প্রদর্শন করিতেছেন।—বার্ত্তিকসূত্রকার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যে আভাসচৈতন্য বাহ্যপদার্থের জ্ঞানবিষয়ে কারণরূপে নিরূপিত হয়েন, তিনিই এই বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য হয়েন।

आभास उदितस्तस्मात् ज्ञातत्वं जनयेद् घटे।
तत् पुनर्ब्रह्मणा भास्यमज्ञातत्ववदेव हि ॥ १२ ॥
धीवृत्त्याभासकुम्भानां समूहो भास्यते चिता।
कुम्भमात्रफलत्वात् स एक आभासतः स्फुरेत् ॥ १३ ॥

एवञ्च सति प्रकृते किमायातमित्यत आह आभासेति। यस्मात् ब्रह्मचित्फलयोर्भेदः सिद्धस्तस्मात् घटे उदित उत्पन्न आभासफल घटे ज्ञातत्वं जनयेत् उत्पन्नं तज्ज्ञातत्वं पुनरज्ञातत्ववत् ब्रह्मणैव भास्यं भवति हि प्रसिद्धमित्यर्थः ॥ १२ ॥

एवं ब्रह्मचिदाभासयोर्भेदमुपपादितं विषयभेदप्रदर्शनेन स्पष्टयति धीवृत्तीति। चिता ब्रह्मचैतन्येनेत्यर्थः चिदाभासस्य कुम्भमात्रनिष्ठफलरूपत्वात् तेनाभासेन घट एक एव स्फुरेत् भासते इत्यर्थः ॥ १३ ॥

(বেদান্তবাক্য প্রমাণদ্বারা সেই আভাসচৈতন্যের অর্থ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। এইরূপে বার্ত্তিককার ব্রহ্মচৈতন্যের সদৃশ চিদাভাসের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন।) কারণ বার্ত্তিকসূত্রকারকে স্বীয় গুরু শ্রীমদাচার্য্যগণ সহস্র সহস্র উপদেশকালে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য ও আভাসচৈতন্যের প্রভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। (অতএব ইহাদ্বারাই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের ভেদ সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রে ব্রহ্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্য এই উভয়ের প্রভেদ প্রতিপন্ন হইয়াছে। এইনিমিত্ত ইহাই স্থির হইল যে, আভাসচৈতন্যদ্বারা ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয় এবং সেই আভাসচৈতন্য ও ঘটাদি এই উভয়ই অজ্ঞাত ঘটাদিপদার্থের ন্যায় কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়। (কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য ঘট ও আভাসচৈতন্য এই উভয়ের প্রকাশক, সুতরাং কূটস্থচৈতন্য ও জীবচৈতন্যের প্রভেদ সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল) ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাস এই উভয়ের ভেদ উপপন্ন হইয়াছে, এই সূত্রে বিষয়ভেদ প্রদর্শনদ্বারা সেই ভেদ স্পষ্টরূপে নিরূপিত হইতেছে।—বুদ্ধিবৃত্তি, আভাসচৈতন্য ও ঘটাদি পদার্থ ইহারা সকলই ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য। আর আভাসচৈতন্যই কেবল একমাত্র ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশ করেন ॥ ১৩ ॥

চৈতন্যং দ্বিগুণং কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরেৎ ততঃ।
অন্যেঽনুব্যবসায়াখ্যমাহুরেতদ্ যথোদিতম্॥ ১৪॥
ঘটোঽয়মিত্যসাবুক্তিরাভাসস্য প্রসাদতঃ।
বিজ্ঞাতো ঘট ইত্যুক্তির্ব্রহ্মানুগ্রহতো ভবেৎ॥ ১৫॥
আভাসব্রহ্মণী দেহাৎ বহির্যদ্বৎ বিবেচিতে।

কুম্ভস্য চিদাভাসব্রহ্মোভয়ভাস্যত্বে লিঙ্গমাহ চৈতন্যমিতি। ততো ঘটস্য ব্রহ্মচিদাভাসোভয়ভাস্যত্বাৎ কুম্ভে জ্ঞাতত্বেন দ্বিগুণং চৈতন্যং ভাতি ইদমেব ঘটজ্ঞাততাবভাসকং চৈতন্যং তার্কিকৈর্জ্ঞানান্তরত্বেন ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাহ অন্যেঽনুব্যবসায়াখ্যমিতি। যথোদিতং যথোক্তমেতদেব ব্রহ্মচৈতন্যমন্যে তার্কিকা অনুব্যবসায়াখ্যং জ্ঞানান্তরং প্রাহুরিতি যোজনা॥ ১৪॥

অয়ং ঘট ইতি জ্ঞাতো ঘট ইতি চ ব্যবহারভেদাদপি চিদাভাসব্রহ্মণোর্ভেদোঽবগন্তব্য ইত্যাহ ঘটোঽয়মিত্যসাবিতি॥ ১৫॥

দেহাদ্ বহিশ্চিদাভাসব্রহ্মণী বিবিক্তে যথা তথা দেহান্তশ্চিদাভাসকূটস্থৌ বিবেচনীয়াবিত্যাহ আভাসব্রহ্মণী দেহাদিতি॥ ১৬॥

একমাত্র ঘট যে চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়দ্বারা প্রকাশিত হয়, তদ্বিষয়ে কারণ প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে ইহাই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, জ্ঞাত ঘটেতে আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ই প্রকাশ পায়, ইহাতে এক ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যের প্রকাশ প্রতিপন্ন হইতেছে। এই উভয় চৈতন্যের প্রকাশকে নৈয়ায়িকেরা "অনুব্যবসায়" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন॥ ১৪॥

"এই ঘট ও বিজ্ঞাত ঘট" এই উভয়রূপেই লৌকিক ব্যবহার দৃষ্ট হয়, উক্ত উভয়বিধ ব্যবহারদ্বারা আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের প্রভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন।—আভাসচৈতন্যদ্বারা ঘটাদিবিষয়ের বিশেষ প্রত্যক্ষ হয়, আর কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা তাহার সামান্যরূপে জ্ঞানমাত্র হইয়া থাকে। (যখন "এই ঘট ও জ্ঞাত ঘট" এই উভয়রূপ ব্যবহারের ভেদ প্রসিদ্ধ আছে, তখন আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ে যে ভেদ আছে, তাহার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই)॥ ১৫॥

तद्वदाभासकूटस्थौ विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १६ ॥
अहंवृत्तौ चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ।
संव्याप्य वर्त्तते तप्ते लोहे वह्निर्यथा तथा ॥ १७ ॥
स्वमात्रं भासयेत् तप्तं लोहं नान्यत् कदाचन ।
एवमाभाससहिता वृत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १८ ॥

ननु देहाद् बहिश्चिदाभासस्य व्याप्यघटाकारवृत्तिवदान्तरविषयगोचरवृत्त्यभावात् कथं तद्व्यापकश्चिदाभासोऽभ्युपगम्यते इत्याशङ्क्य विषयगोचरवृत्त्यभावेऽप्यहमादिवृत्तिसद्भावात् तद्व्यापकश्चिदाभासोऽभ्युपगन्तुं शक्यते इति सदृष्टान्तमाह अहंवृत्ताविति ॥ १७ ॥

अहमादिवृत्तीनामेव चिदाभासभास्यत्वं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति स्वमात्रमिति ॥ १८ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপে ঘটাদি বহির্বিষয়েতে আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ-ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপে স্বীয় শরীরে সেই উভয় চৈতন্যের ভেদ নির্ণয় করা আবশ্যক। যেহেতু স্বীয় শরীরে উভয় চৈতন্যের ভেদ নির্ণয় হইলেই "তৎ ও ত্বং" এই উভয় পদের শোধন করিয়া আভাসচৈতন্য ও কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের ঐক্যজ্ঞান সহজে নিষ্পন্ন হইবে। এই-নিমিত্ত স্বীয় শরীরে উভয় চৈতন্যের ভেদনির্ণয় করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

যেমন দেহের বহির্গত ঘটাদি পদার্থ চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্ত আছে, সেই-রূপ আন্তরিক পদার্থে বিষয় গোচর বৃত্তির অভাবহেতুক চিদাভাসকে তাহার ব্যাপ্য বলিতে পারে না। এই আশঙ্কায় আন্তরিক পদার্থে বিষয়গোচর বৃত্তির অভাব থাকিলেও অহঙ্কারাদিবৃত্তির সদ্ভাব আছে, এইবিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডে সর্ব্বতো-ভাবে ওতপ্রোতরূপে অগ্নিমিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ আন্তরিক আভাসচৈতন্য অহঙ্কার ও কামক্রোধাদি বৃত্তিতে মিশ্রিত হইয়া ব্যাপ্ত আছেন ॥ ১৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিষয়টি অপর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন।—যেমন সেই প্রতপ্ত লৌহপিণ্ড কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করে, অন্যকে প্রকাশ করিতে পারে না, সেইরূপ আভাসচৈতন্য মিশ্রিত বৃত্তিসকল কেবল আপনাকে মাত্র প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

क्रमाद् विच्छिद्य विच्छिद्य जायन्ते वृत्तयोऽखिलाः।
सर्व्वा अपि विलीयन्ते सुप्तिमूर्च्छासमाधिषु ॥ १९ ॥
सन्धयोऽखिलवृत्तीनामभावाश्चावभासिताः।
निर्व्विकारेणयेनासौ कूटस्थ इति गीयते ॥ २० ॥
घटे द्विगुणचैतन्यं यथा बाह्ये तथान्तरे।

एवं चिदाभासं व्युत्पाद्य कूटस्थस्वरूपं व्युत्पादयितुं तदुपयोगिनं वृत्त्यभावावसरं दर्शयति क्रमाद् विच्छिद्येति ॥ १९ ॥

भवत्वेवं समाध्यादौ वृत्तिविलयोऽनेन कथं कूटस्थोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य वृत्त्यभावसाक्षित्वेनासावबगम्यते इत्याह सन्धयोऽखिलवृत्तीनामिति। वृत्तिसन्धयो वृत्त्यभावाश्च येन चैतन्येनावभास्यन्ते स कूटस्थोऽवगन्तव्य इत्यर्थः ॥ २० ॥

एवञ्च सति किं फलितमित्यत आह घटे द्विगुणेति। बाह्ये घटे यथा घटमात्रावभासकश्चिदाभासः घटस्य ज्ञाततावभासकं ब्रह्मचैतन्यञ्चेति चैतन्यद्वैगुण्यं तथान्तरेऽहङ्कारादि-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে চিদাভাসকে প্রতিপন্ন করিয়া কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ ও তদুপযোগী বৃত্তির অভাব প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা অথবা সমাধি অবস্থাতে সেই অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল একেবারে বিলীন হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥

যে নির্ব্বিকার চৈতন্যদ্বারা সেই অহঙ্কারাদি বৃত্তিসকল ও তাহাদিগের সন্ধি এবং অভাব প্রকাশিত হয়, তাঁহাকে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। (যখন সেই সকল বৃত্তি উৎপন্ন ও বিচ্ছিন্ন হয় এবং একবৃত্তির অভাব হইয়া অন্য বৃত্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যই সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। যিনি সেই সর্ব্বসাক্ষিমান্, তিনিই কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য) ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঘটাদি বাহ্যবিষয়ে দ্বিগুণচৈতন্য বিদ্যমান আছে। যেমন ঘটাদি বাহ্যবিষয়ে আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই দ্বিগুণ-চৈতন্য প্রতিপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আন্তরিক অহঙ্কারাদিবৃত্তি সমুদায়ে দ্বিগুণচৈতন্য স্বীকার করা যায়। বাহ্যঘটাদি বিষয় ও আভ্যন্তরিক অহ-

वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैशद्यं सन्धितोऽधिकम् ॥ २१ ॥
ज्ञातताज्ञातते न स्तो घटवद्दृत्तिषु क्वचित्।
स्वस्य स्वेनाग्रहीतत्वात् ताभिश्चाज्ञाननाशनात् ॥ २२ ॥
द्विगुणीकृतचैतन्ये जन्मनाशानुभूतितः।
अकूटस्थं तदन्यत् तु कूटस्थमविकारितः ॥ २३ ॥

वृत्तिष्वपि कूटस्थचैतन्यं वृत्त्यवभासकश्चिदाभासश्चेति द्विगुणं चैतन्यमस्ति। तदोपपत्तिमाह ततस्तत्र वैशद्यमिति। यतो द्विगुणं चैतन्यमस्ति तत. सन्धित: सन्धिभ्यस्तत्र वृत्तिषु वैशद्यमधिकं दृश्यत इति शेष. ॥ २१ ॥

नन्वेवं वृत्तौ घटादिष्विव ज्ञाताज्ञाततावभासकत्वेन कूटस्थं किं नेष्यत इत्याशङ्क्य तत्र ज्ञाततायभावादेवेत्याह ज्ञातताज्ञातते नेति। तदेवोपपत्तिमाह स्वस्य स्वेनाग्रहीतत्वादिति। ज्ञानाज्ञानव्याप्तिभ्यां ज्ञातताज्ञातते भवत. वृत्तीनान्तु स्वप्रकाशत्वेन. ज्ञानव्याप्तिर्नास्ति ताभि: वृत्तिभि: स्वोत्पत्तिमात्रेण स्वगोचराज्ञानस्य निवर्त्तितत्वात् अज्ञानस्य व्याप्तेरपि नास्तीति भाव: ॥ २२ ॥

ननु कूटस्थचिदाभासयोरुभयोरपि चित्ते समाने एकस्य कूटस्थत्वमपरस्याकूटस्थत्वमित्येतत् कुत इत्याशङ्क्य चिदाभासनिष्ठयोर्जन्मनाशयोरनुभूयमानत्वादस्याकूटस्थत्वमितरस्य विकारित्वे प्रमाणाभावात् कूटस्थत्वमित्याह द्विगुणीकृतेति ॥ २३ ॥

কারাদিবৃত্তিসমুদায়ে উভয় চৈতন্য সমভাবে থাকিলেও অন্তরঙ্গবৃত্তিতে সন্ধিস্থান থাকাতে বাহ্যবিষয় হইতে অন্তরঙ্গবৃত্তিতে প্রকাশের আধিক্য স্বীকার করা যায় ॥ ২১ ॥

যেমন বাহ্যঘটাদি বিষয়ে জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব নির্ণয় করা যায়না, সেইরূপ অন্তরঙ্গ অহঙ্কারাদি বৃত্তিতেও জ্ঞাতত্ব বা অজ্ঞাতত্ব কিছুই নির্ণয় করা যায় না। যেহেতু আপনি আপনাকে জানিতে পারে না, জ্ঞান ও অজ্ঞানের ব্যাপ্তিদ্বারাই জ্ঞাতত্ব ও অজ্ঞাতত্ব হয় এবং সেই সকল বৃত্তিদ্বারা কেবল অজ্ঞানের নাশই হইয়া থাকে। (বৃত্তিসকল স্বয়ং প্রকাশ পায়, অতএব তাহাদিগের জ্ঞান ব্যাপ্তি নাই) ॥ ২২ ॥

যদি চিদাভাস ও কূটস্থ উভয়েরই চিৎস্বরূপত্ব সমান প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে একের কূটস্থত্ব ও অপরের অকূটস্থত্ব হয় কেন? এই আশঙ্কায়

অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা ।
কূটস্থ এব সর্ব্বত্র পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৪ ॥
আত্মাভাসাশ্রয়াশ্চৈবং মুখাভাসাশ্রয়া যথা ।
গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ ॥ ২৫ ॥

চিদাভাসব্যতিরিক্তকূটস্থাভ্যুপগমঃ স্বকপোলকল্পিত ইত্যাশঙ্ক্যাচার্য্যৈশ্চ কূটস্থোপপাদিতত্বান্নৈবমিত্যাহ অন্তঃকরণেতি । অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ । আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে ইত্যাদাবিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কূটস্থাতিরিক্তশ্চিদাভাসোঽপি তৈর্ব্বর্ণিত ইত্যাহ আত্মাভাসেতি । আত্মা চ আত্মাভাসশ্চ আশ্রয়শ্চ আত্মাভাসাশ্রয়া ইতি দ্বন্দ্বসমাসঃ । মুখাভাসাশ্রয়া ইত্যত্রাপি তথা মুখং প্রসিদ্ধমাভাসো মুখপ্রতিবিম্ব আশ্রয়ো দর্পণাদিশ্চেতি ত্রয়ং যথা প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে এবমাত্মা কূটস্থ আভাসশ্চিদাভাসঃ আশ্রয়োঽন্তঃকরণাদিরিতি ত্রয়োঽপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যামবগম্যন্তে ইত্যর্থঃ । অত্র চ আভাসশব্দেন কূটস্থাতিরিক্তশ্চিদাভাসো বর্ণিত ইতি ভাবঃ মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেশ্চ সাক্ষীতি বুদ্ধিসাক্ষিণঃ প্রতিপাদকং শাস্ত্রং রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব ইতি চিদাভাসপ্রতিপাদকং বিকারিত্বাবিকারিত্বাদিরূপা যুক্তিঃ পূর্ব্বমেবোক্তেতি ভাবঃ ॥ ২৫ ॥

বলিতেছেন।—যেহেতু চিদাভাসেতে জন্ম ও মরণ অনুভূত হয়, অতএব সেই চিদাভাসই জীব এবং তদ্ভিন্ন অধিকারী কূটস্থচৈতন্যই পরমব্রহ্ম ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যিনি চিদাভাসের অতিরিক্ত, তিনিই কূটস্থচৈতন্য পরমব্রহ্ম, এইবিষয়ে আচার্য্যদিগের মত প্রদর্শন করিতেছেন।—"যিনি অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তিসকলের সাক্ষিস্বরূপ" ইত্যাদিরূপে নানাপ্রকারে পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ স্থানে স্থানে কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। (অতএব পূর্ব্বে যে কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্বকপোলকল্পিত নহে) ॥ ২৪ ॥

যেমন মুখ, প্রতিবিম্বিত ও দর্পণ ইহারা পরস্পর পৃথক্‌রূপে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য, আভাসচৈতন্য ও অন্তঃকরণ ইহারা স্পষ্টরূপে প্রতীত হয়। এইরূপ বহুবিধ শাস্ত্র ও নানাপ্রকার যুক্তিদ্বারা আভাসচৈতন্যরূপ জীবেরও স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকান্তরগমাগমৌ।
কর্ত্তুং শক্তো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ ॥ ২৬ ॥
শৃণ্বসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্রাজ্জীবো ভবেন্ন হি।
অন্যথা ঘটকুড্যাদ্যৈরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥ ২৭ ॥
ন কুড্যসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিতি চেৎ তথা।
অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিং স্বাচ্ছ্যেন ভবেৎ তব ॥ ২৮ ॥

তত্র চিদাভাসমাক্ষিপতি বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নেতি। স্বস্মিন্ কল্প্যমানয়া বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নঃ কূটস্থ এব ঘটদ্বারা ঘটাকাশ ইব বুদ্ধিদ্বারা লোকান্তরে গমনাগমনে কর্ত্তুং শক্নোতি অতশ্চিদাভাস-কল্পনায়াং গৌরবমিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

অসঙ্গস্য কূটস্থস্য বুদ্ধ্যবচ্ছেদমাত্রেণ জীবত্বং ন ঘটতেঽন্যথাতিপ্রসঙ্গাদিতি পরিহরতি শৃণ্বসঙ্গ ইতি ॥ ২৭ ॥

বুদ্ধিকুড্যয়োঃ স্বাচ্ছ্যাস্বাচ্ছ্যাভ্যাং বৈষম্যং শঙ্কতে ন কুড্যসদৃশীতি। তর্হি স্বচ্ছত্বং পরিচ্ছেদপ্রযোজকং ন ভবতীত্যাহ তথেতি ॥ ২৮ ॥

যদি বল, সর্ব্বত্র সমভাবে কূটস্থচৈতন্যের সত্তা আছে, অতএব যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে বিলীন হয়, সেইরূপ বুদ্ধিস্থ কূটস্থচৈতন্যই লোকান্তরে গমন করিতে সমর্থ হয়েন, তবে আর আভাসচৈতন্যরূপ জীবের কল্পনার প্রয়োজন কি ?' এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—কূটস্থ অসঙ্গচৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্রেই যে তাহার জীবত্ব হয় এমত নহে। আর যদি তাহাই স্বীকার করে যে, অসঙ্গচৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্রেই জীবত্ব হয়, তাহাহইলে ভিত্তি বা ঘটাদিদ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যেরও জীবত্ব হইতে পারে ॥ ২৬-২৭ ॥

যদি বল, ভিত্তি ও ঘটাদিপদার্থ অস্বচ্ছ ; সুতরাং তদবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্যের জীবত্ব হইতে পারে না। কিন্তু বুদ্ধি স্বচ্ছপদার্থ, অতএব সেই বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন কূটস্থ-চৈতন্যের জীবত্ব সম্ভবিতে পারে। ইহাতে বক্তব্য এই যে, তুমি কূটস্থচৈতন্যের পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতেছ, তাহাই কর, তোমার আর পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতার বিচারের প্রয়োজন কি ? (পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতাই হউক, আর অস্বচ্ছতাই থাকুক, তাহাতে ফলের কোন হানি হইবে না) ॥ ২৮ ॥

प्रस्थेन दारुजन्येन कांस्यजन्येन वा नहि ।
विक्रेतुस्तण्डुलादीनां परिमाणं विशिष्यते ॥ २९ ॥
परिमाणाविशेषेऽपि प्रतिविम्बो विशिष्यते ।
कांस्ये यदि तदा बुद्धावप्याभासो भवेद् बलात् ॥ ३० ॥
ईषद्भासनमाभासः प्रतिविम्बस्तथाविधः ।
विम्बलक्षणहीनः सन् विम्बवद् भासते स हि ॥ ३१ ॥

उक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति प्रस्थेनेति । दारुकांस्यजन्ययोः प्रस्थयोः स्थितेऽपि स्वच्छत्वास्वच्छत्वे तण्डुलपरिमाणे न्यूनाधिकभावहेतू न भवत इत्यर्थः ॥ २९ ॥

कांस्यप्रस्थे तण्डुलपरिमाणाधिक्याभावेऽपि सति प्रतिविम्बलक्षणमाधिक्यमस्तीत्याशङ्क्य तर्हि बुद्धावपि चिदाभासो भवतैवाङ्गीकृतः स्यादित्याह परिमाणाविशेषेऽपीति ॥ ३० ॥

प्रतिविम्बाङ्गीकारे चिदाभासः कथमङ्गीकृतः स्यादित्याशङ्क्य प्रतिविम्बाभासशब्दाभ्यामभिधेयस्यार्थस्यैक्यादित्याह ईषद्भासनमाभास इति प्रतिविम्बस्याभासत्वं कथमित्याशङ्क्याभासलक्षणयोगादित्याह विम्बलक्षणहीन इति । हि यस्मात् कारणात् प्रतिविम्बो विम्बलक्षणरहितोऽपि विम्बवदवभासते अतो विम्बाभास इति भावः ॥ ३१ ॥

যেমন প্রস্থ অর্থাৎ তণ্ডুলাদির পরিমাপক পাত্রবিশেষ কাষ্ঠনির্ম্মিত অথবা কাংস্যাদিধাতুগঠিত হউক, তাহাতে তণ্ডুলবিক্রেতার তণ্ডুলাদির পরিমাণের কোন ইতরবিশেষ হয় না। সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের পরিচ্ছেদের স্বচ্ছতা ও অস্বচ্ছতা কোনপ্রকার বিশেষ করিতে পারে না ॥ ২৯ ॥

যদিও কাংস্যনির্ম্মিত প্রস্থে তণ্ডুলাদি পরিমাণের কোন বিশেষ নাই বটে, তথাপি তাহাতে প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, ইহাতেই বিশেষ কার্য্য দেখা যায়। ইহার উত্তর এই যে, তবে বুদ্ধিতেও আভাসচৈতন্যরূপ প্রতিবিম্ব আছে, তাহা নিবারণ কে করিবে? (যদি প্রস্থের প্রতিবিম্ব গ্রহণশক্তিদ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে, তাহাহইলে বুদ্ধির যে আভাসচৈতন্যরূপ প্রতিবিম্ব আছে, তাহাদ্বারা কেননা কার্য্যসাধন হইবে?) ॥ ৩০ ॥

বুদ্ধিতে যে প্রতিবিম্বরূপ আভাসচৈতন্যের প্রকাশ হয়, তাহা অতি অল্পমাত্র। ঐ প্রতিবিম্ব বিম্বস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত, কিন্তু সেই

ससङ्गत्वविकाराभ्यां बिम्बलक्षणहीनता ।
स्फूर्त्तिरूपत्वमेतस्य बिम्बवद् भासनं विदुः ॥ ३१ ॥
न हि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक् ।
इति चेदल्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३२ ॥

आभासलक्षणयोगित्वमेव स्पष्टयति ससङ्गत्वविकाराभ्यामिति। एतस्य चिदाभासस्य ससङ्गत्वविकारित्वाभ्यां बिम्बभूतासङ्गाविकारिचैतन्यलक्षणहीनत्वं स्फुरणरूपबिम्बवदवभासमानत्वमित्यर्थः छेतुलक्षणरहितौ छेतुवदवभासमानौ छेत्वाभास इतिवत् ॥ ३१ ॥

इत्थं चिदाभासस्याप्रयोजकतां निराकृत्य इदानीं तस्य बुद्धेः पृथक् सत्त्वं साधयितुं पूर्व्वपक्षमाह नहि धीभावभावित्वादिति। यथा मृदि सत्यामेव भवन् घटो न मृदो भिद्यते तद्वदिति भावः। नन्वेवं तर्हि देहातिरिक्ता धीरपि न सिध्येदिति प्रतिबन्ध्या परिहरति अल्पमेवोक्तमिति ॥ ३२ ॥

প্রতিবিম্বস্বরূপ আভাসচৈতন্য কূটস্থচৈতন্যের ন্যায় প্রকাশবিশিষ্ট হয়। (প্রতিবিম্বেতে কোনরূপ বিম্বলক্ষণ না থাকিলেও তাহা বিম্ববৎ প্রকাশ পায়) ॥ ৩১ ॥

জীবচৈতন্য যে কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য হইতে অতিরিক্ত হইয়াও সেই কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যের ন্যায় প্রকাশ পায়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—জীব সসঙ্গ ও বিকারী এবং কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য অসঙ্গ ও অবিকারী; সুতরাং জীব কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য হইতে পৃথক্, কিন্তু জীবচৈতন্যের যে প্রকাশস্বভাব, তাহা ব্রহ্মচৈতন্যের ন্যায় প্রকাশিত হয়। (জীবের প্রকাশস্বভাব ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ হইতে কিঞ্চিদংশেও ন্যূন নহে। যখন জীবের প্রকাশস্বরূপ উদ্ভূত হইয়া সেই জীব প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন অবিকল ব্রহ্মচৈতন্যই হইয়া থাকে) ॥ ৩২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে চিদাভাসের অপ্রয়োজকত্ব নিরাকরণপূর্ব্বক এই শ্লোকে সেই জীব যে বুদ্ধি হইতে পৃথক্, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।—যদি বল, বুদ্ধিতে জীবের তাদাত্ম্যাধ্যাস আছে এবং সেই জীবের উদ্ভবেই বুদ্ধির উদ্ভব হয়, অতএব জীব বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে। ইহা অতি অকিঞ্চিৎকর পূর্ব্বপক্ষ। কারণ যেমন ঘটেতে মৃত্তিকাসত্ত্বেও সেই মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘট-

देहे मृतेऽपि बुद्धिश्चेत् शास्त्रादस्ति तथा सति ।
बुद्धेरन्यश्चिदाभासः प्रवेशश्रुतिषु श्रुतः ॥ २४ ॥
धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेन्नैतरेये धियः पृथक् ।
आत्मा प्रवेशं सङ्कल्प्य प्रविष्ट इतिगीयते ॥ २५ ॥
कथं न्विदं साक्षदेहं मद्दते स्यादितीरणात् ।

प्रतिबन्दीमोचनं शङ्कते देहे मृतेऽपीति। देहव्यतिरिक्ताया बुद्धेः स्वर्गगामी भवतीत्यादिश्रुतिसिद्धत्वान्न सत्त्वमिति भावः। ननु श्रुतिबलात् देहातिरिक्ता बुद्धिरभ्युपगम्यते चेत् तर्हि प्रवेशश्रुतिबलात् बुद्ध्यतिरिक्तश्चिदाभासोऽप्यभ्युपेय इत्याह तथा सतीति ॥ २४ ॥

ननु बुद्ध्युपाधिकस्यैव प्रवेशो युज्यते नेतरस्येति शङ्कते धीयुक्तस्य प्रवेशश्चेदिति। ऐतरेयश्रुतौ बुद्ध्यतिरिक्तस्यैव प्रवेशश्रवणात् नैवमिति परिहरति नैतरेय इति ॥ २५ ॥

श्रुतिमर्थतः पठति कथं न्विदमिति। अयं परमात्मा साक्षदेहम् अक्षाणि च देहाश्चाक्षदेहास्तैः सह वर्तत इति साक्षदेहमिदं जड़जातं मद्दते चेतनं मां विहाय कथं नु

মৃত্তিকা হইতে পৃথক্, সেইরূপ বুদ্ধিও জীব হইতে পৃথক্। আর যদি জীবকে বুদ্ধি হইতে পৃথক্ স্বীকার না কর, তাহাহইলে, দেহ হইতেও বুদ্ধি অতিরিক্ত নহে, ইহাও স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জীব ও বুদ্ধির পৃথকৃত্ব স্বীকার না করিলে বুদ্ধি ও দেহের পৃথকৃত্ব স্বীকার করিতে পার না। এই ব্যাখ্যাতেও যদি এইরূপ আশঙ্কা কর যে, মরণের পরে দেহ থাকে না, কিন্তু বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, ইহা শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হয়। তাহাহইলে বুদ্ধি হইতে অতিরিক্ত আভাসচৈতন্যের সত্তাও শ্রুতিযুক্তি অনুসারে স্বীকার করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

যদি বল, শরীরানুপ্রবেশবোধক শ্রুতিতে যে বুদ্ধি সহকৃত আভাসচৈতন্যেরই প্রবেশ উক্ত হইয়াছে, এমত নহে; যেহেতু ঐতরেয় উপনিষদের শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধি হইতে পৃথক্ আত্মার প্রবেশসঙ্কল্প করিয়া পশ্চাৎ সেই আত্মার প্রবেশ নির্ণয় করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত ঐতরেয় শ্রুত্যর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—প্রথমতঃ আত্মা এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, ইন্দ্রিয়াদি সহিত জড়দেহ আমার সত্তাব্যতি-

विदार्य्य मूर्द्धः सीमानं प्रविष्टः संसरत्ययम् ॥ ३६ ॥
कथं प्रविष्टोऽसङ्गश्चेत् सृष्टिर्व्वास्य कथं वद ।
मायिकत्वं तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३७ ॥
समुत्थायैव भूतेभ्यस्तान्येवानुविनश्यति ।

स्थाप्न कथमपि निर्व्वहेदिति विचार्य्य मूर्द्धः सीमानं कपालत्रयमध्यदेशं विदार्य्य स्वसन्निधिमात्रेण भित्वा प्रविष्टः सन् संसरति जाग्रदादिकमनुभवतीत्यर्थः ॥ ३६ ॥

ननु असङ्गस्यात्मनः प्रवेशो न युक्त इति शङ्कते कथं प्रविष्ट इति। इदं चोद्यं स्रष्टावपि समानमित्याह सृष्टिर्वेति। सृष्टिकर्त्तुर्मायिकत्वात् न दोष इत्याशङ्क्याह परिहारः प्रवेशेऽपि समान इत्याह मायिकत्वमिति। अनयोर्मायिकत्वे हेतुश्च सम इत्याह विनाशश्च समस्तयोरिति ॥ ३७ ॥

प्रज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञास्तीति श्रीपा-

---

রেকে কিরূপে বিদ্যমান থাকিবে? এইরূপে দেহের বিদ্যমানতার অসম্ভব দেখিয়া আত্মা স্বয়ং ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সংসারী হয়েন। ৩৬ ॥

যদি বল, পরমাত্মা অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ, অতএব তাঁহার শরীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ কিরূপে সম্ভবিতে পারে? (যে বস্তু সর্ব্ববিষয়ে নিঃসঙ্গ তাহার শরীরানুপ্রবেশ সম্ভব হইতে পারে না।) ইহাতে আপাততঃ এই বলা যাইতে পারে যে, যদি অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মার শরীরানুপ্রবেশ অসম্ভব হয়, তাহাহইলে সেই পরমাত্মার সৃষ্টি কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে পার না। (যিনি শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারেন না, তিনি যে এই অনন্তজগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলেন, ইহা কোনরূপেও সম্ভব হইতে পারে না।) তবে এই মীমাংসা করা যাইতে পারে যে, পরমাত্মার মায়িকত্ব স্বীকৃত আছে, তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইয়াই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিতে পারিলেন, তবে সেই মায়াবচ্ছিন্ন পরমাত্মা যে শরীরমধ্যে প্রবেশ করিবেন, ইহাও অসম্ভব নহে। যেমন আত্মার ঔপাধিক বিনাশ সম্ভব হয়, সেইরূপ মায়িক শরীরানুপ্রবেশ ও সৃষ্টিকর্তৃকত্ব হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥

জীবের যে স্থূল শরীর দৃষ্ট হয়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক

বিস্পষ্টমিতি মৈত্রেয্যৈ যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ হি ॥ ২৮ ॥
অবিনাশ্যয়মাত্মেতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ।
মাত্রাসংসর্গ ইত্যেবমসঙ্গত্বস্য কীর্তনাৎ ॥ ২৯ ॥
জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ম্রিয়তে ন সঃ।

ধিকরূপবিনাশপ্রতিপাদিকাং শ্রুতিং দর্শয়তি সমুত্থায়েতি। এষ প্রজ্ঞানঘন আত্মা এতেভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিরূপেভ্যঃ পঞ্চভূতকার্য্যেভ্যো নিমিত্তভূতেভ্য উপাধিভ্যঃ সমুত্থায় জীবত্বাভিধানং প্রাপ্য তান্যেব দেহাদীনি বিনশ্যন্তি অনুবিনশ্যতি তেষু বিনশ্যৎসু তৎকৃতং জীবত্বাভিমানং জহাতি এবং প্রকারেণ সৌপাধিকরূপস্য বিনাশিত্বং যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয্যৈ উক্তবানিত্যর্থঃ ॥২৮॥

অবিনাশী বা অরে অয়মাত্মা অনুচ্ছিত্তিধর্মা ইতি শ্রুত্যা কূটস্থস্ততো বিভিন্নঃ প্রদর্শিত ইত্যাহ অবিনাশ্যয়মাত্মেতি। মাত্রাসংসর্গস্তস্য ভবতীতি শ্রুত্যা অবিনাশিত্বে হেতুমসঙ্গত্বমুক্তবানিত্যাহ মাত্রেতি। মীয়ন্ত ইতি মাত্রা দেহাদয়স্তাভিরস্যাত্মনোঽসংসর্গো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ননু জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে ইতি শ্রুত্যাত্মৌপাধিকস্যাপ্যবিনাশিত্বং প্রতিপাদিতম্ ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাঃ শ্রুতের্দেহান্তরপ্রাপ্তিবিষয়তয়া নাত্যন্তিকনাশাভাব-

---

পূর্ব্বোক্ত মীমাংসার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে স্পষ্টরূপে উপদেশ দিয়াছেন যে, আত্মা পঞ্চভূত হইতে অতিরিক্ত হইয়াও সেই পঞ্চভূতের অনুগামী, অর্থাৎ পঞ্চভূতের কার্য্য ও উপাধি আশ্রয় করিয়া সেই ভূতোৎপন্নের ন্যায় জীবত্ব উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক উপাধির বিনাশে বিনষ্টবৎ প্রতীয়মান হয়েন। (যখন পঞ্চভূত একত্রিত হইয়া দেহ উৎপন্ন হয়, তখন পরমাত্মা জীবত্ব উপাধি স্বীকার করিয়া উৎপন্নবৎ হয়েন এবং যখন আবার সেই সকল ভূত বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আত্মাও জীব উপাধি পরিত্যাগপূর্ব্বক মৃতবৎ প্রতীয়মান হয়েন) ॥ ২৮ ॥

পরমাত্মার উপাধিমাত্রেরই নাশ হয়, কিন্তু তাঁহার নাশ হয় না, তিনি অবিনাশী ও অসঙ্গ। কোন বিষয়েই আত্মার আসক্তি নাই, এইরূপে কূটস্থ-চৈতন্যের অসংসারিত্ব নিরূপণ করিয়া জীবের অবস্থা কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥২৯॥

জীবের যে স্থূলশরীর দৃষ্ট হয়, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে, বাস্তবিক

इत्यत्र न विमोक्षोऽर्थः किन्तु लोकान्तरे गतिः ॥ ४० ॥
नाहं ब्रह्मेति बुध्येत स विनाशीति चेन्न तत् ।
सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि सम्भवात् ॥ ४१ ॥
योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरिव ।

परत्वमित्याह जीवापेतमिति। जीवापेतं जीवरहितं जीवेन त्यक्तमिति यावत् वाव एव स जीवो न म्रियते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

ननु जीवस्य विनाशित्वेऽहं ब्रह्मास्मीत्यविनाशिब्रह्मतादात्म्यज्ञानं न घटेत इत्याह नाहं ब्रह्मेतीति। विनाशी स जीवोऽहं ब्रह्मेति ब्रह्मरूपेणात्मानं न बुध्येत न जानीयात् विनाश्य-विनाशिनोरैकत्वविरोधादिति चेत् मुख्यसामानाधिकरण्याभावेऽपि बाधायां सामानाधि-करण्यसम्भवात् जीवभावबाधेन ब्रह्मभावोऽवगन्तुं शक्यते इत्याह न तदिति ॥ ४१ ॥

बाधायां सामानाधिकरण्येन वाक्यार्थप्रतिपत्तिप्रकारो वार्त्तिककारैः सदृष्टान्तोऽभिहित इतीममर्थं तद्वाक्योदाहरणपूर्व्वकं दर्शयति योऽयं स्थाणुरिति। अयं स्थाणुरेष पुमान्

জীবের জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। জীবের জন্মমৃত্যু নাই বলিয়াই যে মরণান্তে জীবের মুক্তি হয়, তাহা বলিতে পার না। কারণ জীব ইহলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকান্তরে গমন করিয়া কর্ম্মানুসারে অবস্থিতি করে ॥ ৪০ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জীবের উপাধির বিনাশ হয়, কিন্তু জীবের বিনাশ হয় না। এইরূপ যদি সোপাধিক জীব বিনাশী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তাহাহইলে "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপে অবিনাশী পরমব্রহ্মের সহিত সেই বিনাশী জীবের তাদাত্ম্যজ্ঞান (জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান) কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? তাহার সিদ্ধান্ত এই যে, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান তাদাত্ম্যজ্ঞান নহে, যেহেতু বাধসত্ত্বেও সামানাধিকরণ্য জ্ঞান হইতে পারে। (জীবের বিনাশিত্ব ধর্ম্মই এইস্থলে বাধ; যতদিন জীবের উপাধিরূপ বিনাশিত্ব ধর্ম্ম থাকে, ততদিন জীব ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হয় না) ॥ ৪১ ॥

যেমন ভ্রান্তিজ্ঞান উপস্থিত হইলে যখন স্থাণুকে (শাখাবিহীন বৃক্ষকে) পুরুষ বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন ভ্রান্তিদ্বারা স্থাণুপ্রভৃতিতে পুরুষ জ্ঞান আরোপিত হইলে সেই পুরুষজ্ঞানদ্বারা স্থাণুজ্ঞানের বাধ হয়, কিন্তু তাহাতে পুরুষ

ब्रह्मास्मीति धिया शेषा ह्यहं बुद्धिर्निवर्त्तते ॥ ४२ ॥
नैष्कर्म्यसिद्धावप्येवमाचार्य्यैः स्पष्टमीरितम्।
सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं ततोऽस्तु तत् ॥ ४३ ॥
सर्व्वं ब्रह्मेति जगता सामानाधिकरण्यवत्।
अहं ब्रह्मेति जीवेन सामानाधिकृतिर्भवेत् ॥ ४४ ॥

इत्यस्मिन् वाक्ये पुरुषत्वबोधेन स्थाणुत्वबुद्धिर्यथा निवर्त्तते एवमहं ब्रह्मास्मीति बोधेनाहंबुद्धिः कर्त्ताहमस्मीति एवमादिरूपा सर्वा निवर्त्त्या स्यात् इति ॥ ४२ ॥

नैष्कर्म्येति। एवमुक्तेन प्रकारेणाचार्य्यैर्वार्त्तिककारै नैष्कर्म्यसिद्धौ सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं स्पष्टमीरितमिति। फलितमाह ततोऽस्तु तदिति। ततः कारणात् ब्रह्माहमस्मीति वाक्ये तत्सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वमस्त्वित्यर्थः ॥ ४३ ॥

नन्वेवमपि श्रुतिषु बाधायां सामाधिकरण्यं न क्वापि दृष्टमित्याशङ्क्य सर्व्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र बाधायां सामानाधिकरण्यं दृष्टमतोऽत्रापि तद्भविष्यति इत्याह सर्व्वं ब्रह्मेतीति ॥४४॥

জ্ঞানের কোন হানি হয় না। সেইরূপ "আমিই পরমব্রহ্মস্বরূপ" এই জ্ঞান-দ্বারা সমস্ত অহংবুদ্ধি নিবারিত হইলে সর্ব্বপ্রকার সংস্কারের নিবৃত্তি হয়। (কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের কোন বাধ জন্মে না) ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বার্ত্তিককার সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধিগ্রন্থে বাধসত্ত্বেও সামানাধিকরণ্যের সম্ভব হইতে পারে, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। (অতএব "ব্রহ্মাহমস্মি" এই বাক্যে ব্রহ্ম ও অহং এই উভয়ের সামানাধিকরণ্যের যে বাধার্থত্ব আছে, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই) ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রমাণে ব্যক্ত হইল যে, বাধসত্ত্বে কোনস্থলেও সামানাধি-করণ্য দেখা যায় না। কিন্তু "এই সমুদায় জগৎই ব্রহ্ম" এই বাক্যেতে যেমন জগতের সহিত পরমব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য নিরূপিত হইয়াছে, সেইরূপ "আমিই ব্রহ্ম" এই বাক্যেতেও জীবের সহিত পরমব্রহ্মের সামানাধিকরণ্য হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

सामानाधिकरण्यस्य बाधार्थत्वं निराकृतम्।
प्रयत्नतो विवरणे कूटस्थत्वविवक्षया ॥ ४५ ॥
शोधितस्त्वम्पदार्थो यः कूटस्थो ब्रह्मरूपताम्।
तस्य वक्तुं विवरणे तथोक्तमितरत्र च ॥ ४६ ॥
देहेन्द्रियादियुक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य या।

ननु यदि विवरणाचार्य्यैर्बाधायां सामानाधिकरण्यं कुतो निराकृतमित्याशङ्क्य त्वंपद-शब्देन कूटस्थस्य विवक्षितत्वादित्याह सामानाधिकरण्यस्येति ॥ ४५ ॥

कूटस्थत्वविवक्षयेत्युक्तमर्थं विवृणोति शोधितस्त्वमिति। शोधितः बुद्ध्यादिभ्यो विवेचितस्त्वंपदलक्ष्यो यः कूटस्थः वक्ष्यमाणलक्षणलक्ष ब्रह्मस्वरूपतां कूटस्थलक्षणब्रह्मरूपतां वक्तुं विवरणादिषु बाधायां सामाधिकरण्यनिराकरणपूर्व्वकं मुख्यसामानाधिकरण्यमुक्त-मित्यर्थः ॥ ४६ ॥

इदानीं कूटस्थस्य ब्रह्मणैक्यं सम्भावयितुं कूटस्थशब्देन विवक्षितमर्थमाह देहेन्द्रियादि-युक्तस्येति। आदिशब्देन मनआदयो गृह्यन्ते एवञ्च देहेन्द्रियादियुक्तस्य शरीरद्वयसहितस्य

যদি বাধস্থলেও সামানাধিকরণ্য সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা হইলে আচার্য্য-গণ বিবরণগ্রন্থে সামানাধিকরণ্য নিষেধ করিলেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, আচার্য্যগণ যে বহুপ্রযত্নে বিবরণগ্রন্থে বাধস্থলে সামানাধিকরণ্য নিষেধ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহারা কেবল পরম-ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়াভিপ্রায়েই বাধস্থলে, সামানাধিকরণ্য নিষেধ করিয়া-ছেন ॥ ৪৫ ॥

এইক্ষণ কূটস্থত্ব নিরূপণ করিতেছেন।—পরিশোধিত, অর্থাৎ বুদ্ধ্যাদিদ্বারা বিবেচিত যে, "ত্বং" পদার্থ তিনিই কূটস্থচৈতন্য। এই কূটস্থচৈতন্যের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করিবার অভিপ্রায়েই আচার্য্যগণ বিবরণগ্রন্থে ও অন্যান্য স্থানে বাধস্থলেও সামানাধিকরণ্যের প্রতিষেধ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

এইক্ষণে কূটস্থের ব্রহ্মৈক্যসাধনার্থ কূটস্থ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বলিতে-ছেন।—যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত আভাসচৈতন্য এবং যাহাতে জীবভ্রান্তি

अधिष्ठानचितिः सैषा कूटस्थात्र विवक्षिता ॥ ४७ ॥
जगद्भ्रमस्य सर्व्वस्य यदधिष्ठानमीरितम् ।
त्रय्यन्तेषु तदत्र स्यात् ब्रह्मशब्दविवक्षितम् ॥ ४८ ॥
एतस्मिन्नेव चैतन्ये जगदारोप्यते यदा ।
तदा तदेकदेशस्य जीवाभासस्य का कथा ॥ ४९ ॥

जीवाभासभ्रमस्य चिदाभासरूपभ्रमस्य या अधिष्ठानचितिः यदधिष्ठानचैतन्यमस्ति तदत्र वेदान्तेषु कूटस्थत्वेन विवक्षितमित्यर्थः ॥ ४७ ॥

ब्रह्मशब्दस्य चार्थमाह जगदिभ्रमस्येति । कृत्स्नजगत्कल्पनाधिष्ठानं यच्चैतन्यं वेदान्तेषु निरूपितं तदत्र ब्रह्मशब्देन विवक्षितमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

ननु जीवभ्रमाधिष्ठानचैतन्यं कूटस्थ इत्युक्तमनुपपन्नं जीवस्यारोपितत्वासिद्धेरित्याशङ्क्या-रोपितत्वं कैमुतिकन्यायेन साधयति एतस्मिन्नेवेति । जगदेकदेशत्वञ्च अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य इत्यादिश्रुतिसिद्धम् ॥ ४९ ॥

হয়। সেই জীবভ্রান্তির অধিষ্ঠানভূত যে চৈতন্য, তিনিই এই স্থলে কূটস্থচৈতন্য-রূপে বিবক্ষিত হয়েন ॥ ৪৭ ॥

এই শ্লোকে ব্রহ্মশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এই পরিদৃশ্যমান সমুদায় জগৎই ভ্রমাত্মক, এই ভ্রমসঙ্কুল অসার জগতের আধারস্বরূপ বলিয়া যিনি বেদান্তে উক্ত আছেন, সেই জগদাধারভূত চৈতন্যই ব্রহ্মশব্দের বাচ্য হয়েন। (যিনি এই অনন্তজগতের অধিষ্ঠানভূত, তাঁহাকে বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন) ॥ ৪৮ ॥

যদি বল, কূটস্থচৈতন্যে জীবের আরোপ অযুক্ত, এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—যখন পূর্ব্বোক্তরূপ নির্ব্বিকার চৈতন্যে এই ভ্রমাত্মক জগৎ আরো-পিত হইল, তখন যে সেই নির্ব্বিকার চৈতন্যের একদেশ আভাসচৈতন্যরূপ জীবের আরোপ হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। (যদি নির্ব্বিকার চৈতন্যে জগতের আরোপ হইতে পারে, তাহাহইলে তাহার একদেশে আভাসচৈতন্য-রূপ জীবের আরোপ হইতে বাধা কি ?) ॥ ৪৯ ॥

जगत्तदेकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः।
तत्त्वम्पदार्थौ भिन्नौ स्तो वस्तुतस्त्वेकता चितः॥ ५० ॥
कर्त्तृत्वादीन् बुद्धिधर्म्मान् स्फूर्त्याख्यात्मरूपताम्।
दधद्विभाति पुरत आभासोऽतो भ्रमो भवेत्॥ ५१ ॥
का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्मा जगत् कथम्।

ननु जगदधिष्ठानचैतन्यस्यैकत्वात् तत्त्वं पदार्थभेदाभावे तत्त्वंपदार्थयोः पौनरुक्त्यमित्याशङ्क्य तयोरौपाधिकभेदो वास्तवमैक्यमित्याह जगत्तदेकदेशाख्येति। जगदिति तदेकदेश इति च आख्या यस्य समारोप्यस्य तत् तथा जातावेकवचनम्॥ ५० ॥

ननु चिदाभासस्य शुक्तिकारजतवदधिष्ठानारोप्योभयधर्म्मवत्त्वानुपलम्भात् कथमारोपितत्वमित्याशङ्क्याह कर्त्तृत्वादीनिति। बुद्ध्युपाधिवशात् समारोप्यमानान् कर्त्तृत्वभोक्तृत्वप्रमातृत्वादीन् स्फुरणलक्षणमात्मरूपत्वञ्च दधत् पुरतो भाति स्पष्टं प्रतिभासते अत आभासः कल्पित इत्यर्थः॥ ५१ ॥

अस्य भ्रमस्य किं कारणमित्याकाङ्क्षायां बुद्ध्यादिस्वरूपापरिज्ञानमेवेत्याह का बुद्धिरिति। तस्य निवर्त्तनीयत्वायानर्थहेतुत्वमाह सोऽयं संसार इष्यत इति॥ ५२ ॥

জগৎ এবং আভাসচৈতন্যরূপ জীব এই উভয় পদার্থই আরোপ্য; উক্ত আরোপ্যমাণ উভয় পদার্থই বিভিন্ন, ঐ উভয় পদার্থের ভেদবশতঃই "তৎ ও ত্বং" এই উভয় পদার্থে ভেদ প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক চৈতন্যের প্রভেদ নাই, উভয় চৈতন্যই এক; কেবল উপাধি ভেদেই উভয়ের ভেদপ্রতীত হয়॥ ৫০ ॥

যখন শুক্তিকাকে রজত বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তখনও যেমন শুক্তিকাতে রজতের ঔজ্জ্বল্য ও কাঠিন্য এই উভয় ধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ আভাসচৈতন্যস্বরূপ জীবের আত্মত্বারোপকালে উভয় ধর্ম্মের বিদ্যমানতা দেখা যায় না, অতএব জীবের উভয় ধর্ম্মবত্তা প্রদর্শন করিতেছেন।—জীবেতে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি বুদ্ধি এবং প্রকাশাখ্য আত্মস্বরূপ এই উভয় ধর্ম্ম ধারণ করিয়া জীব বিরাজিত আছেন, এই নিমিত্ত তাহাকে ভ্রমাত্মক স্বীকার করা যায়॥ ৫১ ॥

ভ্রমের কারণ কি? এই আশঙ্কায় বুদ্ধিস্বরূপের অপরিজ্ঞানই ভ্রমের

इत्यनिर्णयतो मोहः सोऽयं संसार इष्यते ॥ ५२ ॥
बुद्ध्यादीनां स्वरूपं यो विविनक्ति स तत्त्ववित्।
स एव मुक्त इत्येवं वेदान्तेषु विनिश्चयः ॥ ५३ ॥
एवञ्च सति बन्धः स्यात् कस्येत्यादिकुतर्कजाः।
विडम्बनादृढं खण्ड्याः खण्डनोक्तिप्रकारतः ॥ ५४ ॥

अस्यकिं निवर्त्तकमित्याकाङ्क्षायां बुद्ध्यादीनां स्वरूपविवेक एव निवर्त्तक इत्यभिप्रेत्य तद्वानेव ज्ञानी तत एव ज्ञानर्थनिवृत्तिरित्याह बुद्ध्यादीनामिति ॥ ५३ ॥

एवं बन्धमोक्षयोरविवेकमूलत्वे सति अद्वैतवादे कस्य बन्धः कस्य वा मोक्ष इत्येवमादिरूपास्तार्किकैः क्रियमाणाः कुतर्कमूलाः परिहासविशेषाः खण्डनोक्तयुक्तिभिस्तेषां निरुत्तरत्वापादनेन परिहरणीया इत्याह एवञ्च सति बन्धः स्यादिति ॥ ५४ ॥

কারণ বলিয়া নির্ণয় করিতেছেন।—বুদ্ধি কি পদার্থ? আভাস চৈতন্য কিরূপ? জীবই বা কি পদার্থ? আত্মারই বা স্বরূপ কি? এবং এই জগৎই বা কিপ্রকার? এইরূপে যে অনিশ্চয়জ্ঞান তাহাকে ভ্রম বলা যায় এবং এইরূপ ভ্রমই সংসারশব্দের বাচ্য ॥ ৫২ ॥

কিরূপে পূর্ব্বোক্ত সংসারের নিবৃত্তি হয়, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধিপ্রভৃতির যথার্থ স্বরূপ জানেন, তাঁহারাই তত্ত্বজ্ঞানী এবং তাঁহারাই মুক্ত, তাঁহাদিগেরই সংসারবাসনার নিবৃত্তি হয়। এইরূপ সর্ব্বপ্রকার বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, বিবেক ও অবিবেকই জীবের মোক্ষ ও বন্ধের কারণ। (যাহার বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সংসারবন্ধন ছেদ করিয়া মুক্ত হইতে পারে, আর যাহার আত্মাতে বিবেকের উৎপত্তি হয় নাই, তাহার মুক্তি হইতে পারে না, সেই ব্যক্তিই চিরকাল সংসারবন্ধনে আবদ্ধ থাকে।) এইক্ষণ যদি বিবেক ও অবিবেকই মোক্ষ ও বন্ধনের কারণরূপে নির্ণীত হইল, তবে তার্কিকগণ আমাদিগকে উপহাস করেন কেন? তাঁহারা বলিয়া থাকেন, অদ্বৈত মতে বন্ধনই বা কাহার এবং কেই বা মুক্ত হয়। তার্কিকদিগের এই কুতর্কমূলক উপহাস শ্রীহর্ষমিশ্রকর্ত্তৃক খণ্ডনগ্রন্থোক্ত যুক্তিদ্বারা অনায়াসে খণ্ডন করা যাইতে পারে ॥ ৫৪ ॥

वृत्तेः साक्षितया वृत्तेः प्रागभावस्य च स्थितः।
बुभुत्सायां तथाज्ञोऽस्मीत्याभासाज्ञानवस्तुनः॥
असत्यालम्बनत्वेन सत्यः सर्व्वजडस्य तु।
साधकत्वेन चिद्रूपः सदा प्रेमास्पदत्वतः॥

एवं श्रुतियुक्तिभ्यां कूटस्थं बुद्ध्यादिभ्यो विविच्य दर्शयित्वा पुराणेष्वपि तद्विवेकः कृत इत्याह वृत्तेः साक्षितयेत्यादिना श्लोकद्वयेन। वृत्त्युत्पत्तौ सत्यां तत्साक्षित्वेन वृत्त्युदयात् पूर्व्वं तत्प्रागभावसाक्षित्वेन जिज्ञासायां सत्यां तत्साक्षित्वेन ततः पूर्व्वमज्ञोऽस्मीत्यनुभूयमानाज्ञानसाक्षित्वेन च शिव एव तिष्ठति स च असत्यस्य जगत आलम्बनत्वेनाधिष्ठानत्वेन सत्यः सर्व्वस्य जडस्य साधकत्वेनावभासकत्वात् चिद्रूपः सर्व्वदा प्रेमविषयत्वादानन्दरूपः सर्व्वार्थावभासकत्वेन सर्व्वसम्बन्धित्वात् संपूर्ण इत्युच्यते अत्र चेदमभिप्रेतं विमतः शिवो वृत्त्यादिभ्यो भिद्यते वृत्त्यादिसाक्षित्वात् यद्‌ यद्‌ वृत्त्यादिभ्यो न भिद्यते तत् तद्वृत्त्यादिसाक्षि न भवति यथा वृत्त्यादिः विमतः सत्यो भवितुमर्हति मिथ्याधिष्ठानत्वात् असत्यरजताधिष्ठान शुक्तिवत् विमतश्चिद्रूपः जडमात्रावभासकत्वात् यत् चिद्रूपं न भवति तत् सर्व्वं जडाव भासकमपि न भवति यथा घटादिः विमतः परमानन्दरूपः परप्रेमास्पदत्वात् यत् परमा

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রুতিপ্রমাণ ও যুক্তিপ্রদর্শনদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া এইক্ষণ পুরাণোক্ত শ্লোকপ্রমাণদ্বারা সেই কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি উৎপন্ন বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিস্বরূপে বিদ্যমান আছেন, সেই বুদ্ধিবৃত্তির উৎপত্তির পূর্ব্বহইতেও যাঁহার সাক্ষিরূপে বিদ্যমানতা আছে, কোন্ বস্তু জানিতে হইলেও যিনি সাক্ষ্যপ্রদান করেন, "আমি যে পূর্ব্বে অজ্ঞানী ছিলাম" এইরূপ অনুভবকালেও যিনি সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলময় কূটস্থচৈতন্য। যিনি এই অসত্য-জগতের অধিষ্ঠাতা হইয়া সর্ব্বত্র সত্যরূপে প্রতীত হয়েন, যিনি সর্ব্বপ্রকার জড়পদার্থের প্রকাশক, সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রেমবিষয়হেতু চিদ্রূপে যিনি বিরাজমান আছেন, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলময় কূটস্থব্রহ্মচৈতন্য। যিনি সর্ব্বদা সর্ব্বার্থসাধন করিতেছেন, এইনিমিত্ত যিনি আনন্দময় এবং যিনি সর্ব্বসম্বন্ধবান্ ও সম্পূর্ণ, তিনিই সর্ব্বমঙ্গলময় কূটস্থচৈতন্য। (ইহাদ্বারা এই প্রতিপন্ন

आनन्दरूपः सर्व्वार्थसाधकत्वेन हेतुना ।
सर्व्वसम्बन्धवत्त्वेन सम्पूर्णः शिवसंज्ञितः ॥ ५५॥५६॥५७॥
इति शैवपुराणेषु कूटस्थः प्रविवेचितः ।
जीवेशत्वादिरहितः केवलः स्वप्रभः शिवः ॥ ५८ ॥
मायाभासेन जीवेशौ करोतीति श्रुतत्वतः ।

नन्दरूप न भवति तत् परप्रेमास्पदमपि न भवति यथा घटादि विमत परिपूर्ण सर्व्व-सम्बन्धित्वात् गगनवत् सर्व्वसम्बन्धित्वञ्च सर्व्वार्थसाधकत्वेन विमत सर्व्वसम्बन्धवान् सर्व्वाव-भासकत्वात् य सर्व्वसम्बन्धवान् न भवति स सर्व्वावभासको न भवति यथा दीपादि-रिति ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

उदाहृतपुराणवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह इति शैवपुराणेष्विति । इत्थेन प्रकारेण सूत-संहितादिपुराणेषु जीवेश्वरत्वादिकल्पनारहित केवलोऽद्वितीय स्वप्रभ स्वप्रकाशरूपचैतन्य-रूप शिव कूटस्थो विवेचित इत्यन्वय ॥ ५८ ॥

जीवेश्वरत्वादिर्राहतत्व कुत इत्याशङ्क्य श्रुत्या तयोर्म्मायिकत्वप्रदर्शनादित्याह मायाभासेन जीवेशाविति । जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवतीति श्रुति

হইতেছে যে, যেহেতু তিনি বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী; অতএব বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে তিনি ভিন্ন। কারণ যে বস্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতি হইতে পৃথক্ নহে, সেই বস্তু বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী হইতে পারে না। তিনি মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠাতা, অতএব তিনি অসত্য নহেন। তিনি সর্ব্বজড়পদার্থের প্রকাশক, এই নিমিত্ত তিনি জড় নহেন, কিন্তু চিদ্রূপ) ॥ ৫৫-৫৬-৫৭ ॥

এইক্ষণে পূর্ব্বোক্ত শিবপুরাণবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নিরূপণ করিতে-ছেন।—পূর্ব্বকথিত শিবপুরাণোক্ত শ্লোকের বাক্যার্থ ও যুক্তিদ্বারা এইরূপে কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে যে, সেই কূটস্থচৈতন্য জীব ও ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত, তিনি কেবল স্বপ্রকাশস্বরূপ সর্ব্বমঙ্গলময় চৈতন্যস্বরূপ। (এই প্রকারে সূতসংহিতাদি পুরাণেও কূটস্থচৈতন্যের জীব ভিন্নত্ব ও ঈশ্বরা-তিরিক্তত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে) ॥ ৫৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, কূটস্থচৈতন্য জীব ও ঈশ্বরের অতিরিক্ত ;

मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ तौ काचकुम्भवत् ॥ ५९ ॥
अन्नजन्यं मनोदेहात् स्वच्छं यद्वत् तथैव तौ ।
मायिकावपि सर्व्वस्मादन्यस्मात् स्वच्छतां गतौ ॥ ६० ॥

मायाविद्याधीनयोश्चिदाभासयोर्म्मायिकत्वं प्रतिपादयतीति भावः। मायिकत्वे तयोर्देहादिभ्यो वैलक्षण्यं न स्यादित्याशङ्क्य पार्थिवत्वाविशेषेऽपि काचकुम्भस्य घटादिभ्यो वैलक्षण्यमिवानयोरपि स्यादित्याह स्वच्छौ तौ काचकुम्भवदिति ॥ ५९ ॥

ननु घटकाचकुम्भारम्भकयोर्म्मृद्विशेषयोर्भेदात् तद्वैलक्षण्यमुचितं जगज्जीवेश्वरभेदहेतोर्मायाया एकत्वात् तयोर्जगतो वैलक्षण्यमनुचितमित्याशङ्क्य अन्नजन्ययोर्देहमनसोर्यथा वैलक्षण्यं तद्वदित्याह अन्नजन्यमिति ॥ ६० ॥

এই শ্লোকে শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব প্রদর্শন করিয়া কূটস্থচৈতন্যের জীবেশ্বরাতিরিক্তত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, জীব ও ঈশ্বর উভয়ই মায়া ও অবিদ্যার অধীন, এই নিমিত্ত তাঁহারা মায়িক। যদিও তাঁহারা মায়িকপদার্থ তথাপি দেহাদি মায়িকপদার্থ হইতে তাঁহাদিগের বৈলক্ষণ্য আছে। যেমন কাচকুম্ভ ও মৃণ্ময়কুম্ভ উভয়ই পার্থিবপদার্থ এবং পার্থিবাংশে তাহাদিগের কোন বিশেষ নাই, কিন্তু মৃণ্ময়কুম্ভ হইতে কাচময়কুম্ভের স্বচ্ছতাহেতু মৃণ্ময়কুম্ভ হইতে কাচকুম্ভের বিশেষ আছে। সেইরূপ ঈশ্বর ও জীব মায়িক হইলেও দেহাদি অন্যান্য মায়িকপদার্থ হইতে তাঁহাদিগের স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য আছে ॥ ৫৯ ॥

যদি বল, কাচকুম্ভ ও মৃণ্ময়কুম্ভ এই উভয় পার্থিব পদার্থ হইলেও উভয়গত মৃত্তিকার বৈলক্ষণ্যহেতুই তাহাদিগের সমুচিত বৈলক্ষণ্য প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু জগৎ ও জীবেশ্বর ইহাদিগের ভেদহেতু কেবল এক মায়ামাত্র; অতএব জগৎ ও জীবেশ্বরের ভেদ অনুচিত, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন দেহ ও মনঃ উভয়ই অন্ন জন্য। কিন্তু মনের স্বচ্ছতা আছে, দেহের স্বচ্ছতা নাই; সুতরাং দেহ হইতে মনের বৈলক্ষণ্য আছে। সেইরূপ দেহাদি অন্যান্য মায়িকপদার্থ হইতে জীব ও ঈশ্বরের স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত বৈলক্ষণ্য আছে। (এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব প্রতিপন্ন হইল, অতএব মায়িক জীব ও ঈশ্বর হইতে কূটস্থচৈতন্য অতিরিক্ত) ॥ ৬০ ॥

চিদ্রূপত্বস্বসম্ভাব্যং চিত্ত্বেনৈব প্রকাশনাৎ।
সর্ব্বকল্পনশক্তায়া মায়ায়া দুষ্করং ন হি॥ ৬১॥
অস্মন্নিদ্রাপি জীবেশৌ চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজেৎ।
মহামায়া সৃজত্যেতাবিত্যাশ্চর্য্যং কিমত্র তে॥ ৬২॥
সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকম্বেশে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ।

ভবতু কাচাদিবৎ স্বচ্ছত্বং চিত্ত্বং কুত ইত্যাশঙ্ক্যানুভবাদিত্যাহ চিদ্রূপত্বেতি। চিত্ত্বেন প্রকাশনমপি মায়িকয়োরনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য তস্যাদুর্ঘটকারিত্বাদুপপন্নমিত্যাহ সর্ব্বকল্পনেতি॥ ৬১॥

উক্তমর্থং কৈমুতিকন্যায়েন দ্রঢয়তি অস্মন্নিদ্রেতি॥ ৬২॥

ঈশ্বরস্যাপি মায়িকত্বে তস্য জীববদসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকমপি মায়ৈব কল্পয়িষ্যতীত্যাহ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকমিতি তদীপপত্তিমাহ ধর্ম্মিণমিতি॥ ৬৩॥

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বচ্ছত্ব প্রতিপন্ন হইল, এইক্ষণ তাহাদিগের চিৎস্বরূপত্ব স্বীকার করি কেন? এই আশঙ্কায় অনুভবাদিদ্বারায় তাহাদিগের চিৎস্বরূপত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—অনুভবদ্বারা জানাযায় যে, যদিও জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব আছে, তথাপি তাঁহারা চিৎস্বরূপত্বরূপে প্রকাশ পায়েন, অতএব জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব সম্ভব হয়। যেহেতু মায়ার সর্ব্বপ্রকার কল্পনাশক্তি আছে, এই নিমিত্ত মায়ার দুষ্কর কিছুই নাই॥ ৬১॥

আমাদিগের নিদ্রা স্বপ্নাবস্থাতে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করে, কিন্তু সেই নিদ্রাও মায়ার অংশ। যখন মায়ার অংশস্বরূপ নিদ্রাও স্বপ্নকালে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপত্ব কল্পনা করিতে পারে, তখন মহামায়া যে জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বপত্ব কল্পনা করিবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? (যদি অংশই কোন কার্য্যসাধন করিতে পারিল, তবে সে স্বয়ং সেই কার্য্য অবশ্যই সাধন করিতে পারিবে)॥ ৬২॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বর এই উভয়েরই তুল্যরূপে মায়িকত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। যদিও ঈশ্বর জীবের ন্যায় মায়িক বটেন, তথাপি জীব যেমন অজ্ঞ, ঈশ্বর সেইরূপ অজ্ঞ নহেন। যেহেতু মায়াই ঈশ্-

धर्म्मिणं कल्पयेद् यास्याः को भारो धर्म्मकल्पने ॥ ६३ ॥
कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति चेन्मातिशङ्क्यताम्।
कूटस्थमायिकत्वे तु प्रमाणं न हि वर्त्तते ॥ ६४ ॥
वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्य वेदान्ताः सकला अपि।
सपत्नरूपं वस्त्वन्यन्न सहन्तेऽत्र किञ्चन ॥ ६५ ॥

ननु जीवेशयोरिव कूटस्थस्यापि मायिकत्वं प्रसज्येत इति शङ्कते कूटस्थेऽप्यतिशङ्का स्यादिति। प्रमाणाभावान्मैवमिति परिहरति मातीति ॥ ६४ ॥

कूटस्थस्य वास्तवत्वेऽपि प्रमाणं नोपलभ्यत इत्याशङ्क्य श्रुतयः सर्वा अपि प्रमाणम् इत्याह वस्तुत्वं घोषयन्त्यस्येति। अत्र कूटस्थस्य पारमार्थिकत्वे प्रतिपक्षभूतमन्यद् वस्तु किञ्चन न सहन्त इत्यर्थः ॥ ६५ ॥

রেতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া ঈশ্বরকে প্রকাশ করে। যে মায়া ধর্ম্মী ঈশ্বরকেই কল্পনা করিতে পারে, সেই মায়া যে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব কল্পনা করিবে, তাহাতে তাহার আর ভারবোধ হইবে না ॥ ৬৩ ॥

যেমন জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যেরও মায়িকত্ব সম্ভবিতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন জীব ও ঈশ্বরের মায়িকত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যের মায়িকত্বের আশঙ্কাও করিবে না। যেহেতু কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপের মায়িকত্ব সম্ভাবনায় কোন প্রমাণ নাই। (অপ্রমাণে কোন পদার্থ স্বীকার করা যায় না) ॥ ৬৪ ॥

যদি প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত কূটস্থচৈতন্যের মায়িকত্ব অনুমিত না হইল, তবে তাহার বস্তুত্বও স্বীকৃত না হউক্ এবং কূটস্থচৈতন্যে বস্তুত্ব স্বীকারেই বা কি প্রমাণ আছে? এ কথা বলিতে পার না। যেহেতু কূটস্থচৈতন্যের বস্তুত্ব প্রতিপাদনে সর্ব্বপ্রকার বেদই প্রমাণস্বরূপে বিদ্যমান আছে, সর্ব্ববেদই কূটস্থচৈতন্যের বস্তুত্ব কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহার প্রতিপক্ষভূত, অথবা ইহার সদৃশ এমন কোন পদার্থই নাই যে, সেই পদার্থদ্বারা কূটস্থচৈতন্যের মায়িকত্ব প্রমাণীকৃত হইতে পারে ॥ ৬৫ ॥

श्रुत्यर्थं विशदीकुर्म्मो न तर्कान् वच्मि किञ्चन ।
तेन तार्किकशङ्कानामत्र कोऽवसरो वद ॥ ६६ ॥
तस्मात् कुतर्कं सन्त्यज्य मुमुक्षुः श्रुतिमाश्रयेत् ।
श्रुतौ तु मायाजीवेशौ करोतीति प्रदर्शितम् ॥ ६७ ॥

ननु कूटस्थस्य जीवेश्वरयोश्च वास्तवत्वावास्तवत्वसाधने श्रुतय एव पठ्यन्ते न तर्काः किञ्चिदपि साध्यत इत्याशङ्क्य मुमुक्षूणां श्रुत्यर्थविशदीकरणाय प्रवृत्तत्वात् न तर्कोपन्यास इत्याह श्रुत्यर्थं विशदीकुर्म्म इति ॥ ६६ ॥

ततः किमित्यत आह तस्मात् कुतर्कं सन्त्यज्येति । मुमुक्षूणां श्रुत्यर्थः कीदृशोऽनुसन्धेय इत्याह श्रुताविति ॥ ६७ ॥

কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপের বাস্তবিকত্ব সাধনে এবং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপে অবাস্তবিকত্ব সাধন বিষয়ে কেবল শ্রুতিপ্রমাণই প্রদর্শিত হইল, কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোনরূপ যুক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত হইল না। ইহাতে যদি কেহ কোন আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলে যে, যুক্তিহীন প্রমাণ স্বীকার করি না, এই নিমিত্ত এইক্ষণ সেই আপত্তির নিরাস করিতেছেন।—আমরা কেবল শ্রুতিসকলের প্রকৃতার্থমাত্র প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি, কোনরূপ তর্ক করিতে বসি নাই এবং তর্ক করা আমাদিগের উদ্দেশ্যও নহে; সুতরাং তার্কিরদিগের শঙ্কার প্রসক্তি নাই। (যদি শ্রুতিপ্রমাণের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া কেবল তর্ক করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য হইত, তাহাহইলে তর্কদ্বারা যুক্তিপ্রদর্শন করিতে প্রস্তুত হইতাম। শ্রুতিপ্রমাণের প্রতি বিশ্বাস করিয়া কার্য্য করিলে যেরূপ কার্য্যসাধন হইতে পারে, যুগসহস্র তর্ক করিয়াও সেইরূপ কার্য্যসাধন করিতে পারে না) ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিদ্বারা ইহাই জানা যায় যে, যাঁহারা মুক্তিকামনা করেন, তাঁহারা কুতর্কসকল পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অর্থ আশ্রয় করেন, যেহেতু বৃথা কুতর্কদ্বারা কোন ফলসাধন হইতে পারে না। শ্রুতিপ্রমাণ দৃষ্টে ইহাই জানা যায় যে, মায়াই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করে। (অতএব শ্রুতিপ্রমাণের নিকট অন্য কোন যুক্তির প্রাধান্য নাই) ॥ ৬৭ ॥

ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशकृता भवेत् ।
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकर्तृकः ॥ ६८ ॥
असङ्ग एव कूटस्थः सर्व्वदा नास्य कश्चन ।
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचार्य्यताम् ॥ ६९ ॥
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बन्धो न च साधकः ।
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ७० ॥

ईक्षणादीति श्रुतिषु जातैश्वर्य्यामायकत्वमीक्षणादिप्रवेशान्ताया, सृष्टेरीश्वरकर्तृत्वं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिबन्धमोक्षलक्षणस्य संसारस्य जीवकर्तृत्वं ॥ ६८ ॥

असङ्ग इति श्रुतिषु कूटस्थस्यासङ्गत्वादिकं प्रतिजन्मादिलक्षणस्य व्यवहारजातस्यासत्त्वञ्च प्रतिपादितम् अतो मुमुक्षुरिममर्थं सर्व्वदा विचारयेदित्यभिप्रायः ॥ ६९ ॥

कूटस्थस्य जन्माद्यतिशयाभावः कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य श्रुतिवाक्यादित्यभिप्रेत्य तद्वाक्यं पठति न निरोधो न चोत्पत्तिरिति ॥ ७० ॥

সৃষ্টি ও সংসার এই উভয় যথাক্রমে ঈশ্বর ও জীবের কার্য্য। সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা প্রভৃতি অন্তরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের কার্য্য এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়, বন্ধ এবং মোক্ষ ইত্যাদি সকলই জীবের কর্ম। (জাগ্রদাদি অবস্থা জীবেরই হইয়া থাকে, জীবই এই সংসারে আবদ্ধ হয় এবং জীবই এই সংসারবন্ধন ছেদ করিয়া মুক্তি পাইয়া থাকে) ॥ ৬৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, কূটস্থচৈতন্য সর্ব্ববিষয়ে অসঙ্গ এবং জন্ম, মৃত্যু, হ্রাস, বৃদ্ধি ও বৃদ্ধিরহিত। (তিনি সর্ব্বদা একরূপ থাকেন ও কখন কোন বিষয়ে লিপ্ত হয়েন না এবং তাহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, হ্রাস নাই ও বৃদ্ধি নাই। অতএব মুক্তিকামী ব্যক্তিরা সর্ব্বদা বক্ষ্যমাণ বিষয় মনে মনে বিবেচনা করিবে) ॥ ৬৯ ॥

যাঁহার উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, বন্ধ নাই ও মোক্ষ নাই। যিনি এই সংসারবন্ধমোচনের জন্য কোন অনুষ্ঠান করেন না এবং মুক্তিরও ইচ্ছা করেন না; সুতরাং যিনি মুক্তও নহেন এবং মুক্তও নহেন, তিনিই পরমার্থস্বরূপ সত্য কূটস্থচৈতন্য ॥ ৭০ ॥

অবাঙ্মনসগম্যন্তং শ্রুতির্বোধয়িতুং সদা।
জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্যাববোধয়েৎ ॥ ৭১ ॥
যয়া যয়া ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।
সা সৈব প্রক্রিয়েহ স্যাৎ সাধ্বীত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৭২ ॥
শ্রুতিতাৎপর্য্যমখিলমবুদ্ধা ভ্রাম্যতে জড়ঃ।

ননু তর্হি শ্রুতিষু তত্র তত্র জীবেশ্বরাদিস্বরূপপ্রতিপাদনং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্য অবাঙ্মনস জীবস্যাত্মনোঽববোধনার্থেত্যাহ অবাঙ্মনসগম্যন্তমিতি ॥ ৭১ ॥

ননু তত্ত্বস্যৈকরূপস্য শ্রুতিবোধ্যত্বে শ্রুতিষু বিগানং কুতো দৃশ্যতে ইত্যাশঙ্ক্য ন তত্ত্বে বিগান-মস্তি অপি তদ্বোধনপ্রকারে তদপি বোধ্যপুরুষচিত্তবৈষম্যানুসারেণ সুরেশ্বরাচার্য্যৈরুক্তমিত্যাহ যয়া যয়েতি ॥ ৭২ ॥

শ্রুত্যর্থস্যৈকরূপত্বে তৎপ্রতিপাদকানামিব কুতো বিপ্রতিপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিতাৎপর্য্যবোধ শূন্যানামিব বিপ্রতিপত্তির্ন তু তদ্বিদামিত্যাহ শ্রুতিতাৎপর্য্যমিতি ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা কূটস্থচৈতন্য পরব্রহ্মরূপে নির্ণীত হইলেন, তবে শ্রুতিতে জীব ও ঈশ্বর স্বীকারের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় জীব ও ঈশ্বর স্বীকারের উপযোগিতা প্রদর্শন করিতেছেন।—কূটস্থচৈতন্য অবাঙ্মনসগোচর, তাঁহাকে কেহ বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না এবং মনেও ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব সেই কূটস্থচৈতন্যের স্বরূপ পরিজ্ঞাপনার্থ শ্রুতিতে জীব, ঈশ্বর অথবা জগৎ আশ্রয় করিয়া সেই কূটস্থচৈতন্যরূপ পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন। (এইনিমিত্ত জীব ও ঈশ্বরের স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৭১ ॥

সুরেশ্বর প্রভৃতি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন যে, যে প্রকার রীতি অবলম্বন করিলে পুরুষের আত্মরতি অর্থাৎ আত্মতত্ত্বজ্ঞানে অনুরাগ হইতে পারে, জ্ঞানিগণ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাই করিবেন। (যে কোন প্রকারেই হউক্ সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বানুসন্ধান অবশ্য কর্ত্তব্য) ॥ ৭২ ॥

শ্রুতি সকলের যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে, আত্মতত্ত্বানুসন্ধানে শক্তি জন্মে। অজ্ঞ মূঢ়ব্যক্তিরা শ্রুতির যথার্থ মর্ম্ম জানিতে না পারিয়া বৃথা ভ্রমণ

विवेकी त्वखिलं बुद्ध्वा तिष्ठत्यानन्दवारिधौ ॥ ৭৩ ॥
मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्वेष यथा तथा ।
चिदाकाशस्य नो हानिर्न वा लाभ इति स्थितिः ॥ ৭৪ ॥
इमं कूटस्थदीपं योऽनुसन्धत्ते निरन्तरम् ।
स्वयं कूटस्थरूपेण दीप्यतेऽसौ निरन्तरम् ॥ ৭৫ ॥

इति कूटस्थदीपो नाम अष्टमः परिच्छेदः ॥

तर्हि विवेकिनो निश्चयः कीदृश इत्याकाङ्क्षायामाह मायामेघो जगन्नीरमिति ॥ ৭৪ ॥
ग्रन्थाभ्यासफलमाह इमं कूटस्थदीपमिति ॥ ৭৫ ॥

इति कूटस्थदीपव्याख्या समाप्ता ॥

করে। আর যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা যথার্থ আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হয়েন। (তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যেরূপ আনন্দ-অনুভূত হইতে থাকে, সেইরূপ আনন্দ আর কোনরূপেই হইতে পারে না) ॥ ৭৩ ॥

যাহারা প্রকৃত বিবেকী, তাঁহাদিগের মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যে কোন প্রকারেই হউক্, মায়ারূপ মেঘ সর্ব্বদা এই জগৎস্বরূপ বারিবর্ষণ করিতেছে। তাহাতে নির্লিপ্ত আকাশস্বরূপ যে কূটস্থচৈতন্য তাহার কোন হানি বা লাভ হইতে পারে না, যেহেতু সেই কূটস্থচৈতন্য নির্লিপ্ত ও সঙ্গরহিত আনন্দস্বরূপ। (যেমন সাধারণ মেঘ বারিবর্ষণ করিলে আকাশের কোন হানি বা লাভ হয় না, সেইরূপ মায়া কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ কূটস্থব্রহ্মচৈতন্যের কোন ক্ষতি লাভ করিতে পারে না) ॥ ৭৪ ॥

এইক্ষণে এই কূটস্থদীপপ্রকরণের অভ্যাসের ফল নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এই কূটস্থদীপপ্রকরণ অভ্যাস করিয়া ইহার প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান লাভ করিয়া নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ কূটস্থব্রহ্মস্বরূপে সর্ব্বদা দীপ্তি পাইতে থাকেন ॥ ৭৫ ॥

ইতি কূটস্থদীপ সমাপ্ত।

ध्यानदीपोनाम-

नवमः परिच्छेदः।

संवादिभ्रमवद् ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते।
उत्तरे तापनीयेऽतः श्रुतोपास्तिरनेकधा॥ १॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
क्रियते ध्यानदीपस्य व्याख्या मन्दोपती मया॥

इह तावद् वेदान्तशास्त्रे नित्यानित्यवस्तुविवेकादिसाधनचतुष्टयसम्पन्नस्य सम्यक् श्रवण-मननिदिध्यासनानुष्ठानवतस्तत्त्वंपदार्थविवेचनपूर्व्वकमहावाक्यार्थापरोक्षज्ञानेन ब्रह्मभाव-लक्षणमोक्षो भवतीति प्रतिपादितं तत्र श्रुतोपनिषत्कस्यापि बुद्धिमान्द्यादिना केनचित् प्रतिबन्धेन वाक्यविषयापरोक्षप्रमित्यनुत्पत्तौ सत्यां तदुत्पादनार्थं मोक्षफलकोपासनानि दिदर्शयिषुरादौ तावत् सदृष्टान्तं ब्रह्मतत्त्वोपासनयाप्यभिलषितब्रह्मभावलक्षणो मोक्षो भव-तीति प्रतिजानीते संवादीति। यथा संवादिभ्रमेण प्रवृत्तस्याभिप्रेतार्थलाभो भवति एवं ब्रह्मतत्त्वोपासनयापि अभिलषितो ब्रह्मभावलक्षणो मोक्षो भवति इत्यर्थः। तत्र किं प्रमाण-

---

বেদান্তশাস্ত্রের মতে যাহারা নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয়-বিশিষ্ট, তাহারা সম্যক্ প্রকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি অনুষ্ঠান করিয়া "তৎ ও ত্বং" পদার্থের বিবেচনাপূর্ব্বক "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থের অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাবরূপ মোক্ষলাভ করে, ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে। উক্তপ্রকার ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছেন, অথচ বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকদ্বারা "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যার্থের অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মোক্ষ-ফলসাধন উপাসনা প্রদর্শনার্থ, যেমন পরমব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা মোক্ষলাভ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও যে মুক্তিলাভ হইতে পারে, তাহাই এই ধ্যানদীপ প্রকরণের প্রথমে নিরূপণ করিতেছেন।—এক বস্তুকে যে অন্য বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহার নাম ভ্রম; এই ভ্রম দ্বিবিধ,—সম্বাদী ভ্রম ও বিস

মণিপ্রদীপপ্রভয়োর্মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ ।
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেঽপি বিশেষোঽর্থক্রিয়াং প্রতি ॥ ২ ॥
দীপোঽপবরকস্যান্তর্বর্ত্ততে তৎপ্রভা বহিঃ ।

নিষ্যত আহ উত্তরে তাপনীয় ইতি। যতঃ উপাসনায়াপি মোক্ষোঽস্তি অতস্তাপনীয়োপনিষদ্যনেকপ্রকারৈব ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনা শ্রুতা উক্তেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সম্বাদিভ্রমবদিত্যুক্তং দৃষ্টান্তং প্রপঞ্চয়িতুং সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদকং বার্ত্তিকং পঠতি মণিপ্রদীপপ্রভয়োরিতি। মণিশ্চ প্রদীপশ্চ মণিপ্রদীপৌ তয়োঃ প্রভে মণিপ্রদীপপ্রভে তয়োরিতি বিগ্রহঃ। মণিপ্রভায়াং প্রদীপপ্রভায়াঞ্চ যা মণিবুদ্ধিঃ সা মিথ্যাজ্ঞানমেব অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিত্বাৎ অথাপি মণিপ্রভায়াং মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতঃ পুরুষস্য মণিলাভো ভবতি ইতরস্য তু স নাস্তীত্যর্থক্রিয়ায়াং বৈষম্যমস্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বার্ত্তিকং ব্যাচষ্টে দীপোঽপবরকস্যান্তর্বর্ত্ততে, তৎপ্রভা বহিরিত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ।

ম্বাদী ভ্রম। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে জ্ঞান করিয়া তাহার অনুগমন করিলে যদি আপন অভিমত বস্তুর লাভ হয়, তবে উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায়। আর উক্তপ্রকার ভ্রম উপস্থিত হইয়া সেই বস্তুর পশ্চাৎ গমন করিলে যদি ইষ্টবস্তুর লাভ না হয়, তাহাহইলে সেই ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলিয়া থাকে। যেমন সম্বাদী ভ্রমে ইষ্টলাভ হইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনাতেও মুক্তিলাভ হইতে পারে, এই নিমিত্ত উত্তরতাপনীয় গ্রন্থে মুক্তিলাভের নিমিত্ত অনেক প্রকার উপাসনা উক্ত হইয়াছে ॥ ১ ॥

এইরূপে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রমের বিশেষ বিবরণ করিতেছেন,—যখন দুই ব্যক্তিরই সমকালে ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, তখন যদি ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এক ব্যক্তির মণিপ্রভাতে মণিভ্রম ও অপরের প্রদীপ প্রভাতে মণিভ্রম হইয়া তাহারা উভয়েই মণিলোভে ধাবমান হয়। ইহাতে যদিও উভয়েরই ভ্রম সমান, তথাপি উক্ত দুই ব্যক্তির মধ্যে যাহার মণিপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি ধাবমান হইয়া মণিলাভ করিল, এই নিমিত্ত এই ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায়। আর যাহার প্রদীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তির মণিলাভ হইল না; সুতরাং সেই ব্যক্তির এই ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলিতে হয় ॥ ২ ॥

दृश्यते द्वार्य्यथान्यत्र तद्वत् दृष्टा मणेः प्रभा ॥ ३ ॥
दूरे प्रभाद्वयं दृष्ट्वा मणिबुद्ध्याभिधावतोः ।
प्रभायां मणिबुद्धिस्तु मिथ्याज्ञानं द्वयोरपि ॥ ४ ॥
न लभ्यते मणिर्दीपप्रभां प्रत्यभिधावता ।
प्रभायां धावताऽवश्यं लभ्येतैव मणिर्मणेः ॥ ५ ॥
दीपप्रभामणिभ्रान्तिर्व्विसंवादिभ्रमः स्मृतः ।

दीपोऽपवरकस्यान्तरिति कस्मिंश्चित् मन्दिरेऽपवरकस्यान्तर्दीपस्तिष्ठति तस्य प्रभा बहिर्द्वारि प्रदेशे रत्नमिव वर्त्तुलोपलभ्यते तथाऽन्यस्मिन् मन्दिरेऽपवरकस्यान्तःस्थितस्य रत्नस्य प्रभा बहिर्द्वारि प्रदेशे दीपप्रभेव वर्त्तमानोपलभ्यते ॥ ३ ॥

दूरे प्रभाद्वयमिति । तथाविधं प्रभाद्वयं दूरतो दृष्ट्वाऽयं मणिरयं मणिरिति बुद्ध्या द्वौ पुरुषावभिधावनं कुरुतस्तयोर्द्वयोरपि प्रभाविषये जायमानं मणिज्ञानं भ्रान्तमेव ॥ ४ ॥

न लभ्यत इति । तथापि दीपप्रभायां मणिबुद्धिं कृत्वा धावता पुरुषेण मणिर्न लभ्यते मणिप्रभायां मणिबुद्ध्या धावता तु मणिर्लभ्येतैव ॥ ५ ॥

भवत्वेवं वार्त्तिकार्थः प्रकृते किमायातमित्यत आह दीपप्रभेति । या दीपप्रभायां

পূর্ব্বোক্ত ভ্রমবিচারে বার্ত্তিকমত প্রকাশ করিতেছেন,—গৃহমধ্যে প্রজ্বলিত প্রদীপ থাকিলে যদি সেই প্রদীপের প্রভা দ্বারদেশ দিয়া নির্গত হইয়া বাহিরে পতিত হয় এবং অন্য কোন গৃহে মণি থাকিলে যদি তাহার প্রভা ঐরূপ দ্বারদেশ দিয়া বাহিরে পতিত হইয়াছে, এইরূপ দৃষ্ট হয় তাহাতে যদি দুই ব্যক্তিই দূর হইতে সেই প্রদীপপ্রভা ও মণিপ্রভা দেখিয়া মণিলোভে ধাবিত হয়, (এই স্থলে উভয়েরই যে প্রভাতে মণিভ্রম হইয়াছে, তাহা সমান বটে,) তথাপি যে ব্যক্তি প্রদীপপ্রভাতে মণিভ্রম হইয়া ধাবমান হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না এবং যে ব্যক্তি মণিপ্রভাতে মণিজ্ঞান করিয়া ধাবমান হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণিলাভ করিল। এই স্থলে একরূপ ভ্রমেও সম্বাদী ও বিসম্বাদী বলিয়া প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩-৫ ॥

এইক্ষণে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত বিসম্বাদী ও সম্বাদী এই উভয়প্রকার ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ঐ ভ্রমদ্বয় বিশেষরূপে বিবরণ করিতেছেন।—যদিও

मणिप्रभामणिभ्रान्तिः संवादिभ्रम उच्यते ॥ ६ ॥

बाष्पं धूमतया बुद्ध्वा तत्राङ्गारानुमानतः ।
वह्निर्यदृच्छया लब्धः स संवादिभ्रमो मतः ॥ ७ ॥

गोदावर्य्युदकं गङ्गोदकं मत्वा विशुद्धये ।
संप्रोक्ष्य शुद्धिमाप्नोति स संवादिभ्रमो मतः ॥ ८ ॥

मणिभ्रान्तिरस्ति स विसंवादिभ्रम इति ख्याती विदन्ति मणिलाभलक्षणार्थक्रियारहितत्वात् । मणिप्रभायां मणिबुद्धिस्तु मणिलाभलक्षणार्थक्रियावत्त्वात् सवादिभ्रम इत्युच्यते इत्यर्थः ॥ ६ ॥

एवं प्रत्यक्षविषये सवादिभ्रमं दर्शयित्वा अनुमानविषयेऽपि तं दर्शयति बाष्पं धूमतयेति । क्वचित् प्रदेशे स्थितं बाष्पं धूमत्वेन निश्चित्य तन्मूलप्रदेशेऽयं प्रदेशोऽग्निमान् धूमवत्त्वादित्यनुमाय प्रवृत्तेन पुरुषेण दैवगत्या यद्यपि अग्निस्तत्रोपलभ्यते तदा बाष्पविषय धूमज्ञानं सवादिभ्रमो मतः ॥ ७ ॥

आगमविषयेऽपि तं दर्शयति गोदावर्य्युदकमिति । गोदावर्य्युदकस्यापि विशुद्धिहेतुत्वमागमसिद्धम् अतस्तत्प्रोक्षणादपि शुद्धिरस्त्येव तथापि गोदावर्य्युदके या गङ्गोदकबुद्धिः सा भ्रान्तिरेव ॥ ८ ॥

পূর্ব্বোক্ত উভয়বিধ ভ্রম সমান বটে, তথাপি যে ব্যক্তির দীপপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণিলোভে ধাবমান হইয়াও মণিলাভ করিতে পারিল না, এই জন্য উক্ত ভ্রমকে বিসম্বাদী ভ্রম বলা যায়, আর যে ব্যক্তি মণিপ্রভাকে মণিজ্ঞান করিয়া গিয়াছিল, তাহার মণিলাভরূপ ফলসিদ্ধি হইয়াছিল, এই নিমিত্ত উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে প্রত্যক্ষ বিষয়ে সম্বাদী ও বিসম্বাদী ভ্রম প্রদর্শন করিয়া অনুমানস্থলে উক্ত উভয়বিধ ভ্রম দেখাইতেছেন।—কোন স্থলে বাষ্প উত্থিত হইতেছে দেখিয়া যদি কোন ব্যক্তি সেই বাষ্পকে ধূমজ্ঞান করিয়া "সেই স্থলে অগ্নি আছে" এইরূপ অনুমানে গমনপূর্ব্বক দৈবাৎ সেই স্থলে অগ্নিলাভ করে, তাহাহইলে এই ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায় ॥ ৭ ॥

উক্ত সম্বাদী ভ্রমের স্থলান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যদি কোন ব্যক্তি গোদাবরীর জলকে গঙ্গাজল জ্ঞান করিয়া পুণ্যলাভ বাসনায় গমনপূর্ব্বক

ज्वरेणात्त: सन्निपातं भ्रान्त्या नारायणं स्मरन् ।
मृत: स्वर्गमवाप्नोति स संवादिभ्रमो मत: ॥ ९ ॥
प्रत्यक्षस्यानुमानस्य तथा शास्त्रस्य गोचरे ।
उक्तन्यायेन संवादिभ्रमा: सन्तीह कोटिश: ॥ १० ॥
अन्यथा मृत्तिकादारुशिला: स्युर्दैवता: कथम् ।

उदाहरणान्तरमाह ज्वरेणात्त इति । ज्वरेण सन्निपातं प्राप्त: पुरुष इदं नारायण-स्मरणं मम स्वर्गसाधनमिति ज्ञानमन्तरेणापि सन्निपातप्रयुक्तभ्रमवशात् साधारणपुरुषतया दैवादिवन्नारायणं स्मरन्मृत: स्वर्गं प्राप्नोत्येव । हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृत: । विकुष्ट पुत्रमघवान् यदयामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय मुक्तिमित्यादिपुराण-वचनेभ्य: । अत्रापि नारायणनाम्न: पुत्रनामत्वज्ञानं भ्रम एव ॥ ९ ॥

एवं त्रिविधसंवादिभ्रमोदाहरणेन सिद्धमर्थमाह प्रत्यक्षस्यानुमानस्येति ॥ १० ॥

विपक्षे बाधकदर्शनेन उक्तमर्थं द्रढयति अन्यथेति । अन्यथा संवादिभ्रमाभावे मृदादय:

সেই গোদাবরী জলে স্নান করিয়া তাহার পুণ্যলাভ হয়, তাহাহইলে এই ভ্রম-কেও সম্বাদী ভ্রম বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত সম্বাদী ভ্রমের উদাহরণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—কোন ব্যক্তি সান্নিপাতিক বিকার জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত আছে, তখনও যদি ভ্রান্তিবশতঃ নারায়ণ নাম উচ্চারণ করে কিম্বা পুত্রাদির নাম-চ্ছলেও যদি ঐ সময়ে তাহার নারায়ণ নাম উচ্চারণ হয়, তাহাহইলেও সেই ব্যক্তির মরণের পর স্বর্গপ্রাপ্তি হইবে, এই স্থলে তাহার যে ভ্রম হইয়াছিল, তাহাতেও নারায়ণ নামোচ্চারণ জন্য স্বর্গলাভ হইল, এই নিমিত্ত উক্ত ভ্রমকে সম্বাদী ভ্রম বলা যায় ॥ ৯ ॥

যে সকল সম্বাদীভ্রমের উদাহরণ উক্ত হইল, তদ্ভিন্ন পূর্ব্বোক্তপ্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমানসিদ্ধ কোটি কোটি সম্বাদী ভ্রমের উদাহরণস্থল শাস্ত্রে উক্ত আছে এবং লৌকিকেও বহু বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

যদি পূর্ব্বোক্তপ্রকার যুক্তিদ্বারা সম্বাদী ভ্রমের ফলজনকত্ব স্বীকার না কর, তাহাহইলে মৃন্ময়াদি প্রতিমাতে দেবতাজ্ঞানে অর্চ্চনা করিতে পার না।

अग्नित्वादिधियोपास्याः कथं वा योषिदादयः ॥ ११ ॥
अयथावस्तुविज्ञानात् फलं लभ्यत ईप्सितम्।
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२ ॥

फलसिद्धये देवताबुद्ध्या पूज्या न भवेयुः स्वतो देवताभावादित्यर्थः। बाधकान्तरमाह अग्नित्वादीति। पञ्चाग्निविद्यायां योषा वाव गौतमाग्निः पुरुषो वाव गौतमाग्निः पृथिवी वाव गौतमाग्निः पर्ज्जन्यो वाव गौतमाग्निः असौ वाव द्युलोको गौतमाग्निरित्यादिवाक्यैर्योषित्पुरुषपृथिवीपर्ज्जन्यद्युलोकानामग्नित्वेनोपासनं ब्रह्मलोकावाप्तिफलकं न भवेदित्यर्थः। आदिशब्देन मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यो ब्रह्मेत्येवमादयो गृह्यन्ते ॥ ११ ॥

इदानीं बहुभिर्ग्रन्थैरुपपादितं सम्वादिभ्रमं बुद्धिसौकर्य्यार्थं संक्षिप्य दर्शयति अयथावस्तुविज्ञानादिति। विहितादविहिताद्वा यस्मादयथावस्तुविज्ञानाद् विपरीतज्ञानादीप्सितम् अभिलषितं फलं काकतालीयतः दैवगत्या लभ्यते सोऽयं संवादिभ्रम इत्यर्थः ॥ १२ ॥

অনেকেই মৃণ্ময়, পাষাণময় ও কাষ্ঠময় দেবপ্রতিমা করিয়া তাহাকে দেবতা বোধে আরাধনা করিয়া থাকে। যেহেতু মৃত্তিকাদি ভৌতিক পদার্থে দেবতাজ্ঞান করিয়া ফললাভ হয়, অতএব সম্বাদী ভ্রমের অবশ্য ফলজনকত্ব স্বীকার করা যায় এবং অগ্নিই যোষিৎ, অগ্নিই পুরুষ, অগ্নিই পৃথিবী, অগ্নিই পর্জ্জন্য এবং অগ্নিই স্বর্গ ইত্যাদি বেদবাক্যদ্বারা কিরূপে অগ্নিতে যোষিৎ প্রভৃতির উপাসনা হইতে পারে। পঞ্চাগ্নিবিদ্যাতে লিখিত আছে যে, অগ্নিতে যোষিদাদির উপাসনা করিলেও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে। (অতএব সম্বাদী ভ্রমের অবশ্য ফলজনকতা স্বীকার না করিলে উক্ত ক্রিয়াকলাপের ফলজনকতা স্বীকার করিতে পার না) ॥ ১১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে বহু বহু গ্রন্থের প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা সম্বাদী ভ্রমের ফলজনকতা উপপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ লৌকিক ব্যবহারেও সম্বাদী ভ্রমের ফলজনকতা প্রদর্শন করিতেছেন।—অনেক স্থলেই প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তু জ্ঞান করিয়া কাকতালীয় ন্যায়ে * ফলসিদ্ধি হয়। অতএব সম্বাদী ভ্রমের ফলজনকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

---

* পক্বতালোপবিষ্ট কাক উড়িয়া যাইবামাত্র যদি তৎক্ষণাৎ সেই পক্বতাল ভূতলে পড়িয়া

স্বয়ং ভ্রমোঽপি সংবাদী যথা সম্যক্‌ফলপ্রদঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিফলপ্রদা ॥ ১৩ ॥
বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখণ্ডৈকরসাত্মকম্।

নমু ব্রহ্মোপাসনস্যাযথাবস্তুবিষয়কস্য কথং সম্যক্‌জ্ঞানসাধ্যমুক্তিফলপ্রদাত্বমিত্যাশঙ্ক্য সংবাদিভ্রমবদেবেত্যাহ স্বয়ং ভ্রমোঽপীতি ॥ ১৩ ॥

নমু ব্রহ্মতত্ত্বং জ্ঞাত্বোপাসনং ক্রিয়তে অজ্ঞাত্বা বা আদ্যে উপাসনবৈয়র্থ্যং মোক্ষসাধনজ্ঞানস্যৈব বিদ্যমানত্বাৎ দ্বিতীয়ে বিষয়াপরিজ্ঞানাৎ উপাসনমেব ন ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ বেদান্তেভ্য

যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই মুক্তি প্রদান করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনার মুক্তিপ্রদানশক্তি নাই, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মোপাসনার মুক্তিপ্রদানশক্তি প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন সম্বাদী ভ্রম ভ্রমরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াও সম্যক্‌রূপ ফলসাধন করিতে পারে, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্ম উপাসনাও মুক্তির কারণ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাতেও মুক্তিলাভ হয়, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিবে, অথবা তাহা না জানিয়াই উপাসনা করিবে? যদি বল, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়াই উপাসনা করিবে, তাহা বলিতে পার না, তাহাহইলে উপাসনাই বিফল হয়, যেহেতু মুক্তির নিমিত্তে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা করিতে হয়। যদি সেই মুক্তিসাধন ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাতই থাকিল, তবে আর ব্রহ্মউপাসনার প্রয়োজন কি? তবে "ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া উপাসনা করিব" ইহাই বলি, তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে, যেহেতু যে বিষয় অপরিজ্ঞাত, তাহার উপাসনা হইতে পারে না। অতএব এইক্ষণ ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনার এই ব্যবস্থা হইতে পারে যে, শমদমাদিসাধনের অনুষ্ঠান

যায়, তাহাহইলে লোকে বলে যে, কাক তাল ফেলিয়া দিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, তাল সুপক্ক হইলেই আপনি ভূতলে পড়িয়া যায়। এইস্থলে যেরূপ তাল পতনের প্রতি কাকের কারণতা না থাকিলেও আপাততঃ কাককেই কারণ বলিয়া বোধ হইতেছে, সেইরূপ দৈবাৎ যদি কোন বিষয়ে ফললাভ হয়, তাহাহইলে কোন বস্তু বিশেষকেই ফলসিদ্ধির কারণ বলিয়া থাকে।

परोक्षमवगम्यैतदहमस्मीत्युपासते ॥ १४ ॥
प्रत्यग्व्यक्तिमनुल्लिख्य शास्त्राद्विष्ण्वादिमूर्त्तिवत्।
अस्ति ब्रह्मेति सामान्यज्ञानमात्रं परोक्षधीः ॥ १५ ॥
चतुर्भुजाद्यवगतावपि मूर्त्तिमनुल्लिखन्।

इति। अयमभिप्रायः ब्रह्मात्मैकत्वापरोक्षज्ञानस्य मोक्षसाधनस्यानुत्पन्नत्वात् न उपासना-वैयर्थ्यं शास्त्रात् परोक्षतयावगतत्वात् ब्रह्मण उपासनविषयत्वमिति ॥ १४ ॥

उपास्यब्रह्मतत्त्वगोचरस्य परोक्षज्ञानस्य किं रूपमित्याकाङ्क्षायामाह प्रत्यग्व्यक्तिमनु-ल्लिख्येति। प्रत्यग्व्यक्तिं बुद्ध्यादिसाक्षिणं सच्चिदानन्दरूपमात्मानमनुल्लिख्य अविषयीकृत्य शास्त्रात् सत्यज्ञानादिवाक्यजातात् ब्रह्मास्तीत्येवं सामान्याकारेण जायमानं ज्ञानमत्रास्या-मुपासनायां परोक्षधीः परोक्षज्ञानं विवक्षितमित्यर्थः। तत्र दृष्टान्तः विष्ण्वादिमूर्त्तिवदिति। विष्ण्वादिमूर्त्तिप्रतिपादकशास्त्रजन्यज्ञानवदित्यर्थः ॥ १५ ॥

ननु शास्त्रेण विष्ण्वादिमूर्त्तेश्चतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतीतेस्तज्ज्ञानस्यापि कुतः परोक्षत्व-मित्याशङ्क्याह चतुर्भुजाद्यवगतावपीति शास्त्रेण चतुर्भुजत्वादिविशेषप्रतीतावपि चक्षुरादि-

---

করিয়া বেদান্তবাক্যের বিচারদ্বারা পরোক্ষরূপে "পরব্রহ্ম অখণ্ডৈকরসস্বরূপ" এইপ্রকারে [illegible]ঃ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ" এই-রূপে উপাসনা করিবে ॥ ১৪ ॥

পরব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা বিষয়ে ব্রহ্মতত্ত্বের পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিপাদক শাস্ত্রাদিদ্বারা বিষ্ণুর অর্চ্চনাকালে তাঁহাকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করে। সেই কালে যেমন বিষ্ণু আছেন, এই-রূপ জ্ঞান হয়, সেইরূপ অখণ্ডানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে অন্তরে ধ্যান না করিয়াও বেদান্তাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা জগৎকারণ পরব্রহ্ম আছেন, এইপ্রকার যে সামান্যাকার জ্ঞান হয়, এই স্থলে সেই সামান্যাকার জ্ঞানকেই পরোক্ষজ্ঞান বলা যায় ॥ ১৫ ॥

শাস্ত্রে বিষ্ণুর চতুর্ভুজাদিমূর্ত্তির উপদেশ আছে, অতএব তাঁহার পরোক্ষ-জ্ঞান হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদিও বিষ্ণুর চতুর্ভুজাদি-মূর্ত্তি শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে বটে, তথাপি জ্ঞানিগণ উপাসনাকালে সেই মূর্ত্তি

अतः परोक्षज्ञान्येव न तदा विभ्रमीष्यते ॥ १६ ॥
परोक्षत्वापराधेन भवेन्नातत्त्ववेदनम् ।
प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्यमूर्त्तेर्विभासनात् ॥ १७ ॥
सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्राज्ज्ञानेऽप्यनुल्लिखन् ।
प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत् तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते ॥ १८ ॥

भित्तौ विष्ण्वादिमूर्त्तिमविपर्य्यासं कुर्व्वन् पुरुषः परोक्षज्ञान्येव। तत्रोपपत्तिमाह न तदा विभ्रमीष्यत इति। तदोपासनाकाले विष्णुमुपास्यं नेक्षते नेन्द्रियविषयीकरोतीत्यर्थः ॥ १६ ॥

ननु विष्ण्वादिगोचरस्य ज्ञानस्य व्यक्त्युल्लेखनाभावात् असत्त्वमित्याशङ्क्य प्रमाणेन जनितत्वान्न असत्त्वमित्याह परोक्षत्वापराधेनेति। परोक्षज्ञानं भ्रान्तिज्ञानकारणं न भवति किन्तु विपर्यासलक्षणम् इह तु प्रमाणभूतेन शास्त्रेणैव यथार्थभूताया विष्ण्वादिमूर्त्तेरेव विभासनान्न असत्त्वमिदम्: ॥ १७ ॥

ननु सच्चिदानन्दव्यक्त्युल्लेखिनो ब्रह्मतत्त्वज्ञानस्य शास्त्रजन्यस्यापि कुतः परोक्षतेत्याशङ्क्य अपरोक्षत्वप्रयोजकप्रत्यक्त्वोल्लेखाभावादित्याह सच्चिदानन्दरूपस्येति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्योमुक्तो निरञ्जनः सदीदं सर्व्वं तत् सदिति चिद्धीदं सर्व्वं प्रकाशते चेत्यादिशास्त्रात् सच्चिदानन्दरूपस्य ब्रह्मणो ज्ञानेऽपि प्रत्यञ्चं साक्षिणमनुल्लिखन् तस्य ब्रह्मणः प्रत्यगात्मरूपत्वमजानन् तद् ब्रह्म साक्षात् न वीक्षते नैव पश्यतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারেন না, কেবল সেই বিষ্ণুর নাম উল্লেখ করিয়াই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাকেই তাহার পরোক্ষজ্ঞান বলা যায়। যেহেতু উপাসনাকালে বিষ্ণুকে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; সুতরাং এই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষজ্ঞান বলিতে পার না ॥১৬॥

পূর্ব্বে যেরূপ পরোক্ষজ্ঞানের উল্লেখ হইয়াছে, জ্ঞানিদিগের সেই জ্ঞানকে অসত্যজ্ঞান বলা যায় না। যেহেতু শাস্ত্র প্রমাণাদিদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতির যথার্থ মূর্ত্তি সেই জ্ঞানে সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়। এইনিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত পরোক্ষজ্ঞানকে ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না ॥ ১৭ ॥

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপের জ্ঞান হয়, কিন্তু অন্তরে কেবল সর্ব্বসাক্ষিমান্ অখণ্ডানন্দস্বরূপ চৈত-

शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण सच्चिदानन्दनिर्णयात्।
परोक्षमपि तज्ज्ञानं तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः॥ १९॥
ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम्।
महावाक्यैस्तथाप्येतत् दुर्बोधमविचारिणः॥ २०॥
देहाद्यात्मत्वविभ्रान्तौ जाग्रत्यां न हठात् पुमान्।

कथं तर्हि तथाविधब्रह्मगोचरस्य ज्ञानस्य तत्त्वज्ञानत्वमित्याशङ्क्य आगमप्रमाणजन्यत्वा-दित्याह शास्त्रोक्तेनैवेति। तज्ज्ञानं परोक्षमपि शास्त्रोक्तेनैव प्रकारेण ब्रह्मणः सच्चिदानन्द-रूपनिश्चायकत्वात् सम्यक् ज्ञानमेव न भ्रम इत्यर्थः॥ १९॥

ननु सत्यज्ञानादिवाक्यैः ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वमिव तत्त्वमस्यादिवाक्यैः प्रत्यगूपत्व-मपि तस्य बोध्यत एव अतः शास्त्रजन्यस्यापि ब्रह्मज्ञानस्य प्रत्यगव्यक्तब्रह्मविषयत्वादपरोक्षत्वमेवे-त्याशङ्क्याह ब्रह्म यद्यपीति। यद्यपि वेदान्तेषु महावाक्यैर्ब्रह्म प्रत्यगात्मत्वेनैवोपदिष्टं तथा-प्येतत् प्रत्यगूपत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्त्वम्पदार्थविवेकशून्यस्य दुर्बोधं बोद्धुमशक्यम् अतः केवलाद् वाक्यात् नापरोक्षज्ञानमुत्पद्यत इत्यर्थः॥ २०॥

ननु सम्यग्ज्ञानस्य प्रमाणवस्तुपरतन्त्रत्वात् प्रमाणस्य च तत्त्वमस्यादिवाक्यरूपस्य सद्भावात् वस्तुनश्च ब्रह्मात्मैकत्वलक्षणस्य विद्यमानत्वात् कुतो विचारमन्तरेण दुर्बोधत्वमित्याशङ्क्याह

ন্মের ধ্যান হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞানকে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ অপরোক্ষজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায় না॥ ১৮॥

শাস্ত্রোক্ত প্রমাণদ্বারা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় হয়, এই নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তাহাকে তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া স্বীকার করা যায়; তাহা কখনও ভ্রমজ্ঞান নহে। (যে জ্ঞানদ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞান হইতে পারে, সেই জ্ঞানকে তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন ভ্রমজ্ঞান বলা যায় না)॥ ১৯॥

যদিও পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানের পরোক্ষত্বপ্রযুক্ত অপরোক্ষজ্ঞান হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন বটে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু শাস্ত্রেতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা প্রত্যক্ষরূপে পরব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু বিচার ব্যতিরেকে মূঢ় ব্যক্তিদিগের ঐরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হওয়া অত্যন্ত দুরূহ, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকে প্রকারান্তর পরোক্ষজ্ঞানরূপে স্বীকার করা যায়॥ ২০॥

বিচার ব্যতিরেকে যে অজ্ঞব্যক্তিদিগের অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে

ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुं क्षमते मन्दधीस्ततः ॥ २१ ॥
ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयं श्रद्धालोः शास्त्रदर्शिनः ।
अपरोक्षद्वैतबुद्धिः परोक्षाद्वैतबुद्ध्यनुत् ॥ २२ ॥
अपरोक्षशिलाबुद्धिर्न परोक्षेशतां नुदेत् ।
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वा विप्रतिपद्यते ॥ २३ ॥

देहाद्यात्मत्वविभ्रान्त्याधिति । ब्रह्मात्मैकत्वापरोक्षज्ञानविरोधिनो देहेन्द्रियादिष्वात्मभ्रमस्य विचारनिवर्त्त्यस्य सद्भावात् तन्निवृत्त्यर्थं विचारोऽपेक्ष्यत इत्यर्थः ॥ २१ ॥

ननु तर्हि देहेन्द्रियादिगोचरस्य द्वैतभ्रमस्य सद्भावादद्वितीयब्रह्मगोचरं परोक्षज्ञानमपि नोदीयादित्याशङ्क्य अपरोक्षद्वैतभ्रमस्य परोक्षाद्वैतज्ञानाविरोधित्वात् श्रद्धावतः पुंसः शास्त्रात् परोक्षज्ञानमुत्पद्यते एव इत्याह ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयमिति अपरोक्षद्वैतबुद्धिर्यतः परोक्षाद्वैतबुद्ध्यनुत् अतो ब्रह्ममात्रं सुविज्ञेयमिति योजना ॥ २२ ॥

अपरोक्षभ्रमस्य परोक्षसम्यग्ज्ञानाविरोधित्वे दृष्टान्तमाह अपरोक्षशिलाबुद्धिरिति । विरोधाभावमेवोदाहृत्य दर्शयति प्रतिमादिष्विति ॥ २३ ॥

না, এইক্ষণ তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—অজ্ঞ সাধারণ লোকদিগের বুদ্ধিতে দেহাদি জড়পদার্থে আত্মজ্ঞানরূপ ভ্রম জাগ্রত থাকে। অজ্ঞানিদিগের অন্তঃকরণে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, জড়পদার্থময় এই দেহই আত্মা। অতএব মন্দমতি ব্যক্তিরা স্বীয় জ্ঞানের ভ্রমত্বপ্রযুক্ত পরব্রহ্মকে সাক্ষাৎ আত্মস্বরূপে সহসা জানিতে পারে না; সুতরাং মন্দবুদ্ধিদিগের পরোক্ষজ্ঞানই হইতে পারে, কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পরে না ॥ ২১ ॥

শাস্ত্রার্থের প্রতি যাঁহাদিগের শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁহারা বেদান্তাদি শাস্ত্রার্থ বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহাদিগের অতি সহজেই পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে। কারণ প্রত্যক্ষ এই জগতের পরোক্ষ দ্বৈতজ্ঞান শাস্ত্রসিদ্ধ পরোক্ষ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক হয় না ॥ ২২ ॥

অপরোক্ষ ভ্রমজ্ঞানও পরোক্ষ সত্যজ্ঞানের বাধক হয় না। যেমন শিলা প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষরূপে যে শিলাজ্ঞান হয়, এই অপরোক্ষজ্ঞান শিলাপ্রভৃতিতে যে পরোক্ষ দেবতার জ্ঞান হয়, তাহার বাধা জন্মায় না এবং প্রতিমাদিতে যে

अश्रद्धालोरविश्वासो नोदाहरणमर्हति ।
श्रद्धालोरेव सर्व्वत्र वैदिकेष्वधिकारतः ॥ २४ ॥
सकृदाप्तोपदेशेन परोक्षज्ञानमुद्भवेत् ।
विष्णुमूर्त्त्युपदेशो हि न मीमांसामपेक्षते ॥ २५ ॥
कर्म्मोपास्ती विचार्य्येते अनुष्ठेयाविनिर्णयात् ।

केचन विप्रतिपद्यमाना उपलभ्यन्त इत्याशङ्क्याह अश्रद्धालोरिति । कुत इत्यत आह श्रद्धालोरेवेति । सर्वेषु वेदोक्तानुष्ठानेषु श्रद्धावत एवाधिकारित्वादित्यर्थः ॥ २४ ॥

एतावता परोक्षज्ञाने किमायातमित्यत आह सकृदाप्तोपदेशेनेति । उक्तमर्थं लोकानुभवेन द्रढयति विष्णुमूर्त्त्युपदेश इति ॥ २५ ॥

ननु तर्हि कुतः शास्त्रेषु विचाराः क्रियन्त इत्याशङ्क्य अनुष्ठेययोः कर्म्मोपासनयोः किं

বিষ্ণুজ্ঞান হয়, তাহাতে কাহারও বিরোধ উপস্থিত হয় না। (শিলা ও প্রতিমাদিতে অপরোক্ষরূপে শিলাজ্ঞান ও প্রতিমাজ্ঞান থাকিলেও পরোক্ষরূপে দেবতাজ্ঞান হইয়া থাকে) ॥ ২৩ ॥

বেদবাক্যে যাহাদিগের শ্রদ্ধা নাই ও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা নাই, তাহাদিগের যে অপরোক্ষজ্ঞান বিষয়ে বিশ্বাস হয় না, তাহা উদাহরণযোগ্য নহে। (বেদবাক্যে শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তি বিশ্বাস করে না বলিয়া সকলের অবিশ্বাস করা উচিত নহে, তাঁহাদিগের অবিশ্বাসে কোন কার্য্য হানি হইতে পারে না।) যাহাদিগের বেদবাক্যে শ্রদ্ধা আছে, বেদবিহিত কার্য্যে তাহাদিগেরই অধিকার এবং তাহাদিগের বিশ্বাসেই কার্য্য হইতে পারে ॥ ২৪ ॥

যাঁহারা ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সেই সকল গুরুর নিকটে একবারমাত্র উপদেশ পাইলেই পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাতে আর কোন বিচারের আবশ্যকতা নাই। (ভ্রমপ্রমাদশূন্য গুরুগণ যাহা বলেন, তাহাতে বিশ্বাস করিলেই অনায়াসে পরোক্ষজ্ঞান লাভ হইতে পারে।) যেমন লোকানুভবসিদ্ধ বিষ্ণুমূর্ত্তির উপদেশে আর কোনপ্রকার মীমাংসার প্রয়োজন নাই, সেইরূপ সদ্‌গুরুর উপদেশেও কোনপ্রকারে বিচারের অপেক্ষা নাই ॥ ২৫ ॥

যদি কেবল গুরুবাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিলেই কার্য্য হইতে পারে, তবে

বহুশাখাবিপ্রকীর্ণং নির্ণেতুং কঃ প্রভুর্নরঃ ॥ ২৬ ॥
নির্ণীতোঽর্থঃ কল্পসূত্রৈর্গ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ।
বিচারমন্তরেণাপি শক্তোঽনুষ্ঠাতুমঞ্জসা ॥ ২৭ ॥
উপাস্তীনামনুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্।

কর্ম্ম কর্ত্তব্যং কিংবোপাসনমিতি সন্দেহসম্ভবাৎ তন্নির্ণয়ায় বিচারাঃ ক্রিয়ন্ত ইত্যাহ কর্ম্মোপাস্তীতি। সন্দেহসম্ভবমেবোপপাদয়তি বহুশাখেতি। অনেকাসু শাখাসু তত্র তত্র চোদিতং কর্ম্মোপাসনং বা একত্র সমাহৃত্য নির্ণেতুমস্মদাদির্নরঃ কঃ প্রভুঃ সমর্থঃ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ননু তর্হ্যনমুষ্ঠেয়ত্বমেব কর্ম্মোপাসনয়োঃ প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্ণীতোঽর্থ ইতি। জৈমিন্যাদিভিঃ পূর্ব্বাচার্য্যৈঃ নিশ্চিতোঽর্থঃ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ কল্পসূত্রৈঃ সংগৃহীতোঽস্তি তাবতা তৈর্গ্রথিতত্বেনৈব তেষু আস্তিকঃ বিশ্বাসবান্ পুরুষঃ বিচারং বিনাপি কর্ম্ম সম্যগনুষ্ঠাতুং শক্নোত্যেব ॥২৭॥

ননু তর্হ্যুপাসনাবিচারাভাবাৎ তদনুষ্ঠানং ন সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাস্তীনামিতি।

শাস্ত্রকারগণ নানাপ্রকার বিচার করিয়াছেন কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বেদোক্ত কর্ম্ম ও উপাসনা এই উভয়ের মধ্যে একতর নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রকারগণ বিচার করিয়াছেন। বেদাদিশাস্ত্রে নানা শাখা আছে এবং সেই সকল শাখাতে নানাপ্রকার কর্ম্ম ও বিবিধ উপাসনা উক্ত আছে। সেই সকল কর্ম্ম ও উপাসনার মধ্যে কোনটি কার্য্যকারক, অর্থাৎ কিরূপ প্রণালীতে কর্ম্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করিলে ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, ইহা কে নির্ণয় করিতে পারে? অতএব এই বিষয়ের একতর নির্ণয়ার্থ শাস্ত্রকারেরা বিচার করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

জৈমিনি প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রসিদ্ধ আচার্য্যগণ কল্পসূত্রে কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান নির্ণয় করিয়াছেন বটে, তথাপি বিশ্বাসপূর্ব্বক বিচার করিয়া না দেখিলে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে কাহারও শক্তি হয় না। (অতএব কোনরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা উপাসনা করিতে হইলে বেদার্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক বিচার করিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা উপাসনা করা কর্ত্তব্য) ॥ ২৭ ॥

আমাদিগের পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণ স্বরচিত অনেকানেক গ্রন্থে উপাসনার

विचाराक्षममर्त्त्याय तत् श्रुत्वोपासते गुरोः ॥ २८ ॥
वेदवाक्यानि निर्णेतुमिच्छन् मीमांसतां जनः।
आप्तोपदेशमात्रेण ह्यनुष्ठानन्तु सम्भवेत् ॥ २९ ॥
ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवं विचारेण विना नृणाम्।
आप्तोपदेशमात्रेण न सम्भवति कुत्रचित् ॥ ३० ॥

आर्षग्रन्थेषु ब्रह्मवाक्सिष्ठादिमन्त्रकल्पेषूपासनानुष्ठानप्रकारो वर्णितः अतो विचाराक्षमर्त्त्याः मनुष्याः कल्पेषूक्तं तदुपासनं गुरुमुखादवगम्यानुतिष्ठन्तीत्यर्थः ॥ २८ ॥

ननु तर्हीदानीन्तनैरपि ग्रन्थकर्त्तृभिर्वेदवाक्यविचारः कुतः क्रियत इत्याशङ्क्य स्वबुद्धिपरितोषायैव क्रियते नानुष्ठानसिद्धये इत्याह वेदवाक्यानीति ॥ २९ ॥

ननु ब्रह्मोपासनवत् ब्रह्मसाक्षात्कारस्याप्युपदेशमात्रादेव सिद्धिः किं न स्यादित्याशङ्क्याह ब्रह्मसाक्षात्कृतिस्त्वेवमिति ॥ ३० ॥

অনুষ্ঠান প্রণালী বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা সেই সকল ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের বিচার করিতে অশক্ত, তাহারা সেই সকল শাস্ত্রবচন শ্রবণ করিয়া উপদেশ প্রার্থনায় তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগের উপাসনা করিবে ॥ ২৮ ॥

লোকে বেদবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ নির্ণয় করিবার অভিপ্রায়ে সেই সকল বেদবাক্যের মীমাংসা করে, তাঁহাতে কর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ ক্ষমতা হয় না। কিন্তু যাঁহারা সর্ব্বদা বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেই সকল বিশ্বস্ত গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে অনায়াসেই বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অধিকার জন্মে ॥ ২৯ ॥

যেমন ব্রহ্মোপাসনা করিলেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেইরূপ উপদেশমাত্রে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—বিচারব্যতিরেকে কেবল সদ্গুরুর উপদেশদ্বারাই উপাসনার অনুষ্ঠান-প্রণালী জানা যাইতে পারে এবং সেই প্রণালীতেও উপাসনা সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু উপাসনা ব্যতিরেকে কেবল উপদেশমাত্র কখনও কোন ব্যক্তির পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৩০ ॥

परोक्षज्ञानमश्रद्धा प्रतिबध्नाति नेतरत् ।
अविचारोऽपरोक्षस्य ज्ञानस्य प्रतिबन्धकः ॥ ३१ ॥
विचार्य्याप्यपरोक्षेण ब्रह्मात्मानं न वेत्ति चेत् ।
अपरोक्ष्यावसानत्वात् भूयोभूयो विचारयेत् ॥ ३२ ॥
विचारयन्नामरणं नैवात्मानं लभेत चेत् ।

आप्तोपदेशमात्रेणोपासनानुष्ठानोपयोगिपरोक्षज्ञानमुत्पद्यते अपरोक्षज्ञानन्तु विचारमन्तरेण न जायत इत्युक्तं तत्र कारणमाह परोक्षज्ञानमिति। यतः अविश्वास एव परोक्षज्ञानं प्रतिबध्नाति नाविचारः, अतस्तन्निवृत्तौ सकृदुपदेशादेव परोक्षज्ञानजन्मोपपद्यते। अविचारप्रतिबन्धस्यापरोक्षज्ञानस्य तु विचारद्वारा तन्निवृत्तिमन्तरेणोत्पत्तिर्न सम्भवति अतो विचारः कर्त्तव्य इति भावः ॥ ३१ ॥

ननु विचारे कृतेऽपि यदा परोक्षज्ञानं न जायते तदा किं कर्त्तव्यमित्यत आह विचार्य्याप्यपरोक्षेणेति। तत्त्वम्पदार्थौ सम्यग् विचार्य्यापि वाक्यार्थं ब्रह्मात्मैकत्वमपरोक्षतया न जानातीति चेत् तथापि पुनः पुनर्व्विचार एव कर्त्तव्यः अपरोक्षज्ञानहेतोरन्यस्याभावादिति भावः ॥ ३२ ॥

যেমন কেবল একমাত্র অশ্রদ্ধাই পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক, সেইরূপ কেবল বিচারের অভাবই অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক। (শাস্ত্রার্থে ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা না থাকিলে কদাচ পরোক্ষজ্ঞান হয় না এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রের বিচার না করিলে কাহারও ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষজ্ঞান হইতে পারে না।) অতএব অপরোক্ষজ্ঞানের নিমিত্ত সর্ব্বদা বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥

বিচার করিয়া অপরোক্ষজ্ঞান না হইলে কিং কর্ত্তব্য? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়াও পরব্রহ্মকে অপরোক্ষরূপে জানিতে না পারে, তথাপি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিবে। কারণ বিচার ব্যতিরেকে অপরোক্ষজ্ঞান লাভের অন্য উপায় নাই। (অতএব যতকাল অপরোক্ষজ্ঞান না হয়, ততকাল অবশ্য বিচার করিতে হইবে। বিচার করিতে করিতে অবশ্যই ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞান হইবে সন্দেহ নাই) ॥ ৩২ ॥

যদি পুনঃ পুনঃ বিচার করিলেও তত্ত্বলাভ না হয়, তবে বিচার করা ব্যর্থ

जन्मान्तरे भवेत्तेव प्रतिबन्धक्षये सति ॥ ३३ ॥
इह वामुत्र वा विद्येत्येवं सूत्रकृतोदितम् ।
शृण्वन्तोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्युरिति श्रुतेः ॥ ३४ ॥
गर्भ एव शयानः सन् वामदेवोऽवबुद्धवान् ।
पूर्व्वाभ्यस्तविचारेण यद्वदध्ययनादिषु ॥ ३५ ॥

ननु भूयो भूयो विचारेण च साक्षात्कारानुदये सति विचारो व्यर्थ इत्याशङ्क्याह विचारयन्नामरणमिति ॥ ३३ ॥

नन्विदं कुतोऽवगतमित्याशङ्क्य ब्रह्मसूत्रकृता व्यासेन ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तद्दर्शनादिति सूत्रेऽभिधानादित्याह इह वामुत्र वेति। सति प्रतिबन्धे इह जन्मनि ज्ञानानुत्पत्तौ श्रुतिं दर्शयति शृण्वन्तोऽपीति ॥ ३४ ॥

इह जन्मनि श्रवणादिकर्त्तुर्जन्मान्तरे अपरोक्षज्ञानं भवतीत्यत्रापि गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा इत्यादिका श्रुतिसमर्थनः पठति गर्भ एव शयान इति। इह जन्मनि अनुत्पन्नस्य ज्ञानस्य कालान्तरे उत्पत्तौ दृष्टान्तमाह यद्वदध्ययनादिष्विति ॥ ३५ ॥

বোধ হইতেছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি মরণান্ত বিচার করিয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞান না হয়, তথাপি সেই বিচার নিষ্ফল হইবে না। ইহ-জন্মে বিচারের ফললাভ না হইলেও জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলেই ফল-সাধন হইবে ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তসূত্রকার বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার কখনও নিষ্ফল হয় না। ইহজন্মে ফলসাধন না হইলেও জন্মান্তরে তাহার ফল পাওয়া যায়। যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা শ্রবণ করিয়াও ইহজন্মে ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ ফললাভ করিতে পারে না, বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধকই তাহার কারণ। বুদ্ধিমান্দ্য প্রভৃতি প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলে জন্মান্তরেও ব্রহ্মবিদ্যার ফলসাধনের সম্ভাবনা আছে ॥ ৩৪ ॥

জন্মান্তরে ব্রহ্মবিদ্যার ফলসাধন হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ তাহার উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন।—বামদেব ঋষি গর্ভমধ্যে শয়ান থাকিয়াও পূর্ব্ব

बहुवारमधीतेऽपि तदा नायाति चेत् पुनः।
दिनान्तरेऽनधीत्यैव पूर्व्वाधीतं स्मरेत् पुमान् ॥ ३६ ॥
कालेन परिपच्यन्ते कृषिगर्भादयो यथा।
तद्वदात्मविचारोऽपि शनैः कालेन पच्यते ॥ ३७ ॥
पुनः पुनर्व्विचारोऽपि त्रिविधप्रतिबन्धतः।
न वेत्ति तत्त्वमित्येतद् वार्त्तिके सम्यगीरितम् ॥ ३८ ॥

दृष्टान्तं विवृणोति बहुवारमधीतेऽपीति ॥ ३६ ॥

आदिशब्देन परिगृहीतानि दृष्टान्तान्तराण्याह कालेनेति। दार्ष्टान्तिकं योजयति तद्वदात्मविचारोऽपीति ॥ ३७ ॥

बहुकालं विचारितेऽपि तत्त्वे प्रतिबन्धबलात् साक्षात्कारो न जायते इत्येतद् वार्त्तिककारैरपि निरूपितमित्याह पुनः पुनर्व्विचारेऽपीति ॥ ३८ ॥

জন্মার্জ্জিত অধ্যয়ন ও বিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ব্রহ্মবিদ্যা কখনও নিষ্ফল হয় না, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ৩৫ ॥

যেমন অধ্যয়নকালে কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া তাহা বারম্বার অভ্যাস করিলেও যদি সেই গ্রন্থ অভ্যস্ত না হয়, তাহাহইলে দিনান্তরে সেই পাঠ পুনর্ব্বার অধ্যয়ন না করিয়া পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলেই সেই পঠিত গ্রন্থ অভ্যস্ত হইয়া দৃঢ়তর সংস্কার জন্মে, সেইরূপ ব্রহ্মবিদ্যার বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

যেমন কৃষকগণ ক্ষেত্রকে পুনঃ পুনঃ কর্ষণাদি করিয়া কালে সেই ক্ষেত্রগত শস্যাদির পরিপাক হইলেই কৃষকের ক্ষেত্রকর্ষণের ফললাভ হয়, সেইরূপ ক্রমশঃ অভ্যাস করিলেই আত্মতত্ত্ব-বিচার কালে ফলপ্রদান করিয়া থাকে। (কেবল একবারমাত্র উপদিষ্ট হইয়াই কেহ ব্রহ্মবিদ্যার ফল পাইতে পারে না) ॥ ৩৭ ॥

বার্ত্তিক সূত্রকার সুরেশ্বরাচার্য্য বলিয়াছেন যে,—বহুবার বিচার করিয়াও যে কোন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার ফললাভ করিতে পারে না, তিনপ্রকার প্রতিবন্ধকই তাহার প্রতিকারণ। (প্রতিবন্ধকসত্ত্বে কাহারও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না) ॥ ৩৮ ॥

कुतस्तज्ज्ञानमिति चेत् तद्धि बन्धपरिक्षयात्।
असावपि च भूतो वा भावी वा वर्त्तते तथा॥ ३९॥
अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न मुच्यते।
हिरण्यनिधिदृष्टान्तादिदमेव च दर्शितम्॥ ४०॥

तामेव वार्त्तिकवाक्यामुदाहरति कुतस्तज्ज्ञानमित्यादिना भरतस्य त्रिजन्मभिरित्यन्तेन। तत्र तावत् पूर्व्वमनुत्पन्नस्य ज्ञानस्येदानीमुत्पत्तौ कारणं पृच्छति कुतस्तज्ज्ञानमिति चेदिति। उत्तरमाह तद्धि बन्धपरिक्षयादिति। बन्धः प्रतिबन्धः तस्य परिक्षयादित्यर्थः। सोऽपि प्रतिबन्धो भूतो भावी वर्त्तमानश्चेति त्रिविध इत्याह असावपि च भूतो वेति॥ ३९॥

भवत्वेवं त्रिविधः प्रतिबन्धः ततः किमित्यत आह अधीतवेदेति। अत एव प्रतिबन्धसद्भावादेवेत्यर्थः। सति प्रतिबन्धे ज्ञानं नोदेतीत्येतद् यथापि हिरण्यनिधिं निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्य्युपरि सञ्चरन्तो न विन्देयुरेवमेवेमाः सर्व्वाः प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्त्यनृतेन हि प्रत्युढ़ा इत्यनया श्रुत्या प्रदर्शितमित्याह हिरण्येति॥ ४०॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের ফললাভে তিনপ্রকার প্রতিবন্ধক বিরোধী; এই শ্লোকে সেই তিনপ্রকার প্রতিবন্ধক কিরূপ ও কিরূপে সেই প্রতিবন্ধকত্রয়ের নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকই ব্রহ্মতত্ত্ব লাভের ব্যাঘাত করে। এই সকল প্রতিবন্ধক বিনাশ করিতে হইলে সর্ব্বদা কিপ্রকারে সেই প্রতিবন্ধক নষ্ট হইবে, এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে সংসারবন্ধনের পরিক্ষয় হয় এবং সংসারবন্ধনের ক্ষয় হইলে স্বয়ংই উক্ত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক বিনষ্ট হইয়া যায়। (তদ্ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে কেহ সেই প্রতিবন্ধকের বিনাশসাধন করিতে পারে না)॥ ৩৯॥

শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, বেদান্তাদি ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের সাধনীভূত শাস্ত্রসকল অধ্যয়ন করিলেও যে কোন কোন ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হয় না, পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধকত্রয়ই তাহার প্রতিকারণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যেমন কোন ক্ষেত্রমধ্যে সুবর্ণ নিহিত থাকিলে যে ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রের অবস্থা সম্যক্‌রূপে জানে না, সেই ব্যক্তি সেই ক্ষেত্রমধ্যে পুনঃ পুনঃ সঞ্চরণ

অতীতেনাপি মহিষীস্নেহেন প্রতিবন্ধনঃ।
ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রগীয়তে॥ ৪১॥
অনুসৃত্য গুরুঃ স্নেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্।

নন্বতীতস্য প্রতিবন্ধকত্বং ন দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ অতীতেনাপীতি। অয়মর্থঃ কশ্চিদ্যতিঃ পূর্বং গার্হস্থ্যদশায়াং কস্যাঞ্চিন্মহিষ্যাং স্নেহং কৃত্বা পশ্চাৎ সন্ন্যাসানন্তরং শ্রবণে প্রবৃত্তোঽপি তেনৈব স্নেহেন জনিতাৎ প্রতিবন্ধাৎ তত্ত্বং গুরুণা উপদিষ্টমপি ন জ্ঞাতবান্ ইত্যেবংবিধা গাথা লোকে প্রগীয়তে ন পুরাণাদিষু পঠিতেত্যর্থঃ॥ ৪১॥

তর্হি তথাবিধস্য কথং জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যত আহ অনুসৃত্যেতি। গুরুস্তস্য তত্ত্বোপদেষ্টা তদীয়ং মহিষীস্নেহম্ অনুসৃত্য তস্যামেব মহিষ্যাং তত্ত্বং তন্মহিষ্যুপাধিকং ব্রহ্ম উক্তবান্ ততঃ

করিয়াও কখন সেই সুবর্ণনিধি পায় না। সেইরূপ প্রতিবন্ধকবশতঃ অনেকে অহরহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও কেহ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতেছে না। (এই প্রকারে শ্রুতিতে প্রতিবন্ধকের তত্ত্বজ্ঞানবিরোধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে)॥ ৪০॥

ইতিপূর্ব্বে যে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ ক্রমশঃ সেই প্রতিবন্ধকত্রয় বিবৃত হইতেছে।—লৌকিক ব্যবহারে প্রসিদ্ধ আছে যে, কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে গৃহস্থাশ্রমে কোন যুবতীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ ছিলেন, পরে কোন কারণবশতঃ সেই কামিনীর প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সেই পূর্ব্বকৃত যুবতীর স্নেহ অন্তর হইতে অন্তরিত হয় নাই; সুতরাং তিনি সেই রমণীর স্নেহপাশে আকৃষ্ট আছেন। অতএব এইরূপ ব্যক্তি গুরুর নিকট উপদিষ্ট হইয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। (এই স্থলে পূর্ব্বকৃত যুবতীস্নেহই তাহার ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইরূপ প্রতিবন্ধকই অতীত প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল)॥ ৪১॥

পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধকরুদ্ধব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন।—যে ব্যক্তির চিত্তহইতে পূর্ব্বকৃত কামিনীস্নেহ বিদূরিত হয় নাই, তাহাকে তত্ত্বজ্ঞানী গুরু এইরূপ সদুপদেশ প্রদান করিবেন, যে যাহাতে তাহার হৃদয় হইতে পূর্ব্বতন নারীস্নেহ অন্তরিত হয়, তাহাতেই সেই ব্যক্তির সেই যুবতী

ततो यथावद्वेदैष प्रतिबन्धस्य संक्षयात् ॥ ४२ ॥
प्रतिबन्धो वर्त्तमानो विषयासक्तिलक्षणः ।
प्रज्ञामान्द्यं कुतर्कश्च विपर्य्ययदुराग्रहः ॥ ४३ ॥
शमाद्यैः श्रवणाद्यैश्च तत्र तत्रोचितैः क्षयम् ।

सोऽपि महिषीस्नेहलक्षणप्रतिबन्धकापगमेन गुरूपदिष्टं तत्त्वं यथावत् शास्त्रोक्तप्रकारेणैव ज्ञातवानित्यर्थः ॥ ४२ ॥

एवमतीतप्रतिबन्धं प्रदर्श्य वर्त्तमानं तं दर्शयति प्रतिबन्ध इति । वर्त्तमानः प्रतिबन्धस्त्रिविधः विषयासक्तिरूप एकः प्रज्ञामान्द्यं बुद्धेस्तैक्ष्ण्याभावः कुतर्कश्च शुष्कतार्किकत्वेन श्रुत्यर्थस्यान्यथाज्ञानं विपर्य्ययदुराग्रहः विपर्य्यये आत्मनः कर्तृत्वादिधर्म्मयुक्तत्वज्ञानलक्षणे दुराग्रहो युक्तिरहितोऽभिनिवेशः एतेषामन्यतमस्यापि सत्त्वे ज्ञानं नोदेतीत्यर्थः ॥ ४३ ॥

तस्यापि प्रतिबन्धस्य केन निवृत्तिरित्याह शमाद्यैरिति । शमादयः शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वेति श्रुत्युक्ताः श्रवणादयः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य

স্নেহরূপ প্রতিবন্ধকের পরিক্ষয় হইয়া যায় এবং তাহার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান দৃঢ়তর হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকে অতীত প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিয়া এই শ্লোকে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিতেছেন ।—যাহার বিষয়েতে দৃঢ় আসক্তি আছে, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মবিদ্যার চর্চ্চা করিলেও তাহার তত্ত্বজ্ঞান হয় না। এইরূপ বিষয়েতে দৃঢ়তর আসক্তিকে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক বলা যায়। যাহার অন্তঃকরণের বিষয়াসক্তিরূপ বর্ত্তমান প্রতিবন্ধ আছে, তাহার বুদ্ধি মন্দীভূত হইয়া থাকে, কখনও তাহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা হয় না, ক্রমশঃ মনে নানাপ্রকার কুতর্ক উপস্থিত হয় এবং অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে ভ্রম হইতে থাকে, কোন বিষয়ে নিশ্চয় জ্ঞান হয় না। শ্রুত্যর্থের প্রতি তার্কিকদিগের ন্যায় অন্যথাজ্ঞান হইয়া থাকে এবং "আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা" ইত্যাদিরূপে বিষয়ে নির্যুক্তিক অভিনিবেশ হয়। এই সকল প্রতিবন্ধকের একটী প্রতিবন্ধকসত্ত্বেও প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে কি

नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ ४४ ॥
आगामिप्रतिबन्धश्च वामदेवे समीरितः।
एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः ॥ ४५ ॥

इति श्रुत्या अभिहिता एतैः साधनैस्तत्र तत्र तस्य तस्य प्रतिबन्धस्य निवर्त्तने उचितैर्योग्यैः तस्मिन् प्रतिबन्धे क्षयं नीते सति विनाशिते सत्यतः प्रतिबन्धापगमादेव स्वस्य प्रत्यगात्मनो ब्रह्मत्वं प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४४ ॥

इदानीं भाविप्रतिबन्धं दर्शयति आगामिप्रतिबन्धश्चेति। आगामिप्रतिबन्धो जन्मान्तरहेतु प्रारब्धशेष इत्यर्थः। तस्य च भोगमन्तरेण निवृत्त्यभावात् तन्निवृत्तौ कालनियमो नास्तीत्याह एकेनेति। स च एकेन जन्मना क्षीणः वामदेवस्येति शेषः। भरतस्य त्रिजन्मभिः क्षीण इत्यनुसज्यते ॥ ४५ ॥

উপায়ে সেই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইতে পারে, এই শ্লোকে সেই উপায় নিরূপণ করিতেছেন।—শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষা এবং শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই সকল যোগদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাহাহইলেই ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইয়া থাকে। (সুতরাং শমদমাদি ও শ্রবণ-মননাদি যোগসকলই বর্ত্তমান প্রতিবন্ধক বিনাশের উপায় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে অতীত ও বর্ত্তমান প্রতিবন্ধকের স্বরূপ ও সেই সকল প্রতিবন্ধকনিবারণের উপায় নির্ণয় করিয়া এইক্ষণে ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক নিরূপণ করিতেছেন।—প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগ না হইলে তাহার ক্ষয় হয় না এবং সেই সকল প্রারব্ধকর্ম্ম যে একজন্মেই ভোগ হইয়া ক্ষয় হয়, তাহাও নহে, উহা জন্মজন্মান্তরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যে প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগশেষ না হইয়া জন্মান্তরে ভোগের জন্য যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকেই ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক বলে। এই প্রতিবন্ধক কাহার বা একজন্মেই শেষ হয়, ব্যক্তিবিশেষের জন্মজন্মান্তরে ভোগ হইয়া ক্ষয় পায়। বামদেব ঋষির একজন্মেই প্রারব্ধ কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া মুক্তিলাভ হইয়াছিল এবং ঋষিপ্রবর ভরতের ক্রমশঃ তিন জন্মপর্য্যন্ত প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ হইয়া ক্ষয় পাইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

योगभ्रष्टस्य गीतायामतीते बहुजन्मनि ।
प्रतिबन्धक्षयः प्रोक्तो न विचारोऽप्यनर्थकः ॥ ४६ ॥
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानात्मतत्त्वविचारतः ।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४७ ॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

ननु एकेन त्रिजन्मभिरिति नियतकालत्वं भवतीव उच्यते इत्याशङ्क्याह योगभ्रष्टस्येति। योगभ्रष्टस्तत्त्वसाक्षात्कारपर्य्यन्तविचाररहित इत्यर्थः। नहि तत्त्वविचारी निष्फलः स्यादित्याह न विचारोऽप्यनर्थक इति। प्रतिबन्धनिवृत्त्यनन्तरमेवापरोक्षज्ञानलक्षणफलसम्भवादिति भावः ॥ ४६ ॥

गीतायां प्रतिपादितमर्थं दर्शयति प्राप्य पुण्यकृतामित्यादिना तत्रैव यानि यरां गतिमित्यन्तेन। योगभ्रष्ट आत्मतत्त्वविचारबलादेव पुण्यकृतां पुण्यकारिणां लोकान् स्वर्गविशेषान् प्राप्य तत्र बहुकालं सुखमनुभूय तद्भोगावसाने साभिलाषश्चेदस्मिन् लोके शुचीनां मातृतः पितृतश्च शुद्धानां श्रीमतां कुलेऽभिजायते ॥ ४७ ॥

पक्षान्तरमाह अथवेति। निस्पृहः स्वयमतिविरक्तश्चेत् ब्रह्मतत्त्वविचारादेव धीमतामात्मतत्त्वविचारवतां योगिनां चित्तैकाग्र्यवतां कुले भवति जायते इत्यर्थः। पूर्व्वस्मात्

যোগসাধনদ্বারা প্রতিবন্ধকনিবারিত হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। কিন্তু গীতাপ্রমাণে জানা যায় যে, যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা বহু বহুজন্মে ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের অভ্যাসদ্বারা প্রতিবন্ধকসকল ক্ষয় করিয়া থাকেন, যেহেতু ব্রহ্মবিদ্যা বিচার কখনও নিষ্ফল হয় না। ব্রহ্মবিদ্যা বিচার করিতে করিতে অল্প সময়ে হউক, কিম্বা বহুজন্মেই হউক, অবশ্যই প্রতিবন্ধক বিনাশ পায় ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের একচত্বারিংশৎ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ করিয়াছেন যে,—পুণ্যবান্ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির বলে বিশেষ বিশেষ স্বর্গলাভ করিয়া বহুকালপর্য্যন্ত নানাপ্রকার সুখভোগ করতঃ সেই সকল সুখভোগের অবসান হইলে, আত্মতত্ত্ব বিচার বশতঃ আপন অভিলাষানুসারে শ্রীসম্পন্ন (ধনবান্) সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪৭ ॥

পক্ষান্তরে বলিতেছেন যে, সেই যোগভ্রষ্ট পুণ্যবান্ ব্যক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব-

निष्पृहो ब्रह्मतत्त्वस्य विचारात् तद्धि दुर्लभम् ॥ ४८ ॥
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्व्वदेहिकम् ।
यतते च ततो भूयस्तस्मादेतद्धि दुर्लभम् ॥ ४৯ ॥
पूर्व्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः ।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ৫০ ॥

यद्वात् कोऽतिशय इत्यत आह तद्धि दुर्लभमिति। हि यस्मात् कारणात् तद्योगिकुले जन्म दुर्लभम् अल्पपुण्येनालभ्यमित्यर्थः ॥ ४८ ॥

तस्य दुर्लभत्वमुपपादयति तत्र तमिति। हि यस्मात् कारणात् तत्र तस्मिन् जन्मनि पौर्व्वदेहिकं तं बुद्धिसंयोगं तत्त्वविचारगोचरं बुद्धिसम्बन्धं शीघ्रं लभते प्राप्नोति न केवलं बुद्धिसम्बन्धमात्रलाभः किन्तु ततः पूर्व्वस्मात् प्रयत्नात् भूयो यतते चाधिकप्रयत्नं करोति तस्मादेतज्जन्म दुर्लभमित्यर्थः ॥ ४৯ ॥

भूयोऽभ्यासे कारणमाह पूर्व्वाभ्यासेनेति। स योगभ्रष्टस्तेन पूर्व्वाभ्यासेनैवावशोऽपि अस्वाधीनोऽपि ह्रियते आकृष्यते एवमनेकेषु जन्मसु कृतेन प्रयत्नेन संसिद्धस्तत्त्वज्ञानसम्पन्नस्ततस्तस्मात् तत्त्वज्ञानात् परां शान्तिं मुक्तिं याति प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ৫০ ॥

জন্মকৃত পুণ্যবলে ব্রহ্মবিদ্যাবিচার বশতঃ নিরভিলাষী হইয়া ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু এই ব্রহ্মপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করাও অতিদুর্ল্লভ, তাহা সাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। কদাচিৎ পুণ্যবাহুল্য থাকিলেই উক্তরূপ জন্মলাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ যোগিদিগের বংশে জন্মপরিগ্রহ অতিদুর্ল্লভ, এক্ষণে সেই জন্মদুর্ল্লভের কারণ দেখাইতেছেন।—যেহেতু ভাগ্যক্রমে তত্ত্বজ্ঞানী যোগিদিগের বংশে জন্মগ্রহণ করিলে পূর্ব্বজন্মে যেরূপ বুদ্ধি ছিল, ইহজন্মেও সেইরূপ বুদ্ধি লাভ হয় এবং তদ্দ্বারা পুনর্ব্বার ব্রহ্মবিচারে যত্ন হইয়া থাকে। তাহাতে পূর্ব্বাভ্যস্ত সংস্কারদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিচারে অনুরাগ জন্মে। এইরূপে বহু বহু জন্মলাভ করিয়া সেই সেই জন্মেই ব্রহ্মতত্ত্ববিচার অভ্যাস করিতে থাকে, তাহাতে অনেকানেক জন্ম পরে ঐরূপ ব্রহ্মতত্ত্ববিচারদ্বারা পরমাগতি, অর্থাৎ কৈবল্যপদ পাইয়া থাকে, তখন তাহার আর সংসারভোগ করিতে হয় না ॥৪৯-৫০॥

ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायां सम्यक् सत्यां निरुध्य ताम्।
विचारयेत् य आत्मानं न तु साक्षात् करोत्ययम् ॥ ५१ ॥
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था इति शास्त्रतः।
ब्रह्मलोके स कल्पान्ते ब्रह्मणा सह मुच्यते ॥ ५२ ॥
केषाञ्चित् स विचारोऽपि कर्म्मणा प्रतिबध्यते।

आगामिप्रतिबन्धान्तरं दर्शयति ब्रह्मलोकाभिवाञ्छायामिति। ब्रह्मलोकप्राप्तीच्छायां दृढायां सत्यां तां निरुध्य य आत्मानं विचारयेत् तस्य साक्षात्कारो नैव जायत इत्यर्थः ॥५१॥

ननु तर्हि तस्य कदापि मुक्तिर्न स्यात् इत्याशङ्क्याह वेदान्तविज्ञानेति। वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः सन्न्यासयोगाद् यतयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् इत्यादिशास्त्रवशाद् ब्रह्मलोकप्राप्त्यनन्तरं तत् तत्त्वं साक्षात्कृत्य ब्रह्मणा सह मुक्तो भविष्यति इत्यर्थः ॥ ५२ ॥

एवं तत्त्वविचारे क्रियमाणे प्रतिबन्धबलात् अत साक्षात्कारो न जायते इत्यभिप्राय

অন্যপ্রকার ভবিষ্যৎ প্রতিবন্ধক প্রদর্শন করিতেছেন।—মনুষ্যের পুণ্যকর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার বিচার করেন, তাঁহার পরমব্রহ্মের সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই পরমার্থতত্ত্বলাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যা বিচারদ্বারা পরমার্থ লাভ হয়, এই শ্লোকে সেই পরমার্থ লাভের প্রণালী বলিতেছেন।—বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বিচারদ্বারা নিশ্চয় পরমার্থলাভ হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন হয়, তথায় কিয়ৎকাল সুখভোগ করিয়া কল্পাবসানে সেই ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যায় ॥ ৫২ ॥

যাহাদিগের পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক আছে, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার বিচার করিলেও প্রতিবন্ধকের প্রাবল্যবশতঃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না, কিন্তু যাহারা অতিশয় পাপী, তাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যার বিচারও দুর্ল্লভ। কারণ কাহারও বা পূর্ব্বোক্ত বেদান্তশাস্ত্রবিহিত ব্রহ্মবিদ্যা বিচার

श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य इति श्रुतिः ॥ ५३ ॥
अत्यन्तबुद्धिमान्द्यात् वा सामग्र्या वाप्यसम्भवात् ।
यो विचारं न लभते ब्रह्मोपासीत सोऽनिशम् ॥ ५४ ॥
निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य न ह्युपास्तेरसम्भवः ।

तीव्रपापिनान्तु योऽपि विचारी दुर्लभ इत्याह केषाञ्चिदिति । तत्र प्रमाणमाह श्रवणायापीति । यः परमात्मा बहुभिः पुरुषैः श्रवणाय अपि श्रोतुमपि न लभ्यः दुर्लभ इत्यर्थः ॥५३॥

एतावता सति प्रतिबन्धे तत्त्वसाक्षात्कारजनसाधनभूतो विचारस्य न सम्भवतीत्यभिधाय इदानीं विचारासमर्थेन पुरुषार्थार्थिना किं कर्त्तव्यमित्यपेक्षायां विचाराक्षमस्यापि तच्छ्रुतोपासने गुरोरिति यत् भाक् प्रतिज्ञातं तदुपपादयति अत्यन्तेति । सामग्र्यसम्भवो नाम तत्त्वोपदेष्टुर्गुरोरध्यात्मशास्त्रस्य देशकालादेर्वा असम्भवस्तस्मादित्यर्थः ॥ ५४ ॥

ननु निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य गुणरहितत्वात् तदुपासनं न घटत इत्याशङ्क्य उपासनस्य

সকল কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানদ্বারা প্রতিরুদ্ধ আছে, তাহারা সর্ব্বদাই কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকে, কখনও ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনায় অবকাশ পায় না। কারণ অনেকে কর্ম্মানুষ্ঠানে এইরূপ অনুরক্ত থাকে যে, জন্মাবচ্ছিন্নেও পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে তাহাদিগের অবকাশ হয় না, আর কোন কোন ব্যক্তি সেই পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও বোধগম্য করিতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

এইক্ষণ এই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহাদিগের উক্তরূপ প্রতিবন্ধক আছে, তাহারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের কারণীভূত ব্রহ্মবিদ্যাবিচার কিছুই করিতে পারে না। অতএব যাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বিচারে অক্ষম, তাহারা কি উপায় অবলম্বন করিবে? তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—যাহারা অতিমন্দবুদ্ধি, কোনরূপেও ব্রহ্মবিদ্যাবিচার বুঝিতে পারে না এবং যাহাদিগের ব্রহ্মবিদ্যা বিচারের উপযোগী সামগ্রী নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশক গুরু, আত্মদর্শনোপযোগী শাস্ত্র, যথোপযুক্ত স্থান, সমুচিত সময় ও চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি ব্রহ্মবিদ্যাবিচারের কারণের অভাব আছে, তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা বিচার করিতে না পারিলেও সর্ব্বদা পরোক্ষরূপে পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ৫৪ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের কোনরূপ গুণ নাই, সুতরাং নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার

সগুণব্রহ্মণীবাত্র প্রত্যয়াবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥ ৫৫ ॥
অবাঙ্মনসগম্যং তন্নোপাস্যমিতি চেৎ তদা।
অবাঙ্মনসগম্যস্য বেদনঞ্চ ন সম্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবং যদি বেত্ত্যসৌ।
বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কুতঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রত্যয়াবৃত্তিরূপত্বাৎ সগুণব্রহ্মণীব নির্গুণেঽপি তৎ সম্ভবতীত্যাহ নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বস্যেতি ॥৫৫॥

ননু নির্গুণস্য ব্রহ্মণোঽবাঙ্মনোগোচরত্বাভাবান্নোপাস্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য বেদনপক্ষেঽপ্যয়ং দোষঃ সমান ইত্যাহ অবাঙ্মনসগম্যমিতি ॥ ৫৬ ॥

ননু ব্রহ্ম অবাঙ্মনসগোচরমিত্যেবং জ্ঞাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্য এবমেব উপাসিতুমপি শক্যমিত্যাহ বাগাদ্যগোচরাকারমিত্যেবমিতি ॥ ৫৭ ॥

উপায় নাই, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—পরোক্ষরূপে নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা হইতে পারে, কারণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবে না। যেমন সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিতে করিতে অন্তঃকরণ-বৃত্তির প্রবাহ হয়, অর্থাৎ উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণের শক্তি জন্মে, সেইরূপ নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণবৃত্তির শক্তি হইতে থাকে ॥ ৫৫ ॥

যদি বল, নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর, অতএব তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনা কিপ্রকারে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন।—যদি নির্গুণ পরব্রহ্মের স্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর বিধায় তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনা হইতে পারে না, তবে সেই নির্গুণ পরব্রহ্মের যে পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিয়াছ, তাহাও সম্ভবিতে পারে না। (নির্গুণ ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান স্বীকার করিলে তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনাও স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৫৬ ॥

যদি বাক্য ও মনের অগোচর নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পার, তবে সেইরূপে নির্গুণ ব্রহ্মের পরোক্ষ উপাসনা কেননা স্বীকার করিবে? (যাঁহাকে পরোক্ষরূপে জানা যাইতে পারে, তাঁহার পরোক্ষরূপে উপাসনাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়) ॥ ৫৭ ॥

सगुणत्वमुपास्यत्वाद् यदि वेद्यत्वतोऽपि तत्।
वेद्यश्चेत् लक्षणावृत्त्या लक्षितं समुपास्यताम् ॥ ५৮ ॥
ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं नत्विदं यदुपासते।
इति श्रुतेरुपास्यत्वं निषिद्धं ब्रह्मणो यदि ॥ ५৯ ॥
विदितादन्यदेवेति श्रुतेर्वेद्यत्वमस्य न।

ब्रह्मण उपास्यत्वे सगुणत्वं प्रसज्येतेत्याशङ्क्य वेद्यत्वेऽपि तत् सगुणत्वं स्यादित्याह सगुणत्व-मिति। तत् सगुणत्वमित्यर्थः। ननु लक्षणावृत्त्याश्रयणान्न वेद्यत्वे सगुणत्वप्रसङ्ग इत्याशङ्क्य उपासनमपि तथैव क्रियतामित्याह वेद्यश्चेदिति ॥ ५৮ ॥

ननु ब्रह्मण उपास्यत्वं श्रुत्या निषिध्यत इति शङ्कते ब्रह्मविद्धीति। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासत इति श्रुतिरुपास्यस्य ब्रह्मत्वं निषेध-तीत्यर्थः। त्वं यद्वाङ्मनसगम्यं तदेव ब्रह्म विद्धि नेदमिति यत् त्वुपासते पुरुषास्तन्न विद्धीति योजना ॥ ५৯ ॥

उपास्यत्ववत् वेद्यत्वस्यापि निषेधः समान इत्याह विदितादन्यदेवेति। अन्यदेव

যদি বল, অবাঙ্‌মনসগোচর নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব স্বীকার করিলে, তাঁহার সগুণত্ব স্বীকার করিতে হয়, এই আশঙ্কায় সিদ্ধান্ত করিতেছেন— নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব স্বীকার করিলেই যদি তাঁহার সগুণত্ব স্বীকার করিতে হয়, তাহাহইলে নিগুর্ণ ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানেও তাঁহার সগুণত্ব অস্বীকার করিতে পার না। অতএব লক্ষণদ্বারা লক্ষিত করিয়া নিগুণ ব্রহ্মের পরোক্ষ উপাসনা করা যায় ॥ ৫৮ ॥

শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকেই তুমি নিগুর্ণ ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান কর। লোকে যাঁহাকে উপাসনা করে, তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে জ্ঞান করিও না, তিনি ব্রহ্ম নহেন। অতএব শ্রুতিতে সেই নিগুর্ণ পরব্রহ্মের পরোক্ষরূপে উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা যদি স্বীকার কর, তাহাহইলে সেই নিগুর্ণ পরব্রহ্মকে বিদিত বা অবিদিত কিছুই বলিতে পার না, বাস্তবিক তিনি বিদিত ও অবিদিত হইতে বিভিন্ন। এই সকল শ্রুতি দেখিয়া সেই নিগুর্ণ পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানেও অস্বীকার

यथा श्रुत्यैव वेद्यं तत् तथा श्रुत्याप्युपास्यताम् ॥ ६० ॥
अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वं तथा न किम् ।
वृत्तिव्याप्तिर्वेद्यता चेदुपास्यत्वेऽपि तत् समम् ॥ ६१ ॥
का ते भक्तिरुपास्तौ चेत् कस्ते द्वेषस्तदीरय ।
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहुश्रुतिषु दर्शनात् ॥ ६२ ॥

तद्विदितादथो अविदितादधीति ब्रह्मणो वेद्यत्वमपि निवारयतीत्यर्थः। विदिताविदिताभ्यामन्यत् ब्रह्मेति श्रुतिः प्रतिपादयति इति चेत् तर्हि तथैव तज्जानीयादित्याशङ्क्य उपासनेऽप्येवं समानमित्याह यथा श्रुत्यैव वेद्यं तदिति ॥ ६० ॥

ननु वेद्यत्वं ब्रह्मणो वास्तवं न भवतीत्याशङ्क्य उपास्यत्वमपि तथेत्याह अवास्तवी वेद्यता चेदिति। ननु वेदनवृत्तेर्ब्रह्माकारत्वम् अस्ति नोपासने इत्याशङ्क्य शब्दबलात् तदाकारत्वमुभयत्र समानं इत्याह वृत्तिव्याप्तिरिति ॥ ६१ ॥

युक्तिशून्य उपास्यत्वपक्षेऽपि समान इत्याह का ते भक्तिरिति। ननु निर्गुणोपासने प्रमाणं नास्ति इत्याशङ्क्यानेकासु श्रुतिषूपलभ्यमानत्वात् नैवमित्याह मानाभाव इति ॥ ६२ ॥

করিতে হয়। কারণ, যেমন সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাস্যত্ব নিষিদ্ধ প্রতিপন্ন হইল, সেইরূপ তাঁহার পরিজ্ঞানও নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হয়। (তবে যদি সেই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞেয়ত্ব স্বীকার কর, তাহা হইলে তাঁহার উপাস্যত্ব অবশ্যই স্বীকার করিবে) ॥ ৫৯-৬০ ॥

যদি ইহাই স্বীকার কর যে, বাস্তবিক নির্গুণ ব্রহ্মের বেদ্যত্ব নাই, অর্থাৎ তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না। তাহা হইলে সেই নির্গুণ ব্রহ্মের অনুপাস্যত্ব কেননা স্বীকার করিবে? যেহেতু বেদ্যত্ব ও উপাস্যত্ব উভয় অন্তঃকরণের ব্যাপ্য, সুতরাং উভয়ই সমানরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। (যাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তাহাকে কেহ উপাসনাও করিতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে) ॥ ৬১ ॥

যদি বল, নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাতে তোমার এত অনুরাগ কেন? সর্ব্বদাই যে, সেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা প্রতিপাদনের নিমিত্ত ব্যস্ত হইয়াছ? ইহার উত্তর এই যে,—তোমারই বা তাহাতে এত দ্বেষ কেন? (বরং

উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রশ্নেঽথ কাঠকে।
মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্ব্বত্র নির্গুণোপাস্তিরীরিতা ॥ ৬২ ॥
অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যাঃ পঞ্চীকরণ ঈরিতঃ।

বহুশ্রুতিষু দর্শনাদিত্যুক্তমর্থং বিবৃণোতি উত্তরস্মিন্নিতি। উত্তরস্মিন্ তাপনীয়োপনিষদি তাবদ্দেবাহ বৈ প্রজাপতিমব্রুবন্নণোরণীয়াংসমিমমাত্মানমোঙ্কারং নো ব্যাচক্ষ্ব ইত্যাদিনা বহুধা নির্গুণোপাসনমভিধীয়তে শৈব্যপ্রশ্নে প্রশ্নোপনিষদি পঞ্চমপ্রশ্নে যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণোমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীতেতি কাঠকে কঠবল্ল্যাং সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যুপক্রম্য এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমিত্যাদিনা প্রণবোপাসনমিত্যুচ্যতে মাণ্ডুক্যোপনিষদি ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বমিত্যাদিনা অবস্থাত্রয়াতীততুরীয়োপাসনমেব বিধীয়ত ইত্যর্থঃ। আদিশব্দেন তৈত্তিরীয়মুণ্ডকাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ৬২ ॥

ননু নির্গুণোপাসনং কথমনুষ্ঠেয়মিত্যত আহ অনুষ্ঠানপ্রকারোঽস্যা ইতি। নন্বেতদু-

---

আমার নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনায় উপকারের সম্ভব আছে, তোমার তাহার প্রতি দ্বেষ করিয়া কি ফলসাধন হইবে এবং নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাতে প্রমাণাভাবও বলিতে পার না, যেহেতু বহু বহু শ্রুতিতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে, অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার প্রমাণাভাব যুক্তিসিদ্ধ নহে ॥ ৬২ ॥

উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে, প্রশ্নোপনিষদে, কঠোপনিষদে এবং মাণ্ডুক্যোপনিষদে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ হইতেছে। (উত্তর-তাপনীয় উপনিষদে লিখিত আছে যে, দেবগণ প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মন্! অতিসূক্ষ্মতর পরমাত্মস্বরূপ ওঙ্কার আমাদিগের নিকট বল। প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে উক্ত আছে যে, এই ত্রিমাত্রাত্মক ওঙ্কারকেই পরমপুরুষ বলা যায়। কঠোপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, দেবগণ যে ওঙ্কারকে ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনিই এই জগতের অবলম্বন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে কথিত আছে যে, "ওম্" এই অক্ষরই সর্ব্বময় ব্রহ্ম, ইত্যাদিরূপে ওঙ্কারস্বরূপ নির্গুণ পরব্রহ্মের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা প্রমাণবিরুদ্ধ বলিতে পার না) ॥ ৬৩ ॥

নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সেই

ज्ञानसाधनमेतच्चेन्नेति केनात्र वर्जितम् ॥ ६४ ॥
नानुतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्नानुतिष्ठतु ।
पुरुषस्यापराधेन किमुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ ६५ ॥
इतोऽप्यतिशयं मत्वा मन्त्रान् वश्यादिकारिणः ।

पाठ्यं ज्ञानसाधनमेव न मुक्तिसाधनमित्याशङ्क्य ब्रह्मतत्त्वोपास्त्यापि मुच्यते इति वदतामस्माकमनुकूलमित्याह ज्ञानसाधनमिति ॥ ६४ ॥

ननु सगुणोपासनमेव सर्वैरनुष्ठीयते न निर्गुणोपासनम् इत्याशङ्क्य तस्य प्रमाणसिद्धस्यापि त्यागो न युक्त इत्याह नानुतिष्ठतीति ॥ ६५ ॥

प्रमाणसिद्धस्यानुष्ठानाभावेनापरित्यज्यत्वे दृष्टान्तमाह इतोऽप्यतिशयमिति । अयमभिप्रायः यथा सगुणोपासनेभ्यः कालान्तरभाविफलेभ्यो वश्यादिकारिमन्त्रेषु ऐहिकफलप्रदातृत्वं अतिशयं बुद्ध्वा मूढानां तन्मन्त्रजपादौ प्रवृत्तावपि विवेकिभिः सगुणोपासनं न परित्यज्यते यथा यमनियमानुष्ठानापेक्षेभ्योऽपि मन्त्रेभ्यः कृष्यादावतिशयं नियमानपेक्षत्वं मत्वा मूढ-

---

উপাসনার প্রকার কি ? এবং কি নিমিত্তই সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রকারপ্রপঞ্চ গ্রন্থে (পঞ্চীকরণে) উক্ত আছে এবং জ্ঞানসাধনই উক্ত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার ফল । এইরূপ যদি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাকে জ্ঞানসাধন বলিয়া স্বীকার কর, তবে আমিও তাহাতে প্রতিবাদী নহি ॥ ৬৪ ॥

যদি বল, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা স্বীকার করিলাম, কিন্তু কেহ কখন তাঁহার উপাসনার অনুষ্ঠান করে নাই । তবে ইহার উত্তর এই যে, কেহ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার অনুষ্ঠান করে নাই বলিয়া সেই উপাসনার কোন দোষ হইতে পারে না । (অনুষ্ঠাতা পুরুষের দোষে কি কখনও উপাসনার দোষ হইতে পারে ?) ॥ ৬৫ ॥

যদি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা অতিদুষ্কর কার্য্য বলিয়া মূঢ়ব্যক্তিরা তাহা হইতে সহজ বশীকরণাদি মন্ত্র জপ করে এবং যাহারা অতিমূঢ়, তাহারা যদি বশীকরণাদি মন্ত্র জপ হইতে অতিঅনায়াসসাধ্য কৃষ্যাদিকর্ম্ম করে, তাহাতে উপাসনার কোন দোষ হইতে পারে না । (অজ্ঞানীরা যাহা সহজ বোধ

मूढा जपन्तु तीर्थेऽस्मिन्मूढाः कामिमुपास्यताम् ॥ ६६ ॥
तिष्ठन्तु मूढाः प्रकृता निर्गुणोपास्तिरीर्य्यते ।
विद्यैक्यात् सर्व्वशाखास्थान् गुणानत्रोपसंहरेत् ॥ ६७ ॥
आनन्दादेर्व्विधेयस्य गुणसंघस्य संहृतिः ।
आनन्दादय इत्यस्मिन् सूत्रे व्यासेन वर्णिता ॥ ६८ ॥

तराणां तत्र सत्त्वावपि च तन्मन्त्रानुष्ठानं त्यज्यते तथा सांसारिकफलप्रसूना निर्गुणोपासनानुष्ठानाभावेऽपि मुमुक्षुभिर्न्निर्गुणोपासनं त्यज्यत इति ॥ ६६ ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरति तिष्ठन्तु मूढा इति । सर्व्ववेदान्तप्रत्ययचोदनाद्यविशेषादित्युक्तन्यायेन निर्गुणोपासनस्यैकत्वात् तासु शाखासु श्रुतानुपास्यगुणानेकत्रोपसंहृत्य उपासनं कर्त्तव्यमित्याह विद्यैक्यादिति ॥ ६७ ॥

ते च गुणाः द्विप्रकाराः विधेया निषिद्धाश्चेति तत्र आनन्दो ब्रह्म विज्ञानमानन्दं ब्रह्म नित्यः शुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्जनो विभुरद्वय आनन्दः परः प्रत्यगेकरस इत्यादयो ये विधेयगुणाः तेषामुपसंहारः आनन्दादयः प्रधानस्येत्यस्मिन्नधिकरणेऽभिहित इत्याह आनन्दादेरिति ॥ ६८ ॥

করে, তাহাই তাহারা করিয়া থাকে, সেইজন্য দুষ্কর কার্য্য কোনরূপেই দূষিত হয় না) ॥ ৬৬ ॥

মূঢ়ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি যেরূপ হউক্ না কেন এবং তাহারা যাঁহার উপাসনাই করুক্ না কেন, সেই সকল বিচার এইক্ষণ থাকুক্। এক্ষণে প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা বিচার কর্ত্তব্য এই বিবেচনায়, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—সর্ব্বপ্রকার বেদান্তশাস্ত্রেই বিদ্যার ঐক্য আছে, এইনিমিত্ত সমস্ত বেদশাখাতে যে সকল গুণপ্রসিদ্ধ আছে, সেই সকল গুণ পরোক্ষরূপে উপাস্য পরব্রহ্মেতে উপসংহার করিয়া সেই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে ॥ ৬৭ ॥

শারীরসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের একাদশ সূত্রে ব্যাসদেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, বিধেয় ও নিষিদ্ধ এই দ্বিবিধ গুণ পরব্রহ্মেতে উপসংহৃত আছে। (ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিরূপ আনন্দ-বিধেয় গুণ এই সকল গুণই শারীরসূত্রে বিবৃত হইয়াছে) ॥ ৬৮ ॥

अस्थूलादेर्निषेध्यस्य गुणसंघस्य संहृतिः ।
तथा व्यासेन सूत्रेऽस्मिन्नुक्ताक्षरधियाञ्चिति ॥ ६९ ॥
निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्य विद्यायां गुणसंहृतिः ।
न युज्यतेत्युपालम्भो व्यासं प्रत्येव मां तु न ॥ ७० ॥
हिरण्यश्मश्रुसूर्य्यादिमूर्त्तीनामनुदाहृतेः ।

ये च अस्थूलमनण्वह्रस्वं यत् तदद्रेश्यमग्राह्यं अशब्दस्पर्शमरूपमव्ययमित्यादयो निषेध्या गुणास्तेषामुपसंहारः. अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्यामौपनिषदवत् तदुक्तमित्यस्मिन्नधिकरणेऽभिहित इत्याह अस्थूलादेरिति ॥ ६९ ॥

ननु निर्गुणब्रह्मविद्यायां न गुणोपसंहार एवोपयुज्यते निर्गुणविद्यात्वविरोधादित्याशङ्क्य सूत्रकारेणैवाभिहितस्य उपसंहारस्याऽस्माभिरप्यधीयमानत्वान्नास्मान् प्रतीदं चोद्यमुचितमित्याह निर्गुणब्रह्मतत्त्वस्येति ॥ ७० ॥

हिरण्यश्मश्रुत्वादिगुणविशिष्टमूर्त्तीनामनभिधानादिदं निर्गुणोपासनमेवेति चेत् तर्हि न विरोध इत्याह हिरण्यश्मश्रुसूर्य्यादिमूर्त्तीनां हिरण्मयानि श्मश्रूणि यस्यासौ हिरण्यश्मश्रु

শারীরকসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ সূত্রে অস্থূলত্ব ও অনণুত্ব প্রভৃতি নিষিদ্ধ গুণ ও উপাস্য ব্রহ্মেতে উপসংহৃত করিবে, ইহাই ব্যাসদেব নির্ণীত করিয়াছেন। অতএব পরব্রহ্মেতেই সমস্ত গুণের উপসংহার প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৬৯ ॥

শারীরকসূত্রপ্রমাণে নির্গুণ ব্রহ্মে গুণোপসংহার প্রমাণীকৃত হইয়াছে, ইহাতে যদি কেহ এইরূপ 'পূর্ব্বপক্ষ' করে যে, নির্গুণ ব্রহ্মেতে গুণোপসংহার যুক্তিসিদ্ধ নহে। যেহেতু যিনি স্বয়ং নির্গুণ তাহাতে গুণোপসংহার উচিত হয় না।" এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ আমাদিগের প্রতি সম্ভবে না, বরং সেই বেদব্যাসের প্রতিই এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পার ॥ ৭০ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ উপাসনা উক্ত হইয়াছে, তাহাতে হিরণ্ময়শ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশবিশিষ্ট সূর্য্যাদি কোন দেবতার মূর্ত্তির উল্লেখ নাই, অর্থাৎ "অমুক দেবতা এইরূপ আকারবিশিষ্ট, অতএব উপাসনাকালে তাঁহাকে উক্তরূপে ধ্যান করিয়া তাহার উপাসনা করিতে হইবে," ইত্যাদিরূপে কোন দেবতা-

अथ त्वं निर्गुणत्वमिति चेत् गुणानां त्यजा ॥ ৭১ ॥
गुणानां वाचकत्वेन न तत्त्वेऽन्तःप्रवेशनम् ।
इति चेत्तत्त्वमेवैकं ब्रह्मतत्त्वमुपास्यताम् ॥ ৭২ ॥
आनन्दादिभिरस्थूलादिभिःश्चात्मा च लक्षितः ।
अखण्डैकरसः सोऽहमस्मीत्येवमुपासते ॥ ৭৩ ॥

तथाविधः सूर्यो हिरण्मयश्मश्रुसूर्यः आदिर्येषां ते हिरण्मयश्मश्रुसूर्यादयः. तेषां मूर्त्तयो हिरण्मयश्मश्रुसूर्यादिमूर्त्तयस्तासामिति विग्रहः ॥ ৭১ ॥

नन्वानन्दादीनाम् अस्थूलादीनाञ्च गुणानामुपास्यतत्त्वे अन्तःप्रवेशाभावात् तद्गुण-विशिष्टत्वेन कथमुपास्यत्वमित्याशङ्क्य तेषां तत्त्वान्तःप्रवेशाभावेऽपि तेषां वाचकत्वसम्भवात् तैर्वाच्यं ब्रह्मोपास्यमित्याह गुणानामिति ॥ ৭২ ॥

तथोपासनप्रकारमेव दर्शयति आनन्दादिभिरिति। अस्मासु मुमुक्षुषु योऽखण्डैकरस आनन्दादिभिरस्थूलादिभिश्च गुणैर्लक्षितः सोऽहमस्मीत्येवमुपासते मुमुक्षव इति शेषः ॥৭৩॥

বিশেষের নাম উদাহৃত হয় নাই, অতএব পূর্ব্বোক্ত উপাসনাকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া স্বীকার করি। ইহার উত্তর এই যে, যদি তুমি পূর্ব্বোক্ত উপাসনাকে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া স্বীকার করিলে সন্তুষ্ট থাক, তবে তাহাই কর। ফলতঃ উপাসনাই কার্য্য এবং সেই উপাসনা করাই আমার উদ্দেশ্য, অতএব তাঁহার সগুণ বা নির্গুণ নামে ফলের কোন অপলাপ হইবে না ॥ ৭১ ॥

যদি বল, আনন্দাদি বিধেয়গুণ ও অস্থূলাদি নিষিদ্ধগুণসকল উপাসনা বিষয়ে নিষ্প্রয়োজন, অতএব গুণবিশিষ্টরূপে উপাসনার কোন বিশেষ ফল নাই। গুণসকল কেবল পরিচায়কমাত্র, তবে তুমি সেইরূপেই ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা কর। তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না ॥ ৭২ ॥

অনন্তর উপাসনাপ্রকার বলিতেছেন।—যিনি আনন্দাদিবিধেয় গুণ এবং অস্থূলাদি নিষিদ্ধ গুণদ্বারা লক্ষিত, তিনিই অখণ্ডানন্দৈকরসস্বরূপ পরমাত্মা। "আমিই সেই আত্মা" এইরূপে তাঁহার উপাসনা করিবে। (যাঁহারা মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অভেদরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেন) ॥ ৭৩ ॥

বোধোপাস্ত্যোর্বিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু।
বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্ বোধঃ কর্তৃতন্ত্রমুপাসনম্ ॥ ৭৪ ॥
বিচারাজ্জায়তে বোধোঽনিচ্ছা যং ন নিবর্তয়েৎ।
স্বোৎপত্তিমাত্রাৎ সংসারে দহত্যখিলসত্যতাম্ ॥ ৭৫ ॥
তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিত্যতৃপ্তিমুপাগতঃ।

নন্বেবং সতি বিদ্যোপাসনয়োঃ কুতো ভেদ ইত্যাশঙ্ক্য বস্তুতন্ত্রত্বকর্তৃতন্ত্রত্বাভ্যাং ভেদ ইত্যাহ বোধোপাস্ত্যোরিতি ॥ ৭৪ ॥

বৈলক্ষণ্যান্তরসিদ্ধয়ে বোধস্য ফলাদিকং দর্শয়তি বিচারাজ্জায়তে ইত্যাদিনা শ্লোকদ্বয়েন। বিচারাৎ বস্তুতত্ত্ববিচারাৎ বোধো জায়তে কিঞ্চ বিচারবশাজ্জায়মানং যং বোধমনিচ্ছা বোধো মাভূদিত্যেবংরূপা ন নিবর্তয়েৎ ন নিবারয়েৎ উৎপদ্যমানশ্চ বোধঃ স্বজন্মমাত্রাৎ সংসারেঽখিলস্য প্রপঞ্চস্য সত্যতাং দহতি নাশয়তি ॥ ৭৫ ॥

তাবতেতি তাবতা বস্তুজ্ঞানোৎপত্তিমাত্রেণ নিরতিশয়ং সুখং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, "আমিই আত্মা" এইরূপ অভেদজ্ঞান করিয়া উপাসনা করিবে, এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্নতা কি ?। যদি জ্ঞান ও উপাসনার বিভিন্নতাবিষয়ে সন্দেহ হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর। জ্ঞানেতে ও উপাসনাতে বিশেষ প্রভেদ আছে, জ্ঞান বস্তুর অধীন এবং উপাসনা পুরুষের ইচ্ছার অধীন। (অতএব জ্ঞানেতে আর উপাসনাতে যে কি প্রভেদ আছে, তাহা সহজেই জানা যাইতে পারে) ॥ ৭৪ ॥

এইক্ষণ জ্ঞান ও উপাসনার ভেদান্তর প্রতিপাদনার্থ জ্ঞানের হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন।—বস্তুর তত্ত্ববিচারদ্বারা জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া দৃঢ়তর হইলে, তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও সেই জ্ঞান আর নিবারিত হয় না। (একবার যে বস্তু জানা যায়, সেই বস্তু পুনর্ব্বার জানিতে ইচ্ছা হয় না, তথাপি যে জ্ঞান একবার জন্মিয়াছে, তাহা চিরকালই থাকে)। জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত সংসারে অনিত্যত্ব বোধহয়, তখন আর সংসারকে সত্য বলিয়া ভ্রম থাকে না, ঐ জ্ঞানই সমস্ত ভ্রম নষ্ট করে ॥ ৭৫ ॥

যখন জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া সংসারের সত্যত্ব ভ্রম নষ্ট করে, তখনই সাধক

জীবন্মুক্তিমনুপ্রাপ্য প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥ ৭৬ ॥
আপ্তোপদেশং বিশ্বস্য শ্রদ্ধালুরবিচারয়ন্ ।
চিন্তয়েৎ প্রত্যয়ৈরন্যৈরনন্তরিতবৃত্তিভিঃ ॥ ৭৭ ॥
যাবচ্চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্য জায়তে ।
তাবদ্ বিচিন্ত্য পশ্চাচ্চ তথৈবামৃতি ধারয়েৎ ॥ ৭৮ ॥
ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সংবর্গবিদ্যয়া ।

উপাসনায়াশ্চ বোধাদ্ বৈলক্ষণ্যান্তরসিদ্ধয়ে তদ্ দর্শয়তি আপ্তোপদেশমিতি । আপ্তস্য গুরোরুপদেশমুপাস্যস্বরূপপ্রতিপাদকবাক্যজাতং বিশ্বস্য বিশ্বাসং কৃত্বা অবিচারয়ন্নুপাস্যতত্ত্বং প্রত্যয়ৈরন্যৈর্ঘটাদিবিষয়ৈরনন্তরিতবৃত্তিভিশ্চিন্তয়েদিতি ॥ ৭৭ ॥

কিয়ন্তং কালং চিন্তয়েদিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবদিতি ॥ ৭৮ ॥

উপাসকস্য তদ্রূপত্বাভিমানমুদাহরণপ্রদর্শনেন স্পষ্টীকরোতি ব্রহ্মচারীতি । কশ্চিৎ

আপনাকে কৃতকৃত্য মনেকরে, তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিমাত্রে সাধক অপরিসীম পরম তৃপ্তি লাভ করে এবং জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া প্রারব্ধকর্ম্মের পরিক্ষয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে। (যাবৎ ভোগদ্বারা প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাবৎ নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয় না) ॥ ৭৬ ॥

জ্ঞান হইতে উপাসনার বৈলক্ষণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—উপাস্য বস্তু বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদশূন্য গুরু যেরূপ উপদেশ প্রদান করেন, শ্রদ্ধালুসাধক সেই গুরূপদিষ্ট বাক্যে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অনুসন্ধানাদিদ্বারা সেই গুরুবাক্যের বিচার না করিয়া একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিবে। (চিন্তাকালে চিত্তকে এইরূপ একাগ্র করিয়া রাখিবে যে, যেন অন্য জ্ঞান চিত্তবৃত্তিকে ব্যবহিত করিতে না পারে, এইরূপ চিন্তার নাম উপাসনা) ॥ ৭৭ ॥

কতকাল উক্তরূপে চিন্তা করিবে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যাবৎ আপনার চিন্তনীয় পরব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্ন জ্ঞান না হয়, তাবৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে চিন্তা করিতে হইবে। পরে যখন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আত্মব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইবে, তখন আর চিন্তার আবশ্যকতা নাই। আত্মব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান হইলে সাধক অতুল আনন্দভোগ করিতে থাকে ॥৭৮॥

উপাসক ব্যক্তিরও ব্রহ্মরূপত্বাভিমান হয়, ইহা উদাহরণ প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্ট

संवर्गरूपतां चित्ते धारयित्वा ह्यभिक्षत ॥ ७९ ॥
पुरुषस्येच्छया कर्त्तुमकर्त्तुं कर्त्तुमन्यथा ।
शक्योपास्तिरतो नित्यं कुर्य्यात् प्रत्ययसन्ततिम् ॥ ८० ॥

सम्वर्गगुणविशिष्टः प्राणोपासको ब्रह्मचारी भिक्षाकरणार्थमात्मन अभिप्रतारिनाम्नो राज्ञ पुरतो महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार भुवनस्य गोपा तं कापेय नाभिपश्यन्ति मर्त्या अभिप्रतारिन् बहुधा वसन्तमिति मन्त्रेण स्वात्मनः सवर्गस्वरूपत्वं चित्ते धृत्वं प्रकटीकृत वानिति छान्दोग्ये श्रूयत इत्यर्थः ॥ ७९ ॥

आकृति धारणे निमित्तं दर्शयन्ननिच्छा य न निवर्त्तयेदित्युक्तादुपासनाद् वैलक्षण्य-माह पुरुषस्येच्छया कर्त्तुमिति। उपास्तिः पुरुषस्योपासकस्येच्छया कर्त्तुमकर्त्तुमन्यथा वा प्रकारान्तरेण वा कर्त्तुं शक्या अत पुरुषस्येच्छाधीनत्वादुपासनं सदा कुर्य्यादित्यर्थः ॥ ८० ॥

করিতেছেন।—কোন প্রাণোপাসকব্রহ্মচারী সর্ব্বদা মনে মনে আপনাকে প্রাণবিদ্যার পারদর্শী বিবেচনা করিয়া ভিক্ষার্থ পর্য্যটন করেন এবং ইহাকেই ব্রহ্মোপাসনা বলিয়া জ্ঞান করেন। (ছান্দোগ্যেতে ইহার একটি উদাহরণ উল্লিখিত আছে, কোন ভিক্ষুক ব্রহ্মচারী প্রতারী নামক রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আপনাকে প্রাণবিদ্যার উপাসকরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন) ॥ ৭৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ উপাসনার কথা উক্ত হইয়াছে, ঐরূপ উপাসনা করা, না করা, কিম্বা উক্তরূপ উপাসনার অন্যথা করা, ইহার প্রতি পুরুষের ইচ্ছাই অসাধারণ কারণ। উপাসক ব্যক্তি যেরূপ উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন, তাহার ইচ্ছা হইলে পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উপাসনা করিতে পারেন এবং উহা পরিত্যাগও করিতে পারেন, কিম্বা ঐ উপাসনার পরিবর্ত্তন করিয়া অন্যপ্রকার উপাসনা করিতেও তাঁহার শক্তি আছে; সুতরাং পুরুষের অনিচ্ছাই উপাসনার প্রতিবন্ধক বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব সেই অনিচ্ছারূপ উপাসনার প্রতিবন্ধক নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বদা অন্তঃকরণবৃত্তিকে প্রবাহিত করিবে, অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা উপাসনার অভ্যাস রাখিবে ॥ ৮০ ॥

বেদাধ্যায়ী অপ্রমত্তোঽধীতে স্বপ্নেঽপি বাসিতঃ ।
জপিতা তু জপত্যেব তথা ধ্যাতাপি বাসয়েৎ ॥ ৮১ ॥
বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবয়ন্ ।
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২ ॥
ভুঞ্জানোঽপি নিজারব্ধমাস্থাতিশয়তোঽনিশম্ ।

এবং সতি সদা চিন্তনে কিং ভবতীত্যাহ বেদাধ্যায়ীতি । অপ্রমত্তো বেদাধ্যায়ী সদা ধ্যয়নশীলঃ জপিতা সদা জপশীলো বা বাসিতঃ দৃঢ়বাসনয়া স্বপ্নাদিষ্বপ্যধ্যয়নং জপং বা করোতি এবমুপাসকোঽপি বাসনাদার্ঢ্যাৎ স্বপ্নাদাবপি ধ্যায়তীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

স্বপ্নাদাবপি ধ্যানানুবর্ত্তনে কারণমাহ বিরোধীতি । বাসনাবেশাৎ সংস্কারোৎকটত্বাৎ ভাবনা ধ্যানম্ ॥ ৮২ ॥

ননু প্রারব্ধকর্ম্মবশাদ্ বিষয়াননুভবতঃ কথং নৈরন্তর্য্যেণ ভাবনাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য আস্থাতিশয়ে সতি বিষয়ব্যসনিবৎ ভাবনাসিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ ভুঞ্জানোঽপীতি ॥ ৮৩ ॥

যেমন বেদাধ্যায়ী ব্যক্তি নিরন্তর অভ্যাসের সংস্কারবশতঃ স্বপ্নকালেও আপন ইচ্ছানুসারে অধ্যয়ন করে এবং যে ব্যক্তির সর্ব্বদা জপের অভ্যাস আছে, সেই ব্যক্তি আপন সংস্কারবশতঃ স্বপ্নাবস্থাতেও জপ করিয়া থাকে, সেইরূপ উপাসনার অভ্যাসদ্বারা দৃঢ়সংস্কার জন্মিলে, সেই উপাসক স্বপ্ন সময়েও ধ্যান করিয়া থাকে, অতএব সর্ব্বদা উপাসনায় অভ্যাস রাখিবে ॥ ৮১ ॥

উপাসনার বিরোধী ভাবনা সকল পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই উপাস্য বস্তুর ধ্যান করিলে, সেই উপাসনাতে তাহার দৃঢ়সংস্কার জন্মে। তখন আর তাহার ধ্যানে বিরত হইতে ইচ্ছা হয় না। ঐ ব্যক্তি স্বপ্নকালেও আপন ইচ্ছানুরূপ ধ্যান করিয়া থাকে। (তাহাতেই উপাসকের উপাসনার ফল লাভ হয়) ॥ ৮২ ॥

যদি ধ্যানের অভ্যাসবশতঃ চিত্তেতে ধ্যানের সংস্কার হয়, তাহাহইলে সেই ব্যক্তি যখন প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করে, তখনও সংস্কারের আতিশয্য-বশতঃ নিরন্তর ধ্যান করিতে থাকে। যেমন বিষয়াসক্ত ব্যক্তির চিত্তে সর্ব্ব-

ध्यातुं मनो न सन्देहो विषयव्यसनी यथा ॥ ८३ ॥
परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मणि ।
तदेवास्वादयत्यन्तः परसङ्गरसायनम् ॥ ८४ ॥
परसङ्गं स्वादयन्त्या अपि नो गृहकर्म तत् ।
कुण्ठी भवेदपि त्वेतदापातेनैव वर्तते ॥ ८५ ॥
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक् करोति तत् ।

दृष्टान्ते विशिनष्टि परव्यसनिनीति ॥ ८४ ॥
परसङ्गास्वादिन्या गृहकृत्यविच्छेदः स्यादित्याशङ्क्याह परसङ्गमिति ॥ ८५ ॥
आपातेनैव वर्तेत इत्युक्तमर्थं विशिनष্টি गृहकृत्यव्यसनिनीति ॥ ८६ ॥

দাই বিষয়ভাবনা থাকে, সেইরূপ যাহারা ধ্যানেতে অনুরক্ত, সেই সকল ব্যক্তির চিত্তে সর্ব্বদা ধ্যানের অনুরাগ থাকে ॥ ৮৩ ॥

যেমন পুরুষসংসর্গাভিলাষিণী নারী যখন গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে, তখনও তাহার অন্তঃকরণে সেই পুরুষসংসর্গের রসাস্বাদ জাগরূক থাকে, সেইরূপ যাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মধ্যানের সংস্কার জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তি যখন প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করে, তখনও তাহার চিত্তে ব্রহ্মধ্যান বিদ্যমান থাকে। কদাচ তাহার অন্তর হইতে ব্রহ্মধ্যান অন্তরিত হয় না ॥ ৮৪ ॥

যদি নারীর চিত্তে পরপুরুষাসঙ্গাস্বাদই নিরন্তর জাগরূক থাকিল, তবে তাহার গৃহকর্ম্ম হইতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন পর-পুরুষসঙ্গাভিলাষিণী স্ত্রী গৃহকর্ম্ম করে বটে, কিন্তু সেই গৃহকর্ম্ম সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন হয় না, অতি সামান্যরূপে সাধিত হইয়া থাকে। (সেইরূপ যাহার অন্তরে ব্রহ্মধ্যানের অনুরাগ থাকে, সেই ব্যক্তির বিষয়ভোগ সামান্যরূপে নির্ব্বাহিত হয়, ব্রহ্মধ্যানই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে) ॥ ৮৫ ॥

যে সকল নারীর অন্তরে পরপুরুষের আসঙ্গ নাই, সর্ব্বদা গৃহকার্য্য করাই যাহাদিগের উদ্দেশ্য, তাহারা যেমন গৃহকর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারে। কিন্তু যাহাদিগের অন্তঃকরণে পরপুরুষের আসঙ্গ আছে,

परव्यसनिनी तद्वत् न करोत्येव सर्वथा ॥ ८६ ॥
एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपि लेशाल्लौकिकमाचरेत् ।
तत्त्ववित् त्वविरोधित्वाल्लौकिकं सम्यगाचरेत् ॥ ८७ ॥
मायामयः प्रपञ्चोऽयमात्मा चैतन्यरूपधृक् ।
इति बोधे विरोधः को लौकिकव्यवहारिणः ॥ ८८ ॥

दार्ष्टान्तिके योजयति एवं ध्यानैकनिष्ठोऽपीति । ननु तत्त्वविदपि लौकिकव्यवहारं किं लेशेनाचरति किंवा सम्यगिति विषयव्यवहारस्य तत्त्वज्ञानाविरोधित्वात् सम्यगाचरति इत्याह तत्त्ववित् त्वविरोधित्वादिति ॥ ८७ ॥

अविरोधित्वमेव दर्शयति मायामयः प्रपञ्चोऽयमिति ॥ ८८ ॥

তাহারা সেইরূপ সুচারুরূপে গৃহকর্ম্ম সাধন করিতে পারে না, কারণ তাহাদিগের চিত্তকে পুরুষাসঙ্গই আক্রমণ করিয়া রাখিয়াছে। গৃহকার্য্যে তাহাদিগের মনের একাগ্রতা থাকে না। (যাহার যে কার্য্যে মনের একাগ্রতা নাই, সেই ব্যক্তি সেই কার্য্য উত্তমরূপে সাধন করিতে পারে না) ॥ ৮৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তি লেশমাত্র লৌকিক কার্য্যসম্পাদন করিতে পারে, তাহারা সম্যক্‌রূপে সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে পারে না, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সম্যক্‌প্রকারে সাংসারিক ব্যাপার নির্ব্বাহ করিতে পারে। (কারণ তত্ত্বজ্ঞান সাংসারিক ব্যাপারের বাধক নহে। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে সাংসারিক কার্য্যনির্ব্বাহ করে, তাহাতে তাহার তত্ত্বজ্ঞানের কোন বাধা জন্মাইতে পারে না) ॥ ৮৭ ॥

এই প্রপঞ্চ জগৎমায়ামর এবং আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, অতএব এইরূপ জ্ঞানেতে তত্ত্বজ্ঞানের সহিত সাংসারিক ব্যবহারের কোন বিরোধ নাই। (একরূপ বিষয়েতে বিরোধ সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ভিন্ন বিষয়ে বিরোধ সম্ভবে না। অতএব যাহারা সংসার ব্যবহারী তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে এবং যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহারাও সাংসারিক কার্য্য করিতে সমর্থ হয়) ॥ ৮৮ ॥

অপেক্ষতে ব্যবহৃতির্ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্।
নাপ্যাত্মজাড্যং কিন্ত্বেষা সাধনান্যেব কাঙ্ক্ষতি ॥ ৮৯ ॥
মনোবাক্কায়তদ্বাহ্যপদার্থাঃ সাধনানি তান্।
তত্ত্ববিন্নোপমৃদ্নাতি ব্যবহারোঽস্য নো কুতঃ ॥ ৯০ ॥
উপমৃদ্নাতি চিত্তং চেদ্ধ্যাতাসৌ ন তু তত্ত্ববিৎ।
ন বুদ্ধিং মর্দ্দয়ন্ দৃষ্টো ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা ॥ ৯১ ॥

বিরোধাভাবমেব প্রপঞ্চয়তি অপেক্ষতে ব্যবহৃতিরিতি ॥ ৮৯ ॥

কানি তানি ব্যবহারসাধনানি ইত্যত আহ মনোবাক্কায়েতি। তদ্বাহ্যা পদার্থা ঘটপটাদয়স্তান্ মন আদীংস্তত্ত্বজ্ঞানী ন বাধতে অতোঽস্য জ্ঞানিনো ব্যবহারঃ কুতো ন ভবতীতি ভবত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

ননু বিষয়ানুপমর্দ্দেঽপি তত্ত্ববিদা চিত্তোপমর্দ্দনং কার্য্যমিত্যাশঙ্ক্য তথাঙ্গীকারে তত্ত্ববিদেব ন স্যাদিত্যাহ উপমৃদ্নাতীতি। ননু তত্ত্ববিদা চিত্তং নোপমৃদ্যত ইত্যেতৎ ক্ব দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন বুদ্ধিমিতি। ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা জ্ঞাতা বুদ্ধিং মর্দ্দয়ন্ পীড়য়ন্ ঐকাগ্র্যং কুর্ব্বন্ পুরুষো ন দৃষ্টো নোপলভ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা সাংসারিক বস্তু সকলকে অসত্যরূপে জানিয়াও সাংসারিক ব্যবহারের অপেক্ষা করেন এবং আত্মাকে অজড় চৈতন্যস্বরূপ জানিয়াও লৌকিক ব্যবহারকে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধনরূপে স্বীকার করিয়া থাকেন। (যখন সাংসারিক ব্যাপার আত্মতত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, তখন যে সাংসারিককার্য্য তত্ত্বজ্ঞানের বাধক হইবে; তাহা সম্ভব হইতে পারে না) ॥৮৯॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে, লৌকিক ব্যাপারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানসাধন করে এবং লৌকিককার্য্য যে তত্ত্বজ্ঞানের সাধন, তাহা দেখাইতেছেন।—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানসাধন করেন, তাঁহারা মনঃ, বাক্য, শরীর এবং অন্যান্য বাহ্যবস্তু সকলের অপলাপ করিতে পারেন না। তত্ত্বজ্ঞানসাধনকালে মনঃ, বাক্য ও শরীরের সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞানসাধন হইতে পারে না, সুতরাং লৌকিকব্যবহার জ্ঞানক পুরুষের অসম্ভব নহে ॥ ৯০ ॥

যাহারা সাধারণ চিন্তা করিয়া অন্তঃকরণকে বিলীন করেন, তাঁহারা তত্ত্ব-

যদ্বৎ সকৃৎ প্রত্যয়মাত্রেণ ঘটস্তু ভাসতে তদা।
স্বপ্রকাশোঽয়মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥ ৯২ ॥
স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তদ্বুদ্ধিস্তত্ত্ববেদনম্।

ননু ঘটস্য স্থূলত্বেন স্পষ্টত্বাৎ তদ্দর্শনে চিত্তপীড়নং নাপেক্ষ্যতে ব্রহ্মণস্তথাত্বাভাবাৎ তজ্জ্ঞানে তদপেক্ষিত ইত্যাশঙ্ক্য তস্য স্বপ্রকাশত্বেন ঘটাদপি স্পষ্টত্বাৎ চিত্তরোধনং নৈবাপেক্ষ্যত ইত্যাহ যদ্বৎ সকৃৎ প্রত্যয়মাত্রেণেতি ॥ ৯২ ॥

ননু ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশত্বেঽপি তদ্গোচরায়াঃ বুদ্ধিবৃত্তেরেব তত্ত্বজ্ঞানত্বাৎ তস্যাশ্চ ক্ষণিক-

---

জ্ঞানী নহেন, বরং তাঁহাদিগকে ধ্যাতা বলা যাইতে পারে। যেহেতু ব্যবহারিক-বিষয়ে ঘটাদির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত বুদ্ধিকে পীড়ন করা উচিত নহে। (যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা লৌকিকবিষয় পরিজ্ঞানের জন্য ব্যস্ত হয়েন না। কিন্তু যাঁহারা ধ্যানশীল তাঁহারাই ঘটপটাদির ন্যায় সাংসারিক-বিষয়ের স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত অন্তঃকরণকেও পীড়িত করিয়া থাকে) ॥৯১॥

ঘটাদিপদার্থ স্থূল, দর্শনমাত্রই তাহাদিগের স্বরূপ জানা যায়, অতএব ঘটাদির স্বরূপ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত অন্তঃকরণের পীড়ন করা কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু আত্মা ঘটাদিপদার্থের ন্যায় স্থূল নহে, অতি সূক্ষ্মপদার্থ; সুতরাং আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান অন্তঃকরণের পীড়ন ব্যতিরেকে সম্ভবিতে পারে না, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি কেবল একবারমাত্র অন্তকরণ বৃত্তির আভাস হইলেই ঘটাদিবস্তুর স্বরূপপরিজ্ঞান হইতে পারে, তাহাহইলে চিত্তবৃত্তির পীড়ন ব্যতিরেকেও চিত্তে স্বপ্রকাশস্বরূপ আত্মার স্বরূপ কেনন৷ প্রকাশিত হইবে? ॥ ৯২ ॥

যদি বল, পরমব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ হইলেও তদ্বিষয়ে যে অন্তঃকরণ বৃত্তির প্রবাহ, তাহাকেই তত্ত্বজ্ঞান বলা যায়। কিন্তু সেই অন্তঃকরণবৃত্তি ক্ষণনাশ্য, অতএব ব্রহ্মেতে অন্তঃকরণবৃত্তির পুনঃ পুনঃ অবস্থান স্বীকার করিতে হয়। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই যে,—এইরূপ জ্ঞান ঘটাদিবস্তুবিজ্ঞানেতেও সমান। (যদি পরব্রহ্মতে অন্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহের পুনঃ পুনঃ অবস্থান স্বীকার কর, তাহাহইলে ঘটাদিবস্তুপরিজ্ঞানেও পুনঃ পুনঃ অন্তঃকরণের অবস্থান

बुद्धिश्च क्षणनाश्येति चोद्यं तुल्यं घटादिषु ॥ ९३ ॥
घटादौ निश्चिते बुद्धिर्नश्यत्येव यदा घटः ।
इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत् सममात्मनि ॥ ९४ ॥
निश्चित्य सकृदात्मानं यदापेक्षा तदैव तत् ।
वक्तुं मन्तुं तथा ध्यातुं शक्नोत्येव हि तत्त्ववित् ॥ ९५ ॥
उपासक इव ध्यायन् लौकिकं विस्मरेद् यदि ।

तेन ब्रह्मधीः पुनःपुनरावर्त्तनमपेक्ष्यते इत्याशङ्क्य इदं चोद्यं घटादिष्वपि समानमित्याह स्वप्रकाश्यत्वेति ॥ ९३ ॥

घटादिज्ञानस्य क्षणिकत्वेऽपि सकृन्निश्चितस्य घटस्य सर्व्वदा व्यवहर्त्तुं शक्यत्वात् तत्र चित्तस्थैर्य्यसम्पादनमप्रयोजकमित्याशङ्क्य इदमात्मन्यपि समानमित्याह घटादाविति ॥ ९४ ॥

सममात्मनीत्युक्तं विवृणोति निश्चित्येति ॥ ९५ ॥

ननु तत्त्वविदपि उपासकवदात्मानुसन्धानवशात् जगदनुसन्धानरहितो भवेत इत्याशङ्क्य सोऽनुसन्धानाभावो ध्यानप्रयुक्तो न वेदनप्रयुक्त इत्याह उपासक इवेति ॥ ९६ ॥

স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, একবারমাত্র ঘটাদির জ্ঞান হইলেই সেই জ্ঞান চিরকাল থাকে, অতএব ব্রহ্মেতে একবার অন্তঃকরণবৃত্তির প্রবাহ হইলে তত্ত্বজ্ঞান হয়) ॥ ৯৩ ॥

যদি বল, ঘটাদিবস্তুজ্ঞান ক্ষণিক হইলেও একবারমাত্র ঘটাদিবস্তুর জ্ঞান হইলেই ঘটাদিতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে সর্ব্বদা ঘট ব্যবহার হইয়া থাকে, অতএব চিত্তের স্থৈর্য্যসম্পাদন নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি ঘটাদিতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইলে সেই ঘটাদি নাশের পরেও সেই ঘটাদির জ্ঞান থাকিতে পারে, তাহাহইলে একবারমাত্র ব্রহ্মেতে অন্তঃকরণবৃত্তির প্রবাহ হইলেই সেই জ্ঞান চিরকাল থাকিবে ॥ ৯৪ ॥

একবারমাত্র আত্মাতে বুদ্ধি নিশ্চিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান হইলে সেই ব্যক্তি যখন যাহা মনন করেন, ধ্যান করেন কিম্বা যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাহা ধ্যান করিতে, বলিতে ও মননকরিতে সমর্থ হয়েন। (তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কখনও কোন বিষয়ে বিস্মৃতি হয় না) ॥ ৯৫ ॥

যেমন উপাসক ব্যক্তি ধ্যান করিতে করিতে লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত

विस्मरत्येव सा ध्यानाद् विस्मृतिर्न तु वेदनात् ॥ ९६ ॥
ध्यानं त्वैच्छिकमेतस्य वेदनान्मुक्तिसिद्धितः ।
ज्ञानादेव तु कैवल्यमिति शास्त्रेषु डिण्डिमः ॥ ९७ ॥
तत्त्वविद् यदि न ध्यायेत् प्रवर्त्तेत तदा बहिः ।
प्रवर्त्ततां सुखेनायं को बाधोऽस्य प्रवर्त्तने ॥ ९८ ॥

ननु तत्त्वविदापि मुक्तिसिद्धये ब्रह्मध्यानं कर्त्तव्यमित्याशङ्क्य ज्ञानादेव कैवल्यं प्राप्यते तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व्वपाशैरित्यादिशास्त्रसद्भावात् न मोक्षाय ध्यानं कर्त्तव्यमित्याह ध्यानं त्वैच्छिकमिति ॥ ९७ ॥

तत्त्वविदो ध्यानानभ्युपगमे तस्य सदा बहिः प्रवृत्तिः स्यादित्याशङ्क्य अबाधकत्वात् प्रवृत्तिः साऽप्युपेयत इत्याह तत्त्वविद् यदीति ॥ ९८ ॥

হয়, সেইরূপ যদি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরও লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হয়, তাহা ধ্যানের কার্য্য বলিতে হইবে। কেবল ধ্যান দ্বারাই লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা কখনও লৌকিক ব্যবহারের বিস্মরণ হইতে পারে না ॥ ৯৬ ॥

শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ধ্যান করিবার কোন প্রয়োজন নাই, তবে যে তাঁহাদিগের ধ্যান দেখা যায়, তাহা কেবল ঐচ্ছিকমাত্র, তাঁহারা আপন আপন ইচ্ছাবশতই কখন কখন ধ্যান করিয়া থাকেন, কারণ তাঁহাদিগের জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। (অতএব যাঁহাদিগের তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহারা আর কেন ধ্যান করিবেন ?) ॥ ৯৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি ধ্যান না করেন, কিম্বা বাহ্য সাংসারিক ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন, থাকুন; তাহাতে তাঁহাদিগের সাংসারিকব্যাপারে নিযুক্ত হওয়াতে কোন হানি নাই। (অতএব তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিকব্যাপারে অনায়াসে নিযুক্ত হইতে পারেন, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন হানি হইতে পারে না এবং সেই জ্ঞানদ্বারা যে কৈবল্যলাভ হইবে, তাহারও অন্যথা হইবে না) ॥ ৯৮ ॥

अतिप्रसङ्ग इति चेत् प्रसङ्गं तावदीरय ।
प्रसङ्गो विधिशास्त्रं चेत् न तत्तत्त्वविदं प्रति ॥ ९९ ॥
वर्णाश्रमवयोवस्थाभिमानो यस्य विद्यते ।
तस्यैव हि निषेधाश्च विधयः सकला अपि ॥ १०० ॥

बहिःप्रवृत्त्यभ्युपगमेऽतिप्रसङ्गः स्यादित्याशङ्क्य प्रसङ्गस्य दुर्निरूपत्वान्नैवमिति परिहरति अतिप्रसङ्ग इति चेदिति । न प्रसङ्गो दुर्निरूपः विधिशास्त्रस्य प्रसङ्गशब्देन विवक्षितत्वादिति चेन्न तस्याज्ञानिविषयत्वेन तत्त्वविद्विषयत्वाभावादित्याह प्रसङ्ग इति । विधिशास्त्रमित्युपलक्षणं निषेधशास्त्रस्यापि ॥ ९९ ॥

विधिशास्त्रस्याविद्वद्विषयत्वमेव दर्शयति वर्णाश्रमेति ॥ १०० ॥

পূর্ব্ব শ্লোকের ব্যাখ্যাদ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিক-ব্যাপারে নিযুক্ত হইলেও তাহাতে কোন দোষ হইতে পারে না। এইক্ষণ যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিকব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয়, সাংসারিকব্যাপারের নিবৃত্তিই তত্ত্বজ্ঞানের কার্য্য এবং সংসারপ্রবৃত্তি তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। তাহাহইলে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি তুমি সংসারপ্রবৃত্তিকে অতিপ্রসঙ্গ বল, তবে প্রসঙ্গ (তত্ত্বজ্ঞানের অনুকূল) কাহাকে বল? ইহাতেও যদি বল, যে বিধিনিষেধ শাস্ত্রকেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ বলি, তাহাও তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি সম্ভব হয় না। (যাহার জ্ঞান হইয়াছে, বিধিশাস্ত্রে তাহার কি করিবে?) যে ব্যক্তির বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম, জীবিতকাল ও অবস্থা ইত্যাদিতে অভিমান আছে, তাহারই বিধিনিষেধ শাস্ত্রের অধিকার। কিন্তু অভিমানশূন্য তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির বিধিনিষেধশাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। (যাঁহারা আপন বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের রক্ষা করিতে চাহেন, যাঁহারা আপন জীবনের জন্য নিয়ত ব্যস্ত এবং যাঁহারা আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে চাহেন, তাঁহারাই "কোন্ শাস্ত্রে আমার উপকার হইবে এবং কোন-রূপ নিয়মে অনিষ্ট হইবে," এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী-দিগের বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদি কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহাদিগের কোন বিধিনিষেধ শাস্ত্রের আবশ্যক নাই) ॥ ৯৯-১০০ ॥

वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः।
नात्मनो बोधरूपस्यैवं तस्य विनिश्चयः ॥ १०१ ॥
समाधिमथ कर्म्माणि मा करोतु करोतु वा।
हृदयेनास्तसर्व्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥ १०२ ॥
नैष्कर्म्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थोऽस्ति न कर्म्मभिः।

ननु तत्त्वविदोऽपि देहधारित्वेन वर्णाश्रमाद्यभिमानित्वमस्तीत्याशङ्क्याह वर्णाश्रमादय इति ॥ १०१ ॥

ननु तत्त्वविन्निश्चयस्तावत् तिष्ठतु शास्त्रं तु तस्य कर्त्तव्यं प्रतिपादयति इत्याशङ्क्य तदपि तस्याकर्त्तव्यतामेव बोधयति इत्याह समाधिमिति। हृदयेन बुद्ध्या अस्तसर्व्वास्थोऽस्ताः परित्यक्ताः सर्व्वाः अशेषाः आस्थाः आसक्तिविशेषाः यस्य स तथाविधः अत एव उत्तमाशयः उत्तमः आशयोऽभिप्रायः निर्म्मलं ज्ञानं यस्य स तथोक्तः स मुक्त एव अतः समाधिमथ कर्म्माणीत्यन्वयः ॥ १०२ ॥

विदुषां कर्त्तव्यं नास्तीत्यत्र वचनान्तरमुदाहरति। नैष्कर्म्म्येणेति। नैष्कर्म्म्यं कर्म्मराहित्यं तेन कर्म्मत्यागेनेत्यर्थः समाधानं समाधिर्जप्यं जपः ॥ १०३ ॥

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানীরাও শরীরধারী, তাহাদিগেরও বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের অভিমান আছে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—এই পঞ্চভূতারব্ধশরীরেই মায়াদ্বারা বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিকল্পিত হয়, কিন্তু নিত্যবোধস্বরূপ আত্মাতে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম সম্ভবে না; ইহাই তত্ত্বজ্ঞানিদিগের নিশ্চয় ॥ ১০১ ॥

তত্ত্বজ্ঞানিদিগের অন্তঃকরণে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মের অনাবশ্যকতা জ্ঞান আছে, অতএব তাঁহারা সমাধি অথবা কর্ম্মানুষ্ঠান করুন, আর নাই করুন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অনিত্য সাংসারিক বস্তুর প্রতি অনাস্থা হয়, কথনও তত্ত্বজ্ঞানীরা সাংসারিক বাহ্যবস্তুতে নিত্যত্বজ্ঞান কিম্বা অনুরাগ করেন না, এইনিমিত্ত তাঁহাদিগকে নির্ম্মলজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত বলা যায় ॥ ১০২ ॥

তত্ত্বজ্ঞানিদিগের মনে কোনরূপ বাসনা নাই এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ কোনরূপ বাসনার অধীন নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানিগণ কোনপ্রকার কর্ম্ম করিলেও লাভ নাই এবং কোনরূপ কর্ম্ম না করিলেও কোন ক্ষতি নাই,

न समाधानजप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥ १०३ ॥
आत्मासङ्गस्ततोऽन्यत् स्यादिन्द्रजालं हि मायिकम् ।
इत्यचञ्चलनिर्णीतौ कुतो मनसि वासना ॥ १०४ ॥
एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपि कुतोऽस्यातिप्रसञ्जनम् ।
प्रसङ्गो यस्य तस्यैव शङ्क्येतातिप्रसञ्जनम् ॥ १०५ ॥

ननु विदुषामपि वासनानिवृत्तये ध्यानं कर्त्तव्यमित्याशङ्क्य सम्यक्ज्ञानिनो वासनैव नास्तीत्याह आत्मासङ्ग इति ॥ १०४ ॥

भवत्वेवं प्रकृते किमायातम् इत्यत आह एवं नास्ति प्रसङ्गोऽपीति । कस्य तर्ह्यतिप्रसङ्ग इत्यत आह प्रसङ्गो यस्य तस्यैवेति ॥ १०५ ॥

তাঁহারা সমাধির অনুষ্ঠান করিলেও কোন লাভ হয় না এবং সমাধি না করিলেও কোন হানি নাই এবং জপাদি কার্য্যে তাহাদিগের প্রবৃত্তিতেও কোন উপকার হয় না এবং জপাদি না করিলেও কোন অনিষ্ট নাই। কার্য্যাকার্য্য সকলই বাসনার কার্য্য, বাসনাবিহীনের কার্য্যাকার্য্য কিছুই করিতে হয় না ॥ ১০৩ ॥

আত্মা অসঙ্গ, নিত্য এবং চৈতন্যস্বরূপ। তদ্ভিন্ন সমুদায় বস্তুই অনিত্য, জড় ও ঐন্দ্রজালিকপদার্থের ন্যায় মায়ার কার্য্য। যাহাদিগের মনে এইরূপ দৃঢ়তর সংস্কার জন্মিয়াছে, তাহাদিগের বাসনা সকল আর কোথায় থাকে? (কেবল আত্মাকে সত্যজ্ঞান করিয়া অন্য বস্তু সমুদায় অসারজ্ঞান করিলেই তাহার অন্তঃকরণ হইতে বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়) ॥ ১০৪ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা প্রমাণীকৃত হইল যে, জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিধিনিষেধ-শাস্ত্র কোনরূপ কার্য্যসাধক নহে। এইক্ষণ এই মীমাংসা হইতেছে যে, যদি জ্ঞানিদিগের পক্ষে বিধিনিষেধশাস্ত্র সকলও কোনপ্রকার কার্য্যসাধক না হইল, তবে সাংসারিকব্যাপার সকল তাহাদিগের পক্ষে অতিপ্রসঙ্গ হইবে কেন? (বিধিনিষেধশাস্ত্র যাহার কোন উপকার করিতে পারে না, সাংসারিক ব্যাপারও তাহাদিগের কোন অনিষ্টসাধন করিতে সক্ষম হয়

विध्यभावान्न बालस्य दृश्यतेऽतिप्रसञ्जनम्।
स्यात् कुतोऽतिप्रसङ्गोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ १०६ ॥
न किञ्चिद्वेत्ति बालश्चेत् सर्वं वेत्त्येव तत्त्ववित्।
अल्पज्ञस्यैव विधयः सर्वे स्युर्नान्ययोर्द्वयोः ॥ १०७ ॥

एवं क्व दृष्टमित्यत आह विध्यभावान्न बालस्येति। दार्ष्टान्तिके योजयति स्यादिति ॥१०६॥ बालस्य विध्यभावप्रयोजकमज्ञत्वमस्ति न विदुष इत्याशङ्क्य तस्य अज्ञत्वाभावेऽपि विध्यभावप्रयोजकं सर्वज्ञत्वमस्तीत्याह न किञ्चिदिति। तर्हि विध्यधिकारः कस्येत्याशङ्क्याह अल्पज्ञस्यैवेति ॥ १०७ ॥

না।) অতএব তত্ত্বজ্ঞানিদিগের প্রতি প্রসঙ্গ, অতিপ্রসঙ্গ কিছুই সম্ভবপর নহে। যাহাদিগের প্রতি প্রসঙ্গ সম্ভব, তাহাদিগের প্রতিই অতিপ্রসঙ্গ দোষ ঘটিতে পারে ॥ ১০৬ ॥

যেমন বালকদিগের প্রতি কোনপ্রকার বিধিনিষেধশাস্ত্র নাই বলিয়া তাহাদিগের পক্ষে প্রসঙ্গ বা অতিপ্রসঙ্গ অসম্ভব, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানিদিগেরও কোনপ্রকার বিধিনিষেধশাস্ত্র না থাকাতে অতিপ্রসঙ্গ শঙ্কা হইতে পারে না। (যাহারা বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধিকারী, তাহারাই প্রসঙ্গ ও অতিপ্রসঙ্গের ভাগী) ॥ ১০৬ ॥

যদি বল, কোন্ কার্য্য বৈধ ও কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ, বালকেরা তাহা জানে না; সুতরাং তাহাদিগের জ্ঞানাভাবপ্রযুক্তই বিধিনিষেধ শাস্ত্র সম্ভব হয় না। তাহাহইলে আমিও এই কথা বলিতে পারি যে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সকলের স্বরূপ জানেন, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষেও কোনরূপ বিধিনিষেধ শাস্ত্র নাই। যাহারা অল্পজ্ঞানী তাহাদিগের পক্ষেই বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রয়োজন বলিয়া শাস্ত্রকারেরা উক্ত করিয়াছেন, কিন্তু যাহারা অজ্ঞানী বা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদিগের পক্ষে কোনরূপ নিয়ম শাস্ত্রে উক্ত নাই। (যখন অজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞানীরা পাপপুণ্যের ভাগী হয় না, তখন আর তাহাদিগের বিধিনিষেধ শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?) ॥ ১০৭ ॥

शापानुग्रहसामर्थ्यं यस्यासौ तत्त्वविद् यदि ।
न तत् शापादिसामर्थ्यं फलं स्यात् तपसो यतः ॥ १०८ ॥
व्यासादेरपि सामर्थ्यं दृश्यते तपसो बलात् ।
शापादिकारणादन्यत् तपोज्ञानस्य कारणम् ॥ १०९ ॥
द्वयं यस्यास्ति तस्यैव सामर्थ्यज्ञानयोर्जनिः ।

ननु व्यासादिवत् शापानुग्रहसामर्थ्यं यस्य स एव तत्त्ववित् नान्य इति शङ्कते शापानुग्रहसामर्थ्यमिति । परिहरति नेति । अत्र हेतुमाह तच्छापादिसामर्थ्यमिति ॥ १०८ ॥

ननु व्यासादीनां तत्त्वविदामपि शापादिसामर्थ्यं दृश्यते इत्याशङ्क्य तेषां न तज्ज्ञानफलम् अपि तु तपसः फलमित्याह व्यासादेरिति । ननु तर्हि तपसा ब्रह्मविजिज्ञासस्व इति श्रुतेस्तपोरहितस्य तत्त्वज्ञानमपि न घटते इत्याशङ्क्य शापादिकारणादन्यस्य तपसः तत्त्वाज्ञे बनित्याह शापादीति ॥ १०९ ॥

যাঁহারা ব্যাসাদির ন্যায় অভিসম্পাত বা অনুগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহারাই কি তত্ত্বজ্ঞানী ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যাঁহারা অভিশাপদ্বারা কাহাকে বিনাশ করিতে পারেন, অথবা বরপ্রদানাদিদ্বারা বর্দ্ধিত করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কারণ অভিসম্পাত প্রদানের সামর্থ্য ও অনুগ্রহকরণের শক্তি তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, উহা তপস্যার ফল। (তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইতে পারিলেই অভিসম্পাত বা অনুগ্রহের শক্তি জন্মে, অতএব এই সামান্য কার্য্যসাধনের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন নাই) ॥ ১০৮ ॥

পরমজ্ঞানী বেদব্যাসাদিরও যে অভিসম্পাত প্রদান ও অনুগ্রহপ্রকাশের শক্তি ছিল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে। ব্যাসাদির তপস্যার ফলেই ঐরূপ সামর্থ্য হইয়াছিল। আর যে তপস্যা তত্ত্বজ্ঞানের কারণীভূত, অভিশাপ ও অনুগ্রহশক্তি, সেই তপস্যার ফল নহে। (যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের আশায় তপস্যা করেন, তাঁহারা এই অকিঞ্চিৎকর ফলের লালসায় লালায়িত হয়েন না) ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, তপস্যা তত্ত্বজ্ঞানের কারণ অভিশাপাদি

एकैकार्थं तु तपः कुर्वन्नेकैकं लभते फलम् ॥ ११० ॥
सामर्थ्यहीनो निन्द्येत यतिभिर्विधिवर्जितः ।
निन्द्यन्ते यतयोऽप्यन्यैरनिशं भोगलम्पटैः ॥ १११ ॥
भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुर्यद्येते भोगतुष्टये ।

तर्हि तेषां व्यासादीनां तत्त्वज्ञानित्वं शापादिकारित्वञ्च कथं दृश्यते इत्याशङ्क्य उभयविधतपसः सद्भावादित्याह द्वयं यस्यास्तीति ॥ ११० ॥

ननु यस्य शापादिसामर्थ्यरहितस्य विध्यभावेऽपि विहितानुष्ठातृभिर्निन्द्यत्वं स्यादित्याशङ्क्य तेषामपि विषयलम्पटैर्निन्द्यत्वं स्यादित्याह सामर्थ्यहीनो निन्द्येदिति ॥ १११ ॥

শক্তি সেই তপস্যার ফল নহে। এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে ব্যাসাদির তত্ত্বজ্ঞান ও শাপাদির সামর্থ্য উভয়ই দেখিতেছি কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যে ব্যক্তি এককালে শাপাদিশক্তি লাভের নিমিত্ত ও তত্ত্বজ্ঞানের সাধনার্থ তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনিই অভিশাপাদির সামর্থ্য ও তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় লাভ করিতে পারেন। এক একপ্রকার ফললাভের আশায় পৃথক্ পৃথক্ তপস্যা করিলে পৃথক্ পৃথক্ ফল লাভ হয়। যিনি শাপাদি প্রদানশক্তির কামনায় তপস্যা করেন, তিনি কেবল অভিসম্পাত প্রদানের সামর্থ্য লাভ করেন, আর যিনি তত্ত্বজ্ঞানসাধনের নিমিত্ত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি তত্ত্বজ্ঞানমাত্র লাভ করেন। (কিন্তু ব্যাসাদিরা এককালে উভয় কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের উভয়শক্তি লাভ হইয়াছিল) ॥ ১১০ ॥

যদি বল, যাঁহারা অভিশাপাদিদানে অসমর্থ ও কোনপ্রকার বিধির অধীন নহেন, যতিরা সেই অসমর্থ ও বিধিবর্জ্জিত লোকদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহা বলিতে পার না, যেহেতু নিন্দা উভয়ের পক্ষেই সমান। যাঁহারা নিরন্তর ভোগাভিলাষে নিরত, তাঁহারাও যতিদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন। শাপাদিশক্তিবিহীন ও বিধিবর্জ্জিত তত্ত্বজ্ঞানীরা যেমন যতিদিগের নিন্দার পাত্র, সেইরূপ যতিরাও ভোগাভিলাষী ব্যক্তিদিগের নিন্দার ভাজন ॥ ১১১ ॥

যাঁহারা ভোগাভিলাষে সর্ব্বদা নিরত আছেন, তাঁহারা যতিদিগকে এই-

अहो यतित्वमेतेषां वैराग्यभरमन्थरम् ॥ ११२ ॥
वर्णाश्रमपरान् मूर्खा निन्दन्त्वित्युच्यते यदि ।
देहात्ममतयो बुद्धं निन्दन्त्वाश्रममानिनः ॥ ११३ ॥
तदित्थं तत्त्वविज्ञाने साधनानुपमर्द्दनात् ।
ज्ञानिनाचरितुं शक्यं सम्यग्राज्यादि लौकिकम् ॥ ११४ ॥

एतेऽपि भोगतुष्ट्यर्थं विषयान् सम्पादयेयुरित्याशङ्क्य तदा तेषां यतित्वमेव क्षीयते इत्यभिप्रायेणोपहसति भिक्षावस्त्रादि रक्षेयुरिति ॥ ११२ ॥

विषयलम्पटैः पामरैः क्रियमाणया निन्दया क्रियापराणां विशिष्टानां हानिर्नास्तीत्युच्यते चेत् तर्हि देहाभिमानिभिः क्रियापरैः क्रियमाणया निन्दया तत्त्वविदोऽपि न हानिरित्याह वर्णाश्रमपरान् मूर्खा इति ॥ ११३ ॥

प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमनुसरति तदित्थमिति । तत् तस्मात् कारणात् इत्यमुक्तप्रकारेण तत्त्वज्ञाने सति साधनानुपमर्द्दनात् लौकिकव्यवहारसाधनानां मनआदीनाम् अविलापनात् लौकिकं राज्यपरिपालनादि कर्म्म ज्ञानिना सम्यगाचरितुं शक्यमित्यर्थः ॥११४॥

রূপে নিন্দা করিয়া থাকেন যে, যতিরা যে ভোগের নিমিত্ত ভিক্ষাচরণ করেন এবং আপন সন্তোষের নিমিত্ত বস্ত্রাদিদ্বারা বেশভূষা করিয়া থাকেন, ইহা কি তাহাদিগের যতিত্বের মাহাত্ম্য প্রকাশ? আহা! তাঁহাদিগের কি আশ্চর্য্য যতিত্ব, বৈরাগ্যের ভরে তাঁহাদিগের যতিত্ব মন্দীভূত হইয়াছে। তাঁহাদিগের এইরূপ গুরুতর বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে যে, যতিত্ব আর সেই বৈরাগ্যের ভার সহ্য করিতে পারে না ॥ ১১২ ॥

যদি বল, মূর্খ ব্যক্তিরাও যে বর্ণাশ্রমাচারিদিগকে এইরূপ নিন্দা করে, তাহা করুক্, তাহাতে বর্ণাশ্রমাচারিদিগের কোন হানি নাই; তবে যাহারা দেহাত্মজ্ঞানী তাহারা যে তত্ত্বজ্ঞানিদিগকে নিন্দা করে, তাহাতেই বা হানি কি?। (যে যাহাকে নিন্দা করে করুক্, তাহাতে কার্য্যের কোন হানি হইতে পারে না) ॥ ১১৩ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকের যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানীরা তত্ত্বজ্ঞানের সাধনীভূত বাহ্য ব্যাপারসকলের কোন বাধা না করিয়াও সম্যক্

मिथ्यात्वबुद्ध्या तत्रेच्छा नास्ति चेत् तर्हि मास्तु तत् ।
ध्यायन् वाथ व्यवहरन् यथारब्धं वसत्वयम् ॥ ११५ ॥
उपासकस्तु सततं ध्यायन्नेव वसेदिति ।
ध्यानेनैव कृतं तस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत् ॥ ११६ ॥
ध्यानोपादानकं यत् तद् ध्यानाभावे विलीयते ।

ननु तत्त्वविदः प्रपञ्चमिथ्यात्वज्ञानेन तत्रेच्छैव नोदीयात् इति चेत् तर्हि स्वकर्मानुसारेण वर्त्ततामित्याह मिथ्येति ॥ ११५ ॥

इदानीम् उपासकस्यातो वैषम्यं दर्शयति उपासकस्त्विति । तत्रोपपत्तिमाह यत इति । यतः कारणात् तस्य ब्रह्मत्वं ध्यानेनैव कृतं न प्रमाणेन प्रमितम् अतो ध्यायिना सदा ध्यानं कर्त्तव्यमित्यर्थः । तत्र दृष्टान्तः विष्णुतादिवदिति । यथा स्वस्मिन् ध्यानेन सम्पादितस्य विष्णुत्वादेः पारमार्थिकत्वं नास्ति तद्वदित्यर्थः ॥ ११६ ॥

ध्यानसम्पादितस्यापि तस्य पारमार्थिकत्वं किं न स्यादित्याशङ्क्य ध्यानसम्पादितस्य वाग्-

---

রূপে রাজ্যপালনাদি লৌকিক ব্যবহার আচরণ করিতে পারেন। তাহাতে জ্ঞানিদিগের তত্ত্বজ্ঞানের কোন বিঘ্ন হয় না ॥ ১১৪ ॥

যদি বল, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বাহ্য ব্যবহারিক বিষয়ে ইচ্ছা হয় না, তাঁহারা এই বাহ্য বিষয় সকলকে অনিত্য বলিয়া জানেন, সুতরাং অনিত্য বাহ্য-বিষয়ে জ্ঞানিগণের ইচ্ছা না হওয়াই সম্ভব। এই আশঙ্কার উত্তর এই যে, যদিও তত্ত্বজ্ঞানিদিগের বাহ্যবিষয় ব্যাপারে ইচ্ছা না হউক, তথাপি প্রারব্ধ-কর্ম্মের অনুরোধেই জ্ঞানিগণের ধ্যানেতে, কিম্বা বাহ্য ব্যাপারে অবশ্য ইচ্ছা হইবেই হইবে। (জ্ঞানী হইলেও কেহ প্রারব্ধকর্ম্মের অনুরোধ ত্যাগ করিতে পারেন না, সকলকেই প্রারব্ধকর্ম্মের অধীনে থাকিতে হয়) ॥ ১১৫ ॥

এইক্ষণ উপাসকদিগের বৈষম্য দর্শাইতেছেন।—যাঁহারা উপাসক, তাঁহারা অবশ্যই সর্ব্বদা ধ্যানেতে তৎপর থাকিবেন। কারণ, যেমন ধ্যানদ্বারা বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি হয়, সেইরূপ নিরন্তর ধ্যান করিলে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ লাভ হয় না। (ধ্যানদ্বারা কেবল বিষ্ণুত্ব ও ব্রহ্মত্বাদি প্রাপ্তিই হইতে পারে, কিন্তু ধ্যানদ্বারা কখনই তত্ত্বজ্ঞান হয় না) ॥ ১১৬ ॥

ধ্যান যাহার কারণ, ধ্যানাভাবে তাহার লয় হইতে পারে। বিষ্ণুত্বাদি

वास्तवी ब्रह्मता नैव ध्यानाभावे विलीयते ॥ ११७ ॥
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानं न नित्यं जनयत्यदः ।
ज्ञापकाभावमात्रेण न हि सत्यं विलीयते ॥ ११८ ॥
अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत् ।
पामराणां तिरश्चाञ्च वास्तवी ब्रह्मता न किम् ॥ ११९ ॥

विष्णुत्वादिः ध्यानापायेऽपगमदस्य नास्त्येवमित्याह ध्यानेति । ज्ञानेन प्रकाशितस्य ब्रह्मत्वस्य ततो वैलक्षण्यमाह वास्तवीति हेतुगर्भित विशेषणं यतो ब्रह्मत्व वास्तवम् अतो ज्ञापकज्ञानाभावे नापि नैव विलीयते ॥ ११७ ॥

वास्तवत्वादेव ज्ञानेन नैव जन्यते इत्याह ततोऽभिज्ञापकमिति । यतोऽदो ब्रह्मत्वं नित्यं ततो ज्ञानं तस्याभिज्ञापकम् अवबोधकमेव न जनकमित्यर्थः । तत्रोपपत्तिं व्यतिरेकमुखेनाह ज्ञापकाभावमात्रेणेति । अयमभिप्रायः ब्रह्मत्वं यदि ज्ञानजन्यं स्यात् तर्हि ज्ञाननाशे स्वयं विलीयेत न च विलीयतेऽतो न जन्यमित्यर्थः ॥ ११८ ॥

ननु ज्ञानिवदुपासकस्यापि ब्रह्मत्वं वास्तवमस्त्येवेति शङ्कते अस्त्येवोपासकस्येति । अत्यल्पमिदमुच्यते इत्यभिप्रायेणाह पामराणामिति ॥ ११९ ॥

প্রাপ্তির কারণ ধ্যান, সেই ধ্যান না করিলে বিষ্ণুত্বাদি লাভ হইলেও তাহার লয় হইয়া থাকে, অতএব উপাসক ব্যক্তির সর্ব্বদাই ধ্যান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু নিত্য সিদ্ধবস্তুস্বরূপ যে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান তাহার আলোচনার আবশ্যক নাই। একবার ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে তাহার আলোচনা না করিলেও সেই ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান বিলীন হইবার নহে। (একবার ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে তাহার আলোচনা করুক্, আর নাই করুক্, সেই জ্ঞান চিরকাল অবিকলভাবে থাকিবে) ॥ ১১৭ ॥

জ্ঞান কেবল ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তির অভিজ্ঞাপকমাত্র, কিন্তু তাহার কারণ নহে, অতএব জ্ঞানানুষ্ঠানের অভাবে ব্রহ্মবিজ্ঞানের অভাব হয় না; যেহেতু জ্ঞাপকের অসদ্ভাব হইলে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান কখনই বিলীন হইতে পারে না ॥ ১১৮ ॥

যদি বল, জ্ঞানিদিগের ন্যায় উপাসকদিগেরও ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি উপাসকেরও পরব্রহ্মত্ব স্বীকার

অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্।

উপবাসাদ্ যথা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথান্যতঃ ॥ ১২০ ॥

পামরাণাং ব্যবহৃতের্ব্বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ।

ততোঽপি সগুণোপাস্তির্নির্গুণোপাসনং ততঃ ॥ ১২১ ॥

যাবদ্ বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে।

পামরাদীনাং বিদ্যমানমপি ব্রহ্মত্বম্ অজ্ঞাতত্বাৎ ন পুরুষার্থোপযোগীত্যাশঙ্ক্য অজ্ঞানাপুরুষার্থোপযোগিত্বমুপাসকস্যাপি সমানমিত্যাহ অজ্ঞানাদপুমর্থত্বমিতি। নন্বর্হুপাসনং কিমর্থমভিধীয়তে ইত্যাশঙ্ক্য ইতরানুষ্ঠানেভ্যঃ শ্রেষ্ঠত্বাভিপ্রায়েণোক্তমিতি দৃষ্টান্তপূর্ব্বকাহ উপবাসাদিতি ॥ ১২০ ॥

ইতরানুষ্ঠানাৎ শ্রেষ্ঠত্বমেব দর্শয়তি পামরাণাং ব্যবহৃতেরিতি ॥ ১২১ ॥

উত্তরোত্তরশ্রৈষ্ঠ্যং কিংপ্রমাহ যাবদিতি। নির্গুণোপাসনস্য সর্ব্বশ্রৈষ্ঠ্যে কারণমাহ ব্রহ্মত্বালায়তে ইতি ॥ ১২২ ॥

কর, তবে যাহারা অতিমূঢ় এবং অবোধপশু, তাহাদিগেরও নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপত্ব স্বীকার কর না কেন? ॥ ১১৯ ॥

তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে উপাসক ও পামর এই উভয়েরই মুক্তিলাভ বিষয়ে সামর্থ্য সমান। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে যেমন অজ্ঞানী পামরেরা মুক্তিপদ পায় না, সেইরূপ উপাসকেরা মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যদি উপাসক ও অজ্ঞানী এই উভয়ই মুক্তিলাভে অসমর্থ হইল, তবে উপাসনার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন উপবাসী না থাকিয়া বরং ভিক্ষাচরণ করিয়া আহার নির্ব্বাহ করাই ভাল, সেইরূপ নিরালম্বভাবে না থাকিয়া বরং উপাসনা করাই শ্রেয়স্কর ॥ ১২০ ॥

পামর ব্যক্তিদিগের ন্যায় কুৎসিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠান করা উত্তম কল্প, কর্ম্মানুষ্ঠান হইতে সগুণ উপাসনা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই প্রধান। (এই নির্গুণ উপাসনাই সাধকের মুক্তিপ্রদান করে) ॥ ১২১ ॥

যাবৎ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী না হওয়া যায়, তাবৎ উপাসনার পরস্পর শ্রেষ্ঠতার বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে যখন ব্রহ্মতত্ত্ববিজ্ঞান সমীপবর্ত্তী

ब्रह्मज्ञानाय ते साध्यात् निर्गुणोपासनं शनैः ॥ १२२ ॥
यथा संवादिविभ्रान्तिः फलकाले प्रमायते ।
विद्यायते तथोपास्तिर्मुक्तिकालेऽतिपाकतः ॥ १२३ ॥
संवादिभ्रमतः पुंसः प्रवृत्तस्यान्यमानतः ।
प्रमेति चेत् तथोपास्तिर्मान्तरे कारणायताम् ॥ १२४ ॥
मूर्त्तिध्यानस्य मन्त्रादेरपि कारणता यदि ।

उक्तमर्थं दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्ब्बकं द्रढयति यथेति ॥ १२३ ॥

ननु संवादिविभ्रान्तिः स्वयमेव न प्रमा भवति, किन्तु तथा प्रवृत्तस्येन्द्रियार्थसन्निकर्षात् प्रमा जायते इति शङ्कते संवादीति। अस्तु तर्हि निर्गुणोपासनमपि निदिध्यासनरूपं सद्वाक्यजन्यापरोक्षज्ञाने कारणं भविष्यतीत्याह तथोपास्तिरिति ॥ १२४ ॥

नन्वेवं सति मूर्त्तिध्यानादेरपि चित्तैकाग्र्यसम्पादनद्वाराऽपरोक्षज्ञानसाधनत्वं स्यादिति

হইতে থাকে, তখন নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার বৃদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ সেই নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই ব্রহ্মপরিজ্ঞানরূপে পরিণত হইতে থাকে। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাই সর্ব্বপ্রকার উপাসনার শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১২২ ॥

যেমন সম্বাদি ভ্রমকেও ফলপ্রাপ্তিকালে অভ্রান্ত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, সেইরূপ মুক্তিকালে পরিপক্ব নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা তত্ত্বজ্ঞান তুল্য হয়। (মুক্তির প্রাক্‌কালে নির্গুণ উপাসনাই তত্ত্বজ্ঞানরূপে পরিণত হইয়া সাধকের মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকে) ॥ ১২৩ ॥

যদি বল, সম্বাদি ভ্রমে প্রবৃত্ত পুরুষের অন্যকোন প্রমাণদ্বারা ফলসিদ্ধি হয়। তবে যেমন সম্বাদি ভ্রম অন্যকোন প্রমাণদ্বারা ফলসিদ্ধির কারণ হইল, সেইরূপ নির্গুণ উপাসনাও অন্যকোন প্রমাণদ্বারা মুক্তিকালে তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। (নির্গুণ উপাসনাকে তত্ত্বজ্ঞানের কারণরূপে প্রতিপাদন করা আমার উদ্দেশ্য, তাহাহইলেই কার্য্যসাধন হইল) ॥ ১২৪ ॥

কোনরূপ মূর্ত্তিধ্যান ও মন্ত্রজপ ইহারাও পরম্পরারূপে অপরোক্ষ জ্ঞানের কারণ হয়। যেহেতু মূর্ত্তিধ্যান ও মন্ত্রজপাদিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্ত-

अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्तिर्व्विशिष्यते ॥ १२५ ॥
निर्गुणोपासनं पक्वं समाधिः स्यात् शनैस्ततः ।
यः समाधिर्निरोधाख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ १२६ ॥
निरोधलाभे पुंसोऽन्तरसङ्गं वस्तु शिष्यते ।
पुनः पुनर्व्वासितेऽस्मिन् वाक्यात् जायेत तत्त्वधीः ॥१२७॥

चेत् तदप्यङ्गीक्रियते इत्याह मूर्त्तीति । तर्हि निर्गुणोपासने कोऽतिशयस्तत्राह तथाप्यत्रेति । प्रत्यासत्तिः सामीप्यज्ञानं प्रतीति शेषः ॥ १२५ ॥

प्रत्यासत्तिप्रकारमेव दर्शयति निर्गुणोपासनमिति । निर्गुणोपासनं यदा पक्वं भवति तदा सविकल्पकसमाधिः स्यात् ततः सविकल्पकसमाधेर्निरोधाख्यो यस्तस्यापि निरोधे सर्व्वनिरोधान्निर्व्वीजः समाधिरिति सूत्रोक्तलक्षणो निर्व्विकल्पः समाधिः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ १२६ ॥

भवत्वेव निर्व्विकल्पकलाभस्ततः किमित्यत आह । निरोधलाभ इति । ततोऽपि किमित्यत आह पुनः पुनरिति । अस्मिन्नसङ्गे वस्तुनि पुनः पुनर्व्वासिते भाविते सति वाक्यात् तत्त्वमस्यादिवाक्यात् तत्त्वधीस्तत्त्वज्ञानम् अहं ब्रह्मास्मीत्येवमाकारं जायेतेत्यर्थः ॥ १२७ ॥

শুদ্ধি হইলেই অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। মূর্ত্তিধ্যান ও মন্ত্রজপাদিকে পরম্পরারূপে অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও নির্গুণ উপাসনাই সাক্ষাৎ কারণ। অতএব পরম্পরারূপে কারণ হইতে সাক্ষাৎ কারণের অনেক বিশেষ আছে। সুতরাং নির্গুণ উপাসনাই যে ব্রহ্মবিজ্ঞান বিষয়ে প্রধান কারণ, তাহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১২৫ ॥

নির্গুণ উপাসনাই পরিপক্ক হইয়া সমাধিরূপে পরিণত হয়, অতএব নির্গুণ উপাসনাদ্বারাই অনায়াসে নির্ব্বিকল্পক সমাধি লাভ হইতে পারে। (নির্গুণ উপাসনা করিতে করিতে সবিকল্পক সমাধি হয়, পরে ঐ সবিকল্পক সমাধির নিরোধ হইয়া নির্ব্বিকল্পক সমাধি উপস্থিত হইয়া থাকে) ॥ ১২৬ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে নির্ব্বিকল্পক সমাধি সুসিদ্ধ হইলে অন্তঃকরণে কেবল অসঙ্গচৈতন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তখন বিষয়ানুরাগ প্রভৃতি অন্তঃকরণকে অধিকার করিতে পারে না, সর্ব্বদা কেবল সেই অসঙ্গচৈতন্য প্রকাশ পাইতে

निर्व्विकारासङ्गनित्यस्वप्रकाशैकपूर्णताः ।
बुद्धौ झटिति शास्त्रोक्ता आरोहन्त्यविवादतः ॥ १२८ ॥
योगाभ्यासस्त्वे तदर्थोऽमृतबिन्द्वादिषु श्रुतः ।
एवञ्च दृष्टद्वारापि हेतुत्वादन्यतो वरम् ॥ १२९ ॥
उपेक्ष्य तत्तीर्थयात्रां जपादीनेव कुर्व्वताम् ।

तत्त्वज्ञानस्वरूपमेव विशदयति निर्व्विकारेति ॥ १२८ ॥

ननु निर्व्विकल्पसमाधिवशादपरोक्षज्ञानमुदेतीत्यत्र किं प्रमाणमित्याशङ्क्य अमृतबिन्द्वादिश्रुतयः प्रमाणमित्याह योगाभ्यास इति । फलितमाह एवञ्चेति एवञ्च सति निर्गुणोपासनस्यापरोक्षज्ञानस्यप्रत्यासत्तिसम्भवे सति दृष्टद्वारापि निर्व्विकल्पसमाधिलाभद्वारेण अपि अप्यदृष्टद्वारापि हेतुत्वात् ज्ञानसाधनत्वात् अन्यतः सगुणोपासनादिभ्यो वरं श्रेष्ठमित्यर्थः ॥ १२९ ॥

एवं निर्गुणोपासनस्यापरोक्षज्ञानसाधनत्वे सिद्धे सति तत्परित्यज्यान्यत्र प्रवृत्तानां वृथा श्रमः स्यादिति लौकिकन्यायप्रदर्शनेनाह उपेक्ष्येति ॥ १३० ॥

থাকে। পরে পুনঃ পুনঃ ভাবনা করিতে করিতে সেই সমাধি দৃঢ়ীভূত হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যপ্রতিপাদ্য তত্ত্বজ্ঞান আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১২৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞান হইলে শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিকার, অসঙ্গ, নিত্যস্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য অনায়াসে বুদ্ধিতে দৃঢ়রূপে আরূঢ় হয়। তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা আপন বুদ্ধিতে সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ॥ ১২৮ ॥

নির্ব্বিকল্পক সমাধিদ্বারা যে অপরোক্ষরূপে ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, তদ্বি-ষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্তপ্রকার নির্ব্বিকল্পক সমাধির অভ্যাসদ্বারা যে অপরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, তাহা অমৃতবিন্দু উপনিষদের শ্রুতিতে সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। অতএব প্রত্যক্ষ নির্ব্বিকল্পকসমাধি লাভদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধি হয়, এইনিমিত্ত সগুণোপাসনা হইতে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১২৯ ॥

যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের সাধনীভূত নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া

पिण्डं समुत्सृज्य करं लेढीति न्याय आपतेत् ॥ १३० ॥
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यदि ।
बाढं तस्मात् विचारस्यासम्भवे योग ईरितः ॥ १३१॥
बहुव्याकुलचित्तानां विचारात् तत्त्वधीर्नहि ।
योगो मुख्यस्ततस्तेषां धीदर्पस्तेन नश्यति ॥ १३२ ॥

नन्वात्मतत्त्वविचारं परित्यज्य निर्गुणोपासनं कुर्वतामप्ययं न्याय. समान इत्याशङ्क्याङ्गी करोतीति उपासकानामिति । तर्हि निर्गुणोपासनं कुतः प्रतिपाद्यत इत्यत आह तस्मा- दिति । यस्मादुक्तन्यायप्रसङ्गस्तस्माद् विचारासम्भवे योग उपासनमुक्तमित्यर्थः ॥ १३१ ॥

विचारासम्भवे कारणमाह बहुव्याकुलचित्तानामिति । यतो विचारो न सम्भवति अतो योगः कर्त्तव्य इत्याह योगो मुख्य इति । मुख्यत्वे कारणमाह धीदर्प इति । तेन योगेन यतो धीदर्पो नश्यति अतो मुख्य इत्यर्थः ॥ १३२ ॥

সগুণোপাসনা, মন্ত্রজপ অথবা তীর্থযাত্রাদি উপাসনার অনুষ্ঠান করে, তাহারা করস্থিত গ্রাস ত্যাগকরিয়া হস্তলেহন করে। (যেমন হস্তস্থিত গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া হস্তলেহন করিলে ক্ষুধানিবৃত্তি হইয়া সন্তোষ লাভ হয় না, সেইরূপ নির্গুণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া সগুণোপাসনাদি করিলে, তাহার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না) ॥ ১৩০ ॥

যাহারা আত্মতত্ত্ববিচার পরিত্যাগ করিয়া কেবল নির্গুণোপাসনাতেই রত আছে, তাহারাও পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের উদাহরণস্থল বলিয়া বোধ হইতে পারে ; এইনিমিত্তই বিচারের অসম্ভবে উপাসনা বিহিত হইয়াছে। (যাহাদিগের ব্রহ্মতত্ত্ববিচারের শক্তি নাই, তাহাদিগের নিমিত্ত পূর্ব্বতন গুরুগণ উপাসনার বিধান করিয়াছেন) ॥ ১৩১ ॥

যে সকল ব্যক্তির চিত্ত সর্ব্বদা নানাপ্রকার বিষয়ে বিক্ষিপ্ত আছে, তত্ত্ববিচারদ্বারা তাহাদিগের তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভব হয় না ; সুতরাং বিচারাক্ষম ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত উপাসনাই প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। উপাসনাদ্বারাই তাহাদিগের অন্তঃকরণের দোষ সকল বিনষ্ট হইয়া যায়। (তত্ত্ববিচার অতিস্থিরচিত্তের কার্য্য, চিত্তবিক্ষেপ থাকিলে তত্ত্ববিচার সুসাধিত হইতে

अव्याकुलधियां मोहमात्रेणाच्छादितात्मनाम् ।
सांख्यनामा विचारः स्यान्मुख्यो झटिति सिद्धिदः ॥१२३॥
यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते ।
एकं सांख्यञ्च योगञ्च यः पश्यति स पश्यति ॥ १२४ ॥

एवं व्याकुलचित्तानां योगमुख्यत्वमभिधाय तद्रहितानां विचारो मुख्य इत्याह अव्याकुलधियामिति। सांख्यनामा विचारः सांख्यशब्दवाच्यतत्त्वविचारो मुख्यः। कुत इत्यत आह झटिति सिद्धिद इति ॥ १२३ ॥

योगसांख्ययोरुभयोरपि तत्त्वज्ञानद्वारा मुक्तिसाधनत्वे गीतावाक्यं प्रमाणयति यत् सांख्यैरिति। यः सांख्यं योगञ्च फलत एकं पश्यति समानार्थं सम्यक् पश्यतीत्यर्थः ॥ १२४ ॥

পারে না, উপাসনা করিতে করিতে চিত্তবিক্ষেপ নিবারিত হইলে তত্ত্ববিচারের শক্তি জন্মে) ॥ ১৩২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তিদিগের প্রতি উপাসনার প্রাধান্য নিরূপণ করিয়া এই শ্লোকে অব্যাকুলচিত্ত মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের প্রতি তত্ত্ববিচারের প্রাধান্য নির্ণয় করিতেছেন।—যাহাদিগের চিত্ত অব্যাকুল, কোনরূপ বিষয়াদি উপভোগের নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত নহে, অথচ কেবল মোহদ্বারা আচ্ছাদিত আছে, তাহাদিগের পক্ষে সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্ববিচার সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। (যাহাদিগের অন্তঃকরণ মোহরূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত আছে, তাহারা সাংখ্যোক্ত তত্ত্ববিচারদ্বারা মোহের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে।) তত্ত্ববিচার করিয়া অন্তঃকরণ হইতে মোহকে বিদূরিত করিতে পারিলে অনায়াসে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১৩৩ ॥

ভগবদ্গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে যে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচারের মুক্তিসাধনত্ব উক্ত আছে, তাহা এইস্থলে প্রদর্শন করিতেছেন।—সাংখ্যোক্ত বিচারদ্বারা যে ফল হয়, যোগসাধনদ্বারাও সেই ফল হইয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ এই উভয়কে অভিন্নরূপে জানেন, তিনিই শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম অবগত আছেন। (যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগ এই উভয়ের ঐক্য করিয়া বিচার করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মুক্ত হইতে পারেন) ॥ ১৩৪ ॥

तत् कारणं सांख्ययोगाधिगम्यमिति हि श्रुतिः।
यत्तु श्रुतेर्व्विरुद्धः स आभासः सांख्ययोगयोः॥ १२५॥
उपासनं नातिपक्कमिह यस्य भवेत् सः।
मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते॥ १२६॥
यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्।
तं तमेवैति यच्चित्तस्तेन यातीति शास्त्रतः॥ १२७॥

न केवलं गीतावाक्यं प्रमाणं किन्तु तन्मूलभूता श्रुतिरप्यस्तीत्याह ततकारणमिति। यत्तु सांख्ययोगतत्त्वज्ञानसाधनत्वेनाङ्गीकारे तच्छास्त्रप्रतिपादितानां तत्त्वानामपि स्वीकार्य्यत्वं स्यादित्याशङ्क्याह यत्त्विति। आभासो बाध्यत इत्यर्थः॥ १२५॥

ननूपासनं कुर्व्वाणस्य तत्त्वज्ञानात् पूर्व्वं प्राप्तमरणे सति मोक्षो न सिध्येदित्याशङ्क्याह उपासनमिति॥ १२६॥

मरणावसरे ज्ञानान्मुक्तिलाभे प्रमाणमाह यं यं वापीति। यच्चित्तस्तेनैव प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयतीति वाक्यान्तरेत्यर्थः॥ १२७॥

সাংখ্য ও যোগের ঐক্য বিষয়ে যে, কেবল গীতাবাক্যই প্রমাণ, এমত নহে; শ্রুতিপ্রমাণেও সাংখ্য ও যোগের ঐক্য প্রতিপাদিত আছে। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচারদ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তির কারণ। কিন্তু যে সকল যোগ ও সাংখ্যোক্ত বিচার শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা প্রমাণস্বরূপে স্বীকার করা যায় না, উহা কেবল আভাসমাত্র। অতএব শ্রুতিসিদ্ধ যে যোগ ও সাংখ্য, তাহাই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে॥১২৫॥

যে সকল ব্যক্তি ইহজন্মে নানাপ্রকার উপাসনা করিয়াছে, কিন্তু সেই সকল উপাসনা পরিপক্ক হয় নাই; সেই সকল ব্যক্তি মরণের পর লোকান্তরে গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিপদ লাভ করে॥ ১২৬॥

মরণের পরে যে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—মরণকালে যাহারা যে যে ভাব স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করে, তাহারা মরণের পর সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। যেহেতু শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ে একাগ্রচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত

अन्त्यप्रत्ययतो नूनं भाविजन्म तथा सति ।
निर्गुणप्रत्ययोऽपि स्यात् सगुणोपासने यथा ॥ १२८ ॥
नित्यं निर्गुणरूपत्वमाममात्रेण गीयताम् ।
अर्थतोमोक्ष एवैष संवादि भ्रमवन्मतः ॥ १२९ ॥

नमूदाहृताभ्यां श्रुतिस्मृतिवाक्याभ्यामन्त्यप्रत्ययतो भावि जन्माभिधीयते न ज्ञानान्मुक्ति-रित्याशङ्क्य मुखतस्तथा विधानमङ्गीकरोति अन्त्यप्रयत इति । कथं तर्हि मरणकाले ज्ञानात् मोक्षो भवतीत्यवेद वाक्यद्वय प्रमाणत्वेन उपन्यस्तमित्याशङ्क्याह तथा सतीति । तथा सत्यन्त्य प्रत्ययात् भाविजन्मनिश्चये सति सगुणोपासकस्य यथा मरणावसरे पूर्वाभ्यासवशात् सगुण-ब्रह्माकारः प्रत्ययो जायते एवं निर्गुणोपासकस्यापि निर्गुणब्रह्मगोचरः प्रत्ययो जनिष्यते इत्यर्थः ॥ १२८ ॥

ननु निर्गुण प्रत्ययाभ्यासवशात् निर्गुणब्रह्मप्राप्तिरेव न मुक्तिरित्याशङ्क्य ब्रह्मप्राप्तिमुक्त्योः शब्दमात्रेण भेदो नार्थत इत्याह नित्यमिति । तत् ब्रह्म नित्यमिति निर्गुणमिति नाम-मात्रेणोच्यतामर्थतस्तु स मोक्ष एव स्वरूपावस्थितिर्मुक्तिरित्यभिधानादिति भावः । नव दृष्टान्त-

---

হইয়া থাকে। (মরণকালে চিত্তের ভাবই পরকালের অবস্থাপ্রাপ্তির কারণ) ॥ ১৩৭ ॥

মুমূর্ষু দশাতে উত্তম, মধ্যম ও অধম জ্ঞানানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধমগতি হয়, অর্থাৎ মরণকালে যাহার অন্তঃকরণে উত্তম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার উত্তম গতি, যাহার মধ্যম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার মধ্যম গতি এবং যাহার অধম বিষয়ে জ্ঞান থাকে, তাহার অধম গতি হয়। যদি ইহাই স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে যেমন সগুণোপাসকের মরণকালে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেইরূপ নির্গুণোপাসকেরও মরণকালে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। ইহাই স্থিরীকৃত হইল ॥ ১৩৮ ॥

মুক্তি ও নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি এই উভয়ের কেবল নামমাত্র প্রভেদ; বাস্তবিক উভয়েরই এক অর্থ "মোক্ষ"। "নির্গুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি" এই কথা বলিলেও যেমন মোক্ষপ্রাপ্তি অর্থ বুঝায়, সেইরূপ "মুক্তিলাভ" এই কথা বলিলেও মোক্ষপ্রাপ্তি বোধ করে, অতএব এই উভয়ই সম্বাদী ভ্রমের ন্যায় ফলজনক হয়।

तत्सामर्थ्याज्जायते धीर्मूलाविद्यानिवर्त्तिका ।
अविमुक्तोपासनेन तारकब्रह्म बुद्धिवत् ॥ १४० ॥
सकामो निष्काम इति ह्यशरीरो निरिन्द्रियः ।

माह संवादीति । यथा संवादिभ्रमो नाममात्रेण भ्रम इत्युच्यते वस्तुतस्तु तत्त्वज्ञानमेव तद्वदित्यर्थः ॥ १३९ ॥

ननु निर्गुणोपासनस्य मानसक्रियारूपस्य मुक्तिसाधनत्वाभिधानं विरुद्धमित्याशङ्क्य तज्जन्यज्ञानस्य मोक्षसाधनत्वाभिधानान्न विरोध इत्याह तत् सामर्थ्यादिति । तत्र दृष्टान्त-माह अविमुक्तेति ॥ १४० ॥

ननु निर्गुणोपासनस्य मोक्षफलमित्यत्र किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह सकाम इति । सकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति [illegible] निरिन्द्रियोऽप्राणोऽह्यमनाः सच्चिदानन्दमात्रः स स्वराट् भवति य एवं

(যেমন মণি প্রভাতে মণিভ্রম হইলে মণি লাভ হয়, সেইরূপ মোক্ষেতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে) ॥ ১৩৯ ॥

নির্গুণ উপাসনা মানসক্রিয়া, তাহার মুক্তিসাধনত্ব বিরুদ্ধ, এই আশঙ্কায় নির্গুণোপাসনাজন্য জ্ঞানের মুক্তিসাধনতা আছে, অতএব বিরোধের সম্ভব নাই, ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও মানসক্রিয়ারূপ নির্গুণোপাসনা মুক্তির সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি নির্গুণোপাসনাদ্বারা যে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহার সেই জ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে; সুতরাং নির্গুণোপাসনার পরম্পরারূপে মুক্তির কারণতা আছে। যেমন বারাণসী ক্ষেত্রের উপাসনা করিলে অন্তকালে তারকব্রহ্ম জ্ঞান হয়, সেইরূপ নির্গুণোপাসনা করিলে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৪০ ॥

নির্গুণোপাসনাদ্বারা যে মোক্ষসাধন হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন। —তাপনীয় উপনিষদে উক্ত আছে যে, নির্গুণ উপাসনাতে সকাম, নিষ্কাম, অশরীর, অনিন্দ্রিয় ও অভয় এই সকল মুক্তির লক্ষণ হইয়া থাকে। (নির্গুণ উপাসনা করিতে করিতে সকামী ব্যক্তিও নিষ্কামী হয়, কামনার নিবৃত্তি হইলে আর শরীর পরিগ্রহ হয় না, শরীর পরিগ্রহ না হইলে আর কোনরূপ

अभयं हीति सुस्पष्टं तापनीये फलं श्रुतम् ॥ १४१ ॥
उपासनस्य सामर्थ्यात् विद्योत्पत्तिर्भवेत् ततः ।
नान्यः पन्था इति ह्येतच्छास्त्रं नैव विरुध्यते ॥ १४२ ॥
निष्कामोपासनान्मुक्तिस्तापनीये समीरिता ।
ब्रह्मलोकः सकामस्य शैव्यप्रश्ने समीरितः ॥ १४३ ॥
य उपास्ते त्रिमात्रेण ब्रह्मलोके स नीयते ।

वेद चिन्मयोऽयमोङ्कारश्चिन्मयमिदं सर्व्वं तस्मात् परमेश्वर एवैकमेव तद्भवत्येतदमृतमभय मेतद्ब्रह्माभयं हि वै ब्रह्म भवति य एवं वेदेति रहस्यमित्यादिवाक्यैस्तापनीयोपनिषदि यदि निर्गुणोपासनस्य मोक्षफलत्वेन श्रूयते इत्यर्थः ॥ १४१ ॥

ननूपासनयापि मुक्तिः स्याच्चेन्नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्रुतिविरोध इत्याशङ्क्य विद्याव्यवधानेन मोक्षप्रदत्वाभिधानान्न विरोध इत्याह उपासनस्येति ॥ १४२ ॥

मरणे ब्रह्मलोके वा तत्त्वं विज्ञाय मुच्यते इत्युक्तेऽर्थे श्रुतिद्वयं प्रमाणयति निष्कामोपासनादिति ॥ १४३ ॥

तत्र सकामनिष्काम इत्यादि तापनीयवाक्यं पूर्व्वमेवोदाहृतम् इदानीं प्रश्नोपनिषद

ইন্দ্রিয়ের অধীন হইতে হয় না, ইন্দ্রিয়বিহীন হইলে সেই ব্যক্তির সর্ব্বত্র অভয় হইয়া থাকে, তখন সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া মোক্ষলাভ হয়) ॥ ১৪১ ॥

মুক্তির কারণ জ্ঞানের উৎপাদন করাই উপাসনার শক্তি। অতএব উপাসনা করিতে করিতে সেই উপাসনার সামর্থ্যবশতঃ মুক্তির কারণ জ্ঞান-সমুৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই মুক্তিপ্রদান করে; সুতরাং জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অতএব এই শাস্ত্রোক্ত উদাহরণের সহিত উপাসনার আর কোন বিরোধ রহিল না ॥ ১৪২ ॥

মরণানন্তর কিম্বা ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পরেও জ্ঞান হইয়াই মুক্তি হয়, এই বিষয়ে বিবিধ শ্রুতির প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, "নিষ্কাম উপাসনাদ্বারাও মুক্তি হয়," প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যপ্রশ্নে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, "সকাম উপাসনা করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়" ॥ ১৪৩ ॥

स एतस्माज्जीवघनात् परं पुरुषमीक्षते ॥ १४४ ॥
अप्रतीकाधिकरणे तत्क्रतुन्याय ईरितः ।
ब्रह्मलोकफलं तस्मात् सकामस्येति वर्णितम् ॥ १४५ ॥
निर्गुणोपास्तिसामर्थ्यात् तत्र तत्त्वमवेक्षणात् ।

वाक्यमर्थतः पठति य उपास्ते इति । यः पुनरेतत्त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नो यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते इति सकामस्य ब्रह्मलोकप्राप्तिः श्रूयत इत्यर्थः । ननु प्रश्नश्रुतौ सकामस्य ब्रह्मलोकगतिरिति न मुक्तिः प्रतीयत इत्याशङ्क्य तत्र तत्त्वसाक्षात्कारः श्रूयते इत्याह स एतस्मादिति । ब्रह्मलोकं गतः स उपासकः एतस्मात् जीवघनात् जीवसमष्टिरूपात् हिरण्यगर्भात् परम् उत्कृष्टं पुरुषं पूर्णरूपमेकचैतन्यरूपं परमात्मानमीक्षते साक्षात्करोतीत्यर्थः ॥ १४४ ॥

किञ्च अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभयथा दोषात् तत्क्रतुश्चेत्यत्र कामानुसारेण फलप्राप्तिर्भवतीति प्रतिपादितं तस्मादपि सकामस्य ब्रह्मलोकगतिरित्युक्तमित्याह अप्रतीकेति ॥ १४५ ॥

तर्हि सकामस्य तत्त्वज्ञानं कुतो जायते इत्याशङ्क्याह निर्गुणेति । इम मानवमावर्त्तं

এইক্ষণে প্রশ্নোপনিষদ্বাক্যের মর্ম্মার্থ দেখাইতেছেন।—যিনি সকাম হইয়া অকার, উকার, মকার এই ত্রিমাত্রক ওঙ্কারদ্বারা উপাসনা করেন, তিনি সেই উপাসনাদ্বারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন। কিন্তু সকামী ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া কল্পাবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়েন। এই সকল প্রমাণে সকামী ব্যক্তিরও মুক্তিলাভ জানা যায় ॥১৪৪॥

সকামী ব্যক্তির ব্রহ্মলোক গমনানন্তর মুক্তিলাভ বিষয়ে প্রমাণান্তর এই যে, শারীরক সূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের পঞ্চদশ সূত্রে সকামী ব্যক্তির কামনানুসারে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিরূপ ফল নির্ণীত হইয়াছে।—সকামীরা ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্তিকামনায় প্রথমতঃ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, তৎপরে সেই যজ্ঞাদির ফলে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভদ্বারা মুক্তি পায় ॥১৪৫॥

যাহার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, সেই ব্যক্তি সেই ব্রহ্মলোকে থাকিয়া নির্গুণ উপাসনা করে, পরে সেই নির্গুণ উপাসনার বলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ

पुनरावर्त्तते नायं कल्पान्ते तु विमुच्यते ॥ १४६ ॥

प्रणवोपास्तय: प्रायो निर्गुणा एव वेदगाः ।

क्वचित् सगुणता प्रोक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥ १४७ ॥

परापरब्रह्मरूप ओङ्कार उपवर्णितः ।

पिप्पलादेन मुनिना सत्यकामाय पृच्छते ॥ १४८ ॥

एतदालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ।

इति प्रोक्तं यमेनापि पृच्छते नचिकेतसे ॥ १४९ ॥

नावर्त्तते न स पुनरावर्त्तते ब्रह्मणा सह ते सर्व्वे इत्यादिश्रुतिस्मृतिसद्भावान्न तस्य पुनः संसारप्राप्तिः किन्तु मुक्तिरेवेत्याह पुनरिति ॥ १४६ ॥

इदानीं प्रणवोपासनप्रसङ्गात् बुद्धिस्थं तद् द्वैविध्यं दर्शयति प्रणवेति ॥ १४७ ॥

द्वैविध्ये प्रमाणमाह परापरेति । एतद्वै सत्यकाम: परञ्चापरञ्च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्माद् विद्वानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेतीत्युभयरूपत्वं प्रतिपादितमित्यर्थ: ॥ १४८ ॥

काठवल्ल्यां यमेनापि एतदालम्बनं ज्ञात्वेत्यादिना द्वैविध्यमुक्तमित्याह एतदिति ॥ १४९ ॥

করিয়া কল্পাবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন, তাঁহার আর ইহলোকে পুনরাবৃত্তি হয় না। (অতএব সকামীরাও যে কল্পান্তরে মুক্তিপদ পায়, তাহা প্রমাণীকৃত হইতেছে) ॥ ১৪৬ ॥

প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্গুণরূপে প্রণবের উপাসনা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন স্থলে প্রণবের সগুণ উপাসনাও দেখা যায়। উভয়প্রকার উপাসনারই ফল পূর্ব্বোক্তরূপে নিরূপিত হইল। সগুণ উপাসনা ও নির্গুণ উপাসনা উভয়বিধ উপাসনাতেই মুক্তিলাভফল শাস্ত্রে কথিত আছে ॥ ১৪৭ ॥

সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ উপাসনাতেই যে মুক্তিফল সুসিদ্ধ হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দর্শাইতেছেন।—সত্যকামনামা কোন ঋষি পিপ্পলাদ ঋষির নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহাতে ঋষিপ্রবর পিপ্পলাদ এই উপদেশ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম এই উভয়েরই অবলম্বন ওঙ্কার। (অতএব ওঙ্কারদ্বারা সগুণ ও নির্গুণ উভয়বিধ উপাসনা সিদ্ধ হয় এবং উভয় উপাসনাতেই সাধকদিগের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে) ॥ ১৪৮ ॥

কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে উপদেশ করিয়াছেন যে, পরাপর ব্রহ্মের

इह वा मरणे वास्य ब्रह्मलोकेऽथवा भवेत् ।
ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निर्गुणम् ॥ १५० ॥
अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पष्टमुदीरितः ।
विचाराक्षम आत्मानमुपासीतेति सन्ततम् ॥ १५१ ॥
साक्षात् कर्तुमशक्तोऽपि चिन्तयेन्मामशङ्कितः ।
कालेनानुभवारूढो भवेयं फलतो ध्रुवम् ॥ १५२ ॥

उक्तमर्थमुपसंहरति इह वेति ॥ १५० ॥

विचारात् तत्त्वज्ञानसम्पादनासमर्थस्य निर्गुणब्रह्मध्यानेऽधिकार इत्ययमर्थ आत्मगीतायाम् सम्यगभिहित इत्याह अर्थोऽयमिति ॥ १५१ ॥

आत्मगीतावाक्यान्येवोदाहरति साक्षात्कर्तुमिति ॥ १५२ ॥

আলম্বনস্বরূপ ওঙ্কারকে জানিয়া তাহার উপাসনা করিবে। যাহার যেরূপ অভিরুচি, সেই ব্যক্তি সেইরূপে উপাসনা করিলেই আপন অভিলষিত ফল পায়। (সগুণ উপাসনাই করুক্, অথবা নির্গুণ উপাসনাই করুক্, তাহাতে উপাসনাভেদে ফলপ্রাপ্তি হইতে পারে) ॥ ১৪৯ ॥

যাঁহারা নির্গুণ উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের ইহকালেই হউক্, অথবা মরণের পরেই হউক্, কিম্বা ব্রহ্মলোকেই হউক্, অবশ্যই পরব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, কখনও নির্গুণ উপাসকদিগের উপাসনা বিফল হয় না। কখন না কখন অবশ্যই তাহাদিগের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫০ ॥

আত্মগীতাতে সুস্পষ্ট উক্ত আছে যে, যাহারা আত্মতত্ত্ববিচার করিতে অসমর্থ, তাহারা সর্ব্বদা আত্মার উপাসনা করিবে। তাহাদিগের সেই উপাসনাতেই তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ববিচারে অক্ষম ব্যক্তিরা উপাসনা করিবে, এইবিষয়ে আত্মগীতার বচন প্রমাণস্বরূপে উদাহরণ করিতেছেন।—বিচারদ্বারা আমাকে অপরোক্ষরূপে জানিতে যাহাদিগের শক্তি নাই, তাহারা

यथागाधनिधेर्लब्धौ नोपायः खननं विना ।
मल्लाभेऽपि तथा स्वात्मचिन्तां मुक्त्वा न चापरः ॥ १५३ ॥
देहोपलमपाकृत्य बुद्धिकुद्दालकात् पुनः ।
खात्वा मनोभुवं भूयो गृह्णीयान्मां निधिं पुमान् ॥ १५४ ॥
अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् ।

ध्यानस्य सम्यग्ज्ञानोपायत्वे दृष्टान्तमाह यथेति। दार्ष्टान्तिके योजयति मल्लाभेऽपीति ॥ १५३ ॥

व्यतिरेकेणोक्तमर्थमन्वयमुखेनाह देहोपलमिति ॥ १५४ ॥

ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र वाक्यान्तरं पठति अनुभूतेरिति। ध्यानाद्धि ब्रह्मप्राप्तौ कैमुतिकन्यायमाह अप्यसदिति। उपासकस्य पूर्व्वमविद्यमानमपि देवत्वादिकं

নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া নিরন্তর আমাকে চিন্তা করিবে। পরে ক্রমশঃ চিন্তা করিতে করিতে সেই চিন্তার দৃঢ়তা জন্মিলে, আমি সেই উপাসকের সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে অভিলষিত ফলপ্রদান করি ॥ ১৫২ ॥

যেমন অগাধ রত্নের খনি দৃষ্টিগোচর হইলে, খনন ব্যতিরেকে সেই খনিস্থিত রত্নপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব চিন্তা না করিলে আমার সাক্ষাৎকার লাভের আর উপায়ান্তর নাই। অতএব আত্মতত্ত্ব চিন্তা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ॥ ১৫৩ ॥

ইতিপূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইয়াছে যে, আত্মতত্ত্ব চিন্তা করিলে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়, এইক্ষণে আত্মচিন্তাদ্বারা যেরূপে আত্মসাক্ষাৎকার হইতে পারে, তাহার উপায় নির্দ্দেশপূর্ব্বক উপদেশ করিতেছেন।—সাধক মানসক্ষেত্র হইতে দেহরূপ উপল খণ্ড সকল অপনয়ন করিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধিস্বরূপ কুদ্দালদ্বারা মনোরূপ ভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিতে করিতে খনিস্থিত রত্নস্বরূপ "আমাকে" প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সন্দেহ নাই। (যেমন নিধিলিপ্সু ব্যক্তি ভূমি খনন করিয়া রত্নলাভ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি সাধনাদ্বারা "আমি কে?" ইহা জানিতে পারে) ॥ ১৫৪ ॥

যাহাদের তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার নাই, সেই সকল ব্যক্তিদিগের ধ্যান ও

अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः ॥१५५॥
अनात्मबुद्धिशैथिल्यं फलं ध्यानाद्दिने दिने ।
पश्यन्नपि न चेत् ध्यायेत् कोऽपरोऽस्मात् पशुर्व्वद ॥१५६॥
देहाभिमानं विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्वयम् ।
पश्यन् मर्त्यो मृतो भूत्वा ह्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १५७ ॥

ध्यानात् प्राप्यते किल स्वरूपत्वेन नित्यप्राप्तं सर्व्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते इति किमुत वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५ ॥

ब्रह्मध्यानफलस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादपि ध्यानं कर्त्तव्यमित्याह अनात्मेति ॥ १५६ ॥

इदानीमुपपादितमर्थं सङ्क्षिप्य दर्शयति देहाभिमानमिति । मरणशीलो देहोऽहम् इत्यभिमानपरित्यागात् स्वयममृतो भूत्वा अत्रास्मिन्नेव शरीरे स्वस्य निजं स्वरूपं सदानन्द-चिद्रूपं ब्रह्म प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १५७ ॥

উপাসনাই বিধেয়, এই বিষয়ে প্রমাণান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—যাহাদিগের পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের অধিকার হয় নাই, তাহারা "আমিই ব্রহ্ম" এইপ্রকার চিন্তা করিবে। যেহেতু, ধ্যানদ্বারা যখন অত্যন্ত অসদ্বস্তুও প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন যে ধ্যানদ্বারা নিত্যসিদ্ধ পরব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে, তাহা অসম্ভব নহে। (এইনিমিত্ত ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারে অনধিকারী ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা ধ্যান করাই বিধেয়) ॥ ১৫৫ ॥

এক্ষণ আত্মতত্ত্ব ধ্যানের ফল বর্ণন করিতেছেন।—আত্মাতে যাহাদিগের অনাত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যাহারা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না, তাহারা নিরন্তর ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। যাহারা এইরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ ফল দেখিয়াও ধ্যান করে না, তাহাদিগের অপেক্ষা পশু আর কে আছে। (ধ্যান পরাঙ্মুখ ব্যক্তি আকারে পশু না হইলেও কার্য্যতঃ তাহাদিগকে পশু বলা যায়) ॥ ১৫৬ ॥

যাঁহারা দেহেতে আত্মাভিমান পরিত্যাগ করিয়া ধ্যানযোগদ্বারা অদ্বয়া-নন্দস্বরূপ পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন; তাঁহারা ইহকালেই অমৃত

ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরামৃশতি যো নরঃ।
মুক্তসংশয় এবায়ং ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপো নাম নবমঃ পরিচ্ছেদঃ।

ধ্যানদীপমিতি ॥ ১৫৮ ॥

ইতি ধ্যানদীপব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

হইয়া ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। (অতএব সকলেরই আত্ম-তত্ত্ব ধ্যান করা কর্ত্তব্য) ॥ ১৫৭ ॥

এইক্ষণ এই ধ্যান দীপপ্রকরণ অধ্যয়নের ফল নিরূপণ করিতেছেন—যাঁহারা এইরূপে ধ্যানদীপপ্রকরণ অধ্যয়ন করিয়া ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন এবং এই ধ্যানদীপপ্রকরণের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারা নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করিয়া নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥১৫৮॥

ইতি ধ্যানদীপ সমাপ্ত ॥

नाटकदीपोनाम-

दशमः परिच्छेदः।

परमात्माद्वयानन्दपूर्णः पूर्वं स्वमायया।
स्वयमेव जगद् भूत्वा प्राविशत् जीवरूपतः॥ १॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वर्ण्यते॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्गलमाचरन् मन्दाधिकारिणामनायासेन निष्प्रपञ्चब्रह्मात्मतत्त्वप्रतिपत्तिसिद्धये अध्यारोपापवादाभ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते शिष्याणां बोधसिद्ध्यर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः इति न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोपं तावदाह परमात्मेति। पूर्वं सृष्टेः प्राक् अद्वयानन्दपूर्णः सदेव सोम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमिदमित्यादिश्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादिभेदशून्यः परमानन्दरूपः परिपूर्णः परात्मा स्वमायया मायान्तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनन्तु महेश्वरमिति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया मायाशक्त्या स्वयमेव जगद्भूत्वा तदात्मानं स्वयमकुरुत सच्च त्यच्चाभवदित्यादिश्रुतेः स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः प्राविशत् तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य इत्यादिश्रुतेर्जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः॥ १॥

নাটক দীপনামপ্রকরণের প্রারম্ভে মন্দাধিকারী শিষ্যবর্গের সুখবোধের নিমিত্ত অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় প্রদর্শন করিয়া আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ আত্মাতে অধ্যারোপের প্রকার নিরূপণ করিতেছেন।—এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল অদ্বিতীয় পূর্ণানন্দস্বরূপ একমাত্র পরমাত্মা বিদ্যমান ছিলেন, অন্য সৃষ্টবস্তু কিছুই ছিল না। তখন সেই অদ্বিতীয় আনন্দময় পরমাত্মা আপনার ইচ্ছায় স্বীয় মায়াদ্বারা এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টিকরিয়া সামান্যতঃ জীবরূপে সেই সকল সৃষ্ট বস্তুর প্রত্যেকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন॥ ১॥

देवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताभवत्।
मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति देवताम्॥ २॥
अनेकजन्मभजनात् स्वविचारं चिकीर्षति।
विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्॥ ३॥
अद्वयानन्दरूपस्य सद्वयत्वञ्च दुःखिता।

ननु परमात्मन एव एकस्य सर्व्वशरीरेषु प्रविष्टत्वेन पूज्यपूजकादिभावेन प्रतीयमान उत्तमाधमादिभावो विरुद्धोनेत्याशङ्क्याह देवादीति। नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः किन्तु शरीरोपाधिनिबन्धनोऽतो न विरोध इति भावः॥ २॥

इत्थमात्मन्यध्यारोपं सङ्क्षेपेण प्रदर्श्य ससाधनं तदपवादं सङ्क्षिप्य दर्शयति अनेकेति। अनेकजन्मभजनादनेकेषु जन्मसनुष्ठितानां कर्म्मणां ब्रह्मणि समर्पणरूपात् भजनात् स्वविचारं स्वस्यात्मनो ब्रह्मरूपस्य ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं चिकीर्षति कर्त्तुमिच्छति ततः स्वविचारेण विचारजनितज्ञानेन मायायां स्वस्याद्वयानन्दत्वादिरूपाच्छादिकायाम् अज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्यायां विनष्टायां निवृत्तायां सत्यां स्वयमद्वयानन्दपूर्णः परमात्मैवावशिष्यते॥३॥

ननु तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्व्वबन्धैः प्रमुच्यते इत्यादिश्रुतिभिर्ब्बन्धनिवृत्तिलक्षणस्य

যদি বল, এক পরমাত্মাই সকলের শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তবে জগতের মধ্যে কেহ উত্তম ও কেহ অধম হইবার কারণ কি? এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন।—সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা দেবতাদিগের উত্তম শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল দেহশরীরে প্রবেশপূর্ব্বক স্বয়ং দেবতা হইয়াছেন এবং মনুষ্যাদি অধম শরীর সৃষ্টি করিয়া সেই সকল দেহে প্রবেশপূর্ব্বক মোহবশতঃ দেবতাদিগের উপাসকরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (দেব মনুষ্যাদি উত্তমাধমভাব স্বাভাবিক নহে, শারীরিক উপাধিদ্বারাই তাহাদিগের উত্তমাধমভাব হইয়াছে)॥ ২॥

মানবগণ মর্ত্ত্যলোকে বহু বহু জন্মপর্য্যন্ত উপাসনা করিয়া আত্মতত্ত্ববিচারে প্রবৃত্ত হয়, পরে আত্মতত্ত্ববিচার করিতে করিতে মহামোহ বিনষ্ট হইলে দেব মনুষ্যত্বাদি উপাধি বিনাশ পায়, উপাধি বিনাশ হইলে তখন স্বয়ং নিত্য শুদ্ধরূপে অবস্থিত হয়েন॥ ৩॥

আনন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মাতে যে সদ্বিতীয়ত্ব ও দুঃখিত্বরূপ জ্ঞান

बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीर्य्यते ॥ ४ ॥
अविचारकृतो बन्धो विचारेण निवर्त्तते।
तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्व्वदैव विचारयेत् ॥ ५ ॥
अहमित्यभिमन्ता यः कर्त्तासौ तस्य साधनम्।

मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात् परमात्मावशेषस्य तत्फलत्वाभिधानमनुपपन्नमित्याशङ्क्याह अद्वयेति। अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य बन्धस्य मोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात् दुःखित्वादिभ्रम एव बन्धः स्वरूपावस्थितलक्षणः तन्निवृत्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ॥ ४ ॥

ननु कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय इति स्मृतेर्मोक्षस्य कर्म्मसाधनत्वावगमात् किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत आह अविचारेति। विचारप्रागभावोपलक्षिताज्ञानकृतस्य बन्धस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निवृत्तिरुपपद्यते उदाहृतस्मृतौ च संसिद्धिशब्देन चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते न मोक्ष इति भावः। विचारेण बन्धनिवृत्तिरुक्ता किं विषयेण विचारेणेत्यत आह तस्मादिति। तत्त्वसाक्षात्कारपर्य्यन्तं सर्व्वदा विचारं कुर्य्यादित्यर्थः ॥५॥

तत्र जीवस्य स्वरूपं तावद् दर्शयति अहमिति। यश्चिदाभासविशिष्टोऽहङ्कारी व्यवहारदशायां देहादावहमित्यभिमन्यते असौ कर्त्ता कर्त्तृत्वादिधर्म्मविशिष्टो जीव इत्यर्थः। तस्य

হয়, তাহাকে বন্ধ বলা যায়। (বাস্তবিক পরমাত্মার দ্বিতীয় কেহ নাই এবং তাঁহার কোনরূপ দুঃখই নাই, অতএব পরমাত্মার যে দুঃখকল্পনা তাহা ভ্রমমাত্র।) আত্মার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই, আত্মার দুঃখিত্বাদি ভ্রমজ্ঞানের নাম বন্ধ এবং তাঁহার যে স্বরূপাবস্থান তাহার নাম মোক্ষ ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে, পরমাত্মার বন্ধ উক্ত হইয়াছে, তাহা অবিচারজন্য, বিচারদ্বারা সেই বন্ধের নিবৃত্তি হয়। (কোনটি কি পদার্থ, সেই বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান না করিলে তাহাতে অবশ্যই ভ্রম থাকিয়া যায় এবং সুক্ষ্মরূপে সেই পদার্থের তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই তাহার স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়, তখন আর তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে না)। অতএব জীব ও পরমাত্মা এই উভয়ের ভেদাভেদ বিষয়ে সর্ব্বদা বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

এইক্ষণ জীবের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—যিনি শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির অতিরিক্ত এবং অহঙ্কারে অভিমানী, তিনিই জীব। এই জীবই কর্ত্তৃপদের

मनस्तस्य क्रिये अन्तर्बहिर्वृत्ती क्रमोत्थिते ॥ ६ ॥
अन्तर्मुखाहमित्येषा वृत्तिः कर्त्तारमुल्लिखेत्।
बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्विदमुल्लिखेत् ॥ ७ ॥
इदमो ये विशेषाः स्युर्गन्धरूपरसादयः।
असाङ्कर्य्येण तान् भिन्द्यात् घ्राणादीन्द्रियपञ्चकम् ॥ ८ ॥

किं करणमित्याकाङ्क्षायामाह तस्य साधनं मन इति। कामादिवृत्तिमानन्तःकरणभागी मनः। करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात् तत्क्रिया दर्शयति तस्य क्रिये इति ॥ ६ ॥

अनयोरन्तर्बहिर्वृत्त्योः स्वरूपं विषयञ्च विविच्य दर्शयति अन्तर्मुखेति। इदमित्येवंविधैः स्वरूपाभिनयः अवशिष्टेन विषयप्रदर्शनं बाह्यं देहादि बहिर्वर्त्तमानमिदन्तया निर्दिश्यमानं वस्तु उल्लिखेत् विषयीकुर्य्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥

ननु मनसैव सर्व्वव्यवहारसिद्धौ चक्षुरादैर्वैयर्थ्यं प्रसज्येत इत्याशङ्क्याह इदम इति। मनसेदमिति सामान्यमात्रं गृह्यते न तु तद्विशेषो गन्धादिः अतस्तद्ग्रहणे घ্রাণাদিকমুপযুজ্যত इत्यर्थः ॥ ८ ॥

বাচ্য। জীবই দেহাদিতে "অহং" ইত্যাকার অভিমান করে। কামাদি বৃত্তিবিশিষ্ট যে অন্তঃকরণ (মনঃ) তাহাই জীবের করণ। অন্তঃকরণবৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তিদ্বারা যে সকল ক্রিয়া প্রকাশ পায়, সেই সমুদায়ই জীবের কার্য্য ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে জীবের অন্তর্বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি নামে যে দুইটি বৃত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই বৃত্তিদ্বয়ের কার্য্যপ্রদর্শনদ্বারা তাহাদিগের স্বরূপ ও বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—জীবের "অহং" রূপ যে অন্তরস্থ বৃত্তি আছে, তাহাদ্বারা জীব কর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হয়েন। ("অহং" এইরূপ জ্ঞান থাকিলেই "আমি কর্ত্তা" ইহাই প্রতীতি হইয়া থাকে।) আর "ইদং" রূপ যে জীবের বাহ্যবৃত্তি আছে, তাহাদ্বারা বাহ্যবস্তু সকল প্রকাশ পায় ॥ ৭ ॥

চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই যে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় আছে, তাহাও জীবের করণ। জীব ঐ সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবস্তুর মধ্যে রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই সকল বিশেষ গুণের পৃথক্ পৃথক্ উপলব্ধি করে।

कर्त्तारञ्च क्रियां तद्वद् व्यावृत्तविषयानपि।
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः॥ ९॥
ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम्।
इति भासयते सर्व्वं नृत्यशालास्थदीपवत्॥ १०॥
नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्त्तकीम्।

एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य परमात्मानं निरूपयति कर्त्तारमिति। कर्त्तारं पूर्व्वोक्तमहङ्काररूपं क्रियामहमिदमात्मकमनोवृत्तिरूपां व्यावृत्तविषयानपि ,व्यावृत्तानन्योन्यविलक्षणान् घ्राणादिग्राह्यान् गन्धादीन् विषयांश्च एकयत्नेन युगपदेव यश्चिद्वपुः चिद्रूप एव सन् स्फोरयेत् प्रकाशयेत् असावत्र वेदान्तशास्त्रे साक्षीत्युच्यत इत्यर्थः॥ ९॥

साक्षिण एकयत्नेन सर्व्वस्फोरकत्वमभिनीय दर्शयति ईक्ष इति। ईक्षे रूपमहं पश्यामि इत्येवं द्रष्टृदर्शनदृश्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेन भासयते एवं शृणोमीत्यादावपि योज्यम्। युगपदविकारित्वेनानेकावभासकत्वे दृष्टान्तमाह नृत्येति॥ १०॥

दृष्टान्तं स्पष्टयति नृत्यशालास्थित इति। अविशेषेण प्रभ्वादिविषयविशेषावभासनाय वृद्ध्यादिविकारमन्तरेण इति यावत्॥ ११॥

ঐ জীবই চক্ষুদ্বারা রূপ দর্শন করে, কর্ণদ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, নাসিকাদ্বারা গন্ধ আঘ্রাণ করে এবং ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শ অনুভব করে, এইনিমিত্ত উক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয় জীবের করণ বলিয়া নিরূপিত হয়)॥ ৮॥

উক্তপ্রকার কর্ত্তৃত্বাভিমানী জীব(, মনোবৃত্তি) ক্রিয়া, ইন্দ্রিয়, গন্ধাদি বিষয় এই সমুদায় এককালে যাঁহার চৈতন্যস্বরূপ জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়, তিনিই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মা। (বেদান্তশাস্ত্রে এই পরমাত্মাই সর্ব্বসাক্ষী বলিয়া উদাহৃত হইয়াছেন)॥ ৯॥

নৃত্যশালাস্থিত প্রদীপের ন্যায় "আমি রূপ দর্শন করিতেছি, আমি শব্দ শ্রবণ করি, আমি গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছি, আমি রস আস্বাদন করি এবং আমি স্পর্শ অনুভব করি, ইত্যাদি সমুদায় জ্ঞান এককালে পরমাত্মার চৈতন্য জ্যোতিতে সমভাবে প্রকাশ পায়, আত্মা সামান্যরূপে এক সময়ে সকল বিষয় গ্রহণ করেন॥ ১০॥

যেমন নৃত্যশালাস্থিত প্রদীপজ্যোতিঃ গৃহ, স্বামী, সভাগণ এবং নর্ত্তকী এই

दीपयेदविशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥
अहङ्कारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्।
अहङ्काराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्व्ववत् ॥ १२ ॥
निरन्तरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः।
तद्भासा भास्यमानेयं बुद्धिर्नृत्यत्यनेकधा ॥ १३ ॥

दार्ष्टान्तिके योजयति अहङ्कारमिति। सुषुप्त्यादावहङ्काराद्यभावेऽपि तत्साक्षितया भात्येव इत्यर्थः ॥ १२ ॥

ननु प्रकाशरूपाया बुद्धेरेवाहङ्कारादिसर्व्वस्वावभासकत्वसम्भवात् किं तदतिरिक्तसाक्षि-कल्पनयेत्याशङ्क्याह निरन्तरमिति। कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणि ज्ञप्तिरूपतः स्वप्रकाशचैतन्य-रूपतया निरन्तरं भासमाने सदा स्फुरति सतीयं बुद्धिस्तद्भासा तस्य साक्षिणः स्वरूपचैतन्यस्य भासा दीप्त्या भास्यमाना प्रकाश्यमानेवानेकधा कटोऽयं पटोऽयं घटोऽयमित्यादिरूपेणा-कारेण नृत्यति विक्रियते। अयं भावः यतो बुद्धेर्विकारित्वाया जड़त्वात् स्वतः स्फूर्त्ति-राहित्यमतस्तदतिरिक्तः सर्व्वावभासकः साक्षी अभ्युपगन्तव्य इति ॥ १३ ॥

সমুদায়কেই এককালে সমভাবে প্রকাশ করে এবং যখন সেই গৃহ হইতে সভ্যগণ ও নর্ত্তকী প্রভৃতি চলিয়া যায়, তখনও যেমন সেই প্রদীপ পূর্ব্ববৎ প্রকাশিত হইতে থাকে। সেইরূপ একই আত্মা সমুদায় বিষয় গ্রহণ করেন এবং সেই সকল বিষয়ের অভাবেও আত্মা পূর্ব্ববৎ অবিকৃতভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ আত্মা অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদিগকে প্রকাশিত করেন এবং সেই সকল অহঙ্কারাদির অবর্ত্তমানেও সেই আত্মা স্বয়ং পূর্ব্ববৎ দীপ্তি পাইতে থাকেন ॥ ১১ ১২ ॥

কূটস্থচৈতন্যের জ্যোতিঃ নিরন্তর প্রকাশিত থাকাতে বুদ্ধি সেই জ্যোতিঃ-দ্বারা প্রকাশিত হইয়া নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া থাকে। (বুদ্ধি স্বয়ং জড়পদার্থ, অতএব তাহার নানাপ্রকার বিকার হইয়া থাকে এবং এই ঘট, এই পট ইত্যাদিরূপে বুদ্ধির নানাপ্রকার ভাব উপস্থিত হয়। অতএব বুদ্ধির নিজের প্রকাশ নাই, যে জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থচৈতন্যের প্রকাশে প্রকাশিত হয়, তিনিই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ) ॥ ১৩ ॥

अहङ्कारः प्रभुः सभ्या विषया नर्त्तकी मतिः ।
तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ॥ १४ ॥
स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्व्वतो भासयेद् यथा ।
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत् ॥ १५ ॥

उक्तमर्थं श्रोतृबुद्धिसौकर्य्याय नाटकत्वेन निरूपयति अहङ्कार इति । विषयभोग-साफल्यवैफल्याभिमानप्रयुक्तहर्षविषादवत्त्वात् ह्यग्रभिमानिप्रभुतुल्यत्वमहङ्कारस्य परिसर-वर्त्तित्वेऽपि विषयाणां तद्राहित्यात् सभ्यपुरुषसाम्यं नानाविधविकारवत्त्वान्नर्त्तकीसाम्यं धियः धीविक्रियाणाम् अनुकूलव्यापारकत्वात् तालादिधारिसमानत्वम् इन्द्रियाणाम् एतत् सर्व्वाव-भासकत्वात् साक्षिणो दीपसादृश्यमिति द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

ननु साक्षिणोऽप्यहङ्काराद्यवभासकत्वेन तेन सम्बन्धापगमागमरूपविकारित्वं स्यादित्या-शङ्क्याह स्वस्थानेति । दीपो यथा गमनादिविकारशून्यः स्वदेशेऽवस्थित एव सन् स्वसन्नि-हिताखिलपदार्थानेव भासयति एवं साक्ष्यपीति भावः ॥ १५ ॥

পূর্ব্বোক্ত নৃত্য বর্ণিত হইতেছে।—এই নৃত্যসভাতে অহঙ্কার গৃহস্বামি-স্বরূপ, বিষয় সকল সেই সভার সভ্য, বুদ্ধি নর্ত্তকী, ইন্দ্রিয়গণ বাদ্যকর, সাক্ষী-চৈতন্য দীপজ্যোতিঃ। এইরূপ রঙ্গভূমিতে বুদ্ধির নৃত্যই উপযুক্ত। (অহ-ঙ্কার বিষয়ভোগের সাফল্য বৈফল্যপ্রযুক্ত হর্ষ বিষাদভাগী হইয়া প্রভুর ন্যায় আছে, বিষয় সকলের উপভোগ হয় না, সুতরাং তাহাদিগের সভ্যতাই উচিত। নর্ত্তকীরা যেমন নানাপ্রকার বিকার পায়, বুদ্ধিও সেইরূপ বিকৃত হয়, এইনিমিত্ত বুদ্ধিকে নর্ত্তকী বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বুদ্ধিবিকারের আনুকূল্য করে, অতএব ইন্দ্রিয় সকল তালধারী বাদ্যকরের সমান। যেমন গৃহস্থিত দীপ সকলকে প্রকাশ করে; সেইরূপ সর্ব্বসাক্ষিমান চৈতন্য অহ-ঙ্কারাদি সকলকে প্রকাশ করে, অতএব তাঁহাকে দীপতুল্য বলাযায়)॥ ১৪ ॥

যেমন রঙ্গশালাস্থিত প্রদীপ একস্থানে থাকিয়াও স্বয়ং সেই রঙ্গশালায় সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্য স্থিরভাবে অবস্থিতি করিয়াও এককালে সমভাবে আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় সকল প্রকাশ করেন। (সাক্ষিচৈতন্যভিন্ন প্রকাশকতাশক্তি আর কাহারও নাই)॥ ১৫ ॥

बहिरन्तर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि।
विषया बाह्यदेशस्था देहस्यान्तरहङ्कृतिः॥ १६॥
अन्तस्था धीः सहैवाक्षैर्बहिर्याति पुनः पुनः।
भास्यबुद्धिस्थचाञ्चल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा॥ १७॥

ननु साक्षिणो बहिरन्तरवभासकत्वमनुपपन्नम् अपूर्व्वमनन्तरमबाह्यमिति श्रुत्या तस्य बाह्यान्तरविभागाभावाभिधानात् इत्याशङ्क्याह बहिरन्तरिति। कस्य बाह्यत्वं कस्य चान्तरत्वमित्यत आह विषया इति॥ १६॥

ननु स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरन्तः प्रकाशयेत् इत्यविकारिणः स्वतो बहिरन्तरवभासकत्वोक्तिरयुक्ता अहं घटं पश्यामीत्यत्र अहमित्युक्ताहङ्कारसाक्षितया प्रथमतोऽवभासकस्यानन्तरं घटं पश्यामि इति घटाकारवृत्तिस्फुरणरूपेण बहिर्निर्गमानुभवात् इत्याशङ्क्याह अन्तःस्थेति। द्रष्टुर्ग्राहकत्वेन देहान्तरवस्थिता बुद्धी रूपादिग्रहणाय चक्षुरादिद्वारा भूयो भूयो निर्गच्छति तथा च तन्निष्ठचाञ्चल्यं तद्भासके साक्षिण्यारोप्यते अतो न वास्तवं साक्षिणश्चाञ्चल्यमिति भावः॥ १७॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সাক্ষিচৈতন্য আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় প্রকাশ করেন, এক্ষণ বাহ্য ও আন্তরিক বিষয় নিরূপণ করিতেছেন।—রূপ-রসাদি বিষয় সকল বাহিরে অবস্থিত থাকে, এইনিমিত্ত ঐ বিষয় সকল বাহ্য এবং অহঙ্কারাদি দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করে, অতএব ইহারা আন্তরিক শব্দে বিবক্ষিত হয়॥ ১৬॥

বুদ্ধি স্বয়ং শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিয়াও স্বীয় বিষয়প্রাপ্তি অনু-সারে ইন্দ্রিয়গণের সহিত পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করিয়া থাকে এবং সেই বুদ্ধিকে সাক্ষিচৈতন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধির চঞ্চল স্বভাব-প্রযুক্ত লোকে ঐ বুদ্ধির চাঞ্চল্য স্বভাবকে সাক্ষিচৈতন্যে বৃথা আরোপ করিয়া থাকে। বাস্তবিক সাক্ষিচৈতন্যের চাঞ্চল্য স্বভাব নাই, সাক্ষিচৈতন্য সর্ব্বদা স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন, অতএব তাঁহার কোনপ্রকার চাঞ্চল্য স্বভাব সম্ভব হয় না। (যাহারা বুদ্ধির চাঞ্চল্য সাক্ষিচৈতন্যে আরোপ করে, তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত)॥ ১৭॥

गृहान्तरागतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः।
तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा॥ १८॥
निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरन्तर्गमागमौ।
अकुर्व्वन् बुद्धिचाञ्चल्यात् करोतीव तथा तथा॥ १९॥
न बाह्यो नान्तरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुभौ।
बुद्ध्याद्यशेषसंशान्तौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः॥ २०॥

भासके भास्यचाञ्चल्यारोपः क्व दृष्ट इत्याशङ्क्याह गृहान्तरेति। गवाक्षात् गृहान्तरागतः स्वल्प आतपोऽचल एव वर्त्तते तत्र तस्मिन्नातपे पुरुषेण हस्ते नर्त्यमाने इतस्ततश्चाल्यमाने यथा आतपो नृत्यतीव चलतीव लक्ष्यते न तु चलतीत्यर्थः॥ १८॥

दार्ष्टान्तिकमाह निजस्थानेति॥ १९॥

निजस्थानस्थित इत्यनेन किं बाह्यादिदेशस्थितत्वमेवोच्यते नेत्याह न बाह्य इति। तत्र हेतुमाह बुद्धेरिति। तर्हि किं विवक्षितमित्यत आह बुद्ध्यादीति। आदिशब्देन इन्द्रियादयो गृह्यन्ते। संशान्तिशब्देन तत्प्रतीत्युपरतिर्व्विवक्षिता॥ २०॥

যেমন গবাক্ষদ্বার দিয়া যখন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্থিরতর রবিকিরণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করে, তখন যদি কেহ সেই গবাক্ষদ্বারে হস্তচালন করে, তাহাহইলে সেই রবিকিরণ চলিতেছে, ইহাই বোধহয়। বস্তুতঃ সেই আতপ চলে না, তাহা স্থিরভাবেই থাকে, কেবল সেই হস্তচালনদ্বারা আতপের চাঞ্চল্য বোধহয়, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্য স্বস্থানে স্থিরভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি কখনও অন্তরে কি বাহ্যে গমনাগমন করেন না। তথাপি বুদ্ধির চাঞ্চল্যবশতই বোধহয় যেন সেই সাক্ষিচৈতন্য চলিতেছেন; বাস্তবিক সাক্ষিচৈতন্য চঞ্চল নহে॥ ১৮-১৯॥

যিনি সাক্ষিচৈতন্য, তাঁহার বাহ্যেও স্থান নাই এবং অন্তরেও স্থান নাই। বুদ্ধিরই কেবল বাহ্য ও আন্তরিক উভয়বিধ স্থান আছে। সেই সাক্ষিচৈতন্য বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবিশিষ্ট হইলে কখন অন্তরে এবং কখন বা বাহ্যে অবস্থিতি করেন, কিন্তু যখন তাঁহার বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি বিনষ্ট হয়, তখন সেই সাক্ষিচৈতন্য স্বপ্রকাশরূপে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকেন॥ ২০॥

देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्यस्त्वदेशभाक्।
सर्व्वदेशप्रक्लृप्त्यैव सर्व्वगत्वं न तु स्वतः॥ २१॥
अन्तर्व्वहिर्व्वा सर्व्वं वा यं देशं परिकल्पयेत्।
बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्॥ २२॥
यद्‌यद्रूपादि कल्प्येत बुद्ध्या तत् तत् प्रकाशयन्।
तस्य तस्य भवेत् साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः॥ २३॥

ननु सर्व्वव्यवहारोपरतौ देश एव नोपलभ्यते कुतस्तद्विशिष्टत्वमुच्यते इत्याशङ्क्य स्वाभिप्रायमाविष्करोति देश इति। देशादिकल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्तदेशापेक्षा नास्तीति भावः। ननु देशाद्यभावे शास्त्रे सर्व्वगतत्वसर्व्वसाक्षित्वाद्युक्तिर्व्विरुध्येत इत्यत आह सर्व्वदेशेति। स्वाभाविकमेव किं न स्यादित्यत आह न त्विति। अद्वितीयत्वादसङ्गत्वाच्चेति भावः॥ २१॥

सर्व्वगतत्ववत् सर्व्वसाक्षित्वमपि न वास्तवमित्याह अन्तर्व्वहिर्व्वेति॥ २२॥

तथा वस्तुषु योजयेदित्येतत् प्रपञ्चयति यद्‌यदिति। तर्हि किं तस्य निजं रूपमित्यत आह स्वत इति॥ २३॥

যদি বল, সাক্ষিচৈতন্যের বুদ্ধি প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উপাধি বিনষ্ট হইলেও দেশের অসদ্ভাবে স্বরূপতঃ সর্ব্বত্র তাঁহার প্রকাশ সম্ভব হয় না, তথাপি ব্যবহারিক দেশের সদ্ভাবপ্রযুক্ত এবং সেই দেশের সম্বন্ধবশতঃ সেই সাক্ষিচৈতন্যের সর্ব্বগতত্ব স্বীকার করা যায়। (কিন্তু ইহা তাঁহার স্বভাব নহে, তিনি অদ্বিতীয় ও অসঙ্গ) ॥ ২১ ॥

যেমন পরব্রহ্মের সর্ব্বগতত্ব প্রতিপাদিত হইল, সেইরূপ তাঁহার সর্ব্বসাক্ষিত্বও আছে। অন্তরে, বাহিরে, অথবা অন্য যে কোনস্থানে তাঁহার কল্পনা করা যায়, বুদ্ধি সেই স্থানেই গমন করিতে পারে; সুতরাং সেই বুদ্ধির সহকারে সাক্ষিচৈতন্য সর্ব্ববস্তুতে গমন করিতে পারেন ॥ ২২ ॥

বুদ্ধিদ্বারা রূপাদি যে কোন বস্তু কল্পনা করা যায়, পরব্রহ্ম সেই সমুদায় বস্তুকে প্রকাশ করেন, অতএব পরমব্রহ্মই সেই সকল প্রকাশ্য বস্তুর সাক্ষী হয়েন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বাক্য ও মনের অগোচর। (কেহ তাঁহাকে

कथं तादृक् मया ग्राह्यमिति चेन्नैव गृह्यताम् ।
सर्व्वग्रहोपसंशान्तौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः ।
तादृक् व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत् श्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् ॥ २५ ॥

अवाङ्मनोगोचरत्वे मुमुक्षुणा न गृह्यते इति शङ्कते कथमिति । अग्राह्यत्वमिष्टमेवेत्याह नैव इति । नन्वात्मनो ग्राह्यत्वाभावे विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयमित्युक्तं परमात्मावशेषणं न सिध्येदित्यत आह सर्व्वग्रहेति । स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन तत्प्रतीत्युपशान्तौ स्वात्मैव सत्यतयावशिष्यते इति भावः ॥ २४ ॥

यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते तथापि तदपरोक्षाय किञ्चित् प्रमाणमपेक्षितमित्यत आह न तत्रेति । तत्र हेतुमाह स्वप्रकाशेति । ननु आत्मा स्वप्रकाशतया स्वस्फूर्त्तौ मानं नापेक्षते इति व्युत्पत्तिसिद्ध्यै मानमपेक्षितमित्याशङ्क्य श्रुतिरेवात्र प्रमाणमित्याह तादृगिति ॥ २५ ॥

বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া তাঁহার সমস্ত পরিচয় দিতে পারে না এবং তাঁহার মাহাত্ম্য কেহ মানসেও ধারণ করিতে পারে না) ॥ ২৩ ॥

যদি পরব্রহ্ম বাস্তবিক বাক্য ও মনের অগোচর হইলেন, তবে সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে কিরূপে গ্রহণ করিব? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যদি তোমার এইরূপ আশঙ্কা হয়, তবে তুমি তাঁহাকে গ্রহণ করিও না। অগ্রে পরব্রহ্মের গ্রহণ বিষয়ে যে সকল বিঘ্ন আছে, সেই সকল বিঘ্ননিবারণের উপায় অন্বেষণ কর, তাহাহইলেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হইবেন। কারণ, মুমুক্ষু ব্যক্তিদিগের বিঘ্ন নিবারিত হইলেই সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম তাহাদিগের অন্তঃকরণে স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। (আত্মাতিরিক্ত দ্বৈত মিথ্যা জ্ঞান তিরোহিত হইলেই পরব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন) ॥ ২৪ ॥

যদিও দ্বৈত মিথ্যাজ্ঞানের শান্তি হইলেই সেই ব্রহ্মমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, কিন্তু তাঁহার অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রতি প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় সেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যেহেতু সেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, অতএব তাঁহার গ্রহণবিষয়ে অন্য কোন প্রমা-

यदि सर्व्वग्रहत्यागोऽशक्यस्तर्हि धियं व्रज।
शरणं तदधीनोऽन्तर्बहिर्वैषोऽनुभूयताम् ॥ २६ ॥

इति नाटकदीपोनाम दशमः परिच्छेदः ॥

एवमुत्तमाधिकारिण आत्मानुभवोपायमभिधाय मन्दाधिकारिणस्तं दर्शयति यदि सर्वेति। बुद्धिशरणत्वे किं फलमित्यत आह तदधीन इति। बुद्ध्या यद् यत् परिकल्प्यते बाह्यमान्तरं वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदधीनः परमात्मा तथैवानुभूयतामित्यर्थः ॥ २६ ॥

इति नाटकदीपव्याख्या समाप्ता ॥

ণের অপেক্ষা নাই। আর তুমিও যদি সেই পরব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তাহাহইলে গুরুর নিকটে শ্রুতির উপদেশ গ্রহণ কর। (গুরুর উপদেশানুসারে শ্রুতি প্রতিপাদ্য কার্য্য করিলে সেই সচ্চিদানন্দ অবাঙ্মনস গোচর পরব্রহ্ম তোমার মানসে স্বয়ং প্রকাশ পাইবেন) ॥ ২৫ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে উত্তমাধিকারীর প্রতি আত্মতত্ত্ব বিচারের উপদেশ নিরূপণ করিয়া যাহারা উক্তপ্রকার উপদেশানুসারে আত্মতত্ত্ব বিচারে অসমর্থ, তাহাদিগের প্রতি অন্য প্রকার উপদেশ নির্ণয় করিতেছেন।—এই জগতে পুত্রকলত্রাদি বিষয় সকলই আত্মতত্ত্ব বিচারের বিঘ্নস্বরূপ, যাঁহারা সেই সকল বিঘ্ন নিবারণ করিতে অসমর্থ, তাঁহারা বুদ্ধির শরণাগত হইয়া বিবেচনা করুন এবং বুদ্ধির অধীন আন্তরিক ও বাহ্যবিষয় সকলের স্বভাব আলোচনা করুন। (সকলপ্রকার বিষয়ের স্বভাব আলোচনা করিলেই সেই সকল বিষয়ের অসারত্বজ্ঞান হইবে এবং তখন অনায়াসে সেই সকল বিষয় পরিত্যাগ করিতে পারিবেন ও ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারের শক্তি জন্মিবে) ॥ ২৬ ॥

ইতি নাটকদীপ সমাপ্ত।

ब्रह्मानन्दे योगानन्दो नाम-

एकादशः परिच्छेदः।

ब्रह्मानन्दं प्रवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः।
ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं हित्वा सुखायते ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे योगानन्दो विविच्यते ॥

चिकीर्षितस्य ग्रन्थस्य निष्प्रत्यूहपरिपूरणाय परिपन्थिकल्मषनिवृत्तयेऽभिमतदेवतातत्त्वानुसन्धानलक्षणं मङ्गलमाचरन् श्रोतृप्रवृत्तिसिद्धये प्रयोजनमभिधेयमाविष्कुर्वन् ग्रन्थारम्भं प्रतिजानीते ब्रह्मानन्दमिति। निर्विशेषं परं ब्रह्म साक्षात् कर्त्तुमनीश्वराः। ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैरिति सविशेषब्रह्मरूपाणां देवतानां तत्त्वस्य निर्विशेषब्रह्मरूपत्वाभिधानात् ब्रह्मणश्च आनन्दो ब्रह्मेत्यादिश्रुतिभिरानन्दरूपताभिधानात् ब्रह्मानन्दमित्यानन्दरूपस्य ब्रह्मणो वाचकशब्दप्रयोगेण यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदतीति श्रुतिप्रोक्तन्यायेन ब्रह्मानुसन्धानलक्षणं मङ्गलाचरणमिदम्। ब्रह्मणश्च सर्व्ववेदान्तप्रतिपाद्यत्वात् तत्प्रकरणरूपस्यास्य ग्रन्थस्यापि तदेव विषय इति ब्रह्मशब्दप्रयोगेण विषयश्चापि सूचितः ऐहिकेत्याद्युत्तरार्द्धेनानिष्टनिवृत्तीष्टप्राप्तिरूपं प्रयोजनद्वयमुक्तम्। एतेन ब्रह्मानन्दमिति ब्रह्म चासावानन्दश्चेति ब्रह्मानन्दः वाच्यवाचकयोरभेदोपचारात् तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि ब्रह्मानन्दः तं प्रवक्ष्यामीति तस्मिन् प्रतिपाद्यप्रतिपादकरूपे ब्रह्मानन्दे ज्ञातेऽवगते सति ऐहिकामुष्मिकानर्थव्रातं ऐहिकानाम् इह लोके भवानां देहपुत्रादिष्वहं ममाभिमानप्रयुक्तानाम् आध्यात्मिकादितापानाम् आमुष्मिकानाम् अमुष्मिन् परलोके भवानाञ्च तेषामनर्थानां व्रातः

এই গ্রন্থে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায় নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ ব্রহ্মবিজ্ঞানের আনন্দ নিরূপণ করিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মানন্দকে পঞ্চপ্রকারে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে যোগানন্দই এই প্রকরণের বিবেচ্য, এইনিমিত্ত ইহাই অগ্রে নিরূপণ করিতেছেন।—যাহার অন্তঃকরণে ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি ঐহিক ও পারত্রিক বিঘ্ন সকল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া

ब्रह्मवित् परमाप्नोति शोकं तरति चात्मवित् ।
रसो ब्रह्मरसं लब्ध्वानन्दी भवति नान्यथा ॥ २ ॥

समूहः तम् अशेषतो निःशेषं यथा भवति तथा छित्त्वा परित्यज्य सुखायते सुखस्वरूपं ब्रह्मैव भवति ॥ १ ॥

ब्रह्मज्ञानस्यानिष्टनिवृत्तीष्टप्राप्तिहेतुत्वे बहूनि श्रुतिस्मृतिवाक्यानि प्रमाणानि सन्तीति प्रदर्शयितुकामस्तावत् ब्रह्मविदाप्नोति परं श्रुतं ह्येव मेव भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मविदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवान् शोकस्य पारं तारयतु इति च वाक्यद्वयमर्थतः पठति ब्रह्मविदिति। ब्रह्म वेत्तीति ब्रह्मवित् परम् उत्कृष्टमानन्दरूपं ब्रह्म प्राप्नोति आत्मवित् भूमशब्दवाच्यं देशकालवस्तुपरिच्छेदशून्यं आत्मानं वेत्तीति आत्मवित् शोकं असंसृष्टं पुरुषं शोचयतीति शोकस्तन्मो मूलः संसारः तं तरति अतिक्रामति। ननूदाहृततैत्तिरीय श्रुतिवाक्ये ब्रह्मज्ञानस्य परप्राप्तिहेतुत्वावभासेऽपि नानन्दप्राप्तिहेतुत्वेत्याशङ्क्य आनन्दप्राप्तिहेतुत्वप्रतिपादनपरं रसो वै सः रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दीभवति इति तदीयमेव वाक्यमर्थतः पठति रस इति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इति प्रकरणादौ ब्रह्मात्मशब्दाभ्यां अभिहितो य आत्मा स रसः सारः आनन्दरूप इत्यर्थः। रसमानन्दरूपं ब्रह्म लब्ध्वा ब्रह्माहमस्मीति ज्ञानेन प्राप्यानन्दीभवति अपरिच्छिन्ननिरतिशयसुखवान् भवति। उक्तमर्थं व्यतिरेकप्रदर्शनेन द्रढयति नान्यथेति। अन्यथा ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानं विना साधनान्तरानुष्ठानेन आनन्दीभवतीत्यर्थः ॥ २ ॥

পরমসুখস্বরূপ মুক্তিলাভ করিতে পারে। অতএব সেই পঞ্চপ্রকার ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এক্ষণে যোগানন্দ বিবৃত হইতে চলিল ॥ ১ ॥

নানাপ্রকার স্মৃতি ও শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা অনিষ্টনিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তি হয়। এই শ্রুতি প্রতিপাদিত অর্থের প্রতীতির নিমিত্ত শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিরা সেই পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন, আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানী তাঁহারা শোকমোহময় এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। পরব্রহ্ম রসস্বরূপ, যে সকল সাধক সেই অনির্বচনীয় পরব্রহ্মরসাস্বাদ করিতে পারেন, তাঁহারা যে পরমব্রহ্মকে লাভ করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, তাহার

प्रतिष्ठां विन्दते स्वस्मिन् यदा स्यादथ सोऽभयः ।
कुरुतेऽस्मिन्नन्तरञ्चेदथ तस्य भयं भवेत् ॥ २ ॥

एवमन्वयमुखेन इष्टप्राप्त्यनिष्टनिवृत्तिप्रतिपादनपराणि वाक्यानि प्रदर्श्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यामनर्थनिवृत्तिप्रदर्शनपरं यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते अथ सोऽभयं गतो भवति यदा ह्येवैष एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति इति वाक्यद्वयमर्थतोऽनुक्रामति प्रतिष्ठामिति। अस्यायमर्थः यदा यस्मिन् काले हीति विद्वत्प्रसिद्धिप्रदर्शनपरो निपातः एवेत्ययमेवानर्थनिवृत्त्युपायो नान्य इति नियमार्थः एष मुमुक्षुरेतस्मिन् विद्वदनुभवगम्ये अदृश्ये इन्द्रियागोचरे अनात्म्ये अनात्मीये स्वरूपतया स्वकीयत्वरहिते अनिरुक्ते निरुक्तं निर्वचनं शब्देनाभिधानं यत्र नास्ति तदनिरुक्तं तस्मिन् अनिलयने निलीयतेऽस्मिन्निति निलयनमाधारः स न विद्यते यस्य तस्मिन् स्वमहिम्नि स्थित इत्यर्थः अभयमद्वितीयं द्वितीयाद्वै भयं भवतीति श्रुतेर्भयशब्देनात्र भयहेतुर्भेदो लक्ष्यते न विद्यते भयं भेदो यथा भवति तथा प्रतिष्ठां प्रकर्षेण संशयविपर्ययराहित्येन स्थितिः ब्रह्माहमस्मीत्यवस्थानं प्रतिष्ठा तां विन्दते गुरूपदेशादिना श्रवणादिकं कृत्वा लभते अथ तदानीमेव स एवं विद्वान् अभयं भयरहितं स्वीयरूपमद्वितीयं ब्रह्म गतः प्राप्तो भवति ब्रह्मविद् ब्रह्मैव भवतीति श्रुतेः यदा यस्मिन्नेव काले एषः पूर्व्वोक्तः एतस्मिन्नदृश्यत्वानात्म्यत्वादिगुणके प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मणि उत् इति निपातोऽप्यर्थः अरमुत् अल्पमपि अन्तरं भेदं उपास्योपासकादिलक्षणं कुरुते पश्यति धातूनामव्ययानाञ्चानेकार्थत्वात् अथ तदानीमेव तस्य भेददर्शिनो भयं संसारप्रयुक्तं दुःखं भवति ॥ २ ॥

আর সন্দেহ নাই। (পরন্তু সেই ব্রহ্মরসাস্বাদন জন্য আনন্দ অনন্তকাল ভোগ করিলেও তাহার শেষ হয় না) ॥ ২ ॥

যে কালে সাধক সেই স্বপ্রকাশমান পরমাত্মাতে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ গুরুর উপদেশদ্বারা নিঃসংশয়রূপে "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকারে জানিতে পারেন, সেই সাধক নির্ভয়চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে পারেন। কোন স্থানেও তাহার ভয় থাকে না। আর যে ব্যক্তি, সেই সচ্চিদানন্দময় প্রভুকে না জানিয়া "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি অহঙ্কারের বশীভূত হইয়া সেই পরমাত্মাকে বিভিন্ন জ্ঞান করেন, তিনি সর্ব্বদা সভয়চিত্তে অবস্থিতি করেন। কোনকালেও তাঁহার চিত্ত নির্ভয় থাকিতে পারে না। ("আত্মা

वायुः सूर्यो वह्निरिन्द्रो मृत्युर्जन्मान्तरेऽन्तरम् ।
कृत्वा धर्मं विजानन्तोऽप्यस्माद्भीत्या चरन्ति हि ॥ ४ ॥
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् बिभेति कुतश्चन ।

भेददर्शिनां भयं भवतीत्येतत् दृढीकर्तुं ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानरहितानां वाय्वादीनां भयप्रदर्शनपरं भीषास्मात् वातः पवते इत्यादिवाक्यमर्थतः पठति वायुरिति। वाय्वादयो जगन्नियामकत्वेन प्रसिद्धाः पञ्चापि देवताः अतीते जन्मनि धर्ममिष्टापूर्त्तादिलक्षणं विजानन्तोऽपि ज्ञानपूर्व्वकमनुष्ठितवन्तोऽपि अन्तरं प्रत्यग्ब्रह्मणोर्भेदं कृत्वास्मात् ब्रह्मणो भीत्यास्मिन् वाय्वादिजन्मनि चरन्ति स्वस्वव्यापारेषु सदा वर्त्तन्ते हिशब्देन भयादस्याग्निस्तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पञ्चमः "इति कठश्रुतौ यमेनोक्तां प्रसिद्धिं द्योतयति ॥ ४ ॥

ननु तरति शोकमात्मविदित्यादिषूदाहृतवाक्येषु ब्रह्मानन्दज्ञानस्यानर्थनिवृत्तिहेतुत्वं स्पष्टं नाभिधीयते इत्याशङ्क्य तथा प्रतिपादनपरं वाक्यमुदाहरति आनन्दमिति। राहोः शिर इतिवद् भेदव्यपदेश औपचारिकः ब्रह्मणः स्वरूपभूतमानन्दं विद्वान परोक्षया जानन् पुरुषः कुतश्चन कस्मादपि ऐहिकभयहेतोर्व्याघ्रादेः पारलौकिकभयहेतोः पापादेर्वा न बिभेति भयं न प्राप्नोति। ननु तत्त्वविदः पापादेर्भयं नास्तीति एतत् कुतोऽवगम्यते इत्या

বিষয় নষ্ট হইল, আমার পুত্রকলত্রাদির অমঙ্গল হইল" ইত্যাদি চিন্তা ব্রহ্মবিজ্ঞানপরাঙ্মুখ ব্যক্তির চিত্তকে সর্ব্বদা ক্লেশপ্রদান করে) ॥ ৩ ॥

বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র এবং যম এই পঞ্চ দেবতারা জন্মান্তরে নানাপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সেই স্বপ্রকাশমান পরমব্রহ্মকে জানিতে না পারিয়াই তাঁহার ভয়ে স্বস্ব বিষয়ে অনিষ্ঠিত হইয়া সেই পরমাত্মার আদেশ প্রতিপালন করিতেছেন। (বায়ু প্রভৃতি যে তাঁহার আজ্ঞাপ্রতিপালনের জন্য সর্ব্বদা সভয়চিত্তে কার্য্য করিতেছেন, তাহার প্রতি অজ্ঞানই কারণ) ॥৪॥

যে বিদ্বান্ সাধক ব্রহ্মানন্দ জানিতে পারিয়াছেন, তিনি এই জগতে কাহাকেও ভয় করেন না। আত্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি শোক হইতে পরিত্রাণ পাইয়া থাকেন। পাপপুণ্য কর্ম্মের চিন্তাস্বরূপ অগ্নি আত্মজ্ঞানীকে পরিতাপ দিতে পারে না। "আমি কোন পুণ্যজনক কর্ম্ম করিলাম না, পরকালে

एतमेव तपेन्नैषा चिन्ता कर्म्माग्निसम्भृता ॥ ५ ॥
एवं विद्वान् कर्म्मणी द्वे हित्वात्मानं स्मरेत् सदा।
कृते च कर्म्मणी स्वात्मरूपेणैवैष पश्यति ॥ ६ ॥

ब्रह्म तत्प्रतिपादकम् एतं ह वाव न तपति किमहं साधुना करवं किमहं पापमकरव-मिति वाक्यमर्थतः पठति एतमिति। कर्म्माग्निसंभृता पुण्यपापरूपं कर्म्मैवाग्निरकरणकर-णाभ्याम् अग्निवत् सन्तापहेतुत्वात् तेन संभृता सम्पादिता एषा पुण्यं नाकरवं कस्मात् पापन्तु कृतवान् कुत इत्येवंरूपा चिन्ता एतमेव तत्त्वविदमेव न तपेत् न सन्तापयेत् नान्यमविद्वांसं स तु तया चिन्तया सदा सन्तप्यते इत्यर्थः ॥ ५ ॥

पुण्यपापयोरतापकत्वे हेतुप्रदर्शनपरं स य एवं विद्वान् एते आत्मानं स्पृणुते उभे ह्येवैष एते आत्मानं स्पृणुते इति वाक्यद्वयमर्थतः पठति एवमिति। स यः कश्चित् पुमान् एवमुक्तप्रकारेण स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एक इत्यनेन प्रकारेण विद्वान् जानन् वर्त्तते स एते पुण्यपापे हित्वेत्यध्याहारः आत्मानं ब्रह्माभिन्नं प्रत्यञ्चं स्पृणुते प्रीणयति सदा स्मरेदित्यर्थः यतः पुण्यपापयोर्म्मिथ्यात्वानुसन्धानेन हानं कृतम् अतस्तद्विषया चिन्तैव नास्ति कुतस्तन्निमित्तकस्ताप इत्यभिप्रायः। किञ्च एष विद्वान् एते पूर्व्वोक्ते पुण्यपापरूपे कर्म्मणी देहेन्द्रियादिप्रवृत्त्या जनिते स्वात्मरूपेणैव इदं सर्व्वं यदयमात्मेत्यादिवाक्योक्तप्रकारेण पश्यति जानातीत्यर्थः अतः स्वात्माभिन्नत्वादप्यतापकत्वमिति भावः ॥ ६ ॥

আমার কি গতি হইবে এবং নিয়ত দুষ্কর্ম্ম করিতেছি, সুতরাং আমাকে জন্মান্তরে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইবে” এইরূপ চিন্তা আত্মজ্ঞানীকে কখনই উদ্বিগ্ন করিতে পারে না। (আত্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ইহকালে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুকে ভয় করেন না এবং পরকালেও নরকাদিভোগদ্বারা অশেষ যন্ত্রণার ভয়ে ভীত হয়েন না) ॥ ৫ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তপ্রকারে পাপপুণ্যজনক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা আত্মতত্ত্বচিন্তায় নিযুক্ত থাকেন, আর তাঁহারা যদিও কখন অন্যকোন কর্ম্ম করেন, তখন সেই সকল কর্ম্মকেও আত্মতত্ত্বস্বরূপ বলিয়া জ্ঞান করেন। (তত্ত্বজ্ঞানীরা যাহা কিছু কর্ম্ম করেন, সেই সমুদায়ই পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া থাকেন) ॥ ৬ ॥

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्व्वसंशयाः।
क्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ ৩ ॥
तमेव विद्वानत्येति मृत्युं पन्था न चेतरः।

ननु नाभुक्तं क्षीयते कर्म्म कल्पकोटिशतैरपीत्यादिशास्त्रसद्भावादनादौ संसारे बहुजन्मोपार्ज्जितेषु पुण्यापुण्यलक्षणेषु कर्म्मस्वसंख्यातेषु अप्रसिद्धत्वेनात्मतयानुसन्धानायोग्येषु सत्सु कथं तद्विषया चिन्ता न भवेदित्याशङ्क्य सच्चिदानानां तेषां तत्त्वज्ञानेन विनाशितत्वान्न चिन्ताजनकत्वमित्यभिप्रायेण हृदयग्रन्थ्यादिनिवृत्तिपरं मुण्डकादिश्रुतिषु स्थितं वाक्यं पठति भिद्यत इति। परावरे परमपि हिरण्यगर्भादिकं पदम् अवरं निकृष्टं यस्मात् तस्मिन् परात्मनि दृष्टे साक्षात्कृतेऽस्य साक्षात्कारवतो हृदयस्य बुद्धेश्चिदात्मनश्च ग्रन्थिवद्दृढसंश्लेषरूपत्वात् ग्रन्थिरन्योन्याध्यासो भिद्यते विदीर्य्यते विनश्यतीत्यर्थः सर्व्वसंशयाः आत्मा देहादिव्यतिरिक्तो न वा देहादिव्यतिरिक्तोऽपि कर्तृत्वादिधर्म्मयोगी नु वा अकर्त्तृत्वेऽपि तस्य ब्रह्मणो भेदोऽस्ति न वा अभेदेऽपि तज्ज्ञानं कर्म्मादिसहितं मुक्तिसाधनं केवलं वेत्यादयश्छिद्यन्ते द्वैधीक्रियन्ते तत्त्वतः साक्षात्कृतस्य वस्तुनः संशयविपर्य्ययविषयत्वादर्शनादिति भावः कर्म्माणि सञ्चितानि पुण्यापुण्यलक्षणानि क्षीयन्ते सच्चिदानन्दज्ञाननाशेन विनश्यन्तीत्यर्थः ॥ ৩ ॥

ननु कुर्व्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म्म लिप्यते नरे। विद्याञ्चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतमश्नुते इत्यादिश्रुतेः कर्म्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। यथान्नं मधुसंयुक्तं मधुचान्नेन संयुतम्। एवं तपश्च विद्या च संयुक्तं भैषजं महत् इत्यादिस्मृतेश्च केवलस्य

যিনি পরাপর, অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি পুরুষ হইতে উৎকৃষ্ট, সেই পুরুষোত্তম পরমাত্মার তত্ত্ব যাঁহারা জানিতে পারেন, তাঁহাদিগের হৃদয়গ্রন্থি সকল বিনষ্ট হয়, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের অন্তঃকরণ হইতে সর্ব্বপ্রকার বিষয়বাসনা বিদূরিত হইয়া যায়, সর্ব্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হয়, কোন বিষয়ে তাঁহাদিগের সংশয় থাকে না, সর্ব্ববিষয় তাঁহাদিগের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে এবং সদসৎ কর্ম্ম সকল পরিক্ষয় পায়। পরন্তু ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্মের নিমিত্ত ব্যস্ত হয় না এবং অসৎ কর্ম্মকেও ভয় করে না ॥ ৭ ॥

যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্, সেই ব্যক্তি মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন, ব্রহ্মবিজ্ঞানবিদ্ সাধকের কথনও মৃত্যু হয় না এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানভিন্ন মৃত্যুকে

ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः॥ ८॥
देवं मत्वा हर्षशोकौ जहात्यत्रैव धैर्य्यवान्।

ज्ञानसमुच्चितस्य वा कर्म्मणो मुक्तिहेतुत्वं स्यादित्याशङ्क्य उदाहृतवाक्यस्थस्य अलेपशब्दस्य पापनिवृत्तिपरत्वात् संसिद्धिशब्देन च ज्ञानसाधनचित्तशुद्ध्यभिधानात् विद्याशब्देन चोपासनाया विवक्षितत्वान्न कर्म्मणो मुक्तिसाधनत्वम् इत्यभिप्रायेण साधनान्तरनिषेधपरं तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय इति श्वेताश्वतरवाक्यमर्थतः पठति तमेवेति। तं पूर्व्वोक्तं परमात्मानं विद्वानेव मृत्युं संसारमत्येति अतिक्रामति इतरः समुच्चयरूपः केवलकर्म्मरूपो वा पन्था मार्गो मोक्षोपायो न च नैव विद्यते। ननूदाहृतासु श्रुतिषु अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ऐहिकानिष्टनिवृत्तिरेव प्रधान्येनावभासते नामुष्मिकीत्याशङ्क्य आमुष्मिकस्यानिष्टस्य भाविजन्मपूर्व्वकत्वात् तस्य सनिदानस्याभावप्रतिपादकं ज्ञात्वा देवं सर्व्वपाशापहानिः क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणिरिति श्वेताश्वतरवाक्यमर्थतः पठति ज्ञात्वेति। देवं स्वप्रकाशं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म ज्ञात्वाऽपरोक्षतयानुभूय स्थितस्य कामक्रोधादीनां सर्व्वेषां पाशानां हानिर्भवति तैः पाशशब्दाभिधेयैः रागादिभिः क्लेशैः क्षीणैर्नष्टैर्भाविजन्महेतुकर्म्मारम्भायोगान्न तन्न प्राप्नोतीत्यर्थः॥ ८॥

ननु शोकतरणादिरूपं फलं श्रूयत एव नानुभूयते ज्ञानिनामपीष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारार्थं प्रवृत्तिदर्शनादित्याशङ्क्य दृढापरोक्षज्ञानिनां तदभावप्रतिपादनपरमध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहातीति कठश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति देवमिति। धैर्य्यवान् ब्रह्मचर्य्यादिसाधनसम्पन्नो देवं चिदानन्दादिलक्षणं मत्वावगम्यात्रैवास्मिन्नेव जन्मनि हर्षशोकौ जहाति। एतमेव तपेद्येषा चिन्ता कर्म्माभिसंभृता इत्युक्तार्थे विशेषप्रदर्शनपरं नैनं कृताकृते पुण्यपापे तपत इति ब्राह्मणवाक्यमर्थतः पठति नैनमिति। पूर्व्वमकृतं पुण्यं कृतञ्च

অতিক্রম করিবার অন্য উপায় নাই। সেই পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে সংসারবন্ধন শিথিল হয়, সাংসারিক ক্লেশ সকল বিদূরিত হয় এবং পুনর্জ্জন্ম নিবারিত হয়॥ ৮॥

সুধীর ব্যক্তি পরমাত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলে ইহলোকেই হর্ষশোকাদি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন। আত্মজ্ঞানী পুরুষ কোন বিষয় লাভ করিয়া হর্ষিত হয়েন না এবং কোনরূপ অনিষ্টাপাতেও বিষাদ অনুভব করেন না। কৃত বা অকৃতপুণ্য বা পাপ তাঁহাকে পরিতাপ দিতে পারে না। (তত্ত্বজ্ঞানী

नैनं कृताकृते पुण्यपापे तापयतः क्वचित् ॥ ९ ॥
इत्यादिश्रुतयो बह्वयः पुराणैः स्मृतिभिः सह।
ब्रह्मज्ञानेऽनर्थहानिमानन्दञ्चाप्यघोषयन् ॥ १० ॥

पापं तत्त्वविदस्तापहेतुर्न भवतीत्युक्तम् इह तु कृतमकृतं वा पुण्यं पापं वा तथाविधं तापकं न भवतीत्युच्यते इति विशेषः। तथाहि तापो नाम चित्तविकारविशेषः पुण्यं कृतं सत् हर्षलक्षणं विकारमुत्पादयति अकृतं विषादं पापं पुनस्तद्वैपरीत्येनाकृतं हर्षमुत्पादयति कृतं विषादम्। तत्त्वविदस्तु उभे अपि उभयविधविकारहेतू न कदाचित् भवतः अविक्रियब्रह्मरूपत्वज्ञानादित्यभिप्रायः ॥ ९ ॥

नन्वियन्त्येव वाक्यानि प्रमाणानि नेत्याशङ्क्याह इत्यादिश्रुतय इति। आदिशब्देन इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति अथेतरे दुःखमेवापि यान्ति। तत् यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्। निचाय्य तं मृत्युमुखात् प्रमुच्यत इत्याद्याः श्रुतयो गृह्यन्ते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व्वभूतानि चात्मनि। समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति। क्षेत्रज्ञस्यात्मविज्ञानाद् विशुद्धिः परमात्मना इत्यादिपुराणस्मृतिवचनैः सह प्रमाणानीत्यर्थः। उदाहृतानां श्रुतिस्मृतिपुराणवाक्यानां सर्व्वेषां तात्पर्य्यमाह ब्रह्मज्ञाने इति ॥ १० ॥

ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়াও অভিমানী হয় না এবং পাপকর্ম্ম করিয়াও কুণ্ঠিত হয় না। আর ভবিষ্যতে কোন সৎকার্য্য করিব, এই আশয়ে উৎসাহিত হয় না এবং পাছে কোন অসৎ কর্ম্ম করিতে হয়, এই ভাবিয়া ব্যাকুল হয় না) ॥ ৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের প্রমাণ এবং যুক্তিদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়। (যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিয়া সেই সচ্চিদানন্দময় পরমব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের কোনরূপ সংসারযাতনা ভোগ হয় না এবং অনন্তকাল এইরূপ অতুল আনন্দভোগ হইতে থাকে। যে কদাচ সেই অপরিসীম আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্রও হ্রাস হয় না) ॥ ১০ ॥

आनन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा।
विषयानन्द इत्यादौ ब्रह्मानन्दो विविच्यते॥ ११॥
भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणाद् ब्रह्मलक्षणम्।
अन्नप्राणमनोबुद्धीस्त्यक्त्वानन्दं विजज्ञिवान्॥ १२॥

ननु ब्रह्मानन्द इत्यानन्दस्य ब्रह्मपदेन विशेषणादानन्दान्तरमस्तीत्यवगम्यते स कतिविधः कीदृशश्चानन्द इत्याकाङ्क्षायां तद्भेददर्शनपूर्व्वकं ब्रह्मानन्दविवेचनं प्रतिजानीते आनन्द इति। ब्रह्मानन्दो विद्यानन्दो विषयानन्द इत्यनेन प्रकारेण आनन्दस्य त्रैविध्यमवगन्तव्यं तयोरितरयो-रानन्दयोर्ब्रह्मानन्दमूलत्वादादावध्यायत्रयेण ब्रह्मानन्दो विभज्य प्रदर्श्यत इत्यर्थः॥ ११॥

तत्रादौ तावत्तैत्तिरीयश्रुतिपर्य्यालोचनायामानन्दरूपं ब्रह्मावगम्यते इत्यभिप्रायेण भृगु-वल्ल्या अर्थं संक्षेपेण दर्शयति भृगुरिति। भृगुनामकः पुत्रः पितुर्व्वरुणाख्यात् ब्रह्मलक्षणं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञा-सस्व तत् ब्रह्मेत्येवं रूपं श्रुत्वान्नमयादिकोषेषु तल्लक्षणासम्भवेन तेषाम् अब्रह्मत्वं निश्चित्य आनन्दमानन्दमयकोषस्य पञ्चमावयवत्वेन ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेति श्रुतं विम्बभूतमानन्दं ब्रह्म-लक्षणयोजनया ब्रह्मत्वेन ज्ञातवानित्यर्थः॥ १२॥

"ব্রহ্মানন্দ" এই শব্দদ্বারা জানা যায় যে, অন্যান্য প্রকারও আনন্দ আছে, অতএব আনন্দের প্রকারভেদ ও স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন ;—আনন্দ তিন প্রকার,—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ। এই ত্রিবিধ আনন্দের মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মানন্দ বিচার করিতেছেন॥ ১১॥

বরুণতনয় ভৃগু স্বীয় জনকের নিকট পরব্রহ্মের লক্ষণ উপদিষ্ট হইয়া অন্ন-ময়কোষ, প্রাণময়কোষ, মনোময়কোষ ও বিজ্ঞানময়কোষ এই কোষচতুষ্টয়ের বিচারপূর্ব্বক সেই সকল কোষ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া-ছিলেন। (প্রথমতঃ অন্নময়কোষে ব্রহ্মত্বের আশঙ্কা হইয়া সেই কোষের স্বরূপ বিচারদ্বারা তাহাতে ব্রহ্মলক্ষণ দেখিতে না পাইয়া অব্রহ্মজ্ঞানে সেই অন্নময়কোষে ব্রহ্মত্বের আশঙ্কা নিবারিত হওয়াতে সেই কোষকে অতিক্রম করিলেন। এইরূপে প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময়কোষেও ব্রহ্মবিজ্ঞানের

आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनम्।
तेषां लयश्च तत्रातो ब्रह्मानन्दो न संशयः॥ १३॥
भूतोत्पत्तेः पुरा भूमा त्रिपुटीद्वैतवर्जनात्।

कथमानन्दे तत्रत्वं योजितवानित्याशङ्क्य तद्योजनप्रकारदर्शनपरम् आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति इति वाक्यमर्थतः पठति आनन्दादिति। मान्यधर्मनिमित्तकादानन्दादेव भूतानि प्राणिनो जायन्ते तेन विषयभोगादिनिमित्तकेनानन्देन जीवनं प्राप्नुवन्ति तेषां प्राणिनां लयश्च तत्र तस्मिन् सुषुप्तिकालीने स्वस्वरूपभूते आनन्द एव भवति सुषुप्तावानन्दव्यतिरेकेण कस्याप्यनुभवाभावात्। अत आनन्दो ब्रह्मैव सर्व्वानुभवसिद्धत्वात्तत्र संशयः कर्त्तव्य इति भावः॥ १३॥

एवं तैत्तिरीयश्रुतितात्पर्य्यालोचनया ब्रह्मण आनन्दरूपता प्रदर्श्य छान्दोग्यश्रुतितात्पर्य्यालोचनयापि तां दिदर्शयिषुः सनत्कुमारनारदसंवादरूपे सप्तमाध्याये स्थितस्य भूमरूपब्रह्मप्रतिपादकस्य यत्र नान्यत् पश्यति नान्यच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमेत्यादिवाक्यस्यार्थं संक्षेपेणाह भूतोत्पत्तेरिति। भूतानामाकाशादीनां तत्कार्य्याणां जरायुजाण्डजादीनां चोत्पत्तेः पूर्व्वं त्रिपुटीद्वैतवर्ज्जनात् त्रयाणां ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपाणां पुटानामाकाराणां समाहारस्त्रिपुटी सैव द्वैतं तस्य वर्ज्जनमभावस्तस्मात् भूमा देशतः कालतो वस्तुतो वा

নিবৃত্তি হওয়াতে অবশেষে সেই আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইয়াছিল)॥ ১২॥

অন্নময়াদি পূর্ব্বোক্ত কোষচতুষ্টয়ে ব্রহ্মলক্ষণের নিরাস হইয়া আনন্দময়ে সম্পূর্ণ ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিভাসিত হয়। যেহেতু আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হয় এবং সেই সকল উৎপন্ন প্রাণী সেই আনন্দময় ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে জীবিত থাকে, আর অন্তকালে সেই প্রাণিগণ সেই আনন্দময়ে বিলীন হয়, অতএব সেই পরব্রহ্ম যে সম্পূর্ণ আনন্দস্বরূপ, তাহার সন্দেহ নাই॥ ১৩॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাদ্বারা পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিয়া ছান্দোগ্য শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনাদ্বারাও পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপত্ব প্রদর্শন মানসে সনৎকুমার ও নারদ সংবাদ উপন্যাস করিতেছেন।—ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই

ज्ञातृज्ञानज्ञेयरूपा त्रिपुटी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ।
ज्ञेयाः शब्दादयो नैतत् त्रयमुत्पत्तितः पुरा ॥ १५ ॥
त्रयाभावे तु निर्द्वैतः पूर्ण एवानुभूयते ।
समाधिसुप्तिमूर्च्छासु पूर्णः सृष्टेः पुरा तथा ॥ १६ ॥

परिच्छेदशून्यः परमात्मा भावानयने द्रव्यानयनमिति न्यायात् भूमैवासीदित्यध्याहारः। तदेव द्वैतवर्ज्जनमुपपादयति ज्ञातृज्ञानेति। वक्ष्यमाणज्ञात्रादिरूपा त्रिपुटी प्रलयकाले नासीत्येतत् सर्व्ववेदान्तसम्मतमिति हिशब्दप्रयुञ्जानस्यायमभिप्रायः ॥ १४ ॥

इदानीं ज्ञात्रादिस्वरूपं दर्शयति विज्ञानमय इति। परमात्मन उत्पन्नो बुद्ध्युपाधिको जीवो विज्ञानमयः ज्ञाता मनसि प्रतिविम्बितं मनोमयशब्दवाच्यं चैतन्यं ज्ञानं शब्दस्पर्शादयो ज्ञेयाः प्रसिद्धाः इदं त्रयं कार्य्यत्वादुत्पत्तेः पुरा कारणव्यतिरेकेण नासीत्यर्थः ॥ १५ ॥

फलितमाह त्रयेति। ज्ञात्रादित्रयाभावे निर्द्वैतो द्वैतरहितः पूर्ण एवात्मानुभूयते। कुत्रानुभूयत इत्यत आह समाधीति। विद्वदनुभवप्रदर्शनाय समाधिग्रहणं सर्व्वानुभवद्योतनाय सुषुप्तिमूर्च्छयोरुदाहरणं सुप्त्याद्युत्थितस्य द्वैतादर्शनस्मरणस्यान्यथानुपपत्त्या निर्द्वैतस्य तदनुभवितुः सिद्धिरिति भावः। भवतु सुप्त्यादावद्वैतसिद्धिः प्रकृते किमायातमित्यत आह पूर्ण इति। यथा सुप्त्यादौ परिच्छेदकाभावात् पूर्णस्तथा सृष्टेः पुरापि तदभावादित्यर्थः ॥ १६ ॥

ত্রিপুটীভূত দ্বৈত প্রপঞ্চ কিছুই ছিল না, কেবল সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যমাত্র বিদ্যমান ছিলেন। তদ্ভিন্ন আর কোন পদার্থই ছিল না এবং প্রলয়কালে সেই জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীও থাকে না ॥ ১৪ ॥

উৎপন্ন বিজ্ঞানময়কোষের নাম জ্ঞাতা, মনোময়কোষের নাম জ্ঞান এবং শব্দস্পর্শাদি বিষয়কে জ্ঞেয় বলা যায়। উক্তরূপ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের সমষ্টির নাম ত্রিপুটী। জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে উক্তরূপ ত্রিপুটীর সত্তা সম্ভবে না। উক্ত ত্রিপুটী কার্য্য, কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য সম্ভবে না; সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে যে ত্রিপুটীর অভাব থাকে, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৫ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটীর অভাব হয়, তখনও পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভব হইয়া থাকে। যেমন

यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखं त्रेधा विभेदिनि ।
सनत्कुमारः प्राहैवं नारदायातिशोकिने ॥ १७ ॥
सपुराणान् पञ्च वेदान् शास्त्राणि विविधानि च ।
ज्ञात्वाप्यनात्मवित्त्वेन नारदोऽतिशुशोच ह ॥ १८ ॥

अस्तु ब्रह्मणः पूर्णत्वम् आनन्दरूपत्वे किमायातम् इत्याशङ्क्य अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भूम्नः सुखरूपत्वप्रदर्शनपरं यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमस्तीति वाक्यमर्थतोऽनुक्रामति य इति । यः पूर्व्वोक्तः भूमा स सुखरूप एव द्वितीयस्य दुःखहेतोरभावात् इत्यर्थः अल्पे परिच्छिन्ने तस्यैव विवरणं त्रेधा विभेदिनीति हेतुगर्भविशेषणं सुखं तत्र न विद्यते इत्यर्थः । एवं कस्मै केनाभिहितम् इत्यत आह सनत्कुमार इति । नारदस्य शिष्यत्वे कारणमाह अतिशोकिन इति । अतिशोकिनेऽतिशोकोऽस्यास्तीत्यतिशोकी तस्मै ॥ १७ ॥

तस्यातिशोकित्वे हेतुमाह सपुराणानिति । नारदः पुराणैः सह वर्त्तन्ते इति सपुराणाः पञ्च वेदास्तान् विविधानि च शास्त्राणि विदित्वाप्यात्मज्ञानरहितत्वेनातिशयेन शोकं प्राप्तः ॥ १८ ॥

সমাধি, সুষুপ্তি অথবা মূর্চ্ছাবস্থাতে সেই অদ্বৈত পরিপূর্ণ আনন্দময় বিদ্যমান থাকেন, সেইরূপ সৃষ্টির পূর্ব্বেও অদ্বৈত পরিপূর্ণ আনন্দ বর্ত্তমান থাকেন ॥১৬॥

নারদঋষি আনন্দময়ের স্বরূপ জানিতে না পারিয়া শোকাকুলচিত্তে সনৎকুমার ঋষিকে আনন্দময়ের স্বরূপ পরিজ্ঞানার্থ জিজ্ঞাসা করাতে সনৎকুমার ঋষি নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন যে,—যে বস্তু সম্পূর্ণ, বৃহৎ এবং অপরিচ্ছিন্ন, তাহাই সুখস্বরূপ। তদ্ভিন্ন স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তু সুখস্বরূপ নহে। (যে সকল বস্তুকে কালদেশাদিদ্বারা পরিচ্ছেদ করা যায় এবং যাহারা স্বজাতীয় অন্যান্য বস্তু হইতেও বিজাতীয় পদার্থ হইতে অভিন্ন নহে, সেই সকল বস্তুকে সুখস্বরূপ বলা যায় না) ॥১৭॥

নারদঋষি পুরাণ, পাঁচ প্রকার বেদ * এবং অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানাভাবে অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন এবং এইনিমিত্ত কোনরূপেই নারদের মনে সন্তোষের আবির্ভাব হইত না ॥ ১৮ ॥

---

* মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বিখ্যাত আছে।

वेदाभ्यासात् पुरा तापत्रयमात्रेण शोकिता ।
पश्चादभ्यासविस्मारभङ्गगर्वैश्च शोकिता ॥ १९ ॥
सोऽहं विद्वन् प्रशोचामि शोकपारं नयस्व माम् ।

ननु वेदशास्त्रविषयज्ञानस्य शोकनिवर्त्तकत्वेन प्रसिद्धस्य कथमतिशयशोकहेतुत्वमित्यत आह वेदाभ्यासादिति । तापत्रयेणाध्यात्मिकादिलक्षणेनैव शोकिता शोकोऽस्यास्तीति शोकी तस्य भावस्तत्ता आसीदित्यध्याहारः । पश्चात्त्विति तुशब्दो विशेषद्योतनार्थः । अभ्यासः पाठावर्त्तनं विस्मारः पठितस्य विस्मरणं भङ्गः स्वतोऽधिकेन तिरस्कारः गर्वो न्यूनदर्शनेन स्वाधिक्यबुद्धिः एतैश्च कारणैः शोकित्वम् ॥ १९ ॥

नन्वेवं सर्व्वज्ञस्यापि नारदस्य अतिशोकित्वं जातमिति कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य सोऽहं भगवः शोचामीति तदीयादेव वाक्यादवगतमित्यभिप्रेत्य तं मा भगवाञ्छोकस्य पारं तारयत्विति तन्निवृत्त्युपाये तेन पृष्टे सति सनत्कुमारो भूमशब्दवाच्यं सुखरूपं ब्रह्मैव ज्ञायमानं

ঋষিপ্রবর নারদ বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে কেবল আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই তিনপ্রকার পরিতাপে তাপিত থাকিয়া নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতেন। এইভাবে কিছুকাল অতীত হইলে পর সেই সকল ত্রিবিধ দুঃখভোগও রহিল, কিন্তু বেদাধ্যয়ন অভ্যাস বিস্মৃত হইল এবং যাঁহারা সেই নারদের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট তিনি সর্ব্বদা অশেষপ্রকার তিরস্কার সহ্য করিতেন। আর যাহারা তাঁহার জ্ঞান হইতে অল্প জ্ঞানশালী ছিল, তাহাদিগের সমীপে আপন জ্ঞানের গৌরব করিতেন। নারদ ঋষি ইত্যাদি নানাপ্রকার দোষে অশেষপ্রকার দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে নারদ জ্ঞানীও নহে এবং অজ্ঞানীও নহে, এইরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন। কিছুতেই তাঁহার মনের শান্তি ছিল না ॥ ১৯ ॥

পরে সেই নারদঋষি সনৎকুমার ঋষির নিকটে গিয়া কহিলেন, বিদ্বন্! আমি অতিশয় শোকাকুল হইয়াছি, আমাকে শোকসাগর হইতে পার করুন। নারদ ঋষি সনৎকুমারকে এইরূপে আত্মদুঃখ বিজ্ঞাপন করিলে তখন ঋষিপ্রবর সনৎকুমার বলিলেন, তপোধন! তোমার এইরূপ দুঃখের পার কেবল

इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यधादृषिः ॥ २० ॥
सुखं वैषयिकं शोकसहस्रेणावृतत्वतः ।
दुःखमेवेति मत्वाह नाल्पेऽस्ति सुखमित्यसौ ॥ २१ ॥
ननु द्वैते सुखं माभूदद्वैतेऽप्यस्ति नो सुखम् ।

शोकनिवृत्त्युपाय इति सुखं त्वेव विजिज्ञासितव्यमित्यारभ्योत्तरग्रन्थसन्दर्भेण उक्तवानित्याह सोऽहमिति ॥ २० ॥

ननु स्रगादिजन्येषु सुखेषु बहुषु सत्सु नाल्पे सुखमस्तीत्युक्तिरनुपपन्नेति चेत् न तेषां दुःखानुषङ्गेण विषसंपृक्तान्नवत् बहुदुःखरूपत्वस्य मुनिनाभिप्रेतत्वादित्याह सुखमिति ॥ २१ ॥

द्वैते सुखाभावमङ्गीकृत्याद्वैतेऽपि तमाशङ्कते नन्विति । तत्रानुपलब्धिं प्रमाणयति अस्ति चेदिति । अद्वैते यदि सुखं विद्यते तर्हि विषयसुखादिवदुपलभ्येत यतो नोपलभ्यते

নিত্য সুখমাত্র। নিত্যসুখ সাক্ষাৎকার না হইলে তোমার এই দুঃখ নিবৃত্তির আর উপায় নাই ॥ ২০ ॥

সাংসারিক সুখ কেবল দুঃখ সহস্রদ্বারা আবৃত, সংসারে যাহাকে সুখ বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা ভোগ করিতে গেলে সহস্র সহস্র দুঃখ পাইতে হয়, অতএব সাংসারিক সুখকে প্রকৃত সুখ বলিয়া গণ্য করা যায় না। (যেমন বিষমিশ্রিত অন্ন ভোজন করিলে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র তৃপ্তি না হইয়া প্রাণান্ত ক্লেশ উপস্থিত হয়, সেইরূপ সাংসারিক পুত্রকলত্রাদি সুখসামগ্রীর সেবা করিতে গেলে অনন্তকালের জন্য দুঃখভাগী হইতে হয়। অতএব সাংসারিক কৃত্রিম সুখকে দুঃখ বলা যায়।) এই বিবেচনায় আমি পূর্ব্বেই বর্ণিয়াছি যে, পরিচ্ছিন্ন সুখ প্রকৃত সুখশব্দের বাচ্য নহে। যে সুখ কিছুকালের নিমিত্ত ভোগ হয়, তাহাকে প্রকৃত সুখ বলাযায় না ॥ ২১ ॥

যদি বল, দ্বৈত পরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ নাই, কিন্তু অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থেও সুখ নাই। যদি অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ থাকিত, তাহা-হইলে বিষয়সুখাদির ন্যায় সেই সুখের অনুভব হয় না কেন? আর যদি বল, সেই সুখের উপলব্ধি হয়, তাহাহইলে অদ্বৈতত্ত্বের হানি হয়। যেহেতু সুখের অনুভব স্বীকার করিলেই অনুভবকর্ত্তা মানিতে হয়, কর্ত্তা ভিন্ন কোন

अस्ति चेदुपलभ्येत तथा च त्रिपुटी भवेत् ॥ २२ ॥
मास्त्वद्वैते सुखं किन्तु सुखमद्वैतमेव हि ।
किं मानमिति चेन्नास्ति मानाकाङ्क्षा स्वयं प्रभे ॥ २३ ॥
स्वप्रभत्वे भवद्वाक्यं मानं यस्माद् भवानिदम् ।
अद्वैतमभ्युपेत्यास्मिन् सुखं नास्तीति भाषते ॥ २४ ॥

चतो नास्तीत्यर्थः। ननूपलभ्यत एवेत्याशङ्कमानं प्रत्याह तथेति। अनुभवस्यानुभवित्रनुभाव्यसापेक्षत्वादद्वैतहानिरिति भावः ॥ २२ ॥

अद्वैतस्य सुखाधिकरणत्वनिषेधमङ्गीकरोति सिद्धान्ती मास्त्विति। तत्र हेतुमाह किन्तु सुखमद्वैतमिति। हि यस्मात् कारणात् अद्वैतमेव सुखम् अतः सुखाधिकरणं न भवतीत्यर्थः। अद्वैतं सुखमित्यत्र किं प्रमाणम् इत्याशङ्कानुवादपूर्व्वकं तस्य स्वप्रकाशत्वात् प्रमाणप्रश्न एवानुपपन्न इत्याह किं मानमिति चेदिति ॥ २३ ॥

ननु स्वप्रकाशत्वेऽपि किं प्रमाणमित्याशङ्क्य त्वदीयमेव वचनं प्रमाणमित्याह स्वप्रभत्व इति। तदुपपादयति यस्मादिति। यतः कारणात् भवता प्रमाणैरपेक्ष्यैवाद्वैतमभ्युपेत्य सुखमेतान्निषिध्यतेऽतः स्वप्रभत्वमित्यर्थः ॥ २४ ॥

কার্য্যই হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুটী ভাব অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকলের সত্তা স্বীকার করিতে হইল, তাহা হইলে আর অদ্বৈতত্ত্ব কোথায় থাকে? ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থে সুখ স্বীকার করিলে অদ্বৈতত্ত্বের হানি হয়, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।— আমি অদ্বৈত অপরিচ্ছিন্ন পদার্থের সুখভোগ স্বীকার করি না, কিন্তু তাহাকে সুখ বলিয়া থাকি। ঐ সুখ কোন প্রমাণ অপেক্ষা করে না, কারণ তাহা স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

সেই সুখের স্বপ্রকাশত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—তাহার স্বপ্রকাশকত্ব বিষয়ে আমি তোমারই বাক্যকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করি, কারণ তুমি যাহাকে অদ্বৈত স্বীকার করিয়া বলিতেছ যে, তাহাতে সুখ নাই। (যদি তিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ না হইতেন এবং তাঁহার

नाभ्युपैम्यहमद्वैतं त्वद्वचोऽनूद्य दूषणम्।
वच्मीति चेत् तदा ब्रूहि किमासीद्द्वैततः पुरा ॥ २५ ॥
किमद्वैतमुत द्वैतमन्यो वा कोटिरन्तिमः।
अप्रसिद्धो न द्वितीयोऽनुत्पत्तेः शिष्यतेऽग्रिमः ॥ २६ ॥

न मयाऽद्वैतमभ्युपगम्यते किन्तु त्वदुक्तमद्वैतमनूद्य दूष्यतेऽतो नोक्तसिद्धिरिति शङ्कते नाभ्युपैमीति। विकल्पासहत्वादद्वैतानभ्युपगमोऽनुपपन्न इति मन्वानः पृच्छति तदेति ॥२५॥

किंशब्दसूचितं विकल्पं सूचयति किमद्वैतमिति। तृतीयं पक्षं निराकरोति अन्तिम इति। द्वैताद्वैतविलक्षणस्य रूपस्य लोके अदर्शनादिति भावः। द्वितीयं पक्षं निराकरोति न द्वितीय इति। तत्र हेतुमाह अनुत्पत्तेरिति। द्वैतस्य तदानीमनुत्पन्नत्वादिति भावः। अतः प्रथमः पक्षः परिशिष्यत इत्याह शिष्यत इति ॥ २६ ॥

প্রকাশক অন্য কেহ থাকিত, তাহাহইলে তাঁহাকে অদ্বৈত বলিতে পারিতে না, কিন্তু তুমিই তাঁহাকে অদ্বৈত বলিয়াছ। অতএব তোমার বাক্যপ্রমাণেই তাঁহার স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ হইতেছে) ॥ ২৪ ॥

যদি বল, আমি তাঁহাকে অদ্বৈত বলিয়া স্বীকার করি নাই, কেবল তোমার বাক্য গ্রহণ করিয়া তাহাতে দোষারোপ করিয়াছি। তুমি যে, অদ্বৈত শব্দ উচ্চারণ করিয়াছ; আমি তাহারই অণুকরণ করিয়াছি। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে, যদি তুমি অদ্বৈত স্বীকার না করিলে তবে বল দেখি, এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে কি ছিল ? ॥ ২৫ ॥

এই দ্বৈত জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে দ্বৈত ছিল, কি অদ্বৈত ছিল, অথবা অন্য প্রকার ছিল, তাহা নিশ্চয় কর। যদি বল, এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্য কোন প্রকারান্তর ছিল, তাহা বলিতে পার না, যেহেতু দ্বৈত ও অদ্বৈত ভিন্ন পদার্থই অসম্ভব। আর যদি বল, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ দ্বৈত ছিল, তাহাও বলিতে পার না, যেহেতু উৎপত্তির পূর্ব্বে আর কিছুরই উৎপত্তি হয় নাই ; সুতরাং "দ্বৈত ছিল" এই কথা সর্ব্বথা অযুক্ত হইতেছে। অতএব পরিশেষে তোমাকে উৎপত্তির পূর্ব্বে অদ্বৈতের অবস্থান স্বীকার করিতে হইল। (দ্বৈত, অদ্বৈত কিম্বা অন্যপ্রকার এই ত্রিবিধ সংশয় হইয়া

अद्वैतसिद्धिर्युक्त्यैव नानुभूत्येति चेद्वद ।
निर्दृष्टान्ता सदृष्टान्ता वा कोऽप्यन्तरमेव नो ॥ २७ ॥
नानुभूतिर्न दृष्टान्त इति युक्तिस्तु शोभते ।
सदृष्टान्तत्वपक्षे तु दृष्टान्तं वद मे मतम् ॥ २८ ॥

ननूक्तेन प्रकारेणाद्वैतं युक्त्या एव सिध्यति नानुभवेनेति चेद्वदति शङ्कते । अद्वैत-सिद्धिर्युक्त्यैवेत्युक्तं विकल्पासहत्वादनुपपन्नमिति मन्वानो युक्तिं विकल्पयति सिद्धान्ती निर्दृष्टा-न्तेति । विकल्पस्य न्यूनतां निराकरोति कोऽप्यन्तरमेव नो इति ॥ २७ ॥

प्रथमं पक्षं सोपहासं निराकरोति नानुभूतिरिति । अद्वैतसिद्धिर्युक्त्यैवेति वदता अनुभूतिस्तावन्नाभ्युपेयते युक्तिस्तु दृष्टान्तप्रदर्शनमन्तरेण न किञ्चित् साधयति अतो न दृष्टान्त इत्युक्तिरयुक्तेति भावः । द्वितीये विकल्पे उभयवादिसम्प्रतिपन्नो दृष्टान्तो वक्तव्य इत्याह सदृष्टान्तेति ॥ २८ ॥

ছিল, তাহাতে দ্বৈত ও অন্যপ্রকার এই দুই যদি দোষ দর্শনে নিবারিত হইল, সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে যে অদ্বৈত ছিল, তাহাই তোমাকে মানিতে হইল। অতএব অদ্বৈত অস্বীকার করিতে পার না) ॥ ২৬ ॥

যদি বল, তুমি যে যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধি করিলে তাহা সত্য বটে, তোমার যুক্তি অগ্রাহ্য করিতে পারি না, কিন্তু অদ্বৈত যে আমার অনুভবে আইসে না, অর্থাৎ আমি তোমার যুক্তি শুনিয়াও কোনরূপে সেই অদ্বৈত অনুভব করিতে পারি না, তাহার উত্তর কি ? ইহার উত্তর এই যে, তুমি বল দেখি, দৃষ্টান্তশূন্য বাক্যকে যুক্তি বলা যায়, কি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ? ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে উপহাসপূর্ব্বক প্রথম পক্ষের নিরাস করিতে-ছেন ।—যদি দৃষ্টান্তশূন্য বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে তোমার মতে দৃষ্টান্ত ও অনুভববিহীন বাক্যই যুক্তিরূপে শোভা পায়। প্রকৃতপক্ষে যে বাক্যে দৃষ্টান্ত বা অনুভব কিছুই নাই, তাহাকে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি বলা যায় না। অতএব তুমি দৃষ্টান্তবিহীন বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পার না। আর যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া মান, তাহাহইলে

अद्वैतः प्रलयो द्वैतानुपलम्भेन सुप्तिवत्।
इति चेत् सुप्तिरद्वैतेत्यत्र दृष्टान्तमीरय ॥ २९ ॥
दृष्टान्तः परसुप्तिश्चेदहो ते कौशलं महत्।
यः स्वसुप्तिं न वेत्त्यस्य परसुप्तौ तु का कथा ॥ ३० ॥

तर्हि दृष्टान्तेनाद्वैतं साधयामीति शङ्कते पूर्व्वपक्षवादी अद्वैत इति। प्रलयो द्वैतरहितो भवितुमर्हति द्वैतानुपलब्धिमत्त्वात् यो यो द्वैतानुपलब्धिमान् स स द्वैतरहितः यथा स्वाप इति। नन्वेवं साधयतस्तव स्वसुप्तिर्दृष्टान्तः परसुप्तिर्वा आद्ये तस्याः परं प्रत्यसिद्धत्वेन तत्सिद्धये दृष्टान्तान्तरं वक्तव्यमित्याह सुप्तिरिति ॥ २९ ॥

ननु तस्याः परसुप्तिरेव दृष्टान्त इति द्वितीयं विकल्पमाशङ्कते दृष्टान्तः परेति। परसुप्तेस्तवाप्रसिद्धत्वेन त्वया दृष्टान्तीकरणमनुपपन्नमिति सोपहासमाह सिद्धान्ती अहो इति। यो भवान् सुप्तेरनुभवगम्यत्वानङ्गीकारेण स्वसुप्तिमपि न वेत्ति अस्य तव परसुप्तौ का कथा परसुप्तिज्ञानं न भवतीति किमुत वक्तव्यमिति भावः ॥ ३० ॥

আমার মতে যে সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই সকল স্বীকার কর, তাহা হইলে তোমার অদ্বৈতের অনুভব হইবে ॥ ২৮ ॥

যেমন সুষুপ্তিকালে দ্বৈতের অনুভব হয় না বলিয়াই সেই সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলা যায়, সেইরূপ প্রলয়কালেও দ্বৈতের উপলব্ধি হয় না বিধায় যদি প্রলয়কালকে অদ্বৈত বলিয়া স্বীকার কর, তবে বল দেখি, সুষুপ্তিকালকে যে অদ্বৈত বলিলে তাহাতে দৃষ্টান্ত কি? (সুষুপ্তিকালে দ্বৈত কি অদ্বৈত তুমি তাহা কিছুই জান না, তবে কোন্ দৃষ্টান্তবলে সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিতে পার?) ॥ ২৯ ॥

যদি তুমি অন্যের সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে স্বীকার করিয়া সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিয়া গণ্য কর। আহা! তবে তুমি কি আশ্চর্য্য কৌশলই প্রকাশ করিলে, যে ব্যক্তি আপন সুষুপ্তি জানে না, সে যে পরের সুষুপ্তি জানিবে তাহা কোনরূপেও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং তুমি এখনও সুষুপ্তিকালকে অদ্বৈত বলিতে পারিলে না ॥ ৩০ ॥

निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तो यथाहमिति चेत् तदा ।
उदाहर्तुः सुषुप्तेस्ते स्वप्रभत्वं बलाद् भवेत् ॥ ३१ ॥
नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तस्तथाप्यङ्गीकरोषि ताम् ।
इदमेव स्वप्रभत्वं यज्ज्ञानं साधनैर्विना ॥ ३२ ॥
स्तामद्वैतस्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखं कथम् ।

नन्वनुमानात् परसुप्तिसिद्धिरिति शङ्कते निश्चेष्टेति । विमतः परः सुप्तो भवितुमर्हति प्राणादिमत्त्वे सति निश्चेष्टत्वात् मद्वदित्यनुमानादित्यर्थः । एवं तर्हि तव सुप्तेः स्वप्रकाशत्वं परिशिष्यत इत्याह सिद्धान्ती उदाहर्तुरिति । तदा तर्हि मां प्रति स्वसुप्तिमुदाहृतुं दृष्टान्ती-कर्तुस्ते तव सुप्तेः स्वप्रभत्वं स्वप्रकाशत्वं बलात् सुप्त्युदाहरणसामर्थ्यादेव भवेत् ॥ ३१ ॥

ननु कथं बलाद् भवतीत्याशङ्क्याह नेन्द्रियाणीति । सुप्तिग्राहकाणीन्द्रियाणि न सन्ति तेषां स्वकारणे विलीनत्वात् दृष्टान्तश्च सम्प्रतिपन्नो नास्ति परसुषुप्तेरप्रसिद्धत्वस्योक्तत्वात् तथापि तां सुषुप्तिम् अङ्गीकरोषि एवञ्च सति साधनैर्विना ज्ञानसाधनमन्तरेणापि भानं प्रकाशन मिति यदिदमेव स्वप्रभत्वं सुषुप्त्या इत्यर्थः । अत्रायं प्रयोग. विमता सुप्तिः स्वप्रकाशा असत्-स्वपि ज्ञानसाधनेषु प्रकाशमानत्वात् साङ्ख्याभिमत आत्मवत् प्राभाकराभिमतसंवेदनवच्च ॥ ३२

इत्थं प्रलयस्य दृष्टान्तत्वेनोदाहृतायाः सुषुप्तेरद्वैतत्वं स्वप्रभत्वञ्च प्रसाध्य तत्र सुखमसाध-

---

যেমন আমি সুষুপ্তিকালে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকি, সেইরূপ এই ব্যক্তিও নিশ্চেষ্ট হইয়াছে, অতএব ইহাই এই ব্যক্তির সুষুপ্তিকাল। যদি এইরূপ অনুমানদ্বারা অন্যের সুষুপ্তি স্বীকার কর, তবে উক্তরূপ অনুভবদ্বারা তোমার নিজের সুষুপ্তিকালের স্বয়ং প্রকাশত্বও স্বীকৃত হইতে পারে। (যদি পরের সুষুপ্তিকাল অনুমিত হইল, তবে নিজের সুষুপ্তি কেনন। অনুভূত হইবে?) ॥৩১॥

যদি বল, তুমি বলপূর্ব্বক সুষুপ্তি স্বীকার করিতেছ, অর্থাৎ যাহার গ্রহণে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্ষমতা নাই, অথবা কোনপ্রকার দৃষ্টান্তদ্বারা যাহার প্রমাণ করা যায় না, তথাপি তাহাই স্বীকার করিতেছ, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— যাহাতে কোন ইন্দ্রিয়ের গতি নাই এবং যাহা কোনরূপ দৃষ্টান্তের বিষয় নহে, অথচ অকারণেই যাহাকে স্বীকার করিতে হয়, তাহাকে স্বপ্রকাশ বলা যায় ; সুতরাং সুষুপ্তিরও স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৩২ ॥

अस्य दुःखं तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम् ॥ २३ ॥
अन्धः सन्नप्यनन्धः स्याद् विद्धोऽप्यविद्धोऽथ रोग्यपि ।
अरोगीति श्रुतिः प्राह तच्च सर्व्वे जना विदुः ॥ २४ ॥

नाथ पूर्व्वपक्षिण आकाङ्क्षामुत्थापयति ,भामद्वैतेति। सुखप्रतियोगिनो दुःखस्य तदानीमभावात् सुखमेव परिशिष्यते इत्याह अस्येति। सुखदुःखयोः प्रकाशतमसोरिव परस्पर-विरोधित्वात् दुःखाभावे सुखमेवाभ्युपेयमिति भावः ॥ २३ ॥

सुप्तौ दुःखाभावे किं मानमित्याकाङ्क्षायां श्रुत्यनुभवादित्याह अन्ध इति। तस्माद्वा एतं सेतुं तीर्त्वाऽन्धः सन्ननन्धो भवति विद्धः सन्नविद्धो भवत्युपतापी सन्ननुपतापी भवति तत् यद्यपीदं भगवन् शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवतीत्यादिश्रुतिर्देहाभिमानप्रयुक्तान्धत्वादीन् दोषान् सुप्तौ वारयति। व्याध्यादिना पीड्यमानस्यापि सुप्तौ तद्दुःखानुभवो नास्तीत्येतत् सर्व्वजनप्रसिद्धञ्चेत्यर्थः ॥ २४ ॥

যদি বল, সুষুপ্তিকাল অদ্বৈতস্বরূপ হউক অথবা স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ হউক, তাহাতে বিবাদ করিবা কোন ফল দর্শিবে না, কিন্তু সুষুপ্তিকালে সুখ কিপ্রকারে থাকিতে পারে? তবে ইহার উত্তর শ্রবণ কর। যেহেতু সুষুপ্তি-কালে দুঃখ নাই, এই নিমিত্ত সেইকালে যে সুখের সত্তা আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। দুঃখের নিবৃত্তিই সুখ, যেখানে দুঃখ নাই, সেই স্থানেই যে সুখ আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। (যেমন যেখানে অন্ধকার নাই সেই স্থানেই আলোক থাকে, সেইরূপ দুঃখ না থাকিলেই সুখের সত্তা জানা যায়) ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে সুষুপ্তিকালে দুঃখের অভাবহেতুই সুখ আছে। এইক্ষণ জিজ্ঞাস্য এই যে, সুষুপ্তিকালে যে দুঃখ নাই, তদ্বিষয়েই বা প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় শ্রুত্যুক্ত অনুভবদ্বারা সুষুপ্তিকালে দুঃখাভাব প্রতি-পাদন করিতেছেন।—শ্রুতিতে কথিত আছে যে, সুষুপ্তিকালে অন্ধব্যক্তিও অনন্ধ হয়, বিদ্ধব্যক্তিও অবিদ্ধ হয় এবং রোগীব্যক্তিও অরোগী হয়। এইক্ষণ বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি সুষুপ্তিতে অন্ধত্বাদি কোন দোষই না থাকিল, তবে সেইকালে যে দুঃখের অভাব হইবে তদ্বিষয়ে আর প্রমাণান্তরের প্রয়ো-

ন দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং লোষ্টশিলাদিষু।
দ্বয়াভাবস্য দৃষ্টত্বাদিতি চেদ্ বিষমং বচঃ॥ ২৫॥
মুখদৈন্যপ্রকাশাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্।
দৈন্যাদ্যভাবতো লোষ্টে দুঃখাদ্যূহো ন সম্ভবেৎ॥ ২৬॥

ননু যত্র দুঃখাভাবস্তত্র সুখমিত্যস্যাঃ ব্যাপ্তের্লোষ্টাদৌ ব্যভিচার ইতি শঙ্কতে ন দুঃখেতি। দুঃখাভাবমাত্রেণ সুখং কল্পয়িতুং ন শক্যতে লোষ্টশিলাদিষু দ্বয়াভাবস্য সুখদুঃখয়োরভাবস্য প্রদর্শনাদিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যান্নৈবমিতি পরিহরতি বিষমমিতি বচো দৃষ্টান্তবচনং বিষমং দার্ষ্টান্তিকাননুসারীত্যর্থঃ॥ ২৫॥

দৃষ্টান্তস্যাননুকূলত্বমেবোপপাদয়তি মুখেতি। অন্যনিষ্ঠয়োর্দুঃখসুখয়োরূহনং যথাক্রমং মুখদৈন্যবিকাশাভ্যাং লিঙ্গাভ্যাং কর্ত্তব্যম্ অয়ং দুঃখী বিষণ্ণবদনত্বাৎ অসম্প্রতিপন্নবৎ অয়ং সুখী প্রসন্নবদনত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবৎ ইত্যর্থঃ। ভবত্বেবং লোকে প্রকৃতে কিমায়াতমিত্যত আহ দৈন্যাদীতি। লোষ্টাদৌ মুখদৈন্যাদিলিঙ্গাভাবাৎ সুখদুঃখয়োরূহনমেব ন সম্ভবতি অতস্তত্র দুঃখাভাবোঽপি ন নিশ্চেতুং শক্যতে ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥

জন কি? ইহা সকলেই জানিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালে কোন পীড়া থাকিলেও সেই পীড়া কোন ক্লেশপ্রদান করিতে পারে না, অতএব সুষুপ্তিকালে দুঃখাভাব প্রতিপন্ন হইল॥ ৩৪॥

যদি বল, দুঃখের অভাবমাত্রেই সুখের সত্তা স্বীকার করিতে পারি না, যেহেতু কাষ্ঠপাষাণাদিতে দুঃখের অভাব আছে, কিন্তু তাহাতে সুখ দেখিতেছি না; সুতরাং "দুঃখের অভাব হইলে যে সুখ হয়" ইহা অতি বিষম বাক্য। কাষ্ঠপাষাণাদিতে সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অভাব বিদ্যমান আছে, অতএব দুঃখাভাবকে হেতু করিয়া সুখসাধন যুক্তিযুক্ত হয় না॥ ৩৫॥

পূর্ব্বোক্ত দোষের উত্তর এই যে,—পরের সুখ ও দুঃখ কাহারও প্রত্যক্ষ হয় না, চিহ্ন দর্শনদ্বারাই সুখ ও দুঃখের অনুমান করিতে হয়। মুখের মলিনতাদ্বারা দুঃখ অনুমিত হয় এবং মুখের প্রসন্নতাদৃষ্টে সুখের অনুভব হইয়া থাকে। (যখন কোন ব্যক্তির নিতান্ত বিমর্ষভাব লক্ষিত হয়, তখনই সেই ব্যক্তিকে দুঃখী বলিয়া অনুমান করা যায়, আর যখন তাহার মুখ সুপ্রসন্ন দেখা যায়,

स्वकीयसुखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः ।
भावो वेद्योऽनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ ३७ ॥
तथा सति सुषुप्तौ च दुःखाभावोऽनुभूतितः ।
विरोधिदुःखराहित्यात् सुखं निर्विघ्नमिष्यताम् ॥ ३८ ॥
महत्तरप्रयासेन मृदुशय्यादिसाधनम् ।

इदानीं परकीयसुखदुःखाभ्यां स्वकीयसुखदुःखयोर्वैषम्यं दर्शयति स्वकीयेति । स्वनिष्ठयोस्तु सुखदुःखयोरनुभवसिद्धत्वान्नानुमेयत्वं यतस्ततस्तयोः सुखदुःखयोर्भावः सद्भावो यथानुभूत्यैव वेद्यः प्रत्यक्षेणावगम्यते तथा तदभावोऽपि तयोः सुखदुःखयोरभावोऽपि अन्यतः अन्यस्मात् अनुमानादेर्नावगम्यते किन्तु प्रत्यक्षेणैवेत्यर्थः ॥ ३७ ॥

फलितमाह तथेति । तथा सति स्वकीयस्य सुखादेरनुभवगम्यत्वे सति सुषुप्तौ स्वकीयसुषुप्तावपि विद्यमानो दुःखाभावोऽनुभवेनैव सिद्धः । ततोऽपि किं तत्राह विरोधीति । सुप्तौ सुखविरोधिनो दुःखस्याभावान्निर्विघ्नं बाधरहितं सुखमिष्यताम् अभ्युपेयताम् ॥ ३८ ॥

शय्यादिसाधनसम्पादनस्यान्यथानुपपत्त्यापि सुषुप्तौ सुखमस्तीत्यभ्युपगम्यते इत्याह

তখনই সেই ব্যক্তিকে সুখী বলিয়া বোধ হয়)। কিন্তু কাষ্ঠাপাষাণাদির কোনপ্রকার দীনতা লক্ষিত হয় না, অতএব তাহাদিগের দুঃখাদি অনুভূত হইতে পারে না। অতএব কাষ্ঠপাষণাদিকে দৃষ্টান্তস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া যে দোষের আবিষ্কার করিয়াছিলে, তাহা সুসঙ্গত হইল না ॥ ৩৬ ॥

স্বীয় সুখ, স্বীয় দুঃখ, অথবা স্বীয় সুখাভাব ও দুঃখাভাব এই সকল কোন চিহ্নদ্বারা অনুমান করিতে হয় না, আপনার সুখদুঃখাদি স্বভাবতই অনুভূত হইয়া থাকে। যেমন আপনার সুখদুঃখের প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ আপনার সুখদুঃখাভাবেরও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব সুষুপ্তিকালে যে দুঃখাভাব আছে, তাহা অনুভবদ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে; সুতরাং সুষুপ্তিকালে দুঃখের অভাববশতঃই সেইকালে সুখের সত্তা নির্ব্বিবাদে সিদ্ধ হইতেছে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না ॥ ৩৭-৩৮ ॥

যদি সুষুপ্তিকালে সুখের অনুভবই না থাকিবে, তবে লোকে বহু বহু প্রয়াস স্বীকার করিয়া সুকোমল শয্যা প্রস্তুত করে কেন? (কোমল-

कुतः सम्पाद्यते सुप्तौ सुखं चेत् तत्र नो भवेत् ॥ ३९ ॥
दुःखनाशार्थमेवैतदिति चेद्रोगिणस्तथा ।
भवत्वरोगिणस्तत् सुखायैवेति निश्चिनु ॥ ४० ॥
तर्हि साधनजन्यत्वात् सुखं वैषयिकं भवेत् ।

महत्तरेति । तत्र तस्यां सुषुप्तौ सुखं न भवेच्चेत् महत्तरप्रयासेन बहुवित्तव्ययशरीरपीड़नादिना मृदुशय्यादि कशिपुमञ्चादि सुखसाधनं कुतः कस्मात् कारणात् सम्पाद्यते न कुतोऽपीत्यर्थः ॥ ३९ ॥

अर्थापत्तेरन्यथोपपत्तिं शङ्कते दुःखेति । एतत् शय्यादिसाधनसम्पादनं दुःखनिवृत्तिफलकं न नियतमिति परिहरति रोगिण इति । रोगादिदुःखे सति तन्निवृत्तये तद्भवतु तदभावे तु तत्र निवर्त्त्यदुःखाभावात् तत्सम्पादनं सुखायैव इत्यवगम्यते इत्यर्थः ॥ ४० ॥

ननु सौषुप्तसुखस्य शय्यादिसाधनजन्यत्वे आत्मस्वरूपत्वं व्याहन्येतेति शङ्कते तर्हीति ।

শয্যার এমন ক্ষমতা নাই যে, অন্য কোনপ্রকার ইষ্টসাধন করিতে পারে, কেবল তাহার স্পর্শ অনুভূত হইয়া সুখানুভব হয়, ইহাই কোমলশয্যার গুণ। কিন্তু সেই সুখই যদি তাহাতে না থাকিল, তবে কোমলশয্যার প্রয়োজন কি?) ॥ ৩৯ ॥

যদি বল, কোমলশয্যা দুঃখ নিবারণ করে, ইহাই তাহার প্রয়োজন। কঠিন শয্যাতে শয়ন করিলে ক্লেশ হয়, কোমলশয্যায় ক্লেশ হয় না, সুতরাং কোমলশয্যা নিষ্প্রয়োজন বলিতে পার না। যদি কেবল দুঃখ নিবারণ করাই কোমলশয্যার উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা রোগীদিগের পক্ষেই সম্ভব হইতে পারে। যাহারা রুগ্ন অবস্থায় শয়ন করিয়া থাকে, তাহাদিগেরই কোমলশয্যাদ্বারা দুঃখ নিবারণ করা আবশ্যক। যাহাদিগের শরীরে রোগ নাই, তাহাদিগের কোমলশয্যা কেবল সুখ সাধনার্থই বোধ হয় ॥ ৪০ ॥

যদি বল, সুষুপ্তিকালে কোমলশয্যা দিদ্বারা যে সুখ সাধন হয়, তাহা বৈষয়িকসুখ বলি, ইহার সিদ্ধান্ত এই যে,—কোমলশয্যায় শয়ন করিলে নিদ্রার পূর্ব্বে যে সুখ হয়, তাহা বৈষয়িকসুখ বটে, কিন্তু তৎপরে সুষুপ্তিকালে যে সুখ হয়, তাহাকে বিষয়সুখ বলিতে পার না। বুদ্ধি বৃত্তি প্রথমতঃ বৈষয়িক

भवत्वेवात्र निद्रायाः पूर्वं शय्यासनादिजम्॥ ४१॥
निद्रायान्तु सुखं यत् तज्जन्यते केन हेतुना।
सुखाभिमुखधीरादौ पश्चान्मज्जेत् परे सुखे॥ ४२॥
जाग्रद्व्यापृतिभिः श्रान्तो विश्रम्याथ विरोधिनि।
अपनीते स्वस्थचित्तोऽनुभवेत् विषये सुखम्॥ ४३॥

किं निद्रागमनात् पूर्वकालीनस्य विषयजन्यत्वमुच्यते उत निद्राकालीनस्येति विकल्पाद्य मङ्गीकरोति भवत्विति॥ ४१॥

द्वितीयं निराकरोति निद्रायामिति। सुषुप्तौ शय्याद्यनुसन्धानाभावात् तज्जन्यत्व तस्य न सम्भवतीति भावः। ननु निद्रायामप्यस्ति सुखं यद्यस्ति तर्हि विषयसुखवत् कुतो नानुभूयते इत्याशङ्क्य अनुभवितुस्तदा तस्मिन् निमग्नत्वान्न विषयसुखवदनुभव इत्यभिप्रायेणाह सुखेति। आदौ निद्रायाः पूर्वस्मिन् काले जीवः सुखाभिमुखधीः शय्यादिजन्यसुखाभिमुखी बुद्धिर्यस्य स तथाविधो भवति पश्चान्निद्राकाले परे उत्कृष्टे सुखे स्वरूपसुखे मज्जन् निलीनो भवेत्॥ ४२॥

संक्षेपेणोक्तमर्थं श्लोकद्वयेन प्रपञ्चयति जाग्रदिति। जाग्रद्व्यापृतिभिर्जागरणावस्थायां क्रियमाणव्यापारविशेषैः श्रान्तो विश्रम्य मृदुशय्यादौ शयनं कृत्वाथानन्तरं विरोधिनि व्यापारजनिते दुःखेऽपनीते निवारिते सति स्वस्थचित्तोऽव्याकुलमनाः भूत्वा शय्यादौ विषये जायमानं सुखमनुभवेत् साक्षात् कुर्य्यात्॥ ४३॥

সুখের প্রতি অগ্রসর হয়, পরে সুষুপ্তিকালে তাহা পরম সুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে। সুষুপ্তিকালে পরমসুখ ভিন্ন বৈষয়িকসুখ থাকে না; সুতরাং কোমলশয্যাদি যে বৈষয়িকসুখ সাধন করে, তাহা সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না॥ ৪১ ৪২॥

জাগ্রদবস্থায় লোকসকল নানাপ্রকার বৈষয়িকব্যাপারে পরিশ্রান্ত হইয়া কোমলশয্যাতে শয়ন করিয়া বিষয়ব্যাপারের পরিশ্রমজনিত দুঃখ নিবারণ করে। পরে সুখশয্যায় শয়নদ্বারা ঐ সকল ক্লেশ অপনীত হইলে জীবগণ প্রথমতঃ শব্দাদি বিষয়জনিত সুখ অনুভব করিতে পারে। যাবৎ জীব জাগ্রদবস্থায় থাকে, তাবৎই কোমলশয্যাদির সুখ অনুভূত হয়॥ ৪৩॥

स्वात्माभिमुखधीवृत्तौ स्वानन्दः प्रतिविम्बति ।
अनुभूयैनमत्रापि त्रिपुट्या श्रान्तिमाप्नुयात् ॥ ४४ ॥
तच्छ्रमस्यापनुत्त्यर्थं जीवो धावेत् परात्मनि ।
तेनैक्यं प्राप्य तत्रत्यो ब्रह्मानन्दः स्वयं भवेत् ॥ ४५ ॥

विषयसुखञ्च कीदृशमित्याकाङ्क्षायां तत्स्वरूपं दर्शयन् परे सुखे निमज्जननिमित्तत्वेन तदनुभवेऽपि श्रमं दर्शयति स्वात्मेति। अनागतविषयसम्पादनादिना सुखदुःखमनुभूय तन्निवृत्तये मृदुशय्यादौ शयानस्य बुद्धिरन्तर्मुखा भवति तस्याञ्च बुद्धिवृत्तौ स्वरूपभूत आनन्दः स्वाभिमुखे दर्पणे मुखमिव प्रतिविम्बति एष हि विषयानन्दः। अत्रास्यामपि वेलायामेनं विषयानन्दमनुभूय अनुभवितृनुभाव्यानुभवलक्षणया त्रिपुट्या श्रमं प्राप्नुयादिति ॥ ४४ ॥

ततः किं तत्राह तच्छ्रमस्येति। तस्य त्रिपुटादर्शनजनितस्य श्रमस्यापनोदनाय स एव जीवः परमात्मनि आनन्दरूपे ब्रह्मणि धावेत् गत्वा च तेन ब्रह्मणैक्यं तादात्म्यं गत्वा सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति इति श्रुतेः स्वयमपि तत्रत्यः तस्यां सुषुप्तौ स्थितौ ब्रह्मानन्दो भवेत् ॥ ४५ ॥

যাবৎ নিদ্রার আবির্ভাব না হন, তাবৎ পূর্ব্বোক্তপ্রকারে কোমলশয্যায় সুখের অনুভব হয়, পরে যখন নিদ্রা আসিয়া জীবকে আক্রমণ করে, তখন জীবগণের বুদ্ধি বাহ্যবিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আন্তরিক বিষয়ে অনুরক্ত হয়, এবং সেই অন্তর্ম্মুখবুদ্ধিবৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। (যেমন দর্পণাদিতে মুখ প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে। ইহারই নাম বিষয়ানন্দ।) এই সময়েও জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই ত্রিপুটীভাব লয় পায় না এবং সেই ত্রিপুটীভাবের অনুভব করিতে করিতে শ্রান্তি অনুভূত হয়, কিন্তু তখনও পরিশ্রমের নিবৃত্তি হয় না ॥ ৪৪ ॥

জীব পূর্ব্বোক্ত ত্রিপুটীভাবের অনুভবজনিত পরিশ্রম নিবারণের নিমিত্ত আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার অভিমুখে ধাবিত হয়, অর্থাৎ তখনই জীবের সংসারক্লেশের অসহ্যতা বোধ হইয়া আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অনুরক্ত হয়, এবং পরব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে নিত্য সিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে থাকে ও তৎকালে স্বয়ং সে ব্রহ্মানন্দস্বরূপ হয় ॥ ৪৫ ॥

दृष्टान्ताः शकुनिः श्येनः कुमारश्च महानृपः ।
महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानन्दे श्रुतीरिताः ॥ ৪৬ ॥
शकुनिः सूत्रबद्धः सन् दिक्षु व्यापृत्य विश्रमम् ।
अलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तस्तम्भाद्युपाश्रयेत् ॥ ৪৭ ॥
जीवोपाधिर्मनस्तद्वद्धर्माधर्मफलाप्तये ।

अभिमुपपादिते सौषुप्तानन्दे शकुन्यादयो बहवो दृष्टान्ताः श्रुत्युक्ता विद्यन्ते इत्याह दृष्टान्ता इति शकुन्यादिभिः पञ्चभिर्दृष्टान्तैः सौषुप्तानन्दोपपादनेन तत्र सुखं नास्तीति मतं निराकृतम् ॥ ৪৬ ॥

तत्र तावत् स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्वा बन्धनमेवोपाश्रयत एवमेव खलु तन्मनो दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्रायतनमलब्ध्वा प्राणमेवोपाश्रयते प्राणबन्धनं हि सौम्य मन इत्यस्य दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकप्रतिपादनपरस्य छान्दोग्यश्रुतिवाक्यस्यार्थं सङ्क्षेपेण दर्शयति श्लोकद्वयेन शकुनिरिति । हस्तादौ क्वचिदाधारे सूत्रेण बद्धः शकुनिः पक्षी आहारादिग्रहणाय दिक्षु प्राच्यादिषु व्यापारं कृत्वा तत्र विश्रमं विश्राम्यन्त्यस्मिन्निति विश्रम आधारः तमलब्ध्वा बन्धनस्थानं हस्तादिकमेव यथाश्रयेत् तथा जीवोपाधि-

---

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সুষুপ্তিকালে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তদ্বিষয় যে শকুনি, শ্যেন, কুমার, মহারাজ ও বেদপারগ ব্রাহ্মণ এই পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে, তাহা পরে ব্যক্ত হইতেছে। (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালে আনন্দ প্রতিপাদন করিলে বটে, কিন্তু তাহাতে কোনপ্রকার সুখ নাই, অতএব বক্ষ্যমাণ শকুনি প্রভৃতি পঞ্চবিধ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা এইমত নিরাস করিয়াছেন) ॥ ৪৬ ॥

যেমন একটি শকুনিপক্ষীকে সূত্রবদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে সে আহার গ্রহণার্থ আকাশমার্গে উড্ডীন হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে গমন করে এবং যখন পরিশ্রমে কাতর হয়, তখন বিশ্রামসুখলাভের নিমিত্ত পুনর্ব্বার আগমনপূর্ব্বক বন্ধনের আশ্রয়স্বরূপ সেই পালকের নিকটে আসিয়া তাহার হস্ত আশ্রয় করে, সেইরূপ জীবগণ ভ্রান্তিবশতঃ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগের নিমিত্ত জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতে কর্ম্মক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মা-

स्वप्ने जाग्रति च भ्रान्त्वा क्षीणे कर्म्मणि लीयते ॥ ४८ ॥
श्येनो वेगेन नीड़ैकलम्पटः शयितुं व्रजेत् ।
जीवः सुप्त्यै तथा धावेद् ब्रह्मानन्दैकलम्पटः ॥ ४९ ॥
अतिबालस्तनं पीत्वा मृदुशय्यागतो हसन् ।

भूतं मनोऽपि पुण्यापुण्यफलयोः सुखदुःखयोरनुभवाय स्वप्नजाग्रदवस्थयोस्तत्र तत्र भ्रान्त्वा भोगप्रदे कर्म्मणि क्षीणे सति सोपादानेऽज्ञाने विलीयते तल्लये च तदुपहितो जीवः परमात्मैव भवतीत्यर्थः ॥ ४७ ॥ ४८ ॥

इदानीं श्येनदृष्टान्तप्रपञ्चनपरस्य तद् यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा आनन्दाय धावति यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यतीत्यस्य बृहदारण्यकवाक्यस्यार्थं सङ्क्षिप्याह श्येन इति । यथाकाशे सर्व्वतः प्रचरन् श्येनः एतन्नामा पक्षी गगने सञ्चारनिमित्तश्रमपरिहाराय शयितुं शयनं कर्त्तुं नीडैकलम्पटः कुलायैकाभिलाषवान् व्रजेत् शीघ्रं गच्छेत् तद्वदेव जीवो मनउपाधिकश्चिदाभासोऽपि ब्रह्मानन्दैकाभिलाषवान् स्वापाय शीघ्रं गच्छेत् हृदयाकाशमिति शेषः ॥ ४९ ॥

स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिसीमां परमानन्दस्य गत्वा शयीतैवमेवैष एतच्छेत इति कुमारादिदृष्टान्तत्रयदर्शनपरं बालाकिब्राह्मणगतं वाक्यं श्लोकत्रयेण,

---

ধর্ম্মের ফলভোগ করিতে ব্যাপৃত থাকে, পরে যখন সেই পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মের ক্ষয় হয়, তখন সেই জীব ব্রহ্মানন্দে লীন হয় এবং ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিতে করিতে স্বয়ং পরমাত্মস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ৪৮ ॥

শ্যেনপক্ষী আহারাদি অনুসন্ধানের নিমিত্ত বাসা ছাড়িয়া স্থানান্তরে গমন করে, পরে সেই শ্যেনপক্ষী যেমন নীড়াভিলাষী হইয়া দ্রুতবেগে আপনার নীড়াভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দের অভিলাষী হইয়া সত্বর গমনে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হয়। (জীব শ্যেনপক্ষীর ন্যায় কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত স্বপ্নাদি অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, পরে সেই কর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষীণ হইলে ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া থাকে) ॥ ৪৯ ॥

যখন স্তন্যপায়ী শিশু কোমলশয্যায় শয়ন করিয়া জননীর দুগ্ধপান করে, তখন তাহার রাগদ্বেষাদির অভাবহেতু কোনরূপ ক্লেশই থাকে না এবং যেমন

रागद्वेषाद्यनुत्पत्तेरानन्दैकस्वभावभाक् ॥ ५० ॥
महाराजः सार्व्वभौमः समृद्धः सर्व्वभोगतः ।
मानुषानन्दसीमानं प्राप्यानन्दैकमूर्त्तिभाक् ॥ ५१ ॥
महाविप्रो ब्रह्मवेदी कृतकृत्यत्वलक्षणाम् ।
विद्यानन्दस्य परमां काष्ठां प्राप्यावतिष्ठते ॥ ५२ ॥
मुग्धबुद्धातिबुद्धानां लोके सिद्धा सुखात्मता ।

व्याचष्टे अतिबालेति । यथा स्तनन्धयः शिशुः आगत्य स्तनं पाययित्वा क्षुधादिगुणयोगिनि तस्मिन् भावितः स्वकीयादिज्ञानशून्यत्वेन रागादिरहितः सन् सुखमूर्त्तिरिवावतिष्ठते यथा सार्व्वभौमो राजा अविषद्बुद्धित्वेऽपि सर्व्वैर्मानुषानन्दैर्युक्तत्वात् प्रार्थनीयाभावेन रागादिरहित आनन्दमूर्त्तिरिवावभासते यथा महाविप्रो महाब्राह्मणः प्रत्यगभिन्नब्रह्मसाक्षात्कारवानहं कृतकृत्य इत्येवंरूपां विद्यानन्दस्य परमां सीमां जीवन्मुक्ततां प्राप्तः सन् परमानन्दस्वरूप एवावतिष्ठते तथा सुप्तोऽप्यानन्दरूपस्तिष्ठतीति शेषः ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥

नन्वेते कुमारादयस्त्रय एव किमिति दृष्टान्तीकृता नान्य इत्याशङ्क्य दृष्टान्तत्रयोदाहरणतात्पर्यमाह मुग्धेति । विवेकशून्यानां मध्येऽतिबालः सुखी विवेकिषु सार्व्वभौमः अति-

---

সেই দুগ্ধপোষ্য বালক কেবল অপরিসীম আনন্দ-উপভোগ করে। পরন্তু যেমন সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর রাজচক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া অপরিসীম আনন্দ প্রাপ্তিপূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ হয়েন এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ যেমন তত্ত্বজ্ঞানসাধনে কৃতকৃত্য হইয়া বিদ্যানন্দের সীমা প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইয়া থাকেন, সেইরূপ জীবসকল ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুখী হয়েন ॥ ৫০-৫১-৫২ ॥

'জীবগণের ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে অতিশিশু, মহারাজ ও তত্ত্বজ্ঞানী ব্রাহ্মণ এই সকল দৃষ্টান্ত প্রদর্শনদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, যাহারা অবিবেকী, বিবেকী ও অতিবিবেকী তাহাদিগেরই পরমসুখভোগ লাভ হয়, ইহাই লোকে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু যাহারা রাগদ্বেষাদিবিশিষ্ট, সেই সকল ব্যক্তিরা সর্ব্বদাই অসুখে থাকে। (বিবেকী প্রভৃতিরা যেমন আত্মার সাক্ষাৎকার করিয়া

उदाहृतानामन्यो तु दुःखिनो न सुखात्मकाः ॥ ५३ ॥
कुमारादिवदेवायं ब्रह्मानन्दैकतत्परः ।
स्त्रीपरिष्वक्तवद्वेद न बाह्यं नापि चान्तरम् ॥ ५४ ॥
बाह्यं रथ्यादिकं वृत्तं गृहकृत्यं यथान्तरम् ।
तथा जागरणं बाह्यं नाड़ीस्थः स्वप्न आन्तरः ॥ ५५ ॥

विवेकिषु आनन्दात्मसाचात्कारवानेव इतरे तु सर्व्वदा रागादिमत्त्वाद्सुखिन इति न दृष्टान्तीकृता इत्यर्थः ॥ ५३ ॥

भवन्त्वेते सुखिनः प्रकृते किमायातमित्याशङ्क्य दार्ष्टान्तिकश्रुतिवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह कुमारादीति । कुमारादिवत् कुमारादयो यथानन्दभाज एवमयमपि सुप्तो ब्रह्मानन्दैकतत्परः ब्रह्मानन्दैकभागित्यर्थः । ब्रह्मानन्दैकपरत्वे युक्तिप्रदर्शनपरं तद् यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमिति श्रौतिब्राह्मणगतवाक्यमर्थतोऽनुक्रामति स्त्रीपरिष्वक्तेति । यथा लोके प्रियया स्त्रिया आलिङ्गितः कामी बाह्यान्तरज्ञानशून्यत्वात् सुखमूर्त्तिवद् भवति तथा सुषुप्तौ प्राज्ञेन परमात्मनैक्यं गतो जीवो बाह्यादिदेशविषयज्ञानाभावात् आनन्दरूप एव भवति इति ॥ ५४ ॥

अत्र दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकवाक्यस्थयोर्बाह्याभ्यन्तरशब्दयोर्व्विवक्षितमर्थं क्रमेण दर्शयति बाह्यमिति । वृत्तं वृत्तान्तं नाड़ीस्थः जाग्रद्वासनया नाड़ीमध्ये प्रतीयमानः प्रपञ्चः स्वप्न इत्युच्यते ॥ ५५ ॥

অতুল আনন্দভোগ করে, রাগাদিদূষিতচিত্ত ব্যক্তিরা সেইরূপ নিত্য... পাইয়া থাকে) ॥ ৫৩ ॥

যেমন পূর্ব্বোক্ত শিশু প্রভৃতিরা বিষয়ানন্দভোগ করে, সেইরূপ জীব সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দভোগে তৎপর হয়েন। আর যাহারা স্ত্রীতে নিতান্ত অনুরক্ত, তাহারা যেমন স্ত্রীসম্ভোগকালে বাহ্যবিষয় বা আন্তরিক বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, কেবল সেই স্ত্রীসম্ভোগজনিত সুখভোগই করিতে থাকে। সেইরূপ সুষুপ্ত জীব নিয়ত সেই ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকে, তখন সেই জীব আর বাহ্য, অথবা আভ্যন্তরিক বিষয় কিছুই জানিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

যেমন পথবর্ত্তী বিষয় সকলকে বাহ্য এবং গৃহমধ্যগত বিষয় সকলকে

पिताऽपि सुप्तावपितेत्यादौ जीवत्ववारणात् ।
सुप्तौ ब्रह्मैव नो जीवः संसारित्वासमीक्षणात् ॥ ५६ ॥
पितृत्वाद्यभिमानो यः सुखदुःखाकरः स हि ।
तस्मिन्नपगते तीर्णः सर्व्वान् शोकान् भवत्ययम् ॥ ५७ ॥
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमसावृतः ।

जीवः सुप्तौ ब्रह्मानन्दरूपेणावतिष्ठते इत्यत्र युक्तिप्रदर्शनपरायाः अत्र पिताऽपिता भवतीत्यादिकायाः श्रुतेस्तात्पर्य्यमाह पितेति । अत्र सुप्तावाध्यासिकानां पितृत्वादिजीवधर्म्माणां श्रुत्यैव निवारितत्वात् जीवत्वाप्रतीतौ ब्रह्मतैवावतिष्ठते शिष्यत इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

ननु पितृत्वाद्यभिमानाभावेऽपि सुखित्वादिसंसारः किं न स्यात् इत्याशङ्क्य संसारस्य देहाद्यभिमानमूलत्वात् तदभावे तदभाव इति मन्वानस्तत्प्रतिपादकं तीर्णो हि तदा सर्व्वान् शोकान् हृदयस्य भवतीति समनन्तरं वाक्यं तात्पर्य्यतो व्याचष्टे पितृत्वादीति ॥ ५७ ॥

ननूदाहृताभिः श्रुतिभिः सुखप्राप्तिर्मुखतोऽभिधीयमाना नोपलभ्यते इत्याशङ्क्य तथा विधानपरं कैवल्यश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति सुषुप्तीति । सकले जाग्रदादिलक्षणे प्रपञ्चे

আন্তরিক বলে, সেইরূপ এস্থলেও জাগ্রৎ বিষয় সকল বাহ্য এবং স্বপ্নবিষয় সকলকে আন্তরিক বলা যায়॥ ৫৫ ॥

সুষুপ্তিকালে জীব পরমব্রহ্মেতে বিলীন হয়, তথন আব সেই জীবের জীবত্ব থাকে না। পরমব্রহ্মেতে লীন হইলে জীব পরমব্রহ্মস্বরূপ হয়, কারণ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, সুষুপ্তিকালে জীবের পিতামাতাকেও পিতামাতা বলিয়া বোধ থাকে না এবং সাংসারিক কোন বিষয়েই জীবের দৃষ্টি থাকে না, জীব তৎকালে কেবল সর্ব্বদা পরমব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতে থাকে ॥ ৫৬ ॥

যথন জীব পরব্রহ্মেতে বিলীন থাকে, তথন তাহার জীবত্ব নিবারিত হয়। ব্যবহারকালে যে পিতৃত্বাদি অভিমান হয়, তাহাই জীবের সুখদুঃখাদির কারণ এবং ঐ পিতৃত্বাভিমান নিবারিত হইলেই জীব সর্ব্বপ্রকার শোক হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। (তথন আর কোনরূপ সাংসারিক শোক তাহাকে আক্রমণ করিয়া ক্লেশ দিতে পারে না) ॥ ৫৭ ॥

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় কৈবল্য-উপনিষদে উক্ত আছে যে, সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়

सुखरूपमुपैतीति ब्रूते ह्याथर्वणी श्रुतिः ॥ ५८ ॥
सुखमस्वाप्समत्राहं नैव किञ्चिदवेदिषम् ।
इति द्वे तु सुखाज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ५९ ॥
परामर्शोऽनुभूतेऽस्तीत्यासीदनुभवस्तदा ।

विलीने स्वोपादानभूतायां तमःप्रधानायां प्रकृतौ विलयं गते सति तमसा तया प्रकृत्या आवृत आच्छादितो जीवः सुखरूपं ब्रह्मोपैतीति तस्याः श्रुतेरर्थः ॥ ५८ ॥

न केवलमयं श्रुतिसिद्धोऽर्थः किन्तु सर्व्वानुभवसिद्धोऽपीत्याह सुखमिति । सुषुप्तादुत्थितः पुरुषः एतावन्तं कालं 'सुखमहमस्वाप्सं' न किञ्चिदवेदिषमित्येवं निद्राकालीने सुखाज्ञाने परामृशति स्मरति अतोऽपि सुप्तौ सुखमस्तीत्यवगम्यते ॥ ५९ ॥

ननु परामर्शस्याप्रमाणत्वात् कथं तद्बलात् सुखसिद्धिरित्याशङ्क्य तस्याप्रामाण्येऽपि तन्मूलभूतानुभवबलात् तत्सिद्धिरित्यभिप्रायेणाह परामर्श इति । परामर्शः स्मरणज्ञानमनुभूत एव विषये भवति नाननुभूतविषये इति तस्माद्धेतोः तदा सुषुप्तौ अनुभव आसी-

---

সকল প্রকৃতিতে বিলীন হইলে সেই তমঃপ্রধান মায়াদ্বারা সমাচ্ছন্ন জীবও সুখস্বরূপ হয়। (যাবৎ ইন্দ্রিয়গণ প্রবল থাকে, তাবৎ জীব সেই সকল ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইয়া মায়ার আক্রমণে আক্রান্ত থাকে, তখন প্রকৃত সুখ অনুভব করিতে পারে না। ইন্দ্রিয়গণকে আপন বশে রাখিয়া প্রকৃতিতে বিলীন করিতে পারিলে জীব যে সুখস্বরূপ হয় তাহাতে আর কোন বাধা থাকে না) ॥ ৫৮ ॥

সুষুপ্তিকালে জীব যে সুখস্বরূপ হয়, তাহা সকলেরই অনুভব সিদ্ধ বটে, যেহেতু সুষুপ্তি হইতে উত্থিত ব্যক্তির এইরূপ স্মরণ হয় যে, আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সময়ে আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সুষুপ্তিকালে সুখ ও অজ্ঞান এই উভয়ই বিদ্যমান থাকে; সুতরাং সুষুপ্তিকালে যে জীবের সুখ থাকে, তাহার কোন সন্দেহ নাই ॥ ৫৯ ॥

কোন বিষয় একবার অনুভূত না হইলে সেই বিষয় স্মরণ করিতে কাহারও সাধ্য নাই। অতএব সুষুপ্তিকালের পরে যে আনন্দের স্মরণ

চিদাত্মত্বাৎ স্বতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্ততঃ ॥ ৬০ ॥
ব্রহ্মবিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ।
পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং সুখং ব্রহ্মৈব নেতরৎ ॥ ৬১ ॥
যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ।

দিত্যবগম্যতে ননু সুষুপ্তৌ মনঃসহিতানাং জ্ঞানকারণানাং বিলীনত্বাৎ কথমনুভবসিদ্ধি-রিত্যাশঙ্ক্য কিং সুখানুভবসাধনং নাস্তীত্যুচ্যতে স্বজ্ঞানানুভবসাধনং বা নাদ্যঃ স্বপ্রকাশ-চিদ্রূপত্বেন সুখস্য কারণাপেক্ষাভাবাৎ ন দ্বিতীয়ঃ স্বপ্রকাশসুখবলাদেব তদাবরকাজ্ঞান-প্রতীতিসিদ্ধেরিত্যভিপ্রায়েণাহ চিদাত্মেতি। ততঃ স্বপ্রকাশসুখাদজ্ঞানধীরজ্ঞানস্য প্রতীতি-র্ভবতীতি ॥ ৬০ ॥

ননু সৌষুপ্তসুখস্য স্বপ্রকাশসুখত্বেঽপি ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেদিত্যুক্তং ব্রহ্মস্বরূপত্বং ন সম্ভবতি মানাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য বিজ্ঞানমানন্দমিত্যাদিবৃহদারণ্যকবাক্যস্য সদ্ভাবান্মৈবমিত্যাহ ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি ॥ ৬১ ॥

ননু অনুভবস্মরণয়োরৈকাধিকরণ্যনিয়মাৎ সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি চ সৌষুপ্তানন্দাজ্ঞানয়োর্বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্যেন জীবেন স্মর্যমাণত্বাৎ তস্যৈব সুখাদ্যনুভবিতৃত্বং

হয়, তদ্বিষয়ে সেই সুষুপ্তিকালের অনুভবই কারণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। সুষুপ্তিকালে আনন্দের অনুভব না থাকিলে তৎপরে কোনরূপেও সেই আনন্দের স্মরণ হইতে পারে না। যেহেতু আনন্দ চেতনস্বভাবপ্রযুক্ত তাহা স্বপ্রকাশমান এবং অজ্ঞান প্রতীতিহেতু সুখস্বরূপ হয়েন। অতএব সুষুপ্তিকালে যে তাহার অনুভব হয়, তাহা অসম্ভব নহে ॥ ৬০ ॥

যদি সুষুপ্তিকালীন সুখকে স্বপ্রকাশস্বরূপ বল, তাহাহইলে "ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং প্রকাশিত হয়" প্রমাণাভাবপ্রযুক্ত এই কথা সুসঙ্গত হইতেছে না, এই আশঙ্কায় প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছেন।—বাজসনেয়-উপনিষদে উক্ত আছে যে, পরব্রহ্ম জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হয়েন। অতএব সেই পরব্রহ্মই স্বপ্রকাশমান ও সুখস্বরূপ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। সেই পরব্রহ্মভিন্ন অন্য কোন পদার্থই স্বপ্রকাশমান ও সুখস্বরূপ নহে ॥ ৬১ ॥

পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব ও সুখস্বরূপত্ব বিষয়ে যে অজ্ঞান, তাহাতেই বিজ্ঞানময়কোষ ও মনোময়কোষ বিলীন রহিয়াছে। অজ্ঞানই মনোময় ও

তয়োর্হি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানঞ্চ সৈব হি ॥ ৬২ ॥
বিলীনঘৃতবৎ পশ্চাৎ স্যাদ্ বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ ।

বক্তব্যম্ ইত্যাশঙ্ক্য তদুপাধের্ব্বিজ্ঞানস্য জাগরণকার্য্যে ... বিলীনত্বাৎ নৈবমিত্যভিপ্রায়েণাহ যদজ্ঞানমিতি। ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি স্মরণস্যান্যথানুপপত্ত্যা গম্যমানং যদজ্ঞানমস্তি তত্র তস্মিন্নজ্ঞানে তৌ প্রমাতৃপ্রমাণত্বেন প্রসিদ্ধৌ বিজ্ঞানমনোময়ৌ লীনৌ বিজ্ঞানত্বাদ্যাকারং পরিত্যজ্য কারণরূপেণাবস্থিতৌ অতস্তদুপাধিকস্য নানুভবিতৃত্বমিতি ভাবঃ। অত্রোপপত্তি-মাহ তয়োরিতি। হি যস্মাৎ তয়োর্বিজ্ঞানমনোময়য়োর্বিলীনাবস্থা নিদ্রেত্যুচ্যতে বিজ্ঞান-বিবৃতি. সুষুপ্তিরিত্যভিধানাৎ তর্হি নিদ্রায়ামেব বিলীনাবিতি বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অজ্ঞান-মিতি। সৈব নিদ্রা বিল... ॥ ৬২ ॥

ননু তর্হি সৌষুপ্তসুখাদ্যনুভবকালে স্মর্ত্তা বিজ্ঞানময়স্য অভাবে কথং তৎস্মর্ত্তৃত্বমিত্যা-শঙ্ক্য বিলয়াবস্থায়ামপি তৎস্বরূপনাশাভাবাৎ বিলয়াবস্থোপাধিমদানন্দময়রূপেণানু-ভবিতৃত্ব বিজ্ঞানময়শব্দবাচ্যস্য ... ঘটত ইত্যভিপ্রায়েণাহ বিলীনেতি। যথাগ্নিসংযোগাদিনা বিলীনং ঘৃতং পশ্চাৎ বায়্বাদিসম্বন্ধবশাৎ ঘনীভবতি এবং জাগ্রদাদিষু ভোগপ্রদস্য কর্ম্মণঃ ক্ষয়বশাৎ নিদ্রারূপেণ বিলীনমন্তঃকরণং পুনর্ভোগপ্রদ-

---

বিজ্ঞানময়কে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই বিজ্ঞান ও মনোময়ের যে বিলীনাবস্থা তাহাকেই নিদ্রা বলা যায় এবং সেই বিলয়াবস্থাই সুষুপ্তিকালের অজ্ঞান শব্দ প্রতিপাদ্য। (পণ্ডিতগণ অজ্ঞানকে নিদ্রা বলেন না এবং সেই অজ্ঞানও আর কিছুই নহে, কেবল, বিজ্ঞানময় ও মনোময়ের বিলীনাবস্থা-মাত্র) ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় বিলীন থাকে, এইক্ষণ বল দেখি, বিলয়াবস্থাতে বিজ্ঞানময়ের স্বরূপাভাবপ্রযুক্ত সুষুপ্তির পরে কিরূপে সুখাদির স্মরণ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— অগ্নিসংযোগাদিদ্বারা ঘৃত একবার দ্রবীভূত হইলে পরে, যখন সেই ঘৃতে বায়ু প্রভৃতি শীতল বস্তুর সংসর্গ হয়, তখনই যেমন সেই ঘৃত ঘনীভূত হয়। সেইরূপ বিজ্ঞানময় প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয়বশতঃ নিদ্রাকালে অজ্ঞানেতে বিলীন থাকে বটে, কিন্তু যখন সেই নিদ্রার অবসান হইয়া জাগ্রদবস্থা উপস্থিত হয়, তখন পুনর্ব্বার সেই বিজ্ঞানময় প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগের নিমিত্ত বিজ্ঞানাকারে

विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते ॥ ६३ ॥

सुप्तिपूर्व्वक्षणे बुद्धिवृत्तिर्या सुखबिम्बिता।
सैव तद्बिम्बसहिता लीनाऽऽनन्दमयस्ततः ॥ ६४ ॥

अन्तर्मुखोऽयमानन्दमयो ब्रह्मसुखं तदा।
भुङ्क्ते चिद्बिम्बयुक्ताभिरज्ञानोत्पन्नवृत्तिभिः ॥ ६५ ॥

कर्म्मवशात् प्रबोधे विज्ञानाकारेण घनीभवति अतस्तदुपाधिकः आत्मापि विज्ञानमयो घनः स्यात् स एव पूर्व्वं विलयावस्थोपाधिकः सन् आनन्दमय उच्यते ॥ ६३ ॥

विलीनावस्थ आनन्दमय इत्युक्तमर्थं स्पष्टीकरोति सुप्तीति। सुप्तेः पूर्व्वस्मिन्नव्यवहिते क्षणे यान्तर्मुखा बुद्धिवृत्तिः स्वरूपभूतसुखप्रतिबिम्बयुक्ता भवति ततः अनन्तरं तत्प्रतिबिम्बसहिता सैव बुद्धिवृत्तिर्निद्रारूपेण विलीना आनन्दमय इत्यभिधीयते ॥ ६४ ॥

एवमानन्दमयस्वरूपं प्रदर्श्य तस्यैव प्रबोधकाले विज्ञानमयरूपेण अनुत्पत्तिसमये तदानीं सुखानुभवमुपपादयति अन्तर्मुख इति। सुखप्रतिबिम्बसहितान्तर्मुखधीवृत्तिजनितसंस्कारसहिताज्ञानोपाधिकोऽयम् आनन्दमयस्तदा सुप्तौ ब्रह्मसुखं स्वरूपभूतं सुखं चिदाभाससहिताभिरज्ञानादुत्पन्नाभिः सुखादिगोचराभिर्वृत्तिभिः सत्त्वपरिणामविशेषैर्भुङ्क्तेऽनुभवति ॥ ६५ ॥

ঘনীভূত হইয়া থাকে। ইহাকেই আনন্দময় বলা যায়; সুতরাং সুষুপ্তির পর স্মৃতির অসম্ভব হয় না ॥ ৬৩ ॥

—সুষুপ্তির পূর্ব্ব অবস্থাতে বুদ্ধিতে যে সুখ প্রতিবিম্বিত হয়, বিজ্ঞানময়ের বিলীনাবস্থার সেই সুখপ্রতিবিম্বিত বুদ্ধিবৃত্তিই আনন্দময় শব্দের প্রতিপাদ্য হয়। (সুষুপ্তিকালে বিজ্ঞানময় বিলীন হয় বটে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অবিকৃত অবস্থায়ই থাকে) ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আনন্দময়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ সেই আনন্দময়ই যে স্মরণের কর্ত্তা, তাহা প্রতিপাদনার্থ সেই সময়ে যে সুখানুভব ছিল তাহা প্রতিপন্ন করিতেছেন।—সুষুপ্তিকালে সুখপ্রতিবিম্বিত অন্তর্মুখ বুদ্ধিবৃত্তিজন্য সংস্কারসহিত অজ্ঞানোপাধিক যে আনন্দময়, তিনিই চৈতন্য প্রতিবিম্বের সহিত মিলিত অজ্ঞানবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন ॥৬৫॥

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সূক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ ।
ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬ ॥
মাণ্ডূক্যতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটম্ ।
আনন্দময়ভোক্তৃত্বং ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭ ॥
একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ ।

ননু তর্হি জাগরণ ইব ইদানীং সুখমনুভবামীত্যভিমানঃ কুতো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য অবিদ্যাবৃত্তীনাং বুদ্ধিবৃত্তিবৎ স্পষ্টত্বাভাবান্নানুভব ইত্যভিপ্রায়েণাহ অজ্ঞানেতি । ইদং কুতোঽবগতমিত্যত আহ ইতীতি ॥ ৬৬ ॥

আনন্দময়ো ব্রহ্মানন্দং সূক্ষ্মাভিরবিদ্যাবৃত্তিভির্ভুঙ্ক্তে ইত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যত আহ মাণ্ডূক্যেতি । এতচ্ছব্দার্থমেবাহ আনন্দেতি ॥ ৬৭ ॥

ইদানীং সুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হ্যানন্দভুক্ চেতোমুখ ইতি মাণ্ডূক্যাদিশ্রুতিগতং বাক্যমর্থতঃ পঠতি একীভূত ইতি । সুষুপ্তং সুষুপ্তিমন্বয় তিষ্ঠতীতি

বেদান্ত-সিদ্ধান্তপারদর্শী পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সুষুপ্তিকালোৎপন্ন অজ্ঞানবৃত্তিসকল অতিসূক্ষ্মাবস্থায় থাকে, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তিসকল সামান্যতঃ স্থূলই থাকে। অতএব জাগরণাবস্থায় যেমন "আমি সুখানুভব করিতেছি" এইরূপ অভিমান হয়, সুষুপ্তিকালে সেইরূপ অভিমান হইতে পারে না। (যদি সুষুপ্তিকালে বুদ্ধির ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিও সুস্পষ্ট থাকিত, তাহাহইলে উক্তরূপ অভিমানের কোন বাধা ছিল না। বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মাবস্থাপ্রযুক্ত সুষুপ্তিকালে ঐরূপ অভিমান হয় না) ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, সুষুপ্তিকালে আনন্দময় সূক্ষ্ম অবিদ্যা দ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভোগ করে, এই বিষয়ের প্রমাণস্বরূপে শ্রুতিবাক্য উদাহৃত হইতেছে।—মাণ্ডুক্য ও তাপনীয় উপনিষদে আনন্দময়ের ভোক্তৃত্ব ও ব্রহ্মানন্দের ভোগ্যত্ব সুস্পষ্ট উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে ॥ ৬৭ ॥

যখন সুষুপ্তিকালে আনন্দময় ও ব্রহ্মানন্দ একীভূত হয়, তখনই সেই উভয়াত্মক আনন্দকে প্রজ্ঞানঘন বলা যায়। সুষুপ্তিকালে আনন্দময় চৈতন্যযুক্ত

आनन्दमय आनन्दभुक् चेतोमयवृत्तिभिः ॥ ६८ ॥
विज्ञानमयमुख्यैर्यो रूपैर्युक्तः पुराधुना ।
स लयेनैकतां प्राप्तो बहुतण्डुलपिष्टवत् ॥ ६९ ॥
प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत् ।

सुप्तस्थः सुप्त्यभिमानीत्यर्थः । आनन्दमय आनन्दप्रचुरः आनन्दभुक् स्वरूपभूतमानन्दं भुङ्क्ते इत्यानन्दभुक् चेतोमयवृत्तिभिरिति चेतोमयत्वं तन्मयत्वात्तत्प्रचुराविद्यावृत्तिसहिता इत्यर्थः तासु वृत्तिषु चेतोमयवृत्तिभिरानन्दमनुभवतीति योजना ॥ ६८ ॥

तथा पृथगवस्थात्मनः सुप्ताभाव इति पद्येनाह विज्ञानेति । य आत्मा पुरा जागरणावस्थायां विज्ञानमयमुख्यैः स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्षुर्मयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमय इत्यादिश्रुत्युक्तैः रूपैराकारविशेषैर्युक्तोऽभूत् स एवाधुना लयेन विज्ञानमयाद्युपाधिलयेन एकताम् एकाकारतां प्राप्तो गतो भवति । तत्र दृष्टान्तमाह बह्विति । बहुतण्डुलजनितपिष्टवदित्यर्थः ॥ ६९ ॥

अथ प्रज्ञानघनशब्दार्थमाह प्रज्ञानानीति । पुरा पूर्वं जाग्रदादौ प्रज्ञानशब्दवाच्या

অজ্ঞান বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুষুপ্তিস্থ আনন্দময় ও ব্রহ্মানন্দ এই উভয় মিলিত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

যেমন বহু বহু তণ্ডুল পৃথক্ পৃথক থাকিলেও যখন সেই সকল তণ্ডুল পেষণ করা যায়, তখন সকল তণ্ডুলই একত্রীভূত হইয়া পিষ্টকপিণ্ডাকার হয়। সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতে যিনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়, পৃথ্বীময়, আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, কামময়, অকামময় ও ক্রোধময় ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ আকারযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান ছিলেন, তিনি এইক্ষণ সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ বিলীনাবস্থায় বিজ্ঞানময়াদি উপাধির বিলয়বশতঃ একীভূত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥

যেমন উত্তরদেশস্থ পর্ব্বতে হিমবিন্দু সকল একত্রীভূত হইয়া ঘন ও গাঢ় পিণ্ডাকার হয়, সেইরূপ জাগ্রদবস্থাতে গত প্রজ্ঞান শব্দবাচ্য বুদ্ধিবৃত্তিসকল সুষুপ্তিকালে ঘনীভূত হইয়া থাকে। (যখন পর্ব্বতে হিম পতিত হয়, তখন

घनत्वं हिमबिन्दूनामुदङ्देशे यथा तथा ॥ ७० ॥
तद्घनत्वं साक्षिभावं दुःखाभावं प्रचक्षते।
लौकिकास्तार्किका यावद्दुःखवृत्तिविलोपनात् ॥ ७१ ॥
अज्ञानबिम्बिता चित् स्यान्मुखमानन्दभोजने।

घटादिविषयरा या बुद्धिवृत्तयोऽभवन् अथ सुषुप्तिकाले घटादिविषयाभावे सति घनीभूतवत् चिद्रूपैकरूपीऽभवत्। तत्र दृष्टान्तमाह घनत्वमिति ॥ ७० ॥

इदानीं प्रज्ञानघनशब्दार्थनिरूपणप्रसङ्गादागतं किञ्चिदाह तद्घनत्वमिति। यदिदं वेदान्तेषु साक्षित्वेनाभिधीयमानं प्रज्ञानघनत्वमस्ति तदेव लौकिकाः शास्त्रसंस्कारवर्जिताः तार्किका वैशेषिकादयः शास्त्रिणश्च दुःखाभावं प्रचक्षते दुःखाभाव इत्याहुः। कुत इत्यत आह यावद् दुःखेति। यावन्त्यो दुःखवृत्तयस्तासां सर्व्वासां विलयादित्यर्थः ॥ ७१ ॥

पूर्व्वोदाहृतश्रुतिवाक्यगतचेतोमुखशब्दार्थमाह अज्ञानेति। आनन्दभोजने सौषुप्तब्रह्मानन्दास्वादने मुखं साधनमज्ञानबिम्बिता चित् स्यात् अज्ञानवृत्तौ प्रतिबिम्बितं चैतन्यमेव

অসংখ্যবিন্দুরূপে থাকে, অনন্তর সেই সকল হিমবিন্দু একত্র হইয়া ঘনীভূত হয়। এইপ্রকারে জাগ্রদবস্থাতে প্রজ্ঞান "এই ঘট, এই পট" ইহাদিগের অসংখ্য আকার থাকে, পরে যখন সুষুপ্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন "এই ঘট, এই পট" ইত্যাদি বিষয় জ্ঞানের অভাবহেতু সেই সকল পৃথক্ পৃথক্ আকারের জ্ঞান একত্র ঘনীভূত হইয়া চিদ্রূপে অবস্থিত হয়) ॥ ৭০ ॥

এইক্ষণ "প্রজ্ঞানঘন" এই শব্দের অর্থনিরূপণ করিতেছেন।—পূর্ব্বোক্ত ঘনীভূত প্রজ্ঞান চৈতন্যকে লোকে সাক্ষিচৈতন্য বলে। বেদান্তশাস্ত্রে যিনি সাক্ষিচৈতন্যরূপে উক্ত হইয়াছেন, শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিরহিত লোক সকল এবং তার্কিক বৈশেষিক প্রভৃতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তবাদীরা তাঁহাকেই দুঃখাভাব বলিয়া স্বীকার করেন, যেহেতু সেই সাক্ষিচৈতন্যে কোনপ্রকার দুঃখের সম্ভব নহই, অতএব তাঁহার দুঃখাভাবস্বরূপে উক্তি অসঙ্গত নহে ॥ ৭১ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে যে, "চেতোমুখ" শব্দ উদাহৃত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই চেতোমুখ শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দভোগে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত যে অজ্ঞানবৃত্তি, তাহাই মুখ শব্দের প্রতিপাদ্য।

भुक्तं ब्रह्मसुखं त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा ॥ ३२ ॥
कर्म जन्मान्तरेऽभूद् यत् तद्योगाद् बुध्यते पुनः ।
इति कैवल्यशाखायां कर्मजो बोध ईरितः ॥ ३३ ॥
कञ्चित् कालं प्रबुद्धस्य ब्रह्मानन्दस्य वासना ।

भवेत् । ननु सुषुप्तावानन्दमयरूपेण जीवेन ब्रह्मसुखञ्चेत् भुज्यते तर्हि तत् परित्यज्याय बहिः कुतो जागरणं दुःखालयमागच्छेत् इत्यत आह भुक्तमिति । पुण्यापुण्यकर्म्मपाश-बद्धत्वात् तेन प्रेरितो जीवः साक्षात्कृतमपि ब्रह्मानन्दं परित्यज्याय बहिर्याति जागरणादिकं गच्छतीत्यर्थः ॥ ३२ ॥

एतत् कुतोऽवगम्यते इत्याशङ्क्य पुनश्च जन्मान्तरकर्म्मयोगात् स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्ध इति कैवल्यश्रुतिवाक्यादिति मन्वानस्तद्वाक्यमर्थतः पठन् तदभिप्रायमाह-कर्म्मेति ॥ ३३ ॥

सुषुप्तौ ब्रह्मानन्दोऽनुभूत इत्यत्र लिङ्गान्तरन्वाह कञ्चिदिति । प्रबुद्धस्य जागरणं प्राप्त-

এই চৈতন্ত প্রতিবিম্বিত অজ্ঞান বৃত্তিদ্বারা জীব আনন্দভোগ করিয়া পুনর্ব্বার বাহ্যবিষয়ে গমন করে। (সুষুপ্তিকালে জীব আনন্দময়রূপে ব্রহ্মানন্দভোগ করে বটে, তথাপি সেই জীব পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মপাশে আবদ্ধ হইয়া সেই সকল কর্ম্মফলের উপভোগার্থ সাক্ষাৎকৃত ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখালয়-স্বরূপ জাগরণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। জীব কোনরূপেই পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মপাশের বন্ধন ছাড়াইতে পারে না, এইনিমিত্তই ব্রহ্মানন্দভোগ পরিত্যাগ করিয়া দুঃখে পতিত হয়) ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, জীব কর্ম্মফল ভোগার্থ আন্তরিক ব্রহ্মানন্দ ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়, এইবিষয়ের প্রমাণ কি? এই আশঙ্কায় জন্মান্তরীণ কর্ম্মযোগবশতঃ জীব একবার প্রসুপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার প্রবোধিত হয়, ইত্যাদি কৈবল্যোপনিষৎ শ্রুতির অর্থ প্রকাশ করিতে-ছেন।—কৈবল্যশাখাতে উক্ত আছে যে, পূর্ব্বজন্মকৃত পাপপুণ্য কর্ম্মের ফল-ভোগার্থই জীবের প্রবোধ জন্মে, অর্থাৎ বাহ্যবিষয়ে প্রবৃত্তি হয়। (কর্ম্ম-পাশের আক্রমণ এইরূপ প্রবল যে, সুষুপ্তিকালীন অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দভোগ হইতে জীবকে বঞ্চিত করিয়া নিরয়ভোগরূপ বাহ্যভোগে পাতিত করে) ॥ ৭৩ ॥

সুষুপ্তিকালে যে জীব ব্রহ্মানন্দ ভোগকরে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন

অনুগচ্ছেদ্ যতস্তূষ্ণীমাস্তে নির্ব্বিষয়ঃ সুখী ॥ ৭৪ ॥
কর্ম্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানা দুঃখানি ভাবয়ন্।
শনৈর্ব্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোঽখিলো জনঃ ॥ ৭৫ ॥
প্রাগূর্দ্ধমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে।

স্থাপি কশ্চিৎ কালং স্বল্পকালপর্য্যন্তং সুষুপ্তাবনুভূতস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা সংস্কারোঽনুগচ্ছেদনুগচ্ছতি। কুত এতদবগম্যতে ইত্যত আহ যত ইতি। যতঃ কারণাৎ প্রবোধাদৌ নির্ব্বিষয়ো বিষয়ানুভবরহিতোঽপি সুখী তূষ্ণীমাস্তে অতোঽবগম্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তর্হি সর্ব্বদৈব তূষ্ণীং কুতো নাবতিষ্ঠতে ইত্যত আহ কর্ম্মভিরিতি। কর্ম্মভিঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ প্রেরিতঃ সর্ব্বোঽপি প্রাণী পশ্চাৎ নানাবিধানি দুঃখানি অনুসন্দধানঃ শনৈর্ব্রহ্মানন্দং বিস্মরতি ॥ ৭৫ ॥

ইতোঽপি ব্রহ্মানন্দে ন বিপ্রতিপত্তিঃ কার্য্যেত্যাহ প্রাগূর্দ্ধমিতি। প্রত্যহং মনুষ্যাণাং নিদ্রায়াঃ

করিতেছেন।—যখন সুষুপ্তির অবসান হইয়া জাগরণাবস্থা উপস্থিত হয়, তখনও কিঞ্চিৎকাল পর্য্যন্ত জীবের ব্রহ্মানন্দ ভোগবাসনা অনুগত থাকে। যেহেতু জীব সুষুপ্তির অবসানে কিয়ৎকাল বিষয়শূন্য হইয়া মৌনভাবে সুখে অবস্থিতি করে। (সুষুপ্তি ভঙ্গ হইয়া প্রবোধ হইলেও কিয়ৎকাল জীবের অন্তঃকরণে বিষয়ানুরাগ প্রবেশ করিতে পারে না, তখনও ব্রহ্মানন্দভোগ সুখের আভাস থাকে) ॥ ৭৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইল যে, সুষুপ্তির অবসানেও জীব কিয়ৎকাল মৌনভাবে অবস্থিত থাকে। এইক্ষণ বল দেখি, জীবের সেই মৌনভাব চিরকাল থাকে না কেন এবং কি কারণেই বা সেই মোনভাবের অবসান হয়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—সুষুপ্তির অবসানে জীব পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারে নানাপ্রকার দুঃখকরতঃ ক্রমশঃ সেই ব্রহ্মানন্দের উপভোগ বিস্মৃত হইয়া যায়। (জীব পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগের অনুরোধে এমন ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, তখন আর কদাচিৎ তাহার ব্রহ্মানন্দভোগ স্মৃতিপথে উদিত হইতেও অবকাশ পায় না) ॥ ৭৫ ॥

যদিও জীবের ব্রহ্মানন্দভোগ-সুখ বিস্মৃত হয় হউক, কিন্তু তথাপি ব্রহ্মানন্দ-

ब्रह्मानन्दे वृथा तेन प्राज्ञोऽस्मिन् विवदेत कः ॥ ७६ ॥
ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानन्दश्चेद्भाति लौकिकाः ।
अलसाश्चरितार्थाः स्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम् ॥ ७७ ॥
बाढं ब्रह्मेति विद्युश्चेत् कृतार्थास्तावतैव ते ।

प्रागुक्तमपि निद्रारम्भे निद्रावसाने च ब्रह्मानन्दे पक्षपात. कर्त्तव्योऽस्ति यतो निद्रादौ मृदु शय्यादि सम्पादयन्ति तदवसाने च तं परित्यज्य मृदुकातूष्णीमासते तेन कारणेनास्मिन्ब्रह्मानन्दे को बुद्धिमान् विवदेत न कोऽपीत्यर्थः ॥ ७६ ॥

चोदयति नन्विति । गुरुशुश्रूषादिलभ्यस्य ब्रह्मानन्दानुभवस्य, तूष्णीं स्थितिमात्रलभ्यत्वे गुरुशुश्रूषादिपूर्व्वकं श्रवणादिकं वृथा स्यादित्यर्थः ॥ ७७ ॥

अयं ब्रह्मानन्द इति ज्ञाने सति कृतार्थता भवत्येव तदेव गुरुशुश्रूषादिकमन्तरेण न

সুখে কখনও অবহেলা করিবে না। প্রতিদিন নিদ্রার পূর্ব্বে এবং নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া এক একবার ব্রহ্মানন্দের পক্ষপাতী হওয়া উচিত। দিবসের মধ্যে অন্য সময় প্রারব্ধকর্ম্মের প্রাবল্যবশতঃ ব্রহ্মানন্দ পর্য্যালোচনার অবকাশ না থাকুক কিন্তু তথাপি একবার নিদ্রার পূর্ব্বে ও একবার নিদ্রার পরে ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান অবশ্য করিবে এবং এইরূপ ব্যবহার সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। যেহেতু নিদ্রার পূর্ব্বেতে সুকোমল শয্যাসাধন এবং নিদ্রার অবসানেও মৌনভাবে অবস্থান বিষয়ে কখনও কেহ বিবাদ করে না। সকলেই নিদ্রার পূর্ব্বে সুকোমল শয্যারচনা করিয়া শয়ন করে এবং নিদ্রার অবসান হইলেও কিয়ৎকাল মৌনী হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

যদি পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, নিদ্রাবসানেও জীব মৌনভাব অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, তাহাহইলে অলস ব্যক্তি-রাও অনায়াসে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে? তাহাতে শাস্ত্রোপদেশ ও গুরুর উপদেশের কোন আবশ্যক নাই। (যদি কেবল মৌনভাবে অবস্থিতি করিলেই ব্রহ্মানন্দের উপভোগ হয়, তাহাহইলে অলস ব্যক্তিদিগকেও ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ বলাযাইতে পারে? সুতরাং গুরূপদেশ ও শাস্ত্রোপদেশ প্রভৃতি সকলই বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে) ॥ ৭৭ ॥

गुरुशास्त्रे विनात्यन्तगम्भीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ ৭৮ ॥
जानाम्यहं त्वदुक्त्याद्य कुतो मे न कृतार्थता ।
शृण्वत्र त्वादृशं वृत्तं प्राज्ञम्मन्यस्य कस्यचित् ॥ ৭৯ ॥
चतुर्व्वेदविदे देयमिति श्रुत्वाब्रवीचत ।
वेदाश्चत्वार इत्येवं वेद्मि मे दीयतां धनम् ॥ ৮০ ॥

सम्भवतीत्याह वाढमिति। अत्यन्तगम्भीरं दुरवगाहम् अवाङ्मनसगम्यं सर्व्वज्ञं सर्व्वान्तरं सर्व्वात्मरूपं ब्रह्म गुरुशास्त्रे विहायान्येन केनाप्युपायेन को जानीयात् न कोऽपीत्यर्थः ॥ ৭৮॥

ननु तद्वाक्यादेव ब्रह्मानन्दं जानतोऽपि मम न कृतार्थतोपलभ्यते इत्याशङ्कानुवादपूर्व्वकं सोपहासमुत्तरमाह जानामीति ॥ ৭৯ ॥

तमेव वृत्तान्तं दर्शयति चतुर्व्वेदेति। कश्चित् चतुर्व्वेदविदे कस्मैचिदिदं बहु धनं दातव्यमित्येवंविध वाक्यं श्रुत्वा वेदाश्चत्वारं इत्यस्मादेव वाक्यादहं वेद्मि अतो मे दीयतामिति वक्ति तद्वदयमपीत्यर्थः ॥ ৮০ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, যদি অলস ব্যক্তির ব্রহ্মানন্দভোগ হইতে পারে, হউক্ এবং তাহাতেও যদি তাহাদিগের কৃতার্থতা স্বীকার কর, সে বিষয়ে আমার কোন ক্ষতি কিম্বা লাভ নাই। কিন্তু শাস্ত্রোপদেশ ও গুরূপদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই সেই দুর্জ্ঞেয় পরমব্রহ্মকে জানিতে পারেন না। (যিনি অত্যন্ত দুরবগাহ, বাক্য ও মনের অগোচর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাত্মস্বরূপ, সেই পরম-ব্রহ্মকে যে গুরুবাক্য বা শাস্ত্রোপদেশ ভিন্ন অন্যকোন উপায়ে জানা যাইতে পারে, তাহা কথনই সম্ভবপর নহে)॥ ৭৮ ॥

এইক্ষণ আমি তোমার বাক্যদ্বারাই যদি ব্রহ্মকে জানিতে পারিলাম, তবে আমিও কেননা কৃতার্থ হইব। যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তাহাহইলে ইহার উত্তরপ্রসঙ্গে একটি ইতিহাস শ্রবণ কর, তাহাহইলেই তোমার আশঙ্কা দুরীভূত হইবে। একব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল যে, আমি চতুর্ব্বেদবেত্তাকে বহু ধনদান করিব, এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল যে, আমি তোমার বাক্যে বেদের সংখ্যা যে চারি, তাহা জানিতে পারিলাম। অতএব আমিও চতুর্ব্বেদবেত্তা হইয়াছি, এইক্ষণ তুমি আমাকে আপন প্রতি-

संख्यामेवैष जानाति न तु वेदानशेषतः ।
यदि तर्हि त्वमप्येवं नाशेषं ब्रह्म वेत्सि हि ॥ ८१ ॥
अखण्डैकरसानन्दे मायातत्कार्य्यवर्जिते ।
अशेषत्वसशेषत्ववार्त्तावसर एव कः ॥ ८२ ॥

ननु वेदाभ्यासात् इति यो वेद स वेदगतां संख्यामेव वेत्ति न तु वेदानां स्वरूपमिति। साम्येन समाधत्ते तर्हीति। एवं चतुर्व्वेदाभिज्ञम्मन्य इव त्वमप्यशेषं सम्पूर्णं यथा भवति तथा ब्रह्म न वेत्सि नैव जानासि ॥ ८१ ॥

ननु संख्यातिरिक्तवेदस्वरूपभेद इव स्वगतादिभेदशून्ये आनन्दरूपे ब्रह्मणि अज्ञायमान-स्यांशस्याभावात् असम्पूर्णज्ञानित्वोपलम्भो न घटते इति चोदयति अखण्डेति ॥ ८२ ॥

শ্রুত ধন অর্পণ কর। এইক্ষণ বল দেখি, সেই দাতা ব্যক্তির প্রতিশ্রুত ধন তাহাকে অর্পণ করা উচিত কি না? ॥ ৭৯ ৮০ ॥

যদি বল, পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি কেবল বেদের সংখ্যামাত্র জানিয়াছে, সে প্রকৃত বেদ জানিতে পারে নাই, অতএব তাহাকে ধন দেওয়া উচিত নহে। তবে তুমিও সম্যক্‌প্রকারে ব্রহ্মকে জান নাই; সুতরাং তুমি কৃতার্থ হইতে পারিবে না। (যদি বেদের সংখ্যামাত্র জানিয়া ধন পাইতে পারিল না, তবে তুমিও কেবল ব্রহ্মের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াছ, প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব কাহাকে বলে জান না; সুতরাং তোমাকে কৃতার্থ বলা যাইতে পারে না) ॥ ৮১ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত মীমাংসাতেও এইরূপ আশঙ্কা কর যে, বেদেতে সংখ্যা এবং বিশেষ বিশেষ অংশ আছে; সুতরাং বেদের অশেষত্ব বা সশেষত্ব সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু যিনি মায়া ও মায়ার কার্য্যস্বরূপ অভিমানাদিবর্জ্জিত, সেই অখণ্ডানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে অশেষ বা সশেষ কিছুই বলিতে পার না, অতএব সেই সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত উদাহৃত হইতে পারে না। (ব্রহ্মের কতক জানিয়াছি ও সম্পূর্ণ জানি নাই, এই কথাই অসম্ভব। যাহার অংশাদি নাই, তাহার কতক জানা, কিম্বা কতক না জানা হইতে পারে না) ॥ ৮২ ॥

शब्दानेव पठस्याहो तेषामर्थं च पश्यसि ।
शब्दपाठेऽर्थबोधस्ते सम्पादयितुमिष्यते ॥ ८३ ॥
अर्थे व्याकरणाद् बुद्धे साक्षात्कारोऽवशिष्यते ।
स्यात् कृतार्थत्वधीर्यावत् तावद् गुरुमुपास्व भोः ॥ ८४ ॥

ब्रह्मज्ञानेऽप्यशेषत्वादिकं दर्शयितुं ब्रह्म जानामीति वदन्तं विकल्प्य पृच्छति शब्दानिति । किमखण्डैकरसमद्वयं सच्चिदानन्दरूपमित्यादिशब्दानेव पठसि आहो अथवा तेषां शब्दानामर्थं स्वगतादिभेदशून्यत्वादिकं पश्यसि जानासीति विकल्पार्थः । आद्ये पक्षे सावशेषत्वं दर्शयति शब्दपाठ इति ॥ ८३ ॥

द्वितीयेऽपि तद् दर्शयति अर्थे इति । व्याकरणादित्युपलक्षणं निगमादेः व्याकरणादिना परोक्षज्ञाने सम्पादितेऽपि संशयादिनिरासेनापरोक्षीकरणमवशिष्यते । तर्हि कदा सम्पूर्णत्वं ज्ञानस्येत्याशङ्क्य तदवधिं दर्शयति स्यादिति । यदा कृतार्थत्वबुद्धिरुत्पद्यते तदा ज्ञानस्य सम्पूर्णता अवगन्तव्या इत्यर्थः ॥ ८४ ॥

পূর্ব্বোক্ত তর্কে ব্রহ্মানন্দের অশেষত্ব প্রদর্শন করিয়া সেই তর্কের মীমাংসা করিতেছেন।—তুমি যে বলিতেছ, "আমি সেই অখণ্ডৈকরস অদ্বৈত সচ্চিদানন্দব্রহ্মকে জানি" তাহাতে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতেছে যে, বল দেখি, তুমি কি কেবল সেই বাক্য পাঠমাত্র করিতেছ, কি তাহার প্রকৃত অর্থ জান? যদি কেবল সেই বাক্য পাঠমাত্রেই তোমার জ্ঞান থাকে, তবে তাহার অর্থ না জানিয়া কেবল বাক্যপাঠে কোন ফল দর্শে না। আর যদি ব্যাকরণাদি-দ্বারা সেই বাক্যের অর্থ তোমার জানা থাকে, তথাপি সেই বাক্যের প্রতি-পাদ্য পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভে যত্ন কর, পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার না হইলে কেবল বাক্যার্থ জানিয়াও কোন উপকার নাই। অতএব পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ-কারের নিমিত্ত গুরুর উপাসনা কর, গুরুর উপাসনাদ্বারা তাঁহার উপ-দেশানুসারে কার্য্য করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিলেই তুমি কৃতার্থ হইতে পারিবে। (এক্ষণে গুরুর উপদেশ ও শাস্ত্রের উপদেশ বিফল হইল না) ॥ ৮৩-৮৪ ॥

आस्तामेतद् यत्र यत्र सुखं स्यात् विषयैर्विना ।
तत्र सर्व्वत्र विज्ञेया ब्रह्मानन्दस्य वासना ॥ ८५ ॥
विषयेष्वपि लब्धेषु तदिच्छोपरमे सति ।
अन्तर्मुखमनोवृत्तावानन्दः प्रतिबिम्बति ॥ ८६ ॥

एवं प्रासङ्गिकं परिसमाप्य प्रकृतमेवानुसरति आस्तामिति । यत्र यत्र यस्मिन् यस्मिन् काले तूष्णींभावादौ विषयानुभवमन्तरेण सुखं भवति तत्र तत्र सुखस्य विषयजन्यत्वाभावात् सामान्याहङ्कारोपेतत्वाच्च वासनानन्दत्वमवगन्तव्यमित्यर्थः ॥ ८५ ॥

एवं ब्रह्मानन्दवासनानन्दौ दर्शयित्वा इदानीमानन्दत्रैविध्यनियमनाय आत्माभिमुखधीवृत्त्यावित्यत्रोक्तमेव विषयानन्दं पुनरनुवदति विषयेष्विति । यदा यदा स्रगादिविषयलाभात् तत्तदिच्छोपरमो भवति तदा तदा मनस्यन्तर्मुखे सति तस्मिन् यः स्वात्मानन्दः प्रतिबिम्बितो भवति अयं विषयानन्द इत्यर्थः ॥ ८६ ॥

ব্রহ্মতত্ত্ববিচার করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল অবান্তর বিচার উপস্থিত হইয়াছিল, এইক্ষণ সেই সকল বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া প্রকৃত সুখস্বরূপ আনন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—কোনরূপ বিষয় না থাকিলেও যে সুখ উপস্থিত হয়, সেই সুখকেই ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া স্বীকার করা যায়। (যে কালে মনুষ্য মৌনভাব আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন আর কোনপ্রকার বিষয়ানুরাগ থাকে না, এই সময়ে যে সুখানুভব হয়, সেই সুখ বিষয়জন্য নহে, কেবল সামান্য অহঙ্কারদ্বারা আবৃত থাকে মাত্র; সুতরাং এই নির্ব্বিষয়ক সুখই বাসনানন্দ) ॥ ৮৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে ব্রহ্মানন্দ ও বাসনানন্দ নিরূপণ করিয়া এইক্ষণ বিষয়ানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—বহুকাল পর্য্যন্ত বিবিধ বিষয়ভোগ করিতে করিতে যখন সেই বিষয়ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া বিষয়ভোগের ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়, তখন আন্তরিক মনোবৃত্তিতে যে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহারই নাম বিষয়ানন্দ ॥ ৮৬ ॥

ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयम् ।

कथितमाह ब्रह्मानन्द इति । उक्तप्रकारेण स्वप्रकाशतया सुप्तौ प्रतिभासमानो यो ब्रह्मानन्दो यश्च तूष्णीं स्थितौ विषयानुभवमन्तरेण प्रतीयमानो वासनानन्दो योऽप्यभीष्टविषयलाभादन्तर्मुखे मनसि प्रतिबिम्बितो विषयानन्द एतन्निलयातिरेकेणास्मिन् जगति न कश्चिदानन्दोऽस्ति ननु आनन्दास्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा । विषयानन्द इत्यनेन प्रकारेणानन्दत्रैविध्यमुक्तम् इदानीन्तु ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इति त्रयमिति सञ्चितलक्षणमानन्दस्य त्रैविध्यमुच्यते अतः पूर्व्वोत्तरविरोधः किञ्च यावद् यावदहङ्कारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः तावत् तावत् सूक्ष्मदृष्टेर्निजानन्दोऽनुमीयते इति तादृक् सुमानुदासीनकालेऽप्यानन्दवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्पर इति चोक्तप्रकारद्वयातिरिक्तौ निजानन्दमुख्यानन्दावभिधीयेते तथा द्वितीयाध्याये मन्दप्रज्ञन्तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेदिति आत्मानन्दस्ततोऽन्यो विधीयते एवं तृतीयाध्याये योगानन्दः पुरोक्त इत्येव योगानन्दोऽपि कश्चिदवभासते ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयाध्याय ईरितः अद्वैतानन्द एव स्यादित्यद्वैतानन्दस्याप्यवगच्छाम: अत: अन्तरेण जगत्यस्मिन्नानन्दो नास्ति कश्चनेत्युक्तिर्विरुध्येत इति चेत् नैवं विद्यानन्दस्य विषयानन्दवदन्तःकरणवृत्तिविशेषत्वेन विषयानन्दे अन्तर्भावस्य विषयानन्दवत् विद्यानन्दो धीवृत्तिरूपक इत्यत्र धीवृत्तिरूपत्वाभिधानेन विवक्षितत्वात् निजानन्दमुख्यानन्दात्मानन्दयोगानन्दाद्वैतानन्दानान्तु ब्रह्मानन्दानतिरिक्तत्वाच्च । तथा हि यावद् यावदहङ्कारेत्याद्युदाहृते श्लोके योगलक्षणोपायगम्यतया योगानन्दत्वेन विवक्षितस्य निजानन्दस्यैव न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम् स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानर्जुनं प्रतीत्यस्मिन्नुत्तरश्लोक एव ब्रह्मानन्दत्वाभिधानात् निजानन्दो ब्रह्मानन्दात् न भिद्यते तथा मुख्यानन्दोऽपि ब्रह्मानन्द एव तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्येतौ आनन्दो जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयं प्रभ इत्यत्र अन्यत्वेनामुख्यभूतयोर्विषयानन्दवासनानन्दयोर्जनकत्वेनाभिहितस्य ब्रह्मानन्दस्यैव तादृक् सुमानुदासीनकालेऽपीत्युदाहृत एव श्लोके आनन्दवासनाम् उपेक्ष्य मुख्यमानन्दं भावयत्येव तत्पर इति मुख्यानन्दत्वाभिधानात् आत्मानन्दाद्वैतानन्दयोस्तु ब्रह्मानन्दत्वं योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यतामिति तृतीयाध्यायादौ पञ्चमाध्याये योगानन्दतया विवक्षितस्य ब्रह्मानन्दस्यैव योगानन्दत्वं तदनुवादपूर्व्वकम्

ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ এই ত্রিবিধ আনন্দভিন্ন এই জগতে আর আনন্দ নাই, এই তিনপ্রকার আনন্দের মধ্যে বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ

अन्तरेण जगत्यस्मिन्नानन्दो नास्ति कश्चन ॥ ८७ ॥
तथा च विषयानन्दो वासनानन्द इत्यमू ।
आनन्दौ जनयन्नास्ते ब्रह्मानन्दः स्वयंप्रभः ॥ ८८ ॥
श्रुतियुक्त्यनुभूतिभ्यः स्वप्रकाशचिदात्मके ।

आत्मानन्दतामभिधाय कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सङ्घटयस्वेति चेदिति प्रश्नपूर्व्वकम् आकाशादि-स्वदेहान्तमित्यादिना अद्वितीयस्य ब्रह्मत्वप्रतिपादनादवगन्तव्यम् । तस्मात् ब्रह्मानन्दो वासना च प्रतिबिम्ब इत्युक्तं त्रैविध्यं मुख्यं तर्हि नन्वेवं वासनानन्दाद् ब्रह्मानन्दादपीतरं वेत्ति योगी निजानन्दमित्यत्र निजानन्दस्य ब्रह्मानन्दवासनानन्दाभ्यां भेदेन निर्देशो न युज्यते इति न शङ्कनीयम् एकस्यैव ब्रह्मानन्दस्य जगत्कारणत्वोपाधिसाहित्यराहित्यभेदेन भेदव्यपदेशोप-पत्तेः । तथा हि ब्रह्मानन्दनिरूपणावसरे आनन्दादेव भूतानि जायन्ते इत्यादिना जगत्-कारणत्वाभिधानेन ब्रह्मानन्दस्य समायत्वमवगम्यते निर्मायस्य जगत्कारणत्वानुपपत्तेः निजा-नन्दनिरूपणकालेऽपि यावद् यावदहङ्कार इत्यादिना सकारणस्याहङ्कारस्य विलयप्रति-पादनात् निजानन्दस्य निर्मायत्वमिति सर्व्वमनवद्यम् ॥ ८७ ॥

नन्वस्मिन्नध्याये ब्रह्मानन्दविवेचनस्यैव प्रस्तुतत्वात् इतरानन्दद्वयप्रतिपादनं प्रकृतासङ्गत मित्याशङ्क्य तयोर्ब्रह्मानन्दजन्यत्वेन तद्बोधोपयोगित्वात् प्रकृतासङ्गतमित्यभिप्रायेणाह तथा चेति । तथा च एवमानन्दत्रैविध्ये सति यः स्वप्रकाश आनन्दो विषयानन्दवासनानन्दौ जनयति स ब्रह्मानन्दो वेदितव्य इत्यर्थः ॥ ८८ ॥

वृत्तानुसंकीर्त्तनपूर्व्वकमुत्तरग्रन्थमवतारयति श्रुतीति । श्रुतिभिः सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतः सुखरूपमेति इत्यादिभिरुदाहृताभिर्युक्तिभिः सुखमहमस्वाप्समित्यादि-

---

এই উভয়ানন্দই সেই স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ হইতে উৎপন্ন হয় ; সুতরাং সকল আনন্দই এক ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত। অতএব ঐ সকল আনন্দকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। (ব্রহ্মানন্দ সুষুপ্তিকালেও স্বয়ং প্রকাশ পায়, তাহাতে কোন বিষয় অপেক্ষা করে না, স্বয়ংই অনুভূত হইতে থাকে। উক্ত আনন্দদ্বয় ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গতবিধায় ব্রহ্মানন্দ বর্ণনপ্রসঙ্গে উক্ত উভয়বিধ আনন্দ বর্ণন অসঙ্গত হইল না) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সুষুপ্তিকালে যে ব্রহ্মানন্দের

ब्रह्मानन्दे सुप्तिकाले सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥ ८९ ॥
य आनन्दमयः सुप्तौ स विज्ञानमयात्मताम् ।
गत्वा स्वप्नं प्रबोधं वा प्राप्नोति स्थानभेदतः ॥ ९० ॥
नेत्रे जागरणं कण्ठे स्वप्नः सुप्तिर्हृदम्बुजे ।

परामर्शस्यान्यथानुपपत्त्यादिभिः अनुभूत्या चार्थापत्तिकल्पितेन सौसुप्तानुभवेन च सुषुप्तिकाले स्वप्रकाशो ब्रह्मानन्दः साधितः परमन्यदा जागरणावस्थायामपि यो ब्रह्मानन्द प्रादुरपायी वक्ष्यते तं शृण्वित्यर्थः ॥ ८९ ॥

प्रतिज्ञातमेव ब्रह्मानन्दावगमोपायं दर्शयितुं तदुपोद्घातत्वेन सनिमित्तां जीवस्यावस्थाद्वयप्राप्तिं दर्शयति य आनन्दमय इति । 'सुप्तौ सुषुप्तिकाले विलीनावस्थ आनन्दमयशब्देन कथ्यते इत्युक्तो य आनन्दमयः स विज्ञानशब्दाभिधेयबुद्ध्युपाधिमत्त्वेन विज्ञानमयतां प्राप्य स्थानभेदतो वक्ष्यमाणस्थानविशेषयोगेन स्वप्नं जागरणं वा कर्म्मानुसारेण गच्छति ॥ ९० ॥

इदानीं जाग्रदाद्यवस्थोपयोगीनि स्थानानि दर्शयति नेत्र इति । नेत्रशब्दस्य कृत्स्नदेहोपलक्षणपरत्वमभिप्रेत्य नेत्रे जागरणमित्यंशस्यार्थमाह आपादेति । चेतनो जीवः ॥९१॥

স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্ব তাহা সিদ্ধ হইল। এইক্ষণে প্রকারান্তরে আনন্দানুভব শ্রবণ কর, অর্থাৎ জাগরণাবস্থাতেও যে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইয়া থাকে, তাহাই বিবৃত হইবে। (যেমন সুষুপ্তিকালে বিষয় সকল বিলীন হইলেও "আমি সুখে নিদ্রিত ছিলাম" এইরূপ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মানন্দের অনুমান হয়। সেইরূপ বক্ষ্যমাণ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা জাগরণকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ অনুমিত হইবে) ॥ ৮৯ ॥

সুষুপ্তিকালে যে আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া নির্ণয় করা হইল, জাগ্রৎকালে ও স্বপ্নাবস্থাতে তাহাকেই বিজ্ঞানময় বলাযায়। অবস্থাবিশেষে একই আনন্দের নামভেদ হইয়াছে। ইহাদ্বারা জীবেরও অবস্থাদ্বয়প্রাপ্তিপ্রতিপাদিত হইল ॥ ৯০ ॥

পূর্ব্বে যে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটি অবস্থা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ সেই অবস্থাত্রয়ের উপযোগী স্থান প্রদর্শন করিতেছেন।—জাগরণাবস্থার স্থান নেত্রদ্বয়, স্বপ্নস্থান কণ্ঠ এবং সুষুপ্তিস্থান হৃৎপদ্ম। এইস্থলে নেত্রদ্বয়

आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागर्ति चेतनः ॥ ९१ ॥
देहतादात्म्यमापन्नवह्न्यायःपिण्डवत् ततः ।
अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्यैवावतिष्ठते ॥ ९२ ॥
उदासीनः सुखी दुःखीत्यवस्थात्रयमेत्यसौ ।
सुखदुःखे कर्मकार्ये त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ९३ ॥

देहं व्याप्य वर्तनेन विवक्षितमर्थं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति देहतादात्म्यमिति । तत्र प्रकाशमाह अहमिति । यतो मनुष्यत्वादिजातिमता देहेन तादात्म्यं प्राप्तः ततः अहं मनुष्य इत्येवं निश्चित्य सत्यत्वादिरहितज्ञानेन गृहीत्वैवावतिष्ठते ॥ ९२ ॥

देहतादात्म्याभिमानहेतुकान्यवस्थान्तराणि दर्शयति उदासीन इति । तत्र सुखित्व-दुःखित्वयोः कर्मजन्यत्वज्ञानाय विशेषणभूतयोः सुखदुःखयोः तद्धेतुकत्वं दर्शयति सुखेति ॥९३॥

শ'স্ক সর্ব্বশরীর অনুভূত হইতেছে। কারণ জাগ্রৎকালে আপাদমস্তক সকল শরীর আশ্রয় করিয়া চৈতন্য অবস্থিতি করেন, কেবল নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিলেই নিদ্রাবস্থা বলা যায় না। (সর্ব্বশরীর হইতে চৈতন্য অন্তরিত হইলেই নিদ্রা হয় এবং জাগ্রৎকালে সর্ব্বদেহেই চৈতন্য থাকেন; সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বদেহই নিদ্রাবস্থার স্থান বলিয়া প্রতিপন্ন হইল) ॥ ৯১ ॥

যেমন দগ্ধলোহপিণ্ডের সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া অগ্নি থাকে, সেইরূপ জীব-দেহের সর্ব্বাঙ্গ আশ্রয় করিয়া দেহের সহিত অভিন্নভাবে চৈতন্য আছেন। অতএব সেই চৈতন্যই "আমি মনুষ্য" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন ॥ ৯২ ॥

জীব সকল ঔদাসীন্য, সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব এই তিনপ্রকার অবস্থা ভোগ করে। কখনও জীব উদাসীন অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত হয়, কখন বা আমি সুখী, এইরূপ জ্ঞান করে এবং কোন সময় আমি দুঃখী ইত্যাকার ভ্রমে আপতিত হয়। উক্ত ত্রিবিধ অবস্থার মধ্যে সুখিত্ব ও দুঃখিত্ব এই অবস্থাদ্বয় কর্ম্মজন্য এবং ঔদাসীন্য স্বভাবতঃ হয়। জীব পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম করিয়াই সুখদুঃখ ভোগ করে। কিন্তু আমি "সুখীও নহি এবং দুঃখীও নহি" এই ঔদাসীন্যজ্ঞান কর্ম্মজন্য নহে, উহা আপনিই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

बाह्यभोगान्मनोराज्यात् सुखदुःखे द्विधा मते ।
सुखदुःखान्तरालेषु भवेत् तूष्णीमवस्थितिः ॥ ८४ ॥
न क्वापि चिन्ता मेऽद्याभूत् सुखमास्सम् इति ब्रुवन् ।
औदासीन्ये निजानन्दभानं वक्त्यखिलो जनः ॥ ८५ ॥
अहमस्मीत्यहङ्कारसामान्येनाहतत्वतः ।

तयोश्च सुखदुःखयोर्निमित्तभेदात् द्वैविध्यमाह बाह्येति तयोरौदासीन्यं कदा स्यादित्यत आह सुखदुःखेति । व्याप्त्यर्थविवक्षया वचनम् ॥ ८४ ॥

यदुक्तं जाग्रत्यनुभवस्य तदिदानीं दर्शयति न क्वापीति । सर्वोऽपि जन इदानीं मम क्वापि चिन्ता व्यापारविषया नास्ति अतः सुखं यथा भवति तथा तिष्ठामीति वदन् औदासीन्यकाले स्वरूपानन्दस्फूर्तिं ब्रूते अतो जागरणावस्थायामपि निजानन्दभानमस्तीत्यवगन्तव्यमित्यभिप्रायः ॥ ८५ ॥

नन्वौदासीन्यावस्थाभासमानस्य निजानन्दत्वेन तस्य ब्रह्मानन्दत्वात् पूर्णतया भासमानता

পূর্ব্বোক্ত সুখ ও দুঃখ এই উভয় দ্বিবিধ—যথা, বাহ্যবিষয়ভোগ জন্য সুখ দুঃখ ও আন্তরিকবিষয় জন্য সুখ দুঃখ। (স্রক্চন্দনাদি বাহ্যবিষয় ভোগ করিতে করিতে সুখের উৎপত্তি এবং ধনসম্পদাদি বাহ্যবিষয়ের বিনাশে দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।) এইরূপ আন্তরিকবিষয়বিশেষেও সুখ ও দুঃখ উভয়ই হইতে পারে, কিন্তু ঐ বাহ্য ও আন্তরিক সুখ দুঃখের উপভোগকালে মধ্যে মধ্যে ঔদাসীন্যভাবও হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মানন্দভোগ হয়, সেইরূপ জাগ্রৎকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ হইয়া থাকে, এইক্ষণে সেই জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্মানন্দভোগ প্রদর্শন করিতেছেন।—“আমার এইক্ষণে আর কোনপ্রকার সাংসারিক চিন্তা নাই, সুতরাং এইক্ষণে আমি সুখে কালযাপন করিতেছি” এইরূপে সকলেরই কখন কখন ঔদাসীন্যভাব দেখা যায়। উহাতেই নিজের আনন্দভোগের প্রমাণ প্রকাশ পায়। অতএব জাগরণাবস্থাতেও যে নিজানন্দভোগ হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ৮৫ ॥

যদি পূর্ব্বোক্ত নিজানন্দের প্রকাশবশতঃ তাহাই ব্রহ্মানন্দরূপে পরিগণিত

निजानन्दो न मुख्योऽयं किन्त्वसौ तस्य वासना ॥ ৯৬ ॥
नीरपूरितभाण्डस्य बाह्ये शैत्यं न तज्जलम् ।
किन्तु नीरगुणस्तेन नीरसत्तानुमीयते ॥ ৯৭ ॥
यावद् यावदहङ्कारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ।

न स्यादित्याशङ्क्य अहङ्कारसामान्यग्रस्तत्वान्न ब्रह्मानन्दता इति परिहरति अहमस्मीति । इदं-तृणीऽहमित्यादिविशेषशून्येनाहमस्मीत्येवं रूपेणाहङ्कारमात्रेणावृतत्वान्नायं मुख्य इत्यर्थः । तर्हि तस्य किंरूपता इत्यत आह किन्त्वसाविति ॥ ৯৬ ॥

मुख्यानन्दातिरिक्तवासनानन्दसद्भावे दृष्टान्तमाह नीरेति । जलपूर्णकुम्भस्य बहिर्भाग स्पर्शेनोपलभ्यमानं यत् शैत्यमस्ति तत्तावज्जलं न भवति द्रवत्वानुपलम्भात् । किं तर्हि तदित्यत आह किन्त्विति । नीरगुणत्वं कथमवगम्यते इत्यत आह तेनेति । विमतं घटे उपलभ्यमानं शैत्यं जलजन्यं भवितुमर्हति शैत्यत्वात् जले उपलभ्यमानशैत्यवदिति ॥ ৯৭ ॥

भवत्वेवं नीरानुमापकत्वं शैत्यस्य प्रकृते किमायातमित्याशङ्क्य तद्वद्वासनानन्दस्यापि मुख्यानन्दानुमापकत्वमायातमित्याह यावदिति । अभ्यासयोगतः ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत् तद्यच्छेच्छान्त आत्मनीति श्रुत्यभिहितनिरोधसमाध्यभ्यासयोगेन यावद्यावदहङ्कारादिवृत्तिविलयवशात् चित्तस्य सूक्ष्मता जायते तावत्तावन्निजानन्दाभिव्यक्तिर्भवतीत्यनुमीयते अयमत्र प्रयोगः अहङ्कारसङ्कोचविशेषविशिष्टसमयेषु द्वितीयादिक्षणः पक्षः स पूर्व्वस्मात्

হয়, তাহাহইলে বাসনানন্দভোগী অসম্ভব হইয়া উঠিল ; এই আশঙ্কায় বাসনানন্দের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—জাগরণকালে যখন নিজানন্দভোগ হয়, তখন জীব "আমি, আমার" ইত্যাদি সামান্য অহঙ্কারদ্বারা আবৃত থাকে; সুতরাং সেই সময়ে প্রকৃতরূপ আনন্দভোগ হইতে পারে না। কেবল সামান্যতঃ বাসনানন্দরূপে প্রকাশ পায়, ইহাই বাস্তবিক বাসনানন্দ ॥ ৯৬ ॥

মুখ্যানন্দের অতিরিক্ত বাসনানন্দের সত্তাবিষয়ে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বাসনানন্দ প্রমাণীকৃত হইতেছে।—কোন জলপূর্ণপাত্রের বাহ্যদেশে হস্তপ্রদান করিলে শীতলগুণ অনুভূত হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা জল নহে, উহা জলের গুণমাত্র। এইস্থলে যেমন সেই শীতল স্পর্শের অনুভবদ্বারা জলের সত্তা অনুমিত হয়, সেইরূপ সমাধির অভ্যাসপটুতাদ্বারা যে সময়ে অহঙ্কার

तावत् तावत् सूक्ष्मदृष्टेर्निजानन्दोऽनुमीयते ॥ ५८ ॥
सर्व्वात्मना विस्मृतः सन् सूक्ष्मतां परमां व्रजेत् ।
अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत् ॥ ५९ ॥
न द्वैतं भासते नापि निद्रा तत्रास्ति यत् सुखम् ।

यथात् अधिकनिजानन्दाविर्भाववान् अहङ्कारसङ्कोचविशेषसंयुक्तकालत्वात् अहङ्कारसङ्कोच-संयुक्तावस्थावदिति ॥ ५८ ॥

बुद्धिसौक्ष्म्यस्य कोऽवधिरित्यत आह सर्व्वेति । तर्हि सा निद्रैव स्यादित्यत आह अली-नेति । सर्व्वात्मविस्मरणेऽप्यन्तःकरणस्वरूपप्रविलयाभावात् नेयं निद्रा बुद्धेः कारणात्मनाव स्थानं सुषुप्तिरित्याचार्य्यैरुक्तत्वात् इत्यर्थः । अन्तःकरणस्वरूपविलयाभावे लिङ्गमाह तत इति । यत्र सुषुप्त्यादावहङ्कारविलयस्तत्र देहपातो दृष्टः इह तु तदभावादविलीन बुद्धि गम्यते ॥ ५९ ॥

फलितमाह न द्वैतमिति । यस्मिन् काले द्वैतभानं नास्ति निद्रापि नागच्छति तस्मिन्

বিস্মৃত হইয়া যায়, সেই সময়ে নিজানন্দ অনুভূত হইতে থাকে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা এইরূপে নিরন্তর সমাধিযোগ অভ্যাস করিতে করিতে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলে চিত্তের সূক্ষ্মতা প্রযুক্তই নিজানন্দ অনুভব করিতে পারেন ॥৯৭-৯৮॥

সমাধিযোগ অভ্যাসদ্বারা বুদ্ধির কিরূপ সূক্ষ্মতা হয়, তাহা নিরূপণ করি-তেছেন।—সর্ব্বপ্রকারে অহঙ্কারের বিস্মরণ হইলেই বুদ্ধি পরমসূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। (তৎকালে বুদ্ধির এইরূপ সূক্ষ্মতা হইয়া থাকে যে, কোন বিষয়ই সেই বুদ্ধির অগোচর থাকে না, তখন সেই বুদ্ধিদ্বারা সদসৎ বিবে-চনা করিতে পারে এবং বুদ্ধি অন্য বিষয়ে আসক্ত না হইয়া কেবল পরমা-নন্দে অনুরক্ত থাকে।) বুদ্ধির এই অবস্থাকে নিদ্রা বলা যায় না, যেহেতু সেই সময়ে অন্তঃকরণ বিলীন হয় না। যাবৎ অন্তঃকরণের সত্তা থাকে, তাবৎ নিদ্রা হয় না এবং এই অন্তঃকরণ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই দেহের পতন হইতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—যে সময়ে দ্বৈতভাবনা থাকে না এবং নিদ্রারও আবির্ভাব হয় না, সেই সময়ে যে সুখের অনুভব হয়,

स ब्रह्मानन्द इत्याह भगवानर्जुनं प्रति ॥ १०० ॥
शनैः शनैरुपरमेद् बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ १०१ ॥
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ध्याने उपलभ्यमान यत् सुखमस्ति स ब्रह्मानन्द इत्यर्थः । अथ ब्रह्मानन्द इति कुतोऽवगत मित्याशङ्क्य श्रीकृष्णवाक्यादित्याह इत्याहेति । गीतायां षष्ठाध्याये इति शेषः ॥ १०० ॥

तत्र कीं- श्रीकृष्णवान् इत्याशङ्क्य तान् श्लोकान् पठत्यर्थक्रमानुसारेण शनैरिति । अत्र मर्थ धृतिगृहीतया धैर्य्ययुक्तया बुद्ध्या साधनभूतया शनैः शनैः न सहसा उपरमेत् मन उपरतं कुर्य्यात् । किमर्थमित्यत आह आत्मेति । एवं आत्मसंस्थम् आत्मनि संस्था सम्यक् स्थितिर्यस्य तत् तथा न ततोऽन्यत किञ्चिदपि यस्य तदात्मसंस्थं तथाविध कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् एष योगस्य परमोऽवधिः ॥ १०१ ॥

एतस्मादनु प्रवृत्तो योगी प्रथमं किं कुर्यादित्यत आह यतो यत इति । चञ्चलं मन

তাহারই নাম ব্রহ্মানন্দ। এইরূপ ব্রহ্মানন্দ ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নানাপ্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ১০০ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যেরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, এইক্ষণ ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের (২৫ হইতে ২৭ পর্য্যন্ত) শ্লোকসকলের উদাহরণ দিয়া ভগবদ্বাক্যার্থ প্রকাশ করিতেছেন।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, ধৈর্য্যশালিনী বুদ্ধিদ্বারা ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে নিবারিত করিবে। (কিন্তু ক্রমে ক্রমে মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ না করিয়া একবারে মনকে বিষয় হইতে উপরত করা উচিত নহে, তাহা হইলে মন সম্যক্‌প্রকারে উপরত হয় না।) এইরূপে মনকে বিষয় হইতে ব্যাবৃত্ত করিলে পর, সেই মনকে আত্মাতে সংস্থাপন করিবে। তখন আর অন্য কোন বিষয়ই চিন্তা করিবে না, কেবল সেই আত্মাতেই মনকে নিশ্চলভাবে রাখিবে। (আত্মাভিন্ন আর কিছুই সৎ নহে, এই নিশ্চয়ই যোগের অবধি) ॥ ১০১ ॥

যেরূপে যোগপ্রবৃত্ত যোগীরা মনের স্থৈর্য্যসাধন করিবেন, তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—যোগসাধনে প্রবৃত্তযোগিগণ চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট অস্থির মনঃ

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ १०२ ॥
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ १०३ ॥
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

स्वभावदोषादत एवास्थिरम् एकत्र विषये अनियतम् एवंविधं मनो यदा यदा यतो यतो यस्माद् यस्माच्छब्दादेर्निमित्तात् निश्चरति निर्गच्छति तदा तदा तस्माद् तस्माद् शब्दादेः सकाशान्नियम्य तेषां शब्दादीनां मिथ्यात्वादिदोषदर्शनेनाभ्यासीकृत्य वैराग्यभावनापूर्व्वकं निरुद्धं सन्मन आत्मन्येव वशं नयेत् आत्मवशतामापादयेत ॥ १०२ ॥

एवं योगमभ्यस्यतोऽभ्यासबलादात्मन्येव मनः प्रशाम्यति मनःप्रशान्तौ किं भवति इत्यत आह प्रशान्तेति । शान्तरजसं प्रक्षीणमोहादिक्लेशरजसम् अत एव प्रशान्तमनसं प्रकर्षेण शान्तं विक्षेपशून्यं मनो यस्य तं ब्रह्मभूतं ब्रह्मैव इदं सर्व्वमिति निश्चयवत्तया जीवन्मुक्तम् अकल्मषम् अधर्म्मादिवर्ज्जितम् एनं योगिनमुत्तमं क्षयित्वसातिशयत्वादिदोषरहितं सुखमुपैति उपगच्छतीति ॥ १०३ ॥

संक्षिप्तोक्तार्थप्रपञ्चनपरान् तदीयानेव श्लोकान् पठति यत्रेति । चित्तं यत्र यस्मिन् काले योगसेवया योगानुष्ठानेन सर्व्वस्मात् विषयात् निवारितं सदुपरमते उपरमं गच्छतीति ।

পূর্ব্বে যে যে বিষয়ে আসক্ত ছিল, সেই সেই বিষয় হইতে সেই মনকে আনয়ন করিয়া কেবল আত্মাতেই নিবেশিত করিবেন এবং মনঃ যেন অন্য কোন বিষয়ে পুনর্ব্বার আসক্ত না হয়, তাহার প্রতি সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন ॥ ১০২ ॥

যোগাভ্যাস করিতে করিতে সাধকের মনঃ স্বয়ংই প্রশান্ত হইয়া বিষয় হইতে নিবৃত্ত থাকে। মনঃ প্রশান্ত হইলে সেই সাধক নিষ্পাপ, মোহশূন্য, জীবন্মুক্ত ও বিশুদ্ধসত্ত্ব হয়। তখন তাহার রজোগুণ তিরোহিত হইয়া মোহ-জনিত ক্লেশ নিবারিত হইয়া যায় এবং সেই যোগিবর নিরন্তর সুখানুভব করিতে থাকেন। পরন্তু তিনিই স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া থাকেন ॥ ১০৩ ॥

যাহারা নিয়ত যোগাভ্যাস করে, তাহাদিগের চিত্ত নিত্য যোগানুষ্ঠান-দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া যে কোন সময়ে সাংসারিক সমুদায় বিষয় হইতে নিবারিত হয়, আর যে সময়ে সমাধি পরিশুদ্ধ আত্মা স্বয়ং আত্মদর্শন করেন, তখনই আত্মা

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ १०४ ॥
सुखमात्यन्तिकं यत् तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ १०५ ॥
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ १०६ ॥

किञ्च यत्र यस्मिन् काले आत्मना समाधिपरिशुद्धेनान्तःकरणेनात्मानं परं ज्योतिःस्वरूपं पश्यन् उपलभ्यमानः आत्मन्येव तुष्यति तुष्टिं भजते न विषयेष्वित्यर्थः ॥ १०४ ॥

किञ्च यत्र यस्मिन् काले आत्मनि स्थितोऽयं योगी आत्यन्तिकम् अत्यन्तमेव भवतीति आत्यन्तिकम् अनन्तं बुद्धिग्राह्यम् इन्द्रियनिरपेक्षया बुद्ध्या [illegible] अतीन्द्रियम् इन्द्रियगोचरातीतम् अविषयजनितं यत् तदीदृशं सुखं वेत्ति अनुभवति किञ्चात्मनि स्थितोऽयं तत्त्वतस्तस्मात् आत्मस्वरूपान्न चलति न प्रच्यवते ॥ १०५ ॥

किञ्च यमात्मानं लब्ध्वा प्राप्य अपरं लाभं लाभान्तरं ततोऽधिकं न मन्यते आत्मलाभान्न परं विद्यते इति श्रुतेः किञ्च यस्मिन्नात्मतत्त्वे स्थितो गुरुणा महतापि दुःखेन शस्त्राभिघातादिलक्षणेन प्रह्लाद इव न विचाल्यते ॥ १०६ ॥

পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন। তখন আর আত্মা অন্যকোন বিষয়ে অনুরক্ত হয় না ॥ ১০৪ ॥

যে সময়ে যোগী আত্মাতে অবস্থিত হয়েন, সেই কালে ইন্দ্রিয়াতীত ও বুদ্ধিগ্রাহ্যের অতিশয় সুখ অনুভব করেন। তখন তাঁহার চিত্ত আর চঞ্চল হয় না, সর্ব্বদা স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। (অন্তঃকরণ আত্মাতে অনুরক্ত হইলে যেরূপ সুখ অনুভূত হইতে থাকে, কোনপ্রকার বিষয়ভোগেই সেই প্রকার সুখভোগ হইতে পারে না। এই সুখ কেবল অন্তঃকরণই জানিতে পারে, কোনরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে) ॥ ১০৫ ॥

আত্মাকে লাভ করিলে অন্যকোন লাভই ইহা হইতে অধিক বলিয়া বোধহয় না (তখন সসাগরাধরায় একাধিপত্যও অকিঞ্চিৎকর বোধহয়) এবং কোন গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হইলেও তাঁহাতে বিচলিত হয় না। (আত্মজ্ঞান হইয়া সেই আত্মাতে নিশ্চল হইলে শরীরে গুরুতর অস্ত্রাদির আঘাত লাগি-

तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्व्विण्णचेतसा ॥ १०७ ॥
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ १०८ ॥

इदानीमुपपादितं योगं निगमयति तं विद्यादिति। शनैः शनैरित्यादिना यावद्भिर्व्विशेषणैर्व्विशिष्ट आत्मावस्थाविशेषो योग उक्तस्तं दुःखसंयोगवियोगं दुःखैः संयोगस्तेन वियोगस्तं विपरीतलक्षणया योगसंज्ञितं योग इत्येवं संज्ञितं विद्याज्जानीयात्। एवंविधयोगानुष्ठाने किञ्चित् कर्त्तव्यताविशेषमाह स निश्चयेनेति। स पूर्व्वोक्तो योगो निश्चयेनाध्यवसायेन अनिर्व्विण्णचेतसा निर्व्वेदरहितेन चित्तेन योक्तव्योऽनुष्ठेयः ॥ १०७ ॥

इदानीमुक्तमर्थमुपसंहरति युञ्जन्निति। विगतकल्मषो योगान्तरायवर्ज्जितो योगी सदा आत्मानमेवं यथोक्तेन प्रकारेण युञ्जन्ननुसन्दधान. सुखेनानायासेन ब्रह्मसंस्पर्शं ब्रह्मणा संस्पर्शो यस्य सुखस्य तद् ब्रह्मसंस्पर्शं ब्रह्मस्वरूपभूतमिति यावत्। अत्यन्तमविनश्वरं निरतिशयं सुखमश्नुते प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ १०८ ॥

লেও তাঁহাতে কোনরূপে অন্তঃকরণ অস্থির হয় না। সুখ ও দুঃখ উভয় অবস্থাতেই অন্তঃকরণ একভাবে থাকে ॥ ১০৬ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, ক্রমে ক্রমে সমাধিযোগ অভ্যাস করিবে। এই-রূপে যোগ অভ্যাস করিয়া অন্তঃকরণ স্থির করিতে পারিলে, আর কোন-প্রকার দুঃখ সংস্পর্শ হয় না, ঐ যোগ দুঃখের বিরোধী ও জ্ঞানের জনক এবং সেই যোগই পরমযোগ বলিয়া উক্ত আছে। সাধকগণ পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ঐ যোগানুষ্ঠান করিবে এবং দৃঢ় অধ্যবসায় সহকারে পূর্ব্বোক্ত যোগ-সাধন করিলেই অন্তঃকরণ নিঃশঙ্ক হয় ॥ ১০৭ ॥

যোগীব্যক্তি পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আত্মযোগ অনুষ্ঠান করিলে ব্রহ্মানন্দ অনু-ভববশতঃ সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া নিরতিশয় সুখসম্ভোগ করিতে পারেন। (যখন যোগানুষ্ঠানদ্বারা আত্মাতে ব্রহ্মানন্দের সংস্পর্শ হয়, তখন আর কোন পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না এবং যোগসাধন-

उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना ।
मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेदपरिखेदतः ॥ १०९ ॥
बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखम् ।
प्राह मैत्राख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम् ॥ ११० ॥

अनिर्वेदेन क्रियमाणो योगाभ्यासः फलपर्यन्तो भवतीत्येतत् सदृष्टान्तमाह उत्सेक इति। कुशाग्रेणोद्धृतेनैकेन बिन्दुना क्रियमाण उदधेरुत्सेक उद्धृत्य बहिः सेचनं परिखेदाभावे सति यद्वत् कालान्तरे भवेदेव तद्वदेव मनसो निग्रहोऽपि श्रमराहित्येन क्रियमाणः कालान्तरे सिध्येत् इदञ्च टिट्टिभोपाख्यानं मनसि निधायोक्तम् ॥ १०९ ॥

न केवलमयमर्थो गीतायामभिहितः किन्तु मैत्रायणीयशाखायामपीत्याह बृहदिति। मैत्रायणीयनामके यजुःशाखाभेदे शाकायन्यनामा कश्चिदृषिः स्वशिष्यत्वेनोपपन्नस्य बृहद्रथाख्यस्य राजर्षेर्ब्रह्मसुखं समाधिविधानपूर्वकं यथा भवति तथोक्तवान् ॥ ११० ॥

দ্বারা যে সুখের উৎপত্তি হয়, তাহা বিনশ্বর নহে, সেই সুখ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে) ॥ ১০৮ ॥

যদি বল, ক্রমে ক্রমে যোগানুষ্ঠান করিলে চিত্ত নিগ্রহসম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না, এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগানুষ্ঠানের চিত্তনিগ্রহ কর্তৃত্ব দেখাইতেছেন।—যেমন কুশাগ্রদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া জলসেচন করিলেও চিরকালে সমুদ্রশোষণ করিতে পারা যায়, সেইরূপ অনলসচিত্তে দৃঢ়সঙ্কল্পদ্বারা ক্রমে ক্রমে যোগানুষ্ঠান করিলেও চিত্ত নিগ্রহ হইতে পারে। (নিয়ত কার্য্য করিলে সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে) ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভগবদ্গীতায় উক্ত ভগবদ্বাক্য উদাহরণস্বরূপে প্রদর্শন করিয়া এইক্ষণ অন্যান্য গ্রন্থের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—ইতিপূর্ব্বে যে আত্মার বিষয়ান্তররাগনিবৃত্তি উক্ত হইয়াছে, ইহা যে কেবল ভগবদ্গীতাতেই উক্ত আছে এমত নহে, মৈত্রায়ণীয় নামক যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষে টিট্টি-ভোপাখ্যানেও শাকায়ন্য ঋষি বৃহদ্রথ ঋষিকে সমাধি কথনপূর্ব্বক সুখস্বরূপের উপদেশ করিয়াছেন। (বৃহদ্রথ নামা রাজর্ষি শিষ্যরূপে শাকায়ন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মসুখ জিজ্ঞাসা করিলে পর শাকায়ন্য বৃহদ্রথ ঋষিকে এইরূপে উপদেশ করিয়াছিলেন) ॥ ১১০ ॥

यथा निरिन्धनो वह्निः स्वयोनावुपशाम्यति।
तथा वृत्तिक्षयाच्चित्तं स्वयोनावुपशाम्यति॥ १११॥
स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः।

येन प्रकारेणोपशमो भवतीत्याशङ्क्य तत् प्रतिपादकान् तदीयान् मन्त्रान् पठति यथेति। निरिन्धनो दग्धकाष्ठो वह्निः स्वयोनौ स्वकारणे तेजोमात्रे उपशाम्यति ज्वालादिरूपं विशेषाकारं परित्यज्य तेजोमात्ररूपेण यथावतिष्ठते तथा तेन प्रकारेण चित्तमन्तःकरणमपि वृत्तिक्षयान्निरोधसमाध्यभ्यासेन राजसादिसकलवृत्तिनाशात् स्वकारणे सत्त्वमात्रे उपशाम्यति सत्त्वमात्रावशेषं भवतीत्यर्थः॥ १११॥

ततः किमित्यत आह स्वयोनाविति। सत्ये आत्मनि निर्विषये कामोऽस्यास्तीति सत्यकामी तस्मात् एव स्वयोनावुपशान्तस्य उपशान्तत्वादेव इन्द्रियार्थविमूढस्येन्द्रियार्थेषु विषयेषु

বৃহদ্রথ ঋষি শাকায়ন্যকে ব্রহ্মসুখপ্রাপ্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শাকায়ন্য বলিলেন, চিত্তের শান্তিভিন্ন ব্রহ্মানন্দলাভের অন্য উপায় নাই। সেই চিত্তশান্তিও যোগসাধন ব্যতিরেকে হইতে পারে না। যোগসাধন করিলে আপনিই অন্তঃকরণ শান্ত হয়। যেমন বহ্নি যাবৎ কাষ্ঠাদি দাহ করে, তাবৎ বহ্নির জ্বালা থাকে, যখন সেই অগ্নি কাষ্ঠাদি দহন করিয়া ভস্মাবশিষ্ট করে, তখন দাহ্য কাষ্ঠাদির অভাব হইলে সেই অগ্নি স্বীয় কারণীভূত তেজোমাত্রে লয় পাইয়া আপন জ্বালা পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্ত হয়। সেইরূপ সমাধিসাধনের অভ্যাসবশতঃ চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আপনিই অন্তঃকরণ শান্ত হয়। (সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তের রাজসাদি বৃত্তিসকল বিনষ্ট হইলে স্বীয় কারণ সত্ত্বমাত্রে শান্ত হইয়া থাকে, তখন কেবল সত্ত্বমাত্রই অবশিষ্ট থাকে) ॥ ১১১ ॥

স্বীয় কারণস্বরূপ সত্য কামনাবিশিষ্ট আত্মাতে চিত্ত শান্ত হইলে যখন ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল বিমূঢ় হয়, তখনই কামনাসকল বিলয় পায় এবং অন্তঃকরণ কর্ম্মফলস্বরূপ সুখাদিকে মায়িকজ্ঞান করিয়া আপনিই সেই সাংসারিক মায়িক সুখাদি হইতে নিবারিত হয়। (চিত্ত শান্ত হইলেই ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল নিরুদ্ধ হয় এবং চিত্ত নিরুদ্ধ হইলেই "এই সকল সাংসারিক কর্ম্মজন্য সুখ

इन्द्रियार्थविमूढस्यासक्ताः कर्म्मवशानुगाः ॥ ११२ ॥
चित्तमेव हि संसारस्तत् प्रयत्नेन शोधयेत् ।
यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत् सनातनम् ॥ ११३ ॥

शब्दादिषु विमूढस्य विमुखस्य ज्ञानशून्यस्य मनसः कर्म्मवशमनुगच्छन्तीति कर्म्मवशानुगाः सुखादयः अन्तवानातिरिक्तत्वज्ञानेन मिथ्याभूताः स्युरित्यर्थः ॥ ११२ ॥

ननु चित्तोपाधावात्मनो जगन्मिथ्या भवत्येतदनुपपन्नं तदुपादानत्वाभावात् तर्ह्यात्मशोधनमेव चित्तमिति। यद्यपि स्वरूपेण चित्तोपादानकं जगन्न भवति तथापि तस्य भोग्यत्वं चित्त कार्य्यत्वमेव हि अन्वेनाव सर्व्वानुभवं प्रमाणयति सुषुप्त्यादौ चित्तानिलये भोगादर्शनादिति भावः। यतश्चित्तात्मक संसारः अतस्तच्चित्तमेव प्रयत्नेनाभ्यासवैराग्यादिलक्षणेन शोधयेत् रजस्तमोमलराहित्येनैकाग्रं कुर्य्यात्। नन्वात्मनो विमुक्तये आत्मैव शोधनीयो न चित्त मित्याशङ्क्याह यच्चित्तमिति। मर्त्य इत्युपलक्षणं देहिमात्रस्य यो देही यच्चित्तो यस्मिन् पुत्रदारादौ विषये चित्तवान् भवति स तन्मय तदात्मक एव तत्त्वाकत्वेनैकत्वयोरात्मन्येव समारोपणात् एतत् सनातनमिदमनादिसिद्धं गुह्यं रहस्यम्। एतदुक्तं भवति स्वभावतः शुद्धस्यात्मनो यतश्चित्तसम्पर्कादेव समारित्वं ध्यायतीव लेलायतीवेति श्रुतेः अतश्चित्तस्य शोधनेनात्मनः संसारनिवृत्तिरिति ॥ ११३ ॥

প্রকৃত সুখ নহে এবং ঐ সকল সুখ কেবল মিথ্যা মায়ার কার্য্য," এইরূপ জ্ঞান করিয়া সেই সকল সাংসারিকসুখ পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হয়) ॥১১২॥

যদি বল, আত্মার মুক্তির নিমিত্ত আত্মশোধনই আবশ্যক। তবে আর চিত্তশোধনের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—ফলতঃ চিত্তই মায়িকসংসার, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চিত্ত সংশোধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু যে মনুষ্যের যেরূপ, অন্তঃকরণ সেই মনুষ্য সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। এই বাক্য অতি সারবান্ এবং ইহার তত্ত্ব অতিনিগূঢ়। (চিত্ত যেরূপ ধন, পুত্র ও কলত্রাদিবিষয়ে অনুরক্ত হয়, সেইরূপ ফলভোগ করিয়া থাকে। চিত্তই সংসারে আসক্ত হয়, অতএব চিত্ত সংশোধন করিলেই সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে) ॥ ১১৩ ॥

चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कर्म शुभाशुभम् ।
प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वा सुखमव्ययमश्नुते ॥ ११४ ॥
समासक्तं यथा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे ।
यद्येवं ब्रह्मणि स्यात् तत् को न मुच्येत बन्धनात् ॥ ११५ ॥

ननु नानादिभवपरम्परोपार्जितसुखदुःखप्रदपुण्यपापकर्मणोः सतोश्चित्तप्रसादेनापि कथमात्मनः संसारनिवृत्तिर्भविष्यतीत्याशङ्क्य चित्तप्रसादोपलक्षितब्रह्मानुसन्धानेन सकलकर्मक्षयोपपत्तेर्नैवमिति परिहरति चित्तस्येति । हि शब्देन तद्यथैषीकातूलमग्नौ प्रोतं प्रदूयेत एवमेव ह्यस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते उपपातकेषु सर्व्वेषु पातकेषु महत्सु च प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेदित्यादिश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धिं द्योतयति । ततः किमित्यत आह प्रसन्नेति । प्रसन्न आत्मा चेतो यस्य स तथोक्तः आत्मनि स्वस्वरूपभूतेऽद्वितीयानन्दब्रह्मणि स्थित्वा तदेवाहमिति निश्चयेन द्वैतजातं परिहृत्य चिन्मात्ररूपेणावस्थाय अव्ययमविनाशि यत् सुखं स्वरूपभूतं तदश्नुते ॥ ११४ ॥

प्रसन्नात्मात्मनि स्थित्वेत्युक्तमेवार्थं दृष्टान्तेन उपपादयति समासक्तमिति । प्राणिनश्चित्तं विषय एव गोचर इन्द्रियप्रचारभूमिस्तस्मिन् यथा स्वभावेन सम्यगासक्तं भवति तदेव चित्तं ब्रह्मणि प्रत्यगभिन्ने परमात्मनि यद्येवमासक्तं स्यात् तर्हि कः संसारात् न मुच्येत सर्व्वोऽपि मुच्यत एवेत्यर्थः ॥ ११५ ॥

সমাধিযোগের অনুষ্ঠানদ্বারা চিত্ত প্রসন্ন হইলে সেই চিত্তের প্রসন্নতাদ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মসকল বিনষ্ট হইয়া যায়। (বিষয়ানুরাগদ্বারা চিত্ত পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম করিয়া সেই সকল কর্ম্মজন্য শুভাশুভ ফলভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু সমাধিসাধনদ্বারা চিত্তের অনুরাগ নিবৃত্ত হইয়া গেলে, আর পুণ্যাপুণ্যকর্ম্ম করে না এবং সেই কর্ম্মজন্য ফলভোগও হয় না।) তখন প্রসন্নচিত্তব্যক্তি পরমাত্মসুখে অবস্থিত হইয়া নিরন্তর সেই অক্ষয়সুখ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ১১৪ ॥

যেমন জীবসকলের অন্তঃকরণ সাংসারিক বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হয়, চিত্ত যদি সেইরূপ ক্ষণকালের নিমিত্ত পরব্রহ্মেতে নিবিষ্ট হয়, তাহাহইলে কোন্ ব্যক্তি না সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে? (একবারমাত্র

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধঞ্চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসম্পর্কাৎ শুদ্ধং কামবিবর্জ্জিতম্ ॥ ১১৬ ॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্তৈ নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥ ১১৭ ॥
সমাধিনির্দ্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।

অন্তঃকরণস্য মনসোঽবান্তরভেদমাহ মন ইতি। মন কামসম্পর্কাৎ অশুদ্ধমিতি।
কাম ইচ্ছাপ্রভৃতয়ঃ ক্রোধাদয়োঽপি ॥ ১১৬ ॥

দ্বিবিধস্যৈব তস্য জনীয় সংসারমোক্ষয়োর্হেতুতা দর্শয়তি মন এবেতি ॥ ১১৭ ॥

পরমাত্মনি স্থিতা সুখময়মনুভূয় মুক্তির্ভবতীত্যাহ শ্রুতি. স্বয়মেব প্রপঞ্চয়তি সমাধীতি। আত্মনি প্রত্যক্স্বরূপে নিবেশিতস্য সমাধিনির্দ্ধূতমলস্য সমাধিনা প্রক্ষয়্

জীবের অন্তঃকরণ পরব্রহ্মেতে আসক্ত হইলে, আর কখনও সেই জীব সংসারে লিপ্ত হয় না। তখন তাহার সংসারের বিনশ্বরত্ব ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের অতুলসুখ অনুভূত হইয়া চিরকাল সেই নিত্যানন্দভোগ হইতে থাকে) ॥ ১১৫ ॥

অন্তঃকরণ দুইপ্রকার, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। কামাদিসম্পর্কবিশিষ্ট অন্তঃকরণ অশুদ্ধ এবং নিষ্কাম অন্তঃকরণকে শুদ্ধ বলা যায়। (যাহার চিত্ত কাম-ক্রোধাদিদ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকে, হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না, তাহার চিত্ত সর্ব্বদা কলুষিত হয়, সেই চিত্ত কোনরূপ সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না এবং যে চিত্তকে কামক্রোধাদি আক্রমণ করিতে পারে না, সেই চিত্ত সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তনে তৎপর থাকে) ॥ ১১৬ ॥

অন্তঃকরণ মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ। অশুদ্ধ অন্তঃকরণ সর্ব্বদা বিষয়ে অনুরক্ত থাকিয়া মনুষ্যকে সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং অন্তঃকরণ বিষয়ানুরাগশূন্য হইলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। (অতএব যাহাতে অন্তঃকরণ বিষয়বাসনা পরিশূন্য হইয়া বিশুদ্ধ হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহারই উপায় অনুসন্ধান করা উচিত) ॥ ১১৭ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া

न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा
स्वयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥ ११८ ॥
यद्यप्यसौ चिरं कालं समाधिर्दुर्लभो नृणाम् ।
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्चाययत्यसौ ॥ ११९ ॥
श्रद्धालुर्व्यसनी योऽत्र निश्चिनोत्येव सर्वथा ।

ब्रह्मणीर्द्धारणीयप्रत्यया वृत्त्या निर्धूतमलस्य निःशेषेण निवारितरजस्तमोमलस्य चेतसः तस्मिन् समाधौ यत् सुखमुत्पद्यते तदा समाधावुत्पन्नं तत् सुखं गिरा वाचा वर्णयितुं न शक्यते अलौकिकत्वात् इत्यर्थः किन्तु स्वयं तत्स्वरूपभूत सुखमन्तःकरणेनैव गृह्यते ॥ ११८ ॥

नन्वस्यैव समाधेर्दुर्लभत्वात् कथमनेन ब्रह्मानन्दनिश्चयसम्भव इत्याशङ्क्याह यद्यपीति । अस्य समाधेः सन्ततस्यासम्भवेऽपि क्षणिकस्य तस्य सम्भवात्तेनैव अयमानन्दो निश्चेतुं शक्यत इत्यर्थः ॥ ११९ ॥

नन्वात्मदर्शनाय श्रवणादौ प्रवृत्ता अपि केचिदानन्दत्वनिश्चयशून्या बहिर्मुखा वर्त्तन्ते

অক্ষয়সুখ ভোগ করিতে পাবে, এইরূপ উক্ত বিষয়ে শ্রুতিপ্রতিপাদিত অর্থ প্রপঞ্চরূপে প্রদর্শন করিতেছেন ।—সমাধিযোগ অভ্যাসদ্বারা অন্তঃকরণের রজস্তমোরূপ মল নিবারিত হইয়া চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই সেই অন্তঃকরণ পরমাত্মাতে নিবিষ্ট হয়, তখন অন্তঃকরণে যে নিরতিশয় অলৌকিক ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইতে থাকে, তাহা কেহ বাক্যদ্বারা বর্ণন করিয়া শেষ করিতে পারে না। (পরমাত্মজ্ঞান হইলে যে বিমল অচ্যুত আনন্দ উপভোগ হইতে থাকে, তাহা অন্তঃকরণভিন্ন আর কোন ইন্দ্রিয়ই অনুভব করিতে পারে না) ॥ ১১৮ ॥

যদি বল, সমাধিই দুর্লভপদার্থ, তাহা চিরকাল থাকে না; সুতরাং সেই সমাধিদ্বারা কিরূপে ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—যদিও সমাধিযোগাবস্থা চিরস্থায়ী নহে, তথাপি সেই সমাধিযোগ অনুষ্ঠানকালে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চায়ক হয়। (সমাধি চিরকাল থাকে না বটে, কিন্তু সেই সমাধি যে ক্ষণকালমাত্র অবস্থিত হয়, তাহাতেই ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ জানাইয়া থাকে) ॥ ১১৯ ॥

যাহারা আত্মবিষয়ে শ্রদ্ধাবিহীন, তাহারা আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানের যাদৃশে অভ্যা-

নিশ্চিতো ন্ত মহৎ তস্মিন্ বিশ্বসিত্যপ্রতীক্ষয়ন্ ॥ ১২০ ॥
তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালে প্যানন্দবাসনাম্ ।
উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥ ১২১ ॥
পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মণি ।

ইত্যাহ শ্রদ্ধাদিরহিতানাং যথা তথাপি শ্রদ্ধাদিমতাং নিশ্চয়ো ভবত্যেব ইত্যাহ শ্রদ্ধালুরিতি। ব্যসনং সর্ব্বথা সম্পাদয়িষ্যামীত্যাগ্রহ' তদ্বান্ ব্যসনী। অব সমাধৌ। সর্ব্বথা অবশ্যম্। ততঃ কিমিত্যত আহ নিশ্চিত ইতি। তস্মিন্ ব্রহ্মানন্দে সকৃদেকদা ক্ষণিকসমাধৌ নিশ্চিতে সতি অয়ং সকৃন্নিশ্চয়বানন্যদাপি ইনরস্মিন্নপি কালে বিশ্বসিতি আনন্দোঽস্তীতি বিশ্বাস করোতি ॥ ১২০ ॥

অতোঽপি কিমিত্যত আহ তাদৃগিতি। তাদৃক্ পুমান্ শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং সকৃন্নিশ্চয়বান্ পুরুষ ঔদাসীন্যদশায়ামপি উপলভ্যমানা পূর্ব্বোক্তমানন্দবাসনামুপেক্ষ্য তৎপরো ব্রহ্মানন্দে তাৎপর্য্যবান্ ভূত্বা তমেব ভাবয়তি ॥ ১২১ ॥

এবং ব্যবহারকালেঽপি নিজানন্দ ভাবয়তি ইত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ পরেতি ॥ ১২২ ॥

পদেশ শ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া যদি সহসা কোন নিশ্চয় করিতে না পারে, তাহা-হইলে তৎক্ষণাৎ তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান হইতে বিরত হয়, কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধা-বান্ এবং দৃঢ় অধ্যবসায়শালী তাহারা সর্ব্বদাই সেই ব্রহ্মপরিজ্ঞান সাধনে যত্নবান্ থাকে, তাহাদিগের ব্রহ্মানন্দে দৃঢ় নিশ্চয় আছে, কারণ একবারমাত্র ব্রহ্মানন্দবিষয়ে নিশ্চয় হইলে সর্ব্বদাই তাহাতে বিশ্বাস থাকে। (শ্রদ্ধালু-ব্যক্তিরা চিরকাল ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধান করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও তাহাতে তাহাদিগের অবিশ্বাস হয় না। কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাহীন তাহারা কিয়ৎ-কাল অনুসন্ধান করিয়া কোন ফল না পাইলেই তাহা পরিত্যাগ করে) ॥১২০॥

যাহারা ব্রহ্মানন্দবিষয়ে শ্রদ্ধবান্ ও দৃঢ় অধ্যবসায়শালী, তাহারা যখন ব্রহ্মচিন্তায় বিরত থাকে, তখন সেই বাসনানন্দ অপেক্ষা করে না; কেবল মুখ্যানন্দ ভাবনা করে। (যাহাদিগের চিত্তে একবার ব্রহ্মানন্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা কখনও নিশ্চিন্ত থাকে না, যেরূপ অবস্থাই হউক, তাহারা সেই চিন্তাই ভাল বাসে) ॥ ১২১ ॥

যাহারা ব্রহ্মচিন্তায় তৎপর, তাহারা যে ব্যবহারকালেও সেই নিজানন্দ

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১২২ ॥
এবং তত্ত্বে পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরন্নপি ॥ ১২৩ ॥
ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেঽপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া।
তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষাণি তচ্চিন্তায়াং প্রবর্ত্তনম্ ॥ ১২৪ ॥
ভারবাহী শিরোভারং মুক্ত্বাস্তে বিশ্রমন্ততঃ।

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি এবমিতি ॥ ১২৩ ॥

ধীরশব্দার্থমাহ ধীরত্বমিতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়াভিমুখ্যেন পুরুষাকর্ষণসামর্থ্যেঽপি স্বস্বরূপসুখানুসন্ধানেচ্ছয়া সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি তিরস্কৃত্যানন্দানুসন্ধান এব প্রবর্ত্তমানত্বং ধীরত্বমিত্যর্থ ॥ ১২৪ ॥

বিশ্রান্তিশব্দস্য বিবক্ষিতমর্থং সদৃষ্টান্তমাহ ভারবাহীতি। যথা লোকে ভারং বহন্

ভাবনা করে, তদ্বিষয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন পরপুরুষাসঙ্গাভিলাষিণী স্ত্রী স্বকর্ত্তব্য গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াও সেই পরপুরুষের আসঙ্গজনিত রসাস্বাদন করে। সেইরূপ ব্রহ্মানন্দবিষয়ে শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি পরম বিশুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্বচিন্তার বিশ্রামকালে বাহ্যবিষয়ে আসক্ত হইয়াও সেই পরমাত্মতত্ত্বের রসাস্বাদন করে। (বাহ্যবিষয় ব্রহ্মানুরাগিদিগের ব্রহ্মতত্ত্বচিন্তার বাধা করিতে পারে না)॥ ১২২-১২৩ ॥

যখন ইন্দ্রিয়গণ প্রবল হইয়া বিষয়ে অনুরক্ত হয় এবং পুরুষকেও সেই বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করে, তখন যে ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনের অভিলাষে সেই বিষয়াসক্ত প্রবল ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া বিষয় হইতে সমাকর্ষণপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দচিন্তায় নিমগ্ন হয়, তাহাকেই ধীর বলা যায়। (ইন্দ্রিয়গণ সর্ব্বদাই পুরুষকে বিষয়াভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু ধীর ব্যক্তিরা সেই সকল বিষয়াভিমুখ ইন্দ্রিয়কে তিরস্কার করিয়া পরমাত্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হয়)॥ ১২৪ ॥

এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বিশ্রামশব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—

संसारव्यापृतित्यागे तादृग्बुद्धिस्तु विश्रमः ॥ १२५ ॥
विश्रान्तिं परमां प्राप्तस्त्वौदासीन्ये यथा तथा ।
सुखदुःखदशायाञ्च तदानन्दैकतत्परः ॥ १२६ ॥
अग्निप्रवेशहेतौ धीः शृङ्गारे यादृशी तथा ।

पुरुषः अनडुहं शिरसि स्थितं भारं परित्यज्य श्रमरहितो वर्त्तते तथा संसारव्यापारत्यागे सति श्रमरहित आसमिति जायमाना या बुद्धिः सा विश्रामशब्देनोच्यत इत्यर्थः ॥ १२५ ॥

इदानीं फलितमर्थमाह विश्रान्तिमिति । परमां निरतिशयां विश्रान्तिम् उक्तलक्षणां प्राप्तः पुरुषः स्वस्य औदासीन्यदशायां यथा परमानन्दास्वादने तात्पर्य्यवान् भवति एवं सुखदुःखानुभवकालेऽपि तदनुसन्धानं परित्यज्य निजानन्दास्वादन एव तात्पर्य्यवान् भवतीत्यर्थः ॥ १२६ ॥

ननु दुःखस्य प्रतिकूलत्वेन तदनुसन्धानेच्छाभावेऽपि वैषयिकसुखस्यानुकूलत्वेन पुरुषैः र्थ्यमानत्वात् तदनुसन्धानेच्छा कुतो न भवेदित्याशङ्क्य तस्य विषयसम्पादनादिद्वारा अतीव

যেমন ভারবাহী মনুষ্যগণ স্বীয় মস্তকস্থিত ভারবহনের ক্লেশ অসহ্য বোধ হইলে আপন মস্তকের ভার অপসারিত করিয়া বিশ্রামসুখ লাভ করে। সেইরূপ যাহারা নিয়ত সাংসারিক ব্যাপারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তাহারা সেই সংসারব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব করে, তাহাকেই প্রকৃত বিশ্রামসুখ বলা যায় ॥ ১২৫ ॥

যখন ধীর ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত নিরতিশয় বিশ্রাম প্রাপ্ত হইয়া সাংসারিকবিষয়ে ঔদাসীন্য আশ্রয় করে, তখন যেমন আনন্দ আস্বাদন করিতে থাকেন, সাংসারিকসুখ দুঃখের অনুভবকালেও সেইরূপ আনন্দ আস্বাদন করিতে পারেন। (যাঁহারা ধীর অথচ ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহারা সেই রসাস্বাদন ভুলিতে পারেন না। তাঁহাদিগের যে অবস্থাই কেন উপস্থিত হউক না, সকল সময়েই তাঁহারা ব্রহ্মানন্দ রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত থাকেন ॥ ১২৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বৈষয়িকসুখ দুঃখানুভবকালেও ব্রহ্মানন্দসুখ অনুভূত হইতে থাকে। কিন্তু দুঃখ সুখের বিরোধী ; সুতরাং দুঃখানুভবকালে সুখানুভব হয়, এই কথা কিরূপে সম্ভবিতে পারে ? বরং সুখই সুখের অনু-

धीरस्त्वोद्विजति विषयेऽनुसन्धानविरोधिनि ॥ १२७ ॥

अविरोधिसुखे बुद्धिः स्वानन्दे च गमागमौ ।
कुर्व्वन्त्यास्ते क्रमादेषा काकाक्षिवदितस्ततः ॥ १२८ ॥

एकैव दृष्टिः काकस्य वामदक्षिणनेत्रयोः ।
यात्यायात्येवमानन्दद्वये तत्त्वविदो मतिः ॥ १२९ ॥

बहिर्मुखत्वापादकेन निजानन्दानुसन्धानविरोधित्वात् तदिच्छापि विवेकिनो न जायते इति दृष्टान्तप्रदर्शनपूर्व्वकमाह यथेति । शीघ्रं देहविमोचनेच्छायां दृढतरायां सत्यां तद्विलम्बनकारणे अवान्तरादौ यथाग्निप्रवेष्टुर्वैराग्यबुद्धिरुत्पद्यते एवं वैराग्यादिसाधनसम्पन्नस्य विवेकिनो ब्रह्मानुसन्धानविरोधिनि विषयसुखेऽपीत्यर्थः ॥ १२७ ॥

मास्तु विरोधिनि विषयसुखे इच्छा अप्रयत्नलभ्यत्वादबहिर्मुखत्वहेतौ विषये किं न भवतीत्यत आह अविरोधीति ॥ १२८ ॥

दृष्टान्तेन विवृणोति एकैव दृष्टिरिति । यथा काकस्य दृष्टिर्दृश्यते अनयेति दर्शनसाधनं चक्षुरिन्द्रियमेव वामदक्षिणनेत्रयोर्गोलकयोः पर्यायेण गमनागमने करोति एवं विवेकिनो बुद्धिरप्यानन्दद्वये इत्यर्थः ॥ १२९ ॥

কূলবিধায় বৈষয়িকসুখানুসন্ধানের ইচ্ছা হইতে পারে। এই আশঙ্কায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ পিপাসুদিগের বৈষয়িক সুখানুসন্ধানের অপ্রবৃত্তি দেখাইতেছেন।—যাহাদিগের অগ্নিপ্রবেশাদিদ্বারা শীঘ্র দেহপাতনে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়, তাহাদিগের যেমন অন্যান্য সুখাস্বাদনে বিরক্তি জন্মে। সেইরূপ যাহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাহাদিগের বিষয়সুখাস্বাদনে বিরক্তি হইয়া থাকে ॥১২৭॥

অবিরোধীসুখ এবং নিরতিশয় আনন্দ এই উভয়েই ক্রমশঃ ধীরব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি হয়। (যাঁহারা প্রকৃত ধীর, তাঁহারা প্রথমতঃ যে সুখ ব্রহ্মানন্দের বিরোধী নহে, সেই সুখই ইচ্ছা করেন; পরে সেই অক্ষয় অপরিসীম ব্রহ্মানন্দভোগের অভিলাষ জন্মে) ॥ ১২৮ ॥

যেমন কাকের একটিমাত্র চক্ষুরিন্দ্রিয় পর্য্যায়ক্রমে উভয় চক্ষুর্গোলকে যাতায়াত করে, সেইরূপ উভয় আনন্দে তত্ত্বজ্ঞানীদিগের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। (যেমন কাকের চক্ষুরিন্দ্রিয় একটি ভিন্ন দুইটি নহে, কিন্তু চক্ষুর্গোলক

भुञ्जानो विषयानन्दं ब्रह्मानन्दञ्च तत्त्ववित्।
द्विभाषाभिज्ञवद् विद्यादुभौ लौकिकवैदिकौ ॥ १३० ॥
दुःखप्राप्तौ च नोद्वेगो यथा पूर्वं यतो द्विदृक्।
गङ्गामग्नार्द्धकायस्य पुंसः शीतोष्णधीर्यथा ॥ १३१ ॥

दार्ष्टान्तिकं प्रपञ्चयति भुञ्जान इति। तत्त्वविद्विषयान् भुञ्जानस्तज्जन्यं विषयानन्द-मुपनिषद्वाक्यादवगतं ब्रह्मानन्दञ्च लौकिकवैदिकावुभौ विषयानन्दब्रह्मानन्दौ भाषाद्वयवेदि-वज्जानीयादित्यर्थः ॥ १३० ॥

ननु दुःखानुभवदशायामुद्वेगे सति कथं निजानन्दानुभव इत्याशङ्क्याह दुःखेति। यतो यस्मात् कारणात् विवेकी द्विदृक् लौकिकवैदिकव्यवहारयोरपि वेत्ता अतो दुःखप्राप्तावपि पूर्व्ववदज्ञानदशायामिव न तस्योद्वेगः विवेकेन सदा बाध्यमानत्वात् अतो दुःखानुभव-कालेऽपि निजानन्दानुभवसन्धानं न विरुध्यते इत्यर्थः। युगपदुभयानुसन्धाने दृष्टान्तमाह गङ्गेति ॥ १३१ ॥

দুইটিই আছে এবং সেই কাক ইচ্ছা করিলে কখন বামগোলকে চক্ষুরিন্দ্রিয় নিয়োজিত করিয়া দর্শন করে, কখন বা দক্ষিণগোলকে সেই চক্ষুরিন্দ্রিয় নিয়োগ করিয়া দর্শনক্রিয়া সাধন করে। সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীরাও উভয়ানন্দ-ভোগে প্রবৃত্তি করিতে পারেন*) ॥ ১২৯ ॥

যাঁহারা উভয়বিধ ভাষাজ্ঞানে পারদর্শী, তাঁহারা যেমন উভয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া উভয়প্রকার আনন্দভোগ করেন। সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণও বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দভোগ করিয়া লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার আনন্দের আস্বাদ জানিতে পারেন ॥ ১৩০ ॥

যদি বল, দুঃখানুভবকালে চিত্ত উদ্বিগ্ন থাকে; সুতরাং সেইকালে কিরূপে নিজানন্দের অনুভব হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।— যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁহারা দুঃখ উপস্থিত হইলেও উদ্বিগ্ন হয়েন না এবং বিষয়সুখেও নিতান্ত আসক্ত হয়েন না। কারণ তত্ত্বজ্ঞানীরা এককালে উভ-য়ই অনুভব করিতে পারেন। যে ব্যক্তি খরতর রৌদ্রসময়ে সুশীতল গঙ্গাজলে

इत्थं जागरणे तत्त्वविदो ब्रह्मसुखं सदा ।
भाति तद्वासनाजन्ये स्वप्ने तत् भासते तथा ॥ १३२ ॥
अविद्यावासनाप्यस्तीत्यतस्तद्वासनोत्थिते ।
स्वप्ने पूर्व्ववदेवैष सुखं दुःखञ्च वीक्षते ॥ १३३ ॥

फलितमाह इत्थमिति । सदा सुखदुःखानुभवदशायां तूष्णीं स्थितौ चेत्यर्थः । न केवलं जागरणे एव तज्ज्ञानं किन्तु स्वप्नावस्थायामपीत्याह तद्वासनेति । हेतुगर्भितं विशेषणं आद्यवासनाजन्यत्वात् स्वप्नस्य तत्रापि तद्ब्रह्मसुखं तथा जाग्रदवस्थायामिव भासते इत्यर्थः ॥ १३२ ॥

ननु स्वप्नस्यानन्दानुभववासनाजन्यत्वे सति आनन्द एव भासेत इत्याशङ्क्याह अविद्येति । न केवलमानन्दवासनाबलादेव स्वप्नो जायते किन्त्वविद्यावासनाबलादपि अतस्तद्वासनाजन्यत्वात् तत्रास्यैव सुखाद्यनुभवो भवतीत्यर्थः ॥ १३३ ॥

অর্দ্ধশরীর নিমগ্ন করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি যেমন একদা শীত ও উষ্ণ উভয়ই ভোগ করেন, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞানীদিগেরও একদা সুখদুঃখ উভয়ই অনুভূত হইতে পারে ॥ ১৩১ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও শ্রুতিস্মৃতির প্রমাণদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানীদিগের জাগ্রৎকালে যেমন সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দের অনুভব হয়, সেইরূপ সুষুপ্তিকালেও সেই ব্রহ্মানন্দের বাসনাজন্য সেই ব্রহ্মানন্দের ভোগ হইয়া থাকে। (তত্ত্বজ্ঞানীরা জাগ্রৎকালে যে ব্রহ্মানন্দভোগ করেন, সুষুপ্তিকালেও তাঁহাদিগের সেই বাসনা বিদূরিত হয় না; অতএব সেই বাসনাদ্বারাই তাঁহারা সুষুপ্তিকালেও ব্রহ্মানন্দভোগ করিতে পারেন ॥ ১৩২ ॥

মনুষ্যের নির্ব্বাণ মুক্তিকাল পর্য্যন্ত অবিদ্যাবাসনা থাকে, অতএব যেমন জাগ্রৎকালে সুখদুঃখাদি অনুভূত হয়, সেইরূপ স্বপ্নকালেও সেই বাসনাজন্য সুখদুঃখাদি অনুভূত হইতে পারে। (যাবৎ বাসনা পরিত্যক্ত না হয়, তাবৎ সুখদুঃখ ভোগ পরিত্যক্ত হয় না। কেবল যে আনন্দবাসনার প্রাবল্যবশতঃই স্বপ্ন হয়, এমত নহে; অবিদ্যাজন্য বাসনাবশতঃও স্বপ্ন হইয়া থাকে এবং সুখদুঃখও বাসনাজন্য, অতএব স্বপ্নকালে সুখদুঃখভোগের বাধা নাই) ॥১৩৩॥

ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे ब्रह्मानन्दप्रकाशकम् ।
योगिप्रत्यक्षमध्याये प्रथमेऽस्मिन्नुदीरितम् ॥ १३४ ॥

इति ब्रह्मानन्दे योगानन्दः समाप्तः ।

एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण उक्तमर्थं निगमयति ब्रह्मानन्देति ब्रह्मानन्दनामके अध्याय-पञ्चकात्मके ग्रन्थेऽस्मिन् प्रथमाध्याये सुषुप्त्यवस्थायामौदासीन्यकालेऽपि समाध्यवस्थायां सुखदुःखदशायाञ्च स्वप्रकाशचिद्रूपब्रह्मानन्दस्य प्रकाशकं योग्यनुभवरूपं प्रत्यक्षमुक्तमित्यर्थः। इदञ्चोपलक्षणम् आगमादीनां तेषामप्यत्र प्रदर्शितत्वात् ॥ १३४ ॥

इति ब्रह्मानन्दे योगानन्दव्याख्या समाप्ता ॥

পঞ্চাধ্যায়যুক্ত ব্রহ্মানন্দনামক এই গ্রন্থ সমুদায় ব্রহ্মানন্দপ্রতিপাদক, অর্থাৎ পঞ্চ অধ্যায়েই ব্রহ্মানন্দ বিচার নিরূপণ উদ্দেশ্য, এইক্ষণ এই প্রথমাধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত যোগানন্দ নিরূপিত হইল। এই আনন্দ কেবল যোগিগণই উপভোগ করিতে পারেন, এইনিমিত্ত ইহাকে যোগানন্দ বলে ॥ ১৩৪ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দোনাম-

দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদঃ।

নন্বেবং বাসনানন্দাদ্ ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্।
বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্যাত্রাস্তি কা গতিঃ ॥ ১ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মবশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে আত্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥

নন্বেবং প্রথমাধ্যায়ে বিবেকিনো যোগিন নিজানন্দানুভবপ্রকারং প্রদর্শ্য মূঢ়স্য জিজ্ঞাসো-রাত্মানন্দশব্দবাচ্যত্বং পদার্থবিবেচনমুখেন ব্রহ্মানন্দানুভবপ্রকারপ্রদর্শনায় শিষ্যপ্রশ্নমব-তারয়তি নন্বেবমিতি ॥ ১ ॥

শিষ্যেণৈবং পৃষ্টো গুরুরতিমূঢ়স্য বিদ্যাধিকার এব নাস্তীত্যাহ ধর্ম্মেতি। এষোঽতি-

---

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের প্রথম[illegible] যোগানন্দানুভব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণে ঐ ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের দ্বিতী[illegible]ধ্যায়ে [illegible]ানন্দ জিজ্ঞাসু অজ্ঞানীদিগের আত্মানন্দ বিচারদ্বারা ব্রহ্মানন্দানুভব প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ শিষ্যপ্রশ্নোত্তরচ্ছলে ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।—যদিও প্রথমাধ্যায়োক্ত রীতিক্রমে যোগিগণ বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অতিরিক্ত নিজানন্দ অনুভব করিতে পারেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে মূঢ় ব্যক্তিদিগের সেই আনন্দভোগ হইতে পারে তাহাই এইক্ষণ বিবেচনা করা আবশ্যক। (প্রথমাধ্যায়ে যেরূপে আনন্দভোগ উক্ত হইয়াছে, তাহা যোগিগণেরই ঘটিতে পারে। কিন্তু এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে অজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মানন্দভোগের উপায় নিরূপিত হইবে। গুরুকে শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যেরূপ ব্রহ্মানন্দভোগের উপায় প্রদর্শিত হইল, তাহাতে যোগিগণেরই অধিকার। কিন্তু যাহারা অজ্ঞানী তাহাদিগের কি গতি হইবে?) ॥ ১ ॥

গুরুকে শিষ্য অজ্ঞানীদিগের ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, গুরু

पुनः पुनर्देहभृतः किं नो दास्यिष्यतो वद ॥ २ ॥
अस्ति वोऽनुजिघृक्षुत्वाद् दाक्षिण्येन प्रयोजनम् ।
तर्हि ब्रूहि स मूढ़ः किं जिज्ञासुर्वा पराङ्मुखः ॥ ३ ॥
उपास्तिं कर्म वा ब्रूयाद् विमुखाय यथोचितम् ।

मूढ़ोऽनादौ संसारे अतीतेषु जन्मसु अनुष्ठितसुकृतदुष्कृतवशात्नानाविधदेहस्वीकारेण पुनः पुनर्जायतां म्रियताञ्चेत्यर्थः ॥ २ ॥

सर्व्वानुग्राहकत्वादाचार्य्येण तस्यापि काचन गतिर्व्वक्तव्येति शिष्य आह अस्तीति। वो युष्माकम् अनुजिघृक्षुत्वादनुग्रहीतुमिच्छवोऽनुजिघृक्षवस्तेषां भावस्तत्त्वं तस्मात् शिष्योद्धरणेच्छायुक्तत्वाद् दाक्षिण्येन तदुद्धरणप्रयोजनमस्तीत्यर्थः। एवं शिष्यवचनमाकर्ण्य गुरुस्तं विकल्प्य पृच्छति तर्हीति। यदि मूढ़स्यापि काचन गतिर्व्वक्तव्या तर्हि स मूढ़ः किं रागी विरक्तो वेति वद ॥ ३ ॥

रागी चेत्तद्रागानुसारेण कर्म्मोपासनं वा वक्तव्यमिति प्रथमे परिहारमाह उपास्तिमिति। विमुखाय तत्त्वज्ञानविमुखाय बहिर्मुखाय इत्यर्थः यथोचितं यथायोग्यं ब्रह्म-

---

বলিতেছেন।—অজ্ঞানী ব্যক্তি চিরকালই ধর্ম্মাধর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহারা সেই ধর্ম্মাধর্ম্মবশতঃই অনন্তকাল এই অনাদিসংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া লক্ষ লক্ষ দেহধারণ করে এবং পুনঃ পুনঃ কালগ্রাসে পতিত হয়। অতএব তাহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞানদ্বারা পরিত্রাণের উপায় অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি?॥ ২ ॥

শিষ্য বলিলেন, আপনারা দয়াশীল; অতএব অজ্ঞানীদিগের পরিত্রাণের জন্য আগ্রহ করা আপনাদিগের উচিত বটে। যদি দয়াশীল গুরুগণ অজ্ঞানীদিগের পরিত্রাণের উপায় না করিবেন, তবে আর তাহাদিগকে কে পরিত্রাণ করিবে? তখন গুরু শিষ্যবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, যদি মূঢ় ব্যক্তিদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইল; তবে বল দেখি, তাহারা ব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয় বিষয়ে অনুরাগী, কি পরাঙ্মুখ অর্থাৎ ব্রহ্মপরিজ্ঞান করিতে তাহাদিগের যত্ন আছে, না তাহারা উক্ত বিষয়ে বিরক্ত॥ ৩ ॥

যদি সেই মূঢ় ব্যক্তিরা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে পরাঙ্মুখ হয়, তাহাহইলে তাহাদিগকে সেইরূপ ব্রহ্মোপাসনা অথবা কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ করা কর্ত্তব্য।

मन्दप्रज्ञन्तु जिज्ञासुमात्मानन्देन बोधयेत् ॥ ४ ॥
बोधयामास मैत्रेयीं याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम् ।
न वा अरे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इतीरयन् ॥ ५ ॥

लोकादिकामश्चेदुपास्तिं ब्रूयात् स्वर्गादिकामश्चेत् कर्म ब्रूयादित्यर्थः । जिज्ञासुत्वेऽपि योऽति-विवेकी मन्दप्रज्ञो वेति विकल्प्य अतिविवेकिन पूर्वाध्यायोक्तप्रकारेण योगेन ब्रह्मसाक्षात्कारमभिप्रेत्य मन्दप्रज्ञस्यानद्दर्शनोपायमाह मन्दप्रज्ञन्त्विति । यो मन्दप्रज्ञ मन्दा अज्ञा प्रज्ञा बुद्धिर्यस्य स मन्दप्रज्ञस्तं जिज्ञासु ज्ञातुमिच्छुं जिज्ञासुमात्मानन्देन आत्मानन्दविवेचन-मुखेन बोधयेत् ॥ ४ ॥

एवं केन का बोधिता इत्यत आह बोधयामासेति । याज्ञवल्क्यनामको यजुःशाखा-विशेषप्रवर्त्तकः कश्चिद्दृषिर्मैत्रेयीति तन्नामिकां निजप्रियां स्वभार्यां न वा अरे पत्युरर्थे पतिः प्रिय इति न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवतीत्यादिप्रकारेण ईरयन् ब्रुवन् बोधयामास बोधितवानित्यर्थः ॥ ५ ॥

তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে ব্রহ্মলোকাদিপ্রাপ্তি কামনা থাকিলে ব্রহ্মোপাসনা উপদেশ এবং যদি তাঁহাদিগের স্বর্গসুখভোগাদিতে লালসা হয়, তাহাহইলে তাঁহাদিগকে কর্ম্মকাণ্ডের উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। আর যদি সেই মূঢ়ব্যক্তি প্রকৃত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হন, তবে তাঁহাকে আত্মানন্দ বিচারদ্বারাই উপদেশ করিতেহইবে। (সেই মূঢ়ব্যক্তি যদি বিবেকী হয়, তবে তাহাকে পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত ব্রহ্মোপদেশেই কার্য্য হইতে পারে। আর যদি সেই ব্যক্তি অতিমূঢ় ও অবিবেকী হয়, তাহাহইলে তাহাকে আত্মানন্দবিচারদ্বারা উপদেশ করিবে) ॥ ৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যেরূপ উপদেশ প্রণালী কথিত হইল, সেই প্রণালী অনুসারে যজুঃশাখাপ্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্য মুনি স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন যে, হে মৈত্রেয়ি! নারীগণ পতির সুখের নিমিত্ত পতিকামনা করে না, কেবল আপনার সুখের নিমিত্তই পতিকামনা করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

पतिर्जाया पुत्रवित्ते पशुब्राह्मणबान्धवाः।
लोका देवा वेदभूते सर्व्वञ्चात्मार्थतः प्रियम्॥ ६॥
पत्यावि्च्छा यदा पत्न्यास्तदा प्रीतिं करोति सा।
क्षुदनुष्ठानरोगाद्यैस्तदा नेच्छति तत् पतिः॥ ७॥
न पत्युरर्थं सा प्रीतिः स्वार्थं एव करोति ताम्।

उक्तस्य परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपतामिति वाक्येन परप्रेमास्पदत्वेनहेतुना आत्मनः परमानन्दरूपतां सिषाधयिषुरादौ परप्रेमास्पदत्वहेतुसमर्थनाय तावदुदाहृत वाक्यसन्दर्भस्य तत्परतामभिप्रेत्य तत्प्रकारगस्थसकलपर्य्यायवाक्यतात्पर्य्यमाह पतिरिति। पतिजायादिकं भोग्यजातं भोक्तृशेषत्वात् भोक्तृसम्बन्धेनैव प्रियं न स्वरूपेणेत्यभिप्रायः॥ ६॥

इदानीं पूर्व्वोदाहृतस्य न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति इति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्य्यार्थं विभज्य दर्शयति पत्यावि्च्छेति। यदा यस्मिन् काले पत्न्याजायाया. पत्यौ भर्त्तरि विषये इच्छा कामो भवति तदा सा पत्नी पत्यौ प्रीतिं स्नेहं करोति तदा तत्पतिः क्षुधादिना इच्छाभावहेतुना युक्तो भवति चेत् नेच्छति न कामयते॥ ७॥

एवञ्च सति किं फलितमित्यत आह न पत्युरिति। जायया क्रियमाणा या प्रीति

পতি, পত্নী, পুত্র, বিত্ত, পশু, [illegible] ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা, বেদ ও ভূত ইত্যাদি সকলই আপনার সন্তোষের নিমিত্ত লোকে আদর করিয়া থাকে। (উক্ত পতি প্রভৃতিদ্বারা আপনার ইষ্টসাধন হইবে, এইনিমিত্তই লোকে পতিপ্রভৃতি কামনা করে)॥ ৬॥

যখন পতির প্রতি পত্নীর অভিলাষ হয়, তখনই সেই পত্নী আপন ইষ্টসিদ্ধির উদ্দেশে পতির প্রতি প্রণয়প্রদর্শন করে, কিন্তু ঐ সময়ে যদি পতি রোগ বা ক্ষুধাদিদ্বারা অভিভূত থাকে, তাহাহইলে সেই পতির তাহাতে বিরক্তি বোধ হইয়া থাকে, কিঞ্চিন্মাত্রও সন্তোষ হয় না। (ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি যাহা কামনা করিয়া থাকে, তাহা আপন ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত ভিন্ন কাম্যবস্তুর প্রীতির নিমিত্ত নহে)॥ ৭॥

পতির প্রতি যে পত্নীর অনুরাগ হয়, তাহা পতির সুখের নিমিত্ত নহে,

পতিস্বাত্মন এবার্থে ন জায়ার্থং বহাবহন।
অন্যোঽন্যপ্রেরণেঽপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তনম্‌ ॥ ৮ ॥
শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালে রুদতি তৎপিতা।

সা ন পত্যুঃ প্রয়োজনায় কিন্তু জায়া তাং পত্যৈ প্রীতিং স্বার্থ এব স্বপ্রয়োজনায়ৈব করোতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতীত্যাদি ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি ইত্যন্তানাং বাক্যানাং তাৎপর্য্যং ক্রমেণ বিভজ্য দর্শয়তি পতিস্বিত্যাদিনা। পতিস্ব ভর্ত্তা স্বপ্রয়োজনায়ৈব জায়ায়াং প্রীতিং করোতি ন জায়াপ্রীতয়ে ইত্যর্থঃ। নন্বেকৈককামনয়া প্রবৃত্তা প্রীতিঃ স্বার্থা ভবতু যুগপদুভয়েচ্ছাপ্রবৃত্তা তু প্রীতিরুভয়ার্থতা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্যোঽন্যেতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ। স্বেচ্ছয়ৈব স্বকামনাপূরণেচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তনমুভয়োরপীতি শেষঃ ॥ ৮ ॥

স্বেচ্ছয়া প্রবর্ত্তনত্বমেব দর্শয়তি শ্মশ্রুকণ্টকেতি। পিত্রা ক্রিয়মাণং পুত্রমুখচুম্বনং ন পুত্র-

সে কেবল আপনারই সুখসাধনের নিমিত্ত। এইরূপে পতি যে পত্নীকে কামনা করেন, তাহাও পত্নীর সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা কেবল আপন সুখসাধনের নিমিত্ত। যে ব্যক্তি যে কার্য্য করে, তাহাতে তাহার আপন উদ্দেশ্য সাধনই প্রধান কারণ, কেহ কখনও অপরের উদ্দেশ্য সাধনার্থ কোন কার্য্য করে না,। আর পরস্পরের প্রতি যে পরস্পরের প্রীতি হয়, তাহাতেও আপন আপন ইষ্টসাধনই হেতু। "ইহাঁর সহিত প্রণয় করিলে আমার কোন ইষ্ট সিদ্ধি হইবে" এই অভিপ্রায়েই লোকে পরস্পর প্রণয় করিয়া থাকে। কারণ "আমি অমুকের সহিত প্রণয় করিয়া তাহার কোন উপকার করিব" এইরূপ ইচ্ছা প্রায় কাহারও হয় না ॥ ৮ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, লোকে স্বস্ব উদ্দেশসাধনার্থই প্রণয় করিয়া থাকে, কখনও কেহ অপরের প্রয়োজনসাধনার্থ কোন কার্য্য করে না। এইক্ষণ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত বিষয় প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—যখন পিতা স্বীয় তনয়ের মুখচুম্বন করেন, তখন পিতার মুখস্থিত শ্মশ্রু বালকের মুখে কণ্টকবৎ বিদ্ধ হয় এবং তৎক্ষণাৎ সেই বালক ক্রন্দন করিতে থাকে, তথাপিও পিতা পুত্রের মুখচুম্বনে ক্ষান্ত হয়েন না, ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পিতা কেবল আপন সুখের নিমি-

चुम्बत्येव न सा प्रीतिर्बालार्थं स्वार्थ एव सा ॥ ९ ॥
निरिच्छमपि रत्नादि वित्तं यत्नेन पालयन्।
प्रीतिं करोति सा स्वार्थे वित्तार्थत्वं न शङ्कितम् ॥ १० ॥
अनिच्छति बलीवर्द्दे विवाहयिषते बलात्।
प्रीतिः सा वणिगर्थैव बलीवर्द्दार्थता कुतः ॥ ११ ॥

प्रीत्यर्थं तस्य श्मश्रुकण्टकवेधेन रोदनकर्तृत्वात् अतस्तत्पितुः स्वतुष्ट्यर्थमेवेत्यवगन्तव्य-मित्यर्थः ॥ ९ ॥

चेतनेषु पतिजायापुत्रेषु क्रियमाणायाः प्रीतेः स्वार्थत्वपरार्थत्वसन्देहसम्भवाद्चेतनत्वेने-च्छाविरहितस्य वित्तविषयस्य तच्छङ्कैव नास्ति इत्यभिप्रेत्य न वा अरे वित्तस्य कामाये-त्यादिवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह निरिच्छमपीति ॥ १० ॥

चेतनत्वेऽपि वाहनादीच्छारहितपशुविषयस्य न वा अरे पशूनामित्यस्य वाक्यस्य तात्पर्य्य-माह अनिच्छतीति। बलीवर्द्देऽनडुहि अनिच्छति भारं वोढ़ुमिच्छामकुर्वत्यपि बलाद्-विवाहयिषते वाहयितुं कामयते तत्र वहनादिविषयायाः प्रीतेः वणिगर्थतैव नबलीवर्द्दा-र्थता इत्यर्थः ॥ ११ ॥

স্তুই পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে পুত্রের সুখলেশও নাই। কারণ তাহাতে যদি পুত্রের কিঞ্চিন্মাত্রও সুখ থাকিত, তাহাহইলে কখনও সেই বালক রোদন করিত না ॥ ৯ ॥

লোকে যত্নপূর্ব্বক রত্নাদি রক্ষা করিয়া থাকে, তাহাতে রত্নের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু রত্ন ইচ্ছাবিহীন; সুতরাং ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, রত্নের প্রতিপালনে যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি কর্ত্তার ভিন্ন রত্নের নহে। অতএব স্বার্থসাধনভিন্ন যে কোন কার্য্যই হয় না, তাহা বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইল ॥ ১০ ॥

বৃষগণ বণিক্‌দিগের পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যায় বটে, কিন্তু ভার বহনে বৃষের ইচ্ছা মাত্রও নাই, তথাপিও যে বণিকেরা বৃষকে ভার বহন করায়, তাহা আপনার স্বার্থসিদ্ধি ভিন্ন সেই বৃষের কোন উপ-

ब्राह्मण्यं मेऽस्ति पूज्योऽहमिति तुष्यति पूजया।
अचेतनाया जातेर्नो सन्तुष्टिः पुंस एव सा॥ १२॥
क्षत्रियोऽहं तेन राज्यं करोमीत्यत्र राजता।
न जातेर्वैश्यजात्यादौ योजनीयेदमीरितम्॥ १३॥
स्वर्गलोकब्रह्मलोकौ स्तां ममेत्यभिवाञ्छनम्।

न वा अरे ब्राह्मणः कामाय इति वाक्यस्य तात्पर्य्यमाह ब्राह्मण्यमिति। ब्राह्मण्यनिमित्तया पूजया ब्राह्मणोऽहमस्मीति अभिमानवानेव तुष्यति न जड़जातिरित्यर्थः॥ १२॥

न वा अरे क्षत्रस्य इत्यादिवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह क्षत्रियोऽहमिति। राज्योपभोगनिमित्तं सुखं क्षत्रियत्वजातिमतएव, न क्षत्रियजातेरित्यर्थः। इदं क्षत्रियोदाहरणं वैश्यादुप-लक्षणार्थमित्याह वैश्येति॥ १३॥

न वा अरे लोकानां कामायेत्यादिवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह स्वर्गेति। लोकद्वयोपादानं कर्म्मोपासनालक्षणसाधनद्वयसम्पाद्य सकललोकोपलक्षणार्थम्॥ १४॥

কার নাই। ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ভারবহনে বৃষের প্রীতি হয় না, কেবল বণিকেরই কার্য্যসাধন ও সন্তোষ হইয়া থাকে॥ ১১॥

"আমি অতিসুব্রাহ্মণ ও পূজনীয়" এইরূপ চিন্তা করিলে যে সন্তোষ হয়, সেই সন্তোষ ব্রাহ্মণের ভিন্ন চৈতন্যহীন ব্রাহ্মণত্ব জাতির হয় না, তাহা কেবল সেই পুরুষেরই তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, সকল কার্য্যই কর্ত্তার স্বার্থসাধন করে, কোন কার্য্যই পরার্থে হয় না॥ ১২॥

"আমি ক্ষত্রিয়, রাজ্যপালন করা আমার কার্য্য, অতএব অদ্য আমি রাজ্য-পালন করিতেছি" এইরূপ চিন্তা করিয়া যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতিও সেই পুরুষের; জাতির নহে। এইরূপ "আমি বৈশ্য" এই বলিয়া যে প্রীতি হয়, তাহাও সেই পুরুষেরই হয়, তাহাতে কদাচ অচেতন বৈশ্যত্ব জাতির কোনরূপ সন্তোষ হয় না। সুতরাং ইহাতেই বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যে ব্যক্তি যে কার্য্য করুকনা কেন, তাহাতে আপনার ভিন্ন অপরের কোন ফল সাধন হয় না॥ ১৩॥

"আমার স্বর্গলোক অথবা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হউক" এইরূপ ইচ্ছা সাধা-

लोकयोर्नोपकारायं स्वभोगायैव केवलम् ॥ १४ ॥
ईशविष्ण्वादयो देवाः पूज्यन्ते पापनष्टये ।
न तन्निष्पापदेवार्थं स्वार्थं तत्तूपयुज्यते ॥ १५ ॥
ऋगादयो ह्यधीयन्ते दुर्ब्राह्मण्यनिवारये ।
न तत् प्रसक्तं वेदेषु मनुष्येषु प्रसज्यते ॥ १६ ॥

किञ्च ईशेति,' पापनष्टये पापनिवृत्तये इत्यर्थः । तत् पूजनं न निष्पापदेवार्थं स्वतः पापरहितानां देवानां न प्रयोजनाय किन्तु स्वार्थं पूजाकर्तुः प्रयोजनाय ॥ १५ ॥

किञ्च ऋगादय इति । दुर्ब्राह्मण्यं व्रात्यत्वं तच्च दुर्ब्राह्मण्यं मनुष्यत्वावान्तरजातिरूपं तद्रहितेषु वेदेषु न प्रसज्यत इत्यर्थः ॥ १६ ॥

রণেরই হইতে পারে, কিন্তু যে যে পুরুষের উক্ত রূপ ইচ্ছা হয়, সেই সেই পুরুষের ভোগসাধনই তাহার নিমিত্ত, তাহাতে ব্রহ্মলোক অথবা স্বর্গলোকের কোন উপকার হয় না। ইহাতে বিশেষরূপে জানা যাইতেছে যে, কার্য্যমাত্রই কর্ত্তার প্রয়োজন সাধন করে, কেহ কখন অপরের প্রয়োজন সিদ্ধির মানসে কার্য্য করে না ॥ ১৪ ॥

মানবগণ আপন আপন পাপবিনাশের নিমিত্ত যে ঈশ্বর, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার অর্চনা করিয়া থাকে, তাহাতে ঈশ্বর, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের কোন উপকার নাই। তাহাদিগের অর্চনাতে কেবল আপনাদিগের পাপবিনাশ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা জানা যায় যে, লোকে আপন উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন পরের উপকারসাধনার্থ কোন কার্য্য করে না, অতএব কার্য্য মাত্রই কর্ত্তার ফলসাধন করিয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, অর্থাৎ ব্রাত্যাদি দোষের নিবারণার্থ যে বেদ অধ্যয়ন করে, তাহাতে বেদের কোন উপকার নাই, কেবল আপনাদিগের উদ্দেশ্য সাধনার্থই তাহাদিগের বেদ পাঠের প্রয়োজন। অতএব কেহ কখন আপন প্রয়োজনভিন্ন পরার্থ কোন কার্য্য করে না ॥ ১৬ ॥

भूम्यादीनि भूतानि स्थानतृट्पाकशोषणैः।
हेतुभिस्वावकाशेन वाञ्छन्त्येषां नहेतवे ॥ १७ ॥
स्वामिभृत्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति।
तत्तत्कृतोपकारस्तु तस्य तस्य न विद्यते ॥ १८ ॥
सर्वव्यवहृतिष्वेवमनुसन्धातुमीदृशम्।

किञ्च भूम्यादीनीति। सर्वे प्राणिनः अवस्थानप्रदानतृड्निवारणपाककरणार्द्रशोषणा वकाशप्रदानाख्यैर्हेतुभिर्निमित्तैः पृथिव्यादीनि पञ्च भूतानि वाञ्छन्ति अपेक्षन्ते एषां पृथिव्यादीनान्तु हेतवे अवस्थानवाञ्छनादीनि निमित्तानि न सन्ति अतो न स्वयमुक्ताञ्छन्त इत्यर्थः॥ १७ ॥

इदानीं न वा अरे सर्वस्य कामायेत्यस्य वाक्यस्य तात्पर्यमाह स्वामिभृत्यादीति। स्वत्यादिः सर्वो जनः स्वाम्यादिकं सर्वं स्वोपकाराय वाञ्छति एवं स्वाम्यादिरपि ॥ १८ ॥

ननु श्रुतावेवं बहूदाहरणदर्शनं किमर्थं कृतमित्याशङ्क्याह सर्व्वं इति। इच्छापूर्वकेषु

লোকে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত লইয়া নানা প্রকার ব্যবহার করিয়া থাকে, ঐ সকল ব্যবহারেও পৃথিব্যাদি ভূতের কোন উপকার হয় না, কেবল সেই ব্যবহার কর্ত্তারই কার্য্য সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, আপন উদ্দেশ্য সাধনই কার্য্য মাত্রের প্রয়োজন। আপনার অবস্থিতির নিমিত্ত পৃথিবী, তৃষ্ণানিবারণার্থ জল, অন্নপাকের নিমিত্ত তেজ, জল শোষণার্থ বায়ু এবং অবকাশের নিমিত্ত আকাশের ব্যবহার করিয়া থাকে॥ ১৭॥

লোকে স্বামী, ভৃত্য, অমাত্যাদি যাহা কিছু কামনা করে, তাহাতেও আপনার উদ্দেশ্যসাধন ভিন্ন অপরের উপকারসিদ্ধির সম্ভব নাই, মনুষ্যগণ কোন রূপ বিপদে পতিত হইলে আপনার স্বামীর আশ্রয় গ্রহণ করে, কোন প্রয়োজন সাধন করিতে হইলে ভৃত্যবর্গের স্মরণ লয় এবং কোন বিষয়ের মন্ত্রণার নিমিত্ত অমাত্য আহ্বান করে, অতএব ইহাতে আপনার কার্য্য সাধনভিন্ন, স্বামী প্রভৃতির কোন উপকার দেখা যায় না॥ ১৮॥

সর্ব্ব প্রকার লৌকিক ব্যবহারে পূর্ব্বোক্ত প্রকার পতিজায়াদির প্রীতি

उदाहरणबाहुल्यं तेन स्वां वासयेन्मतिम् ॥ १९ ॥
अथ केयं भवेत् प्रीतिः श्रूयते या निजात्मनि।
रागो बध्वादिविषये श्रद्धा यागादिकर्मणि।
भक्तिः स्यात् गुरुदेवादाविच्छा त्वप्राप्तवस्तुनि ॥ २० ॥

सर्व्वेष्वपि भोजनादिव्यवहारेषु एवम् आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतीत्युक्तेन प्रकारेण अनुसन्धानाय ईदृशं पतिजायादिषु प्रीतिदर्शनरूपम् उदाहरणबाहुल्यमुक्तमिति शेषः तेन कारणेन स्वां स्वसम्बन्धिनीं मतिं बुद्धिं वासयेत् सर्वस्यापि स्वशेषत्वावगमेन स्वात्मनः प्रियतमत्वानुसन्धानवतीं कुर्य्यादित्यर्थः ॥ १९ ॥

सम्बन्धशेषत्वेन सर्व्वस्य प्रियत्वसीक्तेरात्मनः प्रियतमत्वमुक्तमनुपपन्नं विकल्पे क्रियमाणे प्रीतिरेव दुर्निरूपत्वादित्यभिप्रायेण प्रीतिस्वरूपं पृच्छति अथ केयमिति। अथशब्दः प्रश्नार्थः। या निजात्मनि प्रीतिः श्रूयते इतीयं प्रीतिः किं रागरूपा किम्वा श्रद्धारूपा उत भक्तिरूपा यद्दीच्छारूपेति किंशब्दार्थः। चतुर्ष्वपि पचेषु प्रीतेः सर्वविषयत्वं न सम्भवतीत्याह राग इति। रागश्चेद्‌ बध्वादिष्वेव स्यात् न जागादिषु,श्रद्धा चेत् यागादिष्वेव स्यात् न बध्वादिषु भक्तिश्चेत् गुर्व्वादिष्वेव स्यात् नेतरेषु इच्छा चेत् अप्राप्तवस्तुविषये स्यात् नेतरविषये अतो न सर्वविषयत्वं प्रीतेरित्यर्थः॥ २० ॥

দর্শনরূপ বহু বহু উদাহরণ প্রদর্শিত হইল। এইরূপ বহুসংখ্যক উদাহরণ আছে, তদ্বিষয় অনুসন্ধান করিয়া আর উদাহরণ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এইক্ষণ ইহাই সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আপনার উদ্দেশ্যসাধন ব্যতিরেকে কেহ কখন কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয় না। অতএব সকল ব্যক্তিই আত্মানুসন্ধানে মনকে অভিনিবিষ্ট করিবে ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে যে সকল উদাহরণ উক্ত হইল, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, স্ত্রীসম্ভোগাদি বিষয়ে যে প্রীতি হয়, তাহা অনুরাগ স্বরূপ; স্বর্গাদিসাধন কর্ম্ম করিয়া যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি শ্রদ্ধা স্বরূপ; গুরু, দেবাদির আরাধনা করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা ভক্তি স্বরূপ; আর অপ্রাপ্য বস্তু লাভ করিলে যে প্রীতি হয়, সেই প্রীতি ইচ্ছা স্বরূপ। এই সকল প্রীতির নানাপ্রকার রূপ আছে, কিন্তু আপন আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা কি প্রকার?

तर्हीयं सात्त्विकी वृत्तिः सुखमात्रानुवर्त्तिनी ।
प्राप्ते नष्टेऽपि सद्भावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ २१ ॥
सुखसाधनतोपाधेरन्नपानादयः प्रियाः ।
आत्मानुकूल्यादन्नादिसमश्चेदमुनात्र कः ।

उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं पञ्चममादाय उत्तरमाह तर्हीति । प्रीतेरागादिरूपत्वासम्भवे सति सुखमात्रानुवर्त्तिनी सुखमेव सुखमात्रमनुसृत्य वर्त्तत इति सुखमात्रानुवर्त्तिनी सुखैकगोचरा इत्यर्थः, सात्त्विकी सत्त्वगुणपरिणामरूपा वृत्तिरन्तःकरणवृत्तिः प्रीतिरस्तु । ननु तर्हि सा प्रीतिरिच्छैव इत्याशङ्क्याह प्राप्त इति । इच्छा तावदप्राप्तसुखादिमात्रविषया इयन्तु सर्वविषया प्राप्ते लब्धे सुखादौ नष्टेऽपि तस्मिन् विषये विद्यमानत्वात् इच्छातः इच्छया व्यतिरिच्यते भिद्यते ॥ २१ ॥

इदानीं सुखसाधनभूतेषु अन्नादिष्विव आत्मन्यपि प्रीतिदर्शनात् आत्मनोऽप्यन्नादिवत् सुखसाधनता स्यात् इति शङ्कते सुखेति । अन्नपानादयः सुखसाधनत्वोपाधिना यथा प्रियाः इष्टाः आत्मापि आनुकूल्यात् प्रियत्वात् अन्नादिसमः अन्नपानादिवत् सुखसाधनं स्यादित्यर्थः । तवेदमनुमानं सूचितं विमत आत्मा सुखसाधनं भवितुमर्हति प्रियत्वात् अन्नादिवत् इति । अन्नादिषु भोग्यत्वमुपाधिरित्यभिप्रायेण परिहरति अमुनेति । अत्र लोके अमुना सुखसाधनतया अनुकूलेन अनुकूलयितव्यः कः स्यान्न कोऽपि स्यात् आत्मातिरिक्तस्य भोक्तुरभावादि-

---

কারণ আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা উক্ত প্রকার প্রীতিচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে "আত্মপ্রীতি কিরূপ ?" এই বলিয়া যে প্রশ্ন হইয়াছে, এই শ্লোকে সেই প্রশ্নের উত্তর নির্ণীত হইতেছে।—আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রীতিচতুষ্টয় হইতে অতিরিক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ এবং উহাকে সাত্ত্বিক প্রীতি বলা যায়; ঐ প্রীতি কোন নিমিত্তজন্য নহে এবং ইচ্ছা রূপও নহে। যেহেতু সুখসাধন সামগ্রীলাভ করিলে অথবা নষ্ট হইলেও আপনাতে যে প্রীতি হয়, তাহার কখন অসদ্ভাব হয় না ॥ ২১ ॥

যেমন অন্নপানাদি বিষয় সকল সুখসাধন করে বলিয়া ঐ অন্নপানীয় প্রভৃতি জীব মাত্রের প্রিয় হয়, সেইরূপ আত্মাকে সুখসাধন রূপে প্রিয়

अनुकूलयितव्यः स्यान्नैकस्मिन् कर्मकर्तृता ॥ २२ ॥

सुखे वैषयिके प्रीतिमात्रमात्मा त्वतिप्रियः ।

सुखे व्यभिचरत्येषा नात्मनि व्यभिचरिणी ॥ २३ ॥

व्यर्थः । ननु स्वयमेवानुकूलयितव्यः स्यात् इत्यत आह नैकस्मिन्निति । एकस्यैवात्मनो युगपदुपकार्यत्वमुपकारकत्वञ्चेति धर्मद्वयं विरुद्धमित्यर्थः ॥ २२ ॥

ननु अन्नादिवत् सुखसाधनत्वाभावेऽपि सुखवत् प्रीत्यविषयत्वादिस्यात् इत्याशङ्क्य आत्मनो निरतिशयप्रेमास्पदत्वात् नैवमिति परिहरति सुखेति । वैषयिके विषयजन्ये सुखे प्रीतिमात्रं प्रीतिरेव न निरतिशया आत्मा तु अतिप्रियो निरतिशयप्रेमविषयः अतो न विषयजन्यसुखतुल्य इत्यर्थः । तयोरुभयोरुपपत्तिमाह सुखे व्यभिचरतीति । सुखे वैषयिके सुखे जायमाना एषा प्रीतिर्व्यभिचरति कदाचित् सुखान्तरं गच्छति न तस्मिन्नेव नियतावतिष्ठते आत्मनि तु विद्यमाना प्रीतिर्न व्यभिचारिणी विषयान्तरगामिनी न भवति अतो निरतिशया सा इत्यर्थः ॥ २२ ॥

বলা যায় না। যেহেতু লোকে অন্নপানাদিকে ভোগ করে বলিয়াই তাহা লোকের প্রিয় হয়, কিন্তু আত্মা কাহারও ভোগ্য নহেন এবং আত্মার ভোগকর্ত্তাও কেহ নাই ; সুতরাং আত্মা অন্নপানাদির ন্যায় প্রিয় হইতে পারেন না। যদি এক আত্মাকেই ভোগ্য ও ভোক্তা উভয় বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে কর্ম্ম কর্তৃত্বাদিবিরোধ দোষ হয়। (যদি আত্মাই আত্মাকে ভোগ করেন এবং আত্মাই আত্মার ভোগকর্ত্তা হয়েন, তাহাহইলে সেই ভোগের কর্ত্তা ও কর্ম্মের পার্থক্য থাকে না ; অতএব আত্মার প্রীতি অন্নপানাদির প্রীতির ন্যায় নহে) ॥ ২২ ॥

অন্ন ও পানীয় দ্রব্য ভোগ করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা সাধারণ প্রীতি মাত্র। কিন্তু আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহাকে অতিপ্রীতি বলা যায়। অন্নপানাদি বৈষয়িক সুখসাধনসামগ্রী উপভোগ করিয়া যে প্রীতি হয়, তাহা অচিরস্থায়ী। ঐ প্রীতি কখন থাকে এবং কখন থাকে না, অথবা উক্ত অন্নপানাদিভোগজন্য প্রীতি সর্ব্বদা সমভাবে ও এক বিষয়ে থাকে না, কখন কখন উহার ইতর বিশেষ হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মাতে

एवं त्वन्यान्वयाद्वृत्ते सुखं वैषयिकं सदा ।
नात्मा त्याज्यो न चादेयस्तस्मिन् व्यभिचरेत् कथम् ॥ २४ ॥
हानादानविहीनेऽस्मिन्नुपेक्षा चेत् तृणादिवत् ।
उपेक्षितुः स्वरूपत्वान्नोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ २५ ॥

सुखसाधनतया प्रीतेर्व्यभिचारं दर्शयति एवमिति । आत्मनि तदभावं दर्शयति नात्मेति । अयोग्यत्वादित्यर्थः । फलितमाह तस्मिन्निति ॥ २४ ॥

हानादिविषयत्वाभावेऽप्यात्मनस्तृणादिवत् उपेक्षाविषयत्वं स्यादिति शङ्कते हानेति । हानं परित्यागः । आदानं स्वीकारः । उपेक्षा औदासीन्यम् । आत्मनो हानाद्यविषयत्ववत् उपेक्षाविषयत्वमपि न सम्भवति, अयोग्यत्वादित्यभिप्रायेण परिहरति उपेक्षितुरिति । उपेक्षितुरुपेक्षाकर्तुर्यो निजात्मा अविनाशिस्वरूपोऽस्ति तस्य स्वरूपत्वात् स्वस्वरूपत्वादेव स्वव्यतिरिक्ततृणादिवत् नोपेक्ष्यत्वम् उपेक्षाविषयत्वं न विद्यत इति शेषः ॥ २५ ॥

যে প্রীতি হয়, তাহা সর্ব্বদা সমভাবে থাকে, কদাচ তাহার ব্যভিচার হয় না। উহার সত্তা অথবা অসত্ত্বাব সম্ভব নাই, কিম্বা কখনও আত্মপ্রীতির ইতরবিশেষ হয় না ॥ ২৩ ॥

বিষয়ভোগজন্য যে প্রীতি তাহা চঞ্চল, সর্ব্বদা এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে না। সময় সময় আশ্রয় পরিবর্ত্তন করে, কখন এক বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্তুকে আশ্রয় করে। (বিষয়ভোগজন্য প্রীতি যখন যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তখন পূর্ব্বাশ্রিত বস্তুর আশ্রয় পরিত্যাগ করে; সুতরাং বিষয়ভোগজন্য প্রীতি চিরকাল এক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না।) আত্মপ্রীতি বিষয়ভোগজন্য প্রীতির ন্যায় চঞ্চল নহে, যেহেতু আত্মা কখনও হেয় বা উপাদেয় হয়েন না। আত্মাকে কখন গ্রহণ করা এবং কখন পরিত্যাগ করা, ইহা সম্ভবিতে পারে না। অতএব আত্মাতে যে প্রীতি হয়, কখনও তাহার ব্যভিচার হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥

যদিও আত্মা হেয় বা উপাদেয় নহেন, ইহা সত্য বটে; কিন্তু সময় বিশেষে তৃণাদির ন্যায় আত্মাতে উপেক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব আত্মাতেও প্রীতির ব্যভিচার দেখা যায়, একথা বলিতে পারনা। যদি আত্মাতে প্রীতির ব্যভিচারকল্পনা কর, তাহাহইলে ইহার উত্তর শ্রবণ

रोगक्रोधाभिभूतानां मुमूर्षा वीक्ष्यते क्वचित्।
ततो द्वेषादयं त्याज्य आत्मेति यदि तन्न हि।
त्यक्तुं योग्यस्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा।

ननु त्यागविषयत्वमात्मनो नास्तीत्युक्तमनुपपन्नं द्वेषात्त्याज्यत्वदर्शनादिति शङ्कते रोगेति। यतो मुमूर्षा दृश्यते अत आत्मनि द्वेषसम्भवाद्वृश्चिकादिवदात्मापि त्याज्य इति यदुच्यते इति शेषः। तत्त्यागस्यात्मव्यतिरिक्तदेहविषयत्वान्नैवमिति परिहरति तन्नहीति। त्यक्तु-मुत्स्रष्टुं योग्यस्योज्झितस्य देहस्यात्मता नास्ति। कस्य तर्हि सा इत्यत आह त्यक्तुरिति। त्यक्तुर्देहत्यागकारिणो देहातिरिक्तस्य जीवस्य सात्मता इत्यर्थः। भवतु त्यक्तुरात्मत्वं प्रकृते

কর্ত্তা। বাস্তবিক আত্মা উপেক্ষনীয় হওয়া দূরে থাকুক্, তিনি উপেক্ষার যোগ্যও নহেন, যেহেতু আত্মাই উপেক্ষা করার কর্ত্তা; সুতরাং আত্মার নহে উপেক্ষা সম্ভবপর। (যিনি জগতের যাবতীয় পদার্থের সারাসারত্ব বিচারকরিয়া গ্রহণ ও উপেক্ষা করেন, তাঁহাকে আর কে উপেক্ষা করিতে পারে?) ॥ ২৫ ॥

যদিও কখন কখন রোগ অথবা ক্রোধে অভিভূত হইলে মরণের ইচ্ছা হয়, তখনও আত্মার ত্যাজ্যত্ব দেখা যায়। অপ্রতিহার্য্য রোগের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অথবা ক্রোধে অধীর হইয়া সকলেই এই রূপ বলিয়া থাকে যে “আমার আর জীবনধারণের প্রয়োজন নাই, এইক্ষণ শীঘ্র শীঘ্র আমার প্রাণ পরিত্যাগ হইলেই আমি নিস্তার পাই” সুতরাং আত্মাও কখন কখন ত্যাজ্য হইতেছেন। অতএব আত্মা হেয় বা উপাদেয় নহেন, এই কথা কিরূপে সম্ভবিতে পারে? ইহার উত্তর এই—প্রকৃত রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আত্মার ত্যাজ্যত্ববোধ নিবারিত হইবে। রোগী বা ক্রোধী ব্যক্তি যে কখন কখন জীবন বিসর্জ্জন করিতে চাহে, তাহা বাস্তবিক জীবন বিসর্জ্জন নহে। যেহেতু আত্মাই পরিত্যাগের কর্ত্তা, কখনও তাহার প্রতি দ্বেষ হইতে পারে না। ত্যাজ্য বস্তুর প্রতিই দ্বেষের সম্ভব, অতএব জানা যাইতেছে যে, রোগে বা ক্রোধে অভিভূত হইয়া যে আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে চাহে,

न त्यक्तुमर्होऽस्ति स द्वेषस्त्याज्ये द्वेष्ये तु का क्षतिः ॥ २६ ॥
आत्मार्थत्वेन सर्वस्य प्रीतेश्चात्मा ह्यतिप्रियः।
यथा पितुः पुत्रमित्रात् पुत्रः प्रियतरस्तथा ॥ २७ ॥
मा न भूवमहं किन्तु भूयासं सर्वदेत्यसौ।

किमात्मानमित्यत आह न त्यक्तुं इति। अतो नात्मनस्त्यज्यत्वमित्यभिप्रायः। मा भूदात्मनि द्वेषो देहे तूपलभ्यत एव इत्याशङ्क्याह त्याज्य इति। त्याज्ये देहगोचरे द्वेषे सत्यपि का क्षतिरात्मनस्त्यागाभाववादिनो ममेति शेषः ॥ २६ ॥

तदेवं न वा अरे पत्युः कामायेत्यारभ्य आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवतीत्यन्तायाः श्रुतेस्तात्पर्य्यपर्य्यालोचनया आत्मनः प्रियतमत्वं प्रदर्श्य युक्तितोऽपि तद्दर्शयति आत्मेति। सर्वस्य सुखसाधनस्य तत्साधनजातस्य पतिजायादेरात्मार्थत्वेन स्वस्योपकारकत्वेन प्रीतेश्च प्रियत्वाद्धेतोरात्मा उपकार्य्यः स्वयमतिशयेन प्रियः सिद्धो हीत्यर्थः। तदेव दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति यथेति। लोके यथा पुत्रमित्रात् पुत्रस्य मित्रभूतात् पुत्रद्वारा प्रीतिविषयात् यज्ञदत्तादेः सकाशात् पुत्रो देवदत्तादिरव्यवधानेन प्रीतिविषयत्वात् अतिशयेन प्रियो भवति पितुर्विष्णुमित्रादेस्तथा तद्वत् स्वसम्बन्धित्वेन प्रीतिविषयात् सर्वस्मात् स्वयमतिशयेन प्रिय इत्यर्थः ॥ २७ ॥

एवमात्मनि श्रुतियुक्तिभ्याम् उपपादितां निरतिशयां प्रीतिमनुभवप्रदर्शनेन द्रढयति मा न भूवमिति न क्वापि ममासत्त्वमस्तु किन्तु सर्वदैव भूयासं सदा मम सत्त्वमस्तु इत्येवंरूपा॰

তাহাতে আত্মার পরিত্যাগ বোধ হয় না, উহাতে দেহের পরিত্যাগই জানা যায়। দেহ সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য, তাহার প্রতি দ্বেষ হইলে কোন হানি দেখা যায় না। অতএব "কখন২ কখন যে আত্মার পরিত্যাজ্য দেখা যায়" এইরূপ সংশয়ও হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥

লোকে আপনার প্রয়োজন সাধনের নিমিত্তই সকল বস্তুকে প্রিয় জ্ঞান করে, অতএব আত্মাই অতিপ্রিয় বলিয়া বোধ হইতেছে। যেমন পিতা পুত্রের মিত্র হইতে পুত্রকে অধিক প্রিয় জ্ঞান করেন, সেইরূপ আত্মার প্রিয় বস্তু হইতে আত্মাকেই অতিপ্রিয় বলা যায়। অতএব আত্মার প্রিয়ত্ব ভিন্ন কখনও তাহার পরিত্যাজ্যত্ব বা দ্বেষ্যত্ব সম্ভবে না ॥ ২৭ ॥

আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি হয়, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া জানাযাই-

आशीः सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ २८ ॥
इत्यादिभिस्त्रिभिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि ।
पुत्रभार्य्यादिशेषत्वमात्मनः कैश्चिदीरितम् ॥ २९ ॥
एतद् विवक्षया पुत्रे मुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम् ।

आशीः। प्रार्थना सर्वस्य प्राणिजातस्य सम्बन्धिनी दृष्टा सर्वेऽप्येवमेव प्रार्थयन्ते इत्यर्थः। फलितमाह प्रत्यक्षेति। यत एव सर्वैः प्रार्थ्यते अत आत्मनि निरतिशया प्रीतिः प्रत्यक्षसिद्धा इत्यर्थः ॥ २८ ॥

उक्तानुकीर्त्तनपूर्वकं मतान्तरं दूषयितुमनुभाषते इत्यादिभिरिति। इतिशब्देनानुभवः परामृश्यते आदिशब्देन युक्तिश्रुती इत्यादिभिरनुभवश्रुतियुक्तिलक्षणैस्त्रिभिः प्रमाणैरेवमुक्तेन प्रकारेणात्मनि प्रीतौ सिद्धायामपि कैश्चित् श्रुत्यादितात्पर्य्यानभिज्ञैरात्मनः पुत्रभार्य्यादिशेषत्वं पुत्रादीन् प्रति स्वस्योपसर्ज्जनत्वमीरितमभिहितम् ॥ २९ ॥

इदं कुतोऽवगतमित्यत आह एतदिति। एतद्विवक्षया कैश्चिदीर्यते इत्येतदभिव्यक्तौ कारणाभिप्रायेण आत्मा वै पुत्रनामासीत्यादिकया श्रुत्या पुत्रस्य मुख्यात्मत्वमीरितमित्यर्थः।

হেছে। কারণ সকলেরই এইরূপ ইচ্ছা দেখা যায় যে, "কখনও যেন আমার অসত্তা না হয় এবং আমি যেন সর্ব্বদাই জীবিত থাকি" এইরূপ প্রার্থনা দৃষ্টে আত্মা যে সকল বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, তাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকার শ্রুতিপ্রমাণ, যুক্তি ও অনুভব এই ত্রিবিধপ্রমাণ দ্বারা আত্মার অতিপ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অতিপ্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্রভার্য্যাদি নিমিত্তক। অজ্ঞব্যক্তিরা ত্রিবিধপ্রমাণকে অনাদর করিয়া আত্মপ্রীতিকে পুত্রাদিনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাতে যে প্রীতি হয়, তাহা পুত্রনিমিত্তক। এই অভিপ্রায় প্রকাশ করণের নিমিত্ত ঐতরেয় উপনিষদে "আত্মাই পুত্র" এইরূপে পুত্রকে মুখ্য আত্মা বলিয়া স্পষ্টরূপে উক্ত

आत्मा वै पुत्रनामेति तथोपनिषदि स्फुटम् ॥ २० ॥

सोऽस्यायमात्मा पुत्रेभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते ।

अथास्येतर आत्मायं कृतकृत्यः प्रमीयते ॥ २१ ॥

सत्यप्यात्मनि लोकोऽस्ति नापुत्रस्यात एव हि ।

किञ्च तत् पुत्रस्य मुख्यात्मत्वमुपनिषदि ऐतरेयोपनिषदादौ स्फुटं व्यक्तम् अभिहितमिति शेषः ॥ २० ॥

केन वाक्येन इत्याकाङ्क्षायां तद्वाक्यमर्थतः पठति । सोऽस्येति । अस्य पितुः सपुरुषे ह वा अयमादितो गर्भो भवतीति प्रकरणादौ पुरुषे देहे गर्भत्वेनोक्तः अयं सोऽयं एव कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयति इत्यत्रातिशयेन पालनीयतयोक्तः पुत्ररूप आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः पुण्यकर्मानुष्ठानाय प्रतीधियते प्रतिनिधित्वेनावस्थाप्यते पित्रेति शेषः । अथानन्तरमस्य पितुरयं प्रत्यक्षेण परिदृश्यमान इतरः पुत्रादन्यो जरसा ग्रस्तः पितृरूप आत्मा स्वयं कृतकृत्यः अनुष्ठितकृत्यजातः सन् प्रमीयते म्रियत इत्यर्थः ॥ २१ ॥

उक्तस्यार्थस्य दृढीकरणाय पुत्ररहितस्य परलोकाभावप्रदर्शनपरस्य नापुत्रस्य लोकोऽस्तीति वाक्यस्यार्थमाह सत्यपीति । यतः पुत्रस्य मुख्यमात्मत्वमस्ति अत एवात्मनि स्वस्मिन् सत्यपि स्थितेऽपि अपुत्रस्य पुत्ररहितस्य पितुर्लोकः परलोको नास्ति हि इदं पुराणादिषु

হইয়াছে। যাঁহারা আত্মপ্রীতিকে পুত্রনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারাই এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥

যেহেতু সমুদায় পুণ্যকর্ম্মেতে পুত্রকে প্রতিনিধি কল্পনা করা যায়, পুত্র পিতার প্রতিনিধি হইয়া যে সকল পুণ্য কর্ম্ম করে, তাহা পিতার আত্মকৃত তুল্য হয় এবং পিতাই সেই সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকেন। পিতার স্বীয় আত্মা মুখ্য আত্মা নহে, ঐ আত্মা কেবল সেই পুত্রকৃত পুণ্যকর্ম্মদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া সেই পুণ্য ফলে স্বর্গলোকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব পুত্রই পিতার মুখ্য আত্মা, ইহা প্রতীত হইতেছে ॥ ৩১ ॥

পুত্র বিদ্যমান থাকিলেই পিতার পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয়, পুত্রহীন ব্যক্তির কখনও পুণ্যলোক প্রাপ্তি হয় না। পুত্র সুশিক্ষিত হইয়া পিতার পরকালের উন্নতির নিমিত্ত পুণ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, অতএব পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, সুশিক্ষিত সৎপুত্রই পিতার পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ;

अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमाहुर्मनीषिण: ॥ ३२ ॥
मनुष्यलोको जय्य: स्यात् पुत्रेणैवेतरेण नो।
मुमूर्षुर्मन्त्रयेत् पुत्रं त्वं ब्रह्मेत्यादिमन्त्रकै: ॥ ३३ ॥
इत्यादि श्रुतय: प्राहु: पुत्रभार्यादिशेषिताम्।
लौकिका अपि पुत्रस्य प्राधान्यमनुमन्यते ॥ ३४ ॥

प्रसिद्ध मित्यर्थ: व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकस्य अनुष्टं पुत्रमेवलोक्यमाहुरिति वाक्यस्यार्थमाह अनुशिष्टमिति। मनीषिण: शास्त्रार्थाभिज्ञा अनुशिष्टं वक्ष्यमाणैस्त्वं ब्रह्मेत्यादिभिर्मन्त्रै: शिक्षितमेव पुत्रं लोक्यं लोकाय हितं परलोकसाधनमाहुरित्यर्थ: ॥३२॥

इदानीम् ऐहिकसुखस्यापि पुत्रहेतुकत्वप्रतिपादनपरं सोऽयं मनुष्यलोक: पुत्रेणैव जय्यो नान्येन कर्मणेति श्रुतिवाक्यमर्थत: पठति मनुष्येति। मनुष्यलोकसुखं पुत्रेणैव जय्यं स्यात् सम्पाद्यं स्यात् इतरेण कर्मादिना साधनान्तरेण नो नैव भवति पुत्रशून्यस्य सुखसाधनमपि धनादिकं निर्वेदजनकं भवतीति भाव:। अनुशिष्टं पुत्रमेव लोक्यमित्यत्र पुत्रानुशासनमुक्तम् इदानीं तस्यावसरं तन्मन्त्रांश्च दर्शयति मुमूर्षुरिति। आदिशब्देन त्वं यज्ञस्त्वं लोक इति मन्त्रौ गृह्येते एभिस्त्वं ब्रह्मेत्यादिभिस्त्रिभिर्मन्त्रैर्मुमूर्षु: पिता मरणावसरे पुत्रं मन्त्रयेत् पुत्रस्यानुशासनं कुर्य्यात् इत्यर्थ: ॥ ३३ ॥

उक्तमर्थं निगमयति इत्यादीति। न केवलमयं श्रुतिसिद्धोऽर्थ: किन्तु लोकप्रसिद्धोऽपीत्याह लौकिका इति ॥ ३४ ॥

সুতরাং কেবল পুত্রদ্বারাই মনুষ্যলোক জয় করা যায়। পুত্রদ্বারা যেরূপ সুখ হইয়া থাকে, অন্য ধনাদি দ্বারা সেইরূপ সুখ হয় না। অপুত্র ব্যক্তির ধনাদি কেবল দুঃখের কারণ হয়। যাহাদিগের পুত্র নাই, তাহারা ধনাদি দ্বারা প্রকৃত সাংসারিক সুখ ভোগ করিতে পারে না। অতএব পিতা মরণ কালেই "তুমিই ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুত্রকে অনুশাসন করিয়া থাকেন। আপন জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াও যাহাতে পুত্রের উন্নতি হইতে পারে, তদ্বিষয়ে পিতা সর্ব্বদাই যত্ন করেন ॥ ৩২-৩৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা পুত্রভার্য্যাদির মুখ্য আত্মত্ব নির্নীত আছে এবং লৌকিক ব্যবহারেও পুত্রাদির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে।

स्वस्मिन् मृतेऽपि पुत्रादीर्जीवेद् वित्तादिना यथा।
तथैव यत्नं कुरुते मुख्याः पुत्रादयस्ततः ॥ २५ ॥
बाढमेतावता नात्मा शेषो भवति कस्यचित्।
गौणमिथ्यामुख्यभेदैरात्मायं भवति त्रिधा ॥ २६ ॥

तदेवोपपादयति स्वस्मिन्निति। स्वस्मिन् पित्रादौ। एकेनादिशब्देन भार्यादयो गृह्यन्ते द्वितीयेन धनादयः। फलितमाह मुख्या इति। यस्मात् स्वप्रयासं सोढ्वापि पुत्रादिजीवनोपायं सम्पादयति ततस्तस्मात् पुत्रादयो मुख्याः प्रधानभूता इत्यर्थः ॥ २५ ॥

एवं लोकप्रसिद्धिभ्यां दर्शितं पुत्रादिप्राधान्यमङ्गीकरोति बाढमिति। तथात्मनः शेषित्वोपपादनं व्यावर्त्तयितुमाह एतावतेति। एतावता क्वचित् पुत्रादेः प्राधान्यमङ्गीकृतमेतावता। न हि प्रतिज्ञामात्रेणार्थसिद्धिरित्याशङ्क्य यत्र यत्र व्यवहारे यस्य यस्यात्मत्वं विवक्ष्यते तस्य तस्यात्मनस्तत्र तत्र प्राधान्यदर्शनार्थमुपोद्घातत्वेनात्मत्रैविध्यमाह गौणेति। गौणात्मा मिथ्यात्मा मुख्यात्मा च त्रिविधो भवति ॥ २६ ॥

লোকে পুত্র ভার্য্যাদিকে যেরূপ প্রিয়জ্ঞান করে, অন্যকোন বিষয়াদিকে সেইরূপ স্নেহ করে না ॥ ৩৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে লৌকিক ব্যবহারে পুত্রাদির প্রাধান্য উক্ত হইয়াছে, এইশ্লোকে যে প্রকারে লোকে পুত্রাদির প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে, তাহাই নিরূপণ করিতেছেন।—আপনার পরলোকপ্রাপ্তি হইবার পরে যেরূপ ধনাদি দ্বারা পুত্রাদির সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, লোকে তদনুরূপ ধনাদি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিয়া থাকে, আপনি কষ্টস্বীকার করিয়াও লোকে পুত্রের নিমিত্ত ধনোপার্জ্জন করিয়া রাখে এবং ভবিষ্যতে পুত্রের কোনরূপ বিপৎপাত না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া যায়, অতএব পুত্রাদিতে যে প্রীতি হয়, তাহাই মুখ্যপ্রীতি বলিয়া জানা যায় ॥ ৩৫ ॥

যদিও শ্রুতিতাৎপর্য্যে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা পুত্রাদির মুখ্য আত্মত্ব বলিয়া স্বীকার করে, তথাপি বাস্তবিক আত্মার কখনও গৌণত্ব সম্ভব হয় না। যেহেতু আত্মশব্দ তিনপ্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা—গৌণ আত্মা, মিথ্যা আত্মা ও মুখ্য আত্মা। আত্মতত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এই তিনপ্রকারেই

देवदत्तस्तु सिंहोऽयमित्यैक्यं गौणमेतयोः ।
भेदस्य भासमानत्वात् पुत्रादेरात्मता तथा ॥ ३७ ॥
भेदोऽस्ति पञ्चकोशेषु साक्षिणो न तु भात्यसौ ।
मिथ्यात्मतातः कोशानां स्थाणोश्चोरात्मता यथा ॥ ३८ ॥
न भाति भेदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः ।

तत्र पुत्रादेर्गौणात्मत्वप्रदर्शनाय लोके गौणप्रयोगमुदाहरति देवदत्त इति । अयं देवदत्तः सिंह इति यद्देवदत्तसिंहयोरैक्यं तद्गौणमौपचारिकम् । तत्र हेतुमाह एतयोरिति । दार्ष्टान्तिके योजयति पुत्रादेरिति ॥ ३७ ॥

अनात्मनं मिथ्यात्मानं दर्शयति भेदोऽस्तीति । पञ्चकोशेष्वानन्दमयाद्यन्नमयान्तेषु पञ्चकोशेषु साक्षिणः सकाशात् विद्यमानोऽपि भेदो नावभासते अतस्तथा मिथ्यात्मत्वमित्यर्थः । मिथ्यात्मत्वे दृष्टान्तमाह स्थाणोरिति । वस्तुतश्चोराद्भिन्नस्य स्थाणोश्चोरत्वं यथा मिथ्या तद्वदित्यर्थः ॥ ३८ ॥

एवं गौणमिथ्यात्मानावुपपाद्य इदानीं साक्षिणो मुख्यात्मत्वमुपपादयति न भातीति । साक्षिणः साक्षिरूपस्यात्मनो गौणात्मनः पुत्रादेरिव कस्मादपि भेदो न भाति मिथ्यात्मनो

আত্মশব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন। যেমন "এই দেবদত্ত সিংহ" এই বাক্যেতে দেবদত্তের সহিত সিংহের ভেদ উপলব্ধি হইলেও দেবদত্ত ও সিংহের যে ঐক্য জ্ঞান হয়, তাহাতেই সিংহকে দেবদত্তের গৌণ আত্মা বলা যায়, সেইরূপ পুত্রের যে আত্মত্ব তাহাকেও গৌণ বলা যায়। (কোন কোন বিষয়ে পিতা ও পুত্রের অভেদ থাকিলেও প্রকৃতরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই পিতা ও পুত্রের ভেদ উপলব্ধি হইবে ॥ ৩৬-৩৭ ॥

যেমন রজনীযোগে স্থাণু (শাখাহীন বৃক্ষ) কে চোর বলিয়া জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু স্থাণুর সহিত চোরের প্রভেদ থাকাতেই সেই স্থাণুর চৌরত্ব মিথ্যা। সেইরূপ পঞ্চকোষের সহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার প্রভেদ আছে বলিয়াই পঞ্চকোষের যে আত্মত্ব, তাহাকে মিথ্যা বলা যায়। (পঞ্চকোষময় দেহকে যে আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, বাস্তবিক তাহা আত্মা নহে এবং ঐ জ্ঞানও যথার্থ জ্ঞান নহে) ॥ ৩৮ ॥

সেই সাক্ষিচৈতন্যের কোন প্রতিযোগী নাই, সুতরাং প্রতিযোগিরহিত

सर्वान्तरत्वात् तस्यैव मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ३९ ॥
सत्येवं व्यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता।
तेषु तस्यैव शेषित्वं सर्वस्यान्यस्य शेषता ॥ ४० ॥

देहादेरिव भेदो नास्त्यपि। तत्रोभयत्र हेतुरप्रतियोगिन इति। हेतुगर्भितं विशेषणमप्रतियोगित्वात् यथा पुत्रादेर्देहादेरपि स्वयं प्रतियोगी विद्यते नैवं स्वस्य वस्तुभूतः कश्चित् प्रतियोग्यस्ति देहादेः सर्वस्यारोपितत्वादिति भावः। ननु भेदाभावेन साक्षिणो गौणात्मत्वमिथ्यात्मत्वे मा भूतां मुख्यात्मत्वं कुत इत्यत आह सर्वान्तरेति। सर्वस्माद्देहपुत्रादेरान्तरत्वात् सर्वसाक्षिणः प्रतीचः सर्वान्तरत्वेन प्रतीयमानत्वात् तस्यैव साक्षिण एवात्मत्वं मुख्यमनौपचारिकमिष्यते अभ्युपगम्यत इत्यर्थः अत्रेदमनुमानं विमतः साक्षी मुख्य आत्मा भवितुमर्हति सर्वान्तरत्वात् यो मुख्य आत्मा न भवति स सर्वान्तरोऽपि न भवति यथाहङ्कारादिरिति केवलव्यतिरेकी ॥ ३९ ॥

भवतु आत्मत्रैविध्यं पुत्रादेः शेषित्वाभिधाने किमायातमित्यत आह सत्येवमिति। एवमात्मत्रैविध्ये सति येषु लौकिकवैदिकलक्षणेषु पालनपोषणब्रह्मात्मत्वानुसन्धानादिषु व्यवहारविशेषेषु यस्य पुत्रादेर्देहादेः साक्षिणो वा आत्मत्वमुचितं भवति तेषु तस्य पुत्रादेर्देहादेः साक्षिणो वा शेषित्वं प्रधानत्वम् अन्यस्य तद्व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य शेषता उपसर्जनत्वं भवतीति शेषः ॥ ४० ॥

সাক্ষিচৈতন্যের কোন প্রভেদও নাই; অতএব সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মার যে আত্মত্ব, তাহাকেই মুখ্য আত্মত্ব বলা যায়; যেহেতু সেই সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মাই সকলের অন্তরস্থ। অতএব এই অনুমান হইতেছে যে, যিনি মুখ্য আত্মা নহেন, তিনি সর্ব্বান্তরস্থ হইতে পারেন না ॥ ৩৯ ॥

আত্মা ত্রিবিধ হইলেও ব্যবহারিক পদার্থ সকলের মধ্যে যে বিষয়ে যাহার আত্মত্ব স্বীকার করা উচিত হয়, সেই বিষয়ে তাহারই প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, তদ্ভিন্ন অন্য কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত নহে। লোকে গৌণ আত্মাস্বরূপ পুত্রকে প্রধান জ্ঞান করিয়াই পালন ও পোষণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত করে ॥ ৪০ ॥

मुमूर्षोर्गृहरक्षादौ गौणात्मैवोपयुज्यते।
न मुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः श्रेष्ठो भवत्यतः॥ ४१॥
अध्येता वह्निरित्यत्र सन्नप्यग्निर्न गृह्यते।
अयोग्यत्वेन योग्यत्वात् वटुरेवात्र गृह्यते॥ ४२॥

एतदेव प्रपञ्चयति मुमूर्षोरित्यादिना श्लोकपञ्चकेन। मुमूर्षोर्गृहरक्षादौ कर्मविशेषे गौणात्मैव पुत्रभार्य्यादिरूप एवोपयुज्यते उपयुक्तो भवति उत्तरत्र जिजीविषुत्वात् इत्यर्थः। मुख्यात्मा साक्षी नोपयुज्यते अविकारित्वात् नापि मिथ्यात्मा तस्य मरणोन्मुखत्वादित्यर्थः। फलितमाह पुत्र इति। स्पष्टम्॥ ४१॥

उक्तं गृहरक्षादिव्यवहारे सत्यपि स्वस्मिन् पुत्रादिस्वीकारे दृष्टान्तमाह अध्येता इति। अयम् अध्येता वह्निरित्यस्मिन् प्रयोगे स्वरूपेण विद्यमानोऽप्यग्निर्नाग्निशब्दार्थत्वेन गृह्यते तस्याध्येतृत्वायोगात् किन्तु अध्येतृत्वयोग्यो वटुर्माणवक एवात्रास्मिन् प्रयोगे अग्निशब्दार्थत्वेन गृह्यते योग्यत्वादित्यर्थः॥ ४२॥

মুমূর্ষু ব্যক্তিরা গৃহ, ক্ষেত্র, ধনরক্ষাদি কার্য্যে আপন পুত্রকেই নিযুক্ত করিয়া যায়। এইস্থলে গৌণ আত্মস্বরূপ পুত্রেরই প্রাধান্য স্বীকার করা যায়, মুখ্য আত্মা অথবা মিথ্যা আত্মার প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত নহে। (মুমূর্ষু ব্যক্তিরও জীবনের আশা একেবারে বিদূরিত হয় না, তাহারা মনে করে যে, অপরের হস্তে ধনাদি প্রদান করিলে যদি বাঁচি, তবে আর আমি সেই ধনাদি পাইব না, কিন্তু পুত্রের হস্তে থাকিলে তাহা আমারই রহিল; সুতরাং এস্থলে গৌণ আত্মারূপ পুত্রই প্রধান বলিয়া জানা যাইতেছে)॥ ৪১॥

দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত শ্লোকার্থ প্রমাণীকৃত করিতেছেন।—"জাজ্জ্বল্যমান অগ্নি বেদ অধ্যয়ন করিতেছে," এই কথা বলিলে যদি সেখানে অগ্নি বর্ত্তমান থাকে, তথাপি সেই স্থলে অগ্নি শব্দে প্রকৃত অগ্নির বোধহয় না, কারণ অগ্নির কখনও বেদাধ্যয়নের শক্তি নাই; সুতরাং "অগ্নি বেদ-অধ্যয়ন করিতেছে," এই কথা বলিলেও অগ্নি শব্দে অগ্নিগ্রহণ না করিয়া "জাজ্জ্বল্যমান অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণ বেদ-অধ্যয়ন করিতেছে," ইহাই বুঝিতে হইবে॥ ৪২॥

কৃশোঽহং পুষ্টিমাপ্স্যামীত্যাদৌ দেহাত্মতোচিতা।
ন পুত্রং বিনিযুঙ্‌ক্তেঽত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে ॥ ৪৩ ॥
তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কর্ত্রাত্মতোচিতা।
অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছ্রাদিকং ততঃ ॥ ৪৪ ॥

এবং গৌণাত্মপ্রাধান্যস্থলমুদাহৃত্য মিথ্যাত্মপ্রাধান্যস্থলমুদাহরতি কৃশোঽহমিতি। অহং কৃশো জাতঃ অন্নভক্ষণাদিনা পুষ্টিং সম্পাদয়িষ্যামীত্যাদিলৌকিকব্যবহারে অন্নভক্ষণযোগ্যস্য দেহস্যৈবাত্মত্বং গৃহীতুমুচিতম্। উক্তমর্থং লোকব্যবহারপ্রদর্শনেন দ্রঢয়তি ন পুত্রমিতি ॥ ৪৩ ॥

কিঞ্চ তপসেতি। যদা তু তপঃ কৃত্বা স্বর্গং সম্পাদয়িষ্যামীত্যাদিব্যবহারং করোতি তদা কর্তৃশব্দবাচ্যবিজ্ঞানময়স্যৈবাত্মত্বমুচিতং ন দেহাদেরিত্যর্থঃ। এতদেবোপপাদয়তি অনপেক্ষ্যেতি। যতো ন দেহস্যাত্মত্বমুচিতং ততো দেহভোগপরিত্যাগপূর্বকং কর্তুরুপকারকং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকং চরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে গৌণ আত্মার প্রাধান্যের উদাহরণস্থল নির্দ্দেশ করিয়া এইক্ষণ মিথ্যা আত্মার প্রাধান্যের উদাহরণস্থল নির্দ্দেশ করিতেছেন।—"আমি অতিকৃশ হইয়া জন্মিয়াছি, সুতরাং অন্নভক্ষণাদিদ্বারা আমার এই কৃশশরীরের পুষ্টিসাধন আবশ্যক হইয়াছে," এইরূপ লৌকিক ব্যবহারস্থলে অন্নভক্ষণযোগ্য শরীরেরই মুখ্য আত্মত্বরূপে প্রাধান্য স্বীকার করা উচিত। এইস্থলে শরীরের পুষ্টির জন্য পুত্রকে অন্নভক্ষণে নিয়োগ করা উচিত নহে; সুতরাং এস্থলে পুত্রের গৌণত্ব ও দেহের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়। বাস্তবিক দেহ মিথ্যা আত্মা। অতএব ব্যবহারকালে স্থলবিশেষে সকলেরই প্রাধান্য হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বোক্ত মিথ্যা আত্মার প্রাধান্যের স্থলান্তর প্রদর্শন করিতেছেন।—"আমি তপস্যা করিয়া স্বর্গলাভ করিব" ইত্যাদিস্থলে কর্ত্তৃস্বরূপ জীবের মুখ্য আত্মত্ব স্বীকার করিতে হয়, যেহেতু জীব শরীরের ভোগ পরিত্যাগ করিয়াও কষ্টসাধ্য চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকে। অতএব এস্থলে জীবের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে ॥ ৪৪ ॥

मोक्ष्येऽहमित्यत्र युक्तं चिदात्मत्वं तदा पुमान् ।
तद्वेत्ति गुरुशास्त्राभ्यां न तु किञ्चित् चिकीर्षति ॥ ४५ ॥
विप्रक्षत्रादयो यद्वद् बृहस्पतिसवादिषु ।
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम् ॥ ४६ ॥

किञ्च मोक्ष्येऽहमिति । यदा पुमान् शमादीन् सम्पाद्य मुक्तिं प्राप्स्यामीतिमतिं करोति तदा गुरुशास्त्राभ्याम् आचार्योपदेशवाक्यार्थविचारजन्यापरोक्षज्ञानेन नाहं कर्त्ता आत्मा सच्चिदानन्दरूपब्रह्माहमस्मीति चिदात्मानमवगच्छति तस्य चिदात्मत्वमेवोचितं न तु तत्र कर्त्राद्यात्मत्वमित्यर्थः ॥ ४५ ॥

उदाहृतानां त्रिविधानामात्मनां व्यवहारविशेषेषु व्यवस्थायाः प्राधान्ये दृष्टान्तमाह विप्रेति । यथा ब्राह्मणो बृहस्पतिसवेन यजेत इत्यत्र ब्राह्मणस्यैवाधिकारो न क्षत्रियवैश्ययोः राजा राजसूयेन इत्यत्र राज्ञ एवाधिकारो न ब्राह्मणवैश्ययोः वैश्यो वैश्यस्तोमेन यजेत इत्यत्र वैश्यस्याधिकारो नेतरयोः एवं गौणमिथ्यामुख्यभेदानाम् आत्मनां यथायोग्यं उचितं व्यवहारेषु प्राधान्यमिति भावः ॥ ४६ ॥

"আমি বদ্ধ আছি মুক্ত হইব" এইস্থলে চৈতন্যেরই স্বভাবসিদ্ধ মুখ্য আত্মত্ব স্বীকার করা উচিত। কারণ যখন বদ্ধ পুরুষের মুক্তির ইচ্ছা হয়, তখন পুরুষ গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশদ্বারা মুক্তির উপায়ভূত শমাদি সাধন করে, তখন আর তাহার কিছুই করিতে ইচ্ছা হয় না। কেবল "আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান হইতে থাকে ॥ ৪৫ ॥

পূর্ব্বে যে মুখ্য আত্মা, গৌণ আত্মা ও মিথ্যা আত্মা এই ত্রিবিধ আত্মা উক্ত হইয়াছে, এইক্ষণ ব্যবহারবিশেষে উক্ত ত্রিবিধ আত্মার প্রাধান্য প্রদর্শনার্থ দৃষ্টান্ত দর্শাইতেছেন।—যেমন বৃহস্পতিসব যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয়াদির অধিকার নাই। রাজসূয়যজ্ঞে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, উক্ত যজ্ঞ সাধনে অন্যের অধিকার নাই এবং বৈশ্যস্তোমযজ্ঞে কেবল বৈশ্যেরই অধিকার আছে, অন্য কোন জাতি বৈশ্যস্তোম যজ্ঞ করিতে পারে না, সেইরূপ ব্যবহার বিশেষে আত্মার মুখ্যত্ব, গৌণত্ব ও মিথ্যাত্ব হইয়া থাকে। যে বিষয়ে যাহার প্রাধান্য, সেই বিষয়ে তাহারই মুখ্যত্ব স্বীকার করা যায় ॥ ৪৬ ॥

तत्र तत्रोचिते प्रीतिरात्मन्येवातिशायिनी।
अनात्मनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यत्र नोभयम्॥ ৪৭॥
उपेक्ष्यं द्वेष्यमित्यन्यत् द्वेधा मार्गतृणादिकम्।
उपेक्ष्यं व्याघ्रसर्पादि द्वेष्यमेवं चतुर्विधम्॥ ৪৮॥

फलितमाह तत्र इति। यस्मिन् यस्मिन् व्यवहारे यो य आत्मा उचितो भवति तस्मिन् तस्मिन् व्यवहारे उचिते उपयोगितया प्रधानभूते आत्मन्येव प्रीतिरतिशायिनी अतिशयवती तच्छेषे तस्यात्मनः शेषे शेषभूतेऽनात्मनि आत्मव्यतिरिक्ते वस्तुनि प्रीतिमात्रं न निरतिशयं प्रेम इत्यर्थः। अन्यत्र आत्मतच्छेषाभ्यामन्यस्मिन् वस्तुनि नोभयम् उभयविधमपि प्रेम नास्तीत्यर्थः॥ ৪৭॥

अन्यत्र नोभयमित्यत्राभिहितस्यानात्मशब्दार्थस्यावान्तरभेदमाह उपेक्ष्यमिति। अन्यदित्युच्यमानं वस्तु उपेक्ष्यम् उपेक्षाविषयः द्वेष्यं द्वेषविषयश्चेति द्वेधा द्विप्रकारं भवति। तदुभयमुदाहरति। मार्गेति मार्गगतं तृणलोष्ट्रादिकमुपेक्ष्यं स्वस्योपद्रवहेतुव्याघ्रादिकं द्वेष्यमित्यर्थः। फलितमाह एवमिति॥ ৪৮॥

ব্যবহারকালে যাহার মুখ্য আত্মত্ব উচিত, সেই সেই স্থলে তাহার প্রতিই নিরতিশয় প্রীতি হইয়া থাকে। সেই সময় যাহার প্রতি গৌণ আত্মত্ব দৃষ্ট হয়, তাহার প্রতি প্রীতিমাত্রও হয় না এবং অপরের প্রতি পরম প্রীতি বা প্রীতি কিছুই হইতে পারে না। লৌকিক ব্যবহারে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, যখন যে ব্যক্তির যে দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, তখনই সেই ব্যক্তি সেই দ্রব্যের আদর করিয়া থাকে॥ ৪৭॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, ব্যবহারকালে অপর বস্তুর প্রতি প্রীতি হয় না, এই শ্লোকে পূর্ব্বোক্ত অপর শব্দের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন।—এই-স্থলে অপর শব্দের অর্থ উপেক্ষণীয় বস্তু ও দ্বেষ্য বস্তু, অর্থাৎ যে বস্তু ব্যবহারের উপযোগী নহে, তাহাই উপেক্ষণীয় এবং যে বস্তু সেই কার্য্য নষ্ট করে, তাহাই দ্বেষ্য। তৃণলোষ্ট্রাদি কার্য্যের অনুপযোগী, অতএব তাহাই উপেক্ষণীয় এবং ব্যাঘ্র সর্পাদি কার্য্যের ব্যাঘাত করে; সুতরাং তাহারাই দ্বেষ্য।

आत्मा प्रेष उपेक्ष्यश्च द्वेष्यश्चेति चतुर्ष्वपि ।
न व्यक्तिनियमः किन्तु तत्तत्कार्य्यात्ततथा तथा ॥ ४९ ॥
स्याद् व्याघ्रः संमुखो द्वेष्यो ह्युपेक्ष्यस्तु पराङ्मुखः ।
लालनादनुकूलश्चेद् विनोदायेति प्रेषताम् ॥ ५० ॥

चातुर्विध्यमेव दर्शयति आत्मेति। नन्वात्मादीनां चतुर्णामपि प्रियतमत्वादिकं किं नियतं नेत्याह चतुर्ष्विति। अयमेव प्रियतमः अयमेव प्रियः इदमेव उपेक्ष्यमिदमेव द्वेष्यं स्यादिति नियमो नास्तीत्यर्थः। किं तर्हीत्यत आह किन्त्विति। तस्मात् तस्मात् कार्य्यविशेषादुपकारापकारादिरूपात् तथा तथा प्रियाप्रियादिरूपेत्यर्थः ॥ ४९ ॥

उक्तानियमप्रयोजनाय प्रसिद्धद्वेष्ये व्याघ्रे तदभावं दर्शयति स्यादिति। यदा व्याघ्रः स्वभक्षणाय सम्मुखमागच्छति तदा द्वेष्यो भवति। स एव पराङ्मुखो गच्छति चेत् उपेक्ष्यो भवति। स एव यदि लालनात् स्वानुकूलो भवति तदा विनोदायेति विनोदसाधनं भवतीति प्रेषतां स्वस्योपकारकत्वेन प्रियत्वं भजते इत्यभिप्रायः ॥ ५० ॥

এইরূপ মুখ্য আত্মা, গৌণ আত্মা, উপেক্ষণীয় ও দ্বেষ্য এই চারিপ্রকার বস্তু নিরূপিত হইল ॥ ৪৮ ॥

মুখ্য আত্মা, গৌণ আত্মা, উপেক্ষণীয় ও দ্বেষ্য এই চারিপ্রকার বস্তুতে ব্যক্তির কোন নিয়ম নিরূপিত নাই, অর্থাৎ কোন্ বস্তু কখন প্রিয় হয় এবং কখন বা অপ্রিয় হয়, তাহার নিশ্চয় নাই। কেহই এইরূপ নিয়ম করিয়া রাখিতে পারেন না যে, এই বস্তু আমার উপযোগী, কিম্বা এই বস্তু আমার উপযোগী নহে, এই বস্তু আমার উপেক্ষণীয় এবং এই বস্তু আমার দ্বেষ্য। সময়বিশেষে ও কার্য্যভেদে এক বস্তুও প্রিয়, উপেক্ষণীয় ও দ্বেষ্য হইয়া থাকে। এক সময় যে বস্তু প্রিয় ছিল, সময়ান্তরে সেই বস্তুও অপ্রিয় হইতে পারে, এক দ্রব্য কোন কার্য্যকালে উপেক্ষণীয় ছিল, কার্য্যান্তরে সেই দ্রব্যের প্রয়োজন হইয়া উঠে এবং এক সময়ে যে বস্তু দ্বেষ্য থাকে, অন্য সময়ে সেই বস্তু প্রিয় হয়। যেমন যখন ব্যাঘ্র সম্মুখে উপস্থিত থাকে, তখন সেই ব্যাঘ্রকে লোকে দ্বেষ করে, আবার যখন সেই ব্যাঘ্র পরাঙ্মুখ হইয়া যায়, তখন সেই ব্যাঘ্র উপেক্ষণীয় হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার যদি সেই ব্যাঘ্রকে প্রতিপালন করিয়া আপন বশীভূত করিতে পারে, তখন সেই ব্যাঘ্র আপন

व्यक्तीनां नियमो मा भूल्लक्षणात्तु व्यवस्थितिः ।
आनुकूल्यं प्रातिकूल्यं द्वयाभावश्च लक्षणम् ॥ ५१ ॥
आत्मा प्रेयान् प्रियः शेषो द्वेष्योपेक्ष्ये तदन्ययोः ।

नन्वेकस्यैव वस्तुनः प्रियत्वादिधर्मत्रयाङ्गीकारे व्यवहारव्यवस्था न स्यादित्याशङ्क्याह व्यक्तीनामिति । व्यक्तिनियमाभावेऽपि लक्षणवशात् व्यवस्था भविष्यतीत्यर्थः । किं लक्षणमित्याकाङ्क्षायां तल्लक्षणमाह आनुकूल्यमिति । अनुकूलत्वं प्रियत्वस्य लक्षणं व्यावर्त्तकोधर्मः प्रतिकूलत्वं द्वेष्यलक्षणम् उपेक्ष्यस्यानुकूल्यप्रातिकूल्यरूपद्वयाभावश्च लक्षणमित्यर्थः ॥ ५१ ॥

एतावता ग्रन्थसन्दर्भेण उपपादितमर्थं बुद्धिसौकर्य्याय संक्षिप्य दर्शयति आत्मेति । आत्मा प्रत्यगानन्दः प्रेयानतिशयेन प्रियः शेषः स्वोपसर्जनभूतः पदार्थः प्रियः तदन्ययोरा-भ्यामात्मनस्तच्छेषाभ्यामन्ययोर्व्याघ्रपथिगततृणादिरूपयोर्द्वेष्योपेक्ष्ये यथाक्रमं भवत इत्यर्थः । एवं चातुर्विध्येन लोके व्यवस्थितः व्यवस्था प्रायः उक्तप्रकारचतुष्टयातिरिक्तं न किञ्चिदस्तीत्य-

---

অনুকূল হইতে পারে এবং তাহার প্রতি প্রীতিসঞ্চার হওয়াতে সে পরম সন্তোষের পাত্র হয়। অতএব কোন বস্তুর প্রতি নিয়ত কোন নিয়ম স্থিরতর হইয়া থাকে না। সময়বিশেষে ও কার্য্যভেদে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে ॥ ৪৯-৫০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকের ভাবার্থে জানা যায় যে, এক বস্তুতেই প্রিয়ত্ব, উপেক্ষ্যত্ব ও দ্বেষ্যত্ব এই ধর্ম্মত্রয় থাকিতে পারে। এইক্ষণ এই আশঙ্কা হইতেছে যে, এক বস্তুতে প্রিয়ত্বাদি ধর্ম্মত্রয় স্বীকার করিলে ব্যবহারব্যবস্থার অসঙ্গতি হয়, অতএব প্রিয়ত্বাদি ধর্ম্মত্রয়ের লক্ষণ নিরূপণ করিয়া সেই ব্যবহারব্যবস্থার অসঙ্গতি নিবারণকরিতেছেন।—যে বস্তু আপনার অনুকূল হয়, তাহাই প্রিয়, যাহা আপনার প্রতিকূল, তাহাই দ্বেষ্য এবং যে বস্তু আপনার অনুকূল বা প্রতিকূল নহে, তাহাকেই উপেক্ষণীয় বলা যায়। এক বস্তু এক সময়ে ও এক কার্য্যে অনুকূল হয়, সেই বস্তু সময়ান্তরে ও অন্য কার্য্যের প্রতি প্রতিকূল হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যবহারকালে কোন দোষ হইতে পারে না ॥৫১॥

সর্ব্বত্রই এইরূপ লৌকিক ব্যবস্থা প্রসিদ্ধ আছে যে, সকল বস্তু অপেক্ষা আত্মা অতিশয় প্রিয়, তৎপর আপন উপার্জ্জিত ধনপুত্রাদি প্রিয়, অরণ্যস্থ ব্যাঘ্রাদি দ্বেষ্য এবং পথিগত তৃণাদি উপেক্ষণীয়; এইরূপ চতুর্ব্বিধ পদার্থের

इति व्यवस्थितो लोको याज्ञवल्क्यमतञ्च तत् ॥ ५२ ॥
अन्यत्रापि श्रुतिः प्राह पुत्राद्वित्तात् तथान्यतः।
सर्वस्मादान्तरंतत्त्वं तदेतत् प्रेय इष्यताम् ॥ ५३ ॥
श्रौत्या विचारदृष्ट्यायं साक्ष्येवात्मा न चेतरः।
कोषान् पञ्च विविच्यान्तर्वस्तुदृष्टिर्विचारणा ॥ ५४ ॥

भिप्रायः। अयमर्थः श्रुत्यभिमतोऽर्थोत्याह याज्ञवल्क्येति आत्मादीनां प्रियतमत्वादिकं यत्तद्-याज्ञवल्क्यस्यापि सम्मतमित्यर्थः ॥ ५२ ॥

न केवलं मैत्रेयीब्राह्मण एवात्मनः प्रियतमत्वमुक्तं किन्तु पुरुषविधब्राह्मणेऽपीत्यभिप्रायेण तद्वाक्यार्थं संगृह्णाति अन्यत्रापीति। तदेतत् प्रेयः पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मा-दान्तरतरं यदयमात्मेति अनेनैव वाक्येन पुत्रवित्तादेः सर्वस्मादान्तरस्यात्मतत्त्वस्य प्रिय-तमत्वमीरितमित्यर्थः ॥ ५३ ॥

भवत्वेवं श्रुतावभिधानं प्रकृते किमायातमित्यत आह श्रौत्या विचारेति। श्रुत्यर्थ-पर्य्यालोचनरूपया विचारदृष्ट्या साक्ष्येव मुख्यमात्मत्वं नेतरस्य पुत्रादेरित्यर्थः। विचार-दृष्टेत्यभिहितस्य विचारस्य स्वरूपमाह कोषानिति। अन्नमयादीन् पञ्च कोषान् विविच्य तैत्तिरीयश्रुत्युक्तप्रकारेण आत्मनः पृथक् कृत्वान्तःस्थितस्यात्मनोऽनुभवो विचारणेत्यर्थः ॥५४॥

ব্যবহার লোকে প্রচলিত আছে। উক্ত চারিপ্রকার পদার্থের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই এবং তাহাদিগের ব্যবহার ব্যবস্থাও চলিতেছে। পরন্তু মহামুনি যাজ্ঞবল্ক্যও এইরূপে আত্মাদির প্রিয়ত্বাদি স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীব্রাহ্মণে আত্মার প্রিয়তমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং অন্যান্য শ্রুতিতেও এইরূপে আত্মার প্রিয়তমত্ব উক্ত আছে। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অন্যান্য সমুদায় বস্তু হইতে অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মাই প্রিয়তম। পুত্রবিত্তাদি যে সকল বস্তুকে লোকে প্রিয় বলিয়া জানে, তাহার মধ্যে কোন পদার্থই আত্মা হইতে অধিক প্রিয় নহে ॥ ৫৩ ॥

শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া বিচারদৃষ্টিদ্বারা জানা যায় যে, যিনি সাক্ষিচৈতন্য, তিনিই মুখ্য আত্মা। পুত্রাদি কোন পদার্থ আত্মা

जागरस्वप्नसुप्तीनामागमापायभासनम्।
यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रकाशचिदात्मकः॥ ५५॥
शेषाः प्राणादिवित्तान्ता आसन्नास्तारतम्यतः।
प्रीतिस्तथा तारतम्यात् तेषु सर्व्वेषु वीक्ष्यते॥ ५६॥
वित्तात् पुत्रः प्रियः पुत्रात् पिण्डः पिण्डात् तथेन्द्रियम्।

अन्तःस्थितस्य वस्तुनो दर्शनप्रकारमाह जागरेत्यादिना। जाग्रदाद्यवस्थानां मध्ये उत्तरोत्तरावस्थां गतस्य पूर्व्वपूर्व्वावस्थानिवृत्तेश्चावभासनं यतो नित्यचैतन्यरूपात् साक्षिणो भवति स स्वप्रकाशचिद्रूप आत्मेत्यर्थः॥ ५५॥

संग्रहेणोक्तं श्रुत्यर्थं प्रपञ्चयति शेषा इति। साक्षिव्यतिरिक्ताः प्राणादिवित्तान्ता वक्ष्यमाणाः पदार्थाः तारतम्येनात्मन आसन्नाः समीपवर्त्तिनो भवन्ति। तत्रोपपत्तिमाह प्रीतिरिति। यथा तारतम्येनान्तरत्वं तद्वदेव तेषु प्राणादिषु तारतम्यात् प्रीतिर्वीक्ष्यते सर्व्वैरपीति शेषः॥ ५६॥

प्रीतेस्तारतम्येनानुभवमेव विशदयति वित्तादिति। पिण्डोऽन्नमयो देहः। अयं भावः

নহে। অন্নময়াদি পঞ্চকোষ বিবেচনা করিয়া সেই পঞ্চকোষ হইতে পৃথক-রূপে যে আত্মার অনুভব, তাহাকে বিচার বলিয়া থাকে॥ ৫৪॥

যাঁহা হইতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থা সকল উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থার নিবৃত্তি হইয়া পর পর অবস্থার প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনিই আত্মা। উক্ত আত্মা স্বপ্রকাশমান, চৈতন্য-স্বরূপ ও নিরতিশয় আনন্দময় এবং এই পরমাত্মাই সর্ব্বসাক্ষী॥ ৫৫॥

সেই সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ চৈতন্যময় পরমাত্মাতিরিক্ত প্রাণাদি বিত্তপর্য্যন্ত সকল পদার্থে আত্মার সম্বন্ধ আছে, অতএব তাহারা প্রিয়। (সম্বন্ধের নৈকট্যানুসারে প্রিয়ত্বেরও তারতম্য হইয়া থাকে। প্রাণাদি বিত্তপর্য্যন্ত পদার্থের মধ্যে যে বস্তু আত্মার অতিনিকটবর্ত্তী, সেই বস্তুতে আত্মার অধিক প্রীতি দেখা যায়। এইরূপে পর পর যাহারা দূরবর্ত্তী তাহাদিগের প্রতি প্রীতিরও ক্রমশঃ লাঘব হয়)॥ ৫৬॥

বিত্ত হইতে পুত্র আত্মার নিকটবর্ত্তী, অতএব বিত্ত অপেক্ষা পুত্র প্রিয়।

इन्द्रियाच्च प्रियः प्राणः प्राणादात्मा परः प्रियः ॥ ५७ ॥
एवं स्थिते विवादोऽत्र प्रतिबुद्धविमूढयोः ।
श्रुत्योदाहारि तत्रात्मा प्रेयानित्येव निर्णयः ॥ ५८ ॥
साक्ष्येव दृश्यादन्यस्मात् प्रेयानित्याह तत्त्ववित् ।

सर्वैः प्राणिभिः पुत्रादेर्विपत्परिहाराय वित्तव्ययः क्रियते स्वदेहरक्षणाय कदाचित् पुत्रादिरपि दीयते इन्द्रियनाशपरिहाराय ताड़नादिना देहपीड़ाप्यङ्गीक्रियते मरणप्रसक्तौ तत् परिहाराय इन्द्रियवैकल्यमप्यङ्गीक्रियते अतएवोत्तरोत्तरमतिशयेन प्रियत्वं सर्व्वानुभवसिद्धम् आत्मनस्तु निरतिशयप्रेमास्पदत्वं विद्वदनुभवसिद्धमिति ॥ ५७ ॥

एवमात्मनः प्रियतमत्वे प्रमाणसिद्धेऽपि भ्रान्त्यज्ञानिनोर्विप्रतिपत्तिनिरसनाय श्रुत्या तद्विप्रतिपत्तिर्निदर्शिता इत्याह एवमिति। तत्त्वनिर्णयमाह तत्रात्मेति। आत्मनः प्रियतमत्वस्योपपादितत्वात् इत्यर्थः ॥ ५८ ॥

এইরূপে পুত্র হইতে আপন শরীর প্রিয়, শরীর হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় প্রিয়, ইন্দ্রিয় হইতে প্রাণ প্রিয় এবং প্রাণ হইতে আত্মা পরম প্রিয় হয়েন ; এইরূপ পরপর প্রিয়ত্ব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। (লোক পুত্রের বিপৎপ্রতিকারের নিমিত্ত বিত্তব্যয় করে, আপন দেহ রক্ষণার্থ কখন কখন পুত্র প্রদান করিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় বিনাশপ্রতিকার মানসে তাড়নাদি দ্বারা দেহ পীড়া স্বীকার করে, মরণ সম্ভব হইলে যদি ইন্দ্রিয় পরিত্যাগ করিয়া জীবন রক্ষা হয়, তাহাও করিয়া থাকে। এইরূপে বিত্ত হইতে প্রাণপর্য্যন্ত পদার্থের উত্তরোত্তর অতিপ্রিয়ত্ব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ)॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত বিচারদ্বারা আত্মার প্রিয়ত্ব নিশ্চিত হইলে আপন মত দৃঢ় করিবার নিমিত্তে শ্রুতিতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানিদিগের বিবাদ বর্ণন করিয়া স্বমতের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। সেই সকল বিবাদের অবসানে ইহাই মীমাংসিত হইয়াছে যে, আত্মাই সমুদায় পদার্থ হইতে প্রিয়তম। কোন পদার্থই আত্মা হইতে প্রিয় নহে ॥ ৫৮ ॥

যে প্রকারে জ্ঞানী ও অজ্ঞানিদিগের বিবাদ হইয়া থাকে, এইক্ষণ তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে পারদর্শী, তাঁহারা

प्रेयान् पुत्रादिरेवेमं भोक्तुं साक्षीति मूढधीः ॥ ५८ ॥
आत्मनोऽन्यं प्रियं ब्रूते शिष्यश्च प्रतिवाद्यपि।
तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कुर्य्यात् तयोः क्रमात् ॥ ६० ॥
प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्येवमुत्तरं वक्ति तत्त्ववित्।

तामेव विप्रतिपत्तिमाह साक्ष्येवेति ॥ ५९ ॥

आत्मातिरिक्तस्य प्रियतमत्ववादिनौ विभज्य इदानीमुत्तराभिधानाय तमेव वादिनं विभज्य कथयति आत्मन इति। उत्तराभिधानप्रकारमेवाह तस्योत्तरमिति। तयोः शिष्यप्रतिवादिनोः सम्बन्धिनस्तस्य वचनस्योत्तरं वचः प्रत्युत्तररूपं वाक्यं क्रमेण बोधशापौ बोधरूपं शापरूपञ्च कुर्य्यादित्यर्थः ॥ ६० ॥

अनयोः प्रतिवचनप्रदानरूपं स योऽन्यमात्मनः प्रियं ब्रुवाणं ब्रूयात् प्रियं त्वां रोत्स्यतीति समनन्तरश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति प्रियमिति। तत्त्ववित् शिष्यप्रतिवादिनावुभावपि प्रति हे शिष्य! हे प्रतिवादिन्! प्रियं त्वदभिमतं पुत्रादिरूपं स्वनाशेन त्वां शिष्यं प्रतिवादिनं वा रोत्स्यति रोदयिष्यति इत्येवमुक्तेन प्रकारेण उत्तरं प्रतिवचनं वक्ति ब्रवीति। इदमेव-

---

বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত জগতে যাবতীয় পদার্থ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা-দিগের মধ্যে সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাই অতিপ্রিয়। কিন্তু যাহারা মূর্খ, শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম পরিজ্ঞানে অসমর্থ, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা আপন ভোগসাধনের নিমিত্ত বাহ্য পরিদৃশ্যমান পুত্র কলত্রাদি পদার্থকে প্রিয় বলিয়া স্বীকার করে। পরন্তু জ্ঞানীরা যেমন বাহ্য পদার্থের প্রিয়ত্ব স্বীকার করেন না, সেইরূপ অজ্ঞানীরাও পরমাত্মার প্রিয়ত্ব মানে না ॥ ৫৯ ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞানী, আত্মাকে প্রিয় জ্ঞান না করিয়া কেবল পুত্র কল-ত্রাদি বাহ্য বিষয়কে প্রিয় বলিয়া স্বীকার করে, সে যদি আপন শিষ্য হয়, অর্থাৎ উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাহইলে সেই শিষ্যকে তত্ত্বজ্ঞানী-ব্যক্তি সবিশেষ উপদেশ দ্বারা আত্মার প্রিয়ত্ব বুঝাইয়া দিবেন। আর যদি সেই অজ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হয়, তাহাহইলে সেই প্রতি-বাদীকে অভিসম্পাত করিবেন। আর শিষ্য ও প্রতিবাদী উভয়কেই এই বলিয়া উত্তর প্রদান করিবেন যে, তোমরা যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করিতেছ,

स्वोक्तप्रियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ ६१ ॥
अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम् ।
लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ ६२ ॥

नैकं वचनं शिष्यप्रतिवादिनोरुभयोः कथमुत्तरं जातमित्याशङ्क्य शिष्यप्रश्नोत्तरमुपदेश्यरूपं तावत् द्योतयति स्वोक्तप्रियस्येत्यादिना वीक्ष्यते तमहर्निशम् इत्यन्तेन सार्द्धश्लोकचतुष्टयेन । शिष्यः स्वोक्तप्रियस्य स्वेनाभिहितस्य पुत्त्रादिरूपस्य प्रीतिविषयस्य विवेकतः वक्ष्यमाणदोषविचारेण दुष्टत्वं वेत्ति अवगच्छति ॥ ६१ ॥

दोषविचारप्रकारं दर्शयति अलभ्येति एवम् । पुत्त्रगतदोषसंकीर्त्तनं दारादिसर्व-

---

ভবিষ্যতে তাহার নিমিত্ত তোমাদিগকে রোদন করিতে হইবে। এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেই শিষ্য ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে, আমরা যে পুত্র কলত্রাদি বাহ্য দৃশ্য পদার্থ সকলকে প্রিয় বলিয়া জানিতেছি, সেই সকল পদার্থ বাস্তবিক প্রিয় নহে। তখন শিষ্যের বিবেক উপস্থিত হইয়া পরমাত্মার প্রিয়ত্ব জানিতে ইচ্ছা হইবে॥ ৬০—৬১ ॥

অনিত্য বাহ্য বিষয়ে বৃথা প্রীতি স্থাপন করিলে সেই বিষয়ের নিমিত্ত অবশ্যই রোদন করিতে হয়। সন্তান না জন্মিলে পিতা ও মাতার চিরকাল দুঃখ থাকে, অনেকেই সন্তান হইল না বলিয়া রোদন করেন ; আর গর্ভেতে সন্তানের উৎপত্তি হইলে যদি অসময়ে গর্ভস্রাব হয়, তাহাতেও জনক জননীর অপরিসীম ক্লেশ হইয়া থাকে এবং গর্ভস্রাবাদির দুঃখ না হইলেও প্রসবকালে যে জননীর অসহ্য যন্ত্রণা হয়, তাহা কোন রূপেও নিবারিত হইবার নহে। পরে বালক প্রসূত হইলে যাবৎ সেই বালকের বাল্যাবস্থা থাকে, তাবৎ গ্রহরোগাদি নানাপ্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়া পিতা মাতাকে অপার চিন্তাসাগরে নিপাতিত করে ও অশেষ যন্ত্রণা দেয়। তৎপরে ঈশ্বর কৃপায় বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যখন সেই সন্তানের কৌমারাবস্থা উপস্থিত হয়, তখন বাক্যের অস্ফূর্ত্তিনিবন্ধন অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়, অনন্তর উপনয়ন সময়ে উপনয়ন সংস্কারের নিমিত্ত পিতা মাতা কতপ্রকার ক্লেশ পায়েন, উপনয়ন হইলেও সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার জন্য নানাপ্রকার

जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च मूकता।
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥ ६३ ॥
यूनश्च परदारादि दारिद्र्यञ्च कुटुम्बिनः।
पित्रोर्दुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥ ६४ ॥
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं त्यक्त्वा निजात्मनि।
निश्चित्य परमां प्रीतिं वीक्ष्यते तमहर्निशम् ॥ ६५ ॥

विषयदोषोपलक्षणार्थम्। एवं विविच्येति। एवमुक्तेन प्रकारेण पुत्रादौ विषयजाते विवेच्य विद्यमानान् दोषान् विभज्य ज्ञात्वा तस्मिन् प्रीतिं परित्यज्य निजात्मनि प्रत्यग्रूपे स्वाज्ञिणि परमां निरतिशयां प्रीतिं निश्चित्य तं प्रत्यगात्मानमहर्निशं सर्व्वदा वीक्ष्यते अनुसन्दधत इत्यर्थः ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

দুঃখ ভোগ স্বীকার করেন এবং সন্তান কৃতবিদ্য হইলেও তাহার বিবাহের নিমিত্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে। এইরূপে সন্তানের জন্যই সর্ব্বদা পিতা মাতার ক্লেশ দেখা যায় ॥ ৬২-৬৩ ॥

পুত্রের যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যদি সেই পুত্র পরদারাদিদোষে দূষিত হইয়া নানাপ্রকার অহিতকার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাতেও পিতা-মাতার দুঃখ হইয়া থাকে, আর সেই পুত্রের বহু সন্তানসন্ততি জন্মিলে তাহাদিগের ভরণপোষণ ও লালনপালনে অনেক দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয় এবং সেই পুত্র সুশীল, উপার্জনক্ষম ও ধনী হইলেও তাহার মরণশঙ্কা করিয়া পিতামাতা সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকেন; অতএব কোনরূপেও তাহাদিগের চিত্তের শান্তি হয় না। সন্তানের জন্ম হইতে পিতামাতার যে কতপ্রকার দুঃখ সহ্য করিতে হয়, তাহার শেষ নাই ॥ ৬৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাহ্যবিষয়ে প্রীতিস্থাপনের ফল বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত হইবে, অতএব পুত্রমিত্রাদি বাহ্যবিষয়ে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া আত্মাতে পরম প্রীতিস্থাপন-পূর্ব্বক সেই আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৃথা অনিত্য সংসারে প্রীতিস্থাপন করিয়া দুর্ল্লভ মানব জন্ম নিষ্ফল করা উচিত নহে ॥ ৬৫ ॥

आग्रहाद्ब्रह्मविद्द्वेषादपि पक्षममुञ्चत: ।
वादिनो नरक: प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६६ ॥
ब्रह्मविद् ब्रह्मरूपत्वादीश्वरस्तेन वर्णितम् ।
यद्यत् तत्तत् तथैव स्यात् तच्छिष्यप्रतिवादिनो: ॥ ६७ ॥

प्रियं त्वां रोत्स्यतीत्यस्यैव वाक्यस्य प्रतिवादिनं प्रति शापरूपत्वं प्रकटयति आग्रहादिति । आग्रहादुक्तं पुत्रादिप्रियत्वं सर्व्वथा न त्यजामीत्येवंरूपात् ब्रह्मविद्द्वेषात् अनेनोक्तं विघटयिष्यामीत्येवरूपाच्च पक्षं पुत्रादीनामेव प्रियत्वाभिधानरूपमपरित्यजत: प्रतिवादिनो नरकप्राप्ति: तथा बहुयोनिषु नरतिर्य्यगादिषु असंख्येषु अनेकेषु जन्मसु दोष: पुत्रभार्य्यादिषु इष्टवियोगानिष्टप्राप्तिरूप: प्रोक्त: प्रियं त्वां रोत्स्यतीति वदता ज्ञानिना इति शेष: ॥ ६६ ॥

ननु ज्ञानिनोक्तस्यैकस्यैव वाक्यस्य शिष्यं प्रत्युपदेशरूपत्वं वादिनं प्रति शापरूपत्वञ्चेति विरुद्धं रूपद्वयं कथं घटते इत्याशङ्क्य उत्तरप्रदातुरीश्वररूपत्वात् तस्याभिप्रायानुसारेण उभयं भविष्यतीति मन्वानस्तदुपपादकस्य ईश्वरो हं तथैव स्यात् इति समनन्तरवाक्यस्य तात्पर्य्यमाह ब्रह्मविदिति । यतो ब्रह्मविद: स्वस्य ब्रह्मत्वानुभवादीश्वरत्वमस्ति अतस्तेन यं यं शिष्यादिकं

যাহারা বাহ্যবস্তুতে আত্মত্ব স্বীকার করে, তাহারা যদি আপন আগ্রহাতিশয়প্রযুক্ত অথবা ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রতি দ্বেষবশতঃ আপনাদিগের মত পরিত্যাগ না করে, অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব বিস্মরণ হইয়া অনিত্য বাহ্যবিষয়কে আত্মজ্ঞান করে। তাহাহইলে তাহাদিগের অনন্তকাল নরকভোগ হয় এবং বহুজন্মপর্য্যন্ত নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া নানাপ্রকার অসহ্য ক্লেশভোগ হইয়া থাকে। পরন্তু তাহারা কখনও এই সংসারবর্ত্ত হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। ব্রহ্মবাদি মুনিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপ অজ্ঞানীদিগের পরিণামে দুঃখভোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা অজ্ঞানীদিগের পরিণামে অবশ্যই দুঃখভোগ হইবে, এই কথা বলিয়া থাকেন। এইক্ষণ এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলিলেই যে, অজ্ঞানীগণের নরকভোগাদি ক্লেশ হইবে, তাহা বিশ্বস্ত হইবে কেন? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন,—যাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মস্বরূপ; অতএব তাঁহাদিগের বাক্য অন্যথা হইবার নহে। ব্রহ্মজ্ঞানীরা আপন শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করি-

यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते प्रियमुत्तमम्।
तस्य प्रेयानसावात्मा न नश्यति कदाचन॥ ६८॥
परप्रेमास्पदत्वेन परमानन्दरूपता।
सुखवृद्धिः प्रीतिवृद्धौ सार्व्वभौमादिषु श्रुता॥ ६९॥

प्रति यद्द यदिष्टमनिष्टं वाभिधीयते तच्छिष्यप्रतिवादिनोस्तस्य ज्ञानिनो यः शिष्यः यश्च प्रतिवादी तयोः तथैव स्यात् इष्टमनिष्टं वावश्यं भवेदित्यर्थः॥ ६७॥

व्यतिरेकमुखेनोक्तस्यार्थस्यान्वयमुखेन प्रतिपादकम् आत्मानमेव प्रियमुपासीत स य आत्मानमेव प्रियमुपास्ते न हास्य प्रियं प्रमायुकं भवतीति समनन्तरं वाक्यमर्थतः पठति यस्त्विति। तुशब्द उक्तवैलक्षण्यद्योतनार्थः। अनात्मप्रियवादिनोऽन्यो यः शिष्यः आत्मानमेवोत्तमं प्रियं निरतिशयप्रेमगोचरं सेवते सदानुस्मरति तस्य शिष्यादेः प्रेमान् प्रियतमत्वेनाभिमतोऽसावात्मा प्रतिवाद्यभिमतप्रियमिव न कदाचिद्द विनश्यति किन्तु सदा सदानन्दरूपः सन्नवभासत इत्यर्थः॥ ६८॥

इत्थमात्मनः परप्रेमास्पदत्वे हेतुं प्रसाध्य इदानीं फलितमाह परप्रेमास्पदत्वेन इति। अत्रायं प्रयोगः आत्मा परमानन्दरूपः निरतिशयप्रेमविषयत्वात् यः परमानन्दरूपो न भवति स निरतिशयप्रेमविषयोऽपि न भवति यथा घटादिरिति केवलव्यतिरेकी। परप्रेमास्पदहेतोरात्मनः परमानन्दरूपतासाधने सामर्थ्यद्योतनाय प्रीतिवृद्धौ सुखवृद्धिमुदाहरति सुखवृद्धिरिति। यतः सार्व्वभौमादिहिरण्यगर्भान्तेषु पदविशेषेषु यत्र यत्र प्रीतिर्व्विद्धते तत्र तत्र

লেও সেই আশীর্ব্বাদফলে শিষ্যের উন্নতি হয় এবং আপনদ্বেষীকে অভিসম্পাত করিলেও সেই অভিশাপবলে বিদ্বেষিগণের অনিষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের বাক্যে ইষ্ট অনিষ্ট সকলই হইতে পারে॥ ৬৭॥

যে ব্যক্তি সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে পরমপ্রীতিভাজন জ্ঞান করিয়া উত্তমরূপে সেবা করেন, অর্থাৎ সর্ব্বদা নিয়তরূপে যত্নপূর্ব্বক পরমাত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত থাকেন, তাঁহার প্রিয়তম আত্মা কখনও বিনাশ পায় না। সেই ব্যক্তি সর্ব্বানন্দময় হইয়া সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়া থাকেন॥ ৬৮॥

যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পরমাত্মা পরমপ্রেমের আস্পদ, অতএব সেই পরমাত্মাতে প্রীতির বৃদ্ধি হইলেই সুখেরও বৃদ্ধি হইবে। আত্মতত্ত্ব পর্য্যা-

चैतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्चेच्चिदात्मनः।
धीवृत्तिष्वनुवर्त्तेत सर्व्वास्वपि चितिर्यथा ॥ ৭০ ॥
मैवमुष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य प्रभा गृहे।
व्याप्नोति नोष्णता तद्वच्चितेरेवानुवर्त्तनम् ॥ ৭১ ॥

सुखाभिवृद्धिरस्तीति तैत्तिरीयवृहदारण्यकश्रुत्योरभिहितम् अतः प्रीतेर्निरतिशयत्वे सति आनन्दस्यापि निरतिशयत्वमवगन्तुं शक्यत इति भावः ॥ ৬৯ ॥

सर्व्वात्मनः परमानन्दरूपत्वमनुपपन्नं तथात्वे चैतन्यस्येव तत्स्वरूपभूतस्यानन्दस्यापि सर्व्वासु धीवृत्तिषु अनुवृत्तिः प्रसज्येतेति शङ्कते चैतन्येति ॥ ७० ॥

चिदानन्दयोरुभयोरपि आत्मस्वरूपत्वेऽपि वृत्तिषु चित एवानुवृत्तिर्नानन्दस्येति दृष्टान्तावष्टम्भेन परिहरति मैवमिति। यथोष्णप्रकाशात्मकस्य दीपस्य प्रकाश एव गृहादावनुगच्छति नोष्णता एवं चैतन्यस्यैवानुवृत्तिर्नानन्दस्य इत्यर्थः ॥ ৭১ ॥

লোচনাতে যেরূপ সুখ হয়, অন্য ঘটপটাদি বাহ্যপদার্থের পরিজ্ঞানে সেইরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ হইতে পারে না। সার্ব্বভৌমাদি হিরণ্যগর্ভ-পর্য্যন্ত ক্রমতঃ প্রিয়ত্বজ্ঞানানুসারে সুখবৃদ্ধির আধিক্য হইতে থাকে ॥ ৬৯ ॥

পরমাত্মা যেমন চৈতন্যস্বরূপ, সেইরূপ তিনি যদি সুখস্বরূপ হইলেন, তবে যেমন সকল বুদ্ধিবৃত্তিতেই সেই পরমাত্মার চৈতন্যের অনুবৃত্তি হয়, সেইরূপ সর্ব্বত্র তাঁহার সুখের অনুবৃত্তি হয় না কেন? যদি তিনি চৈতন্যময় ও সুখস্বরূপ হইলেন, তবে চৈতন্য ও সুখ উভয়েরই অনুবৃত্তি হইতে পারে ॥ ৭০ ॥

পরমাত্মা চিদানন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহার চিৎস্বরূপেরই অনুবৃত্তি হয়, আনন্দস্বরূপের অনুবৃত্তি হয় না। যেমন প্রকাশ ও উষ্ণতা উভয়ই প্রদীপের স্বভাব, কিন্তু সেই প্রদীপের আলোকই গৃহের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু উষ্ণতা কখনও প্রদীপ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে না। সেইরূপ আত্মার চৈতন্যই সকলের বুদ্ধিবৃত্তিতে যায়, কিন্তু তাঁহার সুখ-স্বরূপত্ব সেই আত্মাতেই থাকে, তাহা কখনও অন্যত্র অনুবৃত্ত হয় না ॥ ৭১ ॥

গন্ধরূপরসস্পর্শেষ্বপি সৎসু যথা পৃথক্।
একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরস্তথা ॥ ৭২ ॥
চিদানন্দৌ নৈব ভিন্নৌ গন্ধাদ্যাস্তু বিলক্ষণাঃ।
ইতি চেৎ তদভেদোঽপি সাক্ষিণ্যন্যত্র বা বদ ॥ ৭৩ ॥
আদ্যে গন্ধাদয়োঽপ্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবর্ত্তিনঃ।

নন্বু চিদানন্দয়োরভেদে চিদভিব্যঞ্জকধীবৃত্ত্যাবানন্দাভিব্যক্তিরপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্য নথা নিয়মাভাবে দৃষ্টান্তমাহ গন্ধেতি। যথৈকদ্রব্যবর্ত্তিনাং গন্ধাদীনাং চতুর্ণাং মধ্যে ঘ্রাণাদিনৈকেনেন্দ্রিয়েণ গন্ধাদিরেকৈক এব গুণো গৃহ্যতে নেতরঃ তথা চিদানন্দয়োর্মধ্যে চিত এবাবভাসনমিত্যর্থঃ ॥ ৭২ ॥

দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োর্বৈষম্যং শঙ্কতে চিদানন্দাবিতি। বিলক্ষণা ভিন্না ইত্যর্থঃ। উক্তবৈলক্ষণ্যং পরিহর্ত্তুং দার্ষ্টান্তিকে চিদানন্দয়োরভেদঃ কিং স্বাভাবিক উত ঔপাধিক ইতি বিকল্পয়তি তদভেদোঽপীতি। তদভেদস্তয়োশ্চিদানন্দয়োরভেদঃ ঐক্যং সাক্ষিণ্যাত্মস্বরূপে অন্যত্র এতদুপাধিভূতাসু বৃত্তিষু বেত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

প্রথমে পক্ষে দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োঃ সাম্যমাহ আদ্য ইতি। আদ্যে চিদানন্দয়োঃ সাক্ষিণি

যদিও পরমাত্মার চিৎ ও আনন্দ এই উভয়ই অভিন্ন, তথাপি বুদ্ধি কেবল তাঁহার চৈতন্যই প্রকাশ করে, কিন্তু আনন্দের ভাগী হইতে পারে না। যেমন রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই সকল এক বস্তুতে থাকিলেও পৃথক্ পৃথক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা পরিগৃহীত হয়, কখনও এক ইন্দ্রিয় রূপরসাদি সকলকে গ্রহণ করিতে পারে না এবং এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণে অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি নাই। সেইরূপ আত্মার চৈতন্য ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে বুদ্ধি কেবল চৈতন্যই গ্রহণ করিতে পারে, আনন্দ গ্রহণে বুদ্ধির অধিকার নাই ॥ ৭২ ॥

যদি বল, রূপ রসাদি বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, অতএব ভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা পৃথক্‌রূপে তাহাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু চৈতন্য ও আনন্দ রূপরসাদির ন্যায় বিভিন্ন পদার্থ নহে, ঐ উভয়ই অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। অতএব তাহাদিগের পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি হয় কেন? একরূপ পদার্থের অভিন্নরূপে উপলব্ধি হওয়াই উচিত ॥ ৭৩ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আশঙ্কার মীমাংসা করিতেছেন।—চৈতন্য ও আনন্দের

अन्यभेदेन तद्भेदे वृत्तिभेदात् तयोर्भिदा ॥ ৭৪ ॥
सत्त्ववृत्तौ चित्सुखैक्यं तद्वृत्तेर्निर्म्मलत्वतः ।
रजोवृत्तेस्तु मालिन्यात् सुखांशोऽत्र तिरस्कृतः ॥ ৭৫ ॥
तिन्तिड़ीफलमत्यम्लं लवणेन युतं यदा ।
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषदम्लं यथा तथा ॥ ৭৬ ॥

भेदाभावपक्षे पुष्पवर्त्तिनो गन्धादयोऽप्येवं चिदानन्दवदेवाभिन्नाः परस्परं भेदरहिताः इत्यपरिहार्य्यैकस्यापनेतुमशक्यत्वादिदिति भावः । द्वितीयेऽपि पक्षे साम्यमाह अन्येति । अन्यानां गन्धादिग्राहकाणां भेदेन तद्भेदे तेषां गन्धादीनां भेदाभ्युपगमे तद्वदेव वृत्तिभेदा च्चिदानन्दाभिव्यक्तिहेतूनां राजससात्त्विकवृत्तीनां भेदात् तयोश्चिदानन्दयोर्भेदाभेदौ भविष्यतीत्यर्थः ॥ ৭৪ ॥

ननु तर्हि चिदानन्दयोरैक्यं कुत्रोपलभ्यते इत्याशङ्क्याह सत्त्वेति । सत्त्ववृत्तौ शुभकर्म्मोपस्थापितायां सत्त्वगुणपरिणामरूपायां बुद्धिवृत्तौ चित्सुखैक्यं चिदानन्दैक्यं भासते इति शेषः । तत्रोपपत्तिमाह तद्वृत्तेरिति । कुतस्तर्हि भेदो भासत इत्यत आह रजोवृत्तेरिति ॥ ৭৫ ॥

विद्यमानस्यापि सुखस्य तिरस्कारे दृष्टान्तमाह तिन्तिड़ीफलमिति । यथा तिन्तिड़ीफले लवणयोगादम्लत्वं तिरोहितं तद्वद्रजोवृत्तावानन्दस्य तिरोभाव इत्यर्थः ॥ ৭৬ ॥

যে অভেদরূপে উপলব্ধি হয়, তাহা কি সাক্ষিচৈতন্যে অথবা অন্যত্র? যদি বল, সেই সাক্ষিচৈতন্যেই চৈতন্য ও আনন্দের অভেদ স্বীকার করায়, তাহা হইলে এক পুষ্পেতেও গন্ধাদির অভেদ স্বীকার করিতে হয়। আর যদি ইন্দ্রিয় ভেদে গন্ধাদির ভেদ স্বীকার কর, তবে বৃত্তিভেদেও আনন্দ ও চৈতন্যের বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয় ॥ ৭৪ ॥

যেহেতু সত্ত্বগুণাবলম্বিত বৃত্তি অতিশয় নির্ম্মল, অতএব তাহাতেই সাক্ষিচৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার চৈতন্য ও আনন্দের ঐক্য হয়, অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। রজোগুণাবলম্বিত বৃত্তি অপেক্ষাকৃত মলিন; সুতরাং তাহাতে সুখাংশের কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া চৈতন্য প্রকাশ পায়। রজোগুণাবলম্বিত বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দের তুল্য প্রকাশ হয় না ॥ ৭৫ ॥

যেমন তিন্তিড়ী ফল অতিশয় অম্লরসযুক্ত বটে, কিন্তু সেই তিন্তিড়ীতে যখন

ननु प्रियतमत्वेन परमानन्देतात्मनि।
विवेक्तुं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्॥ ৩৩॥
यद्‌योगेन तदेवेति वदाम्ये ज्ञानसिद्धये।
योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञानं किं नोपजायते॥ ৩৮॥

गूढ़ाभिसन्धिः शङ्कते नन्विति। ननूक्तेन प्रकारेणात्मनः परमानन्दरूपत्वं परप्रेमास्पदत्वहेतुना गौणमिथ्यात्मरूपेभ्यः प्रियोपेक्ष्यद्वेष्येभ्यो विवेक्तुं विविच्य ज्ञातुं शक्यतां नाम तथापि नायं विवेको मुक्तिसाधनम् अपरोक्षज्ञानद्वारा मुक्तिहेतोर्योगस्यानभिधानादिति गूढ़ोऽभिसन्धिः॥ ৩৩॥

गूढ़ाभिसन्धिरेवोत्तरमाह यद्‌योगेनेति। यथा योगस्यापरोक्षज्ञानहेतुत्वमस्ति एवं विवेकस्यापीत्यवापि गूढ़ोऽभिसन्धिः। इदानीं चोद्यपरिहारयोरभिसन्धिं प्रकटयति ज्ञानेति।

লবণ মিশ্রিত করা যায়, তখন যেমন সেই তিন্তিড়ীর অম্লরসের কিঞ্চিৎ অল্পতা হয়। সেইরূপ রজোগুণাবলম্বিত বৃত্তিতে কিঞ্চিৎ মালিন্যের সত্তা-প্রযুক্ত সুখাংশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে অল্প হইয়া থাকে॥ ৭৬॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকার আত্মার পরম প্রিয়ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু যদিও আত্মার পরম প্রিয়ত্ব হেতু মুখ্য, গৌণ ও মিথ্যা আত্মস্বরূপ প্রিয়, উপেক্ষণীয় ও দেষ্যরূপ দ্বারা আত্মার নিরতিশয় প্রেমরূপে তাঁহার পরমানন্দস্বরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায় বটে, তাহাতে মোক্ষ সাধনের কি উপায় হইল? আত্মার পরমানন্দস্বরূপত্ব পরিজ্ঞান মুক্তিপ্রদান করিতে পারে না। যোগসাধন ব্যতিরেকে পরমাত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হয় না এবং অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলেও মুক্তি হইতে পারে না। অতএব যোগসাধনই মুক্তির প্রধান কারণ বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, কিন্তু যোগসাধনের কোন উপায় নিরূপণ না করিয়া কেবল আত্মস্বরূপ নিরূপণের কোন ফল দেখিতেছি না॥ ৭৭॥

পূর্ব্বশ্লোকে যোগসাধন ব্যতিরেকে মুক্তির কোন উপায় নাই বলিয়া যে আশঙ্কা হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার মীমাংসা করিতেছেন।—যোগ-

यत् साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
इति स्मृतं फलैकत्वं योगिनाञ्च विवेकिनाम् ॥ ৭৯ ॥
असाध्यः कस्यचिद् योगः कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ।
इत्थं विचार्य्य मार्गौ द्वौ जगाद परमेश्वरः ॥ ৮০ ॥

यथापरोक्षज्ञानसाधनत्वेन योगोऽभिहितः पूर्व्वस्मिन्नध्याये तथा एतदध्यायाभिहितेन गीथाद्यात्मविवेकेनापि ज्ञानमुत्पद्यते एवेत्यर्थः ॥ ৭৮ ॥

तत्र किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह यत् साङ्ख्यैरिति । साङ्ख्यैरात्मानात्मविवेकिभिर्यत् स्थानं मोक्षरूपं प्राप्यते गम्यते तद्योगैर्योगिभिरपि गम्यते प्राप्यते इति वचनेन योगिनां विवेकिनाञ्च फलैकत्वं ज्ञानद्वारा मोक्षलक्षणफलस्यैकत्वमुक्तमित्यर्थः ॥ ৭৯ ॥

ननु विवेकयोगयोरेकमेव चेत् फलं तर्ह्यनयोरन्यतरस्यैव युक्तं शास्त्रेषु प्रतिपादनं नोभयोरित्याशङ्क्याधिकारिवैचित्र्यात् युक्तमुभयोः प्रतिपादनमित्यभिप्रायेणाह असाध्य इति ॥ ৮০ ॥

সাধনদ্বারা যে পরমাত্মার অপরোক্ষজ্ঞান হয়, আত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং যোগসিদ্ধি যদি মুক্তিপ্রদান করিতে পারে, তাহাহইলে আত্মার স্বরূপপরিজ্ঞান কেননা মুক্তি প্রদান করিবে ?॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যেমন যোগদ্বারা মোক্ষপদ লাভ হয়, সেইরূপ আত্মানাত্মবিবেকদ্বারাও মুক্তি হইতে পারে, এইক্ষণ উক্ত সিদ্ধান্তের প্রামাণ্যপ্রদর্শন করিতেছেন।—ভগবদ্গীতায় পঞ্চমাধ্যায়ের পঞ্চমশ্লোকে লিখিত আছে যে, সাংখ্যবাদীরা আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা যেরূপ ফললাভ করে, যোগীরাও যোগদ্বারা সেইরূপ ফল পাইয়া থাকে। ইহাতে সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন যোগদ্বারা মুক্তি হয়, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারাও মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

কোন কোন ব্যক্তিরা যোগসাধনে সক্ষম, কিন্তু আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা জ্ঞান লাভ করিতে অসমর্থ এবং অপরাপর সাধকগণ আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা

योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानमुक्तं समं द्वयोः ।
रागद्वेषाद्यभावश्च तुल्यो योगिविवेकिनोः ॥ ८१ ॥
न प्रीतिर्व्विषयेष्वस्ति प्रेयानात्मेति जानतः ।
कुतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः ॥ ८२ ॥

ननु बह्वायाससाध्यस्य योगस्य निरायाससुलभाद् विवेकादतिशयो वक्तव्य इत्याशङ्क्य सोऽतिशयः किम् अपरोक्षज्ञानजनकत्वादुच्यते उत रागद्वेषनिवृत्तिहेतुत्वात् अथवा द्वैतानुपलब्धिकारणत्वात् इति विकल्प्य प्रथमे पक्षे फलसाम्यमित्याह योगेकोऽतिशय इति द्वयोर्व्विवेकयोगयोरुभयोरपि ज्ञानलक्षणं फलं सममुक्तं यत् साङ्ख्यैरित्यादिना अतस्तव योगे कोऽतिशयः न कोऽपीत्यर्थः । द्वितीयं प्रत्याह रागद्वेषेति ॥ ८१ ॥

विवेकिनो रागाद्यभावमुपपादयति न प्रीतिरिति । आत्मा प्रियतम इति जानतः

জ্ঞানসাধন করিতে পারে, কিন্তু যোগসাধন করিতে পারে না। পরমদয়ালু পরমেশ্বর এইরূপ লোক বিশেষে শক্তির তারতম্য দেখিয়া যোগসাধন ও আত্মানাত্মবিবেক এই উভয় পন্থাই মোক্ষলাভের উপায় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এই উভয় মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধন করিলেই অভিলষিত মুক্তিলাভ হইতে পারে ॥ ৮০ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকের মর্ম্মার্থে জানা যাইতেছে যে, যোগ ও বিবেক উভয়ই তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফলপ্রদান করে, ইহাদিগের কোন ইতরবিশেষ নাই। যদি উভয়ই তুল্যরূপে ফলপ্রদ হয়, তবে আর তুমি কষ্টসাধ্য যোগসাধনের নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইতেছে কেন? যদি বল, যোগসাধনদ্বারা রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হয়, ইহাই যোগসাধনের বিশেষ ফল, কিন্তু তাহাও সমান। কারণ যোগসাধন করিলে যেমন রাগদ্বেষাদির নিবৃত্তি হয়, বিবেকদ্বারাও সেইরূপ রাগদ্বেষাদির নিবারণ হইয়া থাকে। অতএব যোগী ও বিবেকী ইহাদিগের কোন বিশেষ দেখিতেছি না ॥ ৮১ ॥

যাঁহার বিষয়েতে প্রীতিমাত্রও নাই, যিনি কেবল আত্মাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহার রাগই বা কোথায় এবং দ্বেষই বা কোথায়? যেহেতু বিবেকী ব্যক্তি কোন বিষয়কে অনুকূল বা প্রতিকূল জ্ঞান করেন না, অতএব

देहादेः प्रतिकूलेषु द्वेषस्तुल्योद्वयोरपि ।
द्वेषं कुर्व्वन्नयोगी चेदविवेक्यपि तादृशः ॥ ८३ ॥
द्वैतस्य प्रतिभानन्तु व्यवहारे द्वयोः समम् ।
समाधौ नेति चेत्तद्वन्नाद्वैतत्वविवेकिनः ॥ ८४ ॥

पुरुषस्य न तावद् विषयेषु प्रीतिरस्ति अतो न तेषु रागो जायते रागहेतोरानुकूल्यज्ञानस्याभावात् । नापि द्वेषः तद्धेतोः प्रातिकूल्यज्ञानस्याभावात् इत्यर्थः ॥ ८२ ॥

ननु विवेकिनो व्यवहारदशायां देहाद्युपद्रवकारिषु द्वेषो दृश्यते इत्याशङ्क्य तदा योगिविवेकिनोस्तुल्य इति परिहरति देहादेरिति । प्रतिकूलेषु वृश्चिकादिषु द्वेषकर्त्तुस्तदा योगित्वमेव नाभ्युपगम्यते चेत् तर्हि तादृशस्य विवेकित्वमपि नाभ्युपगच्छाम इत्याह द्वेषमिति । तादृशो द्वेषकर्त्ता चेदविवेक्यपि विवेकवानपि न भवतीत्यर्थः ॥ ८३ ॥

ननु विवेकिनो द्वैतदर्शनमस्ति योगिनस्तु तन्नास्तीति तृतीये विकल्पे योगिनोऽतिशयो भविष्यतीत्याशङ्क्य विवेकिनस्तु द्वैतदर्शनं किं व्यवहारदशायामुच्यते उतान्यदेति विकल्प्य आद्य यद् योगिनोऽपि समानमित्याह द्वैतस्येति । द्वितीयमाशङ्कते समाधाविति । योगिनः समाधिकाले द्वैतदर्शनं नास्तीत्युच्यते चेदित्यध्याहारः । तर्हि विवेकिनोऽपि विवेकदशायां

তাঁহার রাগ বা দ্বেষ কিছুই থাকিতে পারে না। বিষয়েতে প্রিয়াপ্রিয়ত্ব বুদ্ধিই রাগদ্বেষের কারণ, যাহার বৈষয়িক প্রিয়াপ্রিয়ত্ব বুদ্ধি নাই, তাঁহার রাগদ্বেষও নাই ॥ ৮২ ॥

দেহাদির উপদ্রবকারকের প্রতি যে দ্বেষ হয়, তাহাও উভয়েরই তুল্য দেখিতেছি। যখন বৃশ্চিকাদি দেহের প্রতি উপদ্রব করে, তখন তাহাদিগের প্রতি যোগীদিগের যেমন দ্বেষ হয়, বিবেকীদিগেরও সেইরূপ দ্বেষ হইয়া থাকে। যদি বল, যাহার দ্বেষ আছে, সে কখনও যোগী হইতে পারে না, এই কথা বিবেকীর পক্ষেও বর্ত্তিতেছে। যদি দ্বেষ থাকিলেই তাহাকে যোগী না বল, তবে দ্বেষী ব্যক্তিকে বিবেকীও বলিতে পার না, অতএব যোগী ও বিবেকীর কোন বিষয়ে বৈষম্য দেখিতেছি না ॥ ৮৩ ॥

যদি বল সমাধিকালে যোগিদিগের দ্বৈতজ্ঞান হয় না, তবে অদ্বৈতজ্ঞানী বিবেকীদিগেরও সমাধিকালে দ্বৈত বুদ্ধি থাকে না। সর্ব্বপ্রকারেই যোগী ও

विवक्ष्यते तदस्माभिरद्वैतानन्दनामके।
अध्याये हि तृतीये तत् सर्व्वमप्यतिमङ्गलम् ॥ ८५ ॥
सदा पश्यन् निजानन्दमपश्यन्नखिलं जगत्।
अर्थाद् योगीति चेत् तर्हि सन्तुष्टो वर्द्धतां भवान् ॥ ८६ ॥
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे मन्दानुग्रहसिद्धये।

द्वैतादर्शनं तुल्यमिति परिहरति तद्वदिति। योगिनः समाधिदशायामिवाद्वैतत्वविवेकिनोऽद्वैतत्वं श्रुतियुक्तिभ्यां विवेचनं कुर्व्वतोऽपि तस्मिन् काले द्वैतदर्शनं नास्तीत्यर्थः ॥ ८४ ॥

कथं तदभाव इत्याशङ्क्य उपरितनेऽध्याये तदुपपादयिष्यते इत्याह विवक्ष्यते इति। उक्तमर्थं निगमयति तत् सर्व्वमपीति ॥ ८५ ॥

ननु द्वैतादर्शनसहिताद्वैतदर्शनवतो योगित्वमेव भविष्यतीति शङ्कते सदा पश्यन्निति। इष्टापत्त्या परिहरति तर्हीति ॥ ८৬ ॥

বিবেকী উভয়েব তুল্য অবস্থা দেখা যায়; সুতরাং যোগী ও বিবেকীর মধ্যে কাহারও ইতরবিশেষ নাই ॥ ৮৪ ॥

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত বিচার এই পর্য্যন্ত নিবৃত্ত রহিল; এইক্ষণ উক্ত বিচার বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। বক্ষ্যমাণ অদ্বৈতানন্দনামক তৃতীয় অধ্যায়ে (ত্রয়োদশ অধ্যায়ে) উক্ত মঙ্গলজনক বিচার সকল সবিশেষ প্রতিপাদিত হইবে। তাহাতেই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদিদিগের জ্ঞানের তারতম্য ও ফলের বৈষম্য পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ৮৫ ॥

যাঁহার দ্বৈতজ্ঞানের অভাব হইয়া নিজানন্দজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহাকেই যদি যোগী বলিয়া স্বীকার কর, তাহাহইলে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে থাকিয়া সুখভোগে বর্দ্ধিত হও। (বাস্তবিক যে ব্যক্তি সর্ব্বদা নিজানন্দ দর্শন করে এবং কোনপ্রকার বাহ্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, তাহাকেই প্রকৃত যোগী বলা যায়) ॥ ৮৬ ॥

মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে আত্মানন্দস্বরূপ বিবেচিত হইল। মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই আত্মা-

द्वितीयेऽध्याय एतस्मिन्नात्मानन्दो विवेचितः ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दः समाप्तः ।

अध्यायतात्पर्य्यं संक्षिप्य दर्शयति ब्रह्मानन्देति ॥ ८७ ॥

इति ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दव्याख्या समाप्ता ।

মন্দপ্রকরণ অধ্যয়ন করিয়া অনায়াসে আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন ॥ ৮৭ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्देऽद्वैतानन्दो नाम-

त्रयोदशः परिच्छेदः ।

योगानन्दः पुरोक्तो यः स आत्मानन्द इष्यताम् ।
कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेत् शृणु ॥ १ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थेऽद्वैतानन्दो विविच्यते ॥

ब्रह्मानन्दस्त्रिविधो ब्रह्मानन्दो विद्यासुखं तथा विषयानन्द इति प्रथमाध्याये आनन्दत्रयमेव प्रतिज्ञाय द्वितीयाध्याये तदतिरिक्तात्मानन्दनिरूपणात् तद्विरोधो जायत इत्याशङ्क्याह योगानन्द इति । यथा प्रतिज्ञातस्यैव ब्रह्मानन्दस्य योगजन्यसाक्षात्कारविषयत्वेन योगानन्दत्वं निरुपाधिकत्वेन निजानन्दत्वं च व्यवहृतं तथा च तस्यैव गौणमिथ्यामुख्यात्मविवेचनेनावगम्यत्वविवक्षया आत्मानन्दत्वमभिहितमिति भावः । ननु स्वजातीयाद् गौणात्मनः पुत्रभार्यादेर्मिथ्यात्मनो देहादेर्विजातीयादाकाशादेश्च भिन्नस्य सद्वयस्यात्मानन्दस्य प्रथमाध्यायोक्ताद्वितीययोगानन्दरूपता न सम्भवतीति शङ्कते कथमिति । सजातीयत्वेनाभिमतस्य गौणात्मनः पुत्रादेर्मिथ्यात्मनो देहादेश्च तैत्तिरीयश्रुत्यभिहितजगदन्तःपातित्वादाकाशादेश्च जगतः आत्मानन्दातिरेकेणासत्त्वाद्द्वितीयब्रह्मरूपता तस्य घटते इति सबहुमानमुत्तरमाह शृण्विति ॥ १ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে, অর্থাৎ একাদশ পরিচ্ছেদে ব্রহ্মানন্দ বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ, এইত্রিবিধ আনন্দ নিরূপণের প্রতিজ্ঞা করিয়া একাদশ পরিচ্ছেদে তদতিরিক্ত যোগানন্দ নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে নিতান্ত বিরোধ দেখা যাইতেছে; অতএব উক্ত বিরোধের মীমাংসা করিতেছেন।—একাদশ পরিচ্ছেদে যে, যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকেই আত্মানন্দের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করা যায়। কারণ যোগদ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার হইলেই ব্রহ্মানন্দ হয়, অতএব ব্রহ্মানন্দ যোগানন্দরূপে ব্যবহার করা যায়; সুতরাং এইক্ষণ আর বিরোধের সম্ভব রহিল না। যদি এমত আশঙ্কা কর যে, গৌণ আত্মা পুত্রভার্য্যাদি এবং মিথ্যাত্মস্বরূপ দেহাদি বিজাতীয় আকা-

আকাশাদি স্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্।
জগন্নাস্ত্যন্যদানন্দাদদ্বৈতব্রহ্মতা ততঃ॥ ২॥
আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ।
আনন্দ এব লীনং চেত্যুক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্॥ ৩॥

আকাশাদীতি। তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিকয়া তৈত্তিরীয়শ্রুত্যা অভিহিতং জগৎ স্বকারণভূতাদানন্দাৎ যতঃ পৃথক্ নাস্তি অতস্তস্যাত্মানন্দস্যাদ্বিতীয়ত্বমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ২॥

ননূদাহৃতশ্রুতিবাক্যেনাত্মনঃ কারণত্বং শ্রূয়তে নানন্দস্যেত্যাশঙ্ক্য তৎপ্রতিপাদকং তদীয়মেব আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্ত ইত্যাদিবাক্যমর্থতঃ পঠতি আনন্দাদিতি। ব্যাখ্যাতুম্। ফলিতমাহ ইত্যুক্তেতি। তত্রেদমনুমানং সূচিতং বিমতং জগদানন্দান্ন ভিদ্যতে তৎকার্য্যত্বাৎ যদ্ যৎ কার্য্যং তৎ ততো ন ভিদ্যতে যথা মৃতকার্য্যং ঘটাদি মৃদো ন ভিদ্যতে ইতি॥ ৩॥

শাদি হইতে বিভিন্ন, অতএব আত্মানন্দ সদ্বয়; সুতরাং সদ্বয় আত্মানন্দের একাদশাধ্যায়োক্ত অদ্বয়যোগানন্দত্ব সম্ভবিতে পারে না। তবে এই সপ্রমাণ উত্তর শ্রবণ কর॥ ১॥

তৈত্তিরীয়শ্রুতিতে (উপনিষদে) উক্ত হইয়াছে যে, আকাশ হইতে স্বদেহপর্য্যন্ত সমুদায় জগৎ মিথ্যা, কেবল আনন্দই সত্য। আনন্দ হইতে সত্য বস্তু আর নাই এবং আত্মাও সেই আনন্দস্বরূপ; সুতরাং আত্মারই অদ্বৈতত্ব স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইতেছে॥ ২॥

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে আত্মারই জগৎকারণত্ব জানা যাইতেছে, এই শ্লোকে সেই আনন্দের জগৎকারণত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—এই জগৎই আনন্দময়, যেহেতু আনন্দ হইতেই সমুদায় জগৎ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন জগৎ সেই আনন্দদ্বারাই জীবিত রহিয়াছে, আর অন্তকালেও এই জগৎ আনন্দেতে বিলয় পাইয়া থাকে। অতএব এই জগৎ যে আনন্দ হইতে পৃথক্, তাহা কোনরূপেও প্রতীতি হইতেছে না; সুতরাং আনন্দই জগৎকারণ বলিয়া জানা যায়॥ ৩॥

कुलालाद्घट उत्पन्नो भिन्नस्त्वेति न शङ्क्यताम्।
मृद्वदेव उपादानं न निमित्तं कुलालवत्॥ ४॥
स्थितिर्लयश्च कुम्भस्य कुलाले स्तो न हि क्वचित्।
दृष्टौ तौ मृदि तद्वत् स्यादुपादानं तयोः श्रुतिः॥ ५॥

कुलालादुत्पन्नस्य घटस्य ततो भेददर्शनादनैकान्तिकता हेतोरित्याशङ्क्य कुलालस्य निमित्तकारणत्वात् ब्रह्मानन्दस्योपादानत्वसमर्थनान्मैवमित्याह कुलालादिति। एव आनन्दो मृद्वत् मृद्घटस्येव उपादानम् उपदानकारणम्। कुलालवत् कुलाल इव न निमित्तं निमित्तकारणं न भवतीति॥ ४॥

ननु कुतो नोपादानत्वं कुलालस्यापि इत्याशङ्क्य स्थितिलयाधारत्वरूपोपादानलक्षणा-भावादित्याह स्थितिरिति। हि यस्मात् कारणात् घटस्य स्थितिलयौ कुलालाधारौ न भवतः अतो नोपादानत्वमिति शेषः। क्व तर्हि तावित्यत आह दृष्टौ ताविति। घटस्य स्थितिलयौ तदुपादानभूतायां मृद्येव दृष्टौ प्रत्यक्षेणोपलब्धौ। भवत्वेवं तत्र प्रकृते: किमा-यातमित्यत आह तद्वदिति। यद्वत् घटस्य मृदुपादानत्वं तद्वज्जगतोऽप्यानन्दोपादानत्वं

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দ হইতে জগতের উৎপত্তি হয়, অতএব আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু ইহার ব্যভিচার দেখি-তেছি। কুম্ভকার ঘট-উৎপাদন করে, কিন্তু সেই কুম্ভকার আর ঘটত অভিন্ন পদার্থ নহে। কারণ কুম্ভকার হইতে যে ঘট পৃথক্, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইহার মীমাংসা এই যে, কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, অত-এব তাহা ঘট হইতে পৃথক্। ঘটের উপাদানকারণ যে মৃত্তিকা, তাহা ঘট হইতে পৃথক্ নহে। অতএব কুম্ভকার যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ, আনন্দ সেইরূপ জগতের নিমিত্তকারণ নহে। কিন্তু মৃত্তিকা যেমন ঘটের উপাদান-কারণ আনন্দও সেইরূপ জগতের উপাদানকারণ; সুতরাং আনন্দ জগৎ হইতে পৃথক্ নহে॥ ৪॥

যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুম্ভকারে ঘটের স্থিতি ও লয় কখনও সম্ভব হয় না, পরন্তু উপাদান কারণরূপ মৃত্তিকাতেই ঘটের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে। সেইরূপ এই জগতের উপাদানকারণ আনন্দেতে জগ-

उपादानं त्रिधा भिन्नं विवर्त्ति परिणामि च।
आरम्भकञ्च तत्रान्त्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ ॥ ६ ॥
आरम्भवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमूचिरे।
तन्तोः पटस्य निष्पत्तेर्भिन्नौ तन्तुपटौ खलु ॥ ७ ॥

स्यात्। तत्र हेतुः तयोः श्रुतेरिति। तयोर्जगत्स्थितिलययोः श्रुतेः आनन्दाद्धीवेत्यादिवाक्ये आनन्दहेतुकत्वश्रवणादित्यर्थः ॥ ५ ॥

आनन्दस्य स्वाभिमतं जगदुपादानत्वं वक्तुं तदवान्तरभेदमाह उपादानमिति। तत्र विवर्त्तं परिशेषयितुम् इतरौ पक्षौ दूषयति तत्रेति। अन्त्यौ आरम्भपरिणामपक्षौ निरंशे निरवयवे वस्तुनि नावकाशिनौ अवकाशवन्तौ न भवतः ॥ ६ ॥

तयोरनवकाशित्वमेव दर्शयितुं तावदारम्भवादिमतमनुवदति आरम्भेति। आरम्भवादिनो वैशेषिकादयः अन्यस्मात् कार्य्यापेक्षया अन्यस्मात् कारणादन्यस्य कारणापेक्षया अन्यस्य कार्य्यस्योत्पत्तिमूचिरे उक्तवन्तः। कुत एवं वदन्ति इत्यत आह तन्तोरिति। निष्पत्तेः उत्पत्तेर्दर्शनादिति शेषः। एतावता कथं कार्य्यकारणभेदसिद्धिरित्यत आह भिन्नाविति। विरुद्धपरिमाणाद् विरुद्धार्थक्रियावत्त्वाच्चेति भावः ॥ ७ ॥

তের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় হয়। এইরূপে নানা শ্রুতিপ্রমাণেই আনন্দের জগৎকারণত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে উপাদানকারণ উক্ত হইয়াছে, সেই উপাদানকারণ তিনপ্রকার, বিবর্ত্ত উপাদান, পরিণামী উপাদান এবং আরম্ভক উপাদান। উক্ত ত্রিবিধ উপাদানকারণের মধ্যে শেষোক্ত পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান এই দ্বিবিধ উপাদান কারণই সেই নিরবয়ব ব্রহ্মেতে অসম্ভব। পরিণামী উপাদান ও আরম্ভক উপাদান সাবয়বেতেই সম্ভবিতে পারে, নিরাকারে তাহা সম্ভবে না ॥ ৬ ॥

আরম্ভক উপাদান বাদীরা একবস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করেন, অর্থাৎ যে বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন বস্তুর উপাদানকারণ। যেমন তন্তু হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, এস্থলে তন্তুই বস্ত্রের আরম্ভক উপাদানকারণ। আর তাহারা তন্তু হইতে বস্ত্রকে পৃথক্

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকস্য পরিণামিতা।
স্যাৎ ক্ষীরং দধি মৃৎ কুম্ভঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা॥ ৮॥
অবস্থান্তরভানন্তু বিবর্ত্তো রজ্জুসর্পবৎ।
নিরংশেঽপ্যস্ত্যসৌ ব্যোম্নি তলমালিন্যকল্পনাৎ॥ ৯॥

ইদানীং পরিণামস্বরূপমাহ অবস্থান্তরেতি। একস্যৈব বস্তুনঃপূর্ব্বাবস্থাত্যাগপুরঃসরমবস্থান্তরপ্রাপ্তিঃ পরিণাম ইত্যর্থঃ। তদুদাহরতি স্যাৎ ক্ষীরমিতি। যথা ক্ষীরমৃৎসুবর্ণাদীনাং ক্ষীরাদিব্যবহারযোগ্যতাং পরিত্যজ্য দধ্যাদিব্যবহারযোগ্যতাপত্তিঃ॥ ৮॥

ইদানীং বিবর্ত্তলক্ষণমাহ অবস্থান্তরেতি। তুশব্দঃ পূর্ব্বস্মাৎ পক্ষদ্বয়াৎ বৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ। পূর্ব্বাবস্থামপরিত্যজ্য এব অবস্থান্তরভাসনং বিবর্ত্তঃ। উদাহরতি রজ্জুসর্পবদিতি। যথা রজ্জ্বাত্মনাবস্থিতস্যৈব দ্রব্যস্য সর্পাত্মনাভাসনম্। ননু বিবর্ত্তোপাদানস্য রজ্জ্বাদেঃ সাংশত্বদর্শনাৎ নিরংশে সোঽপি ন ঘটতে ইত্যাশঙ্ক্য নিরবয়বগগনাদাবপি তদ্দর্শনান্নৈবমিত্যাহ নিরংশেঽপীতি। অসৌ বিবর্ত্তঃ ব্যোম্নি তললমধোমুখেন্দ্রনীলকটাহতুল্যত্বং মালিন্যং নীলবর্ণতা তয়োঃ কল্পনাদাকাশস্বরূপানভিজ্ঞৈরারোপ্যমাণত্বাদিত্যর্থঃ॥ ৯॥

বলিয়া স্বীকার করে; সুতরাং আরম্ভক উপাদান হইতে যে কার্য্য পৃথক্ তাহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল॥ ৭॥

এইক্ষণ পরিণামী উপাদানের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বস্তুর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম, যে বস্তুর অবস্থান্তর হইয়া অন্য পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই বস্তুই উৎপন্ন পদার্থের পরিণামী উপাদানকারণ। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, মৃত্তিকার পরিণাম ঘট এবং সুবর্ণের পরিণাম কুণ্ডল। এইস্থলে দধির পরিণামী উপাদান দুগ্ধ, ঘটের পরিণামী উপাদান মৃত্তিকা এবং কুণ্ডলের পরিণামী উপাদান সুবর্ণ॥ ৮॥

এইক্ষণ বিবর্ত্ত উপাদানের লক্ষণ নিরূপণ করিতেছেন।—বস্তুর অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর প্রাপ্তির ন্যায় প্রতীতি হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত বলা যায়। যে বস্তুতে অবস্থান্তরের ভান হয়, তাহাকেই বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলিয়া থাকে। যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়; এস্থলে রজ্জুর কোন অবস্থান্তর হয় না, কিন্তু তথাপি সেই রজ্জুকে সর্পবৎ প্রতীয়মান হয়। অতএব এস্থলে রজ্জুই সর্পজ্ঞানের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ জানিবে॥৯॥

ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্ত্তো জগদিষ্যতাম্।
মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্যাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥ ১০ ॥
শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথঙ্‌নাস্তি তদ্বদ্‌ দৃষ্টে র্নচাভিদা।

ফলিতমাহ তত ইতি। ততো নিরংশেঽপি বিবর্ত্তসম্ভবাজ্জগন্নিরংশে আনন্দে বিবর্ত্তঃ কল্পিতমিত্যঙ্গীকার্য্যমিত্যর্থঃ। নন্বদ্বিতীয়ে আনন্দে জগত্কল্পনমনুপপন্নং কল্পনাহেতো রভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মায়াশক্তিরিতি। শক্তেঃ কল্পকত্বং ক্ব দৃষ্টমিত্যত আহ ঐন্দ্রজালিকেতি। যথৈন্দ্রজালিকনিষ্ঠায়া মণিমন্ত্রাদিরূপায়া মায়াশক্তের্গন্ধর্ব্বনগরাদিকল্পকত্বং তথেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নন্বানন্দাতিরিক্তমায়য়া অভ্যুপগমে দ্বৈতাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাস্যা 'অনির্ব্বচনীয়ত্বেনাদ্বৈতত্বং বক্তুমুত্তরত্র বক্ষ্যমাণায়া লৌকিক্যা অগ্ন্যাদিগতশক্তেস্তদ্ভেদেন বা অভেদেন বা নির্ব্বক্তুমশক্যত্বং দর্শয়তি শক্তিরিতি। শক্তিরগ্ন্যাদিনিষ্ঠা স্ফোটাদিজনিকা শক্তাৎ অগ্ন্যাদিস্বরূপাৎ পৃথক্‌ভেদেন নাস্তি। কুত ইত্যত আহ তদ্বদিতি। তথাত্বস্য দৃষ্টের্দর্শনাদগ্ন্যাদিস্বরূপাতিরেকেণানুপলভ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ। নাপ্যগ্ন্যাদিস্বরূপমেব শক্তিরিত্যাহ ন চাভিদেতি। অভিদা অভেদোঽপি চ নৈব। তত্রাপি হেতুমাহ প্রতিবন্ধস্যেতি। মণিমন্ত্রাদিভিঃ শক্তিকার্য্যস্য স্ফোটাদেঃ প্রতিবন্ধদর্শনাৎ স্বরূপাতিরিক্তা শক্তিরেষ্টব্যেত্যভিপ্রায়ঃ। ভবতু

উক্তরূপ বিবর্ত্ত উপাদানকারণতা নিরবয়বপদার্থেও সম্ভবিতে পারে। যেমন "আকাশের মলিনতা"। বাস্তবিক আকাশ মলিন নহে, তথাপি আকাশকে মলিন বলিয়া বোধ হয়। এস্থলে যেমন নিরাকার আকাশ বিবর্ত্ত-কারণ, সেইরূপ নিরবয়ব আনন্দস্বরূপকে এই জগতের বিবর্ত্ত উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়। যেমন ঐন্দ্রজালিকশক্তি বাহ্যপদার্থের রূপান্তর কল্পনা করে, সেইরূপ মায়াশক্তি সেই বিবর্ত্ত উপাদানকারণরূপ আনন্দ-স্বরূপের রূপান্তর কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, মায়াশক্তি রূপান্তর কল্পনা করে, এইক্ষণ যদি স্বতন্ত্র মায়াশক্তি স্বীকার কর, তাহাহইলে আনন্দাতিরিক্ত মায়াশক্তি স্বীকার করিতে হইল, সুতরাং দ্বৈতাপত্তি হইতেছে। এই আশঙ্কায় মায়া-শক্তির অলীকতা প্রতিপাদন করিতেছেন।—আনন্দস্বরূপ ঈশ্বর হইতে মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই; যেহেতু লৌকিক ব্যবহারে দেখা যাইতেছে যে,

प्रतिबन्धस्य दृष्टत्वात् शक्त्यभावे तु कस्य सः ॥ ११ ॥

शक्तेः कार्य्यानुमेयत्वादकार्य्ये प्रतिबन्धनम् ।

ज्वलतोऽग्नेरदाहे स्यान्मन्त्रादिप्रतिबन्धता ॥ १२ ॥

देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां मुनयोऽविदन् ।

प्रतिबन्धप्रदर्शनं शक्तेर्भेदोऽपि माभूत् को दोषस्तत्राह शक्तीति। प्रत्यक्षसिद्धस्याग्न्यादिस्वरूपस्य प्रतिबन्धासम्भवात् तद्व्यतिरिक्तशक्त्यानभ्युपगमे प्रतिबन्धो निर्व्विषयः स्यादित्यभिप्रायः ॥ ११ ॥

नन्वतीन्द्रियायाः शक्तेः कथं प्रतिबन्धोऽवगन्तुं शक्यते इत्याशङ्क्याह शक्तेरिति। अतीन्द्रियापि शक्तिर्यतः कार्य्यलिङ्गगम्या अतः अकार्य्ये सत्यपि कारणे कार्य्यानुत्पत्तौ सत्यां प्रतिबन्धनं प्रतिबन्धोऽवगम्यते इति शेषः। उक्तमर्थं दृष्टान्तप्रदर्शनेन स्पष्टयति ज्वलत इति। लोके स्वरूपेण प्रज्वलतोऽग्नेः सकाशाद् दाहादिलक्षणे कार्य्येऽनुत्पद्यमाने सति मन्त्रादिप्रतिबन्धता मन्त्रादीनाम् अग्निशक्तिप्रतिबन्धकत्वमित्यर्थः ॥ १२ ॥

इत्थं लौकिकशक्तिं स्वरूपतः प्रमाणतश्चोपन्यस्य इदानीं मायाशक्तिसद्भावे ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढामिति श्वेताश्वतरोपनिषद्वाक्यमर्थतः पठति देवात्मशक्तिमिति। मुनयः कालस्वभावादिषु कारणवादेषु दोषदर्शनवन्तो जगत्कारणजिज्ञासया ध्यानयोगमास्थिताः अधिकारिणो देवात्मशक्तिं देवस्य द्योतमानस्य स्वप्रकाश-

---

শক্ত বস্তু হইতে শক্তি বিভিন্নপদার্থ নহে। কিন্তু সেই শক্তি শক্তবস্তুর সহিত অভিন্নও নহে, কারণ মধ্যে মধ্যে শক্তির প্রতিবন্ধক দেখা যায়। যদি শক্তি শক্তবস্তুর সহিত অভিন্নই হইত, তবে আর সেই প্রতিবন্ধক কাহার হইবে? ॥ ১১ ॥

কার্য্যদর্শনেই বস্তুর শক্তির অনুমান হয়, ব্যবহার ব্যতিরেকে কখনও কোন বস্তুর শক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব কারণসত্ত্বে কার্য্য না হইলেই তাহাকে প্রতিবন্ধক বলা যায়, অর্থাৎ যাহাদ্বারা বস্তুর শক্তি প্রকাশ পাইতে পারে না, তাহাই সেই শক্তির প্রতিবন্ধক। মন্ত্রাদির শক্তিতে প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ না করে, তবে সেই স্থলে মন্ত্রাদিকে অগ্নির দাহিকাশক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে স্বরূপতঃ ও প্রমাণতঃ লৌকিকশক্তি প্রতিপাদন করিয়া

परास्य शक्तिर्व्विविधा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥ १३ ॥
इति वेदवचः प्राह वशिष्ठश्च तथाब्रवीत् ।
सर्व्वशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूर्णमव्ययम् ।
यथोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति ॥ १४ ॥

चिद्रूपस्यात्मनः प्रत्यगभिन्नस्य ब्रह्मणः शक्तिं मायारूपां स्वगुणैः स्वकार्य्यभूतैः स्थूलसूक्ष्म शरीरैर्निगूढाम् आवृताम् अविदन् साक्षात् ज्ञातवन्त इत्यर्थः। तस्यामेवोपनिषदि स्थितं परास्य शक्तिर्व्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया चेति वाक्यान्तरमर्थतः पठति परास्येति। अस्य ब्रह्मणः परा उत्कृष्टा जगत्कारणभूता शक्तिर्विविधा श्रूयते इति वाक्यशेषः। विविधत्वमेवाह क्रियेति। क्रियाज्ञाने प्रसिद्धे बलमिच्छाशक्तिर्ज्ञानक्रिया-शक्तिसाहचर्य्यात्। क्रियादित्रयम् आत्मा स्वरूपं यस्याः सा क्रियाज्ञानबलात्मिका ॥१३॥

इदं वाक्यद्वयं श्रुतव्यमित्यत आह इतीति। न केवलं मायाशक्तिः श्रुतिसिद्धा किन्तु स्मृतिसिद्धापीत्याह वशिष्ठश्चेति। यथा श्रुतिर्व्विचित्रां मायाशक्तिम् उक्तवती वशिष्ठोऽपि तां तथोक्तवान् वाशिष्ठाभिधे ग्रन्थे इति शेषः। मायाशक्तिप्रतिपादिकान् वाशिष्ठश्लोकान् पठति सर्व्वेति। नित्यमिति ब्रह्मणः पारमार्थिकं रूपमुक्तम्। सर्व्वशक्तीति तस्यैव सोपाधिकं रूपम्। तत् परं ब्रह्म यदा यदा यया यया शक्त्या उल्लसति विकसति विवर्त्तते इत्यर्थः तदा तदा असौ शक्तिः प्रकाशमधिगच्छति अभिव्यक्तिं प्राप्नोतीति ॥ १४ ॥

দেবশক্তি প্রদর্শন করিতেছেন।—মুনিগণ কালস্বভাবাদিতে দোষ দর্শন করিয়া জগৎকারণজ্ঞানমানসে যোগাবলম্বনপূর্ব্বক জানিয়াছেন যে, সেই পরমদেবতা পরমেশ্বরের শক্তি সত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি স্বীয় গুণদ্বারা আবৃত আছে। বেদবাক্যে প্রকাশিত হইয়াছে যে পরব্রহ্মের জ্ঞান, ক্রিয়া এবং বল প্রভৃতি জগতের কারণীভূত বিবিধ উৎকৃষ্ট শক্তি আছে ॥ ১৩ ॥

পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তি যে কেবল শ্রুতিপ্রসিদ্ধ এমত নহে, স্মৃতিতেও তাহার অনন্তশক্তি প্রসিদ্ধ আছে। যেমন শ্রুতি সেই অনন্তশক্তিকে পরমাত্মার বিচিত্র মায়াশক্তি বলিয়াছেন, বশিষ্ঠমুনিও সেইরূপ স্বীয় বাশিষ্ঠসূত্রে রামচন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছেন যে, পরব্রহ্ম, নিত্য, পরিপূর্ণ ও সর্ব্বশক্তিমান্। ইহাদ্বারা পরমব্রহ্মের অনন্তশক্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। সেই অদ্বিতীয়

चिच्छक्तिर्ब्रह्मणो राम ! शरीरेषूपलभ्यते ।
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु दार्ढ्यशक्तिस्तथोपले ।
द्रवशक्तिस्तथाम्भःसु दाहशक्तिस्तथानले ।
शून्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिर्विनाशिनि ॥ १५ ॥ १६ ॥
यथाण्डान्तर्महासर्पो जगदस्ति तथात्मनि ।
फलपत्रलतापुष्पशाखाविटपमूलवान् ।
वृक्षबीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम् ॥ १७ ॥

इदानीं तामेवाभिव्यक्तिं प्रपञ्चयति चिच्छक्तिरिति। शरीरेषु देवतिर्य्यङ्मनुष्यादि लक्षणेषु चिच्छक्तिः चेतनव्यवहारहेतुभूतोपलभ्यते दृश्यते। स्पन्दशक्तिश्चलनहेतुभूता ॥१५॥१६॥

प्रकाशमधिगच्छतीत्युक्त्याऽनभिव्यक्तिदशायामपि ब्रह्मणि जगत्सत्ता दर्शिता अनभिव्यक्तस्यापि सत्त्वे दृष्टान्तमाह यथेति। विचित्रस्यापि तस्य सत्त्वे दृष्टान्तमाह फलेति ॥१७॥

পরমেশ্বর যখন যেরূপ শক্তিদ্বারা বিবর্ত্তিত হয়েন, তখন সেই শক্তিদ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

বশিষ্ঠমুনি রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন, হে রাম ! দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতির শরীরে পরব্রহ্মের চিৎশক্তির উপলব্ধি হয় এবং বায়ুতে স্পন্দনশক্তি, কাষ্ঠ-প্রস্তরাদিতে কাঠিন্যশক্তি, জলেতে দ্রবশক্তি, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি, আকাশে শূন্যশক্তি, বিনশ্বরপদার্থে বিনাশশক্তি প্রকাশ পায়। সেই পরব্রহ্মের চিৎশক্তিতেই দেবমনুষ্যাদি সচেতন হইয়াছে। কাষ্ঠপাষাণাদিতে যে কাঠিন্য অনুভূত হয়, তাহাও সেই পরব্রহ্মের শক্তি ভিন্ন আর কাহারও শক্তি নহে, ইত্যাদিরূপে সেই অনন্তশক্তিমান্ পরব্রহ্মের বিবিধশক্তি সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৫-১৬ ॥

যেমন কারণ অবস্থায় এক ক্ষুদ্র প্রমাণ অণ্ডমধ্যে সংক্ষিপ্ত ভাবে বৃহদাকার প্রকাণ্ড সর্প থাকে, অথবা এক পরমাণু মাত্র বীজের মধ্যে ফল, পত্র, লতা, পুষ্প, শাখা, স্কন্ধ ও মূলবিশিষ্ট পর্ব্বতাকার বৃহৎ বৃক্ষ থাকে। সেইরূপ কারণাবস্থায় এই অপরিসীম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই পরব্রহ্মেতে সংক্ষিপ্ত ভাবে

क्वचित् काश्चित् कदाचिच्च तस्मादुद्यन्ति शक्तयः।
देशकालविचित्रत्वात् क्ष्मातलादिव शालयः॥ १८॥
स आत्मा सर्व्वगो राम! नित्योदितमहावपुः।
यन्मनाङ्मननीं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते॥ १९॥

ननु सर्व्वासामपि शक्तीनां युगपदेवाभिव्यक्तिः कुतो न स्यादित्याशङ्क्याह क्वचिदिति। क्वचिद्देशविशेषे कदाचित् कालविशेषे काश्चित् शक्तयः। तासामयुगपदभिव्यक्तौ दृष्टान्तमाह देशकाल इत्यादि। यथा भूमिगतानां सर्व्वेषां वीजानां मध्ये देशविशेषे कालविशेषे च केषाञ्चिदेव वीजानाम् अङ्कुरोत्पत्तिर्नान्येषां तद्वदित्यर्थः॥ १८॥

इदानीं जगतः कल्पनामात्ररूपतां दर्शयितुं तत्कल्पकस्य मनसो रूपं तावद्दर्शयति स आत्मेति। नित्योदितमहावपुर्नित्यं सदा उदितं प्रकाशमानं महद्देशकालादिपरिच्छेदरहितं वपुः शरीरं यस्य स तथा यत् यस्मिन् काले मनाक् ईषन्मननीं स्वपरावबोधनरूपां शक्तिं मायापरिणामरूपां धत्ते धारयति तत् तदा मन इत्युच्यते॥ १९॥

অবস্থিতি করে। যেমন ভূমিতে বীজ বপন করিলে সকল দেশে ও সকলকালে সর্ব্বপ্রকার বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয় না। পরন্তু দেশবিশেষে ও কালবিশেষে পৃথক্ পৃথক্ বীজের অঙ্কুর জন্মিয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মার শক্তিও সর্ব্ব প্রদেশে ও সর্ব্বকালে সমভাবে প্রকাশ পায় না। সময় বিশেষে ও দেশ বিশেষেই সেই অনন্ত শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন্ কোন্ সময়ে ও কোন্ কোন্ স্থলে পরব্রহ্মের কোন্ কোন্ শক্তির প্রকাশ হয়, তাহার কোন স্থিরতা নাই॥ ১৭-১৮॥

এইক্ষণ এই জগৎ যে কেবল কল্পনামাত্র, তাহাই প্রদর্শন করিবার মানসে তাহার কল্পনা কারক মনের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—বশিষ্ঠ বলিলেন, রাম! মহৎকলেবর, সর্ব্বগামী, সনাতন চিন্ময় সেই পরমাত্মা যখন মায়াশক্তিপ্রভাবে মননী শক্তি, অর্থাৎ আত্মপরাববোধন সামর্থ্য ধারণ করেন, তখনই তাঁহাকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব তখন লোকে মনোবৃত্তিদ্বারা আত্মপর জ্ঞানকরিতে পারে॥ ১৯॥

আদৌ মনস্তদনু বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী
পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।
ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা-
মাখ্যায়িকা সুভগবালজনোদিতেব ॥ ২০ ॥
বালস্য হি বিনোদায় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্।
ক্বচিৎ সন্তি মহাবাহো! রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ ॥ ২১ ॥
দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্তু গর্ভে এব হি ন স্থিতঃ।
বসন্তি তে ধর্ম্মযুতা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ২২ ॥

ইদানীং কল্পনাপ্রকারমাহ আদৌ মন ইতি। আদৌ প্রথমং মননশক্ত্যাত্মকেন মনো ভবতি তদনু তদনন্তরং বন্ধমোক্ষদৃষ্টী বন্ধমোক্ষকল্পনে ভবতঃ পশ্চাদনন্তরং বন্ধদৃষ্টাবিব ভুবনাভিধানা ভুবনমিত্যভিধানং যস্যাঃ সা ভুবনাভিধানা প্রপঞ্চস্য গিরিনদীসরিৎসমুদ্রা-দেরচনা কল্পনং ভবতি ইত্যাদিকা এবম্প্রকারা ইয়ং জগতঃ স্থিতিঃ প্রতিষ্ঠাং স্থৈর্য্যং গতা প্রাপ্তা। কল্পিতস্যাপি বাস্তবত্বপ্রতীতৌ দৃষ্টান্তমাহ আখ্যায়িকেতি। বালজনায় উদিতা উক্তা আখ্যায়িকা কথা যথা বাস্তববুদ্ধিং গতা তথেদং জগদপীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, আনন্দময় ব্রহ্ম হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং সেই ব্রহ্মের মায়াশক্তিই এই জগৎকে অনন্ত ভাবে কল্পনা করে, এইক্ষণ সেই কল্পনার প্রকার নিরূপণ করিতেছেন।—উক্ত প্রকারে প্রথমতঃ মন উৎপন্ন হয়, পরে বন্ধ ও মুক্তি কল্পিত হয়। অনন্তর চতুর্দ্দশ ভুবননামে বিখ্যাত এই প্রপঞ্চ জগৎ পরিকল্পিত হয়। গিরি, নদী, সরিৎ, সমুদ্র প্রভৃতি সকলই কল্পনা মাত্র। এইরূপে পরিদৃশ্যমান জগৎ স্থিরতর হইয়া রহিয়াছে। অতএব রক্ষ্যমাণরূপে বালকের প্রতি উক্ত নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা যেরূপ সত্য, এই জগৎও সেইরূপ সত্য জানিবে ॥ ২০ ॥

বালক সকল মনোগত ভাব ব্যক্তকরিতে না পারিয়া সময় সময় রোদ-নাদিদ্বারা ধাত্রীদিগকে বিরক্ত করিয়া থাকে। ধাত্রীরাও তাহাদিগের বিনোদ-নার্থ নানাপ্রকার উপন্যাস বলিয়া থাকে। কোন বালকের সান্ত্বনার নিমিত্ত ধাত্রী এই আশ্চর্য্য উপন্যাস কহিতেছেন।—কোন কালে কোন এক

स्वकीयाच्छून्यनगरान्निर्गत्य विमलाशयाः ।
गच्छन्तो गगने वृक्षान् ददृशुः फलशालिनः ॥ २३ ॥
भविष्यन्नगरे तत्र राजपुत्रास्त्रयोऽपि ते ।
सुखमद्य स्थिता पुत्र ! मृगयाव्यवहारिणः ॥ २४ ॥
धात्रैवं कथिता राम ! बालकाख्यायिका शुभा ।
निश्चयं स ययौ बालो निर्विचारणया धिया ॥ २५ ॥
इयं संसाररचना विचारोज्झितचेतसाम् ।
बालकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितिमुपागता ॥ २६ ॥

तामेव कथां कथयति बालस्येति ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥
दृष्टान्तसिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति इयमिति ॥ २६ ॥

দেশে অতিসুন্দর তিনটি রাজপুত্র একত্র বাস করিত। তাহাদিগের মধ্যে দুইটী অদ্যাপিও জন্মে নাই এবং অপর একটি তাহার মাতৃগর্ভেও উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু উক্ত ধর্ম্মাত্মা রাজপুত্রত্রয় যে বিচিত্র পুরীতে বাস করিত, সেই পুরী এখনও প্রস্তুত হয় নাই। বিমলান্তঃকরণ রাজতনয়েরা সেই বিচিত্র অসৎ পুরীতে বাস করিতেছিল, একদিন আপন পুরী হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, আকাশে কতকগুলি বৃক্ষ রহিয়াছে এবং ঐ বৃক্ষগুলি সুপক্ক ফলভরে অবনত ও সুশোভন পুষ্পস্তবকে পরিশোভিত হইয়াছে। রাজপুত্রগণ ঐ সকল বৃক্ষের শোভা দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। এইরূপে যে নগর এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেই নগরে রাজপুত্রেরা মৃগয়াদি নানাবিধ আমোদ প্রমোদদ্বারা অদ্যাপিও বাস করিতেছে। ধাত্রী বালকদিগের নিকট এইরূপ উপন্যাস বলিলে বালকগণ তাহাই বিশ্বাস করিয়া শান্ত হইল। কারণ তাহারা অতিনির্ব্বোধ, তাহাদিগের কোন বিবেচনা শক্তি নাই; সুতরাং বালক সকল তাহাই নিশ্চয় জ্ঞান করিল ॥ ২১-২৫ ॥

হে রাম! বালকেরা যেমন উক্ত অলীক উপন্যাস শ্রবণ করিয়া তাহাকে

इत्यादिभिरुपाख्यानैर्मायाशक्तेस्तु विस्तरम् ।
वशिष्ठः कथयामास सैव शक्तिर्निरूप्यते ॥ २७ ॥
कार्य्यादाश्रयतः सैषा भवेच्छक्तिर्विलक्षणा ।
स्फोटाङ्गारौ दृश्यमानौ शक्तिस्तत्रानुमीयते ॥ २८ ॥

वशिष्ठोक्तमुपसंहरति इत्यादिभिरिति । एवं मायासद्भावे प्रमाणमुपन्यस्य तस्यानिर्व्वचनीयत्वं वक्तुं प्रतिजानीते सैव शक्तिरिति ॥ २७ ॥

कार्य्यादिति । एषा मायाशक्तिः कार्य्यात् स्वकार्य्यभूतात् जगतः आश्रयतः आश्रयात् ब्रह्मणश्च विलक्षणा विपरीतस्वभावा भवेत् । मायाशक्तेः कार्य्यात् आश्रयो वैलक्षण्यं दृष्टान्तेन स्पष्टयति स्फोटाङ्गारौ इति । वह्निगतशक्तेः कार्य्यरूपः स्फोट आश्रयरूपोऽङ्गारश्च प्रत्यक्षगम्यौ शक्तिस्तु कार्य्यानुमेया अतस्ताभ्यां सा विलक्षणेत्यर्थः ॥ २८ ॥

নিশ্চয় জ্ঞান করিল, সেইরূপ যাহারা বিচারশক্তিবিহীন, তাহারাও এই সংসারকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে। যাহাদিগের বিবেচনার শক্তি নাই, তাহাদিগের অসত্যও সত্য বলিয়া বোধ হয় ॥ ২৬ ॥

বশিষ্ঠ ঋষি উক্তরূপে নানাপ্রকার উপাখ্যানদ্বারা রামচন্দ্রকে যে মায়াশক্তির বিস্তার কহিয়াছেন, এই স্থলে সেই মায়াশক্তিই নিরূপিত হইতেছে।—এই জগৎ সমুদায়ই মায়াশক্তির কার্য্য, মায়াদ্বারা না হয়, এমন কার্য্যই নাই; যাহারা সেই মায়ার শক্তি বুঝিতে পারে না, তাহারাই এই জগৎকে সৎ বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ২৭ ॥

এই জগৎ মায়াশক্তির কার্য্য, ঈশ্বর সেই মায়াশক্তির আশ্রয় এবং উক্ত মায়াশক্তি স্বীয় কার্য্যস্বরূপ জগৎ ও আপন আশ্রয় ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত। কেবল কার্য্যদ্বারাই সেই মায়াশক্তির অনুমান হইয়া থাকে, কখনও সেই শক্তির প্রত্যক্ষ হয় না। যেমন অগ্নির কার্য্য দাহ এবং আশ্রয় অঙ্গার; এই উভয় হইতেই দাহিকা শক্তিকে পৃথক্‌রূপে অনুমান করা যায়, সেইরূপ মায়ার কার্য্য জগৎ ও মায়ার আশ্রয় ঈশ্বর হইতে মায়ার শক্তিকে পৃথক্ বলিয়া জানিতে হয় ॥ ২৮ ॥

पृथुबुध्नोदराकारो घटः कार्य्योऽत्र मृत्तिका ।
शब्दादिभिः पञ्चगुणैर्युक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा ॥ २९ ॥
न पृथ्वादिर्न शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा ।
अतएव ह्यचिन्त्या सा न निर्व्वचनमर्हति ॥ ३० ॥

उक्तमर्थं दृष्टान्तेनापि योजयति पृथुबुध्न इति। यः पृथुबुध्नोदराकारः पृथुः स्थूलं बुध्नं वर्त्तुलम् उदरं यस्य सः पृथुःबुध्नोदरः तथाविध आकारो यस्य स तथाविधः कार्य्यः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाख्यपञ्चगुणोपेता मृत्तिका आश्रयः शक्तिस्त्वतद्विधा उभयविलक्षणेत्यर्थः ॥२९

वैलक्षण्यमेवाह न पृथ्वादिरिति। शक्तौ पृथुत्वादिकार्य्यधर्मो नास्ति शब्दादिक आश्रयधर्मोऽपि न विद्यते अतो विलक्षणेत्यर्थः। तर्हि कीदृशीत्यत आह अस्त्विति। यथा तथेत्युक्तमेवार्थं विशदयति अतएव हीति। यतः कार्य्याद्याश्रयतश्च विलक्षणा अतएवैषा अचिन्त्या चिन्तितुमशक्या। ननु तर्हि अचिन्त्यत्वमेवास्याः रूपं स्यादित्याशङ्क्याह न निर्व्वचनमिति। भेदेनाभेदेन चिन्त्यत्वाचिन्त्यत्वादिना वा केनापि रूपेण निर्व्वचनं नार्हतीत्यर्थः ॥ ३० ॥

অন্য দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক মায়াশক্তিকে পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। যেমন স্থূল, বর্ত্তুলাকার উদরবিশিষ্ট ঘট কার্য্য এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ এই পঞ্চ গুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয়, কিন্তু শক্তি এইরূপ ঘট ও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্, কারণ ঘটও শক্তি নহে এবং মৃত্তিকাকেও শক্তি বলা যায় না; সুতরাং শক্তিকে অতিরিক্ত স্বীকার করিতে হয়। সেইরূপ মায়ার কার্য্য জগৎ ও আশ্রয় ঈশ্বর হইতে মায়ার শক্তিকে পৃথক্ বলিয়া নির্ণয় করিতে হয় ॥ ২৯ ॥

মৃত্তিকার যে ঘটোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহাতে কম্বুগ্রীবাদি ঘটের কোন অবয়ব নাই এবং সেই শক্তিতে শব্দ স্পর্শাদি কোনপ্রকার গুণও নাই; সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব, তাহাই আছে, শক্তির কোন অন্যথা হয় না। (কিন্তু ঘটেতে কম্বুগ্রীবাদি অবয়ব এবং শব্দ স্পর্শাদি গুণের বিদ্যমানতা দেখা যায়)। অতএব শক্তি চিন্তার অবিষয়, চিন্তা করিয়া কেহ শক্তিকে নির্ণয় করিতে পারে না ॥ ৩০ ॥

কার্য্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মৃদ্যবস্থিতা।
কুলালাদিসহায়েন বিকারাকারতাং ব্রজেৎ॥ ৩১॥
পৃথুত্বাদি বিকারান্তং স্পর্শাদিগুণমৃত্তিকাম্।
একীকৃত্য ঘটং প্রাহুর্ব্বিচারবিকলা জনাঃ॥ ৩২॥

ননু কারণস্বরূপাতিরিক্তা শক্তির্যদ্যস্তি তর্হি কারণস্বরূপমিব ন সা কুতোঽবভাসতে ইত্যাশঙ্ক্যাহ কার্য্যেতি। মৃৎশক্তির্ঘটাদিকার্য্যোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং মৃদি নিগূঢ়াবতিষ্ঠতে অতো নাবভাসতে ইত্যর্থঃ। নিগূঢ়ত্বে উপরিষ্টাদপি ন তস্যা অভিব্যক্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যানভিব্যক্তস্যাপি নবনীতাদের্মথনাদিনেব কুলালাদিব্যাপারেণ তস্যাভিব্যক্তিঃ স্যাদিত্যাহ কুলালাদীতি। আদিশব্দেন দণ্ডচক্রাদয়ো গৃহ্যন্তে॥ ৩১॥

ননু কারণাতিরিক্তস্য শক্তিকার্য্যস্য সত্ত্বে কার্য্যকারণয়োর্ভেদো ন কুতোঽবভাসতে ইত্যাশঙ্ক্য ভেদপ্রতীতিহেতোর্ব্বিচারস্যাভাবাদিত্যাহ পৃথুত্বাদীতি। অবিবেকিনো জনা পৃথুবুধ্নাদিরূপং কার্য্যং শব্দস্পর্শাদিগুণরূপাং মৃত্তিকাম্ অবিচারত একীকৃত্য ঘট ইত্যাচক্ষতে॥ ৩২॥

মৃত্তিকার কার্য্যভূত ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটোৎপাদিকা শক্তি মৃত্তিকাতে নিগূঢ় থাকে; সুতরাং সর্ব্বদা মৃত্তিকার সেই ঘটোৎপাদিকাশক্তির প্রকাশ হয় না। পরে যখন কুম্ভকারের সাহায্যে সেই মৃত্তিকা ঘটাকারে পরিণত হয়, তখনই মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। (যেমন দুগ্ধদর্শন করিয়া তাহাতে যে নবনীতোৎপাদিকা শক্তি আছে, তাহা জানা যায় না, পরে সেই দুগ্ধ মথন করিলেই নবনীত উৎপন্ন হয় এবং তখন সেই দুগ্ধের নবনীতোৎপাদিকা শক্তি জানা যায়। সেইরূপ ঘটোৎপত্তি হইলেই মৃত্তিকার ঘটোৎপাদিকা শক্তির অনুভব হইয়া থাকে)॥ ৩১॥

যাহারা বিচারে অক্ষম, সেই সকল মনুষ্য মৃত্তিকার বিকাররূপ কম্বুগ্রীবাদি অবয়ব ও শব্দস্পর্শাদি গুণযুক্ত মৃত্তিকার বিচার না করিয়া সমুদায়কে ঘট বলিয়া থাকে। অবিবেকীরা ইহা জানে না যে, এই মৃত্তিকাই ঘটের প্রকৃতি কারণ এবং ঘটই মৃত্তিকার কার্য্য, অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতেই এই কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘট হইয়াছে॥ ৩২॥

कुलालव्यापृतेः पूर्व्वो यावानंशः स नो घटः ।
पश्चात्तु पृथुबुध्नादिमत्त्वे युक्ता हि कुम्भता ॥ २३ ॥
स घटो न मृदो भिन्नो वियोगे सत्यनीक्षणात् ।
नाप्यभिन्नः पुरा पिण्डदशायामनवेक्षणात् ॥ २४ ॥
अतोऽनिर्व्वचनीयोऽयं शक्तिवत्तेन शक्तिजः ।
अव्यक्तत्वे शक्तिरुक्ता व्यक्तत्वे घटनामभृत् ॥ २५ ॥

उक्तस्य घटव्यवहारस्याविचारमूलत्वं कुत इत्याशङ्क्याह कुलालव्यापृतेरिति। कुलालव्यापारात् पूर्व्वभाविनो मृदंशस्य घटत्वेनाव्यवहारादविचारमूलत्वं तस्येति भावः। कस्य तर्हि घटत्वमित्यत आह पश्चात्त्विति। कुलालादिव्यापारानन्तरभाविनः पृथुबुध्नोदराकारस्यैव घटशब्दवाच्यत्वमुचितं तदुत्पत्त्यनन्तरमेव घटशब्दप्रयोगदर्शनात् इति भावः ॥ २३ ॥

ननु पारमार्थिकस्य घटस्यानिर्व्वचनीयशक्तिकार्य्यत्वमयुक्तमित्याशङ्क्य घटस्यापि पारमार्थिकत्वमसिद्धमित्याह स घट इति। घटो मृदः पृथक्कृत्य द्रष्टुमशक्यत्वान्न मृदो भिद्यते नापि मृदेव पिण्डावस्थायामनुपलभ्यमानत्वात् अतः शक्तिवदनिर्व्वचनीय एव घटः। फलितमाह तेनेति। ननु शक्तिकार्य्ययोरुभयोरपि अनिर्व्वचनीयत्वे शक्तिः कार्य्यञ्चेति भेदव्यवहारः कुत इत्यत आह अव्यक्तेति ॥ २४ ॥ २५ ॥

কুম্ভকারের ব্যাপারের পূর্ব্বে মৃত্তিকায় যে সকল অংশ থাকে, তাহাকে ঘট বলে না, পরে কুম্ভকার যখন সেই মৃত্তিকাকে বর্ত্তুলাকার স্থূল উদরবিশিষ্ট করে, তখনই তাহাকে ঘট বলিয়া থাকে। অতএব মৃত্তিকায় ঘটোৎপাদিকা শক্তি সত্ত্বেও কুম্ভকার ব্যাপারের পূর্ব্বে ঘটরূপে ব্যবহার হয় না ॥২৩॥

মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, কারণ মৃত্তিকার অভাবে ঘট থাকিতে পারে না। যদি ঘট মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত পদার্থ হইত, তাহাহইলে মৃত্তিকার অভাবে ঘট থাকিতে পারিত না এবং ঘট মৃত্তিকার সহিত অভিন্ন পদার্থও নহে, যেহেতু ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘট দেখা যায় না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেমন পদার্থ সকলের শক্তি অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ শক্তিজন্য পদার্থও অনির্ব্বচনীয়। ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ব অবস্থাতে যাহাকে শক্তি

ऐन्द्रजालिकनिष्ठापि माया न व्यज्यते पुरा।
पश्चाद् गन्धर्वसेनादिरूपेण व्यक्तिमाप्नुयात् ॥ ३६ ॥
एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्।
विकाराधारमृद्वस्तुसत्यत्वञ्चाब्रवीत् श्रुतिः ॥ ३७ ॥

पूर्व्वमनभिव्यक्ता मायाशक्तिः पश्चादभिव्यज्यते इत्येतन्न प्रसिद्धं मायारूपलभ्यते इत्या-शङ्क्याह ऐन्द्रजालिकेति। पुरा मणिमन्त्रादिप्रयोगात् पूर्व्वम् ॥ ३६ ॥

शक्तिकार्य्यस्य घटादेरनृतत्वं शक्त्याधारस्य मृदादेः सत्यत्वमित्येतच्छान्दोग्यश्रुतावप्यभि-हितमित्याह एवमिति। मायामयत्वेन मायाकार्य्यत्वेन विकारस्य कार्य्यरूपस्य घटादे रनृतात्मतां मिथ्यात्वं विकाराणां घटादीनामाधारभूताया मृदः सत्यत्वञ्च वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिश्रुतिरुक्तवतीत्यर्थः ॥ ३৭ ॥

বলিয়া স্বীকার করা যায়, ঘটোৎপত্তির পরে সেই শক্তি ব্যক্ত হইলেই তাহাকে সেই শক্তির কার্য্যভূত ঘট বলিয়া থাকে। ব্যক্তাব্যক্তভেদেই ঘট ও শক্তির ভেদব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ৩৪-৩৫ ॥

কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে শক্তির প্রকাশ হয় না, কিন্তু কার্য্যোৎপত্তি হইলেই শক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। যখন ঐন্দ্রজালিকেরা নানাপ্রকার বিচিত্র ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করে, তখন যাবৎ তাহারা মণিমন্ত্র প্রয়োগাদি আপন কার্য্য কৌশলপ্রকাশ না করে, তাবৎ সেই সকল ঐন্দ্রজালিক শক্তি অব্যক্ত থাকে, পরে যখন সেই ঐন্দ্রজালিকেরা আপন কার্য্যপ্রদর্শনার্থ নানাপ্রকার কৌশল করিতে থাকে, তখনই তাহাদিগের শক্তিপ্রকাশ পায়। তাহারা সভামণ্ডপমধ্যেও গন্ধর্ব্বনগরাদি নানাপ্রকার মনোহর দৃশ্য প্রদর্শনকরে। অতএব যেমন ঐন্দ্রজালিকশক্তিও পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে, সেইরূপ মায়াশক্তিও কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে অব্যক্ত থাকে ॥ ৩৬ ॥

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, ঘটপটাদি বিকারজাত কার্য্যসকলই মায়াময়, অতএব তাহারা অনিত্য; কিন্তু ঐ সকল ঘটপটাদি বিকারের আধারভূত যে মৃত্তিকাদি তাহাই সত্য। অতএব এই ছান্দোগ্যশ্রুতির প্রমাণে জানা যাইতেছে যে, মায়ার সমুদায় কার্য্যই মিথ্যা ॥ ৩৭ ॥

वाङ्निष्पाद्यं नाममात्रं विकारो नास्य सत्यता ।
स्पर्शादिगुणयुक्ता तु सत्या केवलमृत्तिका ॥ ३८ ॥
व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति मिथ्यात्रयोर्द्वयोः ।
पर्य्यायः कालभेदेन तृतीयस्त्वनुगच्छति ॥ ३९ ॥

इदानीं वाचारम्भणमित्युदाहृतं वाक्यमर्थतः पठति वाङ्निष्पाद्यमिति। विकारो मृत्कार्य्यो घटादिः वाङ्निष्पाद्यं वागिन्द्रियेणोच्चार्य्यं नाममात्रं नामैव अस्य घटादेर्न सत्यता नामातिरेकेण न पारमार्थिकं रूपमस्ति किन्तु तदाधारभूता मृदेव सत्येत्यर्थः ॥ ३८ ॥

शक्तितत्कार्य्ययोरनृतत्वे तदाधारस्य सत्यत्वे च कारणमाह व्यक्तेति। व्यक्तो घटादिलक्षणः कार्य्यः अव्यक्ता तत्कारणभूता शक्तिः ते व्यक्ताव्यक्ते तदाधारस्तयोराधारभूता मृत्तिका एषु त्रिषु मध्ये आद्ययोः प्रथमाद्वितीययोर्द्वयोः कार्य्यशक्त्योः सम्बन्धिनौ यौ कालौ तयोर्भेदेन भेदस्य विद्यमानत्वात् पर्य्यायः क्रमेण भवनम्। तृतीयस्तदुभयाधारस्तु मृदादिरनुगच्छति उभयत्रानुवर्त्तते। अयं भावः शक्तिकार्य्ययोः कादाचित्कत्वात् अनृतत्वम् आधारस्य तु कालत्रयानुगामित्वात् सत्यत्वम् ॥ ३९ ॥

ঘটপটাদি বস্তুসমুদায়ের নাম কেবল কথাতে মাত্র আছে, বাস্তবিক নামসকল কোন পদার্থই নহে। এই ঘট, এই পট ইত্যাদি নাম সকল কেবল কথাতেই থাকে এবং রূপসকলও বিকারমাত্র; সুতরাং নাম ও রূপ ইহারা সত্য নহে। কেবল স্পর্শাদিগুণযুক্ত মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ ॥ ৩৮ ॥

শক্তি ও কার্য্য এই উভয় মিথ্যা হইলেও তাহাদিগের আধারই সত্য, কারণ ব্যক্তীভূত ঘটাদিকার্য্য, অব্যক্তকারণীভূত শক্তি এবং উক্ত কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের আধার, এই তিনের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তীভূত কার্য্য ও অব্যক্ত শক্তি এই উভয় কেবল কালভেদে নামমাত্র। যখন সেই শক্তি ব্যক্ত হয়, তখনই তাহাকে ঘটাদি কার্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা যায় এবং তাহার যে অব্যক্ত অবস্থা, তাহারই নাম শক্তি। কালভেদে ঐ ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয় অবস্থাই হইয়া থাকে এবং সময়ান্তরে উহার পরিবর্ত্তন হয়; সুতরাং উহারা অনিত্য। কিন্তু ঐ উভয়ের যে আধার, তাহা সর্ব্বদাই অনুগত থাকে, অতএব তাহাই সত্য ॥ ৩৯ ॥

निस्तत्त्वं भासमानञ्च व्यक्तमुत्पत्तिनाशभाक् ।
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते नृभिः ॥ ४० ॥
व्यक्तौ नष्टेऽपि नामैतन्नृवक्त्रेष्वनुवर्त्तते ।
तेन नाम्ना निरूप्यत्वात् व्यक्तं तद्रूपमुच्यते ॥ ४१ ॥
निस्तत्त्वत्वाद् विनाशित्वाद् वाचारम्भणनामतः ।

इदानीं विकारस्यैवासत्यत्वे हेतुत्रयमाह निस्तत्त्वमिति । व्यक्तशब्दवाच्यं घटादिकं कार्य्यस्वरूपेणासदेवावभासते तथोत्पत्तिविनाशवदुपलभ्यते उत्पत्त्यनन्तरं वागिन्द्रियजन्यनामात्मकत्वेन व्यवह्रियते च । किञ्च व्यक्तौ कार्य्यरूपे नष्टेऽपि एतत् कार्य्यादभिन्नं नाम नृवक्त्रेषु नृणां शब्दप्रयोक्तॄणां मनुष्याणां वक्त्रेष्वनुवर्त्तते । ततः किं तत्राह तेनेति । व्यक्तं कार्य्यं तेन वाचा व्यवह्रियमाणेन नाम्ना शब्देन निरूप्यत्वात् व्यवह्रियमाणत्वात् तद्रूपं तस्य नाम्नो रूपमिव रूपं यस्य तत्तथात्मकमुच्यते इत्यर्थः । अयं भावः विमतौ घटौ घटशब्दात्मकौ भवितुमर्हति घटशब्देन व्यवह्रियमाणत्वात् पटशब्दवत् ॥ ४० ॥ ४१ ॥

एवं हेतुत्रयं प्रसाध्येदानीम् अनुमानरचनाप्रकारं सूचयति निस्तत्त्वत्वादिति । व्यक्तस्य घटादिरूपस्य कार्य्यस्य यत् पृथुबुध्नोदराकारं स्वरूपमस्ति तत् किञ्चित् किमपि सत्यं न

এইরূপ হেতুত্রয় প্রদর্শনপূর্ব্বক বিকারের অসত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—ঘটাদি কার্য্যসকল অসত্য হইয়াও সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং ঘটাদি কার্য্যসকলের উৎপত্তি ও প্রলয় সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ হইতেছে। যখন কোন বস্তু উৎপন্ন হয়, তখনই মনুষ্যগণ তাহার একটি নাম কল্পনা করিয়া থাকে। ঐ নাম মনুষ্যের বাক্যদ্বারা নিষ্পন্ন হয় এবং বাক্যেতে তাহার বিদ্যমানতা দেখা যায়, অতএব উহা সেই বস্তুর কোন ধর্ম্ম নহে ॥৪০॥

যেমন কোন বস্তু উৎপন্ন হইলেই তাহার একটি নাম কল্পিত হয়, সেইরূপ সেই উৎপন্ন বস্তু বিনষ্ট হইলে, সেই নাম মনুষ্যের মুখে মাত্র থাকে। অতএব জানা যাইতেছে যে, কল্পনাদ্বারা যে নামরূপাদি নিরূপিত হয়, উহা অসত্য। কেবল ব্যক্তীভূত বস্তু সকলের ব্যবহারের জন্য ঐ সকল নাম ও রূপ পরিকল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহারা বাস্তবিক অসৎ, সর্ব্বদাই তাহাদিগের

व्यक्तस्य न तु तद्रूपं सत्यं किञ्चिन्मृदादिवत् ॥ ४२ ॥
व्यक्तकाले ततः पूर्व्वमूर्द्धमप्येकरूपभाक् ।
सतत्त्वमविनाशञ्च सत्यं मृद्वस्तु कथ्यते ॥ ४३ ॥
व्यक्तं घटो विकारश्चेत्येतैर्नामभिरीरितः ।

भवति निस्तत्त्वत्वात् निस्तत्त्वं निर्गतं तत्त्वं वास्तवं रूपं यस्मात् तन्निस्तत्त्वं तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् तथाऽविनाशित्वात् मृदि सत्यामेव नाशप्रतियोगित्वात् वाचारम्भणनामतः वागिन्द्रियजन्यशब्दमात्रात्मकत्वात् वा । त्रिष्वपि हेतुषु मृदादिति वैधर्म्यदृष्टान्तः । अत्रैवं प्रयोगः घटादिरूपः कार्य्योऽसत्यो भवितुमर्हति निस्तत्त्वत्वात् यदसत्यं न भवति न तन्निस्तत्त्वं यथा घटाद्युपादानं मृदिति केवलव्यतिरेकी । एवमितरहेतुद्वयेऽपि योजनीयम् ॥ ४२ ॥

एवं विकारस्यासत्यत्वमुपपाद्येदानीं तदधिष्ठानभूताया मृदः सत्यत्वमुपपादयति व्यक्तेति । व्यक्तकाले स्थितिकाले ततः पूर्व्वं व्यक्त्युत्पत्तेः पूर्व्वकाले ऊर्द्धमपि व्यक्तविनाशोत्तरकालेऽपि एकरूपभाक् एकाकारं सतत्त्वं तत्त्वेन वास्तवरूपेण सह वर्त्तते इति सतत्त्वम् अविनाशं विकारेण सह नाशरहितञ्च यन्मृद्वस्तु तत् सत्यमिति कथ्यते । विमतं मृद्वस्तु सत्यं भवितुमर्हति सतत्त्वत्वात् आत्मवदित्यादि योज्यम् ॥ ४३ ॥

ननु घटादेः कार्य्यजातस्यासत्यत्वे तस्यारोपितरजतादेरिवाधिष्ठानज्ञाननिवर्त्त्यता स्यादिति

উৎপত্তি ও প্রলয় হইতেছে এবং বস্তুর নামও কেবল বাক্যনিষ্পাদ্যমাত্র। অতএব এই ত্রিবিধ কারণে ঘটপটাদি কার্য্যভূত পদার্থ সকল মৃত্তিকাদির ন্যায় সত্য হইতে পারে না। মৃত্তিকাসত্ত্বেও কম্বুগ্রীবাদিরূপ ঘটের আকার বিনষ্ট হইয়া সেই ঘট বিলয় পাইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে ঘটপটাদিরূপ কার্য্যসকলের অনিত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া এইক্ষণ সেই ঘটাদির অধিষ্ঠানভূত মৃত্তিকার সত্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেহেতু মৃত্তিকা ব্যক্ত অবস্থাতে ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অব্যক্ত অবস্থাতে সর্ব্বদাই একরূপ থাকে এবং কখনও মৃত্তিকার কোনরূপ বিকার হয় না; সেই মৃত্তিকা বিকারের আধার মাত্র। অতএব মৃত্তিকাকে অবিনাশী ও সত্য বলা যায় ॥ ৪৩ ॥

যদি ঘট, ব্যক্ত অথবা বিকার ইত্যাদি নানাপ্রকার নামবিশিষ্ট পদার্থ-

अर्थश्चेदनृतः कस्मान्न मृद्बोधे निवर्त्तते ॥ ४४ ॥
निवृत्त एव यस्मात् ते तत्सत्यत्वमतिर्गता।
ईदृङ्निवृत्तिरेवात्र बोधजा न त्वभासनम् ॥ ४५ ॥
पुमानधोमुखो नीरे भातोऽप्यस्ति न वस्तुतः।
तटस्थमर्त्त्यवत् तस्मिन् नैवास्था कस्यचित् क्वचित्।

शङ्कते व्यक्तमिति। व्यक्तमित्यादिभिस्त्रिभिः शब्दैरभिधीयमानो योऽर्थः कार्य्यरूपः तस्य कारणातिरेकेणासत्यत्वे स्वीक्रियमाणे मल्लक्षणकारणस्य ज्ञाने किं न तन्निवृत्तिः स्यादित्यर्थः ॥ ४४ ॥

इष्टापत्तिरिति परिहरति निवृत्त इति। तत्रोपपत्तिमाह यस्मादिति। यस्मात् कारणात् तव घटादिविषया सत्यत्वबुद्धिर्नष्टा अतः स निवृत्त एवेत्यर्थः। नन्वारोपितरजतादिस्वरूपस्यैवाप्रतीतिरूपलभ्यते न सत्यत्वबुद्ध्यपगम इत्याशङ्क्य तस्य निरुपाधिकभ्रमत्वादस्तु तथात्वम् इह तु सोपाधिकभ्रमे सत्यत्वबुद्ध्यपगम एव निवृत्तिः स्यादित्यभिप्रायेणाह ईदृगिति। अत्र सोपाधिकभ्रमस्थले ईदृगेव सत्यत्वबुद्ध्यपगमरूपैव बोधजा अधिष्ठानयाथात्म्यज्ञानजन्या निवृत्तिरभ्युपेया न त्वभासनं न स्वरूपाप्रतीतिरूपेत्यर्थः ॥ ४५ ॥

एवं क्व दृष्टमित्यत आह पुमानध इति। जलेऽधोमुखत्वेन प्रतिभासमानोऽपि पुमान्

সকল মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে মৃত্তিকা জ্ঞানসত্ত্বে ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না কেন? যেমন শুক্তিকাতে রজতত্বের জ্ঞান হইলে যখন শুক্তিকারূপে জ্ঞান হয়, তখন আর সেই আরোপিত রজতজ্ঞান থাকে না, সেইরূপ মৃত্তিকারূপে জ্ঞান হইলেই সত্য ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি হইতে পারে। অতএব তাহা না হওয়ার কারণ কি? ॥ ৪৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকোক্ত আশঙ্কার নিরাস করিতেছেন।—ঘটপটাদি বস্তুতে সত্যজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া যে অসত্যজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাকেই ঘটজ্ঞানের নিবৃত্তি বলাযায়। জ্ঞানজন্য নিবৃত্তি এইরূপই বটে, তাহা ধ্বংসজন্য নিবৃত্তির ন্যায় নহে ॥ ৪৫ ॥

দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক পূর্ব্বশ্লোকার্থের প্রামাণ্য স্থাপন করিতেছেন।—

ईदृग्बोधे पुमर्थत्वं मतमद्वैतवादिनाम् ॥ ४६ ॥
मृद्रूपस्यापरित्यागात् विवर्त्तत्वं घटे स्थितम् ।
परिणामे पूर्व्वरूपं त्यजेत् तत् क्षीररूपवत् ।
मृत्सुवर्णे निवर्त्तेते घटकुण्डलयोर्न हि ॥ ४७ ॥

परमार्थतो नास्ति। तत्रोपपत्तिमाह तटस्थेति। कस्यचित् विवेकिनोऽविवेकिनो वा तस्मिन्नधोमुखे पुरुषे तीरस्थपुरुष इव सत्यत्वाभिमानः क्वचिद्देशे काले वा नैवास्ति इति। नन्वारोपितस्याऽसत्यत्वज्ञानमात्रान्न पुरुषार्थसिद्धिरित्याशङ्क्याह ईदृग्बोध इति। अद्वैत-वादे आत्मानन्दातिरिक्तस्य सर्व्वस्य मिथ्यात्वनिश्चये सत्यद्वितीयानन्दाभिव्यक्तिलक्षणः पुरुषार्थः सिध्यतीत्यभिप्रायः ॥ ४६ ॥

ननु घटस्य मृद्विवर्त्तत्वे सिद्धे तज्ज्ञानाद् घटसत्यत्वबुद्धिर्निवर्त्तेत न चैतदिदानीं सिद्ध-मित्याशङ्क्याह मृद्रूपस्येति घटे मृद्रूपपरित्यागाभावेऽपि मृत्परिणामता घटस्य किं न स्यादि-त्याशङ्क्याह परिणाम इति। यत्र क्षीरादौ परिणामोऽभ्युपगम्यते तत्र क्षीरादिभावस्य पूर्व्व-रूपस्य त्याग उपलभ्यते इत्यर्थः। ननु विवर्त्ते पूर्व्वरूपापरित्यागः क्व दृष्ट इत्याशङ्क्य मृत्सुवर्णे

যেমন জলেতে প্রতিবিম্বিত অধোমুখ পুরুষ দেখিয়াও কেহ সেই পুরুষকে তটস্থ পুরুষের ন্যায় বাস্তবিক পুরুষ বলিয়া স্বীকার করে না এবং তীরস্থ পুরুষের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করে, সেই জলস্থ প্রতিবিম্বিত পুরুষে কেহ সেইরূপ বিশ্বাস করে না, সেইরূপ ঘটাদি পদার্থসকল প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াও তাহাতে জ্ঞানীরা সত্যজ্ঞান না করিয়া মিথ্যাজ্ঞানপূর্ব্বক সেই ঘটাদিতে অনাস্থা জ্ঞান করেন, ইহাকেই ঘটাদি পদার্থের নিবৃত্তি বলাযায়। অদ্বৈতবাদী বেদান্তমতে এইরূপ জ্ঞানেতেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হয়। ঘটাদি পদার্থের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হইয়া অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপের প্রকাশই অদ্বৈতবাদিদিগের অভীষ্ট ॥ ৪৬ ॥

এইক্ষণ পূর্ব্বোক্ত বিবর্ত্তকারণ বিবৃত করিতেছেন।—"মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়", এই স্থলে ঘটমৃত্তিকার স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, অতএব মৃত্তিকাকে ঘটের বিবর্ত্তকারণ বলাযায়। দুগ্ধ স্বীয় রূপ পরিত্যাগ করিয়া দধিরূপে পরিণত হয়; সুতরাং এই স্থলে দুগ্ধকে দধির পরিণামী কারণ বলিয়া

ঘটে নষ্টে ন মদ্ভাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ।
নৈবং চূর্ণেঽস্তি মদ্রূপং স্বর্ণরূপং ত্বতিস্ফুটম্॥ ৪৮॥
ক্ষীরাদৌ পরিণামোঽস্তু পুনস্তদ্ভাববর্জনাৎ।

য়োর্দৃশ্যতে ইত্যাহ মৃৎসুবর্ণেতি। মৃৎসুবর্ণবিবর্ত্তয়োর্ঘটকুণ্ডলয়োর্নিষ্পন্নয়োরপি তৎকারণে মৃৎসুবর্ণরূপে ন নিবর্ত্তেতে ইতি হি প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

ননু ঘটস্য মৃদ্বিবর্ত্তত্বমনুপপন্নং ঘটনাশে পুনর্মৃদ্ভাবাদর্শনাদিতি শঙ্কতে ঘটে ইতি। মদ্ভাবাভাবে কারণমাহ কপালেতি। কপালানামপি। নাশে মৃদ্ভাবোপলব্ধিঃ স্যাদিতি পরিহরতি নৈবমিতি। সুবর্ণে ত্বিতচ্চোদ্যানবকাশ এবেত্যাহ স্বর্ণেতি॥ ৪৮॥

ননু পরিণামদৃষ্টান্তত্বেনাভিহিতানাং ক্ষীরমৃৎসুবর্ণানাং মধ্যে যদি মৃৎসুবর্ণয়োর্বিবর্ত্ত দৃষ্টান্তত্বমঙ্গীক্রিয়তে তর্হি তদ্বদেব ক্ষীরস্যাপি তথাত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষীরেতি। তর্হি ক্ষীরবদেবাবস্থান্তরমাপদ্যমানয়োস্তয়োঃ বিবর্ত্ত দৃষ্টান্ততা ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ এতাবতেতি। এতাবতা ক্ষীরাদেঃ পরিণামিত্বেন মৃদাদীনাং মৃৎসুবর্ণাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং বিবর্ত্তদৃষ্টান্তভাবঃ

থাকে। কিন্তু ঘট ও কুণ্ডল দধির ন্যায় মৃত্তিকা ও সুবর্ণের স্বরূপ পরিত্যাগ করে না, অতএব মৃত্তিকাকে ঘটের এবং সুবর্ণকে কুণ্ডলের পরিণামীকারণ বলা যায় না॥ ৪৭॥

যদি বল, ঘট ভগ্ন হইলে যে তাহার কপাল বিদ্যমান থাকে, তাহা মৃত্তিকারূপ নহে; সুতরাং এস্থলে ইহাকে রূপান্তর বলি। ইহার উত্তর এই যে,—ঐ কপালসকল চূর্ণ করিলে বাস্তবিক মৃত্তিকাই হয়, উহা মৃত্তিকাভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয় না। কুণ্ডলস্থলেও এইরূপ কুণ্ডলকে ভগ্ন করিয়া চূর্ণ করিলে তাহা সুবর্ণ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ হয় না। অতএব মৃত্তিকা ও সুবর্ণ ইহারা ঘট ও কুণ্ডল ইহাদিগের বিবর্ত্তকারণভিন্ন পারিণামীকারণ হইতে পারে না। কিন্তু যখন দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়, তখন সেই দধিকে পুনর্ব্বার দুগ্ধরূপ করা যায় না। অতএব এই স্থলে দুগ্ধকে দধির পরিণামীকারণ বলিতে হয়। যদিও দধির প্রতি দুগ্ধের পরিণামিত্ব হয়, তথাপি তাহাতে মৃত্তিকার বিবর্ত্তকারণত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্তের কোন হানি হয় না। এইক্ষণ ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুগ্ধ আপনস্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অবস্থা-

एतावता मृदादीनां दृष्टान्तत्वं न हीयते ॥ ४९ ॥
आरम्भवादिनः कार्य्ये मृदो द्वैगुण्यमापतेत् ।
रूपस्पर्शादयः प्रोक्ताः कार्य्यकारणयोः पृथक् ॥ ५० ॥
मृत्सुवर्णमयश्चेति दृष्टान्तत्रयमारुणिः ।

न हीयते न नश्यति । अयमभिप्रायः क्षीरस्य पूर्व्वरूपपरित्यागपुरःसरमवस्थान्तरापत्तिसद्भावात् परिणामित्वमेव मृत्सुवर्णयोस्तु अवस्थान्तरापत्तिसद्भावेऽपि पूर्व्वरूपपरित्यागाभावाद्विवर्त्ततापीति ॥ ४९ ॥

ननु मृत्सुवर्णयोः परिणामविवर्त्तविवारम्भकत्वमपि किं नाङ्गीक्रियते इत्याशङ्क्याह आरम्भवादिन इति । आरम्भवादिनो मते कार्य्ये घटादिरूपे मृदो मृत्तिकादेर्द्रव्यस्य द्वैगुण्यं कार्य्याकारेण कारणाकारेण च द्विगुणत्वमापद्यते तथा च सति गुरुत्वात् द्वैगुण्यमापद्येतेति। भावः। कुत एतदित्याशङ्क्याह रूपेति। रूपस्पर्शादीनां गुणानां कार्य्यकारणयोर्भेदस्य तैरेवाङ्गीकृतत्वादिति भावः ॥ ५० ॥

ननु मृत्सुवर्णयोः किं द्वयोरेव विवर्त्त दृष्टान्तत्वं नेत्याह मृत्सुवर्णेति । अरुणस्य पुत्र उद्दालकाख्यः कश्चिदृषिः यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन इत्यारभ्य कार्ष्णायसमित्यन्तेन वाक्य-

न्तर प्राप्त হয়। অতএব দুগ্ধকে দধির পরিণামীকারণ বলা যায়, কিন্তু ঘট ও কুণ্ডল মৃত্তিকা ও সুবর্ণের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে ঘট ও কুণ্ডলের বিবর্ত্তকারণ বলিয়া থাকে॥৪৮ ৪৯॥

আরম্ভকারণবাদীরা কার্য্যের ও কারণের রূপরসাদি গুণসকল পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার করিয়া থাকে। তাহারা বলিয়া থাকে, কারণীভূত মৃত্তিকার রূপরসাদিগুণ ও কার্য্যরূপ ঘটের রূপরসাদিগুণ একরূপ নহে, ঐ সকল গুণ কার্য্যকারণভেদে পৃথক্; সুতরাং আরম্ভকারণবাদিদিগের মতে ঘটাদি কার্য্যভূত পদার্থে দ্বিগুণ দোষ লক্ষিত হইতেছে। যেহেতু মৃত্তিকার গুণ ও ঘটের গুণ পৃথক্ পৃথক্ নহে। অতএব এস্থলে আরম্ভকারণ স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে না ॥ ৫০ ॥

অরুণতনয় উদ্দালকনামা কোন ঋষি জগতের মিথ্যাত্বনিরূপণবিষয়ে মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহ এই তিনপ্রকার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়াছেন। সেই

प्राज्ञातो वासयेत् कार्य्यानृतत्वं सर्व्ववस्तुषु ॥ ५१ ॥
कारणज्ञानतः कार्य्यविज्ञानञ्चापि सोऽवदत् ।
सत्यज्ञानेऽनृतज्ञानं कथमत्रोपपद्यते ॥ ५२ ॥
समृत्कस्य विकारस्य कार्य्यता लोकदृष्टितः ।

सन्दर्भेण कार्य्यस्यानृतत्वे मृत्सुवर्णायी रूपं दृष्टान्तत्रयमुक्तवानित्यर्थः । किमर्थमेवं दृष्टान्तत्रयमुक्तवानित्याशङ्क्याह अत इति । यत एवं बहुषु मृदादिषु कार्य्यानृतत्वमुपलब्धमतो भूतभौतिकरूपेषु वस्तुषु कार्य्यानृतत्वं वासितं कुर्य्यादित्यर्थः ॥ ५१ ॥

ननु कार्य्यानृतत्वानुसन्धानमपि किमर्थमुक्तमित्याशङ्क्य कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानसिद्ध्यै इत्यभिप्रायेणाह कारणज्ञानत इति । कारणस्य मृदादेर्ज्ञानात् कार्य्यजातस्य घटादेर्ज्ञानमपि यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यादित्यादि वाक्यजातेनोक्तवानित्यर्थः । ननु मृत्सुवर्णादिरूपस्य पारमार्थिकस्य कारणस्य विज्ञानात् तद्विलक्षणस्य घटशरावादेर्विज्ञानमनुपपन्नमिति शङ्कते सत्येति ॥ ५२ ॥

कार्य्यस्य सत्यानृतद्वयरूपत्वात् कारणज्ञानात् कार्य्यगतसत्यांशविज्ञानं भवतीति अभिप्रेत्याह समृत्कस्येति । समृत्कस्याधिष्ठानभूतमृत्सहितस्य विकारस्यारोपितस्य घटादिरूपस्य

দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের কার্য্যভূত সমুদায় পদার্থকে মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় করিবে। যেমন মৃত্তিকাদির কার্য্য ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকাদির বিকার ভিন্ন আর অতিরিক্ত কোন পদার্থই নহে, সেইরূপ এই জগৎও ব্রহ্মের কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ বহু বহু দৃষ্টান্তদ্বারা জগতের কার্য্যভূত পদার্থ সকলের অনিত্যত্বপ্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥

আরুণিনামক ঋষি এইরূপ দৃষ্টান্তপ্রদর্শন পুরঃসর প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, কার্য্য বস্তুর জ্ঞান হইলেই কারণ বস্তুর জ্ঞান হইয়া থাকে। তিনি আরও কহিয়াছেন যে, কারণ বস্তু সকলের সত্যত্ব জ্ঞান হইলেই তাহার কার্য্যভূত পদার্থ সকল যে মিথ্যা, তাহাও যে কিরূপে জানা যাইতে পারে, তাহা পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে। মৃত্তিকা সুবর্ণাদির পরিজ্ঞান হইলে কিরূপে যে ঘটশরাবাদি কার্য্যভূত পদার্থের জ্ঞান হয়, তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন ॥ ৫২ ॥

কার্য্যভূত পদার্থসকল সত্য ও মিথ্যা উভয়স্বরূপ। মৃত্তিকার সহিত বর্ত্তমান যে ঘটাদিবিকার তাহাকেই লোকে কার্য্য বলিয়া থাকে, ঐ ঘটে

वास्तवोऽत्र मृदंशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५३ ॥
अनृतांशो न बोद्धव्यस्तद्बोधानुपयोगतः।
तत्त्वज्ञानं पुमर्थं स्यान्नानृतांशावबोधनम् ॥ ५४ ॥
तर्हि कारणविज्ञानात् कार्य्यज्ञानमितीरिते।

कार्य्यता कार्य्यशब्दार्थत्वं लोकप्रसिद्धमित्यर्थः। भवत्वेवम् एतावता कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानं न सम्भवतीति चोद्यस्य कः परिहारो जात इत्याशङ्क्य कार्य्यगतानृतांशज्ञानाभावेऽपि तद्गतसत्यांशज्ञानं भवत्येवेति परिहरति वास्तवोऽत्रेति। अत्र कार्य्ये यो वास्तवो मृदंशोऽस्ति अस्य वास्तवांशस्य बोधो ज्ञानं कारणज्ञानाद्भवतीत्यर्थः ॥ ५३ ॥

ननु कारणगतसत्यांशवदनृतांशोऽपि बोद्धव्य इत्याशङ्क्य प्रयोजनाभावान्नैवमित्याह अनृतांशो न बोद्धव्य इति। प्रयोजनाभावमेव प्रकटयति तत्त्वज्ञानमिति। तत्त्वस्य अबाध्यस्य वस्तुनो ज्ञानं पुमर्थं पुंसो ज्ञातुः पुरुषस्यार्थः प्रयोजनं यस्मिन् तत् पुमर्थमिति बहुव्रीहिः अनृतांशस्य विकारस्यावबोधनं प्रयोजनवन्न भवतीत्यर्थः ॥ ५४ ॥

ननु कारणज्ञानात् कार्य्यज्ञानं भवतीत्येतदर्थः श्रौतबुद्धौ चमत्कारहेतुर्भविष्यतीत्यभिप्रायेणोक्तं तदेतन्न सम्भवतीति शङ्कते तर्हीति। कारणस्य मृदादेर्ज्ञानात् कार्य्यगतं मृदादि-

---

বিকার ও মৃত্তিকা উভয় অংশই আছে। কিন্তু তাহার যে বিকার অংশ, তাহা মিথ্যা এবং মৃত্তিকা অংশই সত্য। এস্থলে কারণজ্ঞান হইলেই কার্য্যগত অংশের পরিজ্ঞান হয় ॥ ৫৩ ॥

বিকারের সহিত বর্ত্তমান মৃত্তিকারূপ ঘটের কারণরূপ মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে আর তাহার মিথ্যা অংশ জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তত্ত্বজ্ঞানই পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ, মিথ্যা অংশের পরিজ্ঞান কখনও পুরুষার্থ সিদ্ধির কারণ নহে। এই অসত্য জগতের কারণীভূত ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান হইলে লোকসকল মুক্ত হইয়া চরিতার্থ হইতে পারে, অসত্য জগতের পরিজ্ঞান কোন কার্য্যসাধন করিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকের মর্ম্মার্থদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কারণজ্ঞান হইলেই কার্য্যগত সত্যাংশ অংশের পরিজ্ঞান হয়। উক্ত প্রমাণদ্বারা এই স্থলে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা মৃত্তিকারই পরিজ্ঞান হয়, কিন্তু

मृद्बोधान्मृत्तिका बुद्धेत्युक्तं स्यात् कोऽत्र विस्मयः ॥ ५५ ॥
सत्यं कार्य्येषु वस्त्वंशः कारणात्मेति जानतः।
विस्मयो मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः केन वार्य्यते ॥ ५६ ॥
आरम्भी परिणामी च लौकिकश्चैककारणे।

सत्यांशज्ञानं भवतीत्युक्ते मृत्ज्ञानात् मृदो ज्ञानमित्युक्तं भवति एवं सति मन्दैत एव चमत्कारो नार्थत इत्यर्थः ॥ ५५ ॥

ईदृग्विवेकवतां विस्मयाभावेऽपि तद्रहितानां विस्मयः स्यादेवेति परिहरति सत्यमिति। कार्य्येषु घटादिषु विद्यमानो वास्तवोऽंशः कारणस्वरूपमेवेति ये जानन्ति तेषामाश्चर्य्यं माभूत् इतरेषां तज्ज्ञानशून्यानां जायमानो विस्मयो न निवारयितुं शक्य इत्यर्थः ॥ ५६ ॥

अज्ञस्य विस्मयो भवेदित्युक्तमेवार्थं प्रपञ्चयति आरम्भीति। आरम्भोनाम समवाय्यसमवायिनिमित्ताख्यकारणेभ्यो भिन्नस्य कार्य्यस्योत्पत्तिः तां यो वक्ति सोऽयमारम्भीत्युच्यते। पूर्व्व-

কারণ জ্ঞানেতে যে কার্য্যজ্ঞান হয়, তাহার কিছুই ব্যক্ত হইল না, ইহাতে আমি নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইলাম। "কারণরূপ মৃত্তিকাদির পরিজ্ঞানে কার্য্যভূত মৃত্তিকাদিগত সত্যাংশ পরিজ্ঞাত হয়" এইরূপ বলিলে "মৃত্তিকাজ্ঞানে মৃত্তিকাজ্ঞান হয়" এইরূপ অর্থই প্রকাশ পাইল। অতএব ইহাতে কারণজ্ঞানে কার্য্যজ্ঞানের কি উপকার হইল ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে আশঙ্কা করিয়া বিস্ময় বোধ হইয়াছিল, এইক্ষণ তাহারই সমাধানার্থ বলিতেছেন।—কার্য্যেতে যে কারণরূপে সত্যবস্তুর অংশ থাকে, ইহা যিনি জানেন, তিনি এস্থলে কখনও বিস্ময় বোধ করিবেন না। কিন্তু অজ্ঞব্যক্তিদিগের এস্থলে বিস্ময় হইবে, তাহা কে নিবারণ করিতে পারে? যাহারা অজ্ঞ তাহারা অতিসামান্য বিষয় দেখিলেও চমৎকার জ্ঞান করিয়া অস্থির হয়, কিন্তু জ্ঞানিগণ অতিদুরূহ ব্যাপার উপস্থিত হইলেও তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া প্রকৃত পদার্থ নির্ণয় করিয়া থাকেন, তাঁহারা কোন-বিষয়েই অজ্ঞানিদিগের ন্যায় বিস্মিত হইয়া থাকেন না ॥ ৫৬ ॥

অজ্ঞানীরা সকল বিষয়েই বিস্ময় জ্ঞান করে। "আরম্ভকারণ, পরিণামীকারণ, অথবা অন্য কোন লৌকিককারণ ইহাদিগের মধ্যে কোন একটি

ঘ্নাতে সর্ব্বমতং শ্রুত্বা প্রাপ্নুবন্ত্যেব বিস্ময়ম্ ॥ ৫৭ ॥
অদ্বৈতেঽভিমুখীকর্ত্তুমেবাত্রৈকস্য বোধতঃ।
সর্ব্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাত্বস্য বিবক্ষয়া ॥ ৫৮ ॥

রূপপরিত্যাগেন রূপান্তরপ্রাপ্তিলক্ষণং পরিণামং যো বক্তি সপরিণামীত্যুচ্যতে। প্রক্রিয়াত্রয়মজানন্ লোকব্যবহারমাত্রপরো লৌকিক ইত্যুচ্যতে। এতেষাং ত্রয়াণামপি কারণস্যৈকস্য জ্ঞানাদনেকেষাং কার্য্যাণাং বিজ্ঞানং ভবতীতি বাক্যশ্রবণাৎ বিস্ময়ো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ননু যথাশ্রুতমর্থং পরিত্যজ্য দ্বৈতং ব্যাখ্যানে কিং কারণমিত্যাশঙ্ক্য শ্রুতেস্তত্র তাৎপর্য্যাভাবদিত্যাহ অদ্বৈতেতি। অদ্বৈতবিজ্ঞানে শিষ্যমভিমুখীকর্ত্তুমেব ছান্দোগ্যশ্রুতাবেকস্য কারণস্য বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বেষাং কার্য্যাণাং বিজ্ঞানমুক্তং ন তু কার্য্যাণামনেকেষাং বিজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

কারণকে বিশেষরূপে জানিতে পারিলে অনেক কার্য্য জানিতে পারা যায়” এই বাক্য শ্রবণ করিলেও অজ্ঞানী ব্যক্তিরা বিস্ময়াপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা আরম্ভকারণ বা পরিণামীকারণের মর্ম্ম কিছুই জানে না, অতএব কিছুতেই তাহাদিগের সেই বিস্ময় নিবারিত হইবার নহে এবং তাহাদিগের সেই বিস্ময়ের নিবারণার্থ প্রয়াস করাও বৃথা। যাহারা অজ্ঞানী সর্ব্ববিষয়েই তাহাদিগের সংশয় থাকে। কোন বিষয়েও তাহারা নিঃসংশয় হইতে পারে না ॥ ৫৭ ॥

এই প্রকরণে অদ্বৈতানন্দ বর্ণন প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, তবে প্রতিজ্ঞাত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যকারণ ব্যাখ্যানের প্রয়োজন কি ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—শিষ্যবর্গকে অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে অভিমুখ করিবার অভিপ্রায়ে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, একের জ্ঞান হইলেই তজ্জাতীয় সমুদায় পদার্থের পরিজ্ঞান হইতে পারে, কেবল যে কতিপয় পদার্থমাত্র পরিজ্ঞাত হইতে পারে এমত নহে, একটি কারণের জ্ঞান হইলেই সেই কারণজন্য যাবতীয় পদার্থের পরিজ্ঞানই সেই একটিমাত্র কারণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য। কেবল কতিপয় পদার্থের পরিজ্ঞান তাহার উদ্দেশ্য নহে ॥ ৫৮ ॥

एकमृत्पिण्डविज्ञानात् सर्व्वं मृण्मयधीर्यथा।
तथैकब्रह्मबोधेन जगद्बुद्धिर्व्विभाव्यताम्॥ ५९॥
सच्चित्सुखात्मकं ब्रह्म नामरूपात्मकं जगत्।
तापनीये श्रुतं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्॥ ६०॥
सद्रूपमारुणिः प्राह प्रज्ञानं ब्रह्म बह्वृचाः।

इदानीमेकविज्ञानेन सर्व्वविज्ञानदृष्टान्तप्रदर्शनपरस्य यथा सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यादिति वाक्यस्यार्थनिरूपणपुरःसरं दार्ष्टान्तिकप्रदर्शनपरस्य उत तमादेशमप्राक्षो येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं मतमिति वाक्यस्यार्थं प्रदर्शयन् प्रकृते फलितमाह एकमृदिति। यथा घटशरावाद्युपादानस्यैकस्य मृत्पिण्डस्यावबोधात् तद्विकाराणां सर्वेषां घटादीनां बोधो भवति एवं सर्व्वोपादानभूतस्य एकस्य ब्रह्मणो बोधात् कार्य्यस्य कृत्स्नस्य जगतो बोधो भवतीत्यवगन्तव्यमित्यर्थः॥ ५९॥

ननु ब्रह्मजगतोः स्वरूपापरिज्ञाने ब्रह्मज्ञानात् जगतो ज्ञानं भवतीत्येवं नावगन्तुं शक्यते इत्याशङ्क्य तदवगमनाय तदुभयस्वरूपं दर्शयति सच्चिदिति। ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्य तापनीयादिश्रुतयः प्रमाणमित्यभिप्रायेणाह तापनीय इति। उत्तरस्मिंस्तापनीये आथर्वणिके तावत् ब्रह्मैवेदं सर्वं सच्चिदानन्दमात्रम् इत्यादिप्रदेशेषु ब्रह्मणः सच्चिदानन्दरूपत्वमुक्तमित्यर्थः॥ ६०॥

आदिशब्देन विवक्षितानि श्रुत्यन्तराणि दर्शयति सद्रूपेति। अरुणपुत्रेणोद्दालकेन

যেমন একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড জানিলেই সমুদায় মৃণ্ময় পদার্থ জানা যায়, যেহেতু একটিমাত্র মৃৎপিণ্ডে যে যে গুণ আছে, সমুদায় মৃণ্ময় পদার্থেই সেই সেই গুণ আছে। সেইরূপ এক পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই জগতের সমুদায় পদার্থের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হয়॥ ৫৯॥

ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের স্বরূপ না জানিলে যে কেবল ব্রহ্মপরিজ্ঞানে জগতের জ্ঞান হয়, ইহা সম্ভবপর নহে; এই নিমিত্ত ব্রহ্ম ও জগৎ উভয়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন।—পরব্রহ্ম নিত্য, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ এবং জগৎ কেবল নামমাত্র ও বিনশ্বর পদার্থ। তাপনীয় শ্রুতিই ইহার প্রমাণরূপে বিদ্যমান আছে। উক্ত শ্রুতিতে পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বিশেষরূপে উক্ত আছে॥ ৬০॥

সনতকুমার আনন্দমেবমন্যত্র গম্যতাম্ ॥ ৬১ ॥
বিচিন্ত্য সর্ব্বরূপাণি কৃত্বা নামানি তিষ্ঠতি।
অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৬২ ॥
অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টেরূর্দ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা।

ছান্দোগ্যশ্রুতৌ সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদিত্যাদিনা সদ্রূপং ব্রহ্ম নিরূপিতম্। তথাবহ্বৃচাঃ ঋক্শাখাধ্যায়িনঃ ঐতরেয়োপনিষদি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞানরূপত্বং ব্রহ্মণো দর্শয়ন্তি এবং পূর্ব্বোদাহৃতায়াং ছান্দোগ্যশ্রুতাবেব সনতকুমারাখ্যো গুরুঃ নারদাখ্যায় শিষ্যায় সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিত্যুপক্রম্য যো বৈ ভূমা তত্সুখমিতি ভূমশব্দাভিধেয়স্য ব্রহ্মণ আনন্দরূপত্বমুক্তবানিত্যর্থঃ। উক্তন্যায়মন্যত্রাপ্যতিদিশতি এবমন্যত্রেতি। অন্যত্র তৈত্তিরীয়কাদিশ্রুতিষু আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাদিত্যাদিবাক্যৈরানন্দরূপত্বাদিকমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

সচ্চিদানন্দেষ্বিব নামরূপয়োরপি শ্রুতিং দর্শয়তি বিচিন্ত্যেতি। সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য। ধীরো নামানি কৃত্বা অভিবদন্ যদাস্তে ইতি অনেন জীবেনাত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি চ স্রষ্টব্যে জগন্নিষ্ঠে নামরূপে শ্রুত্যা দর্শিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তত্রৈব শ্রুত্যন্তরমুদাহরতি অব্যাকৃতমিতি। বৃহদারণ্যকশ্রুতৌ তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদং রূপমিতি সৃষ্টস্য জগতো নামরূপা-

অরুণতনয় উদ্দালক আরও বলিয়াছেন যে, পরব্রহ্মের স্বরূপ সৎমাত্র, উহার অন্য কোন স্বরূপ নাই। ঋগ্বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, পরব্রহ্ম জ্ঞানময় এবং সনৎকুমার ঋষি পরব্রহ্মকে আনন্দমাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অন্যান্য ঋষিসকলও ঐরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দময় জানিবে ॥ ৬১ ॥

পরমাত্মা পরমেশ্বর এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সমুদায় জগতের স্বরূপ চিন্তা করিয়া জগতের যাবতীয় পদার্থের প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং সঙ্কল্প করিয়া এই পরিদৃশ্যমান অখিলব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় ॥ ৬২ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিপ্রমাণে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরেতে যে অব্যক্ত শক্তি থাকে, তাহাই সৃষ্টিকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃতাভিধা ॥ ৬২ ॥
অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা।
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্ ॥ ৬৪ ॥
আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ।

ত্মকত্বং দর্শিতমিত্যর্থঃ। সৃষ্টেঃ পূর্ব্বমিদং জগদব্যাকৃতম্ অব্যক্তনামরূপাত্মকম্ অভূৎ। ঊর্দ্ধ সৃষ্ট্যবসরে দ্বিধা বাচ্যবাচকভাবেন ব্যাক্রিয়তে ব্যক্তীকৃতমিত্যর্থঃ। ইদানীং তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীদিত্যত্র অব্যাকৃতশব্দস্যার্থমাহ অচিন্ত্যশক্তিরিতি। এবং ব্রহ্মণি অচিন্ত্য-শক্তির্মায়াস্তি এষা ব্যাকৃতাভিধা অস্মিন্ বাক্যে ত্বব্যাকৃতশব্দেনাভিধীয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইত্যস্যার্থমাহ অবিক্রিয়েতি। অবিকারিণি ব্রহ্মণি বর্ত্তমানা সা অনেকধা ভূতভৌতিকপ্রপঞ্চরূপেণ বহুধা বিকারং পরিণামং প্রাপ্নোতি। মায়া ব্রহ্মণি বর্ত্ততে ইত্যত্র প্রমাণমাহ মায়ান্ত্বিতি। মায়াং পূর্ব্বোক্তাং প্রকৃতিং প্রক্রিয়তে অনয়েতি প্রকৃতিরুপাদানকারণং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ। মায়িনং তস্যাশ্রয়ত্বেন তদ্বন্তং মহেশ্বরং মায়া-নিয়ামকং বিদ্যাদিত্যনুবর্ত্ততে। উভয়ত্র তুশব্দঃ পরস্পরবৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ ॥ ৬৪ ॥

ইদানীং মায়োপহিতস্য তস্য ব্রহ্মণঃ প্রথমং কার্য্যমাহ আদ্য ইতি। তস্য কারণত্রয়া-দাগতং রূপত্রয়মাহ সোঽস্তীতি। সচ্চিদানন্দরূপ ইত্যর্থঃ। তস্য স্বাকীতিকং রূপমাহ

সেই শক্তিই নাম ও রূপ এই দুই প্রকার হয়। ব্রহ্মের সেই মায়াকেই অব্যক্ত শক্তি বলা যায়। ব্রহ্মের এক শক্তিই ব্যক্ত ও অব্যক্তভেদে দুইপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

পরব্রহ্মবিকাররহিত, তাঁহাতে যে মায়াশক্তি বিদ্যমান আছে, সেই মায়া-শক্তিই নানাপ্রকারে বিকৃত হইয়া নানাপ্রকার নাম রূপবিশিষ্ট জগৎ ব্যক্ত হয়। উক্ত পরব্রহ্মের মায়াশক্তিকেই প্রকৃতি বলা যায় এবং সেই প্রকৃতি-বিশিষ্ট পরব্রহ্মকে মায়ী বলিয়া থাকে। সেই মায়াশক্তিই ভৌতিকপ্রপঞ্চরূপে নানাপ্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

সেই মায়াবিশিষ্ট পরমেশ্বর হইতে প্রথমতঃ এই আকাশ সমুৎপন্ন হয়। ইহাই পরব্রহ্মের প্রথমবিকার, পরব্রহ্মের প্রথমবিকাররূপ আকাশের কারণ-ত্রয়োৎপন্ন তিনটি রূপ আছে, যথা সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা। আকা-

অবকাশস্তস্য রূপং তন্মিথ্যা ন তু তত্ত্রয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
ন ব্যক্তেঃ পূর্ব্বমস্ত্যেবং ন পশ্চাচ্চ বিনাশতঃ।
আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা ॥ ৬৬ ॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত!।
অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোঽর্জুনং প্রতি ॥ ৬৭ ॥

অবকাশ ইতি তস্য পূর্ব্বস্মাৎ রূপত্রয়াদ্ বৈলক্ষণ্যমাহ তন্মিথ্যেতি। সদাদিরূপত্রয়ং বাস্তবমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

তস্য চতুর্থরূপস্য মিথ্যাত্বে হেতুমাহ নব্যক্তেরিতি। নমূৎপত্তিবিনাশয়োর্ম্মধ্যে প্রতীয়মানস্যাবকাশস্য কথমসত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ আদাবন্তে ইতি ॥ ৬৬ ॥

উক্তেঽর্থে শ্রীকৃষ্ণবাক্যং প্রমাণয়তি অব্যক্তেতি ॥ ৬৭ ॥

শের এই গুণত্রয়ই সত্য এবং তাহার যে অবকাশস্বরূপ আছে, তাহা মিথ্যা। কারণ আকাশের প্রতীতিদ্বারাই এইরূপ অনুমিত হয় ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে আকাশের যে অবকাশস্বরূপ আছে, তাহা মিথ্যা, এই শ্লোকে আকাশের সেই অবকাশস্বরূপের মিথ্যাত্ব প্রমাণ করিতেছেন।—যেহেতু অব্যক্ত অবস্থাতে ও বিনাশকালে আকাশের অবকাশস্বভাব থাকে না, অতএব সেই অবকাশস্বরূপকে মিথ্যা বলা যায়। যাহার উৎপত্তি বিনাশ থাকে, তাহাকে কোনরূপেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। যে বস্তু আদিতেও অন্তেতে যেরূপে থাকে, বর্ত্তমানেও তাহার সেইরূপই হয়। আকাশের অব্যক্ত অবস্থাতে অবকাশ স্বভাব ছিল না এবং বিনাশকালেও থাকিবে না; সুতরাং বর্ত্তমানকালে যে সেই অবকাশস্বরূপ থাকিবে, তাহা সম্ভবপর নহে। অতএব আকাশের অবকাশস্বরূপ মিথ্যা, ইহাই প্রমাণীকৃত হইল ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, যে বস্তু আদিতে ও অন্তেতে যেরূপে থাকে, বর্ত্তমানেও তাহার সেইরূপ হয়। এই বিষয়ের প্রামাণ্য প্রদর্শনার্থ ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টাবিংশতি শ্লোকোক্ত শ্রীকৃষ্ণের বাক্য প্রমাণস্বরূপে প্রদর্শন করিতেছেন।—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন, হে অর্জ্জুন! সমুদায় ভূত

মৃদ্বত্ তে সচ্চিদানন্দা অনুগচ্ছন্তি সর্ব্বদা।
নিরাকাশে সদাদীনামনুভূতির্নিজাত্মনি ॥ ৬৮ ॥
অবকাশে বিস্মৃতেঽথ তত্র কিং ভাতি তে বদ।
শূন্যমেবেতি চেদস্তু নাম তাদৃগ্বিভাতি হি ॥ ৬৯ ॥

সদাদিরূপত্রয়স্যাকাশে সত্ত্বে কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যানুভূতিরেব প্রমাণমিত্যাহ মৃদ্বদিতি। মৃদ্বদিতি দৃষ্টান্তপ্রদর্শনার্থং ঘটাদিষু যথা কালত্রয়েঽপি মৃদনুবর্ত্ততে তথা সদাদিরূপত্রয়ং কথমনুভূতমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিরাকাশ ইতি ॥ ৬৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি অবকাশে ইতি। পূর্ব্ববাদিনশ্চোদ্যমনুবদতি শূন্যমিতি। অঙ্গীকৃত্য পরিহারমাহ অস্তু নামেতি। মন্দতঃ শূন্যমস্তু অথ তত্রাবকাশাভাববিশিষ্টস্য বিশিষ্টত্বেন প্রতীয়মানং কিঞ্চিদস্তি ইত্যভ্যুপগন্তব্যমিত্যাহ তাদৃগিতি। হিশব্দো লোকপ্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থঃ ॥ ৬৯ ॥

আদিতে ও অন্তেতে অব্যক্ত থাকে, অতএব সেই সকল ভূত যে বর্ত্তমান কালে ব্যক্ত থাকিবে, তাহা সত্য নহে; অর্থাৎ যে বস্তু পূর্ব্বে ও পরে অসৎ, তাহা কখনও বর্ত্তমানে সৎ হইতে পারে না। আদি অন্তে অসৎ বস্তুকে বর্ত্তমানেও অসৎ বলিয়া জানিবে ॥ ৬৭ ॥

আকাশের সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিনের সত্তাত্ব বিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ঘটাদি বস্তুতে মৃত্তিকা সর্ব্বদা অনুগত আছে, সেইরূপ সকল বস্তুতেই সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সর্ব্বদাই অনুগত থাকে এবং আত্মাতে যেমন সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা এই তিন ধর্ম্ম অনুভূত হয়, সেইরূপ আকাশেরও উক্ত ধর্ম্মত্রয় অনুভবসিদ্ধ বলিয়া জানা যায় ॥ ৬৮ ॥

যদি আকাশ হইতে অবকাশবত্ত্ব ভাববিযুক্ত হয়, তাহাহইলে আকাশেতে সত্তাদি ভিন্ন আর কি অনুভূত হইতে পারে? আর যদি বল, আকাশে সত্তাদির অনুভব হয় না, কেবল শূন্যই অনুভূত হয়, তাহাহইলে আমি তাহাকে বিদ্যমানতা বলিয়া স্বীকার করি। শূন্যই আকাশের বিদ্যমানতারূপে সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৬৯ ॥

नाद्दक्त्वादेव तस्यास्यमौदासीन्येन तत् सुखम्।
आनुकूल्यप्रातिकूल्यहीनं यत् तन्निजं सुखम्॥ ७०॥
आनुकूल्ये हर्षधीः स्यात् प्रातिकूल्ये तु दुःखधीः।
द्वयाभावे निजानन्दो निजं दुःखन्तु न क्वचित्॥ ७१॥
निजानन्दे स्थिते हर्षशोकयोर्व्यत्ययः क्षणात्।

भवत्वेवं प्रकृते किमायातमित्याशङ्क्य विशिष्यत्वेन प्रतीयमानस्य स्वरूपमभ्युपेयमित्याह नाद्दक्त्वादेवेति। अस्य सुखस्वरूपत्वमाह औदासीन्येनेति। औदासीन्यरूपत्वाद् तस्य सुखस्वरूपत्वमित्यर्थः। नन्वनुकूलत्वरहितस्य कथं सुखस्वरूपमित्याशङ्क्याह आनुकूल्येति॥७०॥

तदेवोपपादयति आनुकूल्ये हर्षधीरिति। ननु निजानन्दवत् निजदुःखमपि किं न स्यादित्याशङ्क्य दुःखे निजस्वरूपसिद्ध्यभावान्नैवमित्याह निजं दुःखन्त्विति॥ ७१॥

ननु निजानन्दस्य सदानन्दत्वात् सर्व्वदा हर्ष एव स्यात् न तु शोक इत्याशङ्क्य तस्य

আকাশের প্রকাশমানতাদ্বারাই তাহার সত্তার প্রতীতি হয় এবং সেই আকাশের ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত তাঁহার সুখস্বরূপত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। আনুকূল্য প্রাতিকূল্য হীন যে বস্তু, তাহাকেই সুখস্বভাব বলিয়া স্বীকার করা যায়। যে বস্তু কথনও কাহার অনুকূল বা প্রতিকূল হয় না, তাহাই প্রকৃত সুখস্বরূপ। যে বস্তু একসময়ে বা এক ব্যক্তির অনুকূল হইয়া সুখ উৎপাদন করে এবং সময়ান্তরে বা অন্য ব্যক্তির পক্ষে প্রতিকূল হইয়া ক্লেশ দেয়, তাহাকে প্রকৃত সুখস্বভাব বলিয়া স্বীকার করা যায় না॥ ৭০॥

যে বস্তু অনুকূল, তাহাতে লোকের হর্ষ এবং যে বস্তু প্রতিকূল, তাহাদ্বারা লোকের দুঃখ হইয়া থাকে। আর অনুকূল ও প্রতিকূল এই উভয়ের অভাব হইলেই লোকের আনন্দ উপস্থিত হয়। সেই নিজানন্দে কোনরূপ দুঃখের সম্ভাবনা নাই। আনুকূল্য প্রাতিকূল্যের অভাবে যে সুখ উপস্থিত হয়, কখনও সেই আনন্দের অন্যথা হয় না॥ ৭১॥

আনন্দ স্থিরীকৃত হইলে ক্ষণকালমধ্যেই হর্ষ ও শোকের ব্যত্যয় হয়, অর্থাৎ সেই ক্ষণিক; হর্ষ ও ক্ষণিক শোকের নিবৃত্তি হইয়া যায়। যেহেতু মনও ক্ষণিক, সুতরাং তাহার ধর্ম্ম, হর্ষ ও শোক উভয়ই যে ক্ষণস্থায়ী হইবে,

मनसः क्षणिकत्वेन तयोर्मानसतेष्यताम् ॥ ৭২ ॥

आकाशेऽप्येवमानन्दः सत्ताभाने तु संमते।
वाय्वादिदेहपर्यन्तवस्तुष्वेवं विभाव्यताम् ॥ ৭৩ ॥

गतिस्पर्शौ वायुरूपं वह्नेर्दाहप्रकाशने।
जलस्य द्रवता भूमेः काठिन्यं चेति निर्णयः ॥ ৭৪ ॥

नित्यत्वेऽपि तद्ग्राहिणो मनसः क्षणिकत्वेन मानसयोरपि क्षणिकत्वमित्याह निजानन्द इति ॥ ৭২ ॥

दृष्टान्ते सिद्धमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति आकाशेऽपीति। एवं निजात्मन्युक्तप्रकारेण इत्यर्थः। सत्ताभाने तु भवताप्युपगम्यते अतो नोपपादनीये इत्यर्थः। आकाशे प्रतिपादितमर्थं वाय्वादिशरीरान्तेष्वप्युपगन्तव्यमित्याह वाय्वादीति ॥ ৭৩ ॥

তাহার সন্দেহ নাই। (কথনও মনের একরূপ অবস্থা অধিকক্ষণস্থায়ী হয় না। একসময়ে মানসিক হর্ষ উপস্থিত হয়, ক্ষণকাল পরেই সেই হর্ষের অভাব হইয়া শোক উপস্থিত হইতে পারে এবং সময়বিশেষে শোকের নিবারণ হইয়া সুখের উৎপত্তি হয়) ॥ ৭২ ॥

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ও প্রমাণানুসারে আকাশের সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা সিদ্ধ হইল। তদনুসারে বায়ুপ্রভৃতি স্থূলদেহপর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুতেও সত্তা, প্রকাশমানতা ও প্রিয়তা নিশ্চয় করিবে। যে প্রমাণে আকাশের সত্তাদি সিদ্ধ হইল, সেই প্রমাণেই স্থূলদেহপর্য্যন্ত সমুদায় বস্তুর সত্তাদি বিবেচনা করিবে ॥ ৭৩ ॥

এইক্ষণে বায়ুপ্রভৃতির যে সকল অসাধারণ ধর্ম্ম আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন।—সর্ব্বদাই বায়ুর গতি ও স্পর্শ অনুভূত হইতেছে, অতএব গতি ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর ধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে। বহ্নির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশ প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, এইনিমিত্ত দাহিকাশক্তি ও প্রকাশ এই দুইটি বহ্নির অসাধারণ ধর্ম্ম জানিবে। জলের দ্রবত্ব সকলেই দেখিতেছেন; সুতরাং জলের দ্রবত্বকে স্বাভাবিক ধর্ম্ম জানিতে হইবে এবং পৃথিবীর কাঠিন্য ধর্ম্ম সর্ব্বদা অনুভূত হয়, এইজন্য কাঠিন্যকে পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম্মরূপে নিশ্চয়

असाधारणे आकाशे औषध्यन्नवपुःष्वपि।
एवं विभाव्य मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम् ॥ ७५ ॥
अनेकधा विभिन्नेषु नामरूपेषु चैकधा।
तिष्ठन्ति सच्चिदानन्दा विसंवादो न कस्यचित् ॥ ७६ ॥
निस्तत्त्वे नामरूपे द्वे जन्मनाशयुते च ते।
बुद्ध्या ब्रह्मणि वीक्षस्व समुद्रे बुद्बुदादिवत् ॥ ७७ ॥
सच्चिदानन्दरूपेऽस्मिन् पूर्णे ब्रह्मणि वीक्षिते।

अथ वाय्वादीनामसाधारणधर्मान् दर्शयति गतिस्पर्शाविति द्वाभ्याम् ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

फलितमाह अनेकधेति ॥ ৭৬ ॥

तर्हि प्रतीयमानयोर्नामरूपयोः का गतिरित्याशङ्क्य कल्पितत्वम् एव इत्याह निस्तत्त्वे इति। कल्पितत्वे हेतुः जन्मेति ॥ ৭৭ ॥

तत किम् इत्यत आह सच्चिदानन्देति ॥ ৭৮ ॥

করিবে। এইরূপে আকাশাদি ভূতসকলের অসাধারণ গুণনিরূপণ করিবে ॥ ৭৪ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে আকাশ, ওষধি, অন্ন ও স্থূলশরীর প্রভৃতির যথাযোগ্য স্বভাব নির্ণয় করিয়া নানাপ্রকারে বিভিন্ন ও নানাপ্রকার নাম রূপবিশিষ্ট অনন্তপদার্থে একমাত্র সচ্চিদানন্দের অবস্থিতি নির্ণয় করিবে। তাহাতে কাহারও মতের বিরোধ নাই। কারণ একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেই জগতের অনন্তপদার্থ অবস্থিত আছে। নাম, রূপ ও স্বভাবের বিভিন্নতাবশতঃই পদার্থসকল নানাপ্রকার হইয়াছে ॥ ৭৫-৭৬ ॥

উৎপত্তিবিনাশশালী জগতের নাম ও রূপ মিথ্যা। কারণ যাহার জন্ম ও বিনাশ আছে, তাহাকে সত্য বলা যায় না; কেবল পরব্রহ্মই সত্য। সত্য-স্বরূপ পরব্রহ্মেতে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, এই নামরূপধারী জগৎ সমুদ্রের বুদ্বুদের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। সমুদ্রের জলবুদ্বুদ যেমন ক্ষণভঙ্গুর, এই নামরূপও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী ॥ ৭৭ ॥

সচ্চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইলেই ক্রমশঃ নামরূপের

स्वयमेवावजानाति नामरूपे शनैः शनैः ॥ ७৮ ॥
यावद् यावदवज्ञा स्यात् तावत् तावत् तदीक्षणम् ।
यावद् यावद् वीक्ष्यते तत् तावत् तावदुभे त्यजेत् ॥ ७৯ ॥
तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामयं पुमान् ।
जीवन्नेव भवेन्मुक्तो वपुरस्तु यथा तथा ॥ ৮০ ॥
तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम् ।
एतदेकपरत्वञ्च तदभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ ৮১ ॥

ब्रह्मज्ञानदार्ढ्यस्य द्वैतावज्ञापूर्ब्बकत्वात् श्रवणादिवत् द्वैतावज्ञापि कर्त्तव्येत्याह याव-दिति ॥ ७৯ ॥

उभयाभ्यासफलमाह तदभ्यासेनेति ॥ ৮০ ॥

इदानीं ब्रह्माभ्यासस्य स्वरूपमाह तच्चिन्तनमिति ॥ ৮১ ॥

মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হয়। যখন সেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণব্রহ্মকে জানিতে পারিবে তখন নামরূপবিশিষ্ট জগৎ মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হইবে ॥ ৭৮ ॥

যখন নামরূপ প্রভৃতি দ্বৈতবস্তুর মিথ্যাত্ববোধ হইয়া তাহাতে অবজ্ঞা জন্মে, তখনই পরব্রহ্মের প্রতি দৃষ্টি হয়। আর যখন পরব্রহ্মের অবগতি হয়, তখনই নাম ও রূপ উভয়ই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। ব্রহ্ম ও নামরূপ প্রভৃতি দ্বৈতবস্তু এই উভয়ের মধ্যে একের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে অপরের জ্ঞান হয় না ॥ ৭৯ ॥

যখন অভ্যাসদ্বারা আত্মতত্ত্ববিদ্যা স্থিরীভূত হইবে, তখন পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়। পুরুষ জীবন্মুক্ত হইলে স্বয়ংই সকল বিষয় জানিতে পারে, তখন তাহার কোনবিষয়ই অপরিজ্ঞাত থাকে না। জীবন্মুক্ত পুরুষের দেহ যেরূপ থাকুক না কেন, তাহাতে তাহার কোন হানি হয় না ॥ ৮০ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস নিরূপণ করিতেছেন।—পরব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা, ব্রহ্মস্বরূপের কথোপকথন, অপরাপর ব্যক্তিকে ব্রহ্মবিজ্ঞানের উপদেশ এবং ব্রহ্মানুসন্ধানে একাগ্র হওয়া, এই সকল কার্য্যকে ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস বলা যায়। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মানুসন্ধানকেই পণ্ডিতগণ ব্রহ্মধ্যান বলিয়া থাকেন ॥ ৮১ ॥

वासनानेककालीना दीर्घकालं निरन्तरम् ।
सादराभ्यस्यमाने सर्व्वथैव निवर्त्तते ॥ ८२ ॥
मृच्छक्तिवद् ब्रह्मशक्तिरनेकाननृतान् सृजेत् ।
यद् वा जीवगता निद्रा स्वप्नश्चात्र निदर्शनम् ॥ ८३ ॥
निद्राशक्तिर्यथा जीवे दुर्घटस्वप्नकारिणी ।
ब्रह्मण्येषा तथा माया सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी ॥ ८४ ॥

नन्वनादिकालमारभ्य प्रतिभासमानस्य द्वैतस्य कादाचित्केन ज्ञानाभ्यासेन कथं निवृत्तिरित्याशङ्क्य दैर्घ्यकालनैरन्तर्य्यसत्कारसेवितेनाभ्यासेन निवर्त्तते एवेत्याह वासनेति ॥ ८२ ॥

ननु ब्रह्मण एकस्यानेकाकारजगद्धेतुत्वमनुपपन्नमित्याशङ्क्य मायासहितस्य तस्यैवोपपद्यते इत्याह मृच्छक्तीति । अनृतान् कार्य्याणीत्यर्थः । ननु मृत्शक्तेः सत्यत्वादनेकहेतुत्वात् विषमो दृष्टान्त इत्याशङ्क्य पक्षान्तरमाह यद् वा जीवेति ॥ ८३ ॥

तत्र दृष्टान्तं विषदयति निद्राशक्तिरिति । दार्ष्टान्तिकमाह ब्रह्मणीति ॥ ८४ ॥

দীর্ঘকাল পূর্ব্বোক্তপ্রকারে সাতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক নিরন্তর অভ্যাস করিলে চিরকালজাত বিষয়বাসনাও নিবৃত্ত হইয়া যায়। (যাহারা যত্নপূর্ব্বক বহুকাল ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করে, তাহাদিগের আবালসেবিত বিষয়বাসনা অন্তর্হিত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে।) ॥ ৮২ ॥

যেমন মৃত্তিকাতে ঘটশরাবাদির উৎপাদিকা শক্তি আছে, সেই শক্তি ঘটশরাবাদি নানাপ্রকার বস্তু উৎপাদন করে। সেইরূপ ব্রহ্মশক্তিও অনেকপ্রকার মিথ্যা বস্তু উৎপাদন করে, অথবা জীবদিগের নিদ্রাকালে যেমন নানাপ্রকার স্বপ্ন দর্শন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তিও অনেকপ্রকার অসম্ভব ঘটনা করিয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

জীবের নিদ্রাশক্তি যেমন দুর্ঘট স্বপ্নপ্রদর্শন করে, সেইরূপ ব্রহ্মের মায়াশক্তিই নিত্য ব্রহ্মেতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কল্পনা করে। বাস্তবিক স্বপ্নকালে দুর্ঘট স্বপ্নদৃষ্ট ঘটনা সকলও যেমন মিথ্যা; পরব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ও সেইরূপ অলীক বলিয়া জানিবে ॥ ৮৪ ॥

स्वप्ने वियद्गतिं पश्येत् स्वमूर्द्धच्छेदनं तथा।
मुहूर्ते वत्सरौघञ्च मृतं पुत्रादिकं पुनः॥ ८५॥
इदं युक्तमिदं नेति व्यवस्था तत्र दुर्लभा।
यथा यथेक्ष्यते यद्यत् तत्तद्युक्तं तथा तथा॥ ८६॥
ईदृशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेर्यदा तदा।
मायाशक्तेरचिन्त्योऽयं महिमेति किमद्भुतम्॥ ८७॥
शयाने पुरुषे निद्रा स्वप्नं बहुविधं सृजेत्।
ब्रह्मण्येवं निर्व्विकारे विकारान् कल्पयत्यसौ॥ ८८॥

दुर्घटकारित्वमेव दर्शयति स्वप्ने इति॥ ८५॥
स्वप्नस्य दुर्घटत्वे हेतुमाह इदमिति॥ ८६॥
उक्तमर्थं कैमुतिकन्यायेन स्पष्टयति ईदृश इति॥ ८७॥
अप्रयतमानब्रह्मनिष्ठाया मायाया जगद्धेतुत्वे दृष्टान्तमाह शयाने इति॥ ८८॥

স্বপ্নকালে মনুষ্য আকাশে গমন করে, আপনার মস্তকচ্ছেদন করিতে দেখে, মুহূর্ত্তকালমধ্যে সম্বৎসর অতিক্রম করে এবং মৃতপুত্রাদির পুনর্জীবন জ্ঞান করে। ইত্যাদি স্বপ্নকালীন ঘটনাসকল বাস্তবিক মিথ্যা হইলেও তখন কেহ তাহা মিথ্যা বলিয়া স্থির করিতে পারে না, অর্থাৎ স্বপ্নকালে যে যে ঘটনা দর্শন করে, তাহাদিগের মধ্যে এইটি সত্য এবং এইটি মিথ্যা, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় না, তখন যে যে ঘটনা দর্শন হয়, সেই সমুদায়ই সত্য বলিয়া জ্ঞান করে॥ ৮৫-৮৬॥

যদি জীবগত নিদ্রাশক্তির এইরূপ অসাধারণ অদ্ভুত মহিমা থাকিল, তবে অনন্ত শক্তিমান্ পরব্রহ্মের আশ্রিত মায়াশক্তির যে অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?। নিদ্রার স্বপ্নশক্তির অদ্ভুত মহিমা-দৃষ্টে পরব্রহ্মের মায়াশক্তিরও অদ্ভুত মহিমা অনুভূত হইতে পারে॥ ৮৭॥

যখন পুরুষ শয়ন করিয়া থাকে, তখন যেমন নিদ্রা আবির্ভূত হইয়া নানাপ্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেইরূপ নির্ব্বিকার পরব্রহ্মেতেও মায়াশক্তি

খানিলাগ্নিজলোর্ব্ব্যণ্ডলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ।
বিকারাঃ প্রাণিধীষ্বন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিম্বতি ॥ ৮৯ ॥
চেতনাচেতনেষ্বেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
সমানং ব্রহ্ম ভিদ্যেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯০ ॥
ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিব স্থিতে।

মায়যা সৃষ্টান্ পদার্থান্ দর্শয়তি খানিলাগ্নীতি। নতু পাঞ্চভৌতিকত্বেন সাম্যেঽপি কেষাঞ্চিৎ চেতনত্বং কেষাঞ্চিজ্জড়ত্বং কুত ইত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাণীতি। প্রাণিশরীরেষ্বন্তঃকরণেষু চৈতন্যপ্রতিবিম্বিতত্বাৎ চেতনত্বম্ ইতরত্র তদভাবাজ্জড়ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

নতু চেতনাচেতনবিভাগশ্চিদ্রূপব্রহ্মকৃত এব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বোপাদানত্বেন সর্ব্বত্র সমত্বান্নৈবমিত্যাহ চেতনেতি ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মণ্যপিজ্জড়সাধনত্বে হেতুমাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণঃ সর্ব্বকল্পনাধারত্বাৎ সর্ব্বগতত্ব-

নানাপ্রকার বিকার কল্পনা করিয়া থাকে। মায়াপরিকল্পিত পরব্রহ্মের বিকারই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জানিবে ॥ ৮৮ ॥

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ব্রহ্মাণ্ড, লোক, প্রাণী ও পর্ব্বত এই সকলকে পরব্রহ্মের মায়াপরিকল্পিত বিকার বলাযায়। আর ঐ সকল প্রাণীর বুদ্ধিতে পরব্রহ্মের চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয়। (যে সকলের শরীরে পরব্রহ্মের চৈতন্য পতিত হইয়াছে, তাহারাই সচেতন জীব; আর যাহাতে পরব্রহ্মের চৈতন্য পতিত হয় নাই, তাহারা অচেতন) ॥ ৮৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত চেতন ও অচেতন সমুদায় পদার্থেই পরব্রহ্মের সমানরূপে অবস্থিতি আছে, কোন পদার্থেও সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের অবস্থিতির ইতরবিশেষ নাই। কেবল নাম ও রূপমাত্র পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রকাশ পায়, অর্থাৎ পৃথক্ পৃথক্ নাম রূপদ্বারাই পদার্থসকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৯০ ॥

যেমন পটেতে চিত্রময় পুত্তলিকাসকল অবস্থিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেতে নাম ও রূপ অবস্থিতি করে। সেইরূপ নামরূপাদির উপেক্ষা হইলেই সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। (যাবৎ

उपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दधीर्भवेत् ॥ ९१ ॥
जलस्थेऽधोमुखे स्वस्य देहे दृष्टेऽप्युपेक्ष्य तम् ।
तीरस्थ एव देहे स्वे तात्पर्य्यं स्याद् यथा तथा ॥ ९२ ॥
सहस्रशो मनोराज्ये वर्त्तमाने सदैव तत् ।
सर्व्वैरुपेक्ष्यते तद्वदुपेक्षा नामरूपयोः ॥ ९३ ॥
क्षणे क्षणे मनोराज्यं भवत्येवान्यथान्यथा ।

मित्यर्थः। एतत् कथमवगन्तव्यमित्याकाङ्क्षायां कल्पितनामरूपत्यागेऽधिष्ठानं ब्रह्मावगम्यत इत्याह उपेक्ष्येति ॥ ९१ ॥

उक्तार्थे दृष्टान्तमाह जलस्थे इति। नीरेऽधमुखे स्वस्य देहे परिदृश्यमानेऽपि तत्रादरं परित्यज्य तीरस्थे स्वदेहे तद्विपरीते मम बुद्धिर्यथेत्यर्थः ॥ ९२ ॥

इदानीं सर्व्वजनप्रसिद्धं दृष्टान्तान्तरमाह सहस्रश इति। उपेक्षा कर्त्तव्येति शेषः ॥९३॥

মনুষ্যের নামরূপাদির প্রতি বিশ্বাস থাকে, তাবৎ ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইতে পারে না, পরে তত্ত্বানুসন্ধানদ্বারা যখন সেই সকল নামরূপাদিকে অলীক বলিয়া বোধ হয়, তখনই ব্রহ্মস্বরূপ জানিতে পারে) ॥ ৯১ ॥

যেমন জলেতে প্রতিবিম্বিত আপন দেহকে অধোমুখ প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও কেহ দেহকে অধোমুখ বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া তীরস্থ দেহকে আত্মা জ্ঞান করে। সেইরূপ নাম রূপ উপেক্ষা করিলেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেতে প্রতীতি হইয়া থাকে। (জল প্রতিবিম্বিত অধোমুখ দেহ যেমন অসত্য সেইরূপ নামরূপাদিও অসত্য) ॥ ৯২ ॥

লোকের মনোমধ্যে সর্ব্বদা অসংখ্য কল্পনা উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব যেমন সহস্র সহস্র কল্পনা উপস্থিত হইলেও লোকে তাহা অলীক জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করে, সেইরূপ জগতে অসংখ্য নামরূপাদিতে উপেক্ষা করিবে। (অর্থাৎ মনদ্বারা কল্পিত পদার্থ সকলই যেমন মিথ্যা, সেইরূপ মায়া পরিকল্পিত নামরূপাদিও মিথ্যা জ্ঞান করিবে) ॥ ৯৩ ॥

মনোমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে নানাপ্রকার কল্পনা উদয় হইয়া থাকে। এক সময়ে যেরূপ কল্পনা হইয়া থাকে, পরক্ষণে তাহা লয় পাইয়া অন্যপ্রকার

গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্তথা ॥ ৫৪ ॥
ন বাল্যং যৌবনে লভ্যং যৌবনং স্থবিরে তথা।
মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্ ॥ ৫৫ ॥
মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে।
অতোঽস্মিন্ ভাসমানেঽপি তৎসত্যত্বধিয়ং ত্যজেৎ ॥ ৫৬ ॥

প্রপঞ্চবৈচিত্র্য দৃষ্টান্তমাহ যথা ইতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ ব্যবহার ইতি ॥ ৫৪ ॥
তদেব বিবৃণোতি ন বাল্যমিতি ॥ ৫৫ ॥
ইতশ্চধিকল্পমুপসংহরতি মনোরাজ্যাদিতি। ধিকল্পসাধনে প্রয়োজনমাহ অতোঽস্মিন্নিতি ॥ ৫৬ ॥

ভাবনার আবির্ভাব হইতে থাকে। যে সকল কল্পনা অতীত হয়, তাহা পুনর্ব্বার হয় না। অতএব বাহ্যব্যাপারও এইরূপ, যাহা একবার গত হয়, তাহা পুনর্ব্বার হইতে পারে না ॥ ৯৪ ॥

মনুষ্যের বাল্যকালে যেরূপ অবস্থা থাকে, তাহা যৌবনে থাকে না এবং যৌবনকালীন অবস্থাও স্থবিরে থাকে না। অতএব সময় সময় সকলেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; যে অবস্থা যায়, তাহা পুনর্ব্বার হয় না, তখন অন্য অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। কোন ব্যক্তির পিতার একবার মৃত্যু হইলে সেই পিতা আর ফিরিয়া আইসে না এবং যে দিবস গত হয়, সেই দিবস আর পাওয়া যায় না। অতএ বাহ্য জগৎও এইরূপ পরিবর্ত্তনশীল জানিবে ॥ ৯৫ ॥

মানসিক কল্পনা হইতে এই বাহ্য জগতের কোন বিশেষ নাই। মানসিক কল্পনাসকল যেমন অলীক, এই বাহ্য জগৎও সেইরূপ ক্ষণবিধ্বংসী। অতএব বাহ্যব্যবহারে আমরা যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে সত্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে। ইহা যদিও প্রত্যক্ষরূপে প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু এই সমুদায়ই অসত্য ॥ ৯৬ ॥

উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্ব্বিঘ্না ব্রহ্মচিন্তনে।
নটবৎ কৃত্রিমাস্থায়াং নির্ব্বহত্যেব লৌকিকম্ ॥ ৯৭ ॥
প্রবহত্যপি নীরেঽধঃ স্থিরা প্রৌঢ়া শিলা যথা।
নামরূপান্যথাত্বেঽপি কূটস্থং ব্রহ্ম নান্যথা ॥ ৯৮ ॥
নিশ্ছিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্ বিয়ৎ।

ননু লৌকিকোপেক্ষায়াং কো লাভ ইত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মণি ধীঃ স্থিরা ভবতীত্যাহ উপেক্ষিতে ইতি। তর্হি জ্ঞানিনো ব্যবহারঃ কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ নটবদিতি ॥ ৯৭ ॥

ননু জ্ঞানিনো ব্যবহারাভ্যুপগমে বিকারিত্বং প্রসজ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য বুদ্ধৌ ব্যবহরন্ত্যামপি তৎসাক্ষী আত্মা নির্ব্বিকার ইতি সদৃষ্টান্তমাহ প্রবহত্যপীতি। উদকে উপরি প্রবহত্যপি অধঃ স্থিতা প্রৌঢ়া শিলা যথা ন চলতি তথৈব বুদ্ধৌ সংসরন্ত্যামপি ন সাক্ষী সংসরতীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুক্তিদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, লৌকিক ব্যবহারে কোনরূপ বিশ্বাস না করিয়া তাহা উপেক্ষা করিবে। যদিও লৌকিক ব্যবহার উপেক্ষণীয় বটে, কিন্তু পরব্রহ্মচিন্তনে বুদ্ধি নির্ব্বিঘ্নে প্রবৃত্ত হইতে পারে, ব্রহ্মচিন্তন লৌকিকব্যবহার হইলেও তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়াতে কোন দোষ নাই। কারণ জ্ঞানীরা অন্যান্য লৌকিকব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মে প্রবৃত্ত থাকেন। যেমন নর্ত্তকীরা নানাপ্রকার কৃত্রিম ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ অজ্ঞানীরাও কৃত্রিম বস্তুতে আস্থা জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

যখন জল প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন যেমন সেই জলের অধোভাগস্থিত বৃহৎ শিলা নিশ্চল থাকে, সেইরূপ এই জগতের যাবতীয় বস্তু নামরূপাকারে প্রবাহিত হইলেও সেই জগদাধার পরব্রহ্ম নিশ্চলভাবে আছেন। (প্রবল জলবেগ যেমন বৃহৎশিলাকে পরিচালিত করিতে পারে না, সেইরূপ জগতের নামরূপধারী অনন্ত বস্তু পরিচালিত হইলেও সেই বিশ্বাধার পরব্রহ্ম চঞ্চল হয়েন না) ॥ ৯৮ ॥

যেমন ক্ষুদ্রাকার নির্ম্মলদর্পণে নানা বস্তু সমন্বিত বৃহদাকার আকাশ

सच्चित्घने तथा नानाजगद्गर्भमिदं वियत् ॥ ९९ ॥
अदृष्ट्वा दर्पणं नैव तदन्तःस्थे क्षणं यथा ।
अमत्वा सच्चिदानन्दं नामरूपमतिः कुतः ॥ १०० ॥
प्रथमं सच्चिदानन्दे भासमानेऽथ तावता ।
बुद्धिं नियम्य नैवोर्द्धं धारयेन्नामरूपयोः ॥ १०१ ॥

नन्वखण्डे ब्रह्मणि तद्विलक्षणस्य जगतः कथमवभासनमित्याशङ्क्य निश्छिद्रे दर्पणे सावकाशवस्तुनो यथा भासनं तद्वदित्याह निश्छिद्र इति ॥ ९९ ॥

नन्वदृश्ये ब्रह्मणि कथं जगत्प्रतीतिरित्याशङ्क्य सच्चिदानन्दप्रतीतिपुरःसरमेव जगत्प्रतीतिरिति सदृष्टान्तमाह अदृष्ट्वेति ॥ १०० ॥

ननु नामरूपयोरपि भासमानत्वात् कथं निर्विषयब्रह्मप्रतीतिरित्याशङ्क्य तदनुभवोपायमाह प्रथममिति ॥ १०१ ॥

প্রতিবিম্বিত হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মেতে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সমন্বিত আকাশ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সেই পরব্রহ্মের প্রকাশেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়। অতএব "কিরূপে অদৃশ্য ব্রহ্মেতে জগতের প্রতীতি হয়" এই আশঙ্কা নিরস্ত হইল্ ॥ ৯৯ ॥

যেমন দর্পণ দর্শন না করিলে সেই দর্পণমধ্যে প্রতিবিম্বিত বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের প্রকাশ না হইলে নাম রূপবিশিষ্ট এই জগতের প্রকাশ হইতে পারে না। অতএব অদৃশ্য ব্রহ্মেতেও যে জগতের প্রতীতি হয়, তাহা প্রতিপন্ন হইল ॥ ১০০ ॥

প্রথমতঃ সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম বুদ্ধিতে আবির্ভূত হইলেই, সেই পরব্রহ্মেতে একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকিবে, আর নাম রূপের ভাবনা করিবে না। এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, নামরূপাদি সকলই অলীক। অতএব সর্ব্বদা ব্রহ্মেতে অনুরক্ত থাকিবে, কখনও নামরূপাদির প্রতি লক্ষ্য করিবে না ॥ ১০১ ॥

एवञ्च निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम् ।
अद्वैतानन्द एतस्मिन् विश्राम्यन्तु जनाश्चिरम् ॥ १०२ ॥
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे तृतीयेऽध्याय ईरितः ।
अद्वैतानन्द एव स्याज्जगन्मिथ्यात्वचिन्तया ॥ १०३ ॥

इति ब्रह्मानन्देऽद्वैतानन्दः समाप्तः ।

सच्चिदानन्दे ब्रह्मणि कल्पितनामरूपात्मकं प्रपञ्चं सच्चिदानन्दमात्रं बुद्ध्वा गृहीत्वा नामरूपयोर्बुद्धिं न धारयेत् एवञ्च सति निर्जगद्ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणं भवतीत्यर्थः ॥१०२॥

इदानीमध्यायार्थमुपसंहरति ब्रह्मानन्देति ॥ १०३ ॥

इति ब्रह्मानन्देऽद्वैतानन्दव्याख्या समाप्ता ॥

এই অদ্বৈতানন্দ নামক প্রকরণে যেরূপে সেই জগদতীত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্মের স্বরূপ উক্ত হইল, সেই পরব্রহ্মের স্বরূপেই সকল লোকের অন্তঃকরণ বিশ্রাম করুক্। পরব্রহ্মস্বরূপে অন্তঃকরণ বিশ্রাম করিলেই সর্ব্বপ্রকার পরিশ্রমক্লেশের নিবারণ করিয়া অনির্ব্বচনীয় শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১০২ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনদ্বারা অদ্বৈতানন্দস্বরূপ নিরূপিত হইল। যখন এই পরিদৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব জ্ঞান হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপের পরিজ্ঞান হইবে, তখনই মানবের হৃদয়াকাশে অদ্বৈতানন্দরূপ ভাস্করের উদয় হইতে থাকিবে ॥ ১০৩ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दोनाम-

चतुर्द्दशः परिच्छेदः ।

योगेनात्मविवेकेन द्वैतमिथ्यात्वचिन्तया ।
ब्रह्मानन्दं पश्यतोऽथ विद्यानन्दो निरूप्यते ॥ १ ॥
विषयानन्दवद् विद्यानन्दोधीवृत्तिरूपकः ।
दुःखाभावादिरूपेण प्रोक्त एष चतुर्व्विधः ॥ २ ॥
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकृत्योऽहमित्यसौ ।
प्राप्तप्राप्योऽहमित्येवं चातुर्व्विध्यमुदाहृतम् ॥ ३ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।
ब्रह्मानन्दाभिधे ग्रन्थे विद्यानन्दो विविच्यते ॥
इदानीं वक्ष्यमाणयोरुभयोर्ग्रन्थयोः सम्बन्धमाह योगेनेति ॥ १ ॥
विद्यानन्दस्वरूपमाह विषयेति । तस्यावान्तरभेदमाह दुःखेति ॥ २ ॥
चातुर्व्विध्यमेव दर्शयति दुःखाभावेति ॥ ३ ॥

যে ব্যক্তির যোগানন্দোক্ত যোগদ্বারা, আত্মানন্দোক্ত আত্মবিচারদ্বারা ও অদ্বৈতানন্দোক্ত দ্বৈতমিথ্যাত্ব চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মানন্দের উপলব্ধি হইয়াছে, তাহার নিমিত্তে বিদ্যানন্দের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—যে ব্যক্তি যোগ, আত্ম-বিচার ও দ্বৈতমিথ্যাত্ব নিশ্চয়দ্বারা ব্রহ্মানন্দের অধিকারী, তিনিই এই বিদ্যা-নন্দের স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারেন ॥ ১ ॥

বিষয়ানন্দ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ, বিদ্যানন্দও সেইরূপ বুদ্ধিবৃত্তিরূপ। উক্ত বিদ্যানন্দ দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিপ্রকারে বিভক্ত হয়। এই চারি-প্রকার বিদ্যানন্দের নাম ও স্বরূপ পরে বিবৃত হইবে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বিদ্যানন্দ চারিপ্রকার, এই শ্লোকে চারি-প্রকার বিদ্যানন্দের নাম নিরূপণ করিতেছেন।—নিঃশেষদুঃখনিবৃত্তি,

ऐहिकञ्चामुष्मिकञ्चेत्येवं दुःखं द्विधेरितम्।
निवृत्तिमैहिकस्याह वृहदारण्यकं वचः ॥ ४ ॥
आत्मानञ्चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः।
किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत् ॥ ५ ॥
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः।
चित्तादात्म्यात् त्रिभिर्देहैर्जीवः सन् भोक्तृतां व्रजेत् ॥ ६ ॥

निवर्त्तनीयं दुःखं विभजते ऐहिकमिति। ऐहिकस्य दुःखस्य निवृत्तिर्वृहदारण्यकवाक्येनोच्यते इत्याह निवृत्तिमिति ॥ ४ ॥

तत्‌श्रुतिवाक्यं पठति आत्मानञ्चेदिति ॥ ५ ॥

आत्मनि शोकसम्बन्धं दर्शयितुं तद्भेदमाह जीवात्मेति। आत्मनो जीवत्वे निमित्तमाह चित्तादात्म्यादिति। चैतन्यस्य स्थूलसूक्ष्मकारणरूपैस्त्रिभिः शरीरैस्तादात्म्यभ्रमे सति चितो भोगकर्तृत्वं भवति स भोक्ता जीव इत्युच्यते ॥ ६ ॥

কামনামাত্র কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি, অন্তঃকরণের কৃতকৃত্যতাবৃত্তি, এবং প্রাপ্ত প্রাপ্যবৃত্তি। এইপ্রকারে বিদ্যানন্দ চতুর্ব্বিধ জানিবে ॥ ৩ ॥

নিঃশেষে দুঃখনিবৃত্তিই বিদ্যানন্দের প্রথমপ্রকার। উক্ত দুঃখ দুই-প্রকার, ঐহিক ও পারত্রিক। উক্ত দ্বিবিধ দুঃখের মধ্যে ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় বৃহদারণ্যক্ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। উক্ত বৃহদারণ্যকে কথিত আছে যে, "আমিই সেই পরব্রহ্ম" এইরূপ বিশ্বাস করিয়া যিনি আপনাকে ব্রহ্মরূপে জানেন, তিনি আর কি অভিপ্রায়ে বা কি কামনা করিয়া শরীরের অনুবর্ত্তী হইয়া দুঃখভোগ করিবেন। যাহার ব্রহ্মস্বরূপে আত্মপরিজ্ঞান হয়, তাহার আর শরীর পরিগ্রহের কামনা থাকে না এবং শরীর পরিগ্রহ না হইলেও তাহার আর ঐহিক দুঃখভোগ হয় না। সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞানই ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় ॥ ৪-৫ ॥

এইক্ষণ আত্মার শোকসম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ জীব ও আত্মার ভেদনিরূপণ করিতেছেন।—বেদান্তশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, আত্মা দুইপ্রকার,—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ঐ জীবাত্মাই স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর ও কারণশরীর, এই ত্রিবিধ

परमात्मा सच्चिदानन्दस्तादात्म्यं नामरूपयोः ।
गत्वा भोग्यत्वमापन्नस्तद्विवेके तु नोभयम् ॥ ७ ॥
भोग्यमिच्छन् भोक्तुरर्थे शरीरमनुसंज्वरेत् ।
ज्वरास्त्रिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८ ॥
व्याधयो धातुवैषम्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ।
कामक्रोधादयः सूक्ष्मे द्वयोर्बीजन्तु कारणे ॥ ९ ॥

इदानीं परात्मनः स्वरूपमाह परात्मेति । तस्य भोग्यरूपतापत्तिप्रकारमाह तादात्म्यमिति । नामरूपकल्पनाधिष्ठानत्वेन तत्तादात्म्यं प्राप्य भोग्यमित्युच्यते इत्यर्थः । भोगकर्तृत्वाद्यभावे कारणमाह तद्विवेके इति । ताभ्यां शरीरत्रयजगद्भ्यां विवेके भेदे जाते सति नोभयं भोगकर्तृ भोग्यरूपं नास्तीत्यर्थः ॥ ७ ॥

उक्तमर्थं विवृणोति भोग्यमिच्छन्निति ॥ ८ ॥

कस्मिन् शरीरे को ज्वर इत्याशङ्क्य स्थूलदेहे विद्यमानान् ज्वरान् दर्शयति व्याधय इति । लिङ्गदेहगतान् ज्वरानाह कामेति ॥ ९ ॥

শরীরের সহিত ব্রহ্মচৈতন্যের তাদাত্ম্যবশতঃ ভোগ করিয়া থাকেন। এই জীবের ভোগেই অজ্ঞানী ব্যক্তিরা আত্মার ভোগ বলিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

এইক্ষণ পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দময়। এই পরমাত্মাই নামরূপের সহিত অভিন্ন হইয়া ভোগ্য হইয়াছেন। তিনি নামরূপের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত, তাঁহাকেই ভোগ্য বলিয়া থাকে। পরমাত্মার স্বরূপ বিচার করিলেই নাম ও রূপ উভয়ই নিবৃত্ত হইবে। ত্রিবিধ-শরীর ও জগতের বিবেচনাদ্বারা নাম ও রূপ উভয়ই মিথ্যা বলিয়া জানিতে পারিবে ॥ ৭ ॥

লোকসকল ভোক্তার নিমিত্তে ভোগ্যবস্তুর কামনা করিয়া শরীরের অনুগত হয়। তাহাতেই জ্বরীভূত হইয়া লোকে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিয়া থাকে। স্থূলাদি ত্রিবিধ শরীরেরই জ্বর আছে, কিন্তু আত্মার জ্বর নাই। স্থূলাদি ত্রিবিধ দেহের জ্বরদ্বারাই অজ্ঞানী লোকসকল আত্মার জ্বরবোধ করে ॥ ৮ ॥

শারীরিক ধাতুবৈষম্যজনিত যে নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহা

অদ্বৈতানন্দমার্গেণ পরাত্মনি বিবেচিতে।
অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিন্নামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ ॥ ১০ ॥
আত্মানন্দোক্তরীত্যাস্মিন্ জীবাত্মন্যবধারিতে।
ভোক্তা নৈবাস্তি কোঽপ্যত্র শরীরানুজ্বরঃ কুতঃ ॥ ১১ ॥

ইদানীমুদাহৃতশ্রুতিতাৎপর্য্যকথনব্যাজেন পূর্ব্বোক্তমেবার্থং বিশদয়তি অদ্বৈতানন্দেতি। তৃতীয়াধ্যায়োক্তপ্রকারেণ মায়াকার্য্যনামরূপাভ্যাং সচ্চিদানন্দে পরমাত্মনি বিবেচিতে ভেদেন জ্ঞাতে সতি সর্ব্বং প্রপঞ্চং মিথ্যেতি জানন্ কিং নাম ভোগ্যমিচ্ছতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়োক্তরীত্যা, জীবাত্মস্বরূপে অসঙ্গকূটস্থচৈতন্যরূপে নিশ্চিতে সতি কাময়িতুরভাবাজ্জ্বরাদিসম্বন্ধো নাস্তীত্যাহ আত্মানন্দ ইতি ॥ ১১ ॥

কেই স্থূলদেহের জ্বর বলিয়া থাকে। কামক্রোধাদি বৃত্তিসকলই সূক্ষ্ম-শরীরের জ্বর বলিয়া অভিহিত হয় এবং ব্যাধি ও কামক্রোধাদির কারণই কারনশরীরের জ্বর বলিয়া জানা যায়; সুতরাং শরীরেরই জ্বর প্রতিপন্ন হইল এবং আত্মার কোনরূপ জ্বর নাই ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতানন্দ বিচারানুসারে মায়ার কার্য্যভূত নামরূপ বিবেচনাদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপ বিবেচিত হইলেই ভোগ্যবস্তু সকল যে অযথার্থ তাহা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবে এবং তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানী যোগিগণ আনন্দ ব্যতিরেকে আর কোন বস্তু কামনা করে না। (যখন আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত ও নামরূপাদির মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হয়, তখন জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের সকল বিষয়েই অনাস্থা হইয়া থাকে) ॥ ১০ ॥

আত্মানন্দপ্রকরণে যেরূপ রীতিতে জীবাত্মার স্বরূপ পরিজ্ঞান উক্ত হইয়াছে, সেই রীতি অনুসারে জীবাত্মার স্বরূপ অবধারিত হইলে ভোক্তার মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞান হইবে। পরন্তু ভোক্তার অভাব হইলে, শরীরের উদ্দেশে কোনরূপেও জ্বর থাকিতে পারে না। (অসঙ্গ কূটস্থচৈতন্যরূপী জীবাত্মস্বরূপে নিশ্চিত হইলে কোন কামনা থাকে না এবং কামনার অভাবে জ্বরসম্বন্ধ থাকে না) ॥ ১১ ॥

পুণ্যপাপদ্বয়ে চিন্তা দুঃখমামুষ্মিকং ভবেৎ।
প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥ ১২ ॥
যথা পুষ্করপর্ণেঽস্মিন্নপামশ্লেষণং তথা।
বেদনাদূর্দ্ধমাগামিকর্ম্মণোঽশ্লেষণং বুধে ॥ ১৩ ॥
ইষীকাতূলস্য বহ্নিদাহঃ ক্ষণাদ্ যথা।
তথা সঞ্চিতকর্ম্মাস্য দগ্ধং ভবতি বেদনাৎ ॥ ১৪ ॥

ইদানীমামুষ্মিকং জ্বরং প্রদর্শয়তি পুণ্যপাপেতি। তস্যাভাবঃ প্রথমাধ্যায়ে নিরূপিতঃ ইত্যাহ প্রথমেতি। কস্মিন্ নৌকি ইত্যাহ চিন্ত্যেতি ॥ ১২ ॥

ননু জ্ঞানিন আরব্ধকর্ম্মবিষয়া চিন্তা মাভূৎ আগামিকর্ম্মবিষয়া চিন্তা ভবত্যেব ইত্যাশঙ্ক্য যথা পুষ্করপলাশ ইত্যাদিশ্রুত্যা জ্ঞানিন আগামিকর্ম্মসম্বন্ধনিরাকরণাৎ তদ্বিষয়াপি চিন্তা নাস্তি ইত্যাহ যথেতি ॥ ১৩ ॥

তদ্যথেষীকা তূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে ইতি শ্রুত্যন্তরাবষ্টম্ভেন সঞ্চিতকর্ম্মবিষয়াপি চিন্তা জ্ঞানিনো নাস্তীত্যাহ ইষীকেতি ॥ ১৪ ॥

এইক্ষণ ঐহিক দুঃখ নিরূপণ করিতেছেন।—পুণ্য ও পাপ এই উভয় বিষয়ে যে চিন্তা, তাহার নাম ঐহিক দুঃখ। "কিরূপে পুণ্যসঞ্চয় হইবে? এবং কোন্ কোন্ কার্য্যে পাপ হইয়া থাকে, ইত্যাদি চিন্তাতেই মনুষ্যের অশেষ ক্লেশ হয়। "চিন্তা তাহাকে পরিতাপিত করিতে পারে না," ইত্যাদি শ্লোক এই ঐহিক দুঃখনিবৃত্তির উপায় যোগানন্দে উক্ত হইয়াছে। (যোগসাধনদ্বারা মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া পরমাত্মধ্যানে নিয়োজিত করিতে পারিলে, তাহাকে কোন চিন্তা অভিভূত করিতে পারে না) ॥ ১২ ॥

যদি বল, জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মবিষয়ক চিন্তা না হউক, কিন্তু ভবিষ্যৎ কর্ম্মের চিন্তা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন।—যেমন জল পদ্মপত্রেতে সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ জ্ঞান হইলে ভবিষ্যৎকালীন দুঃখও জ্ঞানিগণকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং জ্ঞানিদিগের কোনরূপ দুঃখ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥

যেমন তৃণমধ্যস্থিত কোমলপত্র ও তুলা প্রভৃতি লঘু বস্তুসকল অগ্নিসংযোগে ক্ষণকালমধ্যে ভস্মাবশিষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞানদ্বারা পূর্ব্ব-

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ১৫ ॥
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬ ॥
মাতাপিত্রোর্ব্বধঃ স্তেয়ং ভ্রূণহত্যান্যদীদৃশম্।

উক্তার্থে ভগবদ্বাক্যমপি প্রমাণয়তি যথৈধাংসীতি ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥

অস্মিন্নেবার্থে ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া নাস্য পাপং ন চ জ্ঞানং

সঞ্চিত কর্ম্মসকল ক্ষণকালমধ্যে ভস্মীভূত হইয়া যায়। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যাহার তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বশ্লোকার্থের প্রামাণ্যবিষয়ে ভগবদ্বাক্য উদাহৃত হইতেছে।—ভগবদ্গীতায় চতুর্থ অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশৎশ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! যেমন প্রদীপ্ত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নি পূর্ব্বসঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মসকল দগ্ধ করিয়া থাকে, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান উদিত হইলে আর প্রারব্ধকর্ম্ম থাকিতে পারে না ॥ ১৫ ॥

যে ব্যক্তির অহঙ্কার দূরীভূত হইয়াছে এবং যাহার বুদ্ধি বিষয়েতে লিপ্ত হয় না, সেই ব্যক্তি সমুদায় মনুষ্য হনন করিলেও কোন দোষে লিপ্ত হয়েন না, কিম্বা আপনিও হত হয়েন না। জ্ঞানী ব্যক্তি যে কর্ম্মই করুক্ না কেন, কিছুতেই তাহার পাপ স্পর্শ হইতে পারে না ॥ ১৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি মাতৃবধ করুক্, পিতৃহত্যা করুক্, চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করুক্, ভ্রূণহত্যা সাধন করুক্, কিম্বা উক্তপ্রকার মহাপাপজনক কার্য্য করুক্, কোনপ্রকার পাপাদি জ্ঞানী ব্যক্তির মুক্তির প্রতিবন্ধক হইতে পারে না এবং শতশত পাপকার্য্য করিলেও জ্ঞানী ব্যক্তির মুখকান্তির বিনাশ হয় না। (জ্ঞানী ব্যক্তিরা যত পাপ করুক্ না কেন, কিছুতেই তাহাদিগের মুক্তির অন্যথা হয় না, কিম্বা তাহাতে তাহার বিমর্ষভাব প্রাপ্ত হয় না। কৌষীতকি, ব্রাহ্মণোপনিষৎ শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তির পাপ হয় না, "পাপ

न भुक्तिं नाशयेत् पापं मुखकान्तिर्न नश्यति ॥ १७ ॥
दुःखाभाववदेवास्य सर्व्वकामाप्तिरीरिता ।
सर्व्वान् कामानवाप्यामृतो भवेदित्यतः ॥ १८ ॥
जक्षत् क्रीड़न् रतिं प्राप्तः स्त्रीभिर्यानैस्तथेतरैः ।
शरीरं न स्मरेत् प्राणं कर्म्मणा जीवयेदमुम् ॥ १९ ॥
सर्व्वान् कामान् सहाप्नोति नान्यवज्जन्मकर्म्मभिः ।

मुखं नीलं वेति कौषीतकिश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति मातापित्रोरिति । न चेत्येकं पदं नीलमिति कान्तिरित्यर्थः ॥ १७ ॥

उक्तचातुर्व्विध्यमध्ये द्वितीयप्रकारमाह दुःखेति । ईरिता श्रुत्येति शेषः । अस्मिन्नर्थे ऐतरेयश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति सर्व्वान् कामानिति ॥ १८ ॥

जक्षत् क्रीड़न् रममाणः स्त्रीभिर्वा यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा नोपजनं स्मरन्निदं शरीरमिति छान्दोग्यश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति जक्षदिति ॥ १९ ॥

तत्र तैत्तिरीयश्रुतिवाक्यमर्थतः पठति सर्व्वान् कामानिति । ननु कर्म्मफलभोगाङ्गीकारे

করিয়াছি" এই ভাবনা করিয়া কৃশ হয় না এবং তাহার মুখও মলিন হয় না) ॥ ১৭ ॥

আর শাস্ত্রেতে উক্ত আছে যে, জ্ঞানিগণের যেমন সর্ব্বপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া যায়, সেইরূপ তাহার সর্ব্ব কাম্যবস্তুর প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপন অভিলষিত বস্তুসকলের লাভ করিয়া আপনি অমৃত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

ছান্দোগ্যশ্রুতির মর্ম্মার্থে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোজন করুন, আর খেলনকদ্বারা ক্রীড়া করুন, স্ত্রীতে রমণ করুন, যানাদিদ্বারা আমোদ করুন, কিম্বা অন্যকোন রমণীয় বস্তুতে আসক্ত থাকুন, তিনি কিছুতেই শরীর বা প্রাণকে স্মরণ করেন না অর্থাৎ "আমার শরীরপোষণার্থ কিম্বা প্রাণরক্ষার্থ অমুক কর্ম্ম করিতে হইবে" এইরূপ মনে করেন না। কেবল প্রারব্ধকর্ম্মের ভোগদ্বারা জীবিত থাকেন। জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কর্ম্মেই ফলসাধন উদ্দেশ্য নাই ॥ ১৯ ॥

তৈত্তিরীয় শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি জন্মকর্ম্ম ব্যতীত

वर्त्तन्ते श्रोत्रिये भोगा युगपत् क्रमवर्ज्जिताः ॥ २० ॥
युवा रूपी च विद्यावान् नीरोगी दृढ़चित्तवान्।
सैन्योपेतः सर्व्वपृथ्वीं वित्तपूर्णां प्रपालयन्।
सर्वैर्मानुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नस्तृप्तभूमिपः।
यमानन्दमवाप्नोति ब्रह्मविच्च तमश्नुते ॥ २१ ॥ २२ ॥
मर्त्त्यभोगे द्वयोर्नास्ति कामस्तृप्तिरतः समा।

जन्मापि प्रसज्येत इत्याशङ्क्याह नान्यवदिति। ज्ञानेन सञ्चितकर्म्मणां दग्धत्वात् अन्यवज्जन्म नास्तीत्यर्थः ॥ २० ॥

इदानीं तैत्तिरीयकबृहदारण्यकवाक्यं सङ्क्षिप्यार्थतः पठति युवेति। ननु सार्व्वभौमादि-हिरण्यगर्भान्तानां जीवनिष्ठानाम् आनन्दानां कथं ज्ञानिनि सम्भव इत्याशङ्क्य सर्व्वेषामान-न्दानां ज्ञानिनोऽवगतब्रह्मांशत्वात् सम्भव इत्याह सर्व्वैरिति ॥ २१ ॥ २२ ॥

ननु सार्व्वभौमश्रोत्रियर्योर्व्विषयप्राप्तिसाम्याभावात् कथमानन्दसाम्यमित्याशङ्क्य नैरपेक्ष्य-साम्यात् तृप्तिसाम्यमित्याह मर्त्त्येति। तृप्तिसाम्ये हेतुमाह भोगादिति ॥ २३ ॥

সমুদায় কামনা উপভোগ করেন, তাঁহার কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মফল ভোগসকল ক্রমবর্জ্জিত হইয়া এককালেই উপস্থিত হইয়া থাকে। তাঁহার কর্ম্মফলভোগের পৌর্ব্বাপর্য্য নাই, এককালেই সমস্ত কর্ম্মফলের উপভোগ হয় ॥ ২০ ॥

এইক্ষণে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক এই উভয় শ্রুতির প্রমাণদ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তির আনন্দের উৎকর্ষ দেখাইতেছেন।—উক্ত উভয় শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যুবা, রূপবান্, বিদ্যাসম্পন্ন, নীরোগ-শরীর ও বুদ্ধিমান্ ভূপতি বহু সৈন্যবিশিষ্ট হইয়া বিত্তপূর্ণ সসাগরাধরা শাসনকরতঃ সমুদায় বিষয়ানন্দ-ভোগে পরিতৃপ্ত থাকিয়া যেরূপ আনন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তত্ত্বজ্ঞানীরা সর্ব্বদা সেই আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১-২২ ॥

সসাগরাধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর ও তত্ত্বজ্ঞানী ইহাদিগের বিষয়প্রাপ্তির বৈষম্যহেতু আনন্দের সমতা কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতে-ছেন।—পূর্ব্বোক্ত রাজচক্রবর্ত্তী ও তত্ত্বজ্ঞানী উভয়েরই লৌকিকভোগে

भोगाविच्छामतैकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥
श्रोत्रियत्वाद् वेदशास्त्रैर्भोग्यदोषानवेक्षते ।
राजा वृहद्रथो दोषांस्तान् गाथाभिरुदाहरत् ॥ २४ ॥
देहदोषाश्चित्तदोषा भोग्यदोषा अनेकशः ।
श्वना वान्ते पायसे नो कामस्तद्वद्विवेकिनः ॥ २५ ॥

विवेकत इत्युक्तमर्थं विवृणोति श्रोत्रियेति । विषयदोषाः कस्यां शाखायां कीर्तिता इत्याशङ्क्य वृहद्रथेन मैत्रायणीयाख्यशाखायां गाथाभिरुक्ता इत्याह राजा वृहद्रथ इति । विवेकिनः कामानुदये दृष्टान्तमाह श्वनेति ॥ २४ ॥ २५ ॥

স্পৃহার অভাব দেখা যায়; সুতরাং উভয়েরই তৃপ্তি সমান বলিয়া জানা যাইতেছে। কিন্তু রাজার যে বিষয়ভোগে স্পৃহাভাব, ভুক্তভোগই তাহার কারণ, অর্থাৎ রাজা সকলপ্রকার বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন, কোনপ্রকার ভোগই তাহার পক্ষে নূতন নহে; সুতরাং রাজার আর বিষয়ভোগে স্পৃহা হয় না। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির যে বিষয়ভোগ স্পৃহা হয় না, তাহা বিবেক-জন্য তত্ত্বজ্ঞানীরা বিবেকশক্তি বলে, সর্ব্বপ্রকার বিষয়ভোগই যে অসার, তাহা জানিতে পারিয়া সকলপ্রকার বিষয়ভোগ পরিত্যাগ করেন ॥ ২৩ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা বেদশাস্ত্রাদির পর্য্যালোচনা করিয়া বিষয়েতে নানাপ্রকার দোষ দর্শন করেন, এইনিমিত্তই তাঁহাদিগের বিষয়ভোগে ইচ্ছা হয় না। মৈত্রায়ণীয় শাখাতে বৃহদ্রথ রাজা বিষয়ভোগের দোষসকল প্রবন্ধদ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ সকল দোষ পরে বিবৃত হইতেছে ॥ ২৪ ॥

বৃহদ্রথ রাজা বিষয়ভোগের যে সকল দোষ উল্লেখ করিয়াছেন, সেই সকল দোষ কথিত হইতেছে।—দেহদোষ, চিত্তদোষ, ভোগ্যদোষ প্রভৃতি অনেকপ্রকার দোষ কথিত হইয়াছে। যেমন কুকুর যদি পায়স ভোজন করিয়াও বমন করে, তাহা ভোজন করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ বিষয়ভোগেও ঐ সকল দোষ দর্শন করিয়া জ্ঞানিদিগের সেই সকল দোষান্বিত বিষয়ভোগে আর প্রবৃত্তি হয় না। বিষয়ের দোষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কুকুর বমির ন্যায় তাহাতে বিরক্তিবোধ হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साधनसञ्चये।
दुःखमासीद्भाविनाशादतिभीरनुवर्त्तते।
नोभयं श्रोत्रियस्यातस्तदानन्दोऽधिकोऽन्यतः।
गन्धर्व्वानन्द आशास्ति राज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥२৬॥২৭॥
अस्मिन् कल्पे मनुष्यः सन् पुण्यपापविशेषतः।
गन्धर्व्वत्वं समापन्नो मर्त्त्यो गन्धर्व्व उच्यते ॥ २৮ ॥

सार्व्वभौमात् श्रोत्रियस्याधिक्यमाह निष्कामत्वे इति। सार्व्वभौमत्वं साधनसाध्यं यस्मात्तस्मात्तस्य नाशभीतिरस्तीति दोषद्वयत्वात् श्रोत्रिये तु तदुभयाभावादाधिक्यमित्यर्थः। श्रोत्रियस्याधिक्यान्तरमाह गन्धर्व्वेति॥ २৬ ॥ २৭ ॥

এইক্ষণ রাজচক্রবর্ত্তির আনন্দ অপেক্ষা বিবেকীর আনন্দের উৎকর্ষ প্রদর্শন করিতেছেন।—যদিও পূর্ব্বোক্ত রাজা ও বিবেকী উভয়ই বিষয়বাসনায় অভাব বিষয়ে সমান বটে, তথাপি রাজা হইতে বিবেকীর সুখ অনেকাংশে অধিক জানিতে হইবে। রাজা সর্ব্বদা রাজ্যরক্ষা ও ধনসঞ্চয়ের নিমিত্ত দুঃখভোগ করেন এবং ভবিষ্যদ্বিনাশের আশঙ্কায় ভীত হইয়া দুঃখ পাইয়া থাকেন, কিন্তু বিবেকী ব্যক্তির উক্তপ্রকার কোন ভয়ই নাই। তাহারা রাজ্যরক্ষা ও ধনসঞ্চয়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় না এবং ভবিষ্যদ্বিনাশের আশঙ্কায়ও কাতর হয় না। অতএব রাজার আনন্দ হইতে বিবেকীর আনন্দ অধিক বলিয়া স্বীকার করা যায়। আর রাজার গন্ধর্ব্বনগরাদির উপভোগ জন্য আনন্দে ইচ্ছা হয়, কিন্তু বিবেকীর তাহাতেও বাসনা হয় না। গন্ধর্ব্বনগরের আনন্দ দূরে থাকুক, বিবেকীর স্বর্গের আধিপত্য লাভ করিয়া সুখভোগ করিতেও চাহেন না ॥ ২৬-২৭ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে গন্ধর্ব্বানন্দের উল্লেখ হইয়াছে, সেই গন্ধর্ব্ব দ্বিবিধ, মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব ও দেবগন্ধর্ব্ব। যাহারা ইহকালে মনুষ্য থাকিয়া স্বীয় অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপ অনুসারে লোকান্তরে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বযোনি প্রাপ্তি হয়, তাহারা গন্ধর্ব্বলোকের আনন্দ উপভোগ করে, অতএব তাহাদিগকে মর্ত্ত্যগন্ধর্ব্ব বলে ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বকল্পে কৃতাৎ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেদ্ভবেৎ।
গন্ধর্ব্বত্বং তাদৃশোঽত্র দেবগন্ধর্ব্ব উচ্যতে ॥ ২৯ ॥
অগ্নিষ্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।
কল্পাদাবেব দেবত্বং গতা আজানদেবতাঃ ॥ ৩০ ॥
অস্মিন্ কল্পেঽশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্।
অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ ॥ ৩১ ॥
যমাগ্নিমুখ্যা দেবাঃ স্যুর্জাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী।

ইদানীং গন্ধর্ব্বানন্দদ্বৈবিধ্যং দর্শয়িতুং শ্লোকদ্বয়েন গন্ধর্ব্বভেদমাহ মর্ত্ত্যেতি ॥২৮॥২৯॥

চিরলোকপিত্রানন্দপ্রদর্শনায় চিরলোকপিতৄনাহ অগ্নিষ্বাত্তেতি। দেবানন্দদ্বৈবিধ্যভেদজ্ঞানায় দেবভেদমাহ কল্পেতি ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

ইন্দ্রবৃহস্পতী প্রসিদ্ধাবিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

আর যাহারা পূর্ব্বকল্পের অনুষ্ঠিত পুণ্যপাপ অনুসারে পরকল্পের আদিতেই গন্ধর্ব্বত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করে, তাহাদিগকে দেবগন্ধর্ব্ব বলিয়া থাকে। এইরূপ উভয়বিধ গন্ধর্ব্বানন্দই রাজগণের কাম্য, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী বিবেকীরা এই গন্ধর্ব্বানন্দকেও তুচ্ছ করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

পিতৃলোকেতে অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি যে সকল পিতৃগণ চিরকাল বাস করেন, এই অগ্নিষ্বাত্তা প্রভৃতি পিতৃগণ যে আনন্দ উপভোগ করেন, তাহার নাম পিত্রানন্দ। আর কল্পের আদিতে যাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আজানদেবতা কহে ॥ ৩০ ॥

যাহারা এই কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মহৎপদ, অর্থাৎ দেবপ্রাধান্য প্রাপ্তিপূর্ব্বক আজানদেবতাদিগেরও পূজ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগেকে কর্ম্মদেবতা বলে ॥ ৩১ ॥

যম, অগ্নি, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি, বিরাট, ব্রহ্মা ও সূত্রাত্মা, ইহাদিগের নাম জাতদেবতা। এই সকল দেবতারা যে আনন্দভোগ করেন, সেই দেবভোগ্য আনন্দকে দেবানন্দ বলা যায়। বিবেকীরা এই সকল আনন্দকামনাও পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা যে আনন্দের কামনা

প্রজাপতির্বিরাট্ প্রোক্তো ব্রহ্মা সূত্রাত্মনামকঃ॥ ৩২॥
সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তা উত্তরোত্তরকামিনঃ।
অবাঙ্মনসগম্যোঽয়মাত্মানন্দস্ততঃ পরঃ॥ ৩৩॥
তৈস্তৈঃ কাম্যেষু সর্ব্বেষু সুখেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ।
নিস্পৃহস্তেন সর্ব্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্য তে॥ ৩৪॥
সর্ব্বকামাপ্তিরেষোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মতা।

সার্ব্বভৌমাদিসূত্রান্তানাং শ্রোত্রিয়ানন্দন্যূনত্বঘোতনায়াহ সার্ব্বভৌমাদীতি। এভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽধিকমানন্দমাহ অবাঙ্মনস ইতি। যতোঽয়মানন্দঃ অবাঙ্মনসগম্যঃ অত এভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽধিক ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

ইদানীমেষাং সর্ব্বেষামানন্দা যে তে শ্রোত্রিয়ে বিদ্যন্তে তস্য তেষু নিস্পৃহত্বাৎ ইত্যাহ তৈস্তৈ-রিতি॥ ৩৪॥

করেন, সেই আনন্দের নিকট এই সকল আনন্দ অতি অকিঞ্চিৎকর জানিবে॥ ৩২॥

সসাগরাধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলেই উত্তরোত্তর আনন্দকে শ্রেষ্ঠ আনন্দ জ্ঞান করিয়া কামনা করেন, অর্থাৎ সার্ব্বভৌম গন্ধর্ব্বানন্দকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সেই গন্ধর্ব্বানন্দ ইচ্ছা করেন, গন্ধর্ব্বগণ পিত্রানন্দের প্রাধান্য জ্ঞান করিয়া সেই পিত্রানন্দভোগ করিতে চাহেন এবং পিতৃগণ দেবানন্দের আধিক্য জ্ঞানে তাহাই প্রার্থনা করেন, ইত্যাদিরূপে সকলেরই উত্তরোত্তর আনন্দ প্রার্থনীয়। কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর যে আত্মানন্দ, তাহা উক্ত সকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ॥ ৩৩॥

সার্ব্বভৌম রাজচক্রবর্ত্তী হইতে সূত্রাত্মাপর্য্যন্ত সকলেই আনন্দাভিলাষী। ইহারা যে সকল আনন্দ কামনা করেন, এই সকল আনন্দের মধ্যে কোন আনন্দেই বিবেকীদিগের স্পৃহা নাই। অতএব সেই সকল আনন্দ তত্ত্বজ্ঞানীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারা উক্ত আনন্দের মধ্যে কোন আনন্দই কামনা করেন না॥ ৩৪॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা যে আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন, সেই আনন্দপ্রাপ্তিকে

स्वदेहवत् सर्व्वदेहेष्वपि भोगानवेक्षते ॥ ३५ ॥
अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरबोधतः ।
यो वेद सोऽश्नुते सर्व्वान् कामानित्यब्रवीत् श्रुतिः ॥ ३६ ॥
यद् वा सर्व्वात्मता स्वस्य साम्ना गायति सर्व्वदा ।
अहमन्नं तथान्नादश्चेति सामस्वधीयते ॥ ३७ ॥
दुःखाभावश्च कामाप्तिरुभे ह्येवं निरूपिते ।

उपपादितमर्थमुपसंहरति सर्व्वकामेति । इदानीं प्रकारान्तरमाह यद्वा इति । यथा स्वदेहे आनन्दाकारबुद्धिसाक्षित्वेनानन्दित्वम् इतरेष्वपि देहेषु तद्वदित्यर्थः ॥ ३५ ॥

ननूक्तप्रकारेणाज्ञस्यापि सर्व्वानन्दप्राप्तिरस्तु इत्याशङ्क्य सर्वेषु बुद्धिसाक्षित्वमिति ज्ञाना-भावान्नैवमित्याह अज्ञस्येति । उक्तार्थे तैत्तिरीयश्रुतिं प्रमाणयति यो वेद इति । गुहायां निहितं ब्रह्म यो वेद सोऽश्नुते इति योजना ॥ ३६ ॥

इदानीं तृतीयप्रकारमाह यद्वेति । इमान् लोकान् कामान्नीकामरूप्यनुसञ्चरन् इत्यादिनेत्यर्थः ॥ ३७ ॥

সর্ব্বকামপ্রাপ্তি বলে। অথবা তত্ত্বজ্ঞানীরা যেমন আপদেহের ভোগ দৃষ্টি করেন, সেইরূপ সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় দেহে সমান ভোগ দৃষ্টি করিয়া থাকেন, অতএব বিবেকীব্যক্তির ভোগ্য আনন্দকে সর্ব্বানন্দ বলা যায় ॥ ৩৫ ॥

তত্ত্বজ্ঞানীরা যে আনন্দ উপভোগ করেন, অজ্ঞানীদিগের পক্ষেও সেই আনন্দ বিদ্যমান আছে, তথাপি অজ্ঞানিদিগের বোধের অভাবপ্রযুক্ত জ্ঞানিদিগের ন্যায় অজ্ঞানিদিগের তাহাতে তৃপ্তিজ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহারা পরব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তাঁহারা সমুদায় কাম্যবস্তু উপভোগ করেন ॥ ৩৬ ॥

সামবেদীয়েরা সর্ব্বদা সামবেদোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আপনার সর্ব্বাত্মত্ব গান করিয়া থাকেন। সামবেদীরা "আমিই অন্ন এবং আমিই অন্নের ভোক্তা" সর্ব্বদা এইরূপ অধ্যয়ন করেন। সামবেদীয়দিগের সকল গানেই আত্মার সর্ব্বময়ত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে দুঃখাভাব ও সর্ব্বকামাপ্তি নিরূপিত হইল। এইরূপে

কৃতকৃত্যত্বমন্যচ্চ প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমীক্ষ্যতাম্ ॥ ৩৮ ॥
উভয়ং তৃপ্তিদীপে হি সম্যগস্মাভিরীরিতম্।
ত এবাত্রানুসন্ধেয়াঃ শ্লোকা বুদ্ধিবিশুদ্ধয়ে ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোঽধ্যায় ঈরিতঃ।
বিদ্যানন্দস্তদুৎপত্তিপর্য্যন্তোঽভ্যাস ইষ্যতাম্ ॥ ৪০ ॥
ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দঃ সমাপ্তঃ ॥

অতীতগ্রন্থেন সিদ্ধমর্থং সঙ্ক্ষিপ্য দর্শয়তি দুঃখেতি ॥ ৩৮ ॥

অবশিষ্টং কৃতকৃত্যত্বং প্রাপ্তপ্রাপ্যত্বমিত্যুভয়ং তৃপ্তিদীপে ঐহিকামুষ্মিকব্রাতেত্যাদৌ দ্রষ্টব্যমিত্যাহ উভয়মিতি ॥ ৩৯ ॥

এতদধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ব্রহ্মানন্দেতি ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দব্যাখ্যা সমাপ্তা ॥

কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্যপ্রাপ্তত্ব নিরূপণ করিবে। (যেরূপ প্রণালীতে দুঃখাভাব ও কামাপ্তি নিরূপিত হইল, এই প্রণালী অনুসারে কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব জানিতে পারিবে) ॥ ৩৮ ॥

তৃপ্তিদীপপ্রকরণে কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব এই উভয় আমরা সম্যক্‌প্রকারে নিরূপণ করিয়াছি। যাহাদিগের বুদ্ধির পরিশুদ্ধি হয় নাই, তাহাদিগের বুদ্ধির পরিশুদ্ধির নিমিত্ত তৃপ্তিদীপোক্ত সেই সকল উদ্ধৃত করিয়া এই স্থলে পাঠ করিবে, অর্থাৎ তৃপ্তিদীপোক্ত শ্লোক সকলের তাৎপর্য্যার্থ স্মরণ করিলেই কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যত্ব এই উভয়ের স্বরূপ জানিতে পারিবে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিদ্যানন্দের স্বরূপ নিরূপিত হইল। এই বিদ্যানন্দের উৎপত্তিপর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান অভ্যাস করিলে মনুষ্যগণ জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করিতে পারে, অতএব যাবৎ ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তি না হয়, তাবৎ এই বিদ্যানন্দ অভ্যাস করিবে। তাহা হইলেই জীবন্মুক্তিপ্রাপ্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে ॥ ৪০ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিদ্যানন্দ সমাপ্ত ॥

ब्रह्मानन्दे विषयानन्दो नाम

पञ्चदशः परिच्छेदः।

अथात्र विषयानन्दो ब्रह्मानन्दांशरूपभाक्।
निरूप्यते द्वारभूतस्तदंशत्वं श्रुतिर्जगौ ॥ १ ॥
एषोऽस्य परमानन्दो योऽखण्डैकरसात्मकः।
अन्यानि भूतान्येतस्य मात्रामेवोपभुञ्जते ॥ २ ॥

नत्वा श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ।
तन्यते विषयानन्दो ब्रह्मानन्दे तु पञ्चमः ॥

पञ्चमाध्याये प्रतिपाद्यमर्थमाह अथेति। ननु विषयानन्दस्य लौकिकत्वात् मोक्षशास्त्रे निरूपणमनुपपन्नमित्याशङ्क्य तस्य लोकप्रसिद्धत्वेऽपि ब्रह्मानन्दैकदेशत्वेन ब्रह्मज्ञानोपयोगित्वात् तन्निरूपणं युक्तमित्याह द्वारभूत इति। ब्रह्मानन्दांशत्वे किं प्रमाणमित्याशङ्क्याह तदंशत्वमिति ॥ १ ॥

तामेव श्रुतिमर्थतः पठति एष इति ॥ २ ॥

এইক্ষণ ব্রহ্মানন্দের অবশিষ্ট অংশস্বরূপ বিষয়ানন্দ নিরূপণ করিতেছেন।— যদিও এই বিষয়ানন্দ লৌকিক আনন্দ বটে, তথাপি এই বিষয়ানন্দে ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ উপযোগিতা আছে, অতএব ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বার বলা যায়। (যেহেতু বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের অংশভূত ও ব্রহ্মানন্দের উপযোগী, অতএব শ্রুতিতে ইহাকে ব্রহ্মানন্দের দ্বার বলিয়া উক্ত আছে)॥ ১ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রুতিতে বিষয়ানন্দকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বলিয়া উক্ত আছে, এইক্ষণ সেই শ্রুতির তাৎপর্য্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন।— শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, অখণ্ডরসস্বরূপ যে পরমাত্মা, তিনিই এই বিষয়ানন্দের পরম আনন্দরূপী। বিষয়ানন্দ এই পরমানন্দের কলামাত্র, ইহাই জীব সকল উপভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং বিষয়ানন্দে লৌকিক সম্পর্ক থাকিলেও মোক্ষসাধনশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ অনুচিত নহে॥ ২ ॥

शान्ता घोरास्तथा मूढ़ा मनसो वृत्तयस्त्रिधा।
वैराग्यं क्षान्तिरौदार्य्यमित्याद्याः शान्तवृत्तयः॥ ३॥
तृष्णा स्नेहो रागलोभावित्याद्या घोरवृत्तयः।
सम्मोहोभयमित्याद्याः कथिता मूढ़वृत्तयः॥ ४॥
वृत्तिष्वेतासु सर्वासु ब्रह्मणश्चित्स्वभावता।
प्रतिविम्बति शान्तासु सुखञ्च प्रतिविम्बति॥ ५॥
रूपं रूपं बभूवासौ प्रतिरूप इति श्रुतिः।

इदानीं विषयानन्दस्य ब्रह्मानन्दांशत्वप्रदर्शनाय तदुपाधिभूतान्तःकरणवृत्तीर्विभजते शान्ता इति। शान्ताः सात्त्विक्यो वृत्तयः। घोरा राजस्यः। मूढ़ास्तामस्यः। ता एव शान्तादिवृत्तीर्दर्शयति वैराग्यमित्यादिना॥ ३॥ ४॥

उदाहृतासु त्रिविधास्वपि वृत्तिषु ब्रह्मणश्चिद्रूपत्वं प्रतिभातीत्याह वृत्तिष्विति। शान्तासु विशेषमाह शान्तेति। चशब्द उक्तद्वयसमुच्चयार्थः॥ ५॥

उक्तार्थे श्रुतिवाक्यमर्थतः पठति रूपमिति। तत्रैव व्याससूत्रस्यैकदेशं पठति उपमेति। अतएव चेति सूत्रस्य पूर्व्वभागः॥ ६॥

এইক্ষণ বিষয়ানন্দের ব্রহ্মানন্দের অংশত্ব প্রতিপাদনার্থ অন্তঃকরণবৃত্তির বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন।—অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল তিনপ্রকারে বিভক্ত হয়, শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি ও মূঢ়বৃত্তি। (এই বৃত্তিত্রয়ের মধ্যে শান্তবৃত্তিকে সাত্বিক, ঘোরবৃত্তিকে রাজসিক এবং মূঢ়বৃত্তিকে তামসিকবৃত্তি বলিয়া জানিবে।) বৈরাগ্য, ক্ষমা এবং ঔদার্য্য প্রভৃতি বৃত্তিকে শান্তবৃত্তি বলা যায়; বিষয়তৃষ্ণা, স্নেহ, রাগ ও লোভ ইত্যাদি বৃত্তিকে ঘোরবৃত্তি এবং মোহ, ভয় প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ়বৃত্তি বলে॥ ৩-৪॥

পূর্ব্বোক্ত শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই ত্রিবিধ বৃত্তিতেই পরব্রহ্মের চৈতন্য স্বভাবমাত্র প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। আর কেবল শান্তবৃত্তিতেই চৈতন্য ও সুখ এই উভয়ের প্রতিবিম্ব পতিত হয়॥ ৫॥

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকার্থের প্রামাণ্যার্থ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিতেছেন।—

उपमासूर्य्यकेत्यादि सूत्रयामास सूत्रकृत् ॥ ६ ॥
एक एव तु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थित: ।
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ ७ ॥
जले प्रविष्टश्चन्द्रोऽयमस्पष्ट: कलुषे जले ।
विस्पष्टो निर्म्मले तद्वद् द्वेधा ब्रह्मापि वृत्तिषु ॥ ८ ॥
घोरमूढ़ासु मालिन्यात् सुखांशस्य तिरस्कृति: ।
ईषन्नैर्म्मल्यतस्तत्र चिदंशप्रतिबिम्बनम् ॥ ९ ॥

स्वरूपेणैकस्योपाधिसम्पर्कात् नानात्वे श्रुतिं पठति एक एवेति। ननु निरवयवस्य ब्रह्मण: क्वचित् चिन्मात्रभानम् इतरत्र शान्तवृत्तौ चिदानन्दभानमित्येवं विभागकरणमनुपपन्नमित्याशङ्क्य चन्द्रदृष्टान्तेन परिहरति जलचन्द्रवदिति ॥ ७ ॥

दृष्टान्तं विवृणोति जले प्रविष्ट इति। उक्तमर्थं दार्ष्टान्तिके योजयति तद्वदिति ॥ ८ ॥

तदेवोपपादयति घोरमूढ़ास्विति ॥ ९ ॥

শ্রুতিতে উক্ত আছে যে, পরব্রহ্ম সমুদায় বৃত্তির স্বরূপে অনুগত হইয়া সেই সেই বৃত্তির প্রতিরূপ হয়েন এবং বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস জলপ্রতিবিম্বিত সূর্য্য প্রভৃতির দৃষ্টান্তদ্বারাও উক্ত অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

একমাত্র পরমাত্মা সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন জলচাঞ্চল্যের তারতম্যানুসারে জলপ্রতিবিম্বিত চন্দ্রকে এক অথবা নানা বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ উপাধির তারতম্যানুসারে একমাত্র পরমাত্মাকে একরূপ অথবা নানারূপ বলিয়া প্রতীতি হয় ॥ ৭ ॥

যখন অপরিষ্কৃত জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন যেমন চন্দ্রকে অস্পষ্ট দেখা যায় এবং সেই চন্দ্রপ্রতিবিম্ব যখন নির্ম্মল জলে পতিত হয়, তখন তাহাকে যেমন সুস্পষ্ট দেখা যায়; সেইরূপ আত্মাও সমলবৃত্তিতে অস্পষ্টরূপে এবং নির্ম্মলবৃত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অতএব ঘোর ও মূঢ় এই মলিনবৃত্তিদ্বয়ে আত্মার সুখাংশ প্রতিবিম্বিত হয় না এবং ঐ বৃত্তিদ্বয়ের কিঞ্চিৎ নির্ম্মলতাপ্রযুক্ত তাহাতে আত্মার চৈতন্যাংশ প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ॥ ৮-৯ ॥

যদ্যপি নির্ম্মলে নীরে বহ্নেরৌষ্ণ্যস্য সংক্রমঃ।
ন প্রকাশস্য তদ্বৎ স্যাচ্চিন্মাত্রোদ্ভূতিরত্র চ ॥ ১০ ॥
কাষ্ঠে ত্বৌষ্ণ্যপ্রকাশৌ দ্বাবুদ্ভবং গচ্ছতো যথা।
শান্তাসু সুখচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতিমাপ্নুতঃ ॥ ১১ ॥
বস্তুস্বরূপমাশ্রিত্য ব্যবস্থা তূভয়োঃ সমা।
অনুভূত্যনুসারেণ কল্প্যতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২ ॥

ননু চন্দ্রোপাধিরুদকস্য দ্বৈবিধ্যাদংশভানমুপপন্নং প্রকৃতে তু উপাধিভূতস্যান্তঃকরণস্য একত্বাদংশভানমনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তান্তরমাহ যদ্যপীতি ॥ ১০ ॥

ইদানীং শান্তাসু বৃত্তিষু চিদানন্দয়োঃ প্রতীতৌ দৃষ্টান্তান্তরমাহ কাষ্ঠ ইতি ॥ ১১ ॥

নন্বেবং ব্যবস্থা কুতঃ কৃতেত্যাশঙ্ক্যাহ বস্তুস্বরূপমিতি। তত্র কিং নিয়ামকমিত্যাশঙ্ক্যাহ অনুভূত্যনুসারেণেতি ॥ ১২ ॥

অন্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শনদ্বারা ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে চৈতন্যমাত্রের সত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন।—যেমন নির্ম্মল জলেতে অগ্নি নিক্ষেপ করিলে কিয়ৎকাল সেই অগ্নির উষ্ণতা থাকে, কিন্তু তাহার প্রকাশ থাকে না। সেইরূপ ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে কেবল আত্মার চৈতন্যমাত্র প্রতিবিম্বিত হয়, কখনও উক্ত বৃত্তিদ্বয়ে আত্মার সুখের প্রতিবিম্ব পতিত হয় না ॥ ১০ ॥

এইক্ষণ অন্য দৃষ্টান্তপ্রদর্শন করিয়া শান্তবৃত্তিতে আত্মার চৈতন্য ও সুখ ...য়ের বিদ্যমানতা দেখাইতেছেন।—যেমন শুষ্ককাষ্ঠেতে অগ্নির উষ্ণতা ও ...কাশ উভয়ই থাকে, সেইরূপ শান্তবৃত্তিতে আত্মার চৈতন্য ও সুখ উভয়ই প্রকাশিত হয় ॥ ১১ ॥

ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে আত্মার সুখের উপলব্ধি হয় না, কেবল চৈতন্যমাত্র ...বিম্বিত হইয়া থাকে এবং শান্তবৃত্তিতে সুখ ও চৈতন্য উভয়েরই উপলব্ধি ...র্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে এই উভয়প্রকার ব্যবস্থা উক্ত হইয়াছে। বস্তুসকলের ...ব আশ্রয় করিয়াই উক্ত দ্বিবিধ ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে। স্বীয় অনু-

न घोरासु न मूढ़ासु सुखानुभव ईक्ष्यते।
शान्तास्वपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशय इष्यताम्॥ १३॥
गेहक्षेत्रादिविषये यदा कामो भवेत्तदा।
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात् तत्र नो सुखम्॥ १४॥
सिद्धेग्रव वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवर्द्धते।
प्रतिबन्धे भवेत् क्रोधो द्वेषो वा प्रतिबन्धकः॥ १५॥
अशक्यश्चेत् प्रतीकारो विषादः स्यात् स तामसः।

अनुभूतिमेव दर्शयति न घोरेति। शान्तास्वप्यानन्दप्रकाशोऽस्ति सोऽपि क्वचित् कश्चित् सुखातिशयो भवतीत्याह शान्तेति॥ १३॥

पूर्व्वोक्तघोरमूढ़वृत्तिषु सुखाभावमेवाभिनीय दर्शयति गेहेति। सुखसिद्धौ दुःखं वर्द्धते सुखस्य प्रतिबन्धे तु क्रोधो भवति। सुखाभावे कारणान्तरमाह द्वेष इति॥ १४॥ १५॥

ভবই উক্ত বিষয়ের প্রমাণ। ঘোর অথবা মূঢ়বৃত্তিতে সুখের উপলব্ধি হয় না এবং শান্তবৃত্তিতে তাহার উপলব্ধি হয়, অনুভবদ্বারাই ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইতেছে॥ ১২-১৩॥

যখন গৃহ, ক্ষেত্র, ধন ও পুত্রাদি বিষয়ে কামনা হয়, তখন সেই কামনাকে রজোগুণের বিকার ঘোরবৃত্তি বলা যায়; সুতরাং সেই কামনাতে আত্মার সুখের অনুভব হইতে পারে না। কামনামাত্রেই যে সুখের অনুভব হয় না, ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। আর সেই কামনা সফল হয় কি না? এই আশঙ্কায় দুঃখই উপস্থিত হইয়া থাকে। পুনর্ব্বার যদি সেই গৃহক্ষেত্রাদির কামনা বিফল হয়, তাহাহইলে সুখ হওয়া দূরে থাকুক, সেই কামনার অসিদ্ধিজন্য যে দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারই বৃদ্ধি হইতে থাকে। পুনরায় যদি সেই কামনা সিদ্ধ হইলে কিঞ্চিন্মাত্র সুখ হয় বটে, কিন্তু ক্রোধ অথবা দ্বেষ সেই সুখের প্রতিবন্ধক হইয়া সেই সুখের বিনাশ করে; অতএব ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে যে সুখের অনুভব হয় না, ইহা সবিশেষ প্রতিপন্ন হইল॥ ১৪-১৫॥

যদি সেই ক্রোধ বা দ্বেষের নিবারণের শক্তি না থাকে, তবে বিষাদ উপস্থিত হয়। এই বিষাদ তমোগুণের কার্য্য, অতএব ক্রোধাদিতে মহৎ

ক্রোধাদিষু মহাদুঃখং সুখশঙ্কাপি দূরতঃ ॥ ১৬ ॥
কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্।
ভোগে মহত্তরং লাভপ্রসক্তাবীষদেব হি ॥ ১৭ ॥
মহত্তমং বিরক্তৌ তু বিদ্যানন্দে তদীরিতম্।
এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্য্যে ক্রোধলোভনিবারণাৎ ॥ ১৮ ॥
যদ্ যৎ সুখং ভবেৎ তৎ তদ্ ব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বনাৎ।
বৃত্তিষ্বন্তর্মুখা স্বস্য নির্ব্বিঘ্নং প্রতিবিম্বনম্ ॥ ১৯ ॥

পরিহারস্যাশক্যত্বে বিষাদী ভবতি তস্যাপি তামসত্বান্ন তত্র সুখমিত্যাহ অশক্য ইতি। ক্রোধাদিষ্বিত্যাদয়ঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ ১৮ ॥

এবং ক্ষান্ত্যাদীনাং সিদ্ধমিত্যাহ বৃত্তিষ্বিতি ॥ ১৯ ॥

দুঃখই দেখা যায়, তাহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই; সুতরাং রজঃ ও তমোগুণের বিকারস্বরূপ ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে যে আত্মার সুখের উপলব্ধি হয় না, তাহাই অনুভূত হইতেছে ॥ ১৬ ॥

কাম্যবস্তুর লাভে যে হর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাকেই শান্তবৃত্তি বলা যায়। এই শান্তবৃত্তিতে মহৎ সুখ অনুভূত হইয়া থাকে। আর সেই কাম্যবস্তুর লাভ করিয়া যদি তাহার ভোগ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বসুখ হইতেও অধিকতর সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু কাম্যবস্তুর লাভের প্রসক্তিতে কিঞ্চিন্মাত্র সুখের অনুভব হয়। (এইক্ষণ ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, শান্তবৃত্তিতে আত্মার সুখ ও চৈতন্য উভয়ই অনুভূত হয়) ॥ ১৭ ॥

বিদ্যানন্দপ্রকরণে উক্ত হইয়াছে যে, সমুদায় বিষয়ভোগে বিরাগ হইলে যে সুখের উপলব্ধি হয়, তাহার নাম মহত্তম সুখ। এইরূপ ক্রোধ ও লোভের নিবৃত্তি হইলে ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যেতেও মহত্তম সুখ হইয়া থাকে। (বিষয়ভোগে বিরক্তি হইয়া ক্রোধাদির নিবৃত্তি হইলে ক্ষান্তি ও ঔদার্য্যে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় বিমল সুখের উপভোগ হয়, অন্য কোন প্রকারেই সেইরূপ অলৌকিক সুখ হইতে পারে না) ॥ ১৮ ॥

যে যে বৃত্তিতে যে যে প্রকার সুখের উৎপত্তি হয়, সেই সমুদায় সুখই

सत्ता चितिः सुखञ्चेति स्वभावा ब्रह्मणस्त्रयः।
मृच्छिलादिषु सत्तैव व्यज्यते नेतरद्वयम् ॥ २० ॥
सत्ता चितिर्द्वयं व्यक्तं धीवृत्त्योर्घोरमूढयोः।
शान्तवृत्तौ त्रयं व्यक्तं मिश्रं ब्रह्मेत्थमीरितम् ॥ २१ ॥
अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च पूर्व्वमुदीरितौ।
आद्येऽध्याये योगचिन्ता ज्ञानमध्याययोर्द्वयोः ॥ २२ ॥

इदानीं सर्व्वत्र ब्रह्मस्वरूपानुभूतिप्रदर्शनाय तत्स्वरूपं स्मारयति सत्तेति। मृच्छि.. सम्भावमित्यर्थः। धीरमूढयोः द्वयोः सत्ताचिती द्वे शान्तवृत्तौ सच्चिदानन्दास्त्रयोऽपि व्य... एवं सप्रपञ्चं ब्रह्माभिहितमित्याह मिश्रमिति ॥ २० ॥ २१ ॥

अमिश्रं कुतो ज्ञायते इत्याशङ्क्याह अमिश्रमिति। तौ ज्ञानयोगौ पूर्व्वमेवोक्तावित्यर्थः। क्वोक्तावित्याशङ्क्य योगः प्रथमाध्याये उक्त इत्याह आद्य इति। समनन्तराध्याययोर्ज्ञान-मुक्तमित्याह ज्ञानमिति ॥ २२ ॥

ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বমাত্র; যেহেতু আন্তরিক বৃত্তিতে অনায়াসেই ব্রহ্ম-চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ব ভিন্ন আর কোনরূপেও সুখের অনুভব হইতে পারে না ॥ ১৯ ॥

এইক্ষণ সকল পদার্থে ব্রহ্মের অনুভব প্রদর্শনার্থ তাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন।—সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই তিনপ্রকার ব্রহ্মের স্বরূপ জানিবে। মৃত্তিকা পর্ব্বতাদি জড়পদার্থে ব্রহ্মের সত্তামাত্র প্রকাশ পায়, কিন্তু ইহাতে তাঁহার চৈতন্য ও সুখ, এই উভয়ের প্রকাশ হয় না ॥ ২০ ॥

ঘোর ও মূঢ়, এই দ্বিবিধ বুদ্ধিবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য এই অভিব্যক্ত হয়; কিন্তু এই বৃত্তিদ্বয়ে ব্রহ্মের সুখ প্রকাশিত হয় না এবং বৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনই প্রকাশ পাইয়া কেই মিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় ॥ ২১ ॥

প্রথম অধ্যায়ে যোগ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উ আছে, তাহাতে এই অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। (প্রথম অধ্যা যে যোগ ও দ্বিতীয়, তৃতীয় অধ্যায়ে যে জ্ঞান উক্ত হইয়াছে, তাহা পর্যা-

সত্তা জাড্যদুঃখে দ্বে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্।
অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাড্যং কাষ্ঠশিলাদিষু ॥ ২৩ ॥
ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্ভিতা।
শান্তাসু জড়বুদ্ধ্যৈক্যান্মিশ্রং ব্রহ্মেতি কীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪ ॥
এবং স্থিতেঽত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাতুমিচ্ছেৎ পুমানসৌ।
নৃশৃঙ্গাদিমুপেক্ষেত শিষ্টং ধ্যায়েদ্ যথাযথম্ ॥ ২৫ ॥

ননু সচ্চিদানন্দানাং ব্রহ্মস্বরূপত্বে মায়ায়াঃ কিং স্বরূপমিত্যাশঙ্ক্যাহ অসত্তেতি। নর-
ৃঙ্গাদাবসত্ত্বং মৃচ্ছিলাদিষু জাড্যমিতি বিবেকঃ ॥ ২৩ ॥
দুঃখং কুত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ ঘোরেতি। এবং সর্ব্বত্র মায়া প্রতিভাসতে ইত্যাহ এবমিতি।
শান্তাদিষু বৃত্তিষু ব্রহ্মণো মিশ্রত্বে কিং কারণমিত্যত আহ শান্তেতি ॥ ২৪ ॥
এতদভিধানং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মধ্যানার্থমিত্যাহ এবং স্থিতে ইতি। নৃশৃঙ্গাদি-
পেক্ষ্যান্যত্র ব্রহ্মধ্যানং কর্ত্তব্যমিত্যাহ নৃশৃঙ্গাদিমিতি ॥ ২৫ ॥

লাচনা করিলেই কিরূপে এই অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হয়, তাহা জানিতে পারিবে) ॥ ২২ ॥

মায়ার স্বরূপও ত্রিবিধ; অসত্তা, জড়তা ও দুঃখ। মনুষ্যের শৃঙ্গ ও আকাশের পুষ্প ইত্যাদি স্থলে মায়ার অসত্তা প্রকাশ পায়। আর কাষ্ঠ ও পাষাণাদিতে তাহার জড়তা অভিব্যক্ত হয় এবং ঘোর ও মূঢ় এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণবৃত্তিতে মায়ার দুঃখ প্রকাশিত হয়। এইপ্রকারে সর্ব্বত্রই মায়ার ংশ রহিয়াছে। শান্তবৃত্তিতে জড় ও বুদ্ধি এই উভয়ের ঐক্যপ্রযুক্ত সেই শান্তবৃত্তিতে যে চৈতন্য আছে, তাঁহাকে মিশ্রব্রহ্ম বলা যায় ॥ ২৩-২৪ ॥

ক্তপ্রকারে মিশ্র ও অমিশ্র উভয়প্রকার পরব্রহ্ম নিরূপিত হইল। ক্ষণ যে কোন পুরুষ সেই উভয়প্রকার ব্রহ্মের ধ্যান করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি নরশৃঙ্গাদি অসত্তাংশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট সত্তাংশ ধ্যান করিবেন। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, পূর্ব্বে যে অমিশ্র ও মিশ্র ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, ব্রহ্মধ্যানই তাহার উদ্দেশ্য জানিবে ॥ ২৫ ॥

शिलादौ नामरूपे द्वे त्यक्त्वा सन्मात्रचिन्तनम् ।
त्यक्त्वा दुःखं घोरमूढधियोः सच्चिद्विवेचनम् ॥ २६ ॥
शान्तासु सच्चिदानन्दांस्त्रीनप्येवं विचिन्तयेत् ।
कनिष्ठमध्यमोत्कृष्टास्तिस्रश्चिन्ताः क्रमादिमाः ॥ २७ ॥
मन्दस्य व्यवहारेऽपि मिश्रब्रह्मणि चिन्तनम् ।
उत्कृष्टं वक्तुमेवात्र विषयानन्द ईरितः ॥ २८ ॥

अन्यत्रोक्तं कुत्र कथं ध्येयमित्यत आह शिलादाविति । घोरमूढबुद्धिवृत्तिषु दुःखं परित्यज्य सच्चिद्रूपयोश्चिन्तनं कार्यमित्याह त्यक्त्वेति ॥ २६ ॥

सात्त्विकवृत्तिषु सच्चिदानन्दास्त्रयोऽपि ध्येया इत्याह शान्तेति । एषां ध्यानानां किं साम्यं नेत्याह कनिष्ठेति ॥ २७ ॥

इदानीं निर्गुणध्यानेऽनधिकारिणोऽनुग्रहाय मिश्रब्रह्मध्यानेऽधिकार उक्त इत्यभिप्रायेणाह मन्दस्येति ॥ २८ ॥

এইরূপ কিরূপে ব্রহ্মধ্যান করিবে, তাহাই কথিত হইতেছে।—কাষ্ঠ-শিলাদিতে নাম রূপ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ব্রহ্মের সত্তামাত্র চিন্তা করিবে। ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মের চৈতন্যমাত্রের ভাবনা করিতে হইবে এবং শান্তবৃত্তিতে ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ এই তিনপ্রকার ধ্যান করিবে। মন্দ, মধ্য ও উত্তমাধিকারীরা ক্রমতঃ উক্ত তিনপ্রকার ধ্যান করিবে, অর্থাৎ মন্দাধিকারীরা কেবল ব্রহ্মের সত্তা ধ্যান করিবে, মধ্যমাধিকারীরা ব্রহ্মের সত্তা ও চৈতন্য ধ্যান করিবে এবং উত্তমাধিকারীরা ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও সুখ, এই ত্রিবিধস্বরূপ ধ্যান করিবে ॥ ২৬-২৭ ॥

যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানের অনধিকারী, তাহাদিগের মিশ্রব্রহ্মের ধ্যান করা উৎকৃষ্ট কল্প। এইনিমিত্তই এই বিষয়ানন্দপ্রকরণে মিশ্রব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে। (মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিরা অনায়াসে এই মিশ্র ব্রহ্ম চিন্তা করিতে পারিবে, ইহাই মিশ্র ব্রহ্মস্বরূপ নিরূপণের উদ্দেশ্য) ॥২৮॥

औदासीन्ये तु धीवृत्तेः शैथिल्यादुत्तमोत्तमम् ।
चिन्तनं वासनानन्दो ध्यानमुक्तं चतुर्व्विधम् ॥ २९ ॥
न ध्यानं ज्ञानयोगाभ्यां ब्रह्मविद्यैव सा खलु ।
ध्यानेनैकाग्र्यमापन्ने चित्ते विद्या स्थिरीभवेत् ॥ ३० ॥
विद्यायां सच्चिदानन्दा अखण्डैकरसात्मताम् ।
प्राप्य भान्ति न भेदेन भेदकोपाधिवर्ज्जनात् ॥ ३१ ॥

एवं सप्रविकं ध्यानत्रयमुक्त्वा अवृत्तिकं ध्यानमाह औदासीन्येविति । उत्तमोत्तममिति एभ्यो ध्यानेभ्योऽधिकमित्यर्थः। उक्तं निगमयति ध्यानमुक्तमिति ॥ २९ ॥

अयं ध्यानावान्तरभेदः किं नेत्याह न ध्यानमिति । तर्हि किमेतदित्याशङ्क्याह ब्रह्मविद्येति । इयं ब्रह्मविद्या कथमुत्पन्नेत्याशङ्क्याह ध्यानेनेति ॥ ३० ॥

अस्याविद्यात्वे हेतुमाह विद्यायामिति ॥ ३१ ॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে মিশ্রব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ বিষয়েতে ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়। বিষয়ে ঔদাসীন্য হইলেই বুদ্ধিবৃত্তি শিথিলভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই ক্রমশঃ বাসনানন্দরূপ উত্তম উত্তম চিন্তাতে অধিকার জন্মে, এইনিমিত্ত চারিপ্রকার ব্রহ্মধ্যান উক্ত হইয়াছে। এই চারিপ্রকার ব্রহ্মধ্যানের যথাযোগ্য অধিকারীর ব্রহ্মচিন্তা হইতে পারে ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ও ধ্যান এই উভয় ধ্যান নহে, ইহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা বলা যায়। ধ্যানদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হইলে, ব্রহ্মবিদ্যা স্থিরীকৃত হয়। যাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার স্থৈর্য্য না হয়, তাবৎ নিরন্তর ব্রহ্মধ্যানদ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধনে যত্ন করিবে ॥ ৩০ ॥

যখন ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব হয়, তখন সত্তা চৈতন্য ও আনন্দ এই সমুদায়ই অখণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের সত্তা দেখা যায়। সেই ব্রহ্মচৈতন্যই সর্ব্বত্রপরিব্যাপ্ত বলিয়া জানা যায় এবং অন্তঃকরণে সর্ব্বদা ব্রহ্মানন্দ অনুভূত হয়। কদাচ ব্রহ্মের সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্র অন্যথা হয় না এবং সর্ব্বপ্রকার ভেদজ্ঞানের কারণীভূত

শান্তা ঘোরাঃ শিলাদ্যাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ।
যোগাদ্‌ বিবেকতস্তেষামুপাধীনামপাকৃতিঃ॥ ৩২॥
নিরুপাধি ব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ংপ্রভে।
অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোঽয়মুচ্যতে॥ ৩৩॥
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমাধ্যায় ঈরিতঃ।
বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্‌॥ ৩৪॥

ভেদকোপাধিবর্জ্জনাদিত্যুক্তং তানেব ভেদকোপাধীনাহ শান্তা ঘোরা ইতি। এতেষাং পরিহারঃ কেনোপায়েন ইত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাদ্ বিবেক ইতি॥ ৩২॥

ফলিতমাহ নিরুপাধীতি। ত্রিপুটীভাবাভাবাৎ ভূমানন্দোঽয়মুচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

গ্রন্থমুপসংহরতি ব্রহ্মানন্দেতি॥ ৩৪॥

উপাধির অভাব হইয়া ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়। সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শনপ্রযুক্ত ভেদজ্ঞান থাকে না॥ ৩১॥

পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ভেদজ্ঞানের কারণীভূত উপাধির অভাব-প্রযুক্ত ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, এইক্ষণ সেই উপাধি নিরূপণ করিতেছেন।— শান্তবৃত্তি, ঘোরবৃত্তি এবং শিলাদি বাহ্যবিষয় ইহারাই ভেদজ্ঞানের কারণীভূত উপাধি। যোগ ও বিবেকদ্বারা সেই সকল উপাধির বিনাশ হয়। (যখন যোগসাধনদ্বারা বিবেক উপস্থিত হয়, তখন ঘটপটাদি উপাধিজ্ঞানের অভাব হইয়া সর্ব্বব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হইতে থাকে)॥ ৩২॥

উপাধি বিনষ্ট হইয়া যখন স্বপ্রকাশমান নিরুপাধি অদ্বৈত পরব্রহ্মের স্বরূপ পরিজ্ঞান হয়, তখন ত্রিপুটীভাব, অর্থাৎ জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান ইহাদিগের পার্থক্যজ্ঞান থাকে না। (আমি জ্ঞাতা, এই বস্তু আমার জ্ঞেয়, ইহাই জ্ঞান ইত্যাদিরূপে ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া কেবল একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশ পাইয়া থাকেন) ইহাকেই ভূমানন্দ বলা যায়॥ ৩৩॥

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ব্রহ্মানন্দাখ্যগ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়ে বিষয়ানন্দ উক্ত হইল। এই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দের দ্বারস্বরূপ। অতএব এই বিষয়ানন্দরূপ দ্বার দিয়া সেই ব্রহ্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে হইবে॥ ৩৪॥

प्रीयाद्धरिहरोऽनेन ब्रह्मानन्देन सर्व्वदा ।
पायाच्च प्राणिनः सर्व्वान् स्वाश्रितान् शुद्धमानसान् ॥ ३५ ॥

इति ब्रह्मानन्दे विषयानन्दः समाप्तः ॥

इति श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरविरचित-पञ्चदश-
प्रकरणात्मकपञ्चदशीग्रन्थः समाप्तः ॥

निर्व्विघ्नग्रन्थसमाप्तिद्योतनार्थं देवतानामोच्चारणपूर्व्वकशिष्याशीर्व्वादसूचकं श्लोकमाह प्रीयादिति ॥ ३५ ॥

इति ब्रह्मानन्दे विषयानन्दव्याख्या समाप्ता ॥

इति श्रीपरमहंसपरिव्राजकाचार्य्य श्रीभारतीतीर्थविद्यारण्यमुनि-
वर्य्यशिष्येण श्रीरामकृष्णविदुषा विरचिता पञ्च-
दशप्रकरणात्मकपञ्चदश्याख्यग्रन्थस्य
टीका समाप्ता ॥

নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তি হইল, এইনিমিত্ত দেবতার নামোচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।—এই ব্রহ্মানন্দদ্বারা হরিহর প্রসন্ন হউন এবং হরিহরাত্মক ব্রহ্ম, আত্মতত্ত্বপরায়ণ শুদ্ধচিত্ত ও আশ্রিত প্রাণিদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৫ ॥

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশী সম্পূর্ণ ॥

॥ ওঁ তৎসৎ ॥